আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, বৃদ্ধবাগ্‌ভট, হারীত, আত্রেয়-সংহিতা, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ, সারকৌমুদী, পরিভাষা, রত্নাবলী, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, চিকিৎসাক্রম কল্পবল্লী, চিকিৎসাধাতুসার, যোগতরঙ্গিণী, যোগচিন্তামণি, প্রয়োগ-চিন্তামণি, যোগরত্নাকর, রসরত্নাকর, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসার, রসেন্দ্র-চিন্তামণি, বীরসিংহাবলোকন, অমৃতসাগর ও কূট-মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ কায়চিকিৎসা, অগদতন্ত্র, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র হইতে—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত,

অনুবাদিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ধন্বন্তরী ষ্টীম মেশিন যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

মূল্য ৬৷৷০ ছয় টাকা আট আনা।

সতর্কীকরণ।

এই "আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ" আইনানুসারে রেজেষ্টরী করা হইল। ইহাে
অনন্য-সাধারণ বিষয় ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে,
নিজের ও পৈতৃক। সেই সকল বিষয় ও ঔষধ অন্য কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে
যিনি আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা বা তাহার কিয়দংশ মুদ্রাঙ্কিত করি
আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি নানাবিঘ্ন-সঙ্কুল অতি দুর্দ্দশাপন্ন বিলুপ্ত-প্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অন্তরায়বিমুক্ত পুনরুদ্দীপিত ও সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় করিবার জন্য নিজ মহার্ঘ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; যিনি অনন্য-সাধারণ চিকিৎসা-গৌরবে ভারতের সর্ব্বত্রই একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; যিনি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কীটাকুলিত-জর্জ্জরিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সকলের সঙ্কলন, সংস্কার ও অনুবাদবিষয়ে নিরতিশয় যত্ন করেন ও তদ্বিষয়ে চিকিৎসক মহাশয়দিগকে সতত নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন, যিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অপর সাধারণ সকলেরই অনায়াস-সাধ্য করিবার মানসে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা রাজধানীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া ঔষধাদির মহার্ঘ্যতা ও অপ্রাপ্তি-জনিত-দারুণ-চিকিৎসা-বাধা দূর করিয়া দেন; এবং যিনি আয়ুর্ব্বেদের [illegible] প্রচার ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষ বিস্তার জন্য নিজ ব্যয়ে কলিকাতা রাজধানীতে প্রচুর ব্যয়-সাধ্য এই অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেন; যাঁহার প্রসাদে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভারতের নানাস্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা শত শত রোগির রোগ বিমোচনে সমর্থ হইয়া আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচার করিতেছেন; যাঁহার আদেশে, উপদেশে ও তত্ত্বাবধানেই এই আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ গ্রন্থের বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে; এবং যিনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি অতি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া বিশেষ সন্তোষের সহিত মুদ্রিত করিতে উপদেশ প্রদান করেন—বলিয়াই ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইল; এক্ষণে আমরা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই

স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺ চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত কবিরাজ

মহোদয়ের পাদপদ্মে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

শকাব্দাঃ ১৮[illegible]। | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

তাং ২রা কার্ত্তিক। | শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গ-বিনিশ্চয় ও রোগের চিকিৎসা, এই দুইটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং রোগশান্তিই ইহার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনার্থই ামাদের এই বঙ্গদেশে, কি হিন্দুস্থানে, কি উড়িষ্যায়, কি দাক্ষিণাত্যে, ভারতের সর্ব্বত্রই দাধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রথমেই রোগ-বিনিশ্চয় (মাধব নিদান) এবং চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, ার ও রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ-চিকিৎসাগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। আমরা সাধারণ রুচি অনুসারে এবং অতি প্রয়োজনীয় বোধে চরক, সুশ্রুত, বাগ্-রীত, ক্ষারপাণি, আত্রেয়-সংহিতা, ভাব-প্রকাশ, চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, পরিভাষা, সার-, প্রয়োগামৃত, প্রয়োগচিন্তামণি, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, রসেন্দ্রসার, রসেন্দ্রচিন্তামণি, কর ও বিবিধ শল্যতন্ত্র হইতে চিকিৎসা বিষয়ক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি করিয়া এই "আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে প্রথমে সাপযোগী সমস্ত পরিভাষা ও ধাত্বাদির শোধন, জারণ, মারণ ও মারণোপযুক্ত ার, যন্ত্র সকলের প্রতিরূপ, সুশ্রুতোক্ত ৩৭টি গণ ও সংশমনবর্গ, চরকক্ত "দশেমানি" জীবনীয়, বৃংহণীয়, স্বেদোপযোগ, বমনোপযোগ, বিরেচনোপযোগ, আস্থাপনোপযোগ, নোপযোগ ও শিরোবিরেচনোপযোগ প্রভৃতি দশাত্মক ৫০টি কষায়, এতদ্ভিন্ন সর্ব্ব-অব্যভিচরিত-কারণ-বাতাদি দোষের স্বরূপ, প্রকোপণ, প্রশমন ও কার্য্য; রস-সপ্ত ধাতুর ও ওজঃ পদার্থের স্বরূপ, স্থান, কার্য্য ও উৎপত্তি প্রকার এবং দ্রব্যাশ্রিত রসের, বিংশতি প্রকার গুণের, দ্বিবিধ বীর্য্যের, ত্রিধা বিপাকের ও প্রভাবাদির বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ অধ্য-রিবেন, তাঁহাদিগকে আর কোন রোগের চিকিৎসার জন্য অন্য কোন গ্রন্থের সাহায্য হইবে না, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা অনায়াসে ও অকুণ্ঠিতভাবে সকল রোগের দা এবং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন।

লা নিষ্প্রয়োজন যে শাস্ত্রজ্ঞ ও দৃষ্টকর্ম্মা ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অস্মৎসহোদর শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ এই পুস্তকের বিষয়-নির্ব্বাচন, সঙ্কলন ও অনুবাদাদি সকল বিষয়েই সাহায্য করিয়াছেন।

তিকৃতজ্ঞহৃদয়ে এস্থলে বক্তব্য যে, আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য র্ব্বেদাধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন য এই পুস্তকের সঙ্কলন, সংস্করণ ও অনুবাদ বিষয়ে যে অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া-তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। বন্ধু-প্রবর ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত ত চন্দ্রশেখর কাব্যচুঞ্চু মহাশয়ের নিকট যে অসাধারণ উপকার পাইয়াছি, তাহা আজীবন জ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব।

এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের লব্ধোপাধিক ছাত্র এবং প্রতিপন্ন চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুপ্ত কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাস গুপ্ত বৈদ্যরত্ন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস ধন্বন্তরী ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথদেব গুপ্ত বৈদ্যরত্ন ইহাঁরা এবং বর্ত্তমান ছাত্র শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীমান্ রামশরণ সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি ছাত্রগণ এই পুস্তকের সংগ্রহ ও সংশোধন বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন—তাহা আমরা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না।

শকাব্দাঃ ১৮১৪।
তাং ২০ কার্ত্তিক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে আয়ুর্ব্বেদের অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই সংগৃহীত হয়, ইহাই আমাদের চিরন্তন ইচ্ছা এবং ইহাই সাধারণের বিশেষ অনুরোধ ছিল, কিন্তু নানা কারণে প্রথমবারে আমরা সে ইচ্ছা পূর্ণ ও সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই; কেবল চিকিৎসা-বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলিই আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহের বিষয়ীভূত করিয়া সংগ্রহখানি মুদ্রিত করিয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ অতি অল্পদিনের মধ্যেই জন সমাজে সমাদৃত ও সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ বলিয়া বিশেষ পরিচিত হওয়ায়, এবারে আমরা প্রচলিত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সমস্ত সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া এই আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ-গ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিলাম। ইহা আয়ুর্ব্বেদার্ণব-সম্ভূত অমৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতাদৃশ একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন-গ্রন্থ নিকটে থাকিলে কাহাকেও কোন আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতে হইবে না। গ্রন্থখানি পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বার্দ্ধে—আয়ুর্ব্বেদাবতরণ, শারীর-প্রকরণ (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ত্বক্, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা ও ধমনী প্রভৃতি যাবতীয় শারীর-বিবরণ) তদ্ভিন্ন গর্ভবতী ও প্রসূতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধাত্রীলক্ষণ, বালপরিচর্য্যা, প্রকৃতি-লক্ষণ, বাতাদি-দোষ-বর্ণন, রসরক্তাদি ধাতু ও উপধাতু কথন, দ্রব্যাদিবিজ্ঞান, স্নেহবিধি, স্বেদবিধি, বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, রোগানুৎপাদনীয়বিধি, বিকৃতি-বিজ্ঞান (অরিষ্ট লক্ষণ), বাতাদিসংশমনবর্গ, চরকোক্ত-পঞ্চাশন্মহাকষায়, সুশ্রুতোক্ত-সপ্তত্রিংশদ্গণ, দ্রব্যগুণপ্রকরণ, পরিভাষা এবং ধাত্বাদির শোধন, জারণ, মারণ, মারণোপযুক্ত পুটপ্রকার, যন্ত্র সকলের প্রতিরূপ, নাড়ী-পরীক্ষা; নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বাপরীক্ষা, আস্য-পরীক্ষা ও মূত্রপরীক্ষাদি নানাবিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরার্দ্ধে—প্রত্যেক রোগের নিদান (উৎপত্তির কারণ) এবং বায়ু পিত্ত ও কফভেদে তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, কি নিয়মে তাহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে, সেই চিকিৎসাক্রম, প্রত্যেক রোগের ঔষধ নিরূপণ অর্থাৎ যে যে পাচনে, যে যে মুষ্টিযোগে, যে যে বটিকায় এবং ঘৃত তৈল মোদক অরিষ্ট ও আসবাদি যে যে ঔষধে তাহাদের প্রশম হইবে, সেই সমস্ত ঔষধ নির্দ্ধারণ ও ঔষধ সকল প্রস্তুত করণ এবং প্রত্যেক রোগের পথ্য ও অপথ্যাদি যাবতীয় বিষয় মূল ও অনুবাদের সহিত অতি বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

চিকিৎসা যদিও গুরূপদেশ-সাপেক্ষ, তথাপি আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ এরূপ প্রণালীতে এরূপভাবে ও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ; কস্মিন্‌কালেও কখন কোন আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের চর্চ্চা করেন নাই—তাঁহারাও এই গ্রন্থখানি যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে বিনা গুরূপদেশে অনায়াসেই আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় অবগত এবং সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন, কৃতবিদ্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ি-গণের যে, এই সংগ্রহদ্বারা চিকিৎসাকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এপ্রকার অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পূর্ণ উপাদেয় কোন আয়ুর্ব্বেদীয়-সংগ্রহ-গ্রন্থই এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এতাদৃশ একখানি সংগ্রহগ্রন্থ নিকটে থাকিলে কোন গৃহস্থকেই কোন রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না এবং চিকিৎসাব্যয়েও কাহাকে বিব্রত বা সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে না। তাঁহারা নিজেই সকল রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির বিষয় সকল সংগ্রহ করিতে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ যত্ন ও যেরূপ অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং গ্রন্থখানি যেরূপ বিস্তৃত ও স্থূলকলেবর হইয়াছে; অপিচ ইহাদ্বারা চিকিৎসাবিষয়ে যেরূপ উপকার পাওয়া যাইবে; সে অনুপাতে ইহার মূল্য যে কত, যাহারা এই গ্রন্থ এক এক খানি নিকটে রাখিবেন এবং বিনাব্যয়ে বা যৎসামান্য ব্যয়ে নিজ পরিবারের কাহাকেও রোগমুক্ত করিবেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু সাধারণের সহজ লভ্য করিবার জন্য ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি।

শকাব্দাঃ ১৮২১।	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
তাং ১লা আশ্বিন।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহের তৃতীয়সংস্করণ মুদ্রিত (তিন সহস্র খণ্ড) ও প্রকাশিত হইল। ... সংস্করণের আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ বহুদিবস নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে. এই গ্রন্থ বৃহৎ ও মূ... হইলেও ইহার বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনায়াসেই ইহার উপকারিতা অনুমিত হইতেছে। ... র্ব্বেদাচার্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহের উপর যেরূপ সমাদর ও শ্রদ্ধা—তাহাতেই ইহার ... ও শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারা যাইতেছে। ইহাকে সমধিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপাদেয় এবং প্র... করিবার জন্য এ সংস্করণেও বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি এবার আদ্যোপান্ত ... শোধন করা হইয়াছে, অনেকস্থলে পুস্তকের এত উন্নতি করা হইয়াছে যে দেখিলে ... আনন্দিত হইতে হইবে। অবশ্য অনেকগুলি নূতন ঔষধাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত অর্ক চিকিৎসা অতি প্রাচীন ও উপকারী সাধারণের উপকারা... দুষ্প্রাপ্য বিষয়টী আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহের পরিশিষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় চি... ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিশেষ উপকার পাইবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসাবিদ্যার সম্যক্‌রূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শারীরবিজ্ঞানে বিশেষ অ... থাকা আবশ্যক। সেই জন্য ইহার পরিশিষ্ট অধ্যায়ে সবিস্তার ভাবে শরীরবিজ্ঞান ... লিখিত হইল। সত্যানুরোধে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পাশ্চত্য চিকিৎসাবিজ্ঞা... বিষয়ে সমধিক চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছে সেইজন্য এ বিষয়টী লিখিবার ভার কলিকাতা... প্রতিষ্ঠ প্রবীণ চিকিৎসক পিতৃদেবের প্রিয়ছাত্র আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজে... দে এম, বি, মহোদয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। শরীরবিজ্ঞানের প্রত্যেক বিষয় ... মধ্যে অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। বোধ-সৌ... অনেকগুলি চিত্র (উড এন্‌গ্রেভিং) দেওয়া হইল। আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শারীর... অধ্যায় সংযোজিত হওয়ায় ইহার বিশেষ অভাব বিদূরিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৮২১।	{	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
তাং ১লা শ্রাবণ।		শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ—সূচীপত্রম্।

(পূর্ব্বার্দ্ধস্থ।)

আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্

অথ শারীর-প্রকরণম্।

অথ পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

অরিষ্টলক্ষণম্।

অথ দ্রব্যগুণ-প্রকরণম্।

পরিভাষাপ্রকরণম্।

যন্ত্রবিধিঃ।

রোগিপরীক্ষাপ্রকরণম্।

ইতি পূর্ব্বার্দ্ধস্য সূচীপত্রম্।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ—সূচীপত্রম্।

(পরার্দ্ধস্য।)

জ্বরাধিকারঃ।

জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

অতিসারাধিকারঃ।

গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

অর্শোরোগাধিকারঃ।

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

রক্তপিত্ত-রোগাধিকারঃ।

রাজযক্ষ্মারোগাধিকারঃ।

কাসরোগাধিকারঃ।

হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ।

স্বরভেদাধিকারঃ।

অরোচকাধিকারঃ।

ছর্দ্দি-রোগাধিকারঃ।

বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

বাতরক্তাধিকারঃ ।

উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

আমবাতাধিকারঃ।

শূলরোগাধিকারঃ।

উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

গুল্মরোগাধিকারঃ।

হৃদ্রোগাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অশ্মরীরোগাধিকারঃ।

প্রমেহরোগাধিকারঃ।

সোমরোগাধিকারঃ।

প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

শোথরোগাধিকারঃ।

বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

গলগণ্ডাদিরোগাধিকারঃ।

শ্লীপদরোগাধিকারঃ।

বিদ্রধি রোগাধিকারঃ।

ব্রণশোথাধিকারঃ।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকারঃ।

অম্লপিত্তাধিকারঃ।

বিসর্পাধিকারঃ।

বিস্ফোটাধিকারঃ।

মসূরিকাধিকারঃ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

মুখরোগাধিকারঃ।

কর্ণরোগাধিকারঃ।

নাসারোগাধিকারঃ।

নেত্ররোগাধিকারঃ।

শিরোরোগাধিকারঃ ।

অসৃগ্দররোগাধিকারঃ ।

যোনিব্যাপদধিকারঃ।

গর্ভিণীরোগাধিকারঃ।

সূতিকারোগাধিকারঃ।

বিষয়াঃ।	পত্রাঙ্কাঃ।

স্তনরোগাধিকারঃ।

বালরোগাধিকারঃ।

বিষাধিকারঃ।

রসায়নাধিকারঃ।

বিষয়াঃ।	পত্রাঙ্কাঃ।

বাজীকরণাধিকারঃ।

বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

মস্তিষ্কস্নায়ুরোগাধিকারঃ।

ইতি পরার্দ্ধস্থ সূচীপত্রম্।

সমাপ্তমিদং সূচীপত্রম্।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহঃ।

পরার্দ্ধম্।

অথ চিকিৎসা-প্রকরণম্।

অথ জ্বরাধিকারঃ।

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধ-রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্‌দ্বন্দ্ব-সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ॥

জ্বরোৎপত্তি।—মহাদেব, দক্ষাপমানে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতেই জ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। জ্বর আট প্রকার, যথা পৃথগ্‌জ অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ; দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

অথ জ্বরসংপ্রাপ্তিঃ।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বাহ্যনিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যূ রসানুগাঃ॥

অবিহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয়নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। অগ্নি বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বক্ উষ্ণ হইয়া থাকে।

অথ জ্বরলক্ষণম্।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্‌যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥

যে রোগে, একদা ঘর্ম্মরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গ-বেদনা লক্ষিত হয়, তাহার নাম জ্বর। "কিন্তু সন্তাপই জ্বরের প্রধান লক্ষণ"।

অথ জ্বরচিকিৎসা-সাধারণবিধিঃ।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।
ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥

যে স্থলে দোষের (বায়ু পিত্ত কফের) প্রাবল্য কিংবা খর্ব্বতা বুঝিতে পারা না যায়, সে স্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ফাণ্টাদীনাং প্রয়োগস্তু ন নিষিদ্ধঃ কদাচন॥

নবজ্বরে দিবা-নিদ্রা, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, গুরু অন্ন ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু সেবন, ব্যায়াম ও কষায় পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু ফাণ্টাদির প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ নহে।

ন দ্বিরদ্যান্ন পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন।
ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নানং সংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥
ক্রোধ-প্রবাত-ভোজ্যানি বর্জ্জয়েৎ তরুণজ্বরী॥
শোষচ্ছর্দ্দিমদান্ মূর্চ্ছা-ভ্রমতৃষ্ণাত্যরোচকান্।
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ॥

দ্বির্ভোজন, প্রাতে ও রাত্রিতে ভোজন, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক এবং গুরুপাক ভোজন করা তরুণজ্বরে কর্ত্তব্য নহে। জলাভিষেক, গাত্রে চন্দনাদি প্রলেপ, তৈলাভ্যঙ্গ, সংশোধন অর্থাৎ বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচনরূপ সম্যক্ শোধন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতলজল, ক্রোধ, অধিক বায়ুসেবন ও ভোজ্য দ্রব্য, তরুণজ্বরী এই সমুদয় পরিবর্জ্জন করিবে। উল্লিখিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ না করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাতমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥
ব্যজনস্থানিলস্তৃষ্ণা-স্বেদমূর্চ্ছাশ্রমাপহঃ।
নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুরুকৰ্বসনাবৃতঃ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি বায়ুশূন্য গৃহে বাস করিবে; কারণ তদ্দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হয়। বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখা দ্বারা বাতাস করিবে। পাখার বায়ু তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম-নির্গম, মূর্চ্ছা ও শ্রম অপনোদন করে। তরুণ-জ্বরে স্থূল ও উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখিবে।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘনপাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

পীড়া অল্পদোষবিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্ঘন, মধ্যবিধ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষবিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষ-বিশিষ্ট হইলে শোধন (বিরেচনাদি) ব্যবস্থেয়। শোধনক্রিয়া দ্বারা মল সমস্ত একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। (কিন্তু রোগির অবস্থা ও বলাবল বিবেচনা করিয়া এবং যে যে স্থলে শোধন নিষেধ, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া কর্ত্তব্য)।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

আমযুক্ত দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) আমাশয়স্থ হইয়া অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের রসবহ এবং ঘর্ম্মবহ পথ সকলকে অবরোধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। এইজন্য নবজ্বরে উপবাস দেওয়া উচিত।

অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্॥

দোষ ও অগ্নি স্বস্থানে অবস্থিত না হওয়াতে জ্বর উৎপন্ন হয়, এরূপ অবস্থায় লঙ্ঘন দিলে দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ, অগ্নিবৃদ্ধি, ভোজনেচ্ছা, রুচি ও শরীরের লঘুতা জন্মিয়া থাকে।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥

রোগির বল বিবেচনা করিয়া উপবাস করাইবে। বলক্ষয়কারী লঙ্ঘন অনুচিত, কারণ বলাধানই আরোগ্যের প্রধান অবলম্বন; এবং আরোগ্যের জন্যই এই চিকিৎসাক্রম উক্ত হইয়াছে।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য-শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে ॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি ॥

যখন অধোবায়ু মল ও মূত্র প্রবর্ত্তিত, গাত্র লঘু, হৃদয় উদ্গার কণ্ঠ ও মুখ বিশুদ্ধ, তন্দ্রা ও ক্লান্তি অপগত, ঘর্ম্ম উদ্ভূত, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত রুচি সঞ্জাত এবং চিত্ত প্রসন্ন হইবে, তখনই জানিবে, রোগিকে যথোপযুক্ত উপবাস দেওয়ান হইয়াছে, আর অধিক লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই, তখন বলরক্ষার নিমিত্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিবে।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধ্ববাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥

অতিরিক্ত উপবাসে রোগীর হস্তাদিতে খালধরা, সর্ব্বশরীরে বেদনা, কাস, মুখশোষ, অক্ষুধা, অরুচি, তৃষ্ণা, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস, মনের চাঞ্চল্য ও উদ্গারাদির বাহুল্য, মোহ এবং শরীরের দুর্ব্বলতা ও অগ্নির তেজোহ্রাস হইয়া যায়।

কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
কণ্ঠাস্যহৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্-হীনলঙ্ঘনে ॥

উপবাস অপূর্ণ হইলে হৃদয়স্থ কফের বহির্গমনোন্মুখতা (গা বমি বমি করা), হৃদয় হইতে কটু ও অম্ল রসের নির্গম, চক্ষু ও মুখাদিতে পুনঃপুনঃ জলোদ্গম, তন্দ্রা, এবং কণ্ঠ মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ ॥

ধাতুক্ষয়কৃতজ্বর, নিরাম বাতজ জ্বর এবং ভয় ক্রোধ কাম শোক ও শ্রম জনিত জ্বর ভিন্ন অন্য জ্বরের প্রথমাবস্থায় উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

তং তু মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা-মুখশোষভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে ন বৃদ্ধে ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে ॥

কিন্তু বায়ুগ্রস্ত এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তিকে, বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বলকে উপবাস দেওয়াইবে না। বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে লঘু পথ্য দিবে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাভটঃ ॥

বাভট কহিয়াছেন, আহার বা স্নানাদি করিয়া জ্বর হইলে, রোগী যদি বমনার্হ হয় অর্থাৎ শিশু, দুর্ব্বল ও গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে বমন করানই প্রশস্ত।

কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ ॥

আমাশয়স্থ কফপ্রধান জ্বরকারক দোষ সকল যদি উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ এবং রোগীও যদি বমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত সময়ে বমন করাইবে।

অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্ ॥

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত নবজ্বরে বমন করাইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ, (মলমূত্ররোধক রোগ) ও মোহ জন্মিয়া থাকে।

যথর্ত্তুপক্কপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্।
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্ ॥

যে যে ঋতুতে যে যে প্রণালীমতে জল পাকের ব্যবস্থা আছে, তদ্রূপ জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে।

(অথবা সকল ঋতুতেই অর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবশিষ্ট করিয়া প্রদান করিবে।) অতিশয় তৃষ্ণায় জল না খাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব রোগিকে প্রাণধারণোপযোগী অল্প জল পান করিতে দিবে।

তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্ বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাপি শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণানিবারণার্থ রোগীকে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। মদ্যপানজনিত বা পৈত্তিক জ্বরে, নিম্নলিখিত ষড়ঙ্গ অথবা মুস্তক প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, ঐ জল শীতল হইলে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অথ ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা কুটিয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইবে এবং বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসাজ্বর প্রশমিত হইবে।

জ্বরিতং ষডহেঽতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্॥
সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥

ছয় দিনের পর অর্থাৎ জ্বরের সপ্তম দিবসে রোগিকে লঘু পথ্য দিয়া, তৎপর দিন পাচন বা শমন কষায় পান করাইবে। অর্থাৎ সাত দিনের পর যদি রসের পরিপাক না হয়, অথচ মল মূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পাচন কষায়, আর যদি মল মূত্রাদির নিঃসরণ এবং রসেরও পরিপাক হয়, তাহা হইলে শমন কষায় ব্যবস্থেয়। কিন্তু যদি রসের পরিপাক ও মলমূত্রাদির নিঃসরণ, উভয়ই না হয়, তাহা হইলে জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া যাহাতে দোষের পাক ও মল মূত্রের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ কষায় ব্যবস্থা করিবে। (রোগ যদি অতি ভয়ঙ্কর বা আশু মারাত্মক হয়, তাহা হইলে অচির-জ্বরিতকেও লঘুবীর্য্য ঔষধ দিবার বিধান আছে, তথায় সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ১৬ গুণ জল দ্বারা কাথ্য সিদ্ধ করিয়া (অনুক্ত স্থলে কাথ্য দ্রব্য ২ তোলা লইবে) চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে, তাহাকে কষায়, কাথ বা পাচন বলা যায়)।

অথামপচ্যমানপক্বজ্বর-লক্ষণানি।

লালাপ্রসেকো হৃল্লাসহৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্যবৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্॥
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্॥

চিকিৎসার জন্য জ্বরের অপক্ব, পচ্যমান এবং পক্ব লক্ষণ বিবেচনা করিবে। লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, হৃদয়ের অশুদ্ধি অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাধিক্য, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রগুরুতা, ক্ষুধানাশ, মূত্রবাহুল্য, শরীরের স্তব্ধতা ও অতিশয় জ্বরবেগ, এই সকল লক্ষণ জ্বরের অপক্বাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অপক্বজ্বরে ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে; ঔষধ সেবন করিলে জ্বরের বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়।

জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্॥

অত্যন্ত জ্বরবেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলনির্গম ও বমনবেগ, এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের পচ্যমান অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বং চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্॥

ক্ষুধা, শরীরের কৃশতা, গাত্রের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, এবং অষ্টাহকাল এইগুলি জ্বরের পক্ব লক্ষণ।

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ।
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্মণ্ডপূর্ব্বাভিবাদিতঃ॥

রোগির অবস্থাবিশেষে কখন বমন, কখন উপবাস, কখন কখন বমন ও উপবাস, এই সকল দ্বারা সম্যক্‌রূপে দোষের পরিপাক হইলে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু একেবারে গুরু দ্রব্য ভোজন করিতে না দিয়া প্রথমতঃ মণ্ড, তৎপরে যবাগূ (পেয়া ও বিলেপী এই দ্বিবিধ যবাগূ এস্থলে যথাক্রমে ব্যবহার্য্য বুঝিতে হইবে) দেওয়া উচিত অপিচ যে যে জ্বরে যে যে ঔষধের বিধি আছে, সেই সেই ঔষধ দ্বারা অথবা দোষের প্রকোপ বুঝিয়া যে যে ঔষধ যে যে দোষের পাচক, সেই সেই ঔষধ দ্বারা উক্ত মণ্ডাদি সিদ্ধ করিতে হইবে।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্।
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ॥

ক্ষুধার্ত্ত জ্বররোগী অগ্নির অল্পতা সত্ত্বেও প্রথমে পিপুল ও শুঁঠ সংযুক্ত লাজপেয়া (খৈএর মণ্ড) ভক্ষণ করিতে পারিবে, যেহেতু তাহা জ্বরনাশক এবং অনায়াসেই জীর্ণ হয়।

পেয়াং বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ॥

রোগির পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) ও মস্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারী এই উভয় ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিয়া রক্তশালি (দাউদ্‌খানি) তণ্ডুলের মণ্ড প্রস্তুত করিযা তাহাকে আহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বরনাশ হয়।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাং জ্বরী।
মৃদ্বীকাপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ॥

যদি জ্বরাক্রান্ত রোগির কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে, দ্রাক্ষা, পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতা এবং শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যা লঘীয়স্যা গুর্ব্ব্যা তাভ্যাং সধান্যয়া।
কণয়া যূষপেয়াদি-সাধনং স্যাদ্যথাক্রমম্॥
বাতপিত্তে বাতকফে ত্রিদোষে শ্লেষ্মপিত্তজে॥
যবাগূঃ স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নী ব্যাঘ্রীচুঃস্পর্শগোক্ষুরৈঃ॥

বাতপিত্তজ্বরে লঘুপঞ্চমূলের সহিত, বাতশ্লেষ্মজ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত, সান্নিপাতিক জ্বরে লঘু ও বৃহৎ উভয়ের অর্থাৎ দশমূলের সহিত এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ধনে ও পিপুলের সহিত মণ্ড পেয়াদি পাক করিয়া রোগিকে আহার করিতে দিবে। কণ্টকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর ইহাদের সহিত সিদ্ধ পেয়াদিও ত্রিদোষঘ্ন।

কর্ষার্দ্ধং বা কণাশুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পাচয়েদ্যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্॥

কল্ক-সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের পরিভাষা যথা—পিপুল ও শুঁঠ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য দুই তোলা এবং মৃদুবীর্য্যসম্পন্ন দ্রব্য ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ ৪ চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কল্কসাধ্য যবাগূ পাক করিবে এবং যদ্যপি রোগির অগ্নির বল অধিক থাকে, তবে বিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত নিয়মে আবশ্যক মতে ৮ আট সের কি তদধিক জল দ্বারা যথাপ্রয়োজন যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।

ষড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতা।

ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বে ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার বিধান যেরূপ কথিত হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যবা প্রস্তুত করিবে।

যবাগূর্ম্মূর্চ্চিতাত্তক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ।

রোগী যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারিবে, তাহার চারিভাগের এক ভাগ তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে। তণ্ডুল-গুলি অর্দ্ধচূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সিকথৈক-রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্ব্বহুসিকথা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥

যবাগূ তিন প্রকার; মণ্ড পেয়া ও বিলেপী; যাহাতে সিক্থক (শিটা) নাই অথচ তরল, সেই যবাগূকে মণ্ড কহে। যে যবাগূতে সিক্থক অল্প এবং তরলভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া কহে; যাহাতে সিক্থক অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকে, সেই যবাগূকে বিলেপী কহে।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী তু চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্‌গুণেঽম্ভসি।
অষ্টাদশগুণে তোয়ে যূষঃ শাঙ্গধরেরিতঃ॥

তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তাহার পাঁচ গুণ জল দিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। নয় গুণ জল দিয়া বিলেপী, উনিশ গুণ জল দিয়া মণ্ড, একাদশ গুণ জল দিয়া পেয়া এবং আঠার গুণ জল দিয়া যূষ পাক করিবে।

পাংশুধানে যথা বৃষ্টিঃ ক্লেদয়ত্যতিকর্দ্দমম্।
তথা শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে যবাগূঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনী॥

যেমন ধূলিরাশিতে বৃষ্টি পতিত হইলে অতিশয় কর্দ্দম জন্মে, সেইরূপ প্রবল শ্লেষ্মাবস্থায় যবাগূ সেবন করিলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাধিকে।
উর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূরহিতা জ্বরে॥

মদাত্যয়গ্রস্ত ব্যক্তির জ্বররোগে, নিত্য মদ্যপায়ি ব্যক্তির জ্বরে, গ্রীষ্মকালীন জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং উর্দ্ধগরক্তপিত্তাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বরে যবাগূ অতিশয় অহিতকারী।

তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥
দ্রবেণালোড়িতাস্তে স্যুস্তর্পণং লাজশক্তবঃ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্বরে যবাগূ না দিয়া অগ্রে দ্রাক্ষা দাড়িম প্রভৃতি জ্বরনাশক ফলের রসে লাজচূর্ণ (খৈএর গুঁড়া) এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করত আহার করিতে দিবে। এইরূপ আহারকে তর্পণ কহে।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গাযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফসমুদ্ভবে।
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥

পরিশ্রম, উপবাস ও বায়ুজন্য জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন পাক করিয়া আহার করিতে দিবে। কফজ্বরে মুদ্গযূষের (মুগের ডাইলের যূষের) সহিত অন্ন ব্যবস্থেয়। পৈত্তিক জ্বরে মুদ্গযূষসংযুক্ত অন্ন শীতল করিয়া চিনি সহযোগে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥

পুরাতন রক্তশালি (দাউদ্‌খানি) প্রভৃতি ধান্য ও ষষ্টিক (ষাইট্‌) ধান্য, জ্বরনাশক। অতএব ইহা দ্বারা যবাগূ অন্ন ও খৈ প্রস্তুত করিয়া জ্বররোগিকে আহার করিতে দিবে।

মুদ্গামলকযূষস্তু বাতপিত্তাত্মকে হিতঃ।
হ্রস্বমূলকযূষস্তু কফবাতাত্মকে হিতঃ।
নিম্বকুলকযূষস্তু হিতঃ পিত্তকফাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে আমলকীর সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে কচিমূলার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নিম্ব ও পল্‌তার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ হিতকারী।

মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমুকুষ্টকান্।
আহারকালে যূষার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

জ্বররোগিকে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থকলায় ও বনমুগ, এই সকল দাইলের যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্।
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

পটোলপত্র, বার্ত্তাকু, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গোজিয়াশাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চের পত্র, এই সকল দ্রব্য

পাক করিয়া জ্বররোগীকে আহার করিতে দিবে।

জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽথবা॥

জ্বররোগির আহারে অরুচি হইলেও তাহাকে অনাহারে না রাখিয়া বা কুপথ্য ভোজন না করাইয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করাইবে। কারণ ক্ষুধার সময়ে আহার না করিলে বা কুপথ্য আহার করিলে তাহার শরীরক্ষয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥

অরুচি উপস্থিত হইলে টাবালেবুর কেশর, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে মুখে ধারণ করিলে অথবা আমলকী, দ্রাক্ষা ও চিনি এই সকল দ্রব্যের কল্ক মুখমধ্যে রাখিলে অরুচি নষ্ট হয়।

যাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥

রোগীর পক্ষে যাহা সুপথ্য, তাহা যদি পুনঃপুনঃ ভোজন করাতে অথবা বিস্বাদ হওয়াতে রোগির অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে রন্ধন শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিবিধ প্রকার কল্পনা করিয়া যাহাতে উহা মুখপ্রিয় হয়, এরূপ করিয়া পাক করত রোগিকে ভোজন করাতে দিবে।

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।
শ্লেষ্মক্ষয়-বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা॥

জ্বরাক্রান্ত অথবা জ্বরমুক্ত রোগীকে দিনান্তে (অপরাহ্নে) লঘু ভোজন করাইবে। কারণ তৎকালে শ্লেষ্মক্ষয় হওয়াতে অগ্নির উষ্মা ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতঃ ক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ॥

জলপানের অন্তে ও উপবাসের পরে সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে। এবং ক্ষীণশরীর, অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত, ভুক্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন অবিধেয়।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং
হন্যাৎ তদাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদবশ্চ পীত্বং
গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥

আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্নহীন ঔষধের বীর্য্য অধিক প্রকাশ পায়, সুতরাং তদ্দ্বারা শীঘ্র নিশ্চয়ই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বালক বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ তাহাতে উহাদের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয় ও বলক্ষয় হইয়া থাকে।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুৎ তৃষ্ণা সুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোমতা, শরীরের সুস্থতা ও লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা ও উদ্গারের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্লমো দাহাঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শরীরের ক্লান্তি, দাহ ও অবসন্নতা হয় এবং ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, চিত্তচাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতঞ্চ তথৌষধং সশেষেঽন্নে।
ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইতেই আহার করিলে, অথবা অন্ন সম্যক্ পরিপাক না হইতে হইতেই ঔষধ সেবন করিলে, পীড়ার উপশম হয় না, প্রত্যুত অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাৎ
অন্নাবৃতং ন চ মুহুর্ব্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্ভুক্তসেবিতমথৌষধমেতদেব
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধশিশুভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ॥

বৃদ্ধ, শিশু ও ভীরুস্বভাব ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই সেবিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাতে বলহানি হয় না, এবং ঐ ঔষধ ভক্ষিত দ্রব্য দ্বারা আবৃত থাকাতে পুনঃ-পুনঃ মুখ দ্বারা নির্গত হইতেও পারে না।

অথ জ্বর-পূর্ব্বলক্ষণম্।

শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচির্ভবেৎ॥
রূপৈরন্যতরাভ্যাস্তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ।
সর্ব্বলিঙ্গসমবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে॥

বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের সজলতা, আতপাদিতে বারংবার ইচ্ছা বারংবার দ্বেষ, হাই উঠা, অঙ্গ-বেদনা, শরীরে ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, আনন্দাভাব ও অধিক শীত এই সকল লক্ষণ বা ইহাদের কতকগুলি, সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলা যায়। আর বাতিকজ্বর হইবার পূর্ব্বে উক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত অত্যন্ত জৃম্ভা (হাই উঠা), পিত্তজ্বরের পূর্ব্বে নয়নের দাহ, কফজ্বর হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি এবং বাতপিত্তজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও চক্ষুর্দাহ, বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নে অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভা, চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা ভাবি-বাত-জাদি বিশেষ বিশেষ জ্বরের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে।

অথ জ্বরপূর্ব্বরূপচিকিৎসা।

পূর্ব্বরূপে প্রযুঞ্জীত জ্বরস্য লঘুভোজনম্।
লঙ্ঘনঞ্চ যথাদোষং বিরেকং বাতিকে পুনঃ॥
পায়য়েৎ সর্পিরেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বিরেচনম্।
মৃদু প্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজে তু বিধীয়তে॥
দ্বন্দ্বজে তু দ্বয়ং কুর্য্যাদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বন্তু সর্ব্বজে॥

জ্বরের উপক্রমে দোষের বলাবল ও রোগির অবস্থা বুঝিয়া লঘু ভোজন বা উপবাস দেওয়ান অথবা বিরেচন কর্ত্তব্য। বাতিকজ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশুদ্ধ ঘৃত পান, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় মৃদু বমন বিধেয়। দ্বন্দ্বজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় উক্ত উভয়বিধ ও ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ত্রিবিধ ক্রিয়াই ব্যবস্থেয়।

অথ সাধারণ-জ্বরচিকিৎসা।

ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধনে ও পটোলপত্রের কাথ জ্বরঘ্ন, পাচক, ভেদক, অগ্নির উদ্দীপক, কফনাশক ও বাত-পিত্তের অনুলোমক। ইহা সাধারণ জ্বরে প্রযোজ্য।

বৃশ্চীরাদিঃ।

বৃশ্চীর-বিল্ব-বর্ষাভূ-পয়ঃ সোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশেষং তৎ পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও রক্তপুন-র্নবা মিলিত ২ তোলা লইয়া চতুর্থাংশ দুগ্ধ মিশ্রিত অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, রোগীকে পান করাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী ধান্তকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিশ্চ দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ধনিয়া, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্ত-চন্দন; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ দূরীভূত হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধ গ্রন্থিক মুস্ততিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতপিত্তে জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

সোঁদালের আঠা, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী; এই ক্বাথ রোগীকে পান করাইলে আমদোষ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা-সংযুক্ত ত্রিদোষসংসৃষ্ট জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নি-প্রদীপক ও পরিপাচক।

পথ্যাদিঃ (আরোগ্যপঞ্চকম্)।

পথ্যারগ্বধতিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোযম্।
পাচনং সারকমুক্তং মুনিভির্জীর্ণজ্বরে সামে॥

হরীতকী, সোঁদাল, কট্‌কী, তেউড়ী এবং আমলকী। এই পাঁচটীকে জলে সিদ্ধ করিলে যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাই আরোগ্যপঞ্চক। মুনিরা বলেন, আমযুক্ত জীর্ণজ্বরে এই কষায় পাচন ও [illegible]ক।

মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ।

পক্বা জ্বরে কষায়ন্বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ।
সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভম্॥

ক্ষেতপাপ্‌ড়া ও মুতা; অথবা শুঁঠ, ক্ষেত-পাপ্‌ড়া ও দুরালভা; ইহার ক্বাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

শিংশপাদিঃ।

উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ।
তৎ ক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

জল হইতে দ্বিগুণ দুগ্ধসহ শিশুকাষ্ঠ ও বেণার মূল সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। ইহা সকল প্রকার জ্বর-নাশক।

অথ বাতজ্বর লক্ষণম্।

বেপথুর্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণম্।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্‌গাত্ররুগ্‌বক্ত্রবৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরাগমনের বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা ও ঔষ্ণ্যাদির বিষমতা, এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচি না হওয়া), দেহের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে শূলবদ্বেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভণ (হাই উঠা) এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথ বাতজ্বর চিকিৎসা।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে।
পাচনং পিপ্পলীমূলগুড়ূচীবিশ্বজোঽথবা॥

বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি গাছের শিকড়ের ছাল মিলিত ২ তোলা; অথবা পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা ।।৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄৵৹ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বাদিপঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা।
কুস্তুম্বুরুসমো হ্যেব কষায়ো বাতিকে জ্বরে॥

পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, আম্‌লকী এবং ধনিয়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, এই ক্বাথ সেবনে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠ্যাদিপাচনম্।

বিশ্বভেষজকৈরাতকুস্তবিলগুড়ূচিকাঃ।
পাচনং স্মৃতমেতেষাং দেয়ং পবনজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে দোষের পরিপাকার্থ শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, এই পাচনটি ব্যবস্থা করিবে।

গুড়ূচ্যাদিপাচনম্।

গুড়ূচীপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং স্মৃতম্।
দদ্যাদ্বাতজ্বরে পূর্ণ-লিঙ্গে সপ্তমবাসরে॥

বাতিক জ্বরের সপ্তম দিবসে সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গুলঞ্চ পিপুলমূল ও শুঁঠ ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

শঠ্যাদিকষায়ঃ।

শঠী নিশাদ্বয়ং দারু শুণ্ঠী পুষ্করমূলকম্।
এলা গুড়ূচী কটুকা পর্পটশ্চ যবাসকঃ॥
শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলং তথৈব চ।
কাথমেষাং পিবন্ কৃষ্ণা-সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ দ্রুতং হন্তাত্রাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ, কুড়, এলাইচ, গুলঞ্চ, কট্‌কী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, দুরালভা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, চিরতা ও দশমূল, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত হয়।

দর্ভমূলাদিকষায়ঃ।

দর্ভং বলা গোক্ষুরকং পচেৎ পাদাবশেষিতম্।
শর্করাঘৃতসংযুক্তং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্॥

দর্ভমূল (কুশ কাস বা উলুমূল), বেড়েলা ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, ।৷৹ অর্দ্ধ সের জল; শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথে চিনি ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

শ্রীফলাদিকষায়ঃ।

শ্রীফলং সর্ব্বতোভদ্রা কাশ্মরী চ শোণকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলশী স্থিরা॥
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ।
মুস্তাবলাঽমৃতাবালং দ্রাক্ষা যাসঃ শতাহ্বিকা॥
এষাং কাথো নিহন্ত্যেব প্রত্যঞ্জনকৃতজ্বরম্।
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগোত্তমঃ স্মৃতঃ॥

বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শোনাছাল, গণিয়ারিছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপাণি, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শুল্‌ফা, ইহাদের কাথ পান করিলে সোপদ্রব বাতিকজ্বর নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হয়। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ যোগ।

ভূনিম্বাদিকষায়ঃ।

ভূনিম্বমুস্তাজলকণ্টকারীদ্বয়ামৃতাগোক্ষুরনাগরাণাম্।
সশালপর্ণীদ্বয়পৌষ্করাণাং কাথং পিবেদ্বাতভবজ্বরার্ত্তঃ॥

চিরতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণি, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কষায় পান করিলে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

দুরালভাদিকষায়ঃ।

দুরালভানাগরতিক্তপাঠা-শঠীবৃষৈরণ্ডজটাকষায়ঃ।
পীতঃ সশূলং শময়েজ্জ্বরঞ্চ সশ্বাসকাসং পবনপ্রসূতম্॥

বাতিক জ্বরে গাত্রকামড়ানি, কাস ও শ্বাস থাকিলে দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, শঠী, বাসক ও এরণ্ডমূলের কাথ পান করিতে দিবে।

বিশ্বাদিকষায়ঃ।

বিশ্বামৃতাগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ম্
মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্।
কাথোঽথ কুস্তুম্বুরুদেবদারু-
ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথ যে পান করিবে, তাহার বাতিকজ্বর কেন থাকিবে? ধনিয়া, দেবদারু, কণ্টকারী এবং শুঁঠ, এই পাচনও বাতজ্বরের সুন্দর ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদিকষায়ঃ।

পঞ্চমূলীবলারাস্নাকুলখৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ।
কাথো হন্ত্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্॥

বৃহৎ পঞ্চমূল (বেলছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারি ছাল), বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, ইহাদের কাথ পান করিলে শিরঃকম্প, সন্ধিস্থলবেদনা ও বাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কণাদিকষায়ঃ।

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা নিদিগ্ধিকাসিন্দুকভূমিনিম্বৈঃ।
সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু॥
জ্বরং মরুৎকোপসমুদ্ভবং তথা বলাসজঞ্চানলমন্দতাঞ্চ।
কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্বেদঞ্চ হিক্কাঞ্চ হিমঞ্চ মোহান্॥

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুতা; ইহাদের কাথ পান ও সুপথ্য ভোজন করিলে বাতিক জ্বর; কফ-জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠ ও হৃদয়রোধ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, হিমাঙ্গতা ও মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

কাকোল্যাদিকষায়ঃ।

কাকোলী বৃহতী মুস্তা কুষ্ঠং দারু বৃষা মতা।
শুণ্ঠী.কাথঃ সিতাযুক্তো হন্তি বাতজ্বরং পরম্॥

কাকোলী, বৃহতী (বা কণ্টকারী), মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

গ্রন্থ্যাদিকষায়ঃ।

গ্রন্থিকং পর্পটী বাসা ভার্গী বিশ্বা গুড়ূচিকা।
এভিঃ সুসাধিতং তোয়ং তীব্রবাতজ্বরাপহম্॥

পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, বাসক, বামুন-হাটী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ তীব্র-বাতজ্বরনাশক।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ।

শালপর্ণী বলা দ্রাক্ষা গুড়ূচী সারিবা তথা।
আসাং কাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্॥

শালপাণি, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথ সেবনে কঠিন বাতজ্বর নিবারিত হয়।

শতপুষ্পাদিঃ।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা।
কুস্তুম্বুরুণি নলদং মুস্তঞ্চৈবাশু সাধয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ কাথোঽনিলাত্মকে॥

শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধনে, বেণামূল ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের কাথ মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্যাদিকষায়ঃ।

কাশ্মরীসারিবা দ্রাক্ষা-ত্রায়মাণামৃতাভবঃ।
কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশনঃ॥

গাম্ভারী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে বাতজ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাদিকষায়ঃ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরাকলসীবিশ্বৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ বাতজ্বরনাশক।

পিপ্পল্যাদিকষায়ঃ।

পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষাশতপুষ্পাহরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাৎ পবনজজ্বরম্॥

পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুলফা ও রেণুকা ইহাদের কাথে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

মরিচাদিকষায়ঃ।

মরিচং রুচকং শুণ্ঠী কিরাতক হরীতকী।
পিপ্পলী কটুকীচৈব বাতজ্বরবিনাশনম্॥

মরিচ, লবণ, শুঁঠ, চিরতা, হরীতকী, পিপুল ও কটকী, ইহাদের কাথ বাতজ্বর-নাশক।

শতাবরীস্বরসঃ।

সদ্যোবাতজ্বরং হন্তি শতাবর্য্যমৃতারসঃ।
সমাসাৎ সগুড়ঃ পীতো বলহীনস্য দেহিনঃ॥

শতমূলী ও গুলঞ্চের রসে, পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুর্ব্বল রোগিরও সদ্যই বাতিকজ্বর উপশমিত হয়।

অথ পিত্তজ্বর লক্ষণম্।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা।
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥

পিত্তজ্বরে—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসারবৎ তরল-মলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি, এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক অর্থাৎ এই সকল স্থানে ক্ষত হওয়া, আর ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপবাক্য-কথন, মুখ-তিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং মল মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা ও গাত্রঘূর্ণন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথ পিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

তিক্তাদি পাচনম্।

তিক্তামুস্তাযবৈঃ পাঠাকট্‌ফলাভ্যাং সহোদকম্।
পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

পিত্তজ্বরে—কট্‌কী, মুতা, যবতণ্ডুল, আকনাদি ও কট্‌ফল, ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে দোষের পরিপাক হয়।

কট্‌ফলাদি পাচনম্।

কট্‌ফলেন্দ্রযবাম্বষ্ঠা-তিক্তামুস্তৈঃ শৃতং জলম্।
পাচনং দশমেঽহ্নি স্যাৎ তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্॥

তীব্র পিত্তজ্বরের দোষপাকার্থ দশমদিবসে কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

দুঃস্পর্শাদিকষায়ঃ।

দুঃস্পর্শা-বাসা-কটুকা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্বকৃতঃ কষায়ঃ।
পীতোহি পিত্তপ্রভবং সদাহং জ্বরং জয়েদাশু সিতাসমেতঃ॥

দুরালভা, বাসক, কট্‌কী, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু ও চিরতা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদাহ পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

পর্পটাদিকষায়ঃ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥

একমাত্র ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্বাথই পিত্তজ্বর নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ; তাহার সহিত যদি রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ যোগ করিয়া ক্বাথ করা যায়, সেই ক্বাথ যে অবশ্যই পিত্তজ্বর নিবারণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ।

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃতমালকঃ।
পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ॥
মুখশোষপ্রলাপান্তর্দাহমূর্চ্ছাভ্রমপ্রণুৎ।
পিপাসা-রক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ॥

দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী, ও ক্ষেত-পাপ্‌ড়া, ইহাদের ক্বাথে সোদালের আঠা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর ও তদুপদ্রব মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও পিপাসা নিবারিত হয়। ইহা ভেদক ও রক্তপিত্তের প্রশমক।

পটোলাদিকষায়ঃ।

পটোলযবধান্যাকমধুকং মধুসংযুতম্।
হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতপ্রমাথিনীম্॥

পিত্তজ্বরে দাহ ও প্রবল পিপাসা থাকিলে পটোলপত্র, যব, ধনে ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিকষায়ঃ।

হ্রীবেরচন্দনোশীরঘনপর্পটসাধিতম্।
দদ্যাত্তু শীতলং বারি তৃড়্‌বমিজ্বরদাহনুৎ॥

বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপ্ড়ার ক্বাথ, শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, উগ্র পিপাসা ও দাহ প্রশমিত হয়।

কলিঙ্গাদিপাচনম্।

কলিঙ্গং কটুফলং মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী।
পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বরে দোষের পরিপাক হয়।

বিশ্বাদিঃ কষায়ঃ।

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীরঘনচন্দনসাধিতম্।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ॥

শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দনের ক্বাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিকষায়ঃ।

গুড়ূচী ভূমিনিম্বশ্চ বালং বীরণমূলকম্।
লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বাসা চ পর্পটঃ॥
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্।
সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥

গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অগুরুকাঠ, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ও ক্ষেতপাপ্ড়া এই সকলের ক্বাথ প্রাতঃকালে মধুসহ সেবন করিলে উপদ্রব সংযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

// কিরাতাদিকষায়ঃ।

কিরাতামৃতধান্যাক-চন্দনোশীরপর্পটৈঃ।
সপদ্মকৈঃ কৃতঃ ক্বাথো হন্তি পিত্তভবং জ্বরম্॥
দাহতৃষ্ণাশ্রমারুচি-মূৎক্লেশং বমথুং ক্লমম্॥

চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপ্ড়া ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পৈত্তিকজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমি ও ক্লান্তি (দোষজগ্লানি) নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ।

দ্রাক্ষাচন্দনপদ্মানি মুস্তা তিক্তামৃতাপিচ।
ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযবপর্পটাঃ॥
পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা।
মধুকং কুলকং চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা॥
এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমম্॥
মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপ্ড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা ও ধনে ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, নিশ্চয়ই পিত্তজ্বর এবং তৃষ্ণা, দাহ প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, বমি শূল, মুখশোষ, অরুচি, কাস, শ্বাস ও বমনবেগ প্রশমিত হয়।

// যবপটোলম্।

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্‌দাহনাশনঃ॥

পিত্তজ্বর যদি প্রবল হয়, এবং তাহাতে যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে; তাহা হইলে পটোলপত্র ও যবের চাউল মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

দুরালভাদিকষায়ঃ।

দুরালভাপর্পটকপ্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্ববাসা-কটুরোহিণীনাম্।
জলং পিবেচ্ছর্করয়াবগাঢ়ং তৃষ্ণাপ্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপ্ড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উহা মধুরীকৃত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রশমিত হয়।

ধান্যশর্করা।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দুরপ্ররূঢমপি ॥

পিত্তজ্বরে যদি প্রবল অন্তর্দ্দাহ থাকে, তাহা হইলে ৪ তোলা ধনে, ১৬ তোলা জলে (ব্যবহার অর্দ্ধমাত্রায়) সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই বাসি জল চিনির সহিত পান করিতে দিবে, তাহাতে প্রবল অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হইবে।

আম্রাদিফাণ্টঃ।

আম্রজম্বুকিসলয়ৈর্বটশুঙ্গপ্ররোহকৈঃ।
উশীরেণ কৃতঃ ফাণ্টঃ সক্ষৌদ্রো জ্বরনাশনঃ ॥
পিপাসাচ্ছর্দ্দ্যতীসারান্ মূর্চ্ছাং জয়তি দুস্তরাম্ ॥

আম ও জামের কচিপাতা, বটশুঙ্গ (বটের অবিকসিত পত্র) এবং বটাঙ্কুর ও বেণার মূল, ইহাদের ফাণ্ট (কষায় বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, বমি, অতিসার ও প্রবল মূর্চ্ছা উপশমিত হয়।

শতধোতঘৃতম্।

শতধৌতঘৃতস্য লেপতো দবথুর্নাশমুপৈতি তৎক্ষণাৎ।
অথবা পিচুমর্দ্দপত্রজস্বরস-প্রোত্থিত-ফেনলেপতঃ ॥

শতধৌত ঘৃত অথবা নিমপাতার রস ফেনাইয়া সেই ফেনা গাত্রে মাখাইলে তৎক্ষণাৎ দাহ নিবারণ হয়।

পলাশস্য বদর্য্যা বা নিম্বস্য মৃদুপল্লবৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্যাদ্দাহযুতং জ্বরম্ ॥

পলাশ, কুল বা নিমের কচি কচি পাতা কাঁজিতে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টা চ ধাত্রী লেপাচ্চ দাহনুৎ।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্ত হয়।

জিহ্বাতালুগলক্লোম-শোষে মূর্দ্ধ্নি, তু দাপয়েৎ।
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতম্ ॥

জিহ্বা, তালু, গল ও ক্লোম শুষ্ক হইলে টাবালেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তালুশোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়। (এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, জীর্ণ-জ্বরেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, কারণ তরুণ জ্বরে প্রদেহাদির নিষেধ আছে)।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ ॥
উত্তানসুপ্তস্যগভীরতাম্রকাংস্যাদিপাত্রং বিনিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা ॥

পিত্তজ্বর-সন্তপ্ত রোগীর পক্ষে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পিত্তজ্বরীকে উত্তানভাবে (চিত্ করিয়া) শোয়াইয়া তাহার নাভির উপরে একটি বড় তাম্র বা কাংস্য পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে শীতল জলধারা পাতিত করিবে। এইরূপ করিলে আশু দাহ নিবারণ হইবে।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা ॥

পলাশ বৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা কুলের বা নিম্বের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত মন্থন করিয়া তদুৎপন্ন ফেনা লইয়া রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিলে শীঘ্র দাহশান্তি হয়।

অথ গোতক্রসংসিক্ত-শীতলীকৃতবাসসা।
কাঞ্জিকার্দ্রপটেনাবগুণ্ঠনং দাহনাশনম্ ॥

পিত্তপ্রকোপহেতু প্রবল দাহ হইলে গব্যতক্রে অথবা কাঞ্জিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া গাত্রে জড়াইয়া দিবে, তাহাতেও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ কফজ্বর-লক্ষণম্।

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা।
শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ ॥
নাত্যুষ্ণগাত্রতা ছর্দ্দিরঙ্গসাদোঽবিপাকিতা ॥
গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা ॥

কফজ্বরে, স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি), জ্বরের মন্দবেগ, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, মল মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, ভুক্তবান্ ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনভিলাষ, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন, অঙ্গাবসাদ, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, বমনভাব, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব), অরুচি ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ কফজ্বর-চিকিৎসা।

মাতুলুঙ্গশিফাদ্যং কণাদিকঞ্চ।

মাতুলুঙ্গশিফা-বিশ্ব-ব্রাহ্মী গ্রন্থিকসম্ভবম্।
কফজ্বরেঽম্বু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম্॥

টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, ব্রাহ্মীশাক ও পিপুল মূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ কফজ্বরে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে আমদোষের পরিপাক হইবে। পিপ্পল্যাদিগণ পূর্ব্বখণ্ডে সুশ্রুতোক্তগণে লিখিত হইয়াছে।

মধুপিপ্পলী।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, প্লীহা ও হিক্কা থাকিলে পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত।

পিপ্পল্যাদ্যবলেহঃ।

পিপ্পলীং ত্রিফলাঞ্চাপি সমভাগাং জ্বরী লিহন্।
মধুনা সর্পিষা বাপি কাসী শ্বাসী সুখী ভবেৎ॥

কট্‌ফলাদ্যবলেহঃ। (চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা)।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
কাস-শ্বাস-জ্বরহরো লেহোঽয়ং কফনাশনঃ॥

কফজ্বরে কাস ও শ্বাস থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু বা ঘৃতের সহিত, অথবা কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুলচূর্ণ তুল্যাংশে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে, তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইবে। কট্‌ফলাদ্যবলেহকে চাতুর্ভদ্রাবলেহিকাও কহে।

ঊর্দ্ধজত্রুগরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা।
অধোরোগহরী যাতু সা পূর্ব্বং ভোজনান্বিতা॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ বক্ষঃ ও গ্রীবাসন্ধির উপরিভাগস্থ রোগনাশার্থ অবলেহ সায়ং কালে এবং জত্রুর অধোগত রোগনিবারণার্থ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গাবলেহঃ। (কট্‌ফলাদিলেহঃ।)

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী কারবী তথা।
কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বাণি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসৈর্লিহ্যান্মধুনা বা কফজ্বরী।
কাসশ্বাসারুচিচ্ছর্দ্দি-শ্লেষ্মানিলনিবৃত্তয়ে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি এবং শ্লেষ্মা ও অনিলদুষ্টি নিবারণার্থ কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস বা মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে।

সিন্ধুবারক্বাথঃ।

সিন্ধুবারদলক্বাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ॥

কফজ্বরে জঙ্ঘার দৌর্ব্বল্য ও শ্রবণশক্তির অল্পতা হইলে; নিসিন্দাপাতার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

বাসাদিকষায়ঃ।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহৃৎ ॥

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর ও তদুপদ্রব কাস প্রশমিত হয়।

নিম্বাদিকষায়ঃ।

নিম্ববিশ্বামৃতাদারু-শঠীভূনিম্বপৌষ্করম্।
পিপ্পল্যো বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্ ॥

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী ও বৃহতী, ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরনাশক।

মরিচাদিকষায়ঃ।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা।
চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সমুস্তং বচা শিবা ॥
কণ্টকারী জটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ।
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ ॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিম, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর ও তাহার উপদ্রব প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদিকষায়ঃ।

নিদিগ্ধিকাছিন্নরুহোপকুল্যা-বিশ্বৌষধৈঃ সাধিতমম্বু পীতম্।
হন্তি জ্বরশ্বাসবলাসকাসশূলাগ্নিমান্দ্যং জঠরানিলঞ্চ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর, কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু বিনষ্ট হয়।

কটুক্যাদিক্বাথঃ।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচাম্।
কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতম্।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে ॥

কট্‌কী, চিতা, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পল্‌তা, ইহাদের ক্বাথে অল্প মরিচচূর্ণ ও অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়। কোন কোন তন্ত্রকারের মতে কট্‌কী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটি যোগ, এবং কুড় হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যোগ অর্থাৎ অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ শ্লোকে এক একটি যোগ।

তিক্তাদিকষায়ঃ।

তিক্তানিম্ববিষাব্যোষশক্রাহ্বাভিঃ শৃতং জলম্।
পিবেৎ কফজ্বরং হন্তি হিক্কা-কাস-সমন্বিতম্ ॥

কট্‌কী, নিম, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে হিক্কা ও কাসসংযুক্ত কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাদিঃ।

ত্রিফলাপটোলবাসা-ছিন্নরুহাতিক্তরোহিণীষড়্‌গ্রন্থাঃ
মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলীবাসকস্তু বা ক্বাথঃ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, বাসক, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক; ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ্বর নিহত হয়।

মুস্তাদ্যা-পাচনম্।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী।
পরূষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বর-বিনাশনঃ ॥

মুতা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী ও ফল্‌সার ক্বাথ পানে কফজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কটুত্রিকাদ্যঃ।

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী।
কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরম্।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কট্‌কী এবং ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরীকে সেবন করিতে দিবে।

ভূনিম্বাদিঃ।

ভূনিম্বনিম্বপিপ্পল্যঃ শঠী শুণ্ঠী শতাবরী।
গুড়ূচী বৃহতীচেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরম্ ॥

চিরতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর নিবারিত হয়।

অথ বাতপিত্তজ্বরলক্ষণম্।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথূ রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তকবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার-দর্শন, পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্বেদনা) ও জৃম্ভা এই গুলি বাতপিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

অথ বাতপিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

নিদিগ্ধিকাদিকষায়ঃ।

নিদিগ্ধিকাবলারাস্না ত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ।
মসূরবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরকলায় (কাহারও মতে শ্যামালতা), ইহাদের ক্বাথ পানে বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

নবাঙ্গঃ ক্বাথঃ।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, শালপাণ, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ আশু বাতপিত্তজ্বর নষ্ট করে।

গুড়ূচ্যাদিঃ ক্বাথঃ।

গুড়ূচীনিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই গুড়ূচ্যাদি কষায় পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং সকল প্রকার জ্বর, হৃল্লাস (বমির বেগ), অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়। (দাহ ও পিপাসা অধিক থাকিলে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিতে বলেন)।

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম-নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য-পাঠাধান্যাব্দরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনঃ॥
বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ॥

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধনে, মুতা ও কটুকী, ইহাদের কষায়ে পিপ্পলীচূর্ণ ।৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। মল মূত্র ও বায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক স্থলেও ইহাদ্বারা উপকার হয়।

ঘনচন্দনাদি।

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকস্তমৃণালপটোলদলং সজলম্।
শৃতশীতসিতান্বয়ি পিত্তহরং জ্বরচ্ছর্দ্দিতৃষারুচিদাহহরম্॥

মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, কটুকী, বেণার মূল, পটোলপত্র ও বালা মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ চিনি ।৹ তোলা, শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে জ্বর, পিত্ত, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদিকষায়ঃ।

ত্রিফলাশাল্মলীরাস্না-রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ।
শৃতমম্বু হরেৎ তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

ত্রিফলা, শিমুলমূল, রাস্না, সোঁদালফল ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরনাশক।

আরগ্বধাদিকষায়ঃ।

আরগ্বধফলং মুস্তং যষ্টীমধুকমেব চ।
উশীরমভয়া চৈব হরিদ্রা দারুসাহ্বয়া॥
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।
এষাং শীতঃ কষায়ঃ স্যাদ্বাতপিত্তভবে জ্বরে॥

সোন্দালফল, মুতা, যষ্টিমধু, উশীর, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ বাত-পিত্তজ্বরে হিতকর।

পঞ্চভদ্রকষায়ঃ।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, চিরতা ও শুঁঠ, এই পঞ্চভদ্রের ক্বাথও বাতপিত্তজ্বরে প্রশস্ত।

মধুকাদি।

মধুকং শারিবে দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলম্।
কাশ্মরীং পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরম্॥
পরূষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেদুষ্ণবারিণি।
মধুলাজসিতাযুক্তং তৎপীতমুষিতং নিশি॥
বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণামূর্চ্ছাবমিভ্রমান্।
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, ফল্‌সা ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে চাগুনিজলে ভিজাইয়া রাখিবে পরদিন প্রাতে তাহাতে মধু চিনি ও খৈ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তাহাতে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি ও গাত্রঘূর্ণন নিবারিত হইবে।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তপর্পটকোৎপল-কিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ।
শর্করয়া চ দীয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ॥

মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নীলসুঁদি, চিরতা, সুগন্ধি বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কষায় চিনি সহ পান করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। বহু বার ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

কিরাতাদিঃ।

কিরাততিক্তামলকীশঠীনাং
দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাম্।
ক্বাথঃ সুশীতো গুড়সংযুতঃ স্যাৎ
সপিত্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ॥

চিরতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ এবং গুলঞ্চ; এই ক্বাথ শীতল করিয়া গুড় সহ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর আশু নিবারিত হয়।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্।

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও পিত্ত দ্বারা তিক্ত হয় এবং তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা ও মুহুর্ম্মুহুর্দাহ, মুহুর্ম্মুহুঃ শীত এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচিকিৎসা।

কণ্টকার্য্যাদিকষায়ঃ।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-কাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পল্‌তা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরঘ্ন এবং দাহ তৃষ্ণা অরুচি বমি কাস এবং হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল নাশক।

পটোলাদিঃ।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতা গণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দি-জ্বরকণ্ডুবিষাপহঃ॥

পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং অরুচি বমি কণ্ডু ও বিষদোষ নিবারক।

অমৃতাষ্টকঃ।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনবেগ, বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ নিবারণ হয়।

চাতুর্ভদ্রক-পাঠাসপ্তকৌ।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে।
পাঠোদীচ্যমৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে যদি শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তাহা হইলে চিরতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ, এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের ক্বাথ, এবং পিত্তাধিক্য থাকিলে পাঠাসপ্তক অর্থাৎ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের সহিত আকনাদি, বালা ও বেণার মূল এই তিনটি যোগ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাসাস্বরসঃ।

সপত্রপুষ্পবাসায়া রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ।
কফপিত্তজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলম্॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাক্রান্ত রোগির যদি রক্তপিত্ত ও কামলা দোষ থাকে, তাহা হইলে পত্র ও পুষ্প সহিত বাসকের রস বাহির করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চতিক্তকষায়ঃ।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সংক্ষরকৈব কিরাততিক্তম্।
পিবেৎ কষায়ন্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা, এই পঞ্চতিক্তের ক্বাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর সম্যগ্‌রূপে নিবারিত হয়।

পটোলাদি।

পটোলযবধন্যাক-মুদ্‌গামলকচন্দনম্।
পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে জ্বরে তৃট্‌ছর্দ্দিদাহনুৎ॥

পিত্তজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বরে তৃষ্ণা, বমি ও দাহ থাকিলে পল্‌তা, যব, ধনে, মুগ, আমলকী ও রক্তচন্দনের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

কট্‌কীচূর্ণম্।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকীকোষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥

কট্‌কীচূর্ণ ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্।

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রাগৌরবমেব চ।
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি), পর্ব্বভেদ, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ, জ্বরের মধ্যবেগ অর্থাৎ নাতিতীক্ষ্ণ নাতিমৃদু বেগ এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা।

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্।
হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি॥

খর্পরভৃষ্ট-পটস্থিত-কাঞ্জিকসিক্তো হি বালুকাস্বেদঃ।
শময়তি বাতকফাময়-মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্॥
বীক্ষ্য স্বেদবিধিং কুর্য্যাৎ স্বেদনং বালুকাদিভিঃ।
সর্ব্বাঙ্গে যদি বা যত্র বেদনা সংপ্রজায়তে॥
শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
সংজাতমার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্মতা॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগিকে রুক্ষ স্বেদ দিবে, তাহাতে স্রোতঃ সকল মৃদু, অগ্নি স্বস্থানে প্রত্যাগত এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার স্তব্ধতা বিনষ্ট হইয়া জ্বর নিবারিত হয়। খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক কাঁজিতে সিক্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়া, মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি নিবারিত হয়। যদি সর্ব্বাঙ্গে বা কোন অঙ্গবিশেষে বেদনা থাকে, তাহা হইলে বেদনাস্থানে বালুকাস্বেদ দিবে। শীত, শূল, স্তব্ধতা ও গাত্রগৌরব নিবারিত ও স্রোতঃসকলের মৃদুতা হইলে, স্বেদ-ক্রিয়া রহিত করিবে।

আমজ্বরে বাতবলাসজে বা কফোত্থিতে মারুতসম্ভবে বা।
ত্রিদোষজে স্বেদমুদাহরন্তি স্তম্ভপ্রমোহাঙ্গরুজাপ্রশান্ত্যৈ॥

বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আমজ্বরে স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও গাত্রবেদনা শান্তির জন্য স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনম্।
বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥

২ তোলা পিপুলের কাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ এবং প্লীহাজ্বর নিবারিত হয়। ইহা কফনাশক ও অগ্নির দীপক।

মুস্তনাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্।
কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্॥

মুতা, শুঁঠ ও চিরতা, এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, সেই কাথ বায়ু, শ্লেষ্মা ও আম-দোষের শমক, পাচক এবং জ্বরনাশক।

পঞ্চকোলম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
দীপনীয়ঃ শৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥
কোলমাত্রোপযোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে প্রয়োজিত হয় বলিয়া, ইহার নাম পঞ্চকোল।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্তা-হরীতকীভিঃ কথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতযুক্তে জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে দোষের সামতা ও বেদনা নিবারণার্থ সোন্দালফল, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে। এই আরগ্বধাদি কষায় অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

নিম্বাদিঃ।

নিম্বামৃতাবিশ্বদারু কট্‌ফলং কটুকা বচা।
কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
পর্ব্বভেদশিরঃশূল-কাসারোচকপীড়িতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে পর্ব্বভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি থাকিলে, নিম্বাদি অর্থাৎ নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বচ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ
কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে।
সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুক্‌করে
জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। ইহা সান্নিপাতিকজ্বরেও প্রশস্ত।

দশমূলী-কষায়ঃ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে যদি বাতাদি দোষের সম্যক্ পরিপাক না হয় এবং অতিনিদ্রা, পার্শ্বশূল,

শ্বাস ও কাস থাকে, তাহা হইলে দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পটোলাদি।

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফার্ত্তিশূলে সশ্বাসকাসারুচিবিড়্‌বিবন্ধে।
হিতং জলং দীপনপাচনঞ্চ পটোলশুণ্ঠীযবপিপ্পলীনাম্‌ ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণা, বেদনা, কাস, শ্বাস, অরুচি ও মলবদ্ধতা থাকিলে, পল্‌তা, শুঁঠ, যব ও পিপুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথ অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুড়ূচী সদুরালভা।
কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দি-দাহশোষজ্বরাপহঃ ॥

এই জ্বরে অরুচি, বমি, দাহ ও শোষ থাকিলে মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভার ক্বাথ সেবন করাইবে।

দার্ব্বাদি-কষায়ঃ।

দারুপর্পটভার্গাব্দ-বচাধান্যককট্‌ফলৈঃ।
সাভয়াবিশ্বপূতীকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গুমধুৎকটঃ ॥
কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষগলগ্রহান্‌।
কাসশ্বাসপ্রসেকাংশ্চ হন্যাৎ তরুমিবাশনিঃ ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে হিক্কা, শোষ, গলবদ্ধতা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক থাকিলে দেবদারু, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী, শুঠ ও নাটাকরঞ্জ, ইহাদের ক্বাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। বজ্রপাতে যেমন তরু বিনষ্ট হয়, এই ক্বাথ পানেও তদ্রূপ বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং হিক্কাদি উপদ্রব সকল প্রনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ সন্নিপাতজ্বরলক্ষণম্‌।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে ॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্‌।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ ॥
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্‌।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্‌ ॥
মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ॥

সন্নিপাতজ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি সন্ধি ও মস্তক বেদনা চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ আবিল (ঘোলাটে) রক্তবর্ণ বিস্ফারিত বা অতি কুটিল, কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শোয়া) দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপভাষণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বাসদৃশ খরস্পর্শ, অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের অল্পোদ্গীরণ, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অতি অল্প পরিমাণে নির্গম, দোষপূর্ণত্ব হেতু শরীরের নাতিকৃশত্ব, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠের (বোল্‌তা-দষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের) ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন-সমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথন, মুখনাসাদি স্রোতঃ সকলের পাক, উদরে ভারবোধ রসপূর্ণত্ব হেতু বাতাদি দোষের অতি বিলম্বে পরিপাক, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্‌ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে ॥
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্‌।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ ॥

সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রযোজ্য।

এই জ্বরে অগ্রে আম অর্থাৎ অপক্ক আহার-রস ও কফ দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শমতা করিবে।

লঙ্ঘনম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদ্বারোগ্যদর্শনাৎ॥
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নহি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥
(আদিশব্দাৎ বালুকাস্বেদাদিগ্রহণম্।)

সান্নিপাতজ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা যতদিন না আরোগ্য দর্শন হয়, তত দিন উপবাস করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত দোষের শক্তি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত রোগী উপবাস সহ্য করিতে পারিবে। দোষের ক্ষয় হইলে আর উপবাস ও বালুকাস্বেদাদি সহিতে পারিবে না।

কফোল্বণে শীতাঙ্গাদৌ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্মুহুর্ম্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্॥
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ।
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যাগং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে॥
প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া॥

শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইলে, স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাতের শান্তি হয় না। অতএব সান্নিপাতিকজ্বরে মুহুর্ম্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মনুষ্যদিগের দেহ জলময় হয়, সুতরাং অগ্নি-ক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সন্নিপাতজ্বরের, সবিষ ও নির্ব্বিষ বহুবিধ ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। নানা প্রকার প্রতিকার করাতেও যাহার সংজ্ঞা লাভ না হয়, তাহার পদতল বা ললাট অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

নস্যানি।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥
মধুকসারসিন্ধুত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥
ষড়্গ্রন্থিসৈন্ধবকণাঃ সমধুকসারাঃ
পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ।
নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং
তন্দ্রাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্॥
লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্॥
সিতিকুক্কুটিকাণ্ডজল-পানান্নস্যাদপাঞ্জনাচ্চ।
দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশ্বেব শমমেতি॥
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্।
অন্যদ্বা সিদ্ধিবিহিতং তীক্ষ্ণং নস্যং প্রয়োজয়েৎ॥
তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রমুচ্যতে।
শিরোহৃদয়কণ্ঠাস্য-পার্শ্বরুক্ চোপশাম্যতি॥

সৈন্ধব লবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। (ইতি সৈন্ধবাদি নস্য)।

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে সংজ্ঞালাভ হয়। (ইতি মধুকসারাদি নস্য)।

পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মৌলসার ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের সম-পরিমিত মরিচচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া নস্য লইলে অচেতনত্ব, তন্দ্রা, প্রলাপ ও শিরোগুরুত্ব আশু নিবারিত হয়।

রসুন ও মরিচ পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কফনাশ হয়। কালকুক্কুটের ডিম্বমধ্যস্থ তরলাংশ পান করিলে বা তাহার নস্য লইলে অথবা অঞ্জন দিলে দুঃসাধ্য প্রবল সন্নিপাতও আশু প্রশমিত হয়।

টাবালেবুর রস, আদার রস ও ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সচল), ঈষদুষ্ণ করিয়া

নস্য প্রদান করিবে, অথবা সিদ্ধিস্থানোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত এবং মস্তক হৃদয় মুখ ও পার্শ্বদেশের বেদনা প্রশমিত হইবে।

নিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তেনাস্য হৃদয়াচ্ছ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ।
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে॥
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা-নিদ্রাকাসগলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি॥
সকৃদ্দ্বিত্রিচতুঃ কুর্য্যাদ্ দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভেষজং সন্নিপাতিনাম্॥
আর্দ্রকস্বরসমুষ্ণং কৃত্বা সৈন্ধবাদিচূর্ণমনুরূপং দত্ত্বা নিষ্ঠীবনমুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ॥

সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) আদার রসে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ ও পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা রোগির হৃদয়, মন্যা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ হইতে, অতি লীন ও শুষ্ক শ্লেষ্মাও আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া যাইবে। তাহাতে দেহ লঘু হইবে এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও নেত্রের গুরুতা, শরীরের জড়তা ও বমনভাব প্রশমিত হইবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার কিংবা চারিবার পর্য্যন্তও নিষ্ঠীবন করা যাইতে পারে। ইহা সন্নিপাত রোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ঈষদুষ্ণ আদার রসে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধবাদি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা।

কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিযচ্ছতি॥
ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মণি।
বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কাযোয্যার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥

কট্ফল, কুড়, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ঊর্দ্ধগ শ্লেষ্মহরণার্থ স্বেদাদি উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে, মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। কারণ মধু ও উষ্ণতা পরস্পর-বিরোধী।

অঞ্জনম্।

(শিরীষাদ্যঞ্জনম্।)

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রোগির চৈতন্য হয়। (কোন কোন মতে শিরীষবীজ হইতে সৈন্ধব পর্য্যন্ত একটি যোগ এবং রসুন হইতে বচ পর্য্যন্ত আর একটি যোগ।)

অম্বরাহ্বয়পতঙ্গস্য বিট্চূর্ণং মধুসংযুতম্।
অঞ্জনাদ্বোধয়েন্মূঢ়ং তন্দ্রিতং সন্নিপাতিনম্॥

আরসুলার নাদি মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিলে, মূর্চ্ছিত, তন্দ্রিত, সান্নিপাতিক রোগির চৈতন্য লাভ হয়।

কণ্টকার্য্যাদিপাচনম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারু চ।
এভিঃ শৃতং পাচনং স্যাৎ সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

কণ্টকারী, বৃহতী, শুঁঠ, ধনে ও দেবদারু, ইহাদের পাচন সর্ব্বজ্বরনাশক।

দশমূলম্।

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারী-পাটলাগণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।

বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ॥
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্ ॥

বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভার, পারুল ও গণিয়ারি মিলিত এই পাঁচটিকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা অগ্নির দীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। আর শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর মিলিত এই পাঁচটিকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহা বাতপিত্তনাশক ও বৃষ্য। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহা যায়। দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়।

দ্বাদশাঙ্গঃ।

দশমূলীকষায়স্তু সপৌষ্করকণান্বিতম্।
সন্নিপাতে জ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে ॥

কাস ও শ্বাসোপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কুড় ও পিপুল, এই দ্বাদশাঙ্গ ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা
ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ
শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ ॥

দীর্ঘকালের জ্বরে বা বাতশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিকজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কিরাততিক্তাদি গণ অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই চতুর্দ্দশাঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বিরেচন আবশ্যক হইলে সেই ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীমূল চূর্ণ (ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা) মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

দশমূলী শঠী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্।
ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী ॥
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ ॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও বমি থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি ॥

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কষায় পান করিলে, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত জ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদ্যো গণঃ।

মুস্তপর্পটকোশীর-দেবদারুমহৌষধম্।
ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নীলী কম্পিল্লকস্ত্রিবৃৎ ॥
কিরাততিক্তকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী।
মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে ॥
অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতদ্বা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে ॥

মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, উশীর, দেবদারু, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, দুরালভা, বননীল, কমলাগুঁড়ি, তেউড়ী, চিরতা, আকনাদি, বেড়েলা, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, ইহাদিগকে মুস্তাদ্য গণ বলা যায়। ইহার অন্য নাম অষ্টাদশাঙ্গ। ইহা সন্নিপাতজ্বরনাশক। পিত্তপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে, মন্যাস্তম্ভে, উরোঘাতে এবং হৃদয় পার্শ্ব ও শিরোবেদনায় বিশেষ হিতকর।

দ্বাত্রিংশাঙ্গঃ।

ভার্গীভূনিম্বনিম্বা-ঘনকটুকবচা-ব্যোষবাসাবিশালা-
রাস্নানন্তাপটোলী-সুরতরুরজনী-পাটলাতিন্দুকৈশ্চ।
ব্রাহ্মীদার্বীগুড়ূচী-ত্রিবৃতমতিবিষা-পুষ্করত্রায়মাণৈ-
র্ব্যাঘ্রীসিংহীকলিঙ্গৈস্ত্রিফলশঠিযুতৈঃ কল্পিতস্তুল্যভাগৈঃ॥
ক্বাথো দ্বাত্রিংশনামা ত্রিভিরধিকদশান্ সন্নিপাতান্ নিহন্তি
শূলং কাসাদিহিক্কা-শ্বসনগদরুজাধ্মানবিধ্বংসকারী।
উরুস্তম্ভান্ত্রবৃদ্ধী গলগদমরুচিং সর্ব্বসন্ধিগ্রহার্ত্তিং
মাতঙ্গৌঘান্ নিহন্যান্মৃগরিপুরিহ চেদ্ রোগজালং তথৈব॥

বামুনহাটী, চিরতা, নিম, মুতা, কট্‌কী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশসা, রাস্না, শ্যামালতা, ঝিঙ্গা, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুল, গাব, ব্রহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ী, আতইচ, কুড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শঠী, এই ৩২টি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর, শূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, উদরাধ্মান, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিবেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহত্যাদিগণঃ।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী॥
বৃহত্যাদিগণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী এই বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং তদুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়।

শট্যাদিগণঃ।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥
এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসে তন্দ্র্যাঞ্চ শস্যতে॥

শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক্‌নাদি, চিরতা ও কট্‌কী। এই শট্যাদিগণের ক্বাথ সন্নিপাতজ্বরনাশক এবং কাস শ্বাস হৃদ্‌ব্যথা পার্শ্ববেদনা ও তন্দ্রা রোগে হিতকর।

বৃহৎকট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটীভৃঙ্গকণাহ্বয়ম্॥
তিক্তাভয়াক্ষকৈরাতং ভার্গী রামঠকং বলা।
দশমূলী কণামূলং নিঃক্বাথ্য ক্বাথমুত্তমম্॥
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ধনুমুখাময়ান্।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্॥
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আক্‌নাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামুনহাটী, ধলা আঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, গলরোগ, কর্ণমূলশোথ, হনুগ্রহ, মুখরোগ, বাতশ্লেষ্মজ্বর, কাস, শিরোরোগ, শিরোগুরুত্ব ও কফবাতজ বধিরতা বিনষ্ট হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

সন্ধ্যস্থিশিরসাং শূলং প্রলাপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্ দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশুষ্কতা॥

সন্ধি অস্থি ও মস্তকে শূলবদ্ব্যথা, প্রলাপ, দেহের গৌরব, ভ্রম, পিপাসা এবং কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা এই সকল লক্ষণ বাতোল্বণ হীন-পিত্তশ্লেষ্ম সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশিত হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকষায়ঞ্চ দদ্যাদ্বাতোত্তরে জ্বরে।
ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্॥

বাতোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অত্যুষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ বৃহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কট্‌ফলাদিকষায়ঃ।

কট্‌ফলাম্বুদচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
দেবদার্ব্বভয়াশৃঙ্গী-কণাভূনিম্বনাগরৈঃ॥
ভার্গীকলিঙ্গকটুকা-শঠীকট্‌তৃণধাৈ কঃ।
সমাংশৈঃ সাধিতঃ কাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসৈর্যুতঃ॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্তি মন্যাগলাশ্রয়ম্।
কফবাতজ্বরং শ্বাসং কাসং হিক্কাং হনুগ্রহম্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং কফাত্মকম্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং বৃদ্ধিঞ্চ কফমেদসোঃ॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আক্‌নাদি, কুড়, কৃষ্ণ-জীরা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শঠী, কট্‌তৃণ (মাতুরকাটি-বিশেষ) ও ধনে ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে বাতোল্বণ ও কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বর এবং কর্ণমূল-শোথ, শ্বাসকাসাদি রোগ সকল প্রশমিত হয়।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃষ্ণা বলক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি॥

মল ও মূত্রের রক্তবর্ণতা এবং দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা এইগুলি পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

পরূষকাদি।

পরূষকাণি ত্রিফলা দেবদারু সকট্‌ফলম্।
চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী॥
পৃশ্নিপর্ণীশৃতস্তেভিরুষিতং শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥

ফল্‌সা, ত্রিফলা, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে তাহার কাথ করিবে এবং সেই কাথ শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদি।

চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী।
পৃথক্‌পর্ণীসমং সিদ্ধমুষিতং শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে কাথ করিয়া শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। তাহাতেও পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হইবে।

কিরাতাদিসপ্তকম্।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ শুঁঠ, আকনাদি, বালা ও মৃণাল, ইহাদের কাথ হিতকর।

কফোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

আলস্যারুচিহৃল্লাস-দাহবম্যরতিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রাকাসেন চাদিশেৎ॥

আলস্য, অরুচি, বমনবেগ, দাহ, বমি, অনভিলাষ, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস, এই সকল লক্ষণ কফোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

কফোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত বৃহত্যাদি ও বৃহৎকট্‌ফলাদির কাথ প্রয়োগ করিবে।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোঽতিরুক্।
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে॥

ভ্রম, পিপাসা, দাহ, শরীরে ভার বোধ ও মস্তকে অতিশয় ব্যথা, এই গুলি বাত-পিত্তোল্বণ হীনকফ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
তৎকাথো মধুনা হন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরম্॥

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে, বাতপিত্ত-হর ও বৃষ্য স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা-পিপাসাদাহহৃদ্ব্যথাঃ।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে ব্যাধৌ লিঙ্গং পিত্তানুগে বিদুঃ॥

শৈত্য, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ ও হৃদয়ে ব্যথা, এই সমস্ত লক্ষণ, বাতকফোল্বণ হীনপিত্ত সান্নিপাতিক জ্বরের জানিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহুর্বাতশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে চাতুর্ভদ্রক অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।
মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে॥

বমন, শৈত্য, মুহুর্ম্মুহুর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও অস্থিবেদনা এই লক্ষণগুলি পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হীন-বাতসান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

পর্পটঃ কট্‌ফলং কুষ্ঠমুশীরং চন্দনং জলম্।
নাগরং মুস্তকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যোষাং শৃতং হিতম্।
তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে॥

ক্ষেতপাপড়া, কট্‌ফল, কুড়, উশীর, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত-জ্বরে এবং তৃষ্ণা দাহ ও অগ্নিমান্দ্যে হিতকর।

(সান্নিপাতিক জ্বরে দোষত্রয়ের মধ্যে একের হীনাবস্থা অপরের মধ্যাবস্থা ও অন্যের প্রবলাবস্থা দৃষ্ট হইলে, সাধারণ সন্নি-পাতজ্বর-চিকিৎসোক্ত দশমূল, চতুর্দ্দশাঙ্গ ও অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।)

ত্র্যুল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে—যোগরাজঃ।

নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা॥
শর্করা কটুকা মুস্তা গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ।
কিরাততিক্তমমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা॥
যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
সন্নিপাতসমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ॥

শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্ত-চন্দন, পটোলপত্র, নিম্ব, ত্রিফলা, যষ্টি-মধু, বেড়েলা, কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, চিরতা, গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্ট-কারী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে তাহা ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত করে।

শীতাঙ্গাদি-ত্রয়োদশসন্নিপাতজ্বরেষু।

শীতাঙ্গস্য চিকিৎসামাহ।

ভাব্যমূলং জীরকব্যোষভার্গী
ব্যাঘ্রী শুণ্ঠী পুষ্করং গোজলেন।
সিদ্ধং সদ্যঃ শীতগাত্রার্তিমোহ-
শ্বাসশ্লেষ্মোদ্রেককাসান্ নিহন্তি।
কর্কোটিকাকন্দরজঃ কুলত্থঃ
কৃষ্ণাবচাকট্‌ফলকৃষ্ণজীরৈঃ।
কিরাততিক্তানলকট্‌ফলাম্বু-
পথ্যাভিরুদ্বর্ত্তনমত্র শস্তম্॥

শীতাঙ্গচিকিৎসা;—আকন্দমূল, জীরক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামুনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও কুড়; এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে এবং ৮তোলা শেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবন করিলে শীতগাত্রতা, মোহ, শ্বাস, শ্লেষ্মোদ্রেক এবং কাস আশু বিনষ্ট হয়।

পীতঘোষার মূল, কুলত্থকলাই, পিপুল, বচ, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, চিতার মূল, কট্‌ফল, বালা ও হরীতকী, এই সকলদ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

অথ তন্দ্রিকস্য চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রামৃতাপৌষ্করনাগরাণি শৃতানি পীতানি শিবাযুতানি।
শুণ্ঠীকণাগস্তিরসোষণানি নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, কুড় ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করত ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং তাহাতে হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আর শুঁঠ, পিপুল, বক-পুষ্পপত্ররস ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র বাঁটিয়া নাসাতে নস্য দিবে। ইহাতে তন্দ্রা নষ্ট হয়।

অথ প্রলাপকস্য চিকিৎসা।

সতগরবরতিক্তারেরতাস্তোদতিক্তা
নলদতুরগগন্ধা ভারতীহারহূরাঃ।
মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্পীসুপক্বাঃ
প্রলপনমুপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ॥

তগর, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, সোঁদাল, মুতা, কট্‌কী, নলদ (লামজ্জক—নির্গন্ধ উশীর, তদলাভে বেণার মূল), অশ্বগন্ধা, ভারতী (ব্রহ্মযষ্টি), হারহূরা (দ্রাক্ষা), শ্বেতচন্দন, দশমূল ও শঙ্খপুষ্পী (শঙ্খিনী লতা); এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে প্রলাপ নষ্ট হয়।

অথ রক্তনিষ্ঠীবিনশ্চিকিৎসা।

রোহিষধন্বযবাসকবাসা-পর্পটগন্ধলতাকটুকাভিঃ।
শর্করয়া সমমেষ কষায়ঃ ক্ষতনিষ্ঠীবিন উগ্রমুপায়ঃ॥

রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), দুরালভা, বাসক, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গন্ধলতা (প্রিয়ঙ্গু) ও কট্‌কী; ইহাদের ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

পদ্মকচন্দনপর্পটমুস্তং জাতীজীবকচন্দনবারি।
ক্রীতকনিম্বযুতং পরিপক্বং বারি ভবেদিহ শোণিতহারি॥

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, জাতীপুষ্প, জীবক, চন্দন, গন্ধবালা, যষ্টিমধু ও নিমছাল; ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তোদ্গম নিবারণ হইয়া থাকে।

ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা।

তুরঙ্গগন্ধা লবণোগ্রগন্ধা মধূকসারোষণমাগধীভিঃ।
বস্তাম্বুশুণ্ঠীলসুনান্বিতাভির্নস্যং কৃশাং ভুগ্নদৃশং করোতি॥

অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব-লবণ, বচ, মৌলসার, বজ্রক্ষার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও লসুন তুল্য-ভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাঁটিয়া নাসিকাতে নস্য দিলে ভুগ্ননেত্র রোগের উপশম হয়।

অথাভিন্যাসজ্বর-লক্ষণম্।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃস্রোতোঽনুগামিনঃ।
আমাভিবৃদ্ধ্যা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ॥
জনয়ন্তি মহাঘোরমভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ম্।
শ্রুতৌ নেত্রে প্রসুপ্তিঃ স্যান্ন চেষ্টাং কাঙ্ক্ষিদীহতে॥
নচ দৃষ্টির্ভবেৎ তস্য সমর্থা রূপদর্শনে।
ন ঘ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুধ্যতে॥
শিরো লোঠয়তেঽভীক্ষ্ণমাহারং নাভিনন্দতি।
কূজতি ভুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে॥
অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে।
প্রত্যাখ্যাতঃ স ভূয়িষ্ঠঃ কশ্চিদেবাত্র সিধ্যতি॥

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয়, বক্ষঃ-স্থলস্থ স্রোতঃসমূহে গমন করিয়া আমরসের

সহিত মিলিত হইয়া চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করত অতি কঠিন ও ভয়ঙ্কর অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তি রহিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না ও কাহারও শব্দ বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কিছুই আহার করিতে চাহে না, নিরন্তর সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব করে। কথা ত কহেই না—যদি কহে, তাহাও অতি অল্প। এই রোগী বিশেষরূপে ত্যাজ্য, কদাচিৎ কেহ বা এই ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করে।

অথাভিন্যাসজ্বর-চিকিৎসা।

নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্॥

অভিন্যাসজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বরেরই প্রবল অবস্থাবিশেষ মাত্র। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। অভিন্যাস এবং সন্নিপাতজ্বর ক্ষীণধাতুগত হইলে তাহাকে হতৌজা কহে। সুশ্রুতে উক্ত আছে—

অভিন্যাসস্তু তং প্রাহুর্হতৌজসমথাপরে।
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে জগুঃ॥

সেই অভিন্যাস জ্বরকেই কেহ কেহ হতৌজা কহেন। সন্নিপাতজ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য, কেহ কেহ অসাধ্যও বলেন।

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ।
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেঽপি ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্॥

সন্নিপাতজ্বরে যে রোগী প্রলাপ বাক্য কহে ও কম্পিত হয়, তাহার পক্ষে বৃংহণ (সন্তর্পণক্রিয়া) নিষিদ্ধ। এবং সে যদি তৃষ্ণা ও দাহে অভিভূত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিবে না।

কারব্যাদিঃ ক্বাথঃ।

কারবীপুষ্করৈরণ্ড-ত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শঠী শৃঙ্গী যাসো ভার্গী পুনর্নবাঃ॥
তুল্যা মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্॥

কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ পান করিলে স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ এবং অতি উৎকট অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয়।

শৃঙ্গ্যাদিক্বাথঃ।

শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজী-কণাভূনিম্বপর্পটৈঃ।
দেবদারুবচাকুষ্ঠ-যাসকট্‌ফলনাগরৈঃ॥
মুস্তধন্যাকতিক্তেন্দ্র-যবপাঠাহরেণুভিঃ।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ॥
বিশালারগ্বধারিষ্ট-শটীবাকুচিকাফলৈঃ।
বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বী-যমানীদ্বয়সংযুতৈঃ॥
সমাংশৈর্বিহিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসান্বিতঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ॥
প্রমোহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্ব্বানুপদ্রবান্॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, চিরতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুতা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতা, রাখালশসা, সোন্দাল, নিম্ব, শটী, সোমরাজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে উৎকট অভিন্যাস জ্বর ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রব প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গাদিঃ।

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্বিল্ব-ব্যাঘ্রীপাঠোরুবূকজঃ।
ক্বাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসানাহশূলনুৎ॥

টাবালেবু, পাষাণভেদী, বিল্বমূল, কণ্টকারী, আকনাদি ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে। তাহাতে ঘোরতর অভিন্যাস জ্বর, আনাহ ও শূল রোগ বিনষ্ট হইবে।

কণ্ঠরোধকফশ্বাস-হিক্কাসন্ন্যাসপীড়িতঃ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূল্যম্ভসা পিবেৎ॥

কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা ও সন্ন্যাস রোগে পীড়িত হইলে দশমূলের কাথে টাবালেবু ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হইবে।

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ।
ঘর্ষেজ্জিহ্বাং জড়াং সিন্ধু-ত্র্যূষণৈঃ সাম্লবেতসৈঃ॥
উচ্ছুষ্কাং স্ফুটিতাং জিহ্বাং দ্রাক্ষয়া মধুপিষ্টয়া।
লেপয়েৎ সঘৃতক্তাস্যং সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে॥

সন্নিপাতজ্বরে ঘর্ম্ম হইলে কুলত্থ কলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মাখাইবে। জিহ্বার জড়তা হইলে, থৈকল, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ একত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফুটিত হইলে মুখ ঘৃতাক্ত করিয়া মধুপিষ্ট কিস্‌মিস্ দ্বারা জিহ্বা লেপন করিবে।

কাকজঙ্ঘাজটা নিদ্রাং জনয়েচ্ছিরসি স্থিতা॥

কাকজঙ্ঘার (কেউয়া ঠেঙ্গার) মূল, মস্তকে ধারণ করিলে রোগির নিদ্রা হইবে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥
রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ।
প্রদেহৈঃ কফবাতঘ্নৈর্ব্বমনৈঃ কবলগ্রহৈঃ॥
কুলত্থকট্‌ফলে শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশিকৈঃ।
সুখোষ্ণৈর্ল্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্ম্মুহুঃ॥
গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী-বচাকট্‌ফলকাঞ্জিকম্।
কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাম্॥
সুখোষ্ণদশমূলেন প্রলেপোঽপি মহাফলঃ।
বীজপূরকমূলানি চাগ্নিমন্থং তথৈব চ॥
সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলে শ্বয়থুনাশনম্॥

সন্নিপাত-জ্বরাবসানে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ হয়, সেই শোথে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়।

কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে এবং পঞ্চতিক্ত বা ত্রিফলাঘৃতাদি পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মঘ্ন প্রলেপ, বমন ও কবল ব্যবস্থা করিবে। কুলত্থ কলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া (অগ্নিস্বিন্ন সিজ পত্র রসে) পেষিত ও সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

গেরিমাটী, পাঙালবণ, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কর্ণমূল শোথ নিবারিত হয়। দশমূলের সুখোষ্ণ প্রলেপও বিশেষ উপকারী। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চৈ ও চিতামূল, সমাংশে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিলে গলশোথ প্রশমিত হয়।

অথাগন্তুজ্বর-লক্ষণম্।

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ।
আগন্তুর্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ॥
শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এব চ।
ভক্তারুচিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া॥
ওষধিগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুস্তথা।
কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্॥
হৃদয়ে বেদনা চাস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি।
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ॥
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনম্॥
কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ।
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ॥

আগন্তু জ্বর। শস্ত্র লোষ্ট্র মুষ্টি বা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, অভিচার অর্থাৎ নিরপরাধ ব্যক্তির মারণার্থে শ্যেনাদি যাগবিশেষ, অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহের ও কামাদির সম্বন্ধ এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ। এই সকল কারণে

আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিঘাতাদি যে যে কারণে বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপ হয়, সেই সেই কারণোদ্ভূত আগন্তু জ্বরেও তত্তদ্দোষের অনুবন্ধ থাকে।

বিষকৃত জ্বরে—মুখের শ্যাববর্ণতা, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ওষধিবিশেষের আঘ্রাণে যে জ্বর হয়, তাহাতে—মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অভিমত কামিন্যাদির অপ্রাপ্তি জন্য যে কামজ জ্বর হয়, তাহাতে—চিত্তভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও গাত্রশোষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং ভয় শোক ও কোপ জনিত জ্বরে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপ জনিত জ্বরে—মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে উদ্বিগ্নচিত্ততা, হাস্য, রোদন ও কম্প হইয়া থাকে।

কামজ, শোকজ ও ভয়জ জ্বরে—বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে বাত, পিত্ত, কফ এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আর যে ভূতগ্রহের আশ্রয়ে জ্বর হয়, সেই ভূতের হাস্য রোদনাদি যে লক্ষণ তাহাও প্রকাশ পায়।

অথাগন্তুজ্বর-চিকিৎসা।

অভিঘাতজ্বরে যুঞ্জ্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাম্।
কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং যথাদোষমথাপি বা॥

অভিঘাতজন্য আগন্তুজ্বরে উষ্ণবর্জ্জিত ক্রিয়া, কষায় মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের উপযোগ এবং বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ॥

অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) ও অভিশাপ হইতে জ্বর হইলে হোম, প্রায়শ্চিত্ত, বলি ও মঙ্গলানুষ্ঠানাদি দ্বারা এবং উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্য হেতু জ্বর হইলে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

ওষধিগন্ধবিষজৌ বিষপিত্তপ্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈর্ম্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈর্ভিষক্॥

ওষধিগন্ধ ও বিষ জনিত আগন্তুজ্বর, বিষ ও পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং নিম্নলিখিত সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় দ্বারা নিবারিত করিবে।

চাতুর্জ্জাতককর্পূরং কক্কোলাগুরুকুঙ্কুমম্।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥

চাতুর্জ্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর ও তেজপত্র), কর্পূর, কাঁক্লা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, ইহাদিগকে সর্ব্বগন্ধ কহে।

ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেব চ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ॥
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ॥
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুদ্ভবঃ॥

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা কাম্য অর্থ প্রদান ও হিতবাক্য কথন এবং কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বরে আশ্বাসপ্রদান, ইষ্টবস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন ও হর্ষোৎপাদন কর্ত্তব্য। কামোদয়ে ক্রোধজ্বর, ক্রোধোদয়ে কামজ্বর এবং কাম ও ক্রোধের উদয়ে ভয়জ ও শোকজ জ্বর নিবারিত হয়।

ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ।
জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃশান্তৈশ্চ মানসম্॥

বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন দ্বারা ভূতাবেশজনিত জ্বর এবং মনঃশান্তি দ্বারা মানসিক জ্বর প্রশমিত করিবে।

অথ বিষমজ্বর-লক্ষণম্।

দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্।
(সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥)
সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ।
মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্॥
সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ॥
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্॥
কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥
চতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ॥
বিষমজ্বর এবান্যশ্চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
মধ্যেঽহনী জ্বরয়ত্যাদাবন্তে চ মুঞ্চতি॥
নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী॥
প্রলিপ্তমিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরবিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি দ্বারা হঠাৎ জ্বর নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদি দোষ, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া অনতিবল হইয়া থাকে; পরে আহার বিহারাদির অনিয়ম ঘটিলে সেই অনতিবল দোষ পুনর্ব্বার বলবান্ হইয়া রসরক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। (কখন কখন প্রথম হইতেই বিষম জ্বর হইতে দেখা যায়)। ইহা সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকাদি নামে অভিহিত।

বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহা লিখিত হইতেছে;—দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত, রক্তস্থ হইয়া সতত, মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি-মজ্জগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই চতুর্থক জ্বর অতি ভয়ঙ্কর, যমরূপী ও নানারোগসঙ্কুল।

যে জ্বর সাত দিন,দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিংবা কেবল দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতেই দুই-বার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক (দ্বৈকালিক)।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র হইয়া থাকে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক এবং যাহা প্রতি চতুর্থ অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে, তাহাকে চতুর্থক কহে। কেহ কেহ ভূতাভি-ষঙ্গোত্থ জ্বরকেও বিষমজ্বর কহিয়া থাকেন।

তৃতীয়ক জ্বর পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইলে, উৎপন্ন হইবার সময় প্রথমে ত্রিক (কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধি) স্থানে, বাতশ্লেষ্মোল্বণ হইলে পৃষ্ঠে এবং বাতপিত্তোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। চতুর্থক জ্বর শ্লেষ্মোল্বণ হইলে অগ্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

যে জ্বর, মধ্যের দুই দিন ক্রমাগত ভোগ করিয়া আদি ও অন্ত দুই দিন বিরত থাকে, তাহাকে চতুর্থক-বিপর্য্যয় কহে। চতুর্থক-বিপর্য্যয়ও বিষম জ্বর।

বাতবলাসক জ্বরে, রোগী শ্লেষ্ম-বহুল, জড়-প্রায়, রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট ও অবসন্ন হয়। এই জ্বর নিত্যই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে। প্রলেপক নামে আর এক প্রকার জ্বর আছে, তাহাতে রোগির শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ বোধ হয়, এই জ্বর মন্দ মন্দ ভাবে

হইয়া থাকে, কিন্তু জ্বরকালে শীতানুভব হয়। এইরূপ জ্বর যক্ষ্মা রোগে হইয়া থাকে।

অথ বিষমজ্বর-জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

বিষমাশ্চ জ্বরাঃ সর্ব্বে সন্নিপাতসমুদ্ভবাঃ।
অথোল্বণস্য দোষস্য তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতম্॥

সকল প্রকার বিষমজ্বরই সান্নিপাতিক, তাহাদের মধ্যে যে জ্বরে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে।

বাতপ্রধানং সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ সানুবাসনৈঃ॥
বিরেচনঞ্চ পয়সা সর্পিষা সংস্কৃতেন চ।
বিষমং তিক্তশীতৈশ্চ জ্বরং পিত্তোত্তরং জয়েৎ॥
বমনং পাচনং রুক্ষমন্নপানঞ্চ লঙ্ঘনম্।
কষায়োষ্ণঞ্চ বিষমে জ্বরে শস্তং কফোত্তরে॥

বাতপ্রধান বিষমজ্বরে ঘৃতপান ও স্নেহ-বস্তি ব্যবস্থা করিবে। পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে দুগ্ধ পান বা বিরেচক-ঔষধ-সিদ্ধ ঘৃত পান দ্বারা বিরেচন করাইবে এবং তিক্ত ও শীত-বীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধান বিষমজ্বরে বমন, পাচন, রুক্ষ অন্ন পান, লঙ্ঘন এবং কষায় ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রশস্ত।

মহৌষধাদিপাচনম্।

মহৌষধগ্রন্থিকতালপর্ণী-মার্কণ্ডিকারগ্বধবালপথ্যাঃ।
সক্ষারমেষাং বিষমজ্বরে চ হিতং শৃতং পাচন-রেচনঞ্চ॥

শুঁঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতা বিশেষ, কাঁকরোল ভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর।

পটোলাদিঃ।

পটোলযষ্টীমধুতিক্তরোহিণী-
ঘনাভয়াভির্বিষমজ্বরঘ্নঃ।
কৃতঃ কষায়স্ত্রিফলামৃতাবৃষৈঃ
পৃথক্ পৃথগ্‌ বা বিষমজ্বরাপহঃ॥

পলতা, যষ্টিমধু, কটকী, মুতা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ. বা ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কিংবা মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ বিষমজ্বরনাশক।

বিষমজ্বরঘ্নভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গীপর্পটবিশ্ববাসককণাভূনিম্বনিম্বামৃতা-
মুস্তাধন্বকভেষজৈশ্চ দশভিনিঘ্নন্তি সর্ব্বজ্বরান্।
জীর্ণান্ ধাতুগতাংস্তথাতিবিষমান্ সোপদ্রবান্ দারুণান্
ক্বাথোঽয়ং যদি যুগ্মবাসরমিদং দদ্যাদ্ যমাদ্রক্ষিতা॥

বামনহাটী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপ্পলী, চিরতা. নিম, গুলঞ্চ, মুতা ও দুরা-লভা, মিলিত এই দশটি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, ধাতুগতজ্বর ও সোপদ্রব উৎকট বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

// মধুকাদিঃ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুশীরকম্।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ ক্বাথঃ সমধুশর্করঃ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র। পূর্ব্ববৎ কাথ; প্রক্ষেপ—মধু ২ মাষা, চিনি ২ মাষা। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি সুদারুণ জ্বর নষ্ট হয়।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তামলকগুড়ূচী-বিশ্বৌষধকণ্টকারিকাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্বিষমজ্বরং হন্তি॥

মুতা, আমলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ; প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ২ মাষা, মধু ২ মাষা। ইহা বিষমজ্বরনাশক।

// ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গ্যব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের-
পথ্যাকণাহ্বদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাত-
জীর্ণজ্বরশ্বয়থুশীতকবহ্নিসাদান্॥

বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপ্পলী, বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী,

কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। ইহা বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

বৃহদ্ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ্ ভিষক্ ॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে ধাতুগত সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীত সংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

দাস্যাদিঃ।

দাসীদারুকলিঙ্গলোহিতলতাশ্যামাকপাঠাশঠী-
শুণ্ঠ্যোশীরকিরাতকুঞ্জরকণাত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ।
বল্লীধান্যকনাগরাহ্বসরলৈঃ শিগ্রুদ্বসিংহীশিবা-
ব্যাঘ্রীপর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং তং ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্।
শীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে ॥

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুণ্ঠী, উশীর, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের ক্বাথে ॥০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ধাতুস্থ বিষম জ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর; বমি সহিত জ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর, সততক, চাতুর্থক, ভূতজ্বা এবং দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বীকলিঙ্গমঞ্জিষ্ঠা-ব্যাঘ্রীদারুগুড়ূচিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটং শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী ॥
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকং শঠী।
রামাটরূষঃ সরলং ত্রায়মাণাস্থিসন্ধিকম্ ॥
ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশং কটুকরোহিণী।
মাগধী ধান্যকঞ্চেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সততাদ্যং সুদারুণম্ ॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথা চ দৈর্ঘরাত্রিকম্ ॥
শীতং কম্পং ভৃশং দাহং কার্শ্যং ঘর্ম্মস্রুতিং বমিম্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্ ॥
শোষং হন্যাৎ তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্ ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্।
পৃথগ্‌ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, শ্যামালতা, শিউলীছোপ, গজপিপ্পলী, ক্ষুদ্রা, নিম্‌ছাল, মুতা, কুড়, শুণ্ঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়যোড়া, চিরতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও ধনে, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ; প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা। এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, সতত প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর; অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ, দৈর্ঘরাত্রিক, এই সকল জ্বর; শীত, কম্প, অত্যন্ত দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হীলমক ইত্যাদি নানাবিধ রোগ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায়, নষ্ট হয়।

পঞ্চ কষায়াঃ।

কলিঙ্গকঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী।

নিম্বং পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্।
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ॥
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥

ইন্দ্রযব, পল্তা ও কট্কীর কাথ সন্তত জ্বর; পল্তা, অনন্তমূল, মুতা, আক্‌নাদি ও কট্কীর কাথ সতত জ্বর; নিম্‌ছাল, পল্তা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযবের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠের কাথ তৃতীয়ক জ্বর; এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতার কাথ চতুর্থক জ্বর নাশ করে।

তৃতীয়কজ্বরঘ্ন-মহৌষধাদিঃ।

মহৌষধামৃতামুস্ত-চন্দনোশীরধান্যকৈঃ।
কাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, উশীর ও ধনে, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয়। (ইহা সিদ্ধফল)।

উশীরাদিঃ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচী ধান্যনাগরম্।
অম্ভসা কথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে॥

তৃতীয়ক জ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে উশীর, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠের কাথ, চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ। (তৃতীয়কজ্বরে)

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকাঃ শ্যামাকত্রিফলা বৃষঃ।
কাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

পল্তা, নিম্‌ছাল, কিস্‌মিস্, শ্যামালতা, ত্রিফলা ও বাসকের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসাদিঃ। (চতুর্থকে)

বাসাধাত্রীস্থিরাদারু-পথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ কাথশ্চাতুর্থিকবিনাশনঃ॥

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, তাহাতে চতুর্থক জ্বর নিবারিত হইবে।

মুস্তাদিঃ। (চতুর্থকে)

মুস্তাপাঠাশিবাকাথশ্চাতুর্থিকজ্বরাপহঃ।
দুগ্ধেন ত্রিফলা পীতা হন্তি চতুর্থিকং জ্বরম্॥

মুতা, আকনাদি ও হরীতকীর কাথ, কিংবা দুগ্ধের সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিলে চাতুর্থিক জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদিঃ। (চতুর্থকে)

পথ্যাস্থিরানাগরদেবদারু-ধাত্রীবৃষৈরুৎকথিতঃ কষায়ঃ।
সিতোপলামাক্ষিকসংপ্রযুক্তশ্চাতুর্থকং হন্ত্যচিরেণ পীতঃ॥

হরীতকী, শালপাণি, শুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বর আশু নিবারিত হয়।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যগ্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ॥০ তোলা, পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত বলেন, কৃষ্ণজীরা অল্প ভাজিয়া লইবে)।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ
বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ॥

রসুন (দগ্ধ করিয়া তাহা) তিল-তৈলের সহিত বাটিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে শীঘ্র বিষমজ্বর ও ভয়ঙ্কর বাতরোগ নিবারিত হয়।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ।

হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী, সমভাগে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ।

কাকজঙ্ঘা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃশ্নিপর্ণী হ্যপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরজোঽষ্টমঃ॥
এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ॥

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী লতা, চাকুলে, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের মধ্যে কোন একটি গাছের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লাল সূতায় বান্ধিয়া হস্তে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্॥

রবিবারে আপাঙ্গের মূল, সাতগাছি লাল সূতা দিয়া কটীতে বাঁধিলে শীঘ্র তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট হয়।

উলূকদক্ষিণং পক্ষং সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
বধ্নীয়াদ্ বামকর্ণে তু হরত্যৈকাহিকং জ্বরম্॥

পেঁচার দক্ষিণ পক্ষ সাদা সূতায় বান্ধিয়া বাম কর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কর্কটস্য বিলোদ্ভূতমৃদা তত্তিলকং কৃতম্।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

কর্ণস্য মলজালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
জ্বালয়েৎ তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ॥
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে।

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকা করিয়া তিলতৈলের সহিত জ্বালাইয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবে, চক্ষুর্দ্বয়ে ঐ কজ্জলের অঞ্জন লইলে ত্র্যাহিক জ্বর শান্ত হয়।

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসা ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্।
(জয়ন্ত্যাঃ শ্বেতজয়ন্ত্যা ইত্যুপদেশঃ।)

শ্বেত জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর প্রশমিত হয়।

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ।
নস্যং সর্পিঃসমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থিকং জয়েৎ॥

শিরীষ-কুসুমের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাটিয়া ঘৃত সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

চাতুর্থিকহরং নস্যং মুনিদ্রুমদলাম্বুনা॥

বকপত্রের নস্য লইলেও চতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

শৈলূষমণ্ডলরজঃ পুরুষানুরূপং
শুক্লাঙ্গবৎসসুরভীপয়সা নিপীতম্।
আদিত্যবারভবপালিদিনে নরাণাং
চাতুর্থিকং হরতি কষ্টমপি ক্ষণেন॥

রবিবারে পালার দিবসে বিশুদ্ধ হরিতাল শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত (১ রতি) মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

শ্বেতার্ককরবীরস্য চাশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ।
পীতং তণ্ডুলতোয়েন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের কিংবা করবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৬ রতি মাত্রায় চালুনি জলে বাটিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

অম্লোটজসহস্রেণ দলেন সুকৃতাং পিবেৎ।
পেয়াং ঘৃতপ্লুতাং জন্তুশ্চাতুর্থকহরীং ত্র্যহম্॥

আমরুলের সহস্রাট পত্রের সহিত দ্বিগুণ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃত সহ তিন দিন সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

কাকমাচীভবং মূলং কর্ণে বদ্ধং নিশাজ্বরম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥

কাকমাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায়, নিশ্চয়ই রাত্রিজ্বর বিদূরিত হয়।

মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকম্।
আর্দ্রকৈঃ সহ ভুঞ্জীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

ভৃঙ্গরাজের মূল সপ্ত খণ্ড করিয়া এক এক খণ্ড আদার সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণাম্বরদৃঢ়বদ্ধ-গুগ্‌গুলূলূকপুচ্ছজঃ।
ধূপশ্চাতুর্থিকং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ॥

ভৃঙ্গরাজাদির রসে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু ও পেচকের পুচ্ছ দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া তাহার ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলেও চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গধূপঃ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

গুগ্‌গুলু, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেত সর্ষপ, যব ও ঘৃত এই অষ্টাঙ্গের ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলে বিষমজ্বর প্রশান্ত হয়।

অপরাজিতো ধূপঃ।

পুরধ্যামবচাসর্জ্জ-নিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ॥

গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিম্বপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নিবারিত হয়।

অজাদি-ধূপঃ।

অজায়াশ্চর্ম্মরোমাণি বচাকুষ্ঠপলঙ্কষাঃ।
নিম্বপত্রাণি মধু চ ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

ছাগের চর্ম্ম ও লোম এবং বচ, কুড়, গুগ্‌গুলু, নিম্‌পাতা ও মধু, এই সকল দ্রব্যের ধূপ বিষমজ্বরনাশক।

সহদেব্যাদি-ধূপঃ।

সহদেবী বচা ভদ্রা নাকুলীভিঃ প্রধূপনম্।
প্রদেহোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদেভির্বা জ্বরশান্তয়ে॥

গন্ধভাদুলে, বচ, মুতা ও রাস্না, ইহাদের ধূপ, প্রদেহ বা উদ্‌বর্ত্তন বিষমজ্বরনাশক।

মাহেশ্বর-ধূপঃ।

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ।
গব্যাস্থীনি তথা ধ্যামং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী॥
সর্ষপং নিম্বপত্রাণি পিচ্ছাহিকঞ্চুকং তথা।
মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ॥
দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থি তুষাস্তথা।
ছাগগোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য চ্ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ।
উদূখলে তু সংকুট্য স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে শুভে॥
ঘ্রাণমাত্রেণ ধূপোঽয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি।
ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ॥
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্।
এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায় ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্য ঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার ধূপ প্রয়োগ করিবে। সেই ধূপ গ্রহণ করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়। যে গৃহে ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় সর্প, পিশাচ ও রাক্ষস থাকিতে পারে না।

অথ শীতপূর্ব্ব-দাহপূর্ব্ব-জ্বরলক্ষণম্।

বিদগ্ধেঽন্নরসে দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে।
তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্রজায়তে॥
কায়ে দুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ।
তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ॥
কায়ে শ্লেষ্মা যদা দুষ্টঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতম্।
শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ॥
ত্বকস্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ॥

করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থং দাহমতীব চ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ॥
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি-জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ।
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ॥

যদি আহার-রস পরিপাক না হইয়া দুষিত হয় এবং যদি দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা বিভাগানুসারে অর্থাৎ হরগৌরীরূপে কিংবা নরসিংহ-আকারে শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে ভাগে পিত্ত থাকে, দেহের সেই ভাগ উষ্ণ এবং যে ভাগে শ্লেষ্মা থাকে, সেই ভাগ শীতল হয়।

যদি দুষ্ট পিত্ত কোষ্ঠে এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা হস্তে ও পাদে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রোগির শরীর উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল হয়। আর যদি ইহার বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ কোষ্ঠে দুষ্ট শ্লেষ্মা ও হস্ত-পদে দুষ্ট পিত্ত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে শরীর শীতল ও হস্ত পদ উষ্ণ থাকে।

যদি দুষ্ট শ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বক্‌স্থ অথবা ত্বগ্‌গত-রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে শীত জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে এবং কিছু ক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্মানিলের বেগ কমিয়া যায়, তখন শেষে পিত্ত দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহাকে শীত-পূর্ব্ব জ্বর কহে। আর সেই প্রকারে দুষ্ট পিত্ত যদি ত্বক্‌স্থ বা ত্বগ্‌গত-রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে দাহ জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দবেগ হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু, শেষে শীত জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে দাহ-পূর্ব্ব জ্বর কহে। এই দাহ-পূর্ব্ব ও শীত-পূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইহা দোষ-দ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহ-পূর্ব্ব জ্বর অতি কষ্টপ্রদ ও কৃচ্ছ্রসাধ্যতম।

অথ শীতপূর্ব্ব দাহপূর্ব্ব-জ্বরচিকিৎসা।

শীতপূর্ব্ব-জ্বরে—

ভদ্রাদিকষায়ঃ।

ভদ্রাধন্যাকশুণ্ঠীভিশ্ছিন্নামুস্তপদ্মকৈঃ।
রক্তচন্দনভূনিম্ব-পটোলবৃষপৌষ্করৈঃ॥
কটুকেন্দ্রযবারিষ্ট-ভার্গীপর্পটকৈঃ সমম্।
ক্বাথং প্রাতর্নিষেবেত সর্ব্বশীতজ্বরাপহম্॥

কট্‌ফল, ধনে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পল্‌তা, বাসক, কুড়, কট্‌কী ইন্দ্রযব, নিম্‌ছাল, বামুনহাটী ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শীতজ্বর নিবারিত হয়।

শীতপূর্ব্বজ্বরে—

ঘনাদিকষায়ঃ।

ঘননিম্বমহৌষধামৃতা-কটুবার্ত্তাকিপটোলবৎসজৈঃ।
বিহিতং মধুনা যুতং পিবেৎ কিল শীতজ্বরশান্তয়ে শৃতম্॥

মুতা, নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, তিৎবেগুন, পল্‌তা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে শীতজ্বর প্রশান্ত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে—

বিভীতকাদিকষায়ঃ।

বিভীতো ব্যাধিঘাতশ্চ কটুকী ত্রিবৃতাভয়া।
ক্বাথো হয়ং তৃষাদাহ-বিষমজ্বরনাশকৃৎ॥

বহেড়া, সোন্দাল, কট্‌কী, তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে দাহপূর্ব্ব বিষমজ্বর এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে—

মহাবলাদিকষায়ঃ।

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং
ক্বাথো নিহন্ত্যাবিষমজ্বরং হি।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং
বিনাশয়েৎ ত্রিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ।

পাতালগরুড়ী লতার মূল ও আতইচের কাথ দুই তিন দিন সেবন করিলে দাহ শীত ও কম্পযুক্ত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্তাং স্তাং ক্রিয়া বাতবলাসকে।
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দাহতৃষ্ণাসমন্বিতে ॥
পয়ঃ পীযূষসদৃশং তরুণে তু বিষোপমম্।
চন্দনাদ্যং হিতং তৈলং শোষাধিকারকীর্ত্তিতম্।
তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্ ॥

বাতবলাসক-জ্বরে বাতশ্লেষ্ম-জ্বরোক্ত চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণকফ-জীর্ণজ্বরে দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে, জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ অমৃততুল্য, কিন্তু নূতন জ্বরে উহা বিষোপম। শোষাধিকারোক্ত চন্দনাদি তৈল ও নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অথ জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ কাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা ॥
পিপ্পলীমধুসংমিশ্রং গুড়ূচীস্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বরকফপ্লীহ-কাসারোচকনাশনম্ ॥

গুলঞ্চের কাথে অথবা মহৎপঞ্চমূলের (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারি ছালের) কাথে ৵৹ আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের স্বরস, পিপুলচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলেও জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হইয়া থাকে।

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং
কাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু ॥
হন্ত্যৃর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়ন্তথা প্রাতরিষ্যতে।
পিত্তানুবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু ॥

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে ৵৹ আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ঊর্দ্ধগ রোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই কাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

রাত্রিজ্বরে—

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্ ॥
নিশাভবং জ্বরং বাত-কফপিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্ ॥

গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, কটকী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ৵৹ আনা ও মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ পিত্তজ কফজ দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিঃ।

দ্রাক্ষামৃতা শটী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্।
নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সদুরালভঃ ॥
উশীরং ধান্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা।
পুষ্করং পিচুমর্দ্দশ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং স্মৃতম্ ॥
জীর্ণজ্বরারুচিশ্বাস-কাসশ্বয়থুনাশনম্ ॥

জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কটকী, আকনাদি, চিরতা, দুরালভা, উশীর, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিম্ব, এই অষ্টাদশাঙ্গের কাথ প্রয়োগ করিবে।

প্লীহজ্বরে—

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নদিদ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেৎ তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্।
এতত্তু পানমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥
(নিদিদ্ধিকাগণঃ—স্বল্পপঞ্চমূলম্।)

নিদিগ্ধিকাগণ (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), হরীতকী ও রোড়া, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ মাষা ও পিপুলচূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে; তাহাতে প্লীহাজ্বর নিবারিত হইবে।

অস্থিকর্কটপঞ্চাঙ্গং শুণ্ঠ্যা চিরজ্বরপ্রণুৎ॥
অস্থিকর্কটস্য মূলবল্কলপত্রপুষ্পফলং সংক্ষুদ্য পোট্টলীং বদ্ধা দগ্ধা রসং গৃহীত্বাতঃ (২ তোলা শুণ্ঠ্যা পেয়ঃ)।

হাড়কাঁকড়ার মূল ছাল পত্র পুষ্প ও ফল কুটিয়া পুটুলী বান্ধিয়া পোড়াইবে। ইহার নিঃসৃত রস ২ তোলা লইয়া শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, তাহাতে বহুকালের জ্বর নিবারিত হইবে।

গুড়ূচী পর্পটো ভেকপর্ণী চ হিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, থান্‌কুনী, হেলেঞ্চা ও পল্তা, পুটপাকে ইহাদের রস বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া ঐ রস ২ তোলা পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণ বাতপিত্ত জ্বর নিবারিত হয়।

মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালীদলজো রসঃ॥

শেফালীপত্রের রস মধু দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

অথ রসাদিধাতুগতজ্বরলক্ষণম্।

গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈন্যকাস্তোপজায়তে॥
রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম্॥
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্রপুরীষতা।
উষ্মান্তর্দ্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে॥
ভৃশং স্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেব চ।
দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানির্মেদঃস্থে চাসহিষ্ণুতা॥
ভেদোঽস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেব চ।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে॥
তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা।
অন্তর্দ্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মচ্ছেদশ্চ মজ্জগে॥
মরণং প্রাপ্নুয়াৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে।
শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ॥

রসাদি সপ্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ—জ্বর বিশেষরূপে রস-ধাতুকে প্রাপ্ত হইলে, দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্তত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

জ্বর রক্তগত হইলে, মুখ হইতে অল্প অল্প রক্তোদ্গীরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বর মাংসগত হইলে, জঙ্ঘামাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা মল-মূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বর মেদোগত হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জ্বর অস্থিগত হইলে, অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরেচন, বমন ও হাত-পা-ছোড়া, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বর, মজ্জাগত হইলে, অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শুক্রগত জ্বরে, পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্র ক্ষরিত হয়। এই জ্বরে রোগির মৃত্যুই হইয়া থাকে।

অথ রসাদিধাতুগতজ্বর-চিকিৎসা।

রসস্থে চ জ্বরে তস্মিন্ কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে।
সেকসংশমনালেপ-রক্তমোক্ষাস্ত্বসৃগ্গতে॥
তীক্ষ্ণান্ বিরেকাংশ্চ তথা কুর্য্যান্মাংসগতে জ্বরে।
মেদঃস্থে রেচনং স্বেদো বমনঞ্চ প্রশস্যতে।
অস্থিস্থে মর্দ্দনং স্বেদো মজ্জশুক্রগতং ত্যজেৎ॥

জ্বর রসধাতুগত হইলে বমন ও লঙ্ঘন; রক্তগত হইলে জলসেক, সংশমন, প্রলেপন ও রক্তমোক্ষণ; মাংসগত হইলে তীক্ষ্ণ বিরেচন; মেদোগত হইলে বমন, বিরেচন ও স্বেদ; অস্থিগত হইলে মর্দ্দন ও স্বেদ কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর মজ্জাগত বা শুক্রগত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

রসরক্তাশ্রিতঃ সাধ্যো মাংসমেদোগতশ্চ যঃ।
অস্থিমজ্জগতশ্চাপি শুক্রস্থস্তু ন সিধ্যতি॥

রস রক্ত মাংস ও মেদোগত জ্বর সাধ্য; অস্থি-মজ্জাগত জ্বরও কদাচিৎ সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু শুক্রগত জ্বর কখনই সাধ্য হয় না।

অথ জ্বরস্যোপদ্রবাঃ।

শ্বাসো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতিসারবিড়্গ্রহাঃ।
হিক্কাকাসাঙ্গদাহাশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবা দশ॥

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ এই ১০ দশটি, জ্বরের উপদ্রব।

সঞ্জাতোপদ্রবো ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন স্যাচ্চিকিৎসকৈঃ।
ব্যাধৌ শান্তে প্রণশ্যন্তি সদ্যঃ সর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥
অতো ব্যাধিং জয়েদ্ যত্নাৎ পূর্ব্বং পশ্চাদুপদ্রবম্।
ভিষগ্ যোঽকুশলঃ সোঽত্র জয়েৎ পূর্ব্বমুপদ্রবম্॥
তেষ্বপি প্রচুরেষু প্রাগ্ নাশয়েদাশুকারিণম্।
মূলব্যাধিং জয়েৎ পূর্ব্বং জেয়ো যো বা ভবেদ্ বলী।
অবিরোধেন বা কুর্য্যাদুভয়োরপি চ ক্রিয়াম্॥

ব্যাধির শান্তি হইলেই উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে, অতএব উপদ্রব সকল প্রকাশ হইলেও চিকিৎসকের ব্যাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অগ্রে যত্নপূর্ব্বক রোগের প্রতীকার করা উচিত। যে চিকিৎসক অনভিজ্ঞ, সেই প্রথমে উপদ্রবের শান্তি করিতে চেষ্টা করে। যদি প্রচুর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও অগ্রে সকলের প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া তাহাদের মধ্যে যেটি আশু বিপজ্জনক, প্রথমে তাহারই শান্তি করিবে। ব্যাধিসঙ্কর স্থলে অগ্রে মূল ব্যাধি বা যেটি বলবান্ সেইটির প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। যদি মূল ব্যাধির ও উপদ্রবের শান্তি একেবারেই করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উভয়ের এরূপ চিকিৎসা করিবে যেন পরস্পর বিরোধী না হয়।

অথ জ্বরোপদ্রব চিকিৎসা।

শ্বাসোপদ্রব-চিকিৎসা।

সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী
শৃঙ্গী ভার্গী পুষ্করং রোহিণী চ।
সাকং শঠ্যা শৈলমল্যাশ্চ বীজং
শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতে দশাঙ্গঃ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলপত্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কট্‌কী, শটী, ও শৈলমলীর বীজ (কৈরেয়া, হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ), এই দশাঙ্গ কাথ শ্বাসোপদ্রব-নিবারক।

মধুনা কৃষ্ণা কট্‌ফল-কর্কটশৃঙ্গীভবং চূর্ণম্।
শ্বাসাময়ে মহোগ্রে লীঢ়্বা লোকঃ সুখীভবতি॥

পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উগ্র শ্বাস প্রশমিত হয়।

বস্যোপলাগ্নিতাপিত-দাত্রস্যাগ্রেণ পঞ্জরে দাহঃ।
অপহরতি শ্বাসাময়মসংশয়ং ভাষিতং মুনিভিঃ॥

বিলঘুঁটের অগ্নিতে দাত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছোপদ্রব-চিকিৎসা।

আর্দ্রকস্য রসেনাস্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ।
অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ॥
শীতাম্বুসান্দ্রিসেকঃ সুরভির্ধূপঃ সুগন্ধি পুষ্পঞ্চ।
মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ॥

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্য এবং সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচচূর্ণ, এই দ্রব্যত্রয় মধুর সহিত মিলাইয়া তাহার অঞ্জন দিবে। আর চক্ষুতে শীতল জলসেক, সুরভি ধূপ প্রদান, সুগন্ধি পুষ্পাঘ্রাণ, মৃদু মৃদু তালবৃন্ত ব্যজন ও কচি কদলীপত্র স্পর্শ, মূর্চ্ছাপনোদনে প্রশস্ত।

অরুচ্যুপদ্রব-চিকিৎসা।

অরুচৌ তু শৃঙ্গবেরজরসকৈঃ সোষ্ণৈঃ সিন্ধুজৈঃ কবলঃ।
সিন্ধুত্থমাতুলুঙ্গী-ফলকেশরধারণং বক্ত্রে॥

জ্বরে অরুচি উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব-লবণের সহিত আদার রস গরম করিয়া অথবা সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ করিবে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যে তু ধারয়েৎ॥

ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর বা চিনির সহিত আমলকী ও দ্রাক্ষার কল্ক মুখে ধারণ করিলে অরুচি নিবারিত হয়।

বমনোপদ্রব-চিকিৎসা।

ক্বাথো গুড়ূচ্যাঃ সমধুঃ সুশীতঃ
পীতঃ প্রশান্তিং বমনস্য কুর্য্যাৎ।
বিণ্মক্ষিকাণাং মধুনাবলীঢ়া
সচন্দনা শর্করয়ান্বিতা বা॥

গুলঞ্চের ক্বাথ সুশীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমনোপদ্রবের শান্তি হয়। মধু, চন্দন অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা, লেহন করিলেও বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণোপদ্রব-চিকিৎসা।

দন্তশঠবীজপূরক-দাড়িমবদরৈঃ সচুক্রকৈর্বদনে।
লেপো জয়তি পিপাসামথ রজতগুটী মুখান্তঃস্থা॥

কয়েতবেল, টাবালেবু, দাড়িম, কুল ও মহাদা (অম্ল দ্রব্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য বাটিয়া মুখে লেপ দিলে, অথবা রজত গুটিকা মুখাভ্যন্তরে ধারণ করিলে পিপাসা দূরীভূত হইয়া থাকে।

শীতং পয়ঃ ক্ষৌদ্রযুতং নিপীতমাকণ্ঠমাশ্বেব তদুদ্বমেচ্চ।
তর্ষপ্রকর্ষপ্রশমায় বক্ত্রে দদ্যাদ্ গদক্ষৌদ্রবটাগ্রলাজান্॥

প্রবল পিপাসা শান্তির জন্য, শীতল জল মধুর সহিত আকণ্ঠ পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। কুড়, বটাঙ্কুর ও খৈ চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলেও পিপাসার শান্তি হয়।

অতিসারোপদ্রব-চিকিৎসা।

বৎসাদনীবৎসকবারিবাহ-বিশ্বস্তরানিম্ববিষাঃ সবিশ্বাঃ।
জ্বরেঽতিসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতাবৎসকবারিবাহাঃ॥

গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুতা, চিরতা, নিম-ছাল, আতইচ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চিছাল ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্বরায় অতিসারোপদ্রব নিবৃত্তি পায়।

পাঠাদিপাচনম্।

পাঠামৃতাপর্পটমুস্তবিশ্বা-কিরাততিক্তেন্দ্রযবান্ বিপাচ্য।
পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্বান্ জ্বরাতিসারানপি দুর্নিবারান্॥

আকনাদিমূল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, আতইচ, চিরতা ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ

করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। ইহা পান করাইলে ভয়ানক জ্বরাতিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

বিড়্গ্রহোপদ্রব-চিকিৎসা।

বিড়্গ্রহে বাতজিৎ কর্ম্ম কুর্যাদত্রানুলোমনম্।
মলং প্রবর্ত্তয়েদাশু তীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ॥

জ্বরে মলবিবদ্ধতা উপদ্রব উপস্থিত হইলে বায়ুর অনুলোমক ও শান্তিকর ক্রিয়া সকল করিবে এবং গুহ্যে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা মল নির্গত করাইবে। (ময়নাফলাদি ঔষধ দ্বারা যে বর্ত্তি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহে।)

পথ্যারগ্বধতিক্তা-ত্রিবৃদ্ধামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে দদ্যাদাশ্বেব বিড়্গ্রহঃ শাম্যেৎ॥

জীর্ণজ্বরে মলবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোন্দালের আটা, কটুকী, তেউড়ী ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে, তাহাতে মলবিবদ্ধতা দূর হইবে।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

দেবদালী স্বর্ণপুষ্পং গুড়েন বটকীকৃতম্।
গুদমধ্যে প্রদেয়েষা পাতয়েচ্চ মহাগদম্॥
অধশ্চ সামমায়তি পুনঃ সা দীয়তে গুদে।
প্রক্ষাল্য বারিণা চৈনাং বারং বারং প্রদাপয়েৎ॥
অনেন ক্রমযোগেণ মলমামং বিরেচনম্।
জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ম্॥

ঘোষাফল ও সোন্দাল সমভাগে একত্র গুড় দিয়া মর্দ্দন করিয়া লম্বাকৃতি বটক প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিয়া নির্গত করিলে আম নির্গত হইবে। পুনরায় উক্ত বর্ত্তি জলে ধৌত করিয়া গুহ্যদেশে প্রদান করিবে; এইরূপ বারংবার করিবে। ইহাতে আম ও মল নির্গত হইয়া শরীর নিরাময় ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইবে।

হিক্কোপদ্রব-চিকিৎসা।

নীরেণ সিন্ধুথরজোঽতিসূক্ষ্মং
নস্তং নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্।
শুণ্ঠী হঠাদ্বা সিতয়া সমেতা
ধূপোঽথবা হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ॥

জ্বরে হিক্কা হইলে, জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণের অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠীচূর্ণের নস্ত কিংবা নাসিকায় হিঙ্গুর ধূম গ্রহণ করিবে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ হিক্কাং ছর্দ্দিঞ্চ নাশয়েৎ॥

অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ ও তাহা জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়।

শুষ্কস্যাশ্বপুরীষস্য ধূপো হিক্কাং নিবারয়েৎ।
অপি সর্ব্বাত্মিকাক্কৈব যোগরাড়য়মীরিতঃ॥

শুষ্ক অশ্বপুরীষের ধূম গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক হিক্কাও নিবারিত হয়।

কাসোপদ্রব-চিকিৎসা।

কাসে কণা কণামূলং কলিদ্রুমফলং রজঃ।
সবিশ্বভেষজং লিহ্যান্মধুনা বা বৃষারসম্॥

জ্বরে কাসোপদ্রব উপস্থিত হইলে পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন কিংবা বাসকের রস মধু সহ পান করিলে কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্॥

ঘৃতাভ্যক্ত বহেড়া গোবরের মধ্যে পূরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করত সেই বহেড়া মুখে ধারণ করিলে কাসোপদ্রব বিনষ্ট হয়।

বিভীতকত্বঙ্মরিচং লবঙ্গং সর্ব্বৈঃ সমানং খদিরস্য সারম্।
বব্বূলজক্বাথকৃতা বটীয়ং মুখস্থিতা কাসহরা ক্ষণেন॥

বহেড়ার ছাল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম খদির, এই সকল দ্রব্য বাব্লার ক্বাথে বটী করিয়া মুখে ধারণ করিলে আশু কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

দাহোপদ্রব-চিকিৎসা।

দাহাধিকারলিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
পরং জ্বরাবিরুদ্ধং যন্মুখ্যো নাশ্যো জ্বরো যতঃ॥

দাহোপদ্রব-নিবারণার্থ দাহাধিকারোক্ত চিকিৎসা করিবে; পরন্তু সেই চিকিৎসা যেন জ্বরের অবিরোধী হয়, যে হেতু জ্বর ও দাহের মধ্যে জ্বরই প্রধান নাশ্য।

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

সুদর্শন-চূর্ণম্।

কালীয়কস্ত রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বো গ্রন্থিকং বালকং শঠী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলং সেন্দ্রযবং বরী দার্ব্বী কুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা॥
যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রকপটোলকম্॥
কলসী চৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বদ্রব্যস্য চার্দ্ধন্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
এতৎ সুদর্শনং নাম জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ॥
যথা সুদর্শনং চক্রং দানবানাং নিসূদনম্।
তথা জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদমেব নিগদ্যতে॥

কৃষ্ণাগুরু (অভাবে অগুরু), হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বলাডুমুর, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিম্‌ছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বামূল, কুড়্‌চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাবীজ, সুঁদি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, উশীর, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্কী, চিতামূল, পল্‌তা ও চাকুলে, এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং এই সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ। মাত্রা—৵০ আনা হইতে আধ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, সৌম্য কিংবা তীক্ষ্ণবীর্য্যোত্থিত জ্বর, অন্তর্বেগ বা বহিঃস্থ জ্বর, স্থানদোষজ অথবা জলদোষজ জ্বর ও বিরুদ্ধ-ঔষধ-সেবনজনিত জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাধ্যাসাধ্য জ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয়।

আমলক্যাদি চূর্ণম্।

আমলং চিত্রকং পথ্যা পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা।
চূর্ণিতোঽয়ং গণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ভেদী রুচিকরঃ শ্লেষ্ম-জেতা দীপনপাচনঃ॥

আমলকী, চিতা, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগচূর্ণ সর্ব্ববিধজ্বরনাশক এবং ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিকর ও পাচক।

জ্বরভৈরব-চূর্ণম্।

নাগরং ত্রায়মাণা চ পিচুমর্দ্দো দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী।
পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী।
মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দনমুষ্ককম্॥
কুটজস্য ফলং বল্কং যষ্টীমধুকচিত্রকম্।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষা চ কটুরোহিণী॥
মূষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা।
মরিচঞ্চামৃতা বিল্বং বালং পঙ্কস্তু পর্পটী॥
তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম্।
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা॥

এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তদৰ্দ্ধং প্রক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং ভূনিম্বসম্ভবম্॥
মাত্রামস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞস্তু জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মানসানপি নাশয়েৎ॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
অগ্নিমান্দ্যং যকৃৎপ্লীহ-পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ রক্তপিত্তং ত্বগাময়ম্।
শ্বয়থুঞ্চ শিরঃশূলং বাতাময়রুজাপহম্।
জ্বরভৈরবসংজ্ঞন্তু ভৈরবেণ কৃতং শুভম্॥

শুঁঠ, বলাডুমুর, নিম্‌ছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, বালা, পৃশ্নপর্ণী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে, পরে সমষ্টিচূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া ইহার মাত্রা প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা। ইহার নাম জ্বরভৈরব চূর্ণ। এই মহৌষধ সেবনে সুদর্শনচূর্ণের বঙ্গানুবাদে লিখিত সর্ব্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়, অধিকন্তু উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল, বাতব্যাধি ও বাতিক শূল প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণম্।

লৌহাভ্রটঙ্গণং তাম্রং তালকং বঙ্গমেব চ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্॥
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচা চ রজনীদ্বয়ম্।
উশীরং চিত্রকং দেব-কাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্॥
জীবকর্ষভকাজাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্রং কটুত্রয়ম্॥
গুড়ূচীস্বত্ধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী।
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টীমধু সমং সমম্॥
ভাগাশ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্।
তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্।
এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং জ্বরনাগময়ূরকম্॥
প্রাতর্মাষমিতং খাদ্যং যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।
সন্ততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং জ্বরম্।
দাহশীতজ্বরং ঘোরং চাতুর্থাদিবিপর্য্যয়ম্॥
জীর্ণঞ্চ বিষমং সর্ব্বং প্লীহানমুদরং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
ভ্রমং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ শূলানাহৌ ক্ষয়ং তথা।
যকৃতং গুল্মশূলঞ্চ আমবাতং নিহন্তি চ॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানু-পার্শ্বানাং শূলনাশনম্।
অনুপানং শীতজলং ন দেয়মুষ্ণবারিণা॥

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আক্‌নাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, উশীর, চিতামূল, দেবদারু, পল্‌তা, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের চিনি, ধনে, কট্‌কী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, বালা, বেলছাল, যষ্টিমধু; প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনি শাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ। সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর ও চাতুর্থক-বিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শূল, কাস,

আমবাত, যকৃৎ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতল জল। মাত্রা—১ মাষা হইতে ২ মাষা।

নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ।

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে॥

রসচিকিৎসায় দোষের সামতা-নিরামতা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল, ইহাদের কছুই বিচার আবশ্যক করে না।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা।
সর্ব্বং তস্যোপহাসায় ধর্ম্মহীনো যথা বুধঃ॥

সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রসক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ থাকিলে, ধর্ম্মহীন পণ্ডিতের ন্যায়, উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

অনুপানৈ রসা যোজ্যা দেশকালানুসারিভিঃ।
দোষঘ্নৈর্ম্মধুনা বাপি কেবলেন জলেন বা॥
(রসা ইত্যুপলক্ষণম্ অন্যান্যপি ভেষজানি যোগ্যানুপানৈর্দেয়ানি)।

রসঘটিত ঔষধ সকলের অনুপানার্থ দেশ, কাল ও দোষের বলাবল অনুসারে দোষঘ্ন দ্রব্য বিধান করিবে; অথবা মধু কিংবা কেবল জল সহ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য ঔষধের পক্ষেও এই নিয়ম।

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা।
জলসেকাবগাহাদ্যৈর্বলিনস্তে তু নান্যথা॥
রসজনিতবিদাহে শীততোয়াভিষেকো
মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণদধিসিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভো
মধুরশিশিরপানং শীতমন্যচ্চ শস্তম্॥

শম্ভুপ্রোক্ত যে সকল রস মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত, সেই সকল রস সেবনের পর জল সেচন ও অবগাহন ক্রিয়া করিলে ঔষধের বল বর্দ্ধিত হয়। রসসেবনে বিদাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদি অনুলেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সহ টাট্‌কা দধি সেবন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীতক্রিয়া হিতকর।

হিঙ্গুলেশ্বরঃ।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্বে পিপ্পলীং হিঙ্গুলং বিষম্।
দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে॥

পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি (ব্যবহার অর্দ্ধ রতি) মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

শীতভঞ্জী রসঃ।

রসহিঙ্গুলগন্ধঞ্চ জৈপালং সম্মিতং ত্রিভিঃ।
দন্তীকাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ রক্তিকাদ্বয়ম্।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্ যামমাত্রতঃ॥
শর্করাদধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুর্মুদগরসো হিতঃ।
শীতভঞ্জী রসো নাম্না সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ, একত্র দন্তীকাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে মহাঘোর নবজ্বর উপশমিত হয়। ঔষধসেবনান্তে ইক্ষু, মুগের যুষ কিংবা শীতল জল সেবন করা কর্ত্তব্য। চিনি ও দধির সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

তরুণজ্বরারিঃ।

জৈপালগন্ধং বিষপারদঞ্চ
তুল্যং কুমারীস্বরসেন মর্দ্দ্যম্।
অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন
খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ॥
দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা
ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি।
জাতে বিরেকে বিগতজ্বরঃ স্যাৎ
পটোলমুদ্গাম্বুনিষেবণেন॥

জয়পাল, গন্ধক, বিষ ও পারদ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। তরুণজ্বরারি নামক এই ঔষধ জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ, অথবা সপ্তম দিবসে প্রযোজ্য। ইহা সেবনে বিরেচন হইলে জ্বরত্যাগ হইবে। পথ্য—পটোল ও মুদ্গযূষ।

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদি-নবজ্বরহরং পরম্॥
আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধু-যুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতৈর্ব্বার্ক্ষ্যদধি পথ্যং রুচৌ দদেৎ॥
(হেম্নঃ ধুস্তুরস্য)

তাম্রভস্ম ও মিঠাবিষ সমভাগে লইয়া ধুতূরার রসে শতবার ভাবনা দিয়া আধ রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহা আদার রস, চিনি ও সৈন্ধব সহ সেবন করিলে নবজ্বর ও সন্নিপাতাদি জ্বর নিবারিত হয়। পথ্য—ইক্ষু, দ্রাক্ষা, চিনি, শশা ও দধি প্রভৃতি।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

(মতান্তরে)

পিপ্পলীং জাতিকোষঞ্চ পারদং গন্ধকং বিষম্।
বারিণা মর্দ্দয়েৎ খল্লে রক্তিকার্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ॥
স্বচ্ছন্দভৈরবো নাম ভৈরবেণ বিনির্ম্মিতঃ।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জায়ফল ও পিপ্পলী, সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি-পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয়। (অবিরাম জ্বরে স্বচ্ছন্দভৈরব দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।)

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ।

সগন্ধটঙ্গং রসতালকঞ্চ বিমর্দ্দ্য সংভাবয় মীনপিত্তৈঃ।
দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাদ্ বৃন্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যম্।
নবজ্বরেভাঙ্কুশনামধেয়ঃ ক্ষণেন ঘর্ম্মোদ্গমমাতনোতি॥

সোহাগা, গন্ধক, পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া মর্দ্দিত করত রোহিতমৎস্যের পিত্তে ২ দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা—২ রতি। পথ্য—বেগুন, ঘোল ও অন্ন। এই নবজ্বরেভাঙ্কুশ সেবনে অল্প সময়ের মধ্যে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া নবজ্বর প্রশমিত হয়।

নবজ্বরেভসিংহঃ।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকম্।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ॥
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ম্।
শৃঙ্গবেরাম্বুপানেন দদ্যাদ্গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্।
নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থে গ্রহণীগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অর্দ্ধ ভাগ (কেহ কেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ); একত্র জলে দুই দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

নবজ্বরহরী বটী।

রসগন্ধৌ বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ।
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতম্॥
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পীরসৈঃ পুটেৎ।
বটীং মাষনিভাং কুর্য্যাদ্ ভক্ষয়েন্নূতনে জ্বরে॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া দ্রোণপুষ্পীর (ঘলঘসিয়ার) রসে মর্দ্দন করিবে এবং পুটপাক করিয়া মাষকলায়ের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা নূতন জ্বরে প্রযোজ্য।

নবজ্বরারিরসঃ।

একভাগো রসো ভাগ-দ্বয়ঞ্চ শুদ্ধগন্ধকম্।
গরলস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্ভাগা হিমাবতী ॥
জৈপালকপঞ্চভাগো নিম্বুদ্রবৈর্বিমর্দ্দিতঃ।
ক্রিমিঘ্নপ্রমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ ॥
শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা দিনে দিনে।
জীর্ণজ্বরে তথাজীর্ণে সমে বা বিষমেঽপি বা।
নিহন্ত্যসৌ জ্বরং সর্ব্বং দাবো বনমিবানলঃ ॥

পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ, জয়পাল ৫ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য কাগ্‌জি লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত প্রত্যহ ১বটী সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিচ্ছিন্ন হয়। ইহা সম বা বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর ও অজীর্ণে প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ বিষঞ্চ জয়পালকম্।
কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকম্ ॥
অস্য মাত্রা প্রয়োক্তব্যা গুঞ্জাত্রয়সমা ততঃ।
সর্ব্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ ॥
নাশয়েচ্ছ্বাসকাসঞ্চ হ্যগ্নিসাদং বিশেষতঃ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খৈ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্ববিধ জ্বর, শ্বাস ও কাস বিশেষতঃ আমবাত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। এই ঔষধ পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষস্যৈকস্তথা ভাগো মরিচং পিপ্পলী কণঃ।
গন্ধকস্য তথা ভাগো ভাগঃ স্যাট্টঙ্গণস্য বৈ ॥
সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাদ্ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমানাং বটীং চরেৎ ॥
জম্বীরস্য রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েত্ত্রিধা।
রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা ॥
গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতম্।
মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে ॥
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে ॥
জম্বীররসযোগেন অজীর্ণজ্বরনাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ ॥
তীব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটীচতুষ্টয়ম্ ॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধক্ষীণেষু চার্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
অতিক্ষীণেঽতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চাল্পবয়স্যপি ॥
তুর্য্যমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসারনিশ্চিতা।
নবজ্বরে মহাঘোরে যামৈকান্নাশয়েজ্জ্বরম্ ॥
মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
(অক্ষীণে চ কফাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে।
সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্ ॥)
অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
অনুপানবিশেষেণ নিহন্তি সকলান্ গদান্ ॥

বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জল সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগপরিমাণে বটিকা করিবে। (এস্থলে জম্বীররসে হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লইতে হইবে। যদি এই ঔষধে ১ ভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুলের আবশ্যক হইবে না। বিষও গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক।) ইহার অনুপান—সাধারণতঃ মধু; বাতজ্বরে দধির মাত, সন্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণজ্বরে জম্বীররস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ বটী। কিন্তু বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের অর্দ্ধমাত্রা ২ বটী এবং অতি বৃদ্ধ, অতি শিশু ও অতিক্ষীণ রোগির পক্ষে ১ বটী। যদি কফাধিক্য না থাকে এবং রোগী ক্ষীণ না হয়, তবে ডাবের জল ও চিনি সহ সেবন বিধেয়; তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হইবে। এই মৃত্যুঞ্জয় রস সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক।

রত্নগিরিরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রহাটকম্ ॥
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকম্ ॥
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
পর্প্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্ ॥
শিগ্রুবাসকনির্গুণ্ডী-বচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ।
ক্ষুদ্রামৃতাজয়ন্তীভির্নিব্রহ্মীভূতিক্তকৈঃ ॥
কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিবারং ত্রিধা ত্রিধা।
রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্ ॥
যন্ত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষমাত্রং রসস্ত বৈ ॥
কৃষ্ণাধান্যসমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অয়ং রত্নগিরির্নাম রসো যোগস্ত বাহকঃ ॥

বিশুদ্ধপারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ, বৈক্রান্ত সিকি ভাগ, এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন ও পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে; পরে চূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের রসে ক্রমে ক্রমে (প্রত্যেকের রসে ৩ বার) ভাবনা দিবে; যথা—সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী বকপুষ্প, ব্রহ্মীশাক, চিরতা ও ঘৃতকুমারী। অনন্তর মূষাতে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে লঘু পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা নবজ্বরে ব্যবস্থেয়। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—পিপুল ও ধনের কাথ। ইহা সেবনে অতি সত্বর নবজ্বর উপশমিত হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্
নৈকুম্ভবীজান্যথ দন্তিবারিণা।
পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহা
জলেন সার্দ্ধং সিতয়া প্রযোজিতা ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পালবীজ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য দন্তীমূলের কাথে (দন্তী ১০ ভাগ, ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথে) মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে নবজ্বর উপশমিত হয়। অনুপান—চিনির জল।

অগ্নিকুমাররসঃ।

মরিচোগ্রাকুষ্ঠমুস্তৈঃ সর্ব্বৈরেব সমং বিষম্।
পিষ্টা চার্দ্ররসেনৈব বটিকা রক্তিকামিতা ॥
আমজ্বরে প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টয়া।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি নির্গুণ্ড্যাশ্চ কফজ্বরে ॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আর্দ্রকস্য চ বারিণা।
অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে সদশমূলকঃ ॥
গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ দশমূল্যাতিসারকে।
সামে চ ধান্যশুণ্ঠীভ্যাং পক্কে চ কুটজং মধু ॥
সন্নিপাতজ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকবারিণা।
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলগুড়ান্বিতম্ ॥
পীত্বা বটীদ্বয়ং রোগী স্বাস্থ্যং সমুপগচ্ছতি।
সর্ব্বেষামেব রোগাণামামদোষপ্রশান্তয়ে ॥
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ ॥

মরিচ ২ মাষা, বচ ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, মুতা ২ মাষা, বিষ ৮ মাষা। আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমজ্বরে প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত মধু, কফজ্বরে আদার রস বা নিসিন্দাপত্ররস, পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গচূর্ণ, শোথে দশমূলের কাথ, গ্রহণীরোগে শুণ্ঠীচূর্ণ; অতিসারে দশমূলের কাথ, আমাতিসারে ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ, পক্কাতিসারে কুড়চিকাথ ও মধু, সন্নিপাতজ্বরের প্রথমাবস্থায় পিপুল ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস, শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। দুইটী বটিকা সেবনে রোগী স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। সকল রোগে আমদোষশান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার রস।

চণ্ডেশ্বরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং মর্দ্দয়েদেকমাষকম্।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্॥
নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসৈঃ পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
গুঞ্জৈকার্দ্রেরসেনৈব দত্বা হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ॥
বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্ম-ত্রিদোষজমপি ক্ষণাৎ।
সুশীতলজলে স্নানং তৃষার্থে ক্ষীরভোজনম্॥
আম্রঞ্চ পনসঞ্চৈব চন্দনাগুরুলেপনম্।
এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
এষ চণ্ডেশ্বরোনাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, পরে আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। স্নানাদি শৈত্য ক্রিয়া করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়।

জয়া বটী।

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকম্।
বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্।
চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা॥
জয়াবটিকায়াং জয়ন্তীমূলচূর্ণং তুল্যাংশং দেয়ং যোগবাহিকত্বাৎ, এবং জয়ন্তীবটিকায়ামপি।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা, নিম্পাতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জয়ন্তীমূলচূর্ণ সর্ব্বসমান; একত্র ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যোগবাহিকা। অনুপান-বিশেষে জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন।

জয়ন্তী বটিকা।

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশপত্রকম্।
মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজামূত্রেণ তুল্যকম্।
বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা॥

বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী ও নিমপাতা, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়ন্তীমূলচূর্ণ; ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ (জয়াবটিকার ন্যায়) বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকাও যোগবাহিকা, অনুপানবিশেষে জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন। যথা—দুগ্ধ সহ সেবনে পিত্তজ্বর, মরিচচূর্ণ ও মধু সহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর ন হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যোগবাহিকা জয়া জয়ন্তী।

জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা।
মুদ্গামলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্রা মরিচান্বিতা।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরনুদ্ ঘৃতৈঃ।
সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষৈর্গবাং মূত্রেণ শীতকম্॥
চন্দনস্য কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরাপহা।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেণ চ কাসজিৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পাণ্ডুবিনাশিনী।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ॥
অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্।
জয়ন্তীং বা জয়াং বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ॥
হন্ত্যাশু কাকণং কুষ্ঠং তল্লেপেন চ তদ্ধ্রুবম্।
বিনিঘ্নং কেতকীমূলং পিষ্ট্বা তোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহ্বয়ম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ॥
লোধ্রং মুস্তাভয়া তুল্যং কট্ফলঞ্চ জলৈঃ সহ।
কাথয়িত্বা পিবেচ্চানু মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোষ্ণজলৈঃ সহ।
ত্রিদোষোত্থং হরেদ্ গুল্মং রসো বানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ হন্তি শুণ্ঠ্যা ভগন্দরম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীপ্রণুৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ।
রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যনুৎ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ঘৃষ্ট্বা স্তন্যেন চাঞ্জনম্।
স্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥

জয়ন্তী বটী বা জয়া বটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ইহাতে মুগের অথবা আমলকীর যূষ পথ্য দিবে; কিন্তু উক্ত যূষে ঘৃত প্রদান করিবে না। জয়া বা জয়ন্তী বটী ও আনন্দভৈরব রস

মধু এবং মরিচের গুঁড়া সহ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। এই জয়া ও জয়ন্তী বটী ঘৃত সহ বিষম জ্বরে, মধু ও ত্রিকটু-চূর্ণ সহ সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, গোমূত্র সহ শীত-জ্বরে, রক্তচন্দনের কাথ সহ রক্তপিত্ত জ্বরে, মধু সহ কাসরোগে, দুগ্ধ সহ পাণ্ডুরোগে এবং তণ্ডুলোদক সহ অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা গোমূত্র সহ সেবনে বা প্রলেপে কাকণ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৮ মাষা কেয়ার মূল জল সহ বাটিয়া তৎসহ এই ঔষধ-দ্বয় সেবন করিলে সুরামেহ শমিত হয়। এই ঔষধদ্বয় মধু সহ সেবন করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনের পর লোধ, মুতা, হরীতকী ও কট্‌ফল সমভাগে কাথ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। জয়া বটী ও জয়ন্তী বটী বা আনন্দভৈরব রস গুড়মিশ্রিত ঈষদুষ্ণজল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত গুল্ম নিবারিত হয়। ভগন্দররোগে শুঁঠচূর্ণ সহ, গ্রহণীরোগে ঘোল সহ এই ঔষধদ্বয় সেবন করাইবে। আনন্দভৈরব রস জয়া বা জয়ন্তী বটী শীতল জল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষ-জনিত রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধদ্বয় ভৃঙ্গরাজের রস সহ সেবন করিলে রাত্র্যন্ধতা এবং স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্বদোষোত্থ চক্ষুঃস্রাব ও মাংস-বৃদ্ধি নিবারিত হয়।

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ।

বিষটঙ্গবলিম্লেচ্ছ-দন্তীবীজং ক্রমাদ্বহ।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥
বল্লো ব্যোষেণ চার্দ্রস্য রসেন সিতয়াথবা।
দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা॥
হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভোক্তব্যং রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি॥
(ম্লেচ্ছং তাম্রং হিঙ্গুলমিত্যন্যে)

বিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র বা হিঙ্গুল ৪ ভাগ ও দন্তীবীজ ৫ ভাগ; এই সমস্ত দন্তীর কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস; অথবা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এই তিন দ্রব্যের কাথ ও চিনি। ইহা সেবনে নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, শূল, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমি নিবারিত হয়। তক্রের সহিত পথ্য প্রয়োগ করিবে।

জ্বরধূমকেতুঃ।

ভবেৎ সমং সূতসমুদ্রফেন-হিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিবপ্রমার্দ্রাম্বুণায়ং জ্বরধূমকেতুঃ॥

পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক, এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করত আদার রসে ৩ দিন কাল মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীরামরসঃ।

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচঞ্চ ত্রিভিঃ সমম্।
বীজং নৈকুম্ভকং মর্দ্দ্যং দন্তীকাথেন যামকম্।
দ্বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টম্ভানিলমামজ্বরং জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ একত্র করিয়া দন্তীর কাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা সেবনে আমজ্বর, শূল, বিষ্টম্ভ ও বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বররসঃ।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
সিন্ধুবাররসৈঃ পশ্চাদ্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বরবিনাশনম্।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ।
অনুপানমার্দ্ররসঃ প্রচণ্ডেশ্বরসংজ্ঞকঃ॥

বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা পাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে, পরে তিল প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। মাথার উদ্বেগ থাকিলে তৈল মর্দ্দন করাইবে এবং তক্রসংযুক্ত পথ্য দিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৈদ্যনাথবটী।

শাণং গন্ধমথো রসস্য চ তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং
তিক্তাচূর্ণমথাক্ষমেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ।
পশ্চাৎ তৎ সুষবীরসেন নতুবা ক্বাথেঽমলে ত্রৈফলে
সংশোষ্যা গুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্যত্নতঃ॥
জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন সুষবীপত্রস্য পর্ণস্য বা
একদ্বিত্রিচতুঃ ক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কদুষ্ণাম্বুনা॥
হন্তিশূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডুতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্॥
রেচনে চ দধিভক্তভোজনং বৈদ্যনাথসুকুমাররেচনম্॥

পারদ ॥০ আধ তোলা, গন্ধক ॥০ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর কটুকীচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস কিংবা উচ্ছে-পাতার রস ও ঈষদুষ্ণ জল। দোষের বলা-বল বিবেচনা করিয়া ১টী হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে যে-কোন-প্রকার শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা বালক-দিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ।

বিষহিঙ্গুলজৈপাল-টঙ্কণং ক্রমমর্দ্দিতম্।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যো জ্বরবিনাশনঃ॥

বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জয়পাল ৩ ভাগ ও সোহাগা ৪ ভাগ; এই সমস্ত একত্র জলে মর্দ্দন করত ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সত্বর জ্বর নিবারণ হয়।

উদকমঞ্জরী রসঃ।

সূতো গন্ধষ্টঙ্কণঃ সোষণঃ স্যা-
দেতৈস্তুল্যা শর্করা সংস্তপিষ্টৈঃ।
ভূয়ো ভূয়ো ভাবয়েচ্চ ত্রিরাত্রং
বলো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা॥
সম্যক্তাপে বারি ভক্তং সতক্রং
বৃন্তাকাঢ্যং পথ্যমত্র প্রদিষ্টম্।
অহ্নায়োগং হন্তি সামং প্রভাবাৎ
পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি বারিপ্রয়োগঃ॥
(শর্করাত্র বিষম্।) অত্র শর্করাস্থানে মনঃশিলায়াং চন্দ্রশেখরো ভবতি।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, সোহাগার খৈ ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা ও মিঠাবিষ ৪ মাষা, সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিবস (২৪ প্রহর) রোহিতমৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিবে। ২ রত্তি প্রমাণ বটী। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবন করিয়া অধিক গরম বোধ হইলে জল, অন্ন, তক্র ও বেগুণ পথ্য দিবে। পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলের পটি দিবে। ইহা দ্বারা সামজ্বর শীঘ্র নষ্ট হয়। (ইহাতে মিঠাবিষের পরিবর্ত্তে মনঃশিলা দিলে চন্দ্রশেখর রস হয়।)

// অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্কং পিপ্পলী বিষমেব চ।
জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীরাদ্ভির্বিমর্দ্দিতম্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি প্রদেয়ং সান্নিপাতিকে।
কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে

সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরনৃসিংহো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং ভল্লাতকস্তথৈব চ।
বস্ত্রীক্ষীরসমাযুক্তমেকত্র চ বিমর্দ্দয়েৎ ॥
মৃত্তিকাভাজনে স্থাপ্যং মুদ্রিতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ তত্র প্রহরদ্বয়সংখ্যয়া ॥
শীতলং খল্লয়েৎ তত্র ভাবনা চ প্রদীয়তে।
ভৃঙ্গরাজরসৈরর গণ্ডদূর্ব্বাভবৈ রসৈঃ ॥
চিত্রকস্য রসেনাপি ভাবনা দীয়তে পুনঃ।
পশ্চাৎ তচ্চূর্ণয়েদ্‌যত্নাৎ কূপিকায়াঞ্চ ধারয়েৎ ॥
জ্বর উৎপদ্যতে যস্য চতুর্থে চাপরে পুনঃ।
মাষৈকশ্চ রসো দেয়স্তৎক্ষণান্নাশয়েজ্জ্বরম্ ॥
জ্বরে শান্তে পরং পথ্যং দেয়ং মুদ্গৌদনং পয়ঃ ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও ভেলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মমসাসিজের আটায় মাড়িয়া মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ২ প্রহর কাল পুটপাক করিবে। পরে শীতল হইলে তুলিয়া ভীমরাজ, গেঁটে দূর্ব্বা ও চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিবে এবং চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ১ মাষা পরিমাণে চাতুর্থকাদি জ্বরে প্রয়োগ করিবে। জ্বর নিবারিত হইলে মুদ্গযূষ, অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে।

অচিন্ত্যশক্তী রসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
ভৃঙ্গকেশাখ্যনিগুণ্ডী-মণ্ডূকীপত্রসুন্দরাঃ ॥
শ্বেতাপরাজিতামূলং শালিঞ্চকাণমারিষম্।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতশ্চৈষাং চতুর্ম্মাষকসংমিতৈঃ ॥
প্রত্যেকং স্বরসৈঃ খল্ল-শিলায়ামবধানতঃ।
স্বর্ণমাক্ষিকমাষঞ্চ দত্বা মরিচমাষকম্ ॥
নেপালতাম্রদণ্ডেন দৃষ্ট্বা তৎ কজ্জলদ্যুতি।
বটী মুদ্গোপমা কার্য্যা ছায়াশুষ্কা তু রক্ষিতা ॥
প্রথমে বটিকাস্তিস্রঃ কৃত্বা নবশরাবকে।
ততঃ ধসর্পণং সূর্য্যং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥
বারিণা গোলয়িত্বা তু পাতুং দেয়ঞ্চ রোগিণে।
স্বেদোপবাসরচিতে ক্লান্তে চাত্যবলে তথা ॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি বটীযুগ্মং বটীমেকাং তৃতীয়কে।
যাবন্ত্যো বটিকা দেয়াস্তাবজ্জলশরাবকম্ ॥
তৃষ্ণায়াঞ্চ রসং দদ্যাজ্জাঙ্গলানাং জলং তথা।
শূলাপদধিসংযুক্তং ভক্তং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্ ॥
লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ।
পথ্যমগ্নিবলং বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা।
শিরশ্চলনশূলাদৌ তৈলং নারায়ণাদি চ ॥

পারদ ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে ও শ্বেতহুড়্‌হুড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া স্বরস লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্রদণ্ড দ্বারা মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। নবজ্বরে স্বেদে ও উপবাসে ক্লান্ত এবং অতি দুর্ব্বল রোগির পক্ষে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্টফলদায়ক। প্রথম দিবসে ৩ বটী, দ্বিতীয় দিবসে ২ বটী ও তৃতীয় দিবসে ১বটী শীতল জল সহ সেবন করাইবে। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে শীতলজল ও জাঙ্গল পশু বা লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের রস সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দধি ও অন্ন। শিরঃকম্প ও শিরঃশূল থাকিলে বিবেচনা পূর্ব্বক নারায়ণাদি তৈল মস্তকে মর্দ্দন বিধেয়।

ত্রৈলোক্যডুম্বুররসঃ।

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পালতিক্তা
পথ্যা ত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজং সমাংশম্।
সংমর্দ্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জঃ-
স্ত্রৈলোক্যডুম্বররসোঽভিনবজ্বরঘ্নঃ ॥
(অত্র বিষতিন্দুকজং মধুরতিন্দুকফলজম্।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, জয়পাল, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ীমূল ও কুঁচিলা সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মধু সহ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয়।

গদমুরারিঃ।

রসবলিশিললৌহব্যোষতাম্রাণি তুল্যা-
ন্যথ সদরদনাগং ভাগমেতৎ প্রদিষ্টম্।
ভবতি গদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ
ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যম্॥
অত্র শিলা মনঃশিলা, ছান্দসত্বাদ্ হ্রস্বঃ।

রস, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসক, এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে কঠিন আমজ্বর অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়।

জ্বরঘ্নী বটিকা।

একো ভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলী শিবা।
আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ॥
ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী।
একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ॥
মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ।
ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটীকা মতা॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা, কটুতৈলে শোধিত গন্ধক ও রাখালশশার ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ ভাগ; একত্র রাখালশশার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস। ইহাতে সদ্যোজ্বর নিবারিত হয়।

শীতারিরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুল্বং টঙ্গণঞ্চ সমং সমম্।
পারদাদ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্ ভস্ম শর্করাপি চ *।
প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জস্তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥
(* শীতারিরসে শর্করা বিষম্।)

পারদ ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, টঙ্কণ ১ ভাগ, খোসাবিহীন জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুলছালভস্ম ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীররসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—উষ্ণ জল।

জ্বরহরবটী।

সীসকং রসসিন্দূরং হরিতালং বিষং সমম্।
একত্র মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ॥
জ্বরবিচ্ছেদকালে চ সিতয়া সহ যোজয়েৎ।
দ্বিত্রিবটীপ্রয়োগেণ জ্বরশান্তির্ন সংশয়ঃ॥

শোধিত সীসক, হরিতাল, বিষ এবং রস-সিন্দূর সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত সর্ষপের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বর-বিচ্ছেদ কালে (দুই ঘণ্টা অন্তর) একটী করিয়া ২।৩ টী বটী চিনির সহিত প্রয়োগ করিলে জ্বরশান্তি হয়।

সান্নিপাতিক-জ্বরাদৌ।

মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ।

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভির্মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্।
তস্যোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎ প্রতিরোধয়েৎ।
মরিচেন সমাযুক্তং হস্তি তন্দ্রাপ্রলাপকম্॥

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া রসুনের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। রসুনের রসের সহিত ইহার নস্য দিলে রোগির চেতনালাভ হয়, মরিচ সংযোগে ইহা তন্দ্রা ও প্রলাপ নাশ করে।

নস্যভৈরবঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণাগ্নিং টঙ্গণং খর্পরং সমম্।
সব্যোষমর্কদুগ্ধেন দিনং সংমর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্॥
অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরম্॥

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার খৈ, খর্পর এবং ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য একদিন আকন্দের আঠায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। আকন্দের আঠার সহিত ইহার নস্য দিলে সন্নিপাতজ জ্বর নিবারিত হয়।

উন্মত্তরসঃ।

রসং গন্ধকং তুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যং ত্রিকটুকং ক্ষিপেৎ॥
উন্মত্তাখ্যো রসো নাম নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ।
সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোঽভ্যুদ্ধরতি রোগিণম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোঽর্হতি॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে (কজ্জলী করিয়া) ধুতুরাফলের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সমান ত্রিকটুচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধের নস্য গ্রহণ করিলে সন্নিপাতজ জ্বর নিবারিত হয়। যে ব্যক্তি সান্নিপাতিক রোগিকে রোগমুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম না করা হয় এবং তিনি কোন্ সম্মানেরই বা অযোগ্য?

বমনপ্রয়োগঃ।

কুমারীমূলকর্ষৈকং পিবেৎ কোষ্ণজলেন হি।
বমনেন জ্বরং হন্তি বিষমং সুচিরন্তনম্॥

ঘৃতকুমারীমূল ২ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বমন হইয়া বহুকালের বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

অঞ্জনভৈরবঃ।

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্।
সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্ব-বারিণা চ সুপেষিতম্।
নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুদ্ধতম্॥

পারদ, লৌহ, পিপুল ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ৩ গুণ জয়পাল একত্র মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত সন্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কুলবধূঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুত্থকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
রসৈশ্চোত্তরবারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণম্।
এষা কুলবধূর্নাম জলৈর্ঘৃষ্টা প্রদাপয়েৎ॥
(অত্র তস্য তুল্যাংশমিতি একভাগতুল্যম্। যদ্যপি নস্যমিত্যুক্তং তথাপ্যঞ্জনেন ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ॥)

রসসিন্দুর, সীসক, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে, প্রত্যেকে তুল্যাংশ লইয়া রাখালশশার স্বরসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া চণকপরিমাণ বটিকা করিবে। জলে ঘর্ষণ করিয়া ইহার নস্য লইলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হইবে। (মূলে নস্যের উল্লেখ থাকিলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ কুলবধূরস অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।)

শ্রীবেতালো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়েত কজ্জলম্॥
গুঞ্জামাত্রপ্রমাণেন হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকম্।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
দন্তপঙ্ক্তির্দৃঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে।
চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিযোজয়েৎ॥
ম্লানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালং যমদূতনিবারকম্।
(চলিতে স্ববিষয়গ্রহণাশক্তে।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাদি উপশমিত হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্র রসঃ।

রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
টঙ্গণং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশমমৃতং তথা॥
সর্ব্বপাদসমোপেতং মহিষীপিত্তমর্দ্দিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রযোক্তব্যং সন্ন্যাসজ্ঞানসঙ্গমে॥
সহস্রকলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
ইক্ষুমুদ্গরসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেপ্সিতম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে তুল্যাংশ, সর্ব্বসমান বিষ; এই সমুদয় দ্রব্য সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মহিষীপিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে একটুকু ক্ষত করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে। ইহাতে সান্নিপাতিক বিকারে অজ্ঞানতাদোষ বিনষ্ট হয়। রোগিকে ইক্ষু প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করাইবে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ।

রসগন্ধকয়োর্মাষৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ।
শক্রঞ্চ মুষলী চৈব ধুস্তূরকেশরাজকম্॥
দেবদালী জয়ন্তী চ তথা মণ্ডূকপর্ণিকা।
এষাং পত্ররসৈঃ পাণৈঃ শিলায়াং খল্লয়েৎ পুনঃ॥
শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা ত্বনেকা রাজিকোপমা।
ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকম্॥
তপ্তে তু নারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ॥

কজ্জলী ২ মাষা (।০ আনা) লইয়া কুড়্চি, তালমূলী, ধুতুরা, কেশুরে, ঘোষালতা, জয়ন্তী এবং থানকুনী, ইহাদের প্রত্যেক্যের পাতার অর্দ্ধ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত-সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনে গরম বোধ হইলে নারিকেলের জল খাইতে দিবে।

// সৌভাগ্যবটী।

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণব্যোষাভয়াক্ষামলা-
নিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ।
নিম্ব'গুীযুগভৃঙ্গরাজকবৃষাপামার্গপত্রোদ্ভবৈঃ
প্রত্যেকস্বরসেন সিদ্ধগুড়িকা হন্তি ত্রিদোষোদরম্॥
যেষাং শীতমতীব দেহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং
নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুগ্ধং মনঃ।
শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্চ্ছারুচী তৃড়্জ্বরং
তেষাং বৈ পরিহৃত্য মৃত্যুবদনাৎ প্রত্যানয়েজ্জীবনম্॥

সোহাগার খই, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ বিট সচল সাম্ভার লবণ, শুঁঠ, পি ল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ভ্র, গন্ধক ও রস, এই সকল দ্রব্য একত্র ৰ্দ্দন করিয়া নিসিন্দা (মতান্তরে শেফালিকা), পরে ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের পাতার রসে ভাবনা দিয়া (২ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে ঘোরনিদ্রাদি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিকবিকার নিবারিত হয়।

চক্রী।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ধুস্তূরং মরিচং তথা।
শোধিতঞ্চ তথা তালং মাক্ষিকঞ্চ সমাংশিকম্॥
দন্তীকাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা।
সাধ্যাসাধ্যান্ নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

চক্রী।

(মতান্তরে।)

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদং
দেবীবীজযুতং সুশোধিতমিতং জৈপালবীজোত্তমম্।
দন্তীমূলযুতং সমাগধিফলং সর্ব্বং সমাংশং নয়েৎ
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্দ্য চার্দ্রকরসৈর্গুঞ্জাপ্রমাণং রসম্॥
দদ্যাদ্ঘোরতরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্র্যাহ্বয়ং
তন্দ্রাদাহসমন্বিতে চ তৃষয়া সম্পীড়িতে মানবে॥

বিষ, মরিচ, হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে তন্দ্রা, দাহ ও পিপাসা যুক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবী বটী।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্গণং মৃতশুল্বকম্।
ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্॥
এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়ারসৈঃ।
মর্দ্দয়েচ্চণকাভা তু বটিকানন্দভৈরবী॥
ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্।
সব্যোষং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণম্॥

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, ধুতূরার বীজ ও হিঙ্গুল, এই সমুদয় তুল্যাংশে লইয়া সিদ্ধির কাথে ভাবনা দিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সংযুক্ত আকন্দমূলের কাথ। ইহা সেবনে দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

মৃতোত্থাপনো রসঃ।

শুদ্ধং সূতং দ্বিধাগন্ধং শিলা চ বিষহিঙ্গুলম্।
মৃত * কান্তাভ্রতাম্রায়স্তালকং মাক্ষিকং সমম্॥
অম্লবেতসজম্বীর-চাঙ্গেরীণাং রসেন চ।
নির্গুণ্ডীহস্তিশুণ্ডোশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্॥
রুদ্ধা তু ভূধরে পাচ্যং দিনান্তে তৎ সমুদ্ধরেৎ।
চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং হিঙ্গুব্যোষার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সকর্পূরানুপানং স্যান্মৃতস্যোত্থাপনে রসে॥
পীড়িতং সন্নিপাতেন গতং বাপি যমালয়ম্।
তৎক্ষণাজ্জীবয়ত্যেব পথ্যং ক্ষীরৈঃ প্রযোজয়েৎ॥

(* কান্তমিতি অভ্রবিশেষণম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা, বিষ, হিঙ্গুল, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া অম্লবেতস, গোঁড়ালেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ভূধরযন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। পরে চিতামূলের কাথে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় সদৃশ বটী করিবে। অনুপান—কর্পূর, হিঙ্গু ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত আদার রস। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাত উপশমিত হয়।

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলস্য বিশুদ্ধস্য সার্দ্ধতোলচতুষ্টয়ম্।
গন্ধকস্য বিষস্যাপি প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্॥
মাষকদ্বয়েনৈব কনকাৎ তোলকত্রয়ম্।
মাষৈকাধিকতোলৈকং টঙ্গণস্য তথৈব চ॥
সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্বটীশ্ছায়াবিশোষিতাঃ।
গুঞ্জৈকপরিমাণাশ্চ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
একাস্তু ভক্ষয়েৎ তাসাং গোলয়িত্বার্দ্রকদ্রবৈঃ।
ঘোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ॥

হিঙ্গুল ৪।।০ তোলা, গন্ধক ২তোলা ২মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুতূরাবীজ ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ১ মাষা, এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে এবং ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

সূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধকনাগঞ্চ বিষং স্থাবরজঙ্গমম্।
মাংসবারাহমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ॥
(মাত্রয়া আর্দ্রকরসেন খাদেৎ। সাতিসারে সন্নিপাতে বিশেষতো দেয়ঃ।)

পারদ, গন্ধক, সীসক, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ; এই সমুদয় একত্র করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে, শূকরের পিত্তে, ময়ূরের পিত্তে

এবং ছাগপিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (অতিসারসংযুক্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ঔষধসেবনান্তে মস্তকে শীতল জল দিবে এবং অন্যান্য শৈত্য ক্রিয়া করিবে।)

সূচিকাভরণো রসঃ।

(মতান্তরে।)

অমৃতং গরলং দারু সর্পতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
পঞ্চপিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভং বটীং চরেৎ॥
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাতকুলান্তকৃৎ।
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধিভক্তকম্॥
(সহস্রশো দৃষ্টফলেয়ং বটিকা)

কাঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৩ ভাগ; একত্র করিয়া রোহিতমৎস্য বরাহ মহিষ ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। ইহা সেবনান্তে তিলতৈল মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতলক্রিয়া করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগিকে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

বৃহৎসূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধকনাগাভ্রং বিষং স্থাবরজঙ্গমম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ূর-ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃপেটীজলেন চ॥
ত্রয়োদশসন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে।
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
পয়ঃপেটীশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্।
তথা সুভর্জ্জিত মাংসং লেপনং তিলচন্দনৈঃ॥
রোগিণো যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, সীসা, অভ্র, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পঞ্চ পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—নারিকেলজল। ইহা সেবনে ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, ত্রিদোষজন্য কাস, বিসূচিকা ও অতিসার উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির গাত্রে তিলতৈল ও চন্দনাদি লেপন করিয়া দিবে এবং নারিকেল, দধি ও রোগির প্রিয় আহার্য্য সকল সেবন করিতে দিবে।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খল্লে তং কজ্জলীকৃতম্।
অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্ম সমং সমম্॥
বিষতালবরাটী চ শিলা হিঙ্গুলচিত্রকান্।
হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা ত্র্যূষণং হেমমাক্ষিকম্॥
চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদদ্রাবৈরার্দ্রকস্য দিনত্রয়ম্।
নির্গুণ্ডীবিজয়াদ্রাবৈর্দিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ॥
কাচকূপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রকে পচেৎ।
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ।
মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
(নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ॥)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কজ্জলী করিয়া ইহার সহিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়ার মূল, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ (কাহারও মতে ত্রিকটু মিলিত ১ তোলা) প্রত্যেকই গন্ধকতুল্য; আদা, নিসিন্দা এবং সিদ্ধি ইহাদের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুট্টিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা সংলিপ্ত কাচকূপীতে (শিশি বা বোতলে) উপরোক্ত ঔষধ স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর কাল পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া আদার রসে পুনরায় ভাবনা দিয়া (১ রতি) প্রমাণ বটিকা করিবে। (আবশ্যকবোধে ২ রতি মাত্রায়ও সেবনীয়। ঔষধসেবনে অতিরিক্ত গরম হইলে শীতলক্রিয়া বিধেয়।) ইহা সেবনে

মৃতপ্রায় সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীও সুস্থতা লাভ করে। (সন্নিপাত-ঔষধের মধ্যে এইটী শ্রেষ্ঠ।)

পানীয়-বটিকা।

রসমাষকচত্বারি ইষ্টকাগুণ্ডকে গ্রহঃ।
শোধয়িত্বা ততঃ শোধ্যং তীক্ষ্ণপর্ণে তথার্দ্রকে॥
স্বর্ণধুস্তূরসত্ত্বে চ বৃদ্ধদারদ্রবে তথা।
কন্যকানিজসত্ত্বে চ রসশোধনমুত্তমম্॥
গন্ধকং রসতুল্যন্তু প্রক্ষাল্য তণ্ডুলাম্বুনা।
কৃত্বা তৈলসমং দার্ব্ব্যাং নির্ব্বাপ্য চিত্রকদ্রবে॥
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহচূর্ণস্য মাষকম্।
স্বর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ॥
কৃত্বা কণ্টকবেধ্যন্তু তাম্রং কজ্জললেপিতম্।
মুহূর্ত্তং ধমাতস্তাম্রং দ্রুতং চূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥
একীকৃত্য তু তং সর্ব্বং ততঃ প্রস্তরভাজনে।
মর্দ্দয়েৎ তাম্রদণ্ডেন দত্ত্বা চৈসাং নিজদ্রবম্॥
প্রথমে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে গ্রীষ্মসুন্দরঃ।
তৃতীয়ে ভৃঙ্গরাজশ্চ চতুর্থে ভেকপর্ণিকা॥
পঞ্চমে চ নিস্কুন্দারঃ ষষ্ঠে চ রসপূর্ত্তিকা।
সপ্তমে পারিভদ্রশ্চ অষ্টমে রক্তচিত্রকঃ॥
শক্রাশনঞ্চ নবমে দশমে কাকমাচিকা।
একাদশে তথা নীলা দ্বাদশে হস্তিশুণ্ডিকা॥
অমীষামৌষধানান্তু প্রত্যেকস্য পলদ্রবম্।
মর্দ্দয়েৎ তু প্রযত্নেন দ্বাদশাহেন সাধকঃ॥
ততঃ পারদমানন্তু দত্ত্বা ত্রিকটুগুণ্ডকম্।
বটিকাং রাজিকাতুল্যাং ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ॥
ততঃ শম্বুকজে পাত্রে কর্ত্তব্যা বটিকা স্থিরম্।
শরাবে শঙ্খপাত্রে বা কৃত্বা সলিলগোলিতম্॥
অত্যন্তদোষদুষ্টায় জ্ঞানশূন্যায় রোগিণে।
উর্দ্ধগোনিং সমভ্যর্চ্চ্য প্রদদ্যাদ্ বটিকাদ্বয়ম্॥
ঢক্কয়েৎ তং ততঃ পশ্চান্নরং স্থূলপটাদিভিঃ।
মলমূত্রাগমাৎ সদ্যঃ স সাধ্যো ভবতি দ্রুতম্॥
দধ্যন্নন্তু ততো দদ্যাৎ পিবেদ্বারি যথেচ্ছয়া।
দদ্যাদ্বাতহরং তৈলমভ্যঙ্গায় সদৈব হি॥
চিরজ্বরে পিবেদ্বারি পঞ্চমূলীপ্রসাধিতম্।
গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং গদী॥
পিবেৎ পর্পটজং বারি ঘোরে কম্পজ্বরে তথা।
তথা জ্বরাতিসারে চ জীরকস্য জলং পিবেৎ॥
মন্দাগ্নৌ কামলায়াঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীগদে।
কাসে শ্বাসে সদা কার্য্যা পানীয়বটিকা স্থিরম্॥

পারদ ৪ মাষা লইয়া প্রথমতঃ ইষ্টকচূর্ণে মর্দ্দন করিবে। পরে ইষ্টকচূর্ণ ফেলিয়া দিয়া কামরাঙ্গা, আদা, কনকধুতুরা, বীজতাড়ক-মূল ও ঘৃতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে মর্দ্দন করিবে। অপর পাত্রে তণ্ডুলজলে গন্ধক প্রক্ষালন করিয়া লৌহপাত্রে অগ্নি-সন্তাপে গালাইবে; গলিত গন্ধক চিতাপাতার রস দিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত পারদ ও ৪ মাষা গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া সূক্ষ্ম ও শোধিত তাম্রপাত্রে ঐ কজ্জলী লেপন করিবে। কজ্জলীলেপিত তাম্রপাত্র পুটে পাক করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্ম হইয়া যাইবে। লৌহ ১ মাষা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও উক্ত প্রকারে ভস্মীকৃত তাম্র ৪ মাষা একত্র তাম্র-দণ্ডে মর্দ্দন করিয়া কেশুরে, গিমে শাক, ভৃঙ্গ-রাজ, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, লতাফটুকী, নিম্-পাতা, লাল চিতা, সিদ্ধি, কাকমাচী, নীলবৃক্ষ ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। পরে তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক রাইসর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের অজ্ঞানাবস্থায় দুই বটিকা সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনান্তে বাতহর তৈলাদি মর্দ্দন ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। ইহার অনুপান—জীর্ণজ্বরে পঞ্চমূলীর কাথ, রক্তগ্রহণীতে আতইচের কাথ, ঘোর-তর কম্পজ্বরে ক্ষেতপাপড়ার রস ও জ্বরাতি-সারে জীরা ভিজার জল।

সিদ্ধফলায়াঃ পানীয়বটিকায়া বিধিঃ।

অনাথনাথো জগদেকনাথঃ শ্রীলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসন্নঃ।
জগাদ পানীয়বটীং সুপুষ্টীং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ॥
জয়ার্কস্বরসশ্চৈব নির্গুণ্ডী বাসকং তথা।
বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তকচিত্রকৌ॥
ব্রহ্মীবনসর্ষপঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ।
দন্তী চ ত্রিবৃতা চৈব তথারগ্বধপত্রকম্॥
সহদেবামরং ভণ্টী তথা ত্রিপুরভণ্টিকা।
মণ্ডূকপর্ণীপিপ্পল্যৌ দ্রোণপুষ্পকবায়সী॥
গুঞ্জাকিনী কেশরাজস্তথা যোজনমল্লিকা।
আসারণেতি বিখ্যাতো ধুস্তূরঃ কনকস্তথা॥

ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা শ্বেতাপরাজিতা।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব রসমাকৃষ্য ভাজনে ॥
একৈকঞ্চ রসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েল্লৌহদণ্ডতঃ।
চণ্ডাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং তত্র পুনঃ ক্ষিপেৎ ॥
স্নুহীক্ষীরঞ্চার্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈব চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃপুনঃ ॥
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্।
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ ॥
দগ্ধহীরকাতিবিষাং কোচিলামভ্রকং তথা।
পারদং শোধিতঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাধুরম্ ॥
হরিতালং বিষঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা।
প্রত্যেকঞ্চ চতুর্মাষং সর্ব্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ ॥
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরীস্বরসেন চ ॥
উত্থাপ্য ভেষজং দৃষ্ট্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্।
তিলপ্রমাণা গুড়িকাঃ কারয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
ত্রিদোষজনিতো বৈদ্য-মুক্তোঽপি বহুসম্মতঃ।
লজ্জনৈর্বালুকাস্বেদৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ ॥
সংপূজ্য করণাধারং প্রণম্য চ খসর্পণম্।
শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশতিং বটিকাং পিবেৎ ॥
পীতভদ্ভেষজং পশ্চাদ্ বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
রসলগ্নং বপুর্জ্ঞাত্বা দত্ত্বাম্বারি সুশীতলম্ ॥
শরাবপ্রতিমং বারি পাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ।
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহঞ্চৈব সুদারুণম্ ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ বিড়্গ্রহঞ্চাশ্মরীং জয়েৎ।
মূত্ররোগবিবন্ধে তু দাতব্যং ক্ষীরসংযুতম্ ॥
পঞ্চতৃণকৃতক্কাথং দাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ।
পানীয়বটিকা হ্যেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা।
লোকানামুপকারায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥

জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, ডহরকরঞ্জ, হুড়হুড়ে, চিতা, বামুনহাটী, বন কার্পাস, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোন্দাল-পত্র, ডানকুনি, অমরকন্দ, ভাঁট, বড় ভাঁট, থানকুনী, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, ঘলঘসিয়া, কাকমাচী, কুঁচ, কেশুরে, হাফরমালী, আলাঙ্কু, কনকধুতুরা, সিদ্ধি ও শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস যথাক্রমে এক এক কর্ষ (২ তোলা) লইয়া প্রস্তরপাত্রে লৌহ-দণ্ডে মর্দ্দিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত ক্রমে সিজের আঠা, আক-ন্দের আঠা ও বটের আঠা ২ তোলা পরি-মাণে মিশ্রিত করিবে এবং মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর পারদ আধ ॥০ তোলা, গন্ধক ॥০ আধ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে দগ্ধ হীরক, আতইচ, কুচিলা, অভ্র, শৃঙ্গী-বিষ, হরিতাল, গরল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেকে ৪ মাষা (॥০ তোলা) করিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত করত আম-রুলের রসে মর্দ্দন করিবে ও তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ২০টী বটিকা আদার রসে বা জলে গুলিয়া সেবনের নিয়ম কথিত আছে, কিন্তু এখনকার সময়ে ২।৩ বটিকা সেবন করান হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পুনঃপুন জল পান করিতে হইবে। ইহা সেবনে সান্নি-পাতিক জ্বর ও অন্যান্য রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে দুধ ও পঞ্চতৃণমূলের পাচন সহ এই ঔষধ সেবনীয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতাভ্রং বিষসংযুতম্।
সমস্তং মর্দ্দয়েৎ তাল-মূলীনীরৈর্দ্ব্যহং বুধঃ ॥
পূরয়েৎ কূপিকাস্তশ্চ † মুদ্রয়িত্বা বিশোষয়েৎ।
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা তু শোষয়েৎ ॥
পুটেৎ কুম্ভপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গৃহীত্বা কূপিকামধ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ দিনং ততঃ ॥
অজাজী জীরকং হিঙ্গু-সর্জ্জিকাটঙ্গণৈর্যুতম্।
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা ॥
মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকং রসমানতঃ।
এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে ॥
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরম্।
দত্ত্বান্নবজ্বরে তীব্রে কোষ্ণং বারি পিবেদনু ॥
প্রাণেশ্বরো রসো নাম্না সন্নিপাতপ্রকোপজিৎ।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে ॥
বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনম্।
তাপোদ্রেকস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্।
ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ ॥

* মৃতাভ্রং বিষসংযুতমিতি বা পাঠঃ ॥
† কূপিকেতি কাচকূপিকা ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, বিষ ॥০ আধ তোলা, এই সকল দ্রব্য তালমূলীর

রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা কাচকুপিকা বেষ্টন করিয়া ঐ কুপিকায় ঔষধ স্থাপন করত মুখ বন্ধ করিবে এবং শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে কুম্ভীপুটে ঐ কুপিকা রাখিয়া পুট দিবে। শীতল হইলে কুপিকা উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গু, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, গুগ্‌গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল, এই এই সকল দ্রব্য পারদের সমভাগ লইয়া ইহাদের সর্ব্বসমষ্টির দশগুণ জলে অষ্টমাংশ ক্বাথ করিয়া তাহা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পাঁচ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহা সন্নিপাতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তীব্র নবজ্বরে উষ্ণজল সহ সেবনীয়। যে জ্বরে প্রথমে দাহ হইয়া পরে শীত হয়, সেই জ্বরে প্রাণেশ্বর ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ভোজন দিবে এবং তাহার গাত্রে চন্দনাদি লেপন করাইয়া দিবে। তাহাতে তাপাধিক্য নিবারিত ও বল বর্দ্ধিত হইবে এবং রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

রসরাজেন্দ্রঃ।

পলং শুদ্ধস্য সূতস্য পলং তাম্রময়োরজঃ।
অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধকতালকম্॥
পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ আর্দ্রকস্য রসেন চ॥
মাৎস্যবারাহমায়ূর-চ্ছাগমাহিষপিত্তকৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্ ভিন্নভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্বুভিস্তথা।
সিদ্ধোঽয়ং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসারসসংযুতম্।
মেঘধারাপ্রবাহেণ ধারিতং বারি মস্তকে॥
অনিবারো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা।
ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকন্তু দাপয়েৎ॥
ঈশ্বরেণ হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ।
পাবকেন যথা শীতমনেন চ তথা জ্বরঃ॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ, এই সমুদায় প্রত্যেকে ১ পল করিয়া লইয়া, একত্র কাকমাচীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া রোহিত মৎস্য, বরাহ, ময়ুর, ছাগ ও মহিষ, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিবে, পরে ত্রিকটুর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—তুলসী পাতার রস। ঔষধসেবনান্তে রোগির মস্তকে শীতল জল ঢালিবে এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে চিনির পানা ও একবার মাত্র দধির সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

স্বেদশৈত্যারিরসঃ।

তাম্রশুণ্ঠ্যর্কমূলানি দ্বিনিষ্কাণি পৃথক্ পৃথক্।
ঐক্যতঃ পঞ্চ লবণা পলং পিষ্ট্বা পুটং দদেৎ॥
গন্ধেশশঙ্খভস্মানি বেদনিষ্কমিতানি চ।
দেবদালীরসৈঃ পিষ্ট্বা ত্রিদিনং কেকিপিত্ততঃ॥
স্বেদশৈত্যাপমৃত্যর্থং বল্লমাত্রাং প্রযোজয়েৎ।
দধ্না সংমর্দ্দয়েৎ পাত্রে জলযোগং সমাচরেৎ।
পথ্যং ঘৃতং সিন্ধু মুদ্গা ইক্ষুঃ খর্জ্জুরগোস্তনী॥

তাম্রভস্ম, শুঁঠ ও আকন্দমূল প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ মিলিত ৮ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাক দিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, ঘোষালতার রস সহ পেষণ করিয়া ময়ূরের পিত্তে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় দধির সহিত সেবন করিলে, যুগপৎ ঘর্ম্মনির্গম ও শীতানুভব নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে মস্তকে জলধারা দেওয়া আবশ্যক। পথ্য—ঘৃত, সৈন্ধব-লবণ, মুদ্গযূষ, ইক্ষু, খর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা।

পঞ্চবক্ত্র রসঃ।

গন্ধেশটঙ্গমরিচং বিষং ধূস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং বিমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রো ভবেদ্ রসঃ।

আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ।
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদ্দোষনাশনঃ॥

গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ, এই সকল দ্রব্য ধুতুরামূলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে আদার রস সহ সেবন করিলে ঘোর সান্নিপাতিক জ্বর ও তদ্দোষ নিবারিত হয়।

সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং তাম্রং মরিচং পিপ্পলী বিষম্।
শুণ্ঠী কনকবীজঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিজয়াপত্রতোয়েন ত্রিদিনং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন অর্কক্বাথং পিবেদনু॥
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চ বিশেষতঃ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঁঠ ও কনকধুতুরাবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিদ্ধির ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস ও আকন্দের ক্বাথ। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাত উপশমিত হয়।

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো রসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানু-রসৈর্বিমর্দ্দ্যাষ্টদিনানি ঘর্ম্মে।
রসাষ্টভাগস্তমৃতঞ্চ দত্ত্বাদ্ বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ।
পিত্তৈস্তু সম্ভাবিত এষ দেয়স্ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ॥

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া ৮ দিন চিতার রসে মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে পারার ৮ ভাগের ১ ভাগ বিষ উহার সহিত মিশাইয়া চিতার রসে অল্প মর্দ্দনপূর্ব্বক পঞ্চ প্রকার পিত্ত দ্বারা (মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পিত্ত গ্রহণীয়) ভাবনা দিবে। ইহা সন্নিপাত-জ্বরে প্রযোজ্য। ত্রিদোষরূপ-নীহার-বিনাশনে এই ঔষধ সূর্য্যসদৃশ।

প্রতাপতপনো রসঃ।

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং সূতকং লৌহটঙ্কণম্।
খর্পরং সাচিকাক্ষারং মাঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্॥
রসেন মর্দ্দিতং পিণ্ডং নির্গুণ্ডীহস্তিশুণ্ডয়োঃ।
অন্ধ্রামং পচেৎ কূপ্যাং নিরুধ্য সিকতাহ্বয়ে॥
ততঃ সিদ্ধং সমাদায় রক্তিকামার্দ্রকেণ চ।
সন্নিপাতবিনাশায় প্রতাপতপনো রসঃ॥
দধিভক্তং তথা দুগ্ধং ছাগমাংসঞ্চ ভোজয়েৎ॥

গন্ধক হিঙ্গুল, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার খৈ, খর্পর, সাচিক্ষার, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে অষ্টপ্রহর পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান – আদার রস। ১ রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ-সেবিত রোগিকে দধি সহ অন্ন এবং ছাগমাংস-রস পথ্য দিবে।

ঘোরনৃসিংহরসঃ।

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃতলোহকম্।
ত্রিভাগং মৃতবঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।
চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ॥
গরলঞ্চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্রতুল্যকঃ।
এতৎ সর্ব্বসমং দেয়ং বিষমাখ্যং তথৈব চ॥
এতৎসর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ূর-ঘৃষ্টিপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্।
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপে ততঃ॥
দাপয়েদ্ বটিকামেকাং পয়ঃপেটারসেন চ॥
ত্রয়োদশসন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে॥
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
পয়ঃপেটাশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্॥
ঘোরনৃসিংহনামায়ং রসানামুত্তমো রসঃ॥

তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুঁচিলা ২২ ভাগ ও

কাষ্ঠবিষ ৮৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রৌহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর ইহাদের পিত্তে এবং চিতার রসে এক প্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত এক এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

সূতং গন্ধকটঙ্কণং শুভবিষং ধুস্তূরবীজং কটুং
নীত্বা ভাগযথোত্তরদ্বিগুণিতং কোমল্ভসংলাপনা।
কুর্য্যান্মাষবটীং সুপাতিসুখদাং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়ে
দেষ শ্রীশিবশাসনাৎ প্রজনিতঃ সূতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ॥
নারিকেলসিতাযুক্তং বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।
মধুনা শ্লেষ্মপিত্তোত্থং জ্বরং সংনাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং নাশয়েদার্দ্রনীরতঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ, ধুতুরাবীজ ১৬ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ, এই সমুদয় ধুতুরা মূলের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনি সহ বাতপৈত্তিক জ্বর, মধু সহ শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং আদার রস সহ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষং সূতকগন্ধৌ চ পিত্তং মৎস্যময়ূরয়োঃ।
আজবারাহপিত্তে চ মহিষ্যাশ্চাপি যোজয়েৎ॥
হরিতালঞ্চ সব্যোষং বানরীবীজসংযুতম্।
অপামার্গং চিত্রমূলং জয়পালঞ্চ কল্কয়েৎ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাংশেন অজামূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
মাষেণ সদৃশী কার্য্যা বটিকা সদ্ভিষগ্‌বরৈঃ॥
মহাজ্বরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেঽপি চ।
মজ্জগতে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
অসাধ্যে মানবে মূর্চ্ছাদৈকাহজ্বরনাশিনী।
জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে॥
অজীর্ণে মূর্চ্ছনাভাবে শ্লেষ্মভাবেঽতিদুর্জ্জয়ে।
শোথকামলপাণ্ড্বাদি-সর্ব্বরোগাপহারকঃ॥
সন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়ো জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ।
ভৃঙ্গরাজরসেনায়ং রসরাজঃ প্রদীয়তে॥
নির্ব্বাতনির্জ্জনস্থানে বস্ত্রবংসমাবৃতে।
প্রস্বেদঃ ক্ষণমাত্রেণ জায়তে চিহ্নমীদৃশম্॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমে দহ্যমানঃ পুনঃপুনঃ।
এবং চিহ্নং সমালোক্য বদেন্নিরুজমাতুরে॥
পথ্যং যদ্যাচতে রোগী তদ্দাতব্যং প্রযত্নতঃ।
দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্বিচক্ষণৈঃ॥
এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শম্ভুনা প্রেরিতো ভুবি।
কৃপয়া সর্ব্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ॥

বিষ পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতামূল ও জয়পাল, এই সমুদায় দ্রব্য শিলাতে পেষণ করিয়া ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া কলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রভূত শীত যুক্ত সান্নিপাতিক জ্বরের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অপরন্তু ইহা দ্বারা জলোদর, অজীর্ণ, পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে মোটাকাপড়ে আবৃত করিয়া নির্জ্জন ও নির্ব্বাত স্থানে রাখিবে। যখন দেখিবে, রোগী মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেছে ও তাহার গাত্রে অপর্য্যাপ্ত দাহ হইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। তৎকালে রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পথ্য দিবে। দধি সহ অন্ন এবং শীতল দ্রব্য প্রভৃতি নির্ভয়ে ব্যবহার করান যাইতে পারে।

সন্নিপাতভৈরবঃ।

রসং বিষং গন্ধকঞ্চ হরিতালং কলম্বম্।
জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্রসীসাভ্রলোহকম্॥
অর্কক্ষীরং লাঙ্গলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমেব চ।
সমং কৃত্বা রসেনৈষাং ত্রিংশদ্বারঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥

অর্কশ্বেতাপরাজিতা চ সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ কারবী।
কাকজঙ্ঘা শোণকশ্চ কুষ্ঠং ব্যোষবিকঙ্কতম্॥
সূর্য্যমণিশ্চন্দ্রকান্তো নির্গুণ্ডী চ মহাজটা।
ধুস্তূরদন্তীপিপ্পল্যো দশাষ্টাঙ্গমিদং শুভম্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং দত্ত্বা তোয়ং চতুর্গুণম্।
শিষ্টৈকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিষ্যতে।
ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিষ্যতে।
ততশ্চ বটিকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ॥
রসোঽয়ং শ্রীসন্নিপাত-ভৈরবো জ্বরনাশনঃ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমং তথা।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকমপি ধ্রুবম্॥
জ্বরঞ্চ জলদোষোত্থং সর্ব্বদোষসমাকুলম্।
ভৈরবস্য প্রসাদেন জগদানন্দকস্থলী॥

সর্ব্বং চূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদিপিপ্পলীমূলান্তানা-মষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসামগ্রীতুল্যানাং চতুর্গুণ-জলৈকগুণশিষ্টকাথেন ত্রিংশদ্বারমাতপে ভাবনীয়ম্। প্রতিবারং যত্নেন শোষয়িত্বা কলায়প্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা ব্যাধ্যনুরূপমার্দ্রকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ। বিরেকাদনন্তরং শুণ্ঠীজীরকতোয়প্রক্ষালিতমন্নং দদ্যাৎ। অজাতে বিরেকে পুনরপি রসং দদ্যাৎ। ব্যাধিনিবৃত্তৌ কদাচিদ্ বাত-পীড়ায়াং বাতচিকিৎসা কার্য্যা।

রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল; বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, ধুতূরাবীজ, তাম্র, সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আটা, লাঙ্গলী ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত ভাব্য দ্রব্য সকলের কাথে ৩০ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—আকন্দ, শ্বেত অপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়্‌হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শোনাছাল, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বৈঁচি, রক্তসূর্য্যমণিপুষ্প, শ্বেত সূর্য্যমণিপুষ্প, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতূরা, দন্তী ও পিপুল। এই ঔষধ সেবনে সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়সন্নিপাতভৈরবঃ।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃ সমম্।
দারুমুষঞ্চ গরলং সর্ব্বস্য সমহিঙ্গুলম্॥
মুদ্গপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
সন্নিপাতে বটীমেকামার্দ্রদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ।
রসো মহাপ্রভাবোঽয়ং সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বৎসনাভ ৩ ভাগ, দারমুজ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

কালাগ্নিভৈরবো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্রবৈঃ।
ভাবিতঞ্চ বিশোষ্যাথ চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশিকং বিষম্।
হিঙ্গুলং রসভাগঞ্চ দ্বে ভাগে কনকস্য চ॥
বাণভাগোঽত্র গোদন্তো বাণভাগা মনঃশিলা।
টঙ্কণং নেত্রভাগঞ্চ ঋতুভাগঞ্চ খর্পরম্॥
ব্রহ্মভাগঞ্চ জৈপালং নেত্রভাগং হলাহলম্।
মাক্ষিকঞ্চাগ্নিভাগঞ্চ লৌহং বঙ্গঞ্চ ভাগকম্॥
সর্ব্বাদ্ খল্লোদরে ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরেণার্কস্য মর্দ্দয়েৎ।
দশমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
পঞ্চমূলকষায়েণ তথৈব চ বিমর্দ্দয়েৎ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা বলং জ্ঞাত্বা প্রয়োজয়েৎ॥
সর্ব্বং ত্রিদোষজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
পূর্ব্ববদ্ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ॥
পথ্যং শাল্যোদনং দেয়ং দধিভক্তসমন্বিতম্।
কালাগ্নিভৈরবো নাম রসোঽয়ং ভূরিপূজিতঃ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া তাহা গোক্ষুররসে মর্দ্দিত, ভাবিত ও শুষ্ক করণানন্তর অতি চিক্কণ চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ সহ চূর্ণতুল্য তাম্র, তাম্রের অষ্টাংশ বিষ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতূরাবীজ ২ ভাগ, গোদন্তহরিতাল ৫ ভাগ, মনঃশিলা ৫ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগ খর্পর ৬ ভাগ, জয়পাল ১ ভাগ, হলাহল ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দশমূলের কাথে ও পঞ্চমূলের কাথে ক্রমে এক এক প্রহর মর্দ্দন

করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সুদারুণ সন্নিপাত উপশমিত হয়। ঔষধ সেবন করিয়া রোগিকে পূর্ব্ববৎ দধ্যন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং শৈত্য ক্রিয়া করিবে।

বড়বানলঃ।

কান্তঞ্চ সূতং হরিতালগন্ধং
সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ।
নীলাঞ্জনং তুত্থকমেব রূপ্যং
ভস্ম প্রবালানি বরাটকাশ্চ ॥
বৈক্রান্তশম্বূকসমুদ্রশুক্তি
সর্ব্বাণি চৈতানি সমানি কুর্য্যাৎ।
সূতং ভবেদ্ দ্বাদশভাগকঞ্চ
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন বিমর্দ্দয়েচ্চ ॥
দিনত্রয়ং বহ্নিরসৈস্ততশ্চ
নিবেশয়েৎ তাম্রজসম্পুটে তৎ।
মৃদা চ সংলিপ্য রসং পুটেৎ ত-
ত্রসস্ততঃ স্যাদ্বড়বানলাখ্যঃ ॥
তৎপাদভাগেন বিষং নিযোজ্য
কৃশানুতোয়েন পচেৎ ক্ষণং তৎ।
বাতপ্রধানে চ কফপ্রধানে
নিয়োজয়েৎ ত্র্যূষণচিত্রযুক্তম্ ॥
দোষদ্বয়োত্থেঽপি চ সন্নিপাতে
বাতাধিকত্বাদিহ সূতকোক্তঃ ॥

কান্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, নীলাঞ্জন, তুঁতে, রূপা, প্রবাল, কড়ি, বৈক্রান্ত, শম্বুক ও সমুদ্রের ঝিনুক ভস্ম; এই সকল দ্রব্য সমানপরিমাণে লইবে এবং দ্বাদশভাগ পারদ লইয়া সিজের আঠা ও আকন্দের আঠা সহ মর্দ্দন করিবে। অনন্তর চিতামূলের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপুটে রুদ্ধ করিবে; পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপন ও উহাতে ।০ সিকি পরিমাণে বিষ সংযুক্ত করিয়া পুটপাক দিবে। মাত্রা—২ হইতে ৪ রতি। ইহা দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়। অনুপান—চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ।

বৃহদ্বড়বানলো রসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা।
অভ্রকং বৎসনাভঞ্চ দারুজঙ্গমজং বিষম্।
জৈপালাং সার্দ্ধশতকং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য মর্দ্দয়েৎ।
মাৎস্যমাহিষমায়ুর-চ্ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ ॥
বটিকাং শীততোয়েন কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বড়বানলনামায়ং নারিকেলজলেন বৈ।
ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ত্তো মৃত্যুস্তস্যামুখী ভবেৎ।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ, দারমুজ, কালসর্পবিষ, প্রত্যেক এক এক তোলা, জয়পালবীজ ১৫০ টী, এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া মাৎস্য, মাহিষ, মায়ুর ও ছাগ পিত্তে ভাবনা দিবে এবং ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনে ঘোরসন্নিপাতে মৃত্যুমুখে পতিত রোগীও স্বাস্থ্যলাভ করে।

সন্নিপাতবড়বানলো রসঃ।

রসাষ্টকোঽমৃতং সপ্ত স্যাৎ ষষ্ঠো গন্ধতালয়োঃ।
দন্তীবীজানি ষড়্ভাগাঃ পঞ্চভাগস্তু টঙ্গণম্।
চত্বারি ধূর্ত্তবীজস্য ব্যোষস্য ত্রিতয়ো ভবেৎ।
এতানি বহ্নিমূলস্য ক্বাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাথ দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্।
বড়বানলসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতহরঃ পরঃ ॥

পারদ ৮ ভাগ, বিষ, ৭ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, দন্তীবীজ ৬ ভাগ, সোহাগার খৈ ৫ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৪ ভাগ ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ৩ ভাগ, এই সমুদায় চিতামূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বচ্ছন্দনায়কঃ।

(অভিন্যাসে)

সূতগন্ধকলৌহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েৎ ত্র্যহম্।
সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নিগুণ্ডী তুলসী গিরিকর্ণিকা।

অগ্নিবল্যার্দ্রকং বহ্নির্বিজয়া জয়য়া সহ।
কাকমাচীরসৈরেষাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাদ্ বালুকাযন্ত্রগং দিনম্।
বিপচেচ্চূর্ণিতং খাদেন্মাষৈকঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
নির্গুণ্ডীদলমূলানাং কষায়ং সোষণং পিবেৎ।
অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মুদ্গাঞ্চ পথ্যমত্র প্রয়োজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লোহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিবে; যথা—হুড়্‌হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেত চিতামূল, আদা, রক্ত চিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিত্ত। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। আদার রস সহ ইহার চূর্ণ ১মাষা পরিমাণে সেবনীয় (ব্যবহার ২ রতি)। পশ্চাৎ মরিচচূর্ণসংযুক্ত নিসিন্দার পাতা ও মূলের ক্বাথ করিবে। এই ঔষধ সেবনে অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ছাগীদুগ্ধ ও মুদ্গযূষ রোগিকে পথ্য দিবে।

সিংহনাদরসঃ।

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিক্ষিপেৎ।
শুদ্ধসূতং সমঞ্চাভ্রং ভার্গীদ্রাবং তয়োঃ সমম্॥
নির্গুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুত্থং * তুল্যং প্রদাপয়েৎ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবদ্ যাবচ্ছুষ্কং দ্রবং দ্বয়ম্॥
বিষপাদযুতঃ সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকঃ।
অনুপানং পিবেদ্ ব্যাঘ্রীক্বাথং পুষ্করচূর্ণিতম্॥
* তুল্যমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

লৌহপাত্রে ২ তোলা গন্ধক রাখিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া, উহাতে পারদ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তুঁতে ২ তোলা, (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তুঁতে দিবার প্রয়োজন নাই) বামুনহাটীর রস ৪ তোলা ও নিসিন্দা পাতার রস ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে এবং মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে দ্রব শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা বিষ মিশ্রিত করিবে এবং একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—১ রতি। অনুপান—কুড়চূর্ণসংযুক্ত কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

রসবিষগন্ধকটঙ্গণ-তাম্রযবক্ষারকং ব্যোষম্।
তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা শতং বারান্॥
সংমর্দ্দ্য রক্তিকমিতা বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ।
শুণ্ঠীপিষ্টেন চ সমমেকাং দ্বে বাথবা তিস্রঃ॥
সংপ্রাশ্য নারিকেলী-জলমনুপেয়ং প্রযুঞ্জীত।
ভেদানন্তরমেব প্রক্ষালিতভক্তং তক্রমুপযোজ্যম্॥
শেষাৎ সৈন্ধবজীরং তক্রং পথ্যঞ্চ প্রযোক্তব্যম্।
প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণং বিষমঞ্চ॥
প্লীহানঞ্চাগ্মানং কাসশ্বাসং বহ্নিমান্দ্যম্।
চিন্তামণী রসোঽয়ং কিল নিয়তং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী, এই সমুদায় একশত বার মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আবশ্যক বোধে ১টী ২টী বা ৩টী বটিকা শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিয়া ডাবের জল সেবন করিবে। ভেদ হইলে অন্ন ধৌত করিয়া তক্র সহ পথ্য দিবে এবং শেষে সৈন্ধব লবণ জীরা প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া তক্র পান করাইবে। ইহা সেবনে জ্বর ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

(মতান্তরে)

সূতং গন্ধকমভ্রকং সুবিমলং সূতার্দ্ধভাগং বিষং
তত্রাংশং জয়পালমম্লমৃদিতং তদ্গোলকং বেষ্টিতম্।
পত্রৈর্ম্মুণ্ডভুজঙ্গবল্লিজনিতৈর্নিক্ষিপ্য ধাতে পুটং
দত্ত্বা কুক্কুটসংজ্ঞকং সহ দলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ॥
ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতং
গুঞ্জানাগরসিন্ধুচিত্রকযুতং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েৎ।

শূলং সংগ্রহণীগদং সজঠরং দধ্যন্নসংসেবিনাং
তাপে সেচনকারিণাং গদবতাং সূতস্থ চিন্তামণেঃ ॥
অয়মেব রসো দেয়ো মৃতকল্পে গদাতুরে।
সন্নিপাতে তথা বাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে ॥
অগ্নিমান্দ্যে গ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাতিসৃতৌ তথা।
শোথে জুর্নাম্নি চাধ্মানে বাতে সামে নবজ্বরে ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, বিষ ॥• তোলা, জয়পাল ।• আনা; এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটি পান দিয়া বেষ্টন ও কুট্টিত বস্ত্রমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া ঐ পান তিনটির সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার জয়পাল অর্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে এবং জলসহ মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও চিতাপাতার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর ও অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা দ্বিভাগঞ্চ ভুজঙ্গমম্।
কালকুটঞ্চ ষড়্ভাগং ভাগৈকং তালকং তথা ॥
গোদন্তং গগনং তুত্থং শিলাগন্ধকটঙ্গণম্।
জয়পালোম্মত্তদন্তী করবীরঞ্চ লাঙ্গলী ॥
পলাশমূলজৈর্নীরৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্।
চিত্রমূলকষায়েণ চার্দ্রকস্য চ বারিণা ॥
মাৎস্য মাহিষ মায়ূরচ্ছাগ বারাহ ডৌণ্ডুভম্।
প্রত্যেকং দশধা মর্দ্দ্যং শিলাখল্লে চ সংক্ষয়াৎ ॥
ধান্যদ্বয়াং বটীং কুর্য্যাচ্ছুষ্কবস্ত্রেণ ধারয়েৎ।
দাতব্যাঞ্চানুপানেন নারিকেলোদকেন চ ॥
তাম্বূলঞ্চ ততো দদ্যাদ্ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্।
তিলতৈলং সদা স্নানং ঘৃতমৎস্যাদিভোজনম্।
শীতান্নং দধিসংযুক্তং পুরাণান্নঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, সর্পবিষ ২ ভাগ, কাঠবিষ ৬ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোদন্ত, অভ্র, তুঁতে, মনঃশিলা, গন্ধক, সোহাগার খৈ, জয়পাল, ধুতুরাবীজ, দন্তীমূল, করবীর মূল ও ঈশ্-লাঙ্গলা, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য পলাশমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চিতামূলের কাথ, আদার রস, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, ছাগপিত্ত, বরাহপিত্ত ও ঢোঁড়াসাপের পিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের পিত্ত দ্বারা দশবার মর্দ্দন করিয়া ২ ধান পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনেও শৈত্যক্রিয়া এবং ঘৃত মৎস্যাদি ভোজন বিধেয়। এই ঔষধ দ্বারা সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

কফকেতুরসঃ।

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গণং সমভাগকম্।
বিষঞ্চ পঞ্চভিগুল্যমার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ ॥
বারত্রয়ং রক্তিকাঞ্চ বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ বটিকা-দ্বয়মার্দ্রকবারিণা ॥
কফকেতুঃ কণ্ঠরোধং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ।
পীনসং কফসংঘাতং সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥

শঙ্খভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক এক এক ভাগ, বিষ ৫ ভাগ; এই সমুদয় একত্র আদার রসে ৩ বার মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে কফজন্য কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়ঃ কফকেতূ রসঃ।

টঙ্গণং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ভাবনাত্রয়ম্ ॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রকস্বরসৈর্যুতম্।
পীনসে শ্বাসকাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে।
কফরোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতুরয়ং রসঃ ॥

সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও কাঠবিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা পীনসাদি কফরোগনাশক।

স্বল্পকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্কং জাতীকোষফলং তথা।
মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তূরী চ সমাংশিকা।
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে॥

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে ব্যবস্থেয়।

বৃহৎকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

মৃগমদশশিসূর্য্যা ধাতকী শূকশিম্বী
রজতকনকমুক্তা বিদ্রুমং লৌহপাঠাঃ।
ক্রিমিরিপুঘনবিশ্বা বারিতালাভ্রধাত্রী
রবিদলরসপিষ্টঃ কস্তূরীভৈরবোঽয়ম্॥
কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
দ্বন্দ্বজান্ ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্।
অভিচারকৃতাংশ্চৈব তথা শক্রকৃতান্ পুনঃ।
নিহন্যাদ্ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাংস্তথা॥ *

মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে এবং ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়।

* ইতঃ পরং সার্দ্ধচতুঃশ্লোকং কচিদধিকং দৃশ্যতে।
বিল্বচূর্ণনীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ।
আমাতিসারং গ্রহণীং জ্বরাতীসারমেব চ॥
অগ্নিদীপ্তিকরঃ শাস্তঃ কাসরোগনিকৃন্তনঃ।
ক্ষপয়েদ্ ভক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকম্॥
জীর্ণজ্বরং নূতনং বা দ্বিকালীনঞ্চ সন্ততম্।
প্রহ্নিগ্ধং ভৌতিকং বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকম্।
পাঞ্চাহিকং ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং তথা।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

শ্লেষ্মকালানলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
তুত্থং মনোহ্বা তালঞ্চ কট্‌ফলং ধূর্ত্তবীজকম্॥
হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্ দন্তী কটুত্রিকম্।
ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্কণং সমভাগিকম্॥
স্নুহীক্ষীরেণ বটিকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বিজ্ঞায় কোষ্ঠং কালঞ্চ যোজয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ॥
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ।
জীর্ণজ্বরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতে কফোল্বণে॥
বলাসপ্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতুং বাতাত্মকং নয়েৎ।
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, বঙ্গ, সোহাগার খৈ; এই সমুদায় একত্র সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফোল্বণ সন্নিপাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

শ্রীকালানলো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ টঙ্কণঞ্চ মনঃশিলা।
হিঙ্গুলং গরলং দারু-বিষং তাম্রঞ্চ তৎসমম্॥
বিড়ালপদমাত্রন্তু সর্ব্বং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবনায় চ দাতব্যং লাঙ্গলীমূলকং তথা॥
ঘোষামূলং তথা দেয়ং মূলং লোহিতচিত্রকম্।
অপুষ্পফলভূধাত্রী মূলং ভ্রমররুদ্রকম্॥ *
বারাহমহিষৌ চ্ছাগো ময়ূরো মৎস্য এব চ॥
এতেষাঞ্চ দদেৎ পিত্তমার্দ্রকস্য রসেন চ॥
প্রত্যেকং মর্দ্দিতং শুষ্কং কণামাত্রাপ্রমাণতঃ॥

* ভ্রমরোঽত্র ভ্রমরেষ্টা ভার্গীত্যর্থঃ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কৃষ্ণসর্পবিষ, দারমুজ বিষ ও তাম্র, প্রত্যেকে ১ কর্ষ (২ তোলা) মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিয়া কণিকা মাত্রায় বটিকা করিবে। ভাব্য দ্রব্য যথা—লাঙ্গলীমূল, ঘোষালতার মূল, রক্তচিতার মূল, কুচি

ভুঁই আমলা, বামুনহাটী ও আকন্দের মূল, ছাগাদি পঞ্চ পিত্ত এবং আদার রস। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক বিকার প্রশমিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী।

গুড়ং দ্রোণসমং গ্রাহ্যং বর্ষাদূর্দ্ধং পুরাতনম্।
বাবরীত্বচমাদায় দাপয়েৎ পলবিংশতিম্॥
দাড়িমং বৃষমোচঞ্চ বরাক্রান্তারুণা তথা।
অশ্বগন্ধা-দেবদারু-বিল্বশ্যোনাকপাটলাঃ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
বিশালা বদরী চিত্রং স্বয়ংগুপ্তা পুনর্নবা॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা উদূখলে।
সুগভীরে চ মৃদ্ভাণ্ডে তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ॥
গুড়সংগোলনং কৃত্বা এতৈঃ সংপূরয়েদ্‌বুধঃ।
মুখে শরাবকং দত্ত্বা রক্ষয়েদ্ দিনবিংশতিম্॥
ষোড়শাদ্দিবসাদূর্দ্ধং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
পূগপ্রস্থদ্বয়ঞ্চাত্র কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
ধুস্তূরং দেবপুষ্পঞ্চ পদ্মকোশীরচন্দনম্।
শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্॥
শঠী মাংসী ত্বগেলা চ সজাতীফলমুস্তকম্।
গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মেথী মেষী চ চন্দনম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
মৃন্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে॥
যথাবিধিপ্রকারেণ চালনং দাপয়েদ্ বুধঃ।
বুদ্ধিমান্ সৌজলং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎ সুরাম্॥
এতন্মাত্রং পিবেন্নিত্যং যথাধাতুবয়ঃক্রমম্।
দেহদার্ঢ্যকরং পুষ্টি-বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
সন্নিপাতে জ্বরে ঘোরে বিসূচ্যাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শীতে দেহে প্রযোজ্যেয়ং মৃতসঞ্জীবনী সুরা॥

বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলাছাল ২০ পল; দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শ্যোনাছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাখালশশার মূল, কুল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেক কুট্টিত ১০ পল, জল ২৫৬ সের, এই সমুদায় একত্র একটী গভীর মৃৎপাত্রে (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাব দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। ১৬ দিবস পরে উহাতে কুট্টিত সুপারি /৪ সের, ধুতুরামূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন, প্রত্যেকে ২ পল, এই সমুদায় কুট্টিত করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় জালার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ৪ দিন পরে ঐ সমুদায় যথাবিধানে বকযন্ত্রে চুয়াইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাতজ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। অপরন্তু ইহা দ্বারা দেহের কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়।

রসেশ্বরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং গৃহীত্বা তৎপাদভাগং রবিতাররহেম॥
ভস্মীকৃতং যোজয় মর্দ্দয়াথ দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে।
বিষঞ্চ দত্ত্বাত্র কলাপ্রমাণমজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ।
বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য দদীত বহ্নি-কটুত্রয়ার্দ্রস্বরসপ্রযুক্তম্॥
তৈলেন চাভ্যক্তবপুশ্চ কুর্য্যাৎ স্নানং জলেনৈব সুশীতলেন।
যাবদ্ভবেদ্ দুঃসহমস্য শীতং মূত্রং শরীরঞ্চ শরীরকম্পঃ॥
পথ্যে যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য মরীচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ।
অন্নং দদীতার্দ্রকমত্র শাকং দিনাষ্টকং স্নানমিদঞ্চ পথ্যম্॥
রসেন্দ্রচিন্তামণাবস্য সন্নিপাতসূর্য্য ইতি সংজ্ঞা।

রস ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগ প্রভৃতি পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, চিতার রস এবং ত্রিকটুচূর্ণ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দধি ও অন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং রোগিকে উত্তম রূপে তৈল মাখাইয়া সুশীতল জলে এরূপে স্নান করাইবে, যেন তাহাতে রোগির কম্প

এবং মল-মূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে।

অর্কমূর্ত্তী রসঃ।

(ত্রিদোষদাবানলরসশ্চ)

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং
সূতং দ্বিভাগং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধম্।
বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন তাপে
দিনত্রয়ঞ্চাত্র বিষং কলাংশম্॥
বিক্ষিপ্য পিত্তৈঃ পরিভাবিতোঽয়ং
রসোঽর্কমূর্ত্তির্ভবতি ত্রিদোষে॥
তাম্রস্য পাত্রে তু দিনৈকমাত্রং নিম্বুরসেনাপি চ পিত্তবর্গৈঃ।
ক্ষুদ্রার্দ্রকোত্থেন রসেন সূতস্ত্রিদোষদাবানল এব সিদ্ধঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্র্যূষণযুক্তমস্য দদীত চিত্রার্দ্রকরসেন বাপি।
নাসাপুটে চাপি নিযোজনীয়া গুঞ্জাস্য শুণ্ঠীমরিচেন যুক্তা॥
(যদি তাম্রপাত্রে জম্বীরাদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ, তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি।)

লৌহ, লৌহের অষ্টাংশ তাম্র, দুই ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক; এই সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিন চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া পঞ্চপ্রকার পিত্ত দ্বারা ভাবিত করিবে। ইহার নাম "অর্কমূর্ত্তি রস"। আর যদি ইহাকে তাম্রপাত্রে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার লেবুর রস, পিত্তবর্গ, কণ্টকারী ও আদার রস, এই সকল দ্বারা ভাবনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে "ত্রিদোষদাবানল" রস প্রস্তুত হয়। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত চিতার রস অথবা আদার রস। ইহা ১ রতি মাত্রায় শুঁঠ ও মরিচ চূর্ণ সহ নস্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ।

তালেন বঙ্গং শিলয়া চ নাগং
রসৈঃ সুবর্ণং রবিতারপত্রম্।
গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্ব্বং
পুটে মৃতং যোজয় তুল্যভাগম্॥
তত্তুল্যসূতং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধং
তুত্থঞ্চ গন্ধেন সমানভাগম্।
নিম্বুত্থতোয়েন বিমর্দ্দ্য সর্ব্বং
গোলং প্রকৃত্যাথ মৃদা বিলিপ্য॥
পুটঞ্চ দত্ত্বাথ বিমর্দ্দয়েনং
গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুনীরৈঃ।
বিষঞ্চ দত্ত্বাথ কলাপ্রমাণ-
মীষৎ কৃশানুত্থরসৈঃ পচেৎ তু॥
পিত্তৈস্তথা ভাবিত এষ সূত-
স্ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ।
বল্লং দদীতাস্য চ পূর্ব্বযুক্ত্যা
দাহোত্তরে তং মধুপিপ্পলীভিঃ॥
মুদ্গাশ্চ শাল্যন্নমিহ প্রশস্তং
পথ্যং ভবেৎ কোষ্ণমিদং দিনান্তে॥

হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলার সহিত সীসক, রসের সহিত স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্যপত্র, গন্ধকের সহিত লৌহ জারণ করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুটে পাক করিবে। ইহাদের সকলের সমান ভাগ লইবে এবং তৎপরিমিত পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক, দ্বিগুণ তুঁতে, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া যথানিয়মে পুটপাক দিবে। অনন্তর উহাতে সমান গন্ধক দিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ উহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত ও চিতার রসে সিক্ত করিয়া পাক করিবে। পরে মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দাহপ্রধান জ্বরে মধু ও পিপ্পলীর সহিত সেবনীয়। অপরাহ্ণে রোগিকে মুগের ডাল ও শালি তণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবে।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো রসঃ।

অপামার্গস্য মূলানাং চূর্ণং চিত্রকমূলজৈঃ।
বল্কলৈর্মর্দ্দয়িত্বা চ রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
তেন সূতসমং গন্ধমভ্রকং পারদং বিষম্।
টঙ্কণং তালকঞ্চৈব মর্দ্দয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
ত্রিদিনং মুষলীকল্কৈর্ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মরক্ষিতম্।
মূষাঞ্চ গোস্তনাকারামাপূর্য্যোপরি ঢক্কয়েৎ॥

সপ্তভির্ম্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।
রসতুল্যং লৌহভস্ম মৃতবঙ্গমহিস্তথা ॥
মধূকসারজলদং রেণুকং গুগ্‌গুলুং শিলাম্।
চাম্পেয়ঞ্চ সমাংশং স্যাদ্ ভাগার্দ্ধং শোধিতং বিষম্ ॥
তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভাবয়েদ্ বিষনীরতঃ।
আতপে সপ্তধা তীব্রে মর্দ্দয়েদ্ ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥
কটুত্রয়কষায়েণ কনকস্য রসনে চ।
ফলত্রয়কষায়েণ মুনিপুষ্পরসেন চ ॥
সমুদ্রফেননীরেণ বিজয়াপত্রবারিণা।
চিত্রকস্য কষায়েণ জ্বালামুখ্যা রসেন চ ॥
প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎ পিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
সর্ব্বস্য সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ ॥
বিমর্দ্দ্য শ্লক্ষয়িত্বা চ রক্ষয়েৎ কূপিকোদরে।
গুঞ্জৈকং বহ্নিনীরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা ॥
দত্তাচ্চ রোগিণে তীব্র-মৌঢ্যবিস্মৃতিশান্তয়ে।
ক্ষুরেণ তালুমাহত্য ঘর্ষয়েদার্দ্রনীরতঃ ॥
নোদ্‌ঘটন্তে যদা দন্তাস্তদা কুর্য্যাদমুং বিধিম্।
সেচয়েন্মন্ত্রবিদ্ বৈদ্যো বারাং কুম্ভশতৈর্নরম্ ॥
ভোজনেচ্ছা যদা তস্য জায়তে রোগিণঃ পরম্।
দধ্যোদনং সিতাযুক্তং দদ্যাৎ তক্রং সজীরকম্ ॥
পানে পানং সিতাজাতং যদিচ্ছেত দদীত তৎ।
এবংকৃতে ন শান্তিঃ স্যাৎ তাপস্য চ রুজস্য চ ॥
সচন্দ্রং চন্দনরসালেপনং কুরু শীতলম্।
যুথিকামল্লিকাজাতী-পুন্নাগবকুলাবৃতাম্ ॥
বিধায় শয্যাং তত্রস্থং লেপনৈশ্চন্দনৈর্মুহুঃ।
হাবভাববিলাসোক্তৈঃ কটাক্ষচঞ্চলেক্ষণৈঃ ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচাপীড়ৈঃ কামিনীপরিরম্ভণৈঃ।
রম্যবীণানিনাদোক্তৈর্গায়নৈঃ শ্রবণামৃতৈঃ ॥
পুণ্যশ্লোককথাদ্যৈশ্চ সন্তাপহরণং কুরু।
দদ্যাদ্ বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধুজৈঃ সহ বহ্নিভিঃ ॥
দদ্যাৎ কণামাক্ষিকাভ্যাং কামলাহ্বয়পাণ্ডুষু।
তত্তদ্রোগানুপানেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সন্নিপাতহরঃ পরঃ ॥

আপাঙ্গের মূল ও চিতামূলের বল্কল একত্র মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাহার রস বাহির করিয়া লইবে। পশ্চাৎ ঐ রসের সমান পরিমাণে রস, গন্ধক, অভ্র, বিষ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য লইয়া ঐ দ্রব্যের সহিত মিলিত করত ৭ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে ৩ দিন তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে উহা মুষামধ্যে স্থাপন করিয়া ৭ পুরু মৃত্তিকা সহিত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। আর লৌহ, বঙ্গ, অহিফেন, মউলসার, মুতা, রেণুক, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা, নাগেশ্বর, প্রত্যেক রসের সমান, অর্দ্ধভাগ বিষ, এই সকল দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিয়া শৃঙ্গীবিষের কাথে সাত বার তীব্র রৌদ্রে ভাবনা দিয়া দুই দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর ত্রিকটুর কাথে, ধুতুরার রসে, ত্রিফলার কাথে, বকপুষ্প-রসে, সমুদ্রফেনে, সিদ্ধি ভিজান জলে, চিতার কাথে ও ঈষলাঙ্গলার রসে এবং পঞ্চপিত্তে প্রত্যেকে সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে, পরে সকলের সমান পরিমাণে বিষ মিলিত করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ পূর্ব্ব-লিখিত পারদাদির সহিত এই মর্দ্দিত দ্রব্য সমস্ত মিলিত করিয়া যথানিয়মে অন্ধমুষায় পাক করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে চিতার অথবা আদার রসের সহিত সেবনীয়। সেবনে অসমর্থ হইলে, রোগির তালুদেশ ক্ষুরের দ্বারা ক্ষত করিয়া ঐ স্থানে আদার রসের সহিত এই ঔষধ ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে দধ্যন্ন, চিনি ও জীরকচূর্ণ মিশ্রিত তক্র প্রভৃতি যথেপ্সিত আহার্য্য প্রদান করিবে। তাহাতে তাপ ও রুজার শান্তি না হইলে রোগির গাত্রে চন্দনাদি লেপন ও তাহার আহ্লাদজনক ইচ্ছামত শ্লোকোক্ত অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। ইহা উপযুক্ত অনু-পানের সহিত সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

মৃগমদাসবঃ।

মৃতসঞ্জীবনী গ্রাহ্যা পঞ্চাশৎপলসম্মিতা।
তদর্দ্ধং মধু সংগ্রাহ্যং তোয়ং মধুসমং তথা ॥
কস্তূরীকুড়বং তত্র মরিচং দেবপুষ্পকম্।
জাতীফলং পিপ্পলীত্বগ্‌ভাগান্ দ্বিপলিকান্ ক্ষিপেৎ ॥
ভাণ্ডে সংস্থাপ্য রুদ্ধা চ নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
বিসূচিকায়াং হিক্কায়াং ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে।
বীক্ষ্য কোষ্ঠং বলঞ্চৈব ভিষঙ্‌মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥

মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়-ফল, পিপ্পলী ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রযোজ্য।

মধ্য-জীর্ণ-বিষম-জ্বরাদৌ।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্।
কটুত্রয়ং তথা পথ্যা ক্ষারৌ দ্বৌ সৈন্ধবং তথা॥
নিম্বস্য বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেব চ।
এষাং মাষমিতো ভাগো গ্রাহ্যঃ প্রতিস্বসংস্কৃতঃ॥
দ্বিমাষং কানকফলং বিষঞ্চাপি দ্বিমাষিকম্।
নির্গুণ্ডীস্বরসেনাপি শোষয়েৎ তং প্রযত্নতঃ॥
সার্দ্ধরক্তিপ্রমাণেন বটী কার্য্যা সুশোভনা।
সর্ব্বজ্বরহরা চৈষা ভেদিনী দোষনাশিনী॥
আমাজীর্ণপ্রশমনী কামলাপাণ্ডুরোগহা।
বহ্নিদীপ্তিকরী চৈষা জঠরাময়নাশিনী॥
উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যা হিতকারিণী।
ভাষিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গকেশরী॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পালবীজ ২ মাষা ও বিষ ২ মাষা; এই সকল দ্রব্য যথাযোগ্য শোধ-নাদি করিয়া ও একত্র মাড়িয়া নিসিন্দাপাতার রসে ভাবনা দিতে হইবে। ১৷৷০ দেড় রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও জঠররোগ উপশমিত হয়। ইহা ভেদক ও দোষনাশক।

রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারী রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং বিষঞ্চ দরদং পৃথক্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ষার্দ্ধং লবঙ্গং মরিচং পলম্॥
শুদ্ধং কনকবীজঞ্চ পলদ্বয়মিতং তথা।
ত্রিবৃতাকর্ষমেকঞ্চ ভাবয়েদ্দন্তিকাদ্রবৈঃ॥
সপ্তধা চ ততঃ কার্য্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা।
জ্বরমুরারিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ॥
অত্যন্তাজীর্ণপূর্ণে চ জ্বরে বিষ্টম্ভসংযুতে।
সর্ব্বাঙ্গগ্রহণীগুল্মে চামবাতেঽগ্নিপিণ্ডকে॥
কাসশ্বাসে যক্ষ্মরোগেঽপ্যুদরে সর্ব্বসম্ভবে।
গৃধ্রস্যাং সন্ধিমজ্জস্থে বাতে শোথে চ দুস্তরে॥
যকৃতি প্লীহরোগে চ বাতরোগে চিরোত্থিতে।
অষ্টাদশকুষ্ঠরোগে সিদ্ধো গহননির্ম্মিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কেহ কেহ বলেন জয়পাল ১৬ তোলা), তেউড়ী ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ ও আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়।

শ্রীজ্বরমুরারিঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কণং নাগরাভয়া।
জয়পালসমাযুক্তং সদ্যো জ্বরবিনাশনম্॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং জয়পালচূর্ণম্, সর্ব্বং পিষ্ট্বা কলায়-প্রমাণা বটী কার্য্যা।)

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহা-গার খৈ, শুঁঠ ও হরীতকী, সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজচূর্ণ; জলে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সদ্যঃ জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চন্দ্রশেখরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
চতুস্তুল্যা শিলা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ।

ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রবৈ-র্দেয়ং শীতোদকং ত্বনু॥
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ এক ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত মনঃশিলা মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিয়া এবং ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও শীতল জল। ইহা সেবনে অত্যুগ্র পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়।

জ্বরভৈরবো রসঃ।

ত্রিকটুত্রিফলাটঙ্গ-বিষং গন্ধকপারদম্।
জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্দ্যং দ্রোণপুষ্পীরসৈর্দিনম্॥
তাম্বূলেন সমং প্রাতঃ খাদেদ্ গুঞ্জামিতাং বটীম্।
মুদ্গযূষং শিখরিণী পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥
নবজ্বরং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
দিনৈকেন নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং জ্বরভৈরবঃ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, সোহাগার খৈ, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল,এই সমুদায়, সমভাগে লইয়া একত্র ঘলঘসের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।—অনুপান—পানের রস। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ নবজ্বর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর অতি সত্বর উপশমিত হয়। রোগিকে মুদ্গযূষ ও শিখরিণী (সুরবৎ) পথ্য দিবে।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতগন্ধকান্।
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্॥
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পীরসেন বা।
শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে জ্বরেঽজীর্ণে তথৈব চ।
মন্দেঽগ্নৌ বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে।
প্রযোজ্যো ভিষজা সম্যগ্ রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥

পারদ ৪ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ ও জায়ফল ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অনুপান—পানের রস, আদার রস, অথবা ঘলঘসিয়া পাতার রস। ইহা সেবনে জ্বর, শীতজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, বিসূচিকা, পীনস ও শিরোরোগ সত্বর উপশমিত হয়।

জ্বরকেশরী।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ।
জয়পালং সমং কৃত্বা ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ।
নারিকেলাম্বুনা চাপি সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
নারিকেলজলং শস্তং কর্ষত্রয়ং পিবেদনু।
সিতয়া চ সমং পীতা পিত্তজ্বরবিনাশিনী॥
মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাতজ্বরাপহা।
পিপ্পলীজীরকাভ্যাঞ্চ দাহজ্বরবিনাশিনী।
জ্বরকেশরিনাম্নায়ং রসো জ্বরবিনাশনঃ॥

বিশুদ্ধ পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়-পালবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করত ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে, কিন্তু বালকের পক্ষে সর্ষপ প্রমাণ। ইহা ৬ তোলা ডাবের জল সহ সকল জ্বরে প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সন্নিপাতে মরিচের সহিত এবং দাহ-জ্বরে পিপ্পলী ও জীরার ক্বাথ সহ সেবন করিতে হইবে।

বিদ্যাধরো রসঃ।

রসো গন্ধস্তাম্রং ত্রিকটু কটুকাটঙ্কণবরা-
ত্রিবৃদ্দন্তীহেমক্ষৌমণিবিষমেতৎ সমমিদম্।
সমস্তৈস্তুল্যং স্যাদ্ বিমলজয়পালোত্থবরজ-
স্ততঃ স্নুকক্ষীরেণ প্রগুণমুদিতং দন্তিসলিলৈঃ॥

দ্বিগুঞ্জাস্য প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলং
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণিগুদকীলোদ্ভবরুজঃ।
মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদং
বিবন্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কটুকী, সোহাগার খৈ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, তেউড়ীমূল, দন্তীবীজ, ধুস্তুরবীজ, আকন্দমূল ও বিষ, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সিজের আঠায় ও দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া এবং মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সামজ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী, গুদকীলোদ্ভব-শূল, বায়ুজন্য প্রবল শূল, অজীর্ণ, ক্রিমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্লীহা ও যকৃৎ নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধামৃতকৈব সমং শুদ্ধঞ্চ টঙ্কণম্।
মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু যাবৎ স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
নকুলারিমুখে ক্ষিপ্ত্বা মৃদা সংবেষ্টয়েদ্বহিঃ।
স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে পাত্রে ঊর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ॥
ভাণ্ডবক্ত্রং নিরুধ্যাথ চতুর্যামং হঠাগ্নিনা।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলীম্॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
বামভাগে জ্বরং হন্তি তৎক্ষণালোককৌতুকম্॥
কুর্য্যাদ্দক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ।
গোপ্যাদ্ গোপ্যতমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসোঽয়ং কথিতো ভুবি॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করত কৃষ্ণ-সর্পের মুখে পূরিয়া ও কাদা দ্বারা লেপন করিয়া লবণপূর্ণ মৃত্তাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে ঐ মৃত্তাণ্ডের মুখ অবরুদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নিতে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। মৃত্তাণ্ড শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ইহা ১ রতি মাত্রায় নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। ইহার নস্য লইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গের জ্বর দূরীভূত হইয়া দক্ষিণাঙ্গের জ্বর নিবারিত হয়। ইহা অতি গুহ্যতম ঔষধ।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্কণম্।
রসতুল্যং বিষং যোজ্যং মরিচং পঞ্চধা বিষাৎ॥
কট্ফলং দন্তীবীজঞ্চ প্রত্যেকং মরিচোন্মিতম্।
জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্।
মাষৈকেণ নিহন্ত্যাশু জ্বরং জীর্ণং ত্রিদোষজম্॥
(অস্য মাষামাত্রাং শর্করয়া সংলীয় গিলিত্বা কিঞ্চিৎ জলং পিবেৎ।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, কট্-ফল ৫ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ, একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে চিনির সহিত গিলিয়া একটু জল পান করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণ জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। ইহা বিরেচক ঔষধ।

জ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

(মতান্তরে)

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং বীজং কনকসম্ভবম্।
মহৌষধং টঙ্কণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্॥
ভৃঙ্গরাজাম্বুনা সর্ব্বং মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ।
গুঞ্জাপ্রমাণাং খাদেৎ তাং যথাদোষানুপানতঃ॥
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম্না বিষমজ্বরনাশনঃ।
জ্বরাতিসারমন্দাগ্নীন্ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

পারদ, গন্ধক, ধুতুরাবীজ, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, হরিতাল ও বিষ, প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধান করিবে। ইহা সেবনে বিষম-জ্বর, জ্বরাতিসার ও মন্দাগ্নি সত্বর দূরীভূত হয়।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কর্ষমানং নয়েদ্‌ বুধঃ।
মহৌষধং টঙ্গণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্‌॥
রসার্দ্ধং মর্দ্দয়েৎ খল্বে ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
ত্রিদিনং ভাবনাং দত্ত্বা চাতুর্থে বটিকাং ততঃ॥
কুর্য্যাচ্চণকমাত্রাঞ্চ পিপ্পলীমধুসংযুতঃ।
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম বিষমজ্বরনাশনঃ॥
(মহৌষধাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং রসার্দ্ধম্‌।)

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ এক তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। চতুর্থ দিবসে চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্‌।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্‌॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্‌।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম জ্বরাষ্টকনিসূদনঃ॥
(ব্যোষং মিলিত্বা দ্বিগুণম্‌।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ১ভাগ, ধুতুরাবীজ ৩ ভাগ, শুঁঠ পিপুল মরিচ মিলিত ১২ ভাগ (প্রত্যেক ৪ ভাগ); একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গোঁড়া লেবুর শাঁস ও আদার রস অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

(মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং রূপ্যমেবচ *।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
জম্বীরতুলসীচিত্র-বিজয়াতিন্তিড়ীরসৈঃ।
একৈকং দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্ম্মলে খল্লগহ্বরে॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কান্তু কারয়েৎ।
মহাগ্নিজননী চৈষা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবম্‌।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্রিদোষপ্রভবং জ্বরম্‌॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষসমুদ্ভবম্‌।
সর্ব্বান্‌ জ্বরান্‌ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গিরিমাটী, সোহাগার খৈ ও রৌপ্য, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়া-লেবু, তুলসীপাতা, চিতামূল, সিদ্ধিপাতা ও তেঁতুলপাতা, ইহাদের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে ও ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয় এবং অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জ্বরনাশক ঔষধের মধ্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশবটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণাম্‌।
ত্বচং জৈপালকং কুষ্ঠং ভূনিম্বং মুস্তকং পৃথক্‌॥
চূর্ণয়িত্বা সমাংশঞ্চ কজ্জল্যা সহ মেলয়েৎ।
নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসে চাপি আর্দ্রকস্য রসে তথা॥
ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্‌।
বটিকাং ভক্ষয়িত্বা তু বপ্রবেষ্টঞ্চ কারয়েৎ॥
এষা জ্বরাঙ্কুশবটী সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্‌ সমস্তান্‌ বিষমজ্বরান্‌॥
প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতং তথা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব বা।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

পারদ এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, জয়পালের ছাল, কুড়, চিরতা ও মুতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী

---

* মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং দন্তীবীজকমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

সেবনান্তে বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্রাকৃত বৈকৃত জ্বর, বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

জ্বরারি-অভ্রম্।

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জিকা।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ॥
অভ্রং জ্বরারিনামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।
বাতকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
বিষমাখ্যং জ্বরং হন্তি ধাতুস্থং বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্রমাংসং সশোথকম্॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
অত্র তাম্রাসহত্বে তাম্রস্থানে টঙ্গং গ্রাহ্যমিত্যুপদেশঃ।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। দোষাদি বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, ধাতুগত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদিলৌহম্।

রক্তচন্দনহ্রীবের-পাঠোশীরকণাশিবা-
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতম্।
লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
ত্রিমদং মুস্তকচিত্রকবিড়ঙ্গম্। সর্ব্বসমমিতি দ্বাদশ-দ্রব্যসমং লৌহম্। রক্তিদ্বয়ং মধুনা লিহেৎ, পশ্চাৎ মুস্তা-মূলচর্ব্বণং কর্ত্তব্যং বৃদ্ধোপদেশাৎ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, উশীর, পিপুল হরীতকী, শুঁঠ, সুঁদীফুল, আমলকী, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ, এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ মিশ্রিত ও জলে মর্দ্দিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ উপদেশ দেন যে, ঔষধসেবনান্তে মুস্তক চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য।

চূড়ামণিরসঃ।

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকম্।
শুল্বং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ॥
জলেন পিষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ।
ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবম্॥
কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতং তথা।
কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবম্॥
শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলং গলগ্রহম্।
বাতপিত্তসমুদ্ভূতাং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাম্॥
আমবাতং কটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্।
অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিকঞ্চ যৎ॥
তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।
চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ধাতুস্থ, সন্নিপাতজ, কাম-শোকোদ্ভূত ত্রিদোষজনিত ও বিষম জ্বর, কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গগত শূল, শিরোরোগ, কর্ণ-দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্তজ গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নিবারিত হয়। এই চূড়ামণি রস শিবনির্ম্মিত।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ।

সুবর্ণসিন্দুরং স্বর্ণং লৌহং তারং মৃগাণ্ডজম্।
জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকম্॥
কর্পূরং গগনঞ্চৈব চোচং মুষলতালকম্।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু তুরঙ্গঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্॥
বিদ্রুমং ভস্মসূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা।
রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ॥

খলে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ।
নিগুণ্ডীফঞ্জিকাবাসা-রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥

স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, মৃগনাভি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ-মাক্ষিক, কান্তপাষাণ (চুম্বক পাথর) ও তুঁতে, প্রত্যেক ৪ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা পাতা, বামুনহাটী, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে অথবা কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। (এক রতি মাত্রায় বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

ভানুচূড়ামণিঃ।

স্বর্বর্ণং রসসিন্দুরং প্রবালং বঙ্গমেব চ।
লৌহং তাম্রং তেজপত্র-যমানীবিশ্বভেষজম্ ॥
সৈন্ধবং মরিচং কুষ্ঠং খদিরং দ্বিহরিদ্রকম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা রক্তিদ্বপ্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাত, যমানী শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সমুদায় সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়।

জ্বরান্তকো রসঃ।

ভাস্করো গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবী বিহঙ্গতীক্ষকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্ ॥
ভূনিম্বাদিগণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।
চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা।
আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বরমপোহতি ॥

তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণ-মাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ, এই সকল সমাংশে লইয়া ভূনিম্বাদি গণের কাথে (চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী ও দশমূলের দশ খানা) ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার আমজ্বর তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর ভূতোত্থ জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্তু তৎসমম্।
দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্নেশ্চ ব্যোষচূর্ণঞ্চ তৎসমম্ ॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেজ্জ্বরমাশু ব্যপোহতি ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্ ॥
অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাতিদুস্তরম্।
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ আধ্মানেঽনিলসম্ভবে ॥
অতিসারেঽর্দ্দিতে * চৈব অরোচকনিপীড়িতে।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরব্যপোহকঃ ॥

* ছর্দ্দিতে চ ইতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তুরবীজ, প্রত্যেক এক এক ভাগ; তাম্র, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেক ২ ভাগ, গোঁড়ালেবুর শস্যে ও আদার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চাতুর্থিক চাতুর্থকবিপর্য্যয অসাধ্য ও সাধ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং তদুপসর্গ—অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বাতাধ্মান, অতিসার, বমন ও অরুচি প্রভৃতি অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরসঃ।

(মতান্তরে)

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্।
ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ॥
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদুপপালিতম্।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ ত্বজীর্ণে শস্যতে সদা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা দেয়মার্দ্রকবারিণা॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমানাংশ লইয়া ঘল্‌ঘসে পাতার রসে মর্দ্দিত ও ভাবিত এবং ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা—১ রতি বা ২ রতি। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ ও অজীর্ণ বিনষ্ট হয়।

বৃহজ্জ্বরচিন্তামণিঃ।

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকম্।
হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমম্॥
মুক্তামাক্ষিক কাসীসং শিলা চ টঙ্কণং সমম্।
কর্পূরঞ্চ সমং দত্ত্বা ভাবনা সপ্তসপ্তকম্॥
ভার্গী বাসা চ নির্গুণ্ডী নাগবল্লী জয়ন্তিকা।
কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা॥
আর্দ্রকঞ্চ ততো দত্ত্বাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকম্।
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস্, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও-কর্পূর, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—বামুনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, করোলা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথাসম্ভব স্বরস অথবা ক্বাথ। (১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর (বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও বিষমজ্বর), কাস, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রশমিত হয়।

ত্রিপুরারিরসঃ।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং রসং তাম্রঞ্চ গন্ধকম্।
লৌহমভ্রং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্॥
রসার্দ্ধং মৃতরূপ্যঞ্চ শৃঙ্গবেরাম্বুমর্দ্দিতম্।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং সিতয়ার্দ্ররসেন বা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বারিদোষভবং তথা।
প্লীহানমুদরং শোথমতীসারং বিনাশয়েৎ।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু শঙ্করস্ত্রিপুরং যথা॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক সমানাংশ লইয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ রৌপ্য মিশ্রিত করিবে, পরে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—চিনি মধু অথবা আদার রস। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্লীহা, উদর, শোথ ও অতীসার প্রশমিত হয়।

জ্বরাশনিরসঃ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্॥
লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকম্॥
পর্ণেন সহ দাতব্যো রসো রক্তিকসম্মিতঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্॥
কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিম্।
ধাতুস্থং প্রবলং দাহং জ্বরং দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ ও লৌহসম অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। পুনর্ব্বার পারদতুল্য মরিচচূর্ণ মিশ্রণ

এবং মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস। ইহা সেবনে বহুকালের জীর্ণ জ্বর, বিষমজ্বর এবং ধাতুস্থ প্রবল দাহজ্বর, ত্রিদোষজ জ্বর, শ্বাস ও কাস সত্বর উপশমিত হয়।

জ্বরকালকেতুরসঃ।

রসং বিষং গন্ধকতাম্রকঞ্চ মনঃশিলারুষ্করতালকঞ্চ।
বিমর্দ্দ্য বজ্রীপয়সা সমাংশং গজাহ্বয়ং তত্র পুটং বিদধ্যাৎ॥
দ্বিগুঞ্জমস্যৈব মধুপ্রযুক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোগ্রম্।
পুরা ভবান্যৈ কথিতো ভবেন নৃণাং হিতায় জ্বরকালকেতুঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলার মুটি ও হরিতাল প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করত গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। মধু সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরারিরসঃ।

দরদবলিরসানাং শুল্বনাগাভ্রকাণাং
শুভগবিটশিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্।
বিপিননৃপদলোত্থৈর্ভাবিতং শোষয়েৎ তৎ
দিবসদশসমাপ্তৌ রক্তিকৈকাঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েদস্য চার্দ্রকস্য রসৈর্যুতাম্।
দত্তমাত্রো জ্বরং হন্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে।
সর্ব্বশূলবিনাশী চ কফপিত্তবিনাশনঃ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সোন্দাল পাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিবে, অনন্তর ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সত্তই জ্বর নিবারিত হয়। পরন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার শূলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং বর্দ্ধিত কফপিত্তের বিনাশক।

শ্রীরসরাজঃ।

ভাগৈকং রসরাজস্য ভাগশ্চ হেমমাক্ষিকাৎ।
ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়ো মতাঃ॥
তালকাষ্টাদশ ভাগাঃ শুল্বং স্যাদ্ ভাগপঞ্চকম্।
ভল্লাতকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
বজ্রীক্ষীরপ্লুতং কৃত্বা দৃঢ়ে মৃন্ময়ভাজনে।
বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লয়েৎ সুদৃঢ়ং পুনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ।
রসরাজঃ প্রসিদ্ধোঽয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ ও ভেলা ৩ ভাগ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সিজের আঠায় আপ্লুত করিবে; পরে একটী সুদৃঢ় মৃন্ডাণ্ডের মধ্যে ঐ ঔষধ গুলি রাখিয়া শরাব দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে। অনন্তর চুল্লীতে স্থাপন করিয়া ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ।

সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্।
নিগুণ্ডীস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ।
গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েৎ পর্ণে জ্বরং হন্তি মহাদ্ভুতম্॥

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ সমভাগে লইয়া নিসিন্দা পাতার রসে ও আদার রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে অতি আশ্চর্য্যরূপে জ্বর উপশমিত হয়।

বিশ্বেশ্বররসঃ।

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্দিনে।
অশ্বথজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে॥

নিদিদ্ধিকারসে কাক-মাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ ॥

পারদ, গন্ধক এবং খর্পর সমভাগে লইয়া অশ্বত্থমূলের রসে, কুলমূলের রসে, কণ্টকারীর রসে ও কাকমাচীর রসে প্রত্যেকে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২৷৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রাত্রিজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুদ্রাঘোটকো রসঃ।

পারদো গন্ধকশ্চৈব ত্রিক্ষারং লবণত্রয়ম্।
গুগ্‌গুলুর্বৎসনাভশ্চ প্রত্যেকঞ্চ দ্বিমাষিকম্ ॥
কৃষ্ণোন্মত্তজটানীরৈর্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
গোক্ষুরেন্দ্রযবারীষ-করঞ্জচিত্রতেজিকা ॥
ভূকুরুবকবল্লীভিস্ত্রিফলাবৃহতীরসৈঃ।
মর্দ্দিতাবটিকাকার্য্যা কৃষ্ণলাফলসন্নিভা ॥
ততো বটীদ্বয়ং দদ্যাৎ যত্নৈঃ শাট্যাদিভির্বৃতঃ।
রসঃ সর্ব্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥

পারদ, গন্ধক, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, গুগ্‌গুলু ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা লইয়া কৃষ্ণধুস্তুরমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কাঁটানটে, ডহরকরঞ্জ, চিতামূল, লতাফট্‌কী, ভূমিঝিণ্টি, ত্রিফলা ও বৃহতী, ইহাদের যথাসম্ভব কাথে ও স্বরসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দুই বটী সেবন করিবে। বটিকা সেবনের পর বস্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারী রসঃ।

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বৈরতিবিষা সমা।
রসস্তু দ্বিগুণং লৌহং রৌপ্যং লৌহাদ্ধি সম্মিতম্ ॥
পিচুমর্দ্দরসেনাপি বিষ্ণুক্রান্তারসেন চ।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য বটিকা কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাত্রয়োন্মিতাঃ ॥
হন্যাদতিবিষাকাথ-সংযুতোঽয়ং রসোত্তমঃ।
ত্র্যাহিকাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ রক্ষাংসীব রঘূদ্বহঃ ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আতইচ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ ও রৌপ্য অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় নিমছালের রসে এবং অপরাজিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আতইচের কাথ। ইহা সেবনে ত্র্যাহিকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

চাতুর্থকারী রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্র-হরিতালং সমাংশিকম্।
রসার্দ্ধপ্রমিতং হেম সর্ব্বং খল্লোদরে ক্ষিপেৎ ॥
কৃষ্ণধুস্তুরপয়সা মুনিপুষ্পরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ ॥
চম্পকদ্রাবযোগেণ সেবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ।
চাতুর্থকাদীন্ নিখিলান্ নিহন্যাদ্বিষমজ্বরান্ ॥
(ত্র্যাহিকারিশ্চাতুর্থকারিশ্চ রসো জ্বরবিরতৌ প্রযোজ্য ইতি বৃদ্ধবৈদ্যাঃ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমানভাগ, স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ; এই সমুদায় একত্র করিয়া কৃষ্ণধুতুরা ও বকফুলের রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। চাঁপাছালের রস ইহার অনুপান। ইহা সেবনে চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়। (বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপরি-উক্ত ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি এই ২ টী ঔষধ জ্বরবিরামে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন।)

বাতপিত্তান্তকরসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুস্তার্ক-তীক্ষ্ণমাক্ষিকতালকম্।
গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ ॥
ধাত্রীশতাবরীদ্রাবৈর্দ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ।
দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিতাক্ষৌদ্রযুতা বটী ॥

মাষমাত্রা নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্।
দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ।
সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিক্বাথসিতাযুতম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মুক্তা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিবে এবং যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী ও ভূঁইকুমড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনি ও মধু। ইহাতে বাতপৈত্তিক জ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা যষ্টিমধুর ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররসঃ।

মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
তারং তাপাঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা।
গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষীরাবী সুরবল্লী চ শোথঘ্নী গণিকারিকা।
ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সতিক্তা তু সুদর্শনা॥
অগ্নিজিহ্বা পুতিতৈলা সুপপর্ণী প্রসারিণী।
প্রত্যেকস্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
মহাগ্নিকারকো রোগ-সঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকান্।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
গ্রহণীং ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে॥

মূর্চ্ছিত পারদ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গিরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবনা দিবে। (প্রথমে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য মিলিত করিতে হইবে।) ভাব্যদ্রব্য যথা—ক্ষীরুই, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভুঁই আমলা, ঘোষালতা, কট্‌কী, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাফট্‌কী মুগানি ও গন্ধভাদুলে। ইহা পানের সহিত ৪ রতি মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, সশোথ পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী, উপদ্রবযুক্ত ক্ষয়রোগ ও রোগসঙ্কর অতি আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হইয়া থাকে।

কল্পতরু-রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েৎ পঞ্চভিঃ পিত্তৈঃ ক্রমশঃ পঞ্চবাসরম্॥
নির্গুণ্ডীস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবাসরম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা চ্ছায়য়া পরিশোষিতা।
ততঃ সপ্তবটী যোজ্যা যাবন্ন ত্রিগুণা ভবেৎ॥
বয়োঽগ্নিদোষকং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বরৈঃ।
অনুপানঞ্চোষ্ণজলং কজ্জলীপিপ্পলীযুতম্॥
পানাবশেষে প্রস্বাপ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
ঘর্ম্মস্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
রোগিণং স্বাপয়িত্বা তু ভোজয়েৎ সসিতং দধি।
এষ কল্পতরুর্নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ॥
অসাধ্যং চিরকালোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
হন্তি জ্বরাতিসারৌ চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলাম্॥
ন দেয়ঃ শ্বাসকাসে চ শূলযুক্তে নরে তথা॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পঞ্চপিত্ত (বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমাছ ও ময়ূর; ইহাদের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে) দ্বারা যথাক্রমে ৫ দিন, নিসিন্দা পাতার রসে ৭ দিন, আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ক্রমশঃ ২১টি পর্য্যন্ত বটিকা সেবন করাইবে। বটিকা সেবনান্তে ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে। ঘর্ম্মোদ্গমের পর শয্যা ত্যাগ করিয়া চিনি সহ কিঞ্চিৎ দধি পান করিবে। ইহার

অনুপান—কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবনে অসাধ্য ও চিরোত্থিত জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

কল্পতরু-রসঃ।

(মতান্তরে)

শুদ্ধং শঙ্করশুক্রমক্ষতুলিতং মারারিনারীরজ-
স্তদ্বৎ তাবদুমাপতিস্ফুটগলালঙ্কারবস্তু স্মৃতম্।
তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবৎ তথা টঙ্কণং
শুণ্ঠী ত্র্যক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পালসংখ্যাক্ষকম্॥
বিষাদিবস্তূনি শিলোপরিষ্টাদ্ বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ।
ততস্তু খল্লে রসগন্ধকৌ চ চূর্ণঞ্চ তদ্‌যামযুগং বিমর্দ্দ্যম্॥
কল্পতরুনামধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ।
সমীরণশ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঞ্জৈকা॥
আর্দ্রকেণ সমমেষ ভক্ষিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরম্।
শ্বাসকাসমুখসেকশীততা-বহ্নিমান্দ্যবিসূচীংশ্চ নাশয়েৎ॥
নস্যেনাথেব হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাম্।
মোহং মহান্তমপি চ প্রলাপং ক্ষবথুগ্রহম্॥

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক অক্ষ-(২ তোলা)-পরিমিত। বিশুদ্ধ মনঃশিলা, তারমাক্ষিক ও সোহাগা প্রত্যেক ২ তোলা, শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা এবং মরিচ ২০ তোলা পরিমাণে লইতে হইবে। পারদ ও গন্ধক ভিন্ন আর সমস্ত বস্তু প্রথমতঃ শিলাতে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উক্ত চূর্ণ পারদ ও গন্ধক সহকারে ২ প্রহর কাল মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—এক কুঁচ। ইহা একটি প্রধান ঔষধ। ইহার নাম যেরূপ, গুণও তদ্রূপ। ইহাতে বাতজ ও শ্লেষ্মজ ব্যাধির শান্তি হয়। এই রস আদার রসের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের শান্তি হয়। ইহার নস্য লইলে কফজ ও বাতজ শিরঃপীড়া, মহামোহ, প্রলাপ এবং ক্ষবথুগ্রহের শান্তি হয়।

বিদ্যাবল্লভো রসঃ।

রসন্বেচ্ছশিলাতালাস্তম্রব্যগ্যর্কভাগিকাঃ।
পিষ্ট্বা তান্ সুষবীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ॥
ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
স্ফুটন্তি ব্রীহয়ো যাবৎ তচ্ছিরঃস্থাঃ শনৈঃ শনৈঃ॥
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং দ্বিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ হন্তি তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ, উচ্ছেপাতার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে রুদ্ধ ও বালুকাযন্ত্রস্থ করিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। পাকপরিজ্ঞানার্থ বালুকাযন্ত্রের উপর কতকগুলি ধান্য স্থাপন করিবে, যখন ধান্যগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই জানিবে, পাক সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মাত্রা—২ রতি। অনুপান—চিনি। ইহা সেবনে বিষমজ্বর মাত্রেই উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও অম্লাদি ভোজন নিষেধ।

শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্কণং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপি তৎসমম্॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ॥
কিরাততিক্তকক্কাথৈস্ত্রিবারং ভবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতম্।
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং তথা।
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ॥
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা।
নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ॥
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ।
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক ৵০ আনা, স্বর্ণ ।০ আনা, লৌহ ৵০ আনা ও রৌপ্য ৵০ আনা; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া ধুতূরাপত্রের রসে, শেফালী-পত্রের রসে, দশমূলের কাথে ও চিরতার কাথে প্রত্যেকে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে যে-কোন-প্রকারের জ্বরই হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বল এবং পুষ্টির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষড়াননো রসঃ।

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং দরদং পিপ্পলীং বিষম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে যামঞ্চ গুড়ূচীরসৈঃ॥
মধুনা মর্দ্দয়িত্বা তু গুঞ্জামাত্রং লিহেৎ সদা।
জ্বরে মন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ॥
জ্বরে বৈষম্যতরুণে জীর্ণজ্বরে বিশেষতঃ।
মুদ্গাম্লং মুদ্গযূষং বা তক্রভক্তঞ্চ কেবলম্॥
নারিকেলোদকং দেয়ং মুদ্গপথ্যং বিশেষতঃ॥
ষড়াননো রসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পিতল, কাংস্য, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ, ইহাদের সমভাগ লইয়া ১ প্রহর কাল গুলঞ্চের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সাধারণ জ্বর, বাতপিত্তজ্বর, তরুণজ্বর, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর ও মন্দাগ্নি উপশমিত হয়। এই বটিকা সেবনের পর রোগিকে মুগের যূষ, তক্র ও নারিকেলজল পথ্য দিবে।

// বসন্তমালতীরসঃ।

স্বর্ণং মুক্তা দরদমরিচং ভাগবৃদ্ধ্যা প্রদিষ্টং
খর্পরস্যাষ্টৌ প্রথমমখিলং মর্দ্দয়েন্ম্রক্ষণেন।
যাবৎ স্নেহো ব্রজতি বিলয়ং নিম্বুনীরেণ তাবদ্
গুঞ্জাদ্বন্দ্বং মধু চপলয়া মালতী প্রাগ্ বসন্তা॥
সেবিতেয়ং হরেৎ তূর্ণং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
ব্যাধীনন্যাংশ্চ কাসাদীন্ প্রদীপ্তং কুরুতেঽনলম্॥

স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, খর্পর ৮ ভাগ; এই সমুদায় প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মাখন সহ মর্দ্দন করিয়া পাতিলেবুর রসে তাবৎকাল মর্দ্দন করিবে, যাবৎ মাখনের স্নেহভাগ বিলুপ্ত না হইয়া যায়। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর ও কাস প্রভৃতি অন্যান্য রোগ উপশমিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

// বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ

পারদং গন্ধকং তুল্যং মৃতার্দ্ধং জীর্ণতাম্রকম্।
তাম্রতুল্যং মাক্ষিকঞ্চ লৌহং সর্ব্বসমং নয়েৎ॥
জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেনৈব কোকিলাক্ষরসেন চ।
বাসকার্দ্রপর্ণরসৈঃ পঞ্চধা চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
পৃথক্ কলায়মানাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।
বিষমজ্বরান্তনামায়ং বিষমজ্বরনাশনঃ॥
বহ্নিদীপ্তিকরো হৃদ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ॥
চক্ষুষ্যো বৃংহণো বৃষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরুজাপহঃ॥

পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, লৌহ ৬ ভাগ, এই সমুদায় জয়ন্তীপাতার রসে, কুলেখাড়ার রসে, বাসকের রসে, পানের রসে ও আদার রসে যথাক্রমে পাঁচবার করিয়া ভাবনা দিয়া মটর পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়, অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, হৃদ্য, বল ও পুষ্টিকারক।

// পুটপাকবিষমজ্বরান্তকো লৌহঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং সূতাঙ্ঘ্রি হেমভস্মকম্॥
লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥ *
মুক্তা শঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণা হিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥

* বঙ্গকৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেদিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ। ব্যবহারস্তু পূর্ব্বোক্তৈব।

জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্ ॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র তৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ।
বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ এক তোলা, গন্ধক ১ তোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, ইহার সহিত স্বর্ণ সিকি তোলা, লৌহ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; বঙ্গ, গেরিমাটী (রসেন্দ্রসারের মতে গেরিমাটী দিতে হয় না), প্রবাল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা; মুক্তা, শঙ্খ ও ঝিনুকভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা; এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া উপরে মাটির লেপ দিবে। পরে ঐ ঝিনুক ২০।২৫ খানি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থ করিয়া পুট দিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা—২ রতি; অনুপান—পিপুল-চূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ। ইহা সেবনে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, মেহরোগ, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ।

গন্ধকং পারদঞ্চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্।
শটী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা ॥
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী।
জাতীকোষাজমোদে চ লৌহং যাসলবঙ্গকম্ ॥
ধুস্তূরবীজং জৈপালং কটুফলং চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ।
বিল্বমূলরসং দত্ত্বা চার্কচিত্রকদন্তিকাঃ ॥
শিখরী কাঞ্জিকা বাসা নিগুণ্ডী গণিকারিকা।
ধুস্তূরকৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রকপিপ্পলী ॥
কণ্টকার্য্যার্দ্রয়োশ্চৈব মূলান্যেতানি দাপয়েৎ।
এষাং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্ ॥
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
চতুর্ব্বিধবটীং খাদেৎ নিত্যমাদ্রকবারিণা ॥
উষ্ণতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব শিরোরোগাংশ্চ দারুণান্ ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্মনিসূদনঃ।
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনঃ ॥
পঞ্চ পাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিস্থৌল্যাময়াপহঃ।
সোদাবর্ত্তং জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহঃ ॥
যথা শুষ্কেন্ধনে বহ্নিস্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ।
শ্লেষ্মাময়িকৃপাহেতো রসেন্দ্রো মুনিভাষিতঃ।
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্রগুড়িকা স্মৃতা ॥

গন্ধক, পারদ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, গজপিপ্পলী, জৈত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতূরাবীজ, জয়পালবীজ, কট্‌ফল ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র প্রস্তর খলে মর্দ্দন করিয়া বিল্ব, আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাং, জীবন্তী, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতূরা, পালিধা, পিপুল ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলের ও আদার রসে এবং কৃষ্ণজীরার কাথে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে এবং ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও উষ্ণ জল। জ্বর, শিরোরোগ, শ্লৈষ্মিক বিকার প্রভৃতি বহুবিধ রোগ ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

পর্পটীরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসেন চ।
মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ ক্ষিপেৎ ॥
লৌহপাত্রে চ বিপচেচ্চালয়েৎ লৌহচাটুনা।
তৎ ক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে ॥
পশ্চাচ্চ চূর্ণয়েৎ খল্লে নিগুণ্ড্যা ভাবয়েদ্ দিনম্।
জয়ন্তীত্রিফলাকন্যা-বাসাভার্গীকটুত্রিকৈঃ ॥
ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্।
অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পটাখ্যো মহারসঃ ॥
চতুর্গুঞ্জামিতো ভক্ষ্যঃ সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ।
পথ্যাশুণ্ঠ্যমৃতাক্কাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ভীমরাজের রসে মর্দ্দন

করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে জারিত তাম্র ও লৌহভস্ম লইয়া উক্ত কজ্জলী সহ একত্র লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং কোন লৌহদণ্ড দ্বারা বারংবার নাড়িবে। গলিয়া বেশ মিশ্রিত হইলে গোময়োপরি কদলীপত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর ঢালিয়া যথানিয়মে পর্পটী প্রস্তত করিবে। ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামুনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি পরিমাণে ব্যবহার করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের অনুপানার্থ হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ ব্যবহার করিবে।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীমূলমেব চ॥
নারায়ণী তথা নাগ-বলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলং বীজমেব চ॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরাংশ্চতুর্ব্বিধান্।
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ং ভগন্দরম্॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥
গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
উদরকর্ণনাসাক্ষি-মুখবৈকৃতমেব চ॥
কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ-স্থৌল্যদুর্গন্ধনাশনঃ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ।
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি।
বারিভক্তস্থরাসীধু-সেবনাৎ কামরূপধৃক্॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ।
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্কতাম্॥
নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছন্ মত্তবারণবিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা।
রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ।
অভ্যাসাদ্ যস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

রসগন্ধককর্পূরজাতীকোষজাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং, বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাঢীয়াস্তু রসগন্ধকয়োর্মিলিত্বা পলার্দ্ধং কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং কর্ষঃ, জাতীকোষফলয়োর্মিলিত্বা কর্ষঃ, বৃদ্ধদারকবীজাদিনবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা কর্ষ ইত্যাহুঃ।

অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলা মূল, গোক্ষুরবীজ, হিজলবীজ, প্রত্যেক দুই তোলা; (মতান্তরে—পারদ, গন্ধক, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, বীজতাড়ক প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য মিলিত ২ তোলা) এই সমুদায় পানের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অনুপানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও নানাবিধ রোগ উপশমিত করে। ধাতুক্ষয়ে মাংসপিষ্ট ও দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থেয়।

মহারাজবটী।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
বৃদ্ধদারকবঙ্গঞ্চ লৌহং কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ॥
স্বর্ণং তাম্রং কর্পূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ণপাদিকম্।
শক্রাশনং বরী চৈব শ্বেতসর্জ্জলবঙ্গকম্॥
কোকিলাক্ষং বিদারী চ মুষলী শূকশিম্বিকম্।
জাতীফলং তথা কোষং বলা নাগবলা তথা॥
মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ।
পিষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ॥
মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে।
ধাতুস্থাংশ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ হন্ত্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥
বলপুষ্টিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা।
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ॥
উর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকম্।
মহারাজবটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্ব্বদা॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ বঙ্গ ও লৌহ প্রত্যেক এক তোলা, স্বর্ণ তাম্র কর্পূর প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধুনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়া, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আলকুশীবীজ, জায়ফল, জৈত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক সিকিতোলা পরিমিত; এই সমুদায় একত্র তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং কাস ও শ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা দেহের বল পুষ্টি সাধন করিয়া রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ॥
কিরাততিক্তকং বালং * কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্॥
লৌহতুল্যং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্ম-দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্।
জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষমং রোগসঙ্করমেব চ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাষিতম্॥
* বালমিত্যত্র পাঠেতি রসেন্দ্রসারসংগ্রহধৃত পাঠঃ।

চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, উশীর, দেবদারু, চিরতা, বালা (পাঠান্তরে আকনাদি), কট্‌কী, কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টি যত হইবে, সেই পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত করিবে, পরে জল সহ মর্দ্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস নিবারিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা॥
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
গুঞ্জাদ্বয়াং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
বিষমজ্বরভূতোত্থ-জ্বরং প্লীহানমেব চ॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব তথা সংবৎসরোত্থিতম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও প্লীহা নিশ্চয়ই উপশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

(মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্॥
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ।
পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেন চ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ॥
পুনর্নবার্দ্রকাস্তোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ।
রক্তিকাদ্বিক্রমেণৈব বটিকাঃ কারয়েদ্ভিষক্॥

পিপ্পলীগুড়সংযুক্তা বটিকা জ্বরনাশিনী।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্॥
বিবিধং বারিদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবং তথা।
সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
ক্ষয়োত্তবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবং তথা।
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব শঙ্কদোষভবং তথা॥
অভিঘাতজ্বরঞ্চৈবমভিচারসমুদ্ভবম্।
অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্॥
শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্।
প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরং তথা॥
প্লীহজ্বরং তথা কাসং চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্।
পাণ্ডুরোগগণান্ সর্ব্বানগ্নিমান্দ্যমহাগদান্॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন ন সংশয়ঃ।
পাল্যান্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ দ্বিজসংযুতম্॥
ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
মৈথুনং বর্জ্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চূর্ণভং পরিকীর্ত্তিতম্॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, জারিত কান্তলৌহ ৮ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করোলাপাতার রসে, দশমূলের ক্বাথে, ক্ষেতপাপড়ার কাথে, ত্রিফলার কাথে, গুলঞ্চের রসে, পানের রসে, কাকমাচীর রসে, নিসিন্দাপাতার রসে এবং পুনর্নবা ও আদার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই মহৌষধ সেবনে যে-কোন-প্রকার জ্বরই হউক না কেন, সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে, এবং ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—পুরাতন গুড় ও পিপুলচূর্ণ। শালিতণ্ডুলের অন্ন ও পায়রা প্রভৃতি পক্ষি-মাংস পথ্য। রোগী সম্পূর্ণ বললাভ না করা পর্য্যন্ত মৈথুনাদি নিষিদ্ধ। কুষ্মাণ্ড, কাঁকরোল, প্রভৃতি ককারাদি নামক দ্রব্য অপথ্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং তারমভ্রকম্।
লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্॥
ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যন্তু কন্যয়া।
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মঞ্চাপি প্রমেহমুৎ।
জীর্ণজ্বরহরশ্চায়মুন্মাদস্য নিকৃন্তনঃ।
সর্ব্বরোগহরশ্চাপি বারিদোষনিবারণঃ॥

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দুর ৭ ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত-কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনু-পান—ছাগীদুগ্ধ। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, উন্মাদ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাম্।
মৃতসূতং হেমতারং লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রকম্॥
তালসত্ত্বং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালিকম্।
সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
নির্গুণ্ডী নাগবল্লী চ কাকমাচী সপর্পটী।
ত্রিফলা কারবেল্লঞ্চ দশমূলী পুনর্নবা॥
গুড়ূচী বৃষকশ্চাপি সভৃঙ্গকেশরাজকঃ।
এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্॥
গুঞ্জামানাং বটীং কুর্য্যাচ্ছায়াশুষ্কাং কুশলো ভিষক্।
পিপ্পলীগুড়কেনৈব লিহেচ্চ বটিকাং শুভাম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি নিরামং সামমেব চ॥
সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবং তথা॥
সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
অভিঘাতাভিচারোত্থং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ॥

কজ্জলী, রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিতদ্রব্য সমূহের যথাসম্ভবস্থ রসে বা ক্বাথে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা,—নিসিন্দা পাতা, পান, কাক-মাচী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ত্রিফলা, করোলাপাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে। এক রতি প্রমাণ বটিকা।

অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহম্।

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
হেমভস্ম তু পাদৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যলৌহকম্॥
অভ্রং শিলাজতু চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকম্।
কেশরাজমপামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকম্॥
বরাঙ্গবল্কলঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গুড়ূচীচূর্ণমেব চ॥
কণ্টকারী রসোনঞ্চ ধান্যকং জীরকদ্বয়ম্।
চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দার্ব্বীন্দ্রযবমেব চ॥
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ।
দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদার্দ্রকৈ রসৈঃ॥
মাষার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ম্মধুনা মধুরীকৃতম্।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজম্॥
সাধ্যাসাধ্যবিচারোঽত্র নৈব কার্য্যো ভিষগ্বরৈঃ।
অন্তর্ধাতুগতঞ্চাপি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ভূতোত্থং শ্রমজঞ্চাপি সন্নিপাতজ্বরং তথা।
অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥
গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পঃ পলায়তে।
তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে॥
বলদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্দাগ্নিনাশনং পরম্।
বীর্য্যস্তম্ভকরঞ্চৈব কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ॥
সদা তু রমতে নারীং ন বীর্য্যং ক্ষয়তাং ব্রজেৎ।
প্রমেহং বিবিধঞ্চৈব বিংশতিং গ্রহণীং তথা।
অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বব্যাধিং বিনাশয়েৎ॥

(বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহে তোলকমিতি রসাদিফলান্তং প্রত্যেকং তোলকভাগং. হেমভস্ম তু পাদৈকমিতি এক-ভাগাপেক্ষয়া পাদৈকম্। বরাঙ্গবল্কলং গুড়ত্বক্। গুড়ূচী-চূর্ণমিতাত্র গুড়ূচীসত্ত্বমিতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। রসোনং রসোনকন্দং, তচ্চ দুগ্ধেন পরিশোধিতং গ্রাহ্যম্। ভাবয়ে-দার্দ্রকদ্রবৈরিতি আর্দ্রকরসৈঃ সপ্তবারং ভাবয়েৎ।)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, স্বর্ণ সিকি-তোলা, লৌহ অর্দ্ধতোলা, রৌপ্য অর্দ্ধতোলা, অভ্র শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুর্ত্তে, আপাং, লবঙ্গ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চিনি, কণ্টকারী, রস্থন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দনান্তে অর্দ্ধমাষা (ব্যবহার ২।৩ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃ-কালে মধু সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর উপশমিত ও বলবীর্য্যাদি অসা-ধারণরূপে বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুগং ভাগোঽর্কসংখ্যান্বিতঃ।
খল্লে তৎ পরিমর্দ্দিতং রবিজলৈগুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ
সিংহোঽয়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ॥
পথ্যঞ্চ দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ সিক্থপথ্যামধুনা সমেতম্।
গন্ধানুলেপো হিমতোয়পানং দুগ্ধঞ্চ দেয়ং শুভদাড়িমঞ্চ॥

বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, সমুদায়ে এই ১২ তোলা দ্রব্য আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জ্বর নাশ হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া শীত-ক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

শীতভঞ্জীরসঃ।

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্গণগন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্ল্যা রসৈর্দ্দিনম্।
মর্দ্দয়েৎ তৈন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন তং পচেৎ সিকতাহ্বয়ে॥
যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ।
তাম্রপাত্রং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সমম্॥
শীতভঞ্জীরসো নাম দ্বিগুঞ্জং বাতিকজ্বরে।
দাতব্যং পর্ণখণ্ডেন মুহূর্ত্তাৎ নাশয়েজ্জ্বরম্॥

অত্র রসকং খর্পরম্। শুদ্ধতাম্রং ষট্‌তোলকং তেন নির্ম্মিতং তাম্রখল্লং প্রত্যেকং তোলমিতেন পারদাদিষড়্-দ্রব্যেণ লিপ্তম্ অধোমুখং কৃত্বা স্থাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রা-ন্তরেণাচ্ছাদ্য বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিং নিরুধ্য চ উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্য্য তদুপরি ব্রীহীন্ দত্ত্বা চুল্ল্যাং

নিবেশ্য তাবদগ্নিজ্বালা দাতব্যা, যাবদ্ ব্রীহয়ো ন স্ফুটন্তি, স্ফুটিতৈষু তেষু ব্রীহিষু রসঃ সিদ্ধো ভবতি। পশ্চান্মরিচচূর্ণং ষট্‌তোলকম্ সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা অস্য দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন সহ ভক্ষয়েদিত্যুপদেশঃ।

৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ তাম্রে একটী খল প্রস্তুত করিবে। অনন্তর পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খৈ ও গন্ধক এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করোলাপত্র-(উচ্ছেপত্র)-রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রখলের উদর [illegible] লিপ্ত করিবে। পশ্চাৎ ঐ খল একটী [illegible] মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া তাহ[illegible] ভাগে অপর একটী হাঁড়ী ঢাকা দিয়া [illegible] কঙ্কে সন্ধিস্থল লিপ্ত করিবে এবং তা[illegible] দ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরিভাগে কতক [illegible] নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা চু[illegible] স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে। উপ[illegible] ধান্য সকল ফুটিলে চুল্লী হইতে উহা[illegible] ঔষধ উদ্ধার করিয়া উহার সহিত [illegible] মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা [illegible] পরিমাণে পানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিক্রমকেশরী রসঃ।

শুদ্ধমেকং দ্বিধাতারং মর্দ্দয়েদ্ বিল্বিবিদ্[illegible]
পশ্চাদ্ বিষং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা তু ভা[illegible]
একবিংশতিবারাংশ্চ লিম্পাকবল্কলদ্রবৈঃ[illegible]
রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুঞ্জামাত্রো জ্বরা[illegible]
সর্ব্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসো বিক্রমকেশরী[illegible]

তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তো[illegible] রূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বিষ পা[illegible] প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রি[illegible] মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ লেবুমূলের [illegible] রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

মেঘনাদো রসঃ।

* তারং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
কাথেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥
ষড়্‌ভিঃ পুটৈর্ভবেৎ সিদ্ধো মেঘনাদো জ্বরাপহঃ।
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন বিষমজ্বরনাশনঃ॥
অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ॥
সর্ব্বজ্বরাতিসারঘ্নং কাথমস্যানুপায়য়েৎ।
[illegible]ং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহঞ্চ নাশয়েৎ॥

[illegible], কাঁসা, তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, [illegible] ৩ তোলা, একত্র লাল খঁাটে নটের কাথে [illegible] ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—[illegible] রতি। পানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে [illegible]র নষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। জ্বরাতি-[illegible] শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ, [illegible]ছাল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে [illegible] করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া [illegible] কাথের সহিত ঔষধ (মেঘনাদ রস) [illegible] করাইবে। ইহাতে তরুণজ্বর, জীর্ণজ্বর, [illegible] ও দাহ নিবৃত্ত হয়।

শীতারি-রসঃ।

[illegible]গুক্ষারচূর্ণোদকতিলক্ষারপৃথক্‌পাচিতং শুদ্ধতালং
[illegible]ং সূতেন পিষ্ট্বা ত্রিদিবসমসকৃৎ কারবেল্লদ্রবেণ।
[illegible] তং পর্পরাস্তর্দিনপতিপিহিতং রুদ্ধমপ্যাজ্বয়েৎ তং
[illegible]ং চূর্ণপথ্যাগুড়লবণখটীমৃত্তিরপাস্তরালম্॥
[illegible]লুকাপূর্ণঘটে বিদধ্যাচ্ছনৈঃ পচেৎ তাবদুপর্য্যমুষ্য
[illegible]বিবর্ণত্বমুপৈতি যাবৎ ততস্তু শীতং বিদধীত চূর্ণম্॥
[illegible] সমাদদীতভুলসীতোয়েন বল্লোন্মিতং
[illegible]ং ক্ষৌদ্রকণাসিতাজ্যপয়সা কৃত্বানুপানং গদী।
[illegible] পয়োহন্নমুদ্গসহিতং সাজ্যঞ্চ হন্যাদ্ গদং
[illegible]কালবশেন সকিতময়ং শীতারিনামা রসঃ॥

[illegible]গুক্ষার, চূণের জল, তিলের ক্ষার; [illegible]মুদায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত ও করোলাপাতার রসে তিন দিবস

---

* আরং কাংস্যম্, অভ্রং কাংস্যমিতি চ বহুবিধপাঠোঽস্য পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

ক্রমাগত পেষিত করিয়া শরাবে স্থাপিত করিবে। ঐ শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরিতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকা দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; যন্ত্রের উপরি স্থাপিত ধান্য স্ফুটিত হইলে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। তুলসীপত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পথ্য—অন্ন, মুগের যুষ ও ঘৃত। ইহাতে সন্নিক্ত নষ্ট হয়।

জ্বরশূলহরো রসঃ।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্।
তত্রাধোবদনাং তাম্র-পাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্ল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ।
যামদ্বয়ং ততস্তৎস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ॥
চূর্ণয়েদ্ রক্তিযুগলং তৃতীয়ং বা বিচক্ষণঃ।
তাম্বুলীদলযোগেন দদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরেষমুম্॥
জীরসৈন্ধবসংলিপ্ত-বক্ত্রায় জ্বরিণে হিতম্।
স্বেদোদ্গমো ভবত্যেব দেবি সর্ব্বেষু পাপ...
চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বর...
সাধারণং সন্নিপাতং জয়ত্যেষ ন সংশয়ঃ॥

রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী দ্বারা একটী তাম্র... পদাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ প্রলিপ্ত করত অ... ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া আচ্ছাদন ... সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করিবে। ... হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ক... মাত্রা—২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধব লব... ণান্তে পানের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ... চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

জীবনানন্দাভ্রম্।

বজ্রাভ্রং মারিতং কৃত্বা কর্ষযুগ্মং বিচূর্ণিতম্।
জীরং কনকবীজঞ্চ কর্ষং বাসারসেন চ।
কণ্টকারীরসেনৈব ধাত্রীমুস্তরসেন চ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক্ পৃথক্॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা প্রযোজিতা।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং বমিম্॥
রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাসকাসকৌ।
অরুচিং শূলহৃল্লাসাবর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ॥
জীবনানন্দনামেদমভ্রং বৃষ্যং বলপ্রদম্।
রসায়নবরং শ্রেষ্ঠমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা, ধুতুরাবীজ ২ তোলা; একত্র চূর্ণ করিয়া বাসক, ... আমলা, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের ... ১ পল পরিমিত যথাসম্ভব রসে বা ...ক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ ...স্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন ...নানাবিধ জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি ... হয়।

মকরধ্বজঃ।

...ং পলমেকৈব রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্।
... দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
...রিকারসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ।
...যন্ত্রে চ সংস্থাপ্য ক্রমাদ্ দিনত্রয়ং পচেৎ॥
...শীতং সমাদায় পুষ্পাকণরজঃসমম্।
...মাত্রং প্রদাতব্যমহিবল্লীদলেন চ॥
...্যাসতশ্চৈব জরামরণনাশনম্।
...বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্॥
...দোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
... বিবিধান্ রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

...পাতলা স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ..., শোধিত গন্ধক ১২৮ তোলা। ...স্বর্ণপত্র ও পারদ একত্র মাড়িয়া ... সহ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ...বে। অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর ...ন করিয়া একটী সমতল বোতলে পুরিয়া বোতলটী কুট্টিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ৩ দিনের পর শীতল অবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—এক যব।

অনুপানবিশেষে ইহা দ্বারা বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গন্ধক-কজ্জলী-বিধিঃ।

কণ্টকারী সিন্ধুবারস্তথা পুতিকরঞ্জকম্।
এতেষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে॥
প্রক্ষেপ্যং গন্ধকং তত্র জ্বালং মৃদ্বগ্নিনা দদেৎ।
গন্ধকে স্নেহতাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ॥
মিশ্রীকৃত্য ততো হাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ।
আমর্দ্দয়েৎ তথা তৎ তু যথা স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
ততস্তু রক্তিকামস্য মাষকং জীরকস্য চ।
মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদমু।
ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্॥
ক্ষয়ে ছাগভবং ক্ষীরং প্রদদ্যাদনুপানকম্।
রক্তাতীসারে কুটজ-মূলবল্কলজং রসম্॥
রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুড়ুম্বরভবং জলম্।
সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধককজ্জলীকৃতঃ॥
আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চায়ঃ মৃতকাপি প্রবোধয়েৎ॥

কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের রস একটী মাটির খোলায় রাখিয়া চুল্লিকায় স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে গন্ধকসমান পারদ নিক্ষেপ করিবে, উভয়ে মিশ্রিত হইলে সত্বর নামাইয়া মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী এক রতি জীরক চূর্ণ ৵০ আনা, সৈন্ধবলবণ ৵০ আনা একত্র করিয়া একটী পানের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর, সন্নিপাত জ্বরে উষ্ণজল, বমিতে চিনির পানা, আমে পুরাতন গুড়, ক্ষয়রোগে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুড়চির কাথ, রক্তবমনে ডুমুরের রস সেবন করিবে। এই গন্ধককজ্জলী সর্ব্বরোগহর ও আয়ুর্বর্দ্ধক। ইহা অন্ত্যাবস্থাতেও সংজ্ঞাজনক।

লৌহাসবঃ।

লৌহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলঞ্চ যমানিকা।
বিড়ঙ্গং মুস্তকং চিত্রং চতুঃসংখ্যপলং ক্ষিপেৎ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং পৃথক্।
দদ্যাদ্ গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
লৌহাসবমমুং মর্ত্ত্যঃ পিবেদ্বহ্নিকরং পরম্॥
পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্।
প্লীহাময়ং জ্বরং জীর্ণং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল প্রত্যেকে ৪ পল, মধু /৮ সের, গুড় সাড়ে বার সের, জল ১২৮ সের; এই সমুদয় ঘৃতকুম্ভে রাখিয়া মুখ আবদ্ধ করিয়া একমাস কাল রাখিয়া দিবে, ইহাকেই লৌহাসব কহে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শোবেদনা, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, অরোচক, গ্রহণী ও হৃদ্রোগ উপশমিত হয়।

অমৃতারিষ্টঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলীশতং তথা।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥
শীতে তস্মিন্ রসে পূতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ।
অজাজীষোড়শপলং পর্পটস্য পলদ্বয়ম্॥
সপ্তপর্ণং ত্রিকটুকং মুস্তকং নাগকেশরম্।
কটুকাতিবিষে চেন্দ্রযবঞ্চ পলসম্মিতম্॥
একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ভাণ্ডে নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
অমৃতারিষ্ট ইত্যেষ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

গুলঞ্চ সাড়ে বার সের, মিলিত দশমূল সাড়ে বার সের, ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথে ৩৭৷৷০ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণজীরা /২ সের, ক্ষেতপাপড়া /৷০ পোয়া, ছাতিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কট্‌কী, আতইচ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেক ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবদ্ধমুখ ভাণ্ডে এক মাস কাল রাখিবে। ইহাতে

অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

অথ ঘৃতপ্রকরণম্।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈর্ল্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্॥

পূর্ব্বোক্ত কষায় পান, বমন, লঙ্ঘন ও লঘু ভোজনাদি দ্বারা রুক্ষতাহেতু যাহাদিগের জ্বরের শান্তি হইতেছে না, তাহাদিগের পক্ষে ঘৃতপান বিধেয়।

নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ॥
যাবল্লঘুত্বমশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু।
বলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ [illegible]

(চরকে দশাহের পর ঘৃতপান [illegible] লিখিত আছে, এস্থলে তাহার অপবা[illegible] হইতেছে।) দশাহ অতীত হইলেও য[illegible] প্রবল থাকে এবং নিয়মিতরূপে লঙ্ঘন [illegible] না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘৃতপান [illegible] শ্রেয় নহে, সে স্থলে জ্বরের লঘুতা [illegible] শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে [illegible] আহারার্থ মাংসের রস পথ্য দিবে। [illegible] মাংসরস ভোজনে বলবৃদ্ধি হইলে দুষ্ট [illegible] দোষত্রয় নিগৃহীত হইয়া থাকে।

মাংসার্থমেণলাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ[illegible]
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্[illegible]
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকা[illegible]
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ [illegible]
ভিষঙ্‌মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাৎ তানপি কা[illegible]

আহারার্থ এণ (মৃগবিশেষ) ও [illegible] পক্ষির মাংস ব্যবস্থা করিবে। কুকু[illegible] তিতির, বক ও বটের পক্ষির মাংস [illegible] উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক [illegible] বিধি দেন না। কিন্তু লঙ্ঘনপ্রযুক্ত জ্বরে যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া, ঐ সকল মাংস ব্যবস্থা করিবেন।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গকাস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা॥
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি॥
ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ শিরঃশূলমরোচকম্॥
অংসাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সংনিযচ্ছতি।
পিপ্পল্যাদ্যমিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে॥

যথাবিহিত মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ সের, জল /১৬ সের (কেহ কেহ দুগ্ধ ১৬ সের দিতে বলেন); [illegible]র্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, উশীর, [illegible]কী, ইন্দ্রযব, ভুঁই-আমলা, অনন্তমূল, [illegible]ইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেল-[illegible] বলাডুমুর ও কণ্টকারী ইহাদের সর্ব্বসমষ্টি [illegible] এক সের। যথাবিধানে পাক সমাপ্ত [illegible]বে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ [illegible]া। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও কাস প্রভৃতি [illegible]িত হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

প[illegible]লৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্।
[illegible]প্রস্থং শৃতং প্লীহ-বিষমজ্বরগুল্মনুৎ॥
[illegible]বাস্তরেহমুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
[illegible]রেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥

[illegible]ত গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, [illegible]—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও [illegible] লবণ, প্রত্যেক ১ পল; পাকার্থ জল [illegible]র। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও [illegible] উপশমিত হয়।

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্।

[illegible]মূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎ সিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্॥

দশমূল /৬ সের, পাকার্থ জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা, দুগ্ধ /৪ সের, ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে বিষমজ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

বাসাদ্যঘৃতম্।

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥
পিপ্পলীমূলমৃদ্বীকা-চন্দনোৎপলনাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেদ্ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্ ॥

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বলাডুমুর ও দুরালভা এই সকল কাথ্য দ্রব্য মিলিত /৪ সের, পাকার্থ জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। কল্কার্থ পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। দুগ্ধ /৮ সের, ঘৃত /৪ সের, যথাবিহিত নিয়মে পাক করিবে। (পাক বিষয়ে মতভেদ আছে, কাহার মতে উক্ত কাথ /১৬ সের ও দুগ্ধ /৮ সের, এই ২৪ সের দ্রবে ঘৃত পাক করিবে)। যখন শেষ পাকের লক্ষণ সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ পাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে জীর্ণ জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি-ঘৃতানি।

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃষস্য চ।
মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকের কাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত পঞ্চ প্রকার ঘৃতও জ্বরনাশক।

অথ তৈলপ্রকরণম্।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), প্রলেপ, স্নেহ ও স্নানাদি, এই সকল এবং স্থলবিশেষে শীতল ও স্থলবিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্যমার্গগত জ্বর আশু প্রশমিত এবং শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদিসম্পন্ন হয়।

অঙ্গারক-তৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী ॥
আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের; কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী মিলিত /১ সের; যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক-তৈলম্।

শুক্তমূলাদিকল্কাঙ্গৈরঙ্গৈরঙ্গারকস্য চ।
পক্বং তৈলং জ্বরহরং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্।
বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমত্র চতুর্গুণম্ ॥
(শুক্তমূলাদির্যথা,—শুক্তমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ)

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, পাকার্থ কাঞ্জী ১৬ সের, কল্কার্থ শুক্তমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু,

রাস্না, শুণ্ঠী এবং অঙ্গারক-তৈলোক্ত সমুদায় কল্কদ্রব্য, সর্ব্বসমষ্টিতে /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষাহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-কল্কৈস্তৈলং বিপাচিতম্।
ষড়্‌গুণেনারনালেন দাহশীতজ্বরাপহম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, কাঁজি, ২৪ সের, কল্কার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

মহালাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ ভিষক্।
মস্বাঢ়কসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ॥
শতপুষ্পং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকম্।
কটুকাং মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ॥
মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ।
দ্রব্যৈরেতৈস্তু তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব প্রশমং নয়েৎ।
কাসং শ্বাসং প্রতীশ্যায়ং কণ্ডূদৌর্গন্ধ্যগৌরবম্॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীশূলং গাত্রাণাং কুট্টনং তথা।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্বগ্রহবিনাশনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ॥
লাক্ষায়াঃ ষড়্‌গুণং তোয়ং দত্ত্বৈকবিংশবারকম্।
পরিস্রাব্য জলং গ্রাহ্যং কিংবা কাথং যথোচিতম্॥
লাক্ষা /৩ সের, জল ১৮ সের, লাক্ষাং কুট্টয়িত্বা দোলাযন্ত্রেণ একবিংশতিবারান্ পরিস্রাব্য তজ্জলং গ্রাহ্যং ১৬ সের, যদবশিষ্টং তৎ ত্যাজ্যম্।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের (লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা লাক্ষা /৩ সের, জল ১৮ সের, লাক্ষা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ঐ ১৮ সের জলে মিশাইয়া তাহা দোলাযন্ত্রে ২১ বার ছাঁকিয়া সেই লাক্ষা জল ১৬ সের লইবে।) দধির মাত ১৬ সের; কল্কার্থ—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে তাহাতে বিধানানুসারে শিলারস, নখী ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎপিপ্পল্যাদিতৈলম্।

পিপ্পলী মুস্তকং ধান্যং সৈন্ধবং ত্রিফলা বচা।
যমানী চাজমোদা চ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ভূনিম্বারিষ্টপত্রাণি মহানিম্বং নিদিগ্ধিকা॥
গুড়ূচী পৃশ্নীপর্ণী চ বৃহতী দন্তিচিত্রকৌ।
দার্ব্বী হরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী॥
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধিকাঞ্জিকতক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা॥
স্নেহমাত্রাসমৈরেভিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধমেতৎ প্রযোক্তব্যং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবম্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।
সর্ব্বান্ তান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদ্যমিদং শুভম্॥

কল্কার্থ পিপুল, মুতা, ধনে, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, দ্রাক্ষা, রাখালশশার মূল, শালপাণি, গোক্ষুর, চিরতা, নিমপাতা, ঘোড়ানিমছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেতপাপড়া, ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, দধির মাত, কাঁজি, তক্র, টাবালেবুর রস প্রত্যেক /৪ সের। তৈল পাক সমাপ্ত হইলে সুগন্ধের

জন্ত সুগন্ধিদ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

ষট্‌কট্বরতৈলম্।

সুবর্চ্চিকানাগরকুষ্ঠমূর্ব্বা-লাক্ষানিশালোহিতযষ্টিকাভিঃ।
তৈলং জ্বরে ষড়্‌গুণতক্রসিদ্ধমভ্যঞ্জনাচ্ছীতবিদাহনুৎ স্যাৎ
(দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে)

কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুঁঠ, কুড়, মূর্দ্ধামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের। মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, তক্র ২৪ সের। এই সমুদয়ে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়। এই স্থলে সারবিশিষ্ট দধির তক্র ব্যবহার্য্য।

মহাষট্‌কট্বরতৈলম্।

শুক্তারনালৈর্দধিমস্তুতক্রৈঃ ফলাম্লভাগেন সমং হি তৈলম্।
কৃষ্ণাদিকল্কৈর্ম্ব হুবহ্নিসিদ্ধমভ্যঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্॥
ঐকাহিকদ্বিত্রিচতুর্থকানাং মাসার্দ্ধমাসদ্বয়মাসিকানাম্।
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং তৈলন্ত ষট্‌কট্বরকং মহৎ স্যাৎ
কৃষ্ণাদিগণো যথা—
কৃষ্ণাচিত্রকষড়্‌গ্রন্থা বাসকং বিকসা ঘনম্।
গ্রন্থিকৈলে চাতিবিষা রেণুকঞ্চ কটুত্রয়ম্॥
যমানী গোস্তনী ব্যাঘ্রী ভূনিম্বং বিরচন্দনম্।
ভার্গী শ্যামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ব্বা সজীরকা॥
সর্ষপং হিঙ্গু কটুকী বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশকম্।
এষ কৃষ্ণাদিকো নাম গণো জ্বরবিনাশনঃ॥

মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, তক্র /৪ সের, গোঁড়ালেবুর রস /৪ সের। কল্কার্থ কৃষ্ণাদিগণ যথা—পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মূতা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণি, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটুকী ও বিড়ঙ্গ এই সমুদয় মিলিত /১ সের। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।*

কিরাতাদিতৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
হ্রীবেরং পুষ্করং রাস্না কপিবল্লী কটুত্রয়ম্॥
পাঠা চেন্দ্রযবশ্চৈব লবণত্রয়সংযুতম্।
বাসকার্কশ্যামাদারু-মহাকালফলং তথা॥
দধিমস্ত্বারনালেন কৈরাতেন চ সংপচেৎ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় তৈলপ্রস্থে বিপাচয়েৎ॥
লিপ্তভুক্তজ্বরঞ্চৈব সন্ততং সততং তথা।
ধাতুস্থমস্থিমজ্জস্থং জ্বরং সর্ব্বং ব্যপোহতি॥
কামলাং গ্রহণীঞ্চৈব চাতিসারং হলীমকম্।
প্লীহপাণ্ডুশ্বয়থূংশ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
নাস্তি তৈলং বরং কাস্মারন্ধ্রদর্পকুলান্তকম্॥

মূর্চ্ছিত কটু তৈল /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, চিরতার কাথ /৪ সের; কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বালা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), রাস্না, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বাসকছাল, শ্বেত আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎকিরাতাদিতৈলম্।

কৈরাতস্য তুলামানং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
কটুতৈলস্য পাত্রার্দ্ধং তেনৈব সাধয়েদ্ভিষক্॥
মূর্ব্বালাক্ষাদ্বয়কাথো কাঞ্জিকং দধিমস্তু চ।
এতানি তৈলতুল্যানি কল্কানেতাংশ্চ সংপচেৎ।
ভূনিম্বঃ শ্রেয়সী রাস্না কুষ্ঠং লাক্ষেন্দ্রবারুণী॥
মঞ্জিষ্ঠা চ হরিদ্রে দ্বে মূর্ব্বা মধুকমুস্তকম্।
বর্ষাভূঃ সৈন্ধবং মাংসী বৃহতী চ তথা বিড়ম্।
হ্রীবেরং শতমূলী চ চন্দনং কটুরোহিণী॥

হয়গন্ধা শতাহ্বা চ রেণুকা সুরদারু চ।
উশীরং পদ্মকং ধান্যং পিপ্পলী চ বচা শঠী॥
ফলত্রিকং যমান্যৌ দ্বে শৃঙ্গী গোক্ষুর এব চ।
পর্ণ্যৌ দ্বে তরুণীমূলং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্॥
মহানিম্বশ্চ হবুষা যবক্ষারো মহৌষধম্।
এষাং কর্ষদ্বয়ং ক্ষিপ্ত্বা সাধয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥
যথাহিবর্গং বিনিহন্তি তার্ক্ষ্যো
যথা চ ভাস্বাংস্তিমিরস্য সংঘম্।
তথৈব সর্ব্বং জ্বরবর্গমেত-
দভ্যঙ্গমাত্রেণ নিহন্তি তৈলম্॥
সন্ততং সততাদীংশ্চ নিখিলান্ বিষমজ্বরান্।
প্লীহাশ্রিতান্ সশোথান্ বা প্রমেহং জ্বরমেব চ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণকরং পরম্।
পাণ্ড্বাদীন্ হন্তি রোগাংশ্চ কিরাতাদ্যমিদং বৃহৎ॥

কটু তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—চিরতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মূর্ব্বামূল /৩ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের; লাক্ষার ক্বাথ /৮ সের; কাঁজি /৮ সের; দধির মাত /৮ সের। কল্কার্থ—চিরতা, গজপিপ্পলী, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশশার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, রেণুক, দেবদারু, উশীর, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপ্পলী, বচ, শঠী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, দন্তিমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা ও যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা। পাক শেষ হইলে যথাবিধি গন্ধদ্রব্য প্রদাতব্য। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চন্দনাদ্যমগুর্ব্বাদ্যং তৈলং চরককীর্ত্তিতম্।
তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥

চরকোক্ত চন্দনাদ্য ও অগুর্ব্বাদ্য তৈল অথবা নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদিতৈলম্।

চন্দনশৈলেয়ভদ্রশ্রিয়কালানুসার্য্যতুণ্ডীকালীয়কপদ্মাপদ্মকোশীর-শারিবা-মধুক-প্রপৌণ্ডরীক-নাগপুষ্পোদীচ্যপদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রবিসমৃণালশালূকশৈবালকশেরুকানন্তাকুশ-কাশেক্ষুদর্ভ-শরনলশালিমূলজম্বুবেত্রবেতসবানীরগুন্দ্রাককুভাশন-অশ্বকর্ণস্যন্দনবাতপোথশালতালধবতিনিশখদিরকদরকদম্বকাশ্মর্য্যফলসর্জ্জপ্লক্ষকপীতনোদুম্বরাশ্বত্থন্যগ্রোধলোধ্র-ধাতকীদূর্ব্বেৎকটশৃঙ্গাটক-মঞ্জিষ্ঠা-জ্যোতিষ্মতী-পুষ্করবীজক্রৌঞ্চাদন-বদরকোবিদারকদলীসংবর্ত্তকারিষ্টকশতপর্ব্বাশীতকুম্ভিকাশতাবরীশ্রীপর্ণীরোহিণীশ্রাবণীমহাশ্রাবণীশীতপাকোদনপাকীকালাবলাপয়স্যাবিদারীজীবকর্ষভকক্ষুদ্রসহামহাসহামেদামহামেদামধুরসর্ষ্যপ্রোক্তাতৃণশূন্যমোচরস[illegible]কুলকুটজপটোলনিম্বশাল্মলীনারিকেলখর্জ্জুরমৃদ্বীকাপিয়াল-প্রিয়ঙ্গুধন্বনাত্মগুপ্তামধুকানামন্যেষাঞ্চ শীতবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ দ্বিগুণিতপয়সা তেষামেব চ কল্কেন কষায়ার্দ্ধমাত্রং মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েৎ তৈলম্। এতৎ তৈলমভ্যঙ্গাদেব সদ্যো দাহজ্বরমপনয়তি এতৈরেব চৌষধৈঃ সুশ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুশীতৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতৈরেব চ শৃতশীতং সলিলমবগাহপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত॥

রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, শ্বেতচন্দন, শৈলজ, ভণ্ডী, কালীয়কাষ্ঠ, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীয় কাষ্ঠ, নাগেশ্বর, বালা, বল্য গণ (পঞ্চাশন্মহাকষায়োক্ত দশটি বলহিত দ্রব্য), ঈষল্লোহিত পদ্ম, নীলোৎপল, নলিন (সহস্রপত্র পদ্ম), কুমুদ, সৌগন্ধিক (সুঁদি), শ্বেতপদ্ম, শতপত্র পদ্ম, বিস, মৃণাল (পদ্মাদির কন্দপ্রভব ক্ষুদ্র মৃণাল), শালূক, শৈবাল, কেশুর, অনন্তমূল, কুশমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, শরমূল, নলমূল, শালিধান্যমূল, জামছাল, বেত্র, বেতস (পানীয়ামলক), বানীর (বেতসভেদ), গুলঞ্চ, অর্জ্জুন, অশন (পীতশাল), অশ্বকর্ণ (ক্ষুদ্রশাল , নেমিবৃক্ষ, কিংশুক, শাল, তাল, ধব, তিনিশ, খদির, শ্বেত খদির, কদম্ব, গাম্ভারীফল, ময়নাফল, বৃহৎ শাল বৃক্ষ, পাকুড়, আম্‌ড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, লোধ, ধাইফুল, দূর্ব্বা, ইকড়, শিঙ্গেড়া, মঞ্জিষ্ঠা, লতাফট্‌কী, পদ্মবীজ, ঘেঁচু, কুল,

রক্তকাঞ্চন, কদলী, মুতা, নিম, শতপর্ব্বা, (দুর্ব্বাবিশেষ), কুম্ভাড়ুলতা (কুমুরে লতা), শতমূলী, গাম্ভারী, রক্তমুণ্ডিরী, শ্বেতমুণ্ডিরী, কটুকী, বেড়েলা, নীলঝিণ্টী, নীলী, পীত বেড়েলা, ক্ষীরকাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মেদা, মহামেদা, মূর্ব্বা, ঋষ্যপ্রোক্তা (পীতবেড়েলা বা আলকুশী), মল্লিকা, মোচরস, বাসক, বকুল, কুড়চি, পল্‌তা, নিমছাল, শিমুলছাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, মৃদ্বীকা, পিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, ধন্বন বৃক্ষ, আলকুশী, মৌল এবং অন্যান্য শীতবীর্য্য দ্রব্য ; এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাহার কাথ করিবে ; এই কাথ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমিত তিল তৈল, তৈলের দ্বিগুণ গব্য দুগ্ধ ও উক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) যথা-বিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সদ্যঃ দাহজ্বর প্রশমিত হয়। ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শরীরে তাহার প্রলেপ দিলেও দাহজ্বর নিবারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের অবগাহ ও পরিষেক করিলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

অগুরু-কুষ্ঠ-তগর-নলদপত্রশৈলেযকধ্যামকহরেণুক-স্থৌণেয়কক্ষেমকৈলাবরাঙ্গদলপুবতমালপত্রভূতিকরৌহিষ-সরল-শল্লকীদেবদার্ব্বগ্নিমন্থ বিল্বশ্যোণাককাশ্মর্য্য-পাটলা-পুনর্ন্নবাবৃহতীকণ্টকারিকাবৃশ্চীরশালপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-মাষ-পর্ণী-মুদ্গপর্ণীগোক্ষুরকৈরণ্ডশোভাঞ্জনকবরুণার্কচিরিবিল্ব-তিল্বকশঠীপুষ্করমূলগণ্ডীরোকবুকপত্তুরাস্ফোটাশ্বগন্ধাগুকশিগ্রু মাতুলুঙ্গ-মূষকপর্ণী-তিলপর্ণীপিলুপর্ণীমেষশৃঙ্গীহিংস্রাদন্ত-শঠৈরাবতক-ভলাতকাস্ফোতককাণ্ডীরাম্রগুপ্তাকাকাণ্ডে-ষীকাকরঞ্জধান্যকাজমোদাপৃথ্বীকাসুমুখসুরসকরককণ্ডীর-কুঠেরককালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-ভূস্তৃণ-শৃঙ্গবের-পিপ্পলীসর্ষপাশ্বগন্ধারাস্নারুহাবরোহাবলাতিবলা গুড়ূচী-শতপুষ্পাশীতবল্লীনাকুলীগন্ধনাকুলীশ্বেতজ্যোতিষ্মতীচিত্র-কাধ্যণ্ডাম্লচাঙ্গেরীতিলবদরকুলত্থমাষাণামেবংবিধানামন্ড্যে-ষাঞ্চোষ্ণবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ তেষামেব চ কল্কেন সুরাসৌবীরকতুষো-দকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডারনালকট্বরপ্রতিবিনীতেন তৈল-পাত্রং বিপাচয়েৎ তেন সুখোষ্ণেন তৈলেনোষ্ণাভিপ্রায়িণং জ্বরিতং সততমভ্যঙ্গ্যাৎ। তত্র শীতজ্বরঃ প্রশাম্যতি। এতৈরেবচৌষধৈঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ এতৈরেব চ শৃতং সুখোষ্ণং সলিলমবগাহার্থং পরিষে-কার্থঞ্চ প্রযুঞ্জীত শীতজ্বরপ্রশমার্থমিতি।

কৃষ্ণাগুরু, কুড়, তগরপাদিকা, বেণা, তেজপত্র, শৈলেয়ক, গন্ধতৃণ, রেণুক, গেঁটেলা, হরিদ্রা, বড় এলাইচ, প্রিয়ঙ্গুপত্র, গুগ্‌গুলু, তমালপত্র, যমানী, রোহিষ (কতৃণ বিশেষ), সরল কাষ্ঠ, শিলারস, দেবদারু, গণিয়ারি, বেল-ছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, পুনর্নবা, কণ্টকারী, বৃহতী, শ্বেত পুনর্নবা, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণি, মুগানি, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, সজিনা, বরুণ, আকন্দ, নাটাকরঞ্জ লোধ, শঠী, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), দুর্ব্বা, রক্ত এরণ্ড মূল, বকম, রঞ্জনবৃক্ষ, লৌহচুর, রক্তসজিনা, মাতুলুঙ্গ, দন্তী, রক্তচন্দন, পীলুপর্ণী, মেষশৃঙ্গী, কালিয়া কড়া, জম্বীর, হাতিশুঁড়া, ভেলা, হাফরমালী, শ্বেত দুর্ব্বা, আলকুশী, মাকড়া গাব, শরমূল, ডহরকরঞ্জ, ধনে, বনযমানী, ছোট এলাইচ এবং সুমুখ-সুরস-করক-কণ্ডীর-কুঠে-রক ও কালমালক এই সকল বিশেষ তুলসী, ...ট, ফণিজ্ঝক (তুলসী ভেদ), উলুমূল, শুঁঠ, ...পুল, সর্ষপ, অশ্বগন্ধা, রাস্না, রুহা (স্বনাম খ্যাত), বটাবরোহ, বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গুলঞ্চ, শুলফা, শীতবল্লী, নাকুলী, গন্ধনাকুলী, শ্বেতাপরাজিতা, জ্যোতিষ্মতী (ঘোষাভেদ), চিতা, আলকুশী, আমরুল, তিল, কুল, কুলথ ও মাষকলায় এই সমস্ত এবং এই প্রকার অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য ঔষধ সমূহের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের কষায় ও কল্ক এবং সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধি-মণ্ড, কাঞ্জীক, কট্বর (তক্র) ; এই সকল দ্রব্য পরিভাষানুসারে যথামাত্রায় লইয়া যথাবিধানে ইহাদের সহিত ১৬ সের তৈল পাক করিবে। পরে এই তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া উষ্ণাভিপ্রায় অর্থাৎ শীতার্ত্ত জ্বরিত ব্যক্তিকে নিত্য মর্দ্দন

করিতে দিবে। এবং উক্ত দ্রব্য সকল উত্তমরূপে পেষণ ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া শীতজ্বরিত ব্যক্তির গাত্রে মাখাইবে। এবং উক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পরিষেক ও সেই জলে রোগিকে স্নান করাইবে। তাহাতে শীতজ্বর প্রশমিত হইবে।

যবচূর্ণার্দ্ধকুড়বং মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলেন তু।
তৈলপ্রস্থঃ শতগুণে কাঞ্জিকে সাধিতো জয়েৎ।
জ্বরং দাহং মহাবেগমঙ্গানাঞ্চ প্রহর্ষণং॥

তিলতৈল /৪ সের, যবচূর্ণ /।০ পোয়া, মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, ৪০০ সের কাঞ্জিক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর ও তদানুষঙ্গিক দাহ, মহাবেগ ও অঙ্গের প্রহর্ষ (গা শিহরিয়া উঠা) প্রশমিত হয়।

সর্জ্জকাঞ্জিকসংসিদ্ধং তৈলং শীতাম্বুমর্দ্দিতম্।
জ্বরদাহাপহং লেপাৎ সদ্যো বাতাস্রদাহনুৎ॥

তিল তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—ধুনা/১ সের, ১৬ সের কাঞ্জি দ্বারা পাক করিবে। ঐ পক্ক তৈল শীতল জলে উত্তমরূপে মন্থন করিয়া গাত্রে মাখিলে জ্বর ও তজ্জনিত দাহ এবং বাতরক্ত জনিত দাহ নিবারিত হইবে।

দুগ্ধ প্রকরণম্।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥
চতুর্গুণেনাম্ভসা চ শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যো জ্বরং জয়েৎ॥
ভেষজসিদ্ধমপি—যদাহ
জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্॥

জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ হিতকর হয়। কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধ বিষবৎ প্রাণনাশক হইয়া থাকে। চতুর্গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে সদ্যঃ জ্বর নিবৃত্ত হয়। ধারোষ্ণ বা শীতল দুগ্ধ পানেও জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত যথাযথ ঔষধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে সমুদায় জ্বরের শান্তি হয়।

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ।
মুচ্যতে জরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ॥

স্বল্প পঞ্চমূলী ২ তোলা বস্ত্রে বন্ধন করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও বহুকালের জ্বর উপশমিত হয়।

ক্ষীরপাকবিধিঃ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥

দুগ্ধপাকের নিয়ম এই—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিতে হইবে, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল, সমুদায় একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাক সমাপ্ত হয়।

ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রী-গুড়নাগরসাধিতম্।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বরহরং পয়ঃ॥

গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা জল ৬৪ তোলা। দুগ্ধাবশেষ পাক করিবে, প্রক্ষেপ গুড় ॥০ তোলা। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্ররোধ, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়।

বৃশ্চীরবিল্ববর্ষাভূ-পয়শ্চোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলশুঁঠ, রক্তপুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা পূর্ব্ববৎ পাক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

শীতং বোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্।

পৈত্তিকে ও বাতপৈত্তিকে শীতল, বাতিকে বাতশ্লৈষ্মিকে উষ্ণ দুগ্ধ সেবনীয়। যুক্তিযুক্ত ঔষধের সহিত পাক করিয়া দিবে।

এরণ্ডমূলসিদ্ধং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে ॥

জ্বরে পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে এরণ্ডমূলসিদ্ধ দুগ্ধ উপকারী।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

নবজ্বরেঽপথ্যম্।

স্নানং বিরেকং সুরতং কষায়ং
ব্যায়ামমভ্যঞ্জনমহ্নি নিদ্রাম্।
দুগ্ধং ঘৃতং বৈদলমামিষঞ্চ
তক্রং সুরাং স্বাদু গুরু দ্রবঞ্চ ॥
অন্নং প্রবাতং ভ্রমণং ক্রুধঞ্চ।
ত্যজেৎ প্রযত্নাৎ তরুণজ্বরার্ত্তঃ ॥

স্নান, বিরেচন, মৈথুন, কষায় রস, ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, দাল, মৎস্যাদি, তক্র, সুরা, মধুররস, গুরু ও তরল দ্রব্য, অন্ন, পূর্ব্ববায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন, ভ্রমণ ও ক্রোধ, এই সকল তরুণজ্বরে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

মধ্যজ্বরে পথ্যম্।

পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনকারবেল্লম্।
বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলং কর্কোটকং মূলকপূতিকে চ ॥
মুদ্গৈর্মসূরৈশ্চণকৈঃ কুলত্থৈর্মকুষ্ঠকৈর্বা বিহিতশ্চ যূষঃ।
পাঠামৃতাবাস্তুকতণ্ডুলীয়-জীবন্তিশাকানি চ কাকমাচী ॥
দ্রাক্ষাকপিত্থানি চ দাড়িমানি বৈকঙ্কতান্যেব পচেলিমানি।
লঘূনি সাত্ম্যানি চ ভেষজানি পথ্যানি মধ্যজ্বরিণামমূনি ॥

পুরাতন ষেটে ধান্য ও শালিধান্য, বেগুন, সজনে ডাঁটা, করোলা, বেতের অগ্রভাগ, কেলেকোঁড়া, পটোল, কাঁক্‌রোল, ছোট মূলা, নাটার ডগি, মুগ, মসুর, ছোলা, কুলত্থকলাই ও বনমুগ ইহাদের যূষ, আক্‌নাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটে শাক, জীবন্তী শাক, কাকমাচী, কিস্‌মিস্, কয়েতবেল, দাড়িম, বৈঁচি, এই সকল দ্রব্য এবং স্বয়ং পক্ক, লঘু ও সাত্ম্য দ্রব্য সকল মধ্যজ্বরিদিগের পথ্য।

পুরাণজ্বরে পথ্যম্।

বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ
নস্যঞ্চ ধূমোঽপ্যনুবাসনঞ্চ।
সিরাব্যধঃ সংশমনং প্রদেহোঽ-
ভ্যঙ্গাবগাহঃ শিশিরোপচারঃ ॥
এণঃ কুলিঙ্গো হরিণো ময়ূরো
লাবঃ শশস্তিত্তিরিকুক্কুটৌ চ।
ক্রৌঞ্চঃ কুরঙ্গঃ পৃষতশ্চকোরঃ
কপিঞ্জলো বর্ত্তককালপুচ্ছৌ ॥
গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ
হরীতকী পর্ব্বতনির্ঝরাম্বুঃ।
এরণ্ডতৈলং সিতচন্দনঞ্চ
দ্রব্যাণি সর্ব্বাণি পুরেরিতানি ॥
জ্যোৎস্নাপ্রিয়ালিঙ্গনমপ্যয়ং স্যাদ্
গণঃ পুরাণজ্বরিণাং সুখায় ॥

বিরেচন, বমন, অঞ্জন, নস্য, ধূমপান, পিচকারী, সিরাবেধ, রোগোপশমক ঔষধ সেবন, প্রলেপ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, অবগাহন, শিশির সেবন এবং কৃষ্ণসার, হরিণ, চটুই, ময়ূর, লাব, শশ, তিত্তিরি, কুক্কুট, বক, কুরঙ্গ, চিত্রহরিণ, চকোর, চাতক, বটের, কালপুচ্ছ এই সমস্ত প্রাণির মাংস, গব্য ও ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃত, হরীতকী, পর্ব্বতের ঝরণার জল, এরণ্ডতৈল, শ্বেতচন্দন, জোৎস্না, প্রিয়জনের আলিঙ্গন ও মধ্যজ্বরোক্ত দ্রব্য সমূহ পুরাতন জ্বরে হিতজনক।

জ্বরেঽপথ্যম্।

বমিবেগং দন্তকাষ্ঠমসাত্ম্যমতিভোজনম্।
বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিদাহীনি গুরূণি চ ॥
দুষ্টাম্বু ক্ষারমম্লানি পত্রশাকং বিরূঢ়কম্।
নলদম্বু চ তাম্বুলং কালিন্দং লৈকুচং ফলম্ ॥
ওড়ীমৎস্যঞ্চ পিণ্যাকং ছত্রকং পিষ্টবৈকৃতম্।
অভিষ্যন্দীনি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ ॥

বমির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ, অননুকূল দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, বিরুদ্ধ বিদাহী ও গুরু দ্রব্য আহার, দূষিত জল পান, ক্ষারদ্রব্য, অম্ল, শাক, অঙ্কুরিত শস্য, লেবু, পান, তরমুজ, ডেলোমান্দার, আড় মৎস্য, তিলকল্ক, বেঙ্গছাতা, পিষ্টক ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্য ভোজন এবং ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণাদি কার্য্য বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত আচরণ করিবে না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাধিকারঃ।

অথ জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

জ্বরাতিসারনিদানম্।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার-
স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ।
দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবা-
জ্জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

জ্বরাতিসার একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগের সম্মিলনকে জ্বরাতিসার কহে। যথা—

যদি পিত্তজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসার রোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, দোষ ও দূষ্য পদার্থের সমতাহেতু ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার কহা যায়।

জ্বরাতীসারয়োরুক্তং নিদানং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
তৎ স্যাজ্জ্বরাতিসারস্য তেন নাত্রোদিতং পুনঃ॥

জ্বর ও অতিসারের পৃথক্ পৃথক্ যে নিদান বলা হইয়াছে, সেই উভয়বিধ মিলিত নিদানই জ্বরাতিসারের জানিবে, অর্থাৎ যে কারণে জ্বর ও অতিসার হয়, সেই কারণদ্বয় মিলিত হইয়াই জ্বরাতিসার রোগ আনয়ন করে। অতএব এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করা হয় নাই।

অথ জ্বরাতিসার-চিকিৎসা।

জ্বরাতীসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
ন তন্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্‌যতঃ॥
প্রায়োজ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনন্ত্বতিসারনুৎ।
অতোঽন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎপরস্পরম্।
ততস্তৌ প্রতিকুর্ব্বীত বিশেষোক্তচিকিৎসিতৈঃ॥

জ্বর ও অতিসার রোগে যে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতিসার রোগে, সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবেনা, করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায় ভেদক, কিন্তু অতিসারঘ্ন ঔষধ ধারক, সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্বরহর ঔষধ দ্বারা অতিসারের বৃদ্ধি এবং অতিসারনাশক ধারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি

হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারে যে বিশেষ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া রোগের প্রতিকার করিবে।

জ্বরাতীসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে।
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ॥

জ্বরাতিসাররোগির পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন এবং পাচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কারণ জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগই আম অর্থাৎ অপক্ক রসসম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা আম রসের পরিপাক হওয়ায় রোগের লাঘব হয়।

জ্বরাতিসারে পেয়াদিক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ॥

জ্বরাতিসারে লঙ্ঘিত ব্যক্তির পক্ষে পেয়াদিক্রম হিতজনক, অর্থাৎ প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া পরে উপযুক্ত পেয়া ও মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

উৎপলষট্কম্।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-নাগরোৎপলধান্যকৈঃ॥

জ্বরাতিসাররোগিকে, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল ও ধনে এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া, শুদ্ধ সেই পেয়া অথবা দাড়িমাদির রসে উহা ঈষদম্লীকৃত করিয়া পান করিতে দিবে।

পাঠাদিঃ।

পাঠেন্দ্রযবভূনিম্ব-মুস্তপর্পটকামৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥

জ্বরাতিসারের আমাবস্থায় আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুতা ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হইবে।

কুটজাদিঃ।

কুটজো নাগরং মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ কাথং জ্বরাতিসারনাশনম্॥

কুড়চিছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ ইহা দর কাথ সেবনে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

ধান্যশুণ্ঠী।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্॥

জ্বরাতিসারে প্রথম অবস্থায় আমদোষের পরিপাক ও অগ্নির উদ্দীপ্তি জন্য ধনে ও শুঁঠের কাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর, অতিসার ও উদরের কামড়ানি প্রশমিত হয়।

নাগরাদিঃ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশক।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-বিল্বনাগরধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্।
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের কাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, শূল (পেট্ কামড়ানি) ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচ্যাতিবিষাধান্য-শুণ্ঠীবিল্বাব্দবালকৈঃ।
পাঠাভূনিম্বকুটজ-চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, উশীর ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

উশীরাদি।

উশীরং বালকং মুস্তং ধান্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্॥
হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

উশীর, বালা, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়। ইহা দ্বারা সবেদন, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার, অরুচি ও মলের পিচ্ছিলতা এবং বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্বহ্রীবের-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥

(যদ্যপি "পঞ্চমূলীতু সামান্যাৎ যোজ্যা পৈত্তে কনীয়সী। মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা" ইতি বৃন্দোক্তম্ তথাপ্যত্র স্বল্পপঞ্চমূল্যেব ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

স্বল্পপঞ্চমূল (শালপাণি চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়্‌চিছাল ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতিসার জ্বর বমি শূল এবং সুদারুণ শ্বাস ও কাস বিনষ্ট করে। (যদিও স্বল্প পঞ্চমূল পিত্তাধিক্যে এবং মহৎ পঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মাধিক্যে অর্থাৎ পৈত্তিক অতিসারে স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারে মহৎ পঞ্চমূল ব্যবস্থেয়, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এস্থলে স্বল্প পঞ্চমূলই ব্যবহার করিয়া থাকেন।)

বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলীশৃঙ্গবের-শৃঙ্গাটকঞ্চটং ঘনম্।
জম্বুদাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ফলং তথা।
ধান্যাকং ধাতকীকাথং বিষাজীরকসংযুতম্॥
পিবেজ্জ্বরাতিসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে॥

বেলছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শুঁঠ, পাণিফলপত্র, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের কাথে আতইচ চূর্ণ ২ মাষা ও জীরক চূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে, সরক্ত বা রক্তবিহীন জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাতিবিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বুযবাসকম্।
জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকার্দ্ধেনাভিভাষিতৌ।
জ্বরাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহনাশনৌ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, বালা, দুরালভা। অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী, গজপিপ্পলী। কিংবা গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী। এই যোগত্রয়ের কাথ জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহারা সিদ্ধফল।

নাগরামৃতভূনিম্ব-বিল্ববালকবৎসকৈঃ।
সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্ব'রাতিসারহৃজ্জলম্॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও উশীর ইহাদের কাথ জ্বরাতিসারনাশক।

মুস্তকবিল্বাতিবিষা-পাঠাভূনিম্ববৎসকৈঃ কাথঃ।
মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতিসারৌ জয়েদ্ ঘোরৌ॥

মুতা, বেলশুঁঠ, আতইচ, আকনাদি, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঘোর জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়।

ঘনজলপাঠাত্রিবিষা-পথ্যোৎপলধান্যরোহিণীবিশ্বৈঃ।
সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমস্তঃ সাতীসারং জ্বরং জয়তি ॥

মুতা বালা, আকনাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনে, কট্‌কী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতিসারনাশক।

বিল্বপঞ্চকম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অতিসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্ ॥

জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের ত্বক্ ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা।

কলিঙ্গবিল্বজম্ব্বাম্র-কপিথং সরসাঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্‌ফলং শুকনাসিকাম্ ॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকী বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥
ছায়াশুষ্কান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
রক্তপ্রসাদনা হেতে শূলাতীসারনাশনাঃ ॥

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের ও আমের আঁটির শস্য, কয়েত বেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামারকসা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের শুঙ্গা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া ২ তোলা (ব্যবহার ২ মাষা) পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও উদরের কামড়ানি নিবৃত্ত হয়।

উৎপলাদিচূর্ণম্।

উৎপলং দাড়িমত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতিসারশান্তয়ে ॥

নীলোৎপল, পদ্মকেশর ও দাড়িমফলের ত্বক্ একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণম্।

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্ ॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসকত্বচঃ।
সর্ব্বমেকত্র সংযুজ্য পিবেত্তণ্ডুলবারিণা ॥
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥
প্রমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্লীহানমেব চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

ব্যোষ (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কুট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ তণ্ডুলোদকের (চালুনি জলের) সহিত পান অথবা মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎ কুটজাবলেহঃ।

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্ ॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষেপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা ॥
দাড়িমাতিবিষা লোধ্রং শাল্মলীবেষ্টসর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা ॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং নিক্ষেপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্।
শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥
সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।
রক্তস্রুতিং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাম্ ॥
অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি।
(অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্।)

কুড়্‌চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া

তাহার সহিত চিনি /২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা,—আকনাদি মূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুতা, দাড়িমফলের ত্বক্, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাঞ্জন, ধনে, উশীর ও বালা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। শীতল হইলে /।০ পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শঃ, তৃষ্ণা, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলোদক।

তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহৎকুটজাবলেহঃ।

(গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ)

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপ্রস্থকং পচেৎ॥
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্॥
এলা পাঠা ত্বচং শৃঙ্গী জাতীফলমধূরিকাঃ।
শক্রকান্তিবিষাক্ষারাং কাকোলী চ রসাঞ্জনম্॥
শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টিঃ সমঙ্গা রক্তচন্দনম্।
বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্ব্বাম্রপল্লবং তথা॥
এষামক্ষসমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্।
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ॥
খাদয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু অনুপানবিধিং শৃণু।
অনুপানং প্রদাতব্যং দধি মস্ত ত্বজাপয়ঃ॥
চম্পককদলীমূল-স্বরসং কর্ষমানতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
রোগং রক্তাতিসারঞ্চ চিরকালসমুদ্ভবম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
(শোথাতীসারে কেবলে বাতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্)।

কুড়্‌চি মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথের সহিত চিনি /২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘনীভূত হইলে লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, জামপত্র ও আমপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /॥০ অর্দ্ধ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান,—দধির মাত, ছাগদুগ্ধ, চম্পকমূলের রস বা কদলীমূলের রস ২ তোলা। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা রক্তাতীসার শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটী।

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা॥
মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী।
পানীয়াশীততোয়েন জ্বরাতীসারনাশিনী।
বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে॥

পিপ্পলী ১ ভাগ, বৎসনাভ (কাঠবিষ) ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জামীর লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া মূলার বীজতুল্য বটিকা করিবে। সেই বটী শীতল জল সহ সেব্য, ইহা জ্বরাতিসারনাশক। বিসূচিকা ও দারুণ সন্নিপাতজ্বরেও মৃতসঞ্জীবনী প্রযোজ্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ।

গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্ বেদভাগমন্যচ্চ ভাগিকম্।
সর্জ্জিটঙ্গযবক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
বরাব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নিযমানিকাঃ।
সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
মাষৈকং ভক্ষয়েদস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতম্॥

উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাৎ তত্র পলত্রয়ম্।
জ্বরাতিসারেঽতিস্থতৌ কেবলে বা জ্বরেঽপি চ॥
ঘোরে ত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামস্থগাময়ে।
বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে॥

গন্ধক, পারদ ও অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা; সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুল্ফা, প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী করিবে। অনুপান—পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজলপান ব্যবস্থেয়। ইহা অতি প্রবল জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কনকসুন্দরো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্গণং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্ যদ্বা তক্রোদনং চরেৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ ও ধুস্তুরবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র ভিজান জলে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে তীব্র জ্বর, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। পথ্য—দধি বা তক্রের সহিত অন্ন।

কনকপ্রভা বটী।

স্বর্ণবীজং মরিচং মরাল-
পাদংকণা টঙ্কণকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়াম্ভির্দিবসং বিমর্দ্দ্য
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ॥
এষাতিসারগ্রহণীং জ্বরাগ্নি-
মান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভয়েম্।
দধ্যোদনং পথ্যমনুষ্ণবারি
মাংসং ভজেৎ তিত্তিরিলাবকানাম্॥

ধুতূরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিপ্পলী, সোহাগার খৈ, বিষ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্র ভিজান জলে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কনকপ্রভা নামে অভিহিত। এই বটিকা সেবনে অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, অনুষ্ণ জল ও তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষির মাংস।

গগনসুন্দরো রসঃ।

টঙ্গণং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
তুণ্ডিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্লকম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসারমুল্বণম্॥
পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো হেষ রসো গগনসুন্দরঃ॥

সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র সমপরিমাণে লইয়া ক্ষীরুইএর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—শ্বেতধুনা ২ রতি ও মধু। ইহা সেবনে প্রবল জ্বরাতিসার, নানাপ্রকার রক্তস্রাব ও আমশূল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য—তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ।
ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী জীরকবালকম্॥
যমানী ধান্যকং বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতম্।
কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বালদাড়িমম্॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসম্।

রুদ্ধা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং * মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ ॥
ষট্প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ ধ্রুবম্।
নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা ॥
যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী।
ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমম্।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্ ॥
(* ক্ষণমিতি দণ্ডচতুষ্টয়ম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ সিকি ভাগ এবং সর্ব্বতুল্য জারিত অভ্র। ধুতূরা-পত্রের রসে ও গন্ধনাকুলীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে; এবং ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধনে, বেলশুঁঠ, আক্নাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুড়্চির ছাল, ইন্দ্রযব, কয়েতবেল ও কচি দাড়িম এই ১৬টি দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে; সেই ক্বাথে উপরি উক্ত মর্দ্দিত পারদাদি দ্রব্য তিন দিন ভাবনা দিয়া উহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ শরাব দ্বারা আচ্ছাদিত করত. সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া, মৃদু অগ্নি দ্বারা চারিদণ্ড বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ মৃতসঞ্জীবন রস নামে অভিহিত। মাত্রা—৪ রতি (বৃদ্ধ বৈদ্যের ব্যবহার ১ রতি)। এই ঔষধ সেবন করিয়া শুঁঠ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনে, কুড়্চির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আক্নাদি ও মোচরস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ ও লেহনরূপ অনুপান সেবন করিলে সাধ্যাসাধ্য সকলপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

জ্বরাতিসারের বিশেষ কোন পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট নাই। জ্বর ও অতিসারোক্ত পথ্যাপথ্যই বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

অথাতীসারাধিকারঃ।

অথাতীসারনিদানম্।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণ-দ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈর্ব্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ॥
স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্ব্বিষৈর্ভয়ৈঃ।
শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতি-পানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তু পর্য্যয়ৈঃ॥
জলাভিরমণৈর্ব্বেগ-বিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে॥
সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ
শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃপ্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু-
র্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্‌বিধং তং বদন্তি॥

গুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অতি উষ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থূল ও অতিশীতল দ্রব্য ভোজন; বিরুদ্ধ ভোজন (ক্ষীরমৎস্যাদি একত্র ভোজন), অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বদিনাহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, অপক্ক অন্ন ভোজন ও বিষমাশন এবং বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহার্থ স্নেহাদি ক্রিয়ার অতিযোগ কিংবা মিথ্যাযোগ, স্থাবর বিষ ভক্ষণ, ভয়, শোক এবং দুষ্ট জল ও দুষ্ট মদ্যের অতিপান, সাত্ম্য-বিপর্য্যয় অর্থাৎ অনভ্যস্ত ও দেহের প্রতিকূল আহার বিহারাদি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যতিক্রম, অধিক জলক্রীড়াদি, মল-মূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ; এই সকল কারণে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে।

শরীরস্থ দূষিত রস রক্ত জল স্বেদ মেদঃ মূত্র কফ পিত্ত রক্তাদি জলীয় ধাতু সকল, অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া অতিশয় নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহার নাম অতিসার।

আমপক্কক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পক্কামলক্ষণম্॥

সকল প্রকার অতিসারেই অগ্রে আম ও পক্ক লক্ষণ অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ অতিসার রোগের আমাবস্থার ও পক্কাবস্থার ক্রম অবলম্বন ব্যতীত চিকিৎসাই চলিতে পারে না। যদি আম ও পক্কের ক্রম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করা যায় অর্থাৎ আমাতিসারে ধারক ও পক্কাতিসারে লঙ্ঘনাদি পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব অগ্রে আম ও পক্ক লক্ষণ জানা কর্ত্তব্য।

আমপক্ক-লক্ষণম্।

মজ্জত্যামা গুরুত্বাদ্ বিট্ পক্কা তূৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রবসংঘাত-শৈত্যশ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ॥

আমাতিসারে পুরীষ, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হইয়া যায় এবং পক্কাতিসারে মগ্ন হয় না। কিন্তু পুরীষ অত্যন্ত দ্রব, অধিক সংহত, অত্যন্ত শীতল বা কফদূষিত হইলে পক্ক পুরীষ জলে নিমগ্ন হয়। অত্যন্ত দ্রব পুরীষ জলের সহিত একীভূত হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়।

আমপক্কয়োরপরলক্ষণম্।

শকৃদ্ দুর্গন্ধি সাটোপ-বিষ্টম্ভার্ত্তি প্রসেকিনঃ।
বিপরীতং নিরামন্তু কফাৎ পক্কঞ্চ মজ্জতি॥

আমাতিসারে উদর মধ্যে সবেদন গুড় গুড় শব্দ, অল্প মলনির্গম, লালা দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ ও মলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে; নিরাম অবস্থায় ইহার বিপরীত হয়। কফাতিসারে কফের গুরুত্ব প্রযুক্ত পক্কাবস্থাতেও পুরীষ জলে মগ্ন হয়।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্॥
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ-কুষ্ঠগুল্মোদরজ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মান-গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা॥

আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বহুরোগ উৎপাদন করে।

ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষোঽতিনিঃস্রুতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ॥

কিন্তু অতিসাররোগে যদি অধিক পরিমাণে মল-ভেদ ও দোষের প্রবল প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে যদি রোগির ধাতু ও বল ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ তখন কেবল পাচক ঔষধ দিলে অধিক মলনিঃসরণ হেতু রোগির মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অতএব আমও স্তম্ভনীয়।

পক্কোঽসকৃদতীসারো গ্রহণীমার্দ্দবাদ্ যদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ॥

গ্রহণীনাড়ীর মৃদুতাবশতঃ পক্কাতিসারে যখন অনবরত পুরীষ নির্গত হয়, তখন শীঘ্র ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

অথামাতীসার-চিকিৎসা।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘু ভোজনম্॥

আমাবস্থায় প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপ লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘনের পর মণ্ড ও পেয়াদি দ্রব অথচ লঘু পথ্য প্রদান করিবে। (অতিসারে যে দ্রবপদার্থের নিষেধ আছে, তাহা দুগ্ধাদি অবিহিত দ্রব্য জানিবে, পেয়াদি নিষিদ্ধ নহে।)

লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা ন চান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ।
সমুদীর্ণদোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়ত্যপি॥

সবল রোগির পক্ষে অতিসাররোগে একমাত্র লঙ্ঘন যেমন উপকারী, এরূপ উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। লঙ্ঘন দ্বারা অতি বৃদ্ধ দোষের প্রশম ও পরিপাক উভয়ই হইয়া থাকে।

হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্যশৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে।
যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ॥

অতিসাররোগির পিপাসা থাকিলে বালা ও শুঁঠ কিংবা মুতা ও ক্ষেতপাপ্ড়া অথবা মুতা ও বালা, ইহাদের দ্বারা সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। এবং ক্ষুধাশান্তির জন্য উপযুক্ত ভোজনকালে লঘু অন্ন প্রদান করিবে।

ঔষধসিদ্ধাঃ পেয়া লাজানাং শক্তবোঽতিসারহিতাঃ।
বস্ত্রপ্রস্রুতমণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষশ্চ॥

পূর্ব্বে যে দ্রব অথচ লঘু পথ্য দিবার বিধি কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

বক্ষ্যমাণ শালপর্ণ্যাদি বা ধান্যপঞ্চকাদি ঔষধে সিদ্ধ পেয়া, খৈএর ছাতু, বস্ত্রপ্রস্রুত মণ্ড, পেয়া ও মসূরযূষ অতিসারে হিতকর।

গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ।
শক্তূনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা॥

খৈএর ছাতু যদি অল্পজলযুক্ত হইয়া কঠিন পিণ্ডাকার হয়, তাহা হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে, কিন্তু যদি অধিক জলসংযোগে উহাকে অবলেহবৎ করা যায়, তাহা হইলে লঘু হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ।

শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারির পক্ষে শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলে দ্বারা সাধিত

এবং দাড়িমের রসে ঈষদম্লীকৃত পেয়া হিতকর।

ধান্যপঞ্চকসংসিদ্ধো ধান্যবিশ্বকৃতোঽথবা।
আহারো ভিষজা যোজ্যো বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
বাতপিত্তে পঞ্চমূল্যা কফে বা পঞ্চকোলকৈঃ॥

বাতশ্লেষ্মাতিসারিকে ধান্যপঞ্চকের সহিত অথবা কেবল ধনে ও শুঁঠ এই ঔষধদ্বয়ের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহার করিতে দিবে। বাতপিত্তাতিসারিকে স্বল্পপঞ্চমূলের এবং শ্লেষ্মাতিসারিকে, পঞ্চকোলের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ দিবে। (ধনে, শুঁঠ; মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই পাঁচটিকে ধান্যপঞ্চক এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটিকে স্বল্পপঞ্চমূল, আর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, এই পাঁচটীকে পঞ্চকোল কহে।)

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
বলাশ্বদংষ্ট্রাবিল্বানি পাঠানাগরধান্যকম্।
এতদাহারসংযোগে হিতং সর্ব্বাতিসারিণাম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, শুঁঠ ও ধনে, এই সকল ঔষধের সহিত সাধিত পেয়া, সকল প্রকার অতিসাররোগির পক্ষেই হিতজনক।

ধান্যোদীচ্যশৃতং তোয়ং তৃষ্ণাদাহাতিসারনুৎ।
আভ্যামেব সপাঠাভ্যাং সিদ্ধমাহারমাচরেৎ॥

অতিসাররোগির যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, তাহা হইলে ধনে ও বালা; অথবা ধনে বালা ও আক্‌নাদি; ইহাদের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহারার্থ দিবে।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে।
অভয়াপিপ্পলীকল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ॥

অতিসাররোগে যাহার অল্প অল্প অথবা বিবদ্ধ (গুটলে) মল নির্গত হয় এবং উদরে কামড়ানি থাকে, তাহাকে হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ॥

অতিসাররোগে আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা নিবারণার্থ এবং দোষপাক ও বহ্নিদীপনার্থ ধান্যপঞ্চকের কাথ পান করিতে দিবে। কিন্তু পিত্তাতিসারে ধান্যপঞ্চক না দিয়া ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিবে। ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটিকে ধান্যচতুষ্ক কহে।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণাতিসারশূলঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥

অতিসারে তৃষ্ণা এবং উদরে শূলবৎ বেদনা থাকিলে, শুঁঠ, আতইচ, মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে। এই কাথদ্বয় লঘু এবং আমদোষের পাচক ও অগ্নির দীপক।

পাঠাবৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্।
এতদামসমুত্থানমতীসারং সবেদনম্।
কফাত্মকং সপিত্তঞ্চ বর্চ্চো বধ্নাতি চ ধ্রুবম্॥

আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, আমজন্য অতিসার ও বেদনা এবং সকফপিত্ত মলভেদ নিবারিত হয়।

পয়স্যৎকাথ্য মুস্তা বা বিংশতিং ছাগকাহ্বয়াঃ।
ক্ষীরাবশিষ্টং তৎ পীতং হন্যাদামং সবেদনম্॥

২০টি মুতার পরিমাণ যত, তাহার ৮ গুণ ছাগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া, তাহাতে ঐ ২০টি মুতা সিদ্ধ করিবে। যখন জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধাবশেষ হইবে, তখন উহা নামাইয়া এবং মুতাগুলি ফেলিয়া দিয়া

ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহাতে আম ও তজ্জনিত বেদনা দূরীভূত হয়।

বৎসকাদি-ক্কাথঃ।

বৎসকাতিবিষা শুণ্ঠী বিল্বহিঙ্গুযবাম্বুদৈঃ।
চিত্রকেণ যুতৈঃ ক্কাথ আমাতীসারনাশনঃ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিতা; ইহাদের ক্কাথ সেবনে আমাতীসার নষ্ট হয়।

পথ্যাদি-কষায়ঃ।

পথ্যাদারুবচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ।
আমাতিসারনাশায় ক্কাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ॥

আমাতীসারনাশার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচের ক্কাথ পান করিতে দিবে।

যমান্যাদি।

যমানীনাগরোশীর-ধনিকাতিবিষাঘনৈঃ।
বালবিল্বদ্বিপর্ণীভির্দীপনং পাচনং ভবেৎ॥

অগ্নির দীপ্তি ও আমের পরিপাক জন্য যমানী, শুঁঠ, উশীর, ধনে, আতইচ, মুতা, কচিবেল-শুঁঠ, শালপাণি ও চাকুলের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গাতিবিষা হিঙ্গু পথ্যা সৌবর্চ্চলং বচা।
শূলস্তম্ভবিবন্ধঘ্নং পেয়ং দীপনপাচনম্॥

কুড়্চিছাল, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চল লবণ ও বচ, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে শূলবৎ বেদনা, স্তম্ভ ও মলের বিবদ্ধতা নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

কঞ্চটাদি।

কঞ্চটদাড়িমজম্বু-শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্কাথ সেবনে অতি বেগবান্ অতিসার রুদ্ধ হয়।

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥
সামে শূলে চ রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্ততে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥
(বহুশো দৃষ্টফলোঽয়ম্।)

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের ত্বক্, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আক্নাদি মিলিত ২ তোলা, জল ⁄।৷০ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া; প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। ইহা আম, শূল (কামড়ানি), রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নিবারণ করে। ইহা অতীসারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধ

ত্র্যূষণাদিচূর্ণম্।

ত্র্যূষণাতিবিষাহিঙ্গু-বলাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
পীত্বোষ্ণেনাম্ভসা হন্যাদামাতীসারমুদ্ধতম্॥
অথবা পিপ্পলীমূল-পিপ্পলীদ্বয়চিত্রকান্।
সৌবর্চ্চলবচাব্যোষ-হিঙ্গুপ্রতিবিষাভয়াঃ॥
পিবেৎ শ্লেষ্মাতিসারার্ত্তশ্চূর্ণিতাশ্চোষ্ণবারিণা।
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেদামেষু বুদ্ধিমান্।
খড়যূষযবাগূষু পিপ্পল্যাদিং প্রযোজয়েৎ॥

প্রবল আমাতিসারে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গুল, বেড়েলা, সচল লবণ ও হরীতকীচূর্ণ অথবা পিপ্পলীমূল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ; শ্লেষ্মাতিসারে সচল লবণ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, আতইচ ও হরিতকীর চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। সুবুদ্ধি ভিষক্ আমাতিসারে সুশ্রুতোক্ত হরিদ্রাদি বা বচাদি গণের ক্কাথ এবং সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদি গণের সহিত খড়যূষ ও যবাগূ প্রয়োগ করিবেন। (হরিদ্রাদি গণ যথা—হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু। বচাদি গণ যথা—বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও শুঁঠ। পিপ্পল্যাদি গণ যথা—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল,

চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, জীরক, বামুনহাটী, মহাসিম, হিঙ্গু, কটকী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ এবং মূর্ব্বা।)

খড়যূষঃ।

তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্বঃ খড়যূষোঽয়ময়ং কাম্বলিকোঽপরঃ।
দধ্যম্লো লবণস্নেহ-তিলমাষসমন্বিতঃ॥

খড়যূষপাকের বিধি। ঘোল ⁄৪ সের, কয়েতবেল ও আমরুল শাক প্রত্যেক চারি বা ছয় তোলা, এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা সমুদায়ে ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের ডাল পাক করিলে যে যূষ হয়, তাহাকে খড়যূষ কহে। এই খড়যূষকে দধি দ্বারা অম্লীকৃত এবং লবণ, তৈল, তিল ও মাষ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে কাম্বলিক নামক যূষ প্রস্তুত হয়।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণম্।

শুণ্ঠীপ্রতিবিষাহিঙ্গু-মুস্তাকুটজচিত্রকৈঃ।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামাতীসারনাশনম্॥

শুঁঠ, আতইচ, হিঙ্গু, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অতিসার নিবারিত হয়।

হরীতক্যাদিচূর্ণম্।

হরীতকী প্রতিবিষা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বচা।
হিঙ্গু চেতি কৃতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল লবণ, বচ এবং হিঙ্গু, ইহাদের চূর্ণও উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

অথ বাতাতীসার-লক্ষণম্।

অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ।
শকৃদামং সরুক্‌শব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে॥

বাতাতিসারে, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত রুক্ষ ও অপক্ব মল, গুহদ্বারে শব্দ ও বেদনা জন্মাইয়া অতি অল্প অল্প অথচ মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয়।

অথ বাতাতীসার-চিকিৎসা।

পূতিকাদি-কষায়ঃ।

পূতিকো মাগধী শুণ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী।
পক্বাম্বুনা পিবেৎ সায়ং বাতাতীসারশান্তয়ে॥

বাতাতিসারশান্তির জন্য করঞ্জ, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সায়ংকালে ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি-কষায়ঃ।

পথ্যা দারু বচা শুণ্ঠী মুস্তা চাতিবিষামৃতা।
ক্বাথ এষাং হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুল্বণম্॥

প্রবল বাতাতীসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

বচাদি-কষায়ঃ।

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ।
শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে॥

বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ বাতাতিসারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পঞ্চমূলীবলাবিশ্ব-ধান্যকোৎপলবিল্বজাঃ।
বাতাতীসারিণে দেয়াস্তক্রেণাম্লতমেন বা॥

বায়ুজনিত অতিসারে বৃহৎ বা স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেড়েলা, শুঁঠ, ধনে, উৎপল ও বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্য তক্র, কাঁজি বা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। (তক্র ও কাঁজি দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে অর্দ্ধ পরিমিত জল প্রদেয়।)

অথ পিত্তাতীসার-লক্ষণম্।

পিত্তাৎ পীতং নীলমালোহিতং বা
তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপাকোপপন্নম্॥

পিত্তাতিসারে, মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

অথ পিত্তাতীসার-চিকিৎসা।

মধুকাদি।

মধুকং কট্‌ফলং লোধ্রং দাড়িমস্য ফলত্বচৌ।
পিত্তাতীসারে মধ্বাক্তং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা॥

পিত্তাতীসারে যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লোধ এবং দাড়িমের কচি ফল ও বল্কল ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া চালুনি জলের সহিত পান করিতে দিবে।

বিল্বাদি-কষায়ঃ।

বিল্বশক্রযবাম্ভোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্॥

আমপিত্তাতীসারে বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ ইহাদের কাথ প্রযোজ্য।

কট্‌ফলাদি-কষায়ঃ।

কট্‌ফলাতিবিষাম্ভোদ-বৎসকং নাগরান্বিতম্।
শৃতং পিত্তাতীসারঘ্নং দাতব্যং মধুসংযুতম্॥

কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তাতীসার নিবৃত্ত হয়।

কিরাততিক্তাদি-কষায়ঃ।

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনম্।
পিত্তাতীসাররোগঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্॥

চিরতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে রসাঞ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলেও পিত্তাতীসার প্রশমিত হয়।

অতিবিষাদি।

সক্ষৌদ্রাতিবিষা পিষ্টা বৎসকস্য ফলং ত্বচম্।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং পেয়ং পিত্তাতিসারনুৎ॥

আতইচ, কুড়্‌চিছাল ও ইন্দ্রযব চূর্ণ, মধুসংযুক্ত করিয়া চালুনি জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তাতীসার নিবারিত হয়।

অথ শ্লেষ্মাতিসার-লক্ষণম্।

শুক্লং সান্দ্রং শ্লেষ্মণা শ্লেষ্মযুক্তং
বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ॥

কফজনিত অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত, আমগন্ধী ও শীতল মল নিঃসৃত হয়। ইহাতে রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

অথ শ্লেষ্মাতীসার-চিকিৎসা।

পথ্যাদি-কষায়ঃ।

পথ্যাগ্নিকটুকাপাঠা-বচামুস্তকবৎসকৈঃ।
সনাগরৈর্জয়েৎ কাথঃ কল্কো বা শ্লৈষ্মিকীং স্রুতিম্॥

হরীতকী, চিতা, কটকী, আকনাদি, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ বা কল্ক শ্লেষ্মাতীসার নিবারণ করে।

ক্রিমিশত্রাদি-কষায়ঃ।

ক্রিমিশক্রবচাবিল্ব-পাঠাধান্যককট্‌ফলম্।
এষাং কাথং ভিষগ্ দদ্যাদতীসারে বলাসজে॥

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আকনাদি, ধনে ও কট্‌ফল, ইহাদের কাথ শ্লেষ্মাতীসারে প্রযোজ্য।

চব্যাদি-কষায়ঃ।

চব্যং সাতিবিষং মুস্তং বালবিল্বং সনাগরম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা ছর্দ্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চৈ, আতইচ, মুতা, কচিবেলশুঁঠ, কুড়্‌চির ছাল ও ফল এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয়।

পাঠাদি চূর্ণম্।

পাঠা বচা ত্রিকটুকং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
উষ্ণাম্বুনা বিনিঘ্নন্তি শ্লেষ্মাতীসারমুল্বণম্॥

আকনাদি, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড় ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে প্রবল শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা।
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

হিং, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও বচ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

বব্বূলাদিযোগঃ।

বব্বূলপত্রং সংপিষ্টং রাত্রৌ জীরদ্বয়ং হিতম্।
কর্ষমাত্রং ভবেদ্ভক্ষ্যং কফাতিসারনাশনম্॥

বাব্‌লাপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

পথ্যাদি চূর্ণম্।

পথ্যা পাঠা বচা কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণী।
চূর্ণমুষ্ণাম্ভসা পীতং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, চিতা ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার প্রশান্ত হয়।

অথ ত্রিদোষাতীসার-লক্ষণম্।

বরাহস্নেহমাংসাম্বু-সদৃশং সর্ব্বরূপিণম্।
কৃচ্ছ্রসাধ্যমতীসারং বিদ্যাদ্ দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

সান্নিপাতিক অতিসারে, উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়; অধিকন্তু ইহাতে মল, শূকরের চর্ব্বিবৎ বা মাংস-প্রক্ষালন-জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার অতি কষ্টসাধ্য।

অথ ত্রিদোষাতীসার-চিকিৎসা।

সমঙ্গাদি-কষায়ঃ।

সমঙ্গাতিবিষামুস্তা বিশ্বং হ্রীবেরধাতকী।
কুটজত্বক্‌ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥

বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়্চির ছাল ও ফল এবং বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদি-কষায়ঃ।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্ববহ্নিষ্ঠ-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদুস্তরম্॥

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাত ও কফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা এবং কুড়্চির ছাল ও ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার ও জ্বর, বমি, শূলোপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

অবেদনং সুসম্পক্বং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্।
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ॥

বেদনাহীন এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট পক্বাতিসারে অগ্নির দীপ্তি থাকিলে পুটপাক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কুটজপুটপাকঃ।

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তুজগ্ধ-
মাদায় তৎক্ষণমতীব চ পোথয়িত্বা।
জম্বুপলাশপুটতণ্ডুলতোয়সিক্তং
বদ্ধং কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্॥

স্বস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে প্রদদ্যাৎ।
কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ
সর্ব্বাতিসারহরণে স্বয়মেব রাজা॥
স্বরসস্তু গুরুত্বেন পুটপাকে পলং পিবেৎ।
পুটপাকস্ত পাকোঽয়ং বহিররুণবর্ণতা॥

কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে এরূপ সরস ও পুরু কুড়্চি মূলের ছাল লইয়া সদ্যঃ কুট্টিত এবং তাহা তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন এবং কুশ দ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ যখন অরুণ বর্ণ হইবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত (২ তোলা পরিমাণে) সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ।

শ্যোনাক-পুটপাকঃ।

ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য কাশ্মীরপত্রবেষ্টিতম্।
মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষ্ববকূলয়েৎ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় যত্নতঃ।
শীতীকৃতং মধুযুতং পায়য়েদুদরাময়ে॥

শোনাছাল পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এবং ঐ পিণ্ড গাম্ভারীপত্রে পূর্ব্ববৎ বেষ্টন, কুশ দ্বারা বন্ধন ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। ঐ রস শীতল হইলে মধু সহ পান করিতে দিবে। ইহাতে সুদারুণ উদরাময় প্রশমিত হয়।

কুটজলেহঃ।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিড়সৈন্ধবপিপ্পলী-
ধাতকীন্দ্রযবাজাজী-চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্ বদরমাত্রং তচ্ছীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥

কুড়্চির ছাল ১২॥০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ গাঢ় হইলে, উহাতে সচল লবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া লইবে। ১ তোলা (ব্যবহার ।০ তোলা) মাত্রায় মধুর সহিত লেহনীয়। ইহাতে পক্ক, অপক্ক, নানাবর্ণ ও বেদনাযুক্ত অতিসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কুটজাষ্টকঃ।

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ
সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ সুপূতে পলসংমিতানি
শ্লক্ষ্ণানি পিষ্ট্বা সহ শাল্মলেন॥
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং
বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেৎ তু তাবদ্
দার্ব্বীপ্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ॥
পীতস্ত্বসৌ কালবিদাজলেন
মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি।
নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতিসারমুগ্রং
কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা॥
দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং
পিত্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি।
অসৃগ্দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং
নিহন্ত্যবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্॥
(তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা॥)

মনাক্ দার্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং শাল্মলাদিচূর্ণং প্রক্ষেপ্যং, শাল্মলাদীনাং প্রত্যেকং পলমানত্বম্। শাল্মলং শাল্মলীনির্য্যাসঃ, অগ্নিমান্দ্যে কোষ্ণজলেন শৃতশীতেন ইত্যন্যে, বস্তিদুষ্টৌ অন্নমণ্ডেন, রক্তে ছাগদুগ্ধেন ইতি ভানুদাসঃ।

কুড়্চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, লেহবৎ ঘন হইলে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আত-

ইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল, প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর ও অনেক প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যে ঈষদুষ্ণ অথবা শৃত-শীতল জল, বস্তি-দোষে অন্নমণ্ড এবং রক্তস্রাবে ছাগদুগ্ধ।

অথ শোকজাতীসার-লক্ষণম্।

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য
বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ।
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েৎ তস্য রক্তং
তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তীপ্রকাশম্॥
নির্গচ্ছেদ্বৈ বিড়্‌বিমিশ্রং হ্যবিড়্‌বা
নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ॥

যে ব্যক্তি ধন-ক্ষয় বা বন্ধু-বিয়োগাদি-জনিত শোকে কাতর ও তজ্জন্য অল্পাহারী, তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্র-গল-নাসাদিগত জল) ও উষ্মা (দেহতেজঃ) কোষ্ঠে গমন-পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে। সেই গুঞ্জাফল-(কুঁচ্)-সদৃশ লোহিতবর্ণ রক্ত, মল-মিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়। উহা, মল-মিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ ও মল-রহিত হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টপ্রদ। কারণ শোকাপনোদন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঔষধ দ্বারা কিরূপে ব্যাধির শান্তি হইবে? রোগোৎপাদক হেতুর পরিত্যাগ ভিন্ন কেবল ঔষধ দ্বারা কোন ব্যাধিই প্রশমিত হইতে পারে না।

অথ শোকাদিজাতীসার-চিকিৎসা।

ভয়শোকসমুদ্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ বাতাতিসারবৎ।
তয়োর্বাতহরা কার্য্যা হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্রিয়া॥

ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতিসারের ন্যায় জানিবে। এই উভয়-বিধ অতিসারে পূর্ব্বোক্ত বাতহরা ক্রিয়া এবং হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাসন কর্ত্তব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি-কষায়ঃ।

পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যকোৎপলনাগরৈঃ।
বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্তা-দারুপাঠাকলিঙ্গকৈঃ।
মরিচেন সমাযুক্তং শোকাতীসারনাশনম্॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, উৎপল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকৃ-নাদি ও কুড়্‌চির ছাল, ইহাদের কাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকাতি-সার নিবারিত হয়।

অথ শোথাতীসার-চিকিৎসা।

শোথঘ্নীন্দ্রযবাঃ পাঠা শ্রীফলাতিবিষাঘনাঃ।
কথিতাঃ সোষণাঃ পীতাঃ শোথাতীসারনাশনাঃ॥

শোথঘ্নী (পুনর্নবা), ইন্দ্রযব, আকৃনাদি-মূল, বেলশুঁঠ, আতইচ, মুথা, প্রত্যেক ঔষধ ২৭ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা শেষ রাখিয়া মরিচচূর্ণ ১০ রতি সহ পান করিবে। ইহাতে শোথাতীসার নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাতিবিষা মুস্তং দারু পাঠা কলিঙ্গকম্।
মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশনম্॥

অতিসারে যদি শোথ হয়, তাহা হইলে বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকৃনাদি ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিতে দিবে।

অথ দ্বিদোষজাতীসার-চিকিৎসা।

দ্বিদোষলক্ষণৈর্বিদ্যাদতীসারং দ্বিদোষজম্।
তেষাং চিকিৎসা প্রোক্তৈব বিশিষ্টা চ নিগদ্যতে॥

যে অতিসারে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে দ্বিদোষজ অতিসার বলা যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অতিসারের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিদোষজ অতিসারের বিশেষ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মাতীসার-চিকিৎসা।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমঃ।
এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহৃৎ

মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়্চিছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

সমঙ্গাদিঃ।

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাম্রাস্থ্যম্ভোজকেশরম্।
বিল্বং মোচরসং লোধ্রং কুটজস্য ফলত্বচৌ॥
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন কষায়ং কল্কমেব বা।
শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিযচ্ছতি॥

বেড়েলামূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্মকেশর; কিংবা বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়্চির ছাল ও ফল, ইহাদের কষায় অথবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কল্ক পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কুটজাতিবিষা মুস্তং হরিদ্রা পর্ণিনীদ্বয়ম্।
সক্ষৌদ্রশর্করং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে কুড়্চির ছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণি ও চাকুলে ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

অথ বাতশ্লেষ্মাতীসার-চিকিৎসা।

চিত্রকাদিঃ।

চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বলা বিল্বং সনাগরম্।
বৎসকত্বক্ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চিতা, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়্চির ছাল ও ফল এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মাতিসারনাশক।

অথ বাতপিত্তাতীসার-চিকিৎসা।

কলিঙ্গাদিঃ।

কলিঙ্গকবচা মুস্তং দারু সাতিবিষং সমম্।
কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী॥

বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগিকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমথ্যাত্রয়ম্।

পিপ্পলীং নাগরং ধান্যং ভূতিকঞ্চাভয়াং বচাম্।
হ্রীবেরভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্॥
পৃশ্নিপর্ণী শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্॥
কফে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংজ্ঞা প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে পাচনদীপনে॥

কফোল্বণ অতিসারে পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ মিলিত ২ তোলা; পিত্তোল্বণ অতিসারে বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা; বাতোল্বণ অতিসারে চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা; যথানিয়মে কাথ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই যোগত্রয়কে শাস্ত্রে প্রমথ্যা কহে। যথা—পিপ্পল্যাদি প্রমথ্যা,

হ্রীবেরাদি প্রমথ্যা ও পৃশ্নিপর্ণ্যাদি প্রমথ্যা। হ্রীবেরাদি প্রথম্যাই ধান্যপঞ্চক। প্রমথ্যা শব্দটি বৈদ্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা।

অথ রক্তাতীসার-লক্ষণম্।

পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে।
তদোপজায়তেঽভীক্ষং রক্তাতিসার উল্বণঃ॥

পৈত্তিক অতিসার হইলে বা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অত্যন্ত পিত্তকর দ্রব্য সকল নিরন্তর আহার করা যায়, তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার জন্মে।

অথ রক্তাতীসার-চিকিৎসা।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনম্॥

রক্তাতিসারে যদি আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে দগ্ধ বেল গুড়ের সহিত খাইতে দিবে।

শল্লকীবদরীজম্বু-পিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ।
পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ॥

শল্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়ালছাল, আমছাল বা অর্জ্জুনছাল, বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধু সহ ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহারা প্রত্যেকেই রক্তাতিসারনাশক।

চন্দনকল্কঃ।

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তাতিসারজিদ্রক্ত-পিত্ততৃড়্দাহমেহনুৎ॥

মধু, চিনি ও চন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মেহ নষ্ট হয়।

কুটজদাড়িম-কষায়ঃ।

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িমবৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্॥

কচি দাড়িম ফলের ত্বক্ ও কুড়্চিছাল ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

জম্ব্বাম্রামলকানান্তু পল্লবানথ কুট্টয়েৎ।
সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ।
তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্॥

জামের, আমের ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া, তাহার রস, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বিল্বং ছাগপয়ঃসিদ্ধং সিতামোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণসংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্॥

কিঞ্চিৎ জলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধে বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যের ব্যবহার এই যথা—বেলশুঁঠ ৮ মাষা চিনি ১ মাষা, মোচরস ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মিলিত ১ মাষা এবং বেলশুঁঠ সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত ছাগদুগ্ধ। ইহাতে রক্তাতীসার নিবৃত্ত হয়।

জ্যোষ্ঠাম্বুনা তণ্ডুলীয়ং পীতঞ্চ সসিতামধু।

কাঁটানটের মূল ২ মাষা, চালুনি জলের সহিত পেষণ করিয়া উহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ।
রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥

শতমূলী ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করত, দুগ্ধ পান করিলে অথবা উহার কাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলেও রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

কুটজত্বক্কৃতঃ কাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ।
লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্ ভবেৎ॥

যথানিয়মে কুড়্চিছালের কাথ করিবে; সেই কাথ পুনঃপাক দ্বারা ঘনীভূত করিয়া তাহাতে আতইচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিতে দিলে

সর্ব্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়। ইহা প্রবল রক্তাতিসারের একটি মহৌষধ।

কুটজস্য পলং গ্রাহ্যমষ্টভাগজলে শৃতম্।
তথৈব বিপচেদ্ ভূয়ো দাড়িমোদকসংযুতম্॥
যাবচ্চৈব লসীকাভং শৃতং তদ্রূপকল্পয়েৎ।
তস্যার্দ্ধকর্ষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্।
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যোর্যাতি ন গোচরম্॥

কুড়্চির ছাল ১ পল, ৮ পল জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ করিবে; এবং ঐ ক্বাথের সহিত দাড়িমের ক্বাথ সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে; যখন ঘনীভূত হইয়া লসীকাভ হইবে, তখন নামাইবে। উহার ১ তোলা তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অবশ্য-মরণীয় অতিসাররোগীও রোগমুক্ত হয়।

কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাভাগসংযুতঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥

কৃষ্ণতিল বাটিয়া তাহার সহিত চতুর্থাংশ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্য রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

পয়স্যর্দ্ধোদকে চ্ছাগে হ্রীবেরোৎপলনাগরৈঃ।
পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা॥

অর্দ্ধেক জলবিশিষ্ট ছাগদুগ্ধে বালা, উৎপল ও শুঁঠের সহিত অথবা কেবল চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিলেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্।

রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলং ত্বচম্।
ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রণুদতি রক্তাতিসারমুল্বণম্।
মন্দং দীপয়তে চাগ্নিং শূলঞ্চাপি নিবর্ত্তয়েৎ॥

রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, ধাইফুল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত ও আম-শূল নিবৃত্ত হয়।

নিঃক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ
সম্যক্ পলদ্বিতয়মম্বুচতুঃশরাবে।
তৎপাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ং
ক্ষীরে পলদ্বয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ॥
প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে।
রক্তাতিসারী তং লীঢ়া নৈরুজ্যমধিগচ্ছতি॥

কুড়্চির ছাল ২ পল, জল /৪ সের, শেষ /১ সের, এই ক্বাথে ছাগদুগ্ধ ২ পল মিশ্রিত করিয়া উহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। পরে দুগ্ধাবশেষ হইলে উহাতে মধু ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

বটারোহস্য সংপিষ্য শ্লক্ষ্ণং তণ্ডুলবারিণা।
তং পিবেৎ তক্রসংযুক্তমতীসাররুজাপহম্॥

বটের ঝুরি চালুনি জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তক্র সহ পান করিলে অতিসার রোগ নিবারিত হয়।

তণ্ডুলজলপিষ্টাঙ্কোঠমূলককর্ষার্দ্ধপানমপহরতি।
সর্ব্বাতীসারগ্রহণীরোগসমূহঞ্চ মহাঘোরম্॥

আঁকড়মূল তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতি-সার ও প্রবল গ্রহণীরোগসমূহ প্রশমিত হয়।

কল্কঃ কোমলবব্বূল-দলাৎ পীতোঽতিসারহা॥

বাব্লার কচিপাতা বাটিয়া খাইলেও অতি-সার বিনষ্ট হয়।

বিশল্যকরণীক্বাথশ্চাথবা কুক্কুরদ্রুজঃ।
বারয়েচ্ছোণিতস্রাবং রক্তাতিসারমুল্বণম্॥

৩।৪ টী আয়াপানার ক্বাথ বা কুক্কুর-শোঁকার (কুক্শিমে) পাতার রস পান করিলে রক্তস্রাব ও প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥
নবনীতং মধুযুতং লিহেদ্বা সিতয়া সহ।
নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্।
মধুপাদং সিতার্দ্ধাংশং নবনীতং চতুর্গুণম্॥

রক্তাতিসারে দাহ তৃষ্ণা ও প্রমেহ রোগ থাকিলে চিনি মধু ও রক্তচন্দন তণ্ডুলজলের

সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে ঐ সকল উপদ্রব ত্বরায় নিবারিত হইবে। অথবা মধু ১ মাষা, চিনি ২ মাষা, নবনীত ৪ মাষা, কিংবা নাগকেশর ৪ মাষার সহিত নবনীত ২ তোলা ভক্ষণ করিলে রক্তভেদ নিবারিত হয়।

নারায়ণ-চূর্ণম্।

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিল্বকাতিবিষা চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ॥
গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা॥
জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
মন্দানলং প্রমেহঞ্চ গুদজঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণভাষিতম্॥

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চির ছাল সর্ব্বচূর্ণসমান; এই সমুদায় একত্র করিয়া গুড় কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

গুদদাহে প্রপাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা।
সেকাদিকং প্রশংসন্তি চ্ছাগেন পয়সাপি বা।
গুদভ্রংশে প্রকর্ত্তব্যা চিকিৎসা তৎপ্রকীর্ত্তিতা॥

গুহ্যদেশে দাহ ও প্রপাক থাকিলে (গুহ্যদেশ পাকিলে) পল্‌তা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা গুহ্যদ্বারে পরিষেকাদি করিবে; এবং ক্ষুদ্ররোগে গুদভ্রংশের যে চিকিৎসা উক্ত হইবে, তাহাও করিবে।

অথাতিসার-সাধারণ-চিকিৎসা।

বিল্বাদিঃ।

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ।

পটোলযবধন্যাক-ক্বাথঃ পীতঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ॥

পটোল, যব ও ধনের ক্বাথ শীতল করিয়া সেই ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অতিসার ও বমি নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিঃ।

প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনমুস্তাখ্যং পায়য়েৎ তু যথাবলম্।
তৃষ্ণাতিসারচ্ছর্দ্দিঘ্নং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা॥

অতিসারে তৃষ্ণা ও বমি থাকিলে প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও মুতা চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীর-বটশুঙ্গাবরোহকম্।
রসঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্॥
ছর্দ্দিং জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াম্।
নাশয়ত্যচিরাদ্ধন্তি প্রবৃত্তিং বানেকহেতুকাম্॥

জামের ও আমের কচিপাতা, উশীর, বটশুঙ্গ ও বটের ঝুরি ইহাদের রস, ক্বাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা ও দারুণ পিপাসা বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা নানাকারণ-জাত অতিসারও প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিল্বঃ
সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে চ সশোণিতে চ
চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে আম ও শূল বিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরধাতকীলোধ্র-পাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ।
ধান্যকাতিবিষামুস্ত-গুড়ূচীবিল্বনাগরৈঃ ॥
কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোত্থিতম্।
অরোচকামশূলাস্র-জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ ॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, লজ্জালু লতা, ইন্দ্রযব, ধনে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বর নাশক এবং দোষপাচক।

দশমূলশুণ্ঠী।

দশমূলীকষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে ॥

দশমূলের কাথে ২ তোলা শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

অহিফেনযোগঃ।

অহিফেনং সুসংভৃষ্টং খর্পরে মৃদুবহ্নিনা।
পক্কাতিসারশমনং ভেষজং নাস্যতঃ পরম্ ॥

মৃদু অগ্নিতে অহিফেন উত্তমরূপে ভাজিয়া পক্কাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহার তুল্য অতিসারনিবারক ঔষধ আর নাই। মাত্রা—১ বা ।৹ রতি। শিশুদের ।৹ সিকি রতি বা তাহার কম। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা জল।

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতিসারে বিশেষতঃ।
ছাগং তদ্ ভেষজৈঃ সিদ্ধং দেয়ং বা বারিসাধিতম্ ॥

পুরাতন উদরাময়ে দুগ্ধ অমৃততুল্য, বিশেষতঃ অতিসারঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ জীর্ণাতিসারের পরম ঔষধ। অথবা ছাগদুগ্ধ তিন গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কুত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্।
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং বিনাশয়েৎ ॥

আমলকী বাটিয়া রোগির নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তন্মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। তাহাতে নদীবেগোপম অতিসার নিবৃত্ত হইবে।

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দদ্যাৎ প্রলেপনম্।
দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্ ॥

ঐরূপ জায়ফল বাটিয়া নাভিস্থলে প্রলেপ দিলে দুর্নিবার ও অনিবারিত অতিসার নিবারিত হয়।

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কল্কেন মতিমান্ ভিষক্।
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥

আমের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও অতিবেগবান্ প্রবল অতিসার প্রশমিত হয়।

অথ প্রবাহিকালক্ষণম্।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং
নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য।
প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং
প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥

অহিতাহারে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অল্পে অল্পে বারংবার অধঃ প্রেরণ করে। এই রোগে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন দ্বারা সমল কফ নিঃসারিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রবাহিকা কহিয়া থাকেন।

অথ প্রবাহিকা-চিকিৎসা।

(আমাশয়রোগ)

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ ॥

প্রবাহিকা রোগে পেটের কাম্ড়ানি ও বায়ু বিবদ্ধ থাকিলে কচিবেল-পোড়া, গুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঁঠ এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে উপকার দর্শে।

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা অথবা মরিচচূর্ণ ২ মাষা, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরাম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্॥

কচি বেলপোড়ার শস্য এবং তৎসম নিস্তুষ তিলকল্ক সমভাগে লইয়া দধির সরে অম্লীকৃত এবং স্নেহসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়, ইহার নাম খড়যোগ।

বিল্বোষণং গুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহণে॥

বেলশুঁঠ, মরিচ, ইক্ষুগুড় ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তিলতৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয়।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্যক্কথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥

প্রবাহিকারোগী সসার দধি (যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই) ও মধুর সহিত, অথবা দুগ্ধ মধ্যে সুতপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করত সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত, পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি সেবন করিলেও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমঞ্চামবিপক্কতাঞ্চ॥

প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং আম ও পক্ক লক্ষণ অতিসারের ন্যায় জানিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক অতিসারের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

লবঙ্গাভ্রযোগঃ।

কুটজং দাড়িমঞ্চৈব কদলী মোচমেব চ।
কঙ্কটং তালমূলী চ জম্বাম্রয়োস্ত্বচা সহ॥
শৃঙ্গাটকং বটশুঙ্গা সর্জ্জবকলমেব চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ সংগৃহ্য চ পৃথক্ পৃথক্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
তদ্রসং পুনরেবাথো পক্তা দার্ব্বীপ্রলেপনম্॥
তত্র প্রক্ষেপণার্থায় দ্রব্যমেতৎ সুচূর্ণিতম্।
লবঙ্গং জীরকং জাতী-ফলঞ্চাতিবিষাসমম্॥
এলা মধুরিকা চৈব খদিরং ভৃঙ্গমেব চ।
শাল্মলীমোচকং বিল্বং সর্জ্জস্য রসমেব চ॥
এতেষাং পলমানেন চাভ্রকং পলমেব চ।
সর্ব্বঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
লবঙ্গাভ্রকযোগোঽয়ং রক্তাতীসারনাশনঃ।
শোথাতীসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

কুড়্চিছাল, দাড়িমফলের ছাল, মোচা, কাঁচ্ড়াদাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পাণিফল, বটের শুঙ্গ ও শালছাল, প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; পরে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, এলাইচ, মৌরি, খদির, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধুনা ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তাতীসার, শোথাতিসার এবং সর্ব্ব প্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গদ্রাবকঃ।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
ধাতকী মোচকং জীর-লোধ্রমিন্দ্রযবং তথা॥
বালকং সর্জ্জকঃ শৃঙ্গী সৈন্ধবং নাগরং কণা।
বাট্যালকং যবক্ষারমহিফেনং রসাঞ্জনম্॥
এতেষাং তুল্যভাগানি লবঙ্গানি প্রদাপয়েৎ।
খাখসীস্বরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্॥
লবঙ্গদ্রাবকং নাম সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
মন্দাগ্নিং নাশয়েচ্ছীঘ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্।
নরাণাঞ্চ হিতার্থায় বিশ্বামিত্রেণ নির্ম্মিতঃ॥

আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, ধাইফুল, মোচরস, জীরা, লোধ্রছাল, ইন্দ্রযব, বালা, ধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল,

বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য পোস্তঢেঁড়ির রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। এই লবঙ্গদ্রাবক নামক ঔষধ সেবনে শ্লোকোল্লিখিত অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

অতীসারে রসপ্রয়োগঃ।

অতিসারবারণো রসঃ।

দরদং কৃতকর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুতম্।
সর্ব্বাতীসারশমনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্॥

শোধিত হিঙ্গুল, পক্ব কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য আফিং-ভিজা জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎকনকসুন্দরো রস...

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা...
স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দিনার্দ্ধ...
সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ...
আশু গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রক...

শোধিত পারদ ও গন্ধক, মরিচ, ... থৈ ও কাল ধুতূরাবীজ প্রত্যেক দ্রব্য... লইয়া বামুনহাটীর রসে ২ প্রহর ... করবে। পরে পারদের সমান ... মিশাইয়া লইবে। ইহা ২ রতি প... পিত্তাতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে...

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ।

শুদ্ধঞ্চ তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং প...
কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকো...
জাতীকোষমুরাপত্রং শটীতালীশকেশরম...
ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুম...
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চক...
নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্...
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ॥

শোধিত হরিতাল, লৌহ ও অভ্র, প্রত্যেক এক এক পল; কর্পূর, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ মাষা; জায়ফল, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া (২ রতি মাত্রায়) প্রাতঃকালে সেবন করিলে নানাপ্রকার অতিসার, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, শূল ও পরিণাম-শূল নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ।

অহিফেনবটিকা।

অহিফেনং সখর্জ্জুরং ঘৃষ্টা গুঞ্জৈকমাত্রকম্।
...স্রাবমতীসারমতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ॥

...ফিং ও পিণ্ডখর্জ্জুর একত্র মর্দ্দন করিয়া ...মাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবল ... ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

জাতীফলাদিবটী।

...ফলঞ্চ খর্জ্জুরমহিফেনং তথৈব চ।
সমভাগানি সর্ব্বাণি নাগবল্লীরসেন চ।
...মাত্রা বটী কার্য্যা দেয়া তক্রানুপানতঃ।
অতিসারং জয়েদ্ ঘোরং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥

জায়ফল, পিণ্ডখর্জ্জুর ও আফিং সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র। ...সেবনে অগ্নিতে আহুতির ন্যায় ঘোর ...সার প্রশমিত হয়।

...কারুণ্যসাগরো রসঃ।

...তাদ্বিধা গন্ধং তথা বিষং মৃতাভ্রকম্।
...মার্কপত্রতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
...র্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
...পঞ্চলবণ-বিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ॥

সবিড়ঙ্গেন্দ্রযবাভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ।
মাষমাত্রং দদীতাস্মৈ ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে॥
সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে।
নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি॥

রসসিন্দুর ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, জারিত অভ্র ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সর্ষপতৈলে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া একপ্রহর কাল বালুকা-যন্ত্রে অথবা মৃৎকর্পটে পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজমূলের রস দিয়া মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ একপ্রহর কাল পাক করিবে। ইহার সহিত ত্রিক্ষার (যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগাক্ষার), পঞ্চলবণ (কাল লবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট্‌ ও সচল লবণ), বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ সমভাগে (প্রত্যেকে রসসিন্দুরের সমান) মিশাইয়া মাষপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সজ্বর বা বিজ্বর, শূলযুক্ত, শোণিতোদ্ভব, নিরাম অথবা শোথযুক্ত সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী বিনষ্ট হয়। অনুপান বিনাও ইহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকম্।
যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকম্॥
কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গু পটুকপঞ্চকম্।
বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জ-রসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
মৃষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা; যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অতিসার প্রশমিত হয়।

অমৃতার্ণবঃ।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্গণং শঠী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ॥
বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকযূষেণ বিজয়াশণবীজতঃ॥
মধুনাচ্ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলীমোচকরসৈঃ কঞ্চটকদ্রবেণ বা॥
অতীসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্॥
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যাশোবিকারনুৎ।
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥
ধান্যজীরকযূষেণেতি যূষযোনিত্বাৎ প্রচুরতরং মুদ্গং প্রদাতব্যম্।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, আক্‌নাদি, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যক ১ তোলা, ছাগ-দুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ধনে জীরা ও মুগের (একত্র) যূষ, সিদ্ধি, শণবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীপুষ্পের (মোচার) রস অথবা কাঁচ্‌ড়ার রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতীসার ও মূলের লিখিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বরঃ।

সৈন্ধবং ত্রিফলাঞ্চৈব যমানীং বিল্বপেশিকাম্।
গৃহধূমং গৃহীত্বা চ প্রত্যেকং সমভাগিকম্॥
জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ।
খাদেৎ তোয়ানুপানেন সর্ব্বাতীসারশান্তয়ে॥

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ ও গৃহধূম (ঝুল) এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করত ১ মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার উপশমিত হয়।

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণম্॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ।
বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলম্॥
এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
একাং কুটজমূলত্বক্-কষায়েণ প্রযোজয়েৎ॥
আমাতিসারং হরতি কুরুতে বহ্নিদীপনম্।
মধুনা বিল্বশুণ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ।
জাতীফলরসো হ্যেষ গ্রহণীগদহারকঃ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহার খৈ, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িম্বফলের খোসা, এই সকল দ্রব্য [illegible] লইয়া সিদ্ধিপত্র-ভিজা জলে মর্দ্দন [illegible] প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—[illegible] ক্বাথ। ইহা সেবনে আমাতিসা[illegible] অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্তগ্রহণীতে [illegible] ক্বাথ ও মধু অনুপানের সহিত এব[illegible] শুঁঠ ও ধনের ক্বাথের সহিত এই ব[illegible]

অভয়নৃসিংহো রসঃ[illegible]

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গণং স[illegible]
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতক[illegible]
আফুকং সর্ব্বতুল্যং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈ[illegible]
একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা স[illegible]
ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথ বি[illegible]
সর্ব্বরূপমতীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ[illegible]
রসোঽভয়নৃসিংহোঽয়মতীসারে সুপূজি[illegible]

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপু[illegible] জীরা, সোহাগার খৈ, গন্ধক, অভ্র[illegible] প্রত্যেক সমান ভাগ, সর্ব্বসমান অ[illegible] সকল-দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়[illegible] প্রমাণ বটী করিবে। জীরাভাজার[illegible] ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে [illegible] অতিসার ও সংগ্রহগ্রহণী রোগ নিবা[illegible]

আনন্দভৈরবো রসঃ।

দরদং মরিচং টঙ্গমমৃতং মাগধী সমম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টন্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্॥
লেহয়েন্মধুনা চানু কুটজস্য ফলত্বচোঃ।
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দধ্যাজং তক্রমেব চ।
পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঔষধসেবনান্তে ইন্দ্রযবচূর্ণ, কুড়্চিমূলের ছালচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ অতীসার উপশমিত হয়। পথ্য—ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে জল দিবে। রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন-হিতকর।

[illegible]ন্তরোক্ত)-আনন্দভৈরবো রসঃ।

[illegible]ঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং গন্ধকং সমম্।
[illegible]রসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামকদ্বয়ম্॥
[illegible]াসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
[illegible]রেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে।
[illegible]ত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥
(যথাব্যাধ্যনুপানং দেয়ম্।)

[illegible]ল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ ও [illegible] এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জাম্বির [illegible]সে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি [illegible] বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতীসার, [illegible] অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে [illegible] যোজ্য। [illegible]াধি অনুসারে অনুপান [illegible] করিবে।

কর্পূর-রসঃ।

[illegible]হিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা।
[illegible]লঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
[illegible] বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ।
[illegible]সারিণে চৈব তথাতীসাররোগিণে।
[illegible] প্রকারে চ রক্তাতীসার উল্বণে॥
(অত্র কেচিৎ টঙ্গণমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি।)

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। (কেহ কেহ ইহার সহিত ১ তোলা সোহাগার খৈ মিশ্রিত করেন)। জ্বরাতীসার, অতীসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণী রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে।

কুটজারিষ্টঃ।

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
মধূকপুষ্পকাশ্মর্য্যোর্ভাগান্ দশপলোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষাবশেষিতম্।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।
জ্বরান্ প্রশময়েৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥

কুড়্চি-মূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা /৬।০ সের, মউলফুল ১০ পল, গাম্ভারীছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের; এই কাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে দুর্নিবার গ্রহণী রক্তাতীসার ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়।

অহিফেনাসবঃ।

তুলাং মধূকমদ্যস্য শুদ্ধে ভাণ্ডে পরিক্ষিপেৎ।
ফণিফেনস্য কুড়বং মুস্তকং পলসম্মিতম্॥
জাতীফলঞ্চেন্দ্রযবং তথৈলা তত্র দাপয়েৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডং মাসমাত্রং যত্নতঃ পরিরক্ষয়েৎ।
হন্ত্যতীসারমত্যুগ্রং বিসূচীমপি দারুণাম্॥

মউলফুলের মদ্য ১২॥০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল। এই সকল দ্রব্য একটি আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচী রোগও নিবারিত হয়।

বব্বূল্যাদ্যরিষ্টঃ।

তুলাদ্বয়ন্তু বব্বূল্যাশ্চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
দ্রোণশেষে রসে শীতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং কৃষ্ণাঞ্চ দ্বিপলাংশিকাম্।
জাতীফলানি কক্কোলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্॥
লবঙ্গং মরিচঞ্চৈব পলিকান্যুপকল্পয়েৎ।
মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বব্বূল্যারিষ্টকো জয়েৎ।
ক্ষয়ং কুষ্ঠমতীসারং প্রমেহশ্বাসকাসকান্॥

বাব্‌লার ছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁক্‌লা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ, প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস আবৃতপাত্রে রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার ও মূলের লিখিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

গ্রহণ্যাং যে রসা বাচ্যাস্তেঽতিসারে নিযোজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ॥

গ্রহণীরোগে যে সকল রস উক্ত হইবে, তৎসমুদয় প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা শিবের আজ্ঞা।

স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনম্।
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ॥

অতিসাররোগী স্নান, তৈলমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, ব্যায়াম এবং অগ্নিসন্তাপ পরিত্যাগ করিবে।

ষড়ঙ্গঘৃতম্।

বৎসকস্য চ বীজানি দার্ব্ব্যাশ্চ ত্বচ উত্তমাঃ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ লাক্ষা কটুকরোহিণী॥
ষড়্‌ভিরেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্।
অতীসারং জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্॥

ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রার ... লাক্ষা ও কট্‌কী, এই ছয়টী ... যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া ... যুক্ত মাত্রায়, পেযা ও মণ্ডের ... করিলে অতি উৎকট ত্রিদোষ... শীঘ্র নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অতীসারে পথ্যানি।

বমনং লঙ্ঘনং নিদ্রা পুরাণাঃ শালিষষ্টিকাঃ।
বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মসূরতুবরীরসঃ॥
শশৈণলাবহরিণ-কপিঞ্জলভবা রসাঃ।
সর্ব্বে ক্ষুদ্রঝসা শৃঙ্গী খলিশো মধুরালিকা॥
তৈলং ছাগঘৃতক্ষীরে দধি তক্রং গবামপি।
দধিজং বা পযোজং বা নবনীতং গবাজয়োঃ॥
নবং রম্ভাপুষ্পফলং ক্ষৌদ্রং জম্বুফলানি চ।
ভব্যং মহার্দ্রকং বিশ্বং শালূকঞ্চ বিকঙ্কতম্॥
কপিত্থং বকুলং বিল্বং তিন্দুকং দাড়িমদ্বয়ম্।
তালকং করটদলং চাঙ্গেরী বিজয়া বলা॥
জাতীফলঞ্চ হ্রীবেরং জীরকং গিরিমল্লিকা।
কুস্তুম্বুরু মহানিম্ব কষায়ং সকলো রসঃ।
অন্নপানানি সর্ব্বাণি দীপনানি লঘূনি চ॥

বমন, লঙ্ঘন, নিদ্রা, পুরাতন আমন ধান্যের ও ষেটেধান্যের তণ্ডুল, বিলেপী, খৈয়ের মণ্ড, মসূর ও অড়হরের যূষ; শশক লাব কৃষ্ণসার হরিণ ও চাতক পক্ষির মাংস; শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্য; তিল-তৈল, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত, গব্য... গাভীর কিংবা ছাগীর দুগ্ধজাত দধিজাত মাখন, অচিরজাত মোচা ও কলা, মধু জামফল, চালিতা, আমাদা, শুঁঠ, শালুক, বৈঁচি ফল, কয়েতবেল, বকুলফল, বেল, ... অম্ল ও মিষ্ট দাড়িম, তাল, কাঁচড়াদাম, ... সিদ্ধি, রক্তবর্ণশাক, জায়ফল, বালা, ...ছাল, ধনে, ঘোড়ানিম, সর্ব্ব-কষায় রস এবং সর্ব্বপ্রকার লঘু দীপক অন্নপান, অতীসাররোগে ...।

অতিসারেঽপথ্যানি।

স্বেদোঽঞ্জনং রুধিরমোক্ষণমম্বুপানং
স্নানং ব্যবাযমপি জাগরধূমনস্যম্।
অভ্যঞ্জনং সকলবেগবিধারণঞ্চ
রুক্ষাণ্যসাত্ম্যমশনঞ্চ বিরুদ্ধমন্নম্॥
গোধূমমাষযবকাকমাচী-
নিষ্পাবকন্দমধুশিগ্রুরসালপূগম্।
কুষ্মাণ্ডতুম্বিবদরং গুরু চান্নপানং
তাম্বূলমিক্ষুগুড়মদ্যমুপোদিকা চ॥
দ্রাক্ষাম্লবেতসকলং লশুনঞ্চ ধাত্রী
দুষ্টাম্বু মস্তু গুরুবারি চ নারিকেলম্।
সংস্নেহনং মৃগমদোঽথিলপত্রশাকং
ক্ষারং সবাণি সকলানি পুনর্নবা চ॥
এর্ব্বারুককং লবণমম্লমপি প্রকোপি-
বর্গোঽতিসারগদপীড়িতমানবেষু॥

স্বেদক্রিয়া, অঞ্জন প্রযোগ, রক্তমোক্ষণ, অধিক জলপান, স্নান, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, নস্যগ্রহণ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, মলমূত্রাদির বেগধারণ; এবং রুক্ষ, অনভ্যস্ত ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, গোধূম, মাষকলাই, যব, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, শিম, আলু প্রভৃতি কন্দ, সজিনার ডাঁটা, আম, সুপারি, কুষ্মাণ্ড, লাউ, কুল, গুরু অন্ন পান, তাম্বুল, ...গুড়, মদ্য, পুঁইশাক, দ্রাক্ষা, থৈকল, ...জল, দধির মাত, ...কেল, ...দ্রব্য, মৃগনাভি, যাবতীয় ...দ্রব্য ... দ্রব্য, পুনর্নবা, ... ও ... অতিসাররোগে ...বে।

ইত্যা... -সংগ্রহে ...রাধিকারঃ।

অথ গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

অথ গ্রহণীরোগনিদানম্।

অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ ॥
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমুচ্ছ্রিতৈঃ।
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি ॥
পক্কং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্।
গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ ॥

অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে কিন্তু অগ্নির বল ভালরূপ হয় নাই এরূপ অবস্থায়, যদি কুপথ্য করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া, গ্রহণীনামক নাড়ীকে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে।

সেই গ্রহণী নাড়ী, অগ্নিমান্দ্য-কুপিত-বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা মিলিত ত্রিদোষে দুষ্ট হইয়া, ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ক অবস্থায় অথবা অতি দুর্গন্ধযুক্ত পক্ক অবস্থায় বারংবার নিঃসারিত করে। গ্রহণীরোগে মল কখন বদ্ধ কখন বা তরল হয়। এবং উদর ব্যথা করিতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া এই রোগ হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ইহাকে গ্রহণীরোগ কহিয়া থাকেন।

অথ গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
লঙ্ঘনৈর্দ্দীপনীয়ৈশ্চ সদাতীসারভেষজৈঃ ॥
দোষং সামং নিরামঞ্চ বিদ্যাদত্রাতিসারবৎ।
অতিসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ ॥

গ্রহণী-(অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী)-গত রোগে অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অতিসারের ন্যায় ইহাতে দোষের সামতা ও নিরামতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং অতিসারোক্ত বিধানানুসারে লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্ ॥

অপক্ক রস শরীরব্যাপক হইলে, অগ্রে রোগির আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পরে লঙ্ঘন পাচন এবং পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়াদি লঘু পথ্য ও অগ্নির উদ্দীপক যোগ সকল ব্যবস্থা করিবে।

কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরী-তক্রদাড়িমসাধিতা।
পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী ॥

কয়েতবেল, বেল, আমরুলশাক ও দাড়িমের খোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা লইয়া তক্রের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া গ্রহণী-রোগিকে পথ্য দিবে। বাতপ্রধান গ্রহণী-রোগে স্বল্প পঞ্চমূলসিদ্ধ পেয়া হিতকর। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্ ॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ ॥

গ্রহণীরোগে তক্র বিশেষ উপকারী। ইহা লঘু বলিয়া অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক ও সুপথ্য। পাকে মধুররস হয় বলিয়া, তক্র পিত্তপ্রকোপক নহে। ইহা কষায়রস উষ্ণগুণ-বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর; এবং মধুর অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ুনাশক। সদ্যোজাত তক্র বিদাহী নহে।

// চিত্রকগুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্ ॥

সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণান্যত্র যোজয়েৎ॥

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, পাচিক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, [illegible] ও [illegible] কচলবণ), ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চৈ; এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া টাবালেবুর বা অম্ল দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া (১ মাষা [illegible]) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক।

শুণ্ঠী সমুস্তাতিবিষা গুড়ূচী
পিবেজ্জলেন ক্বথিতা সমাংশা।
মন্দানলত্বে সততামতাযা-
মামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ॥

অগ্নিমান্দ্যে আমকোষ্ঠে ও আমগ্রহণীতে শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, [illegible] দের কাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যকাতিবিষোদীচ্য যমানীমুস্তনাগরম্।
বলা দ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্দীপনপাচনম্॥

অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরি[illegible] কার্থ ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

অথ বাতজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

কটুতিক্তকষায়াতি রূক্ষসংদুষ্টভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ব বেগনিগ্রহমৈথুনৈ
মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংচাদ্য কুরুতে গদান্।
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা॥
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুৎতৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবা-রুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা॥
হৃৎপীড়াকার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা।
গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা॥
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
স বাতগুল্মহৃদ্রোগ-প্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ॥
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃপুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতো [illegible]

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায় [illegible] সংযোগাদিবিরুদ্ধ ভোজন (যে [illegible] [illegible]স্য ভোজন ইত্যাদি), অল্প ভোজন, উপবাস, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও মৈথুন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করত বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্ত দ্রব্য, অতি কষ্টে এবং অম্ল রসে পরিপাক পায়। ইহাতে শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দ এবং পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুচকিস্থান) ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ ভেদ বমি, হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া মধুরাদি ষড়্বিধ রসাক্ত দ্রব্য ভোজনেই স্পৃহা, মনের অবসাদ এবং কাস ও শ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতজগ্রহণীরোগে, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইবার সময় বা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান হয়। কিন্তু আহার করিলে স্বাস্থ্য [illegible] হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা রোগের আশঙ্কা করে এবং কখন দ্রব কখন বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট অল্প অল্প অপক্ব মল, শব্দের সহিত অতি কষ্টে পুনঃপুন বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করিয়া থাকে।

অথ বাতজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

জ্ঞাত্বা তু পরিপক্কঞ্চ বাতজং গ্রহণীগদম্।
দীপনৈর্ভেষজৈঃ পক্কৈঃ সর্পির্ভিঃ সমুপাচরেৎ॥

বাতজ গ্রহণীরোগ পরিপক্ক হইয়াছে, ইহা লক্ষণ দ্বারা জানিয়া, অগ্নির উদ্দীপক ঔষধপক্ক ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ।

শালপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যশুণ্ঠীকৃতং [illegible]
[illegible]আধ্মানশূল [illegible]॥

[illegible]শালপাণি, বেড়েলা, [illegible] ধনে ও শুঁঠ [illegible] ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজ গ্রহণী

রোগ এবং তদুপদ্রব—উদরাধ্মান ও শূলবৎ-বেদনা প্রশমিত হয়।

অথ পিত্তজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্ল-ক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্।
আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্॥
সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্।
পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠ-দাহারুচি তৃড়র্দ্দিতঃ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহারে বিদাহ জন্মে), অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য-সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ত, প্রতপ্ত জলের ন্যায়, অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে *, তাহাতেই পিত্ত গ্রহণীরোগ জন্মে।

পিত্ত গ্রহণীরোগী দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসায় কাতর হয় এবং নীল বা পীতবর্ণ দ্রব মল ত্যাগ করে। আর তাহার শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

পিত্তজগহণীরোগ-চিকিৎসা।

তি[illegible]-কষায়ঃ।

তিক্তামহৌষধয় [illegible]ধাতকীভিঃ
পথোন্দ্রবীজঘনকৌটজভঙ্গুরাভিঃ।
ক্বাথো হরেদ্বহুবিধং গ্রহণীবিকারং
পিত্তোদ্ভবং সগুদশূলমতিপ্রবৃদ্ধম্॥

কটকী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়চিছাল ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে নানাপ্রকার অতি প্রবল পৈত্তিক গ্রহণীরোগ ও তদুপদ্রব—গুহ্যশূল প্রশমিত হয়।

শ্রীফলাদিকল্কঃ।

শ্রীফলশলাটুকল্কো নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ।
গ্রহণীগদমত্যুগ্রং তক্রভুজা তু শীলিতো জয়তি॥

বেলশুঁঠ কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠের গুঁড়ার সহিত সেবন এবং তক্রপান করিলে, অতি উগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

নাগরাদ্য-চূর্ণম্।

নাগরাতিবিষামুস্তং ধাতকীঞ্চ রসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্ফলং বিল্বং পাঠাং তিক্তকরোহিণীম্॥
পিবেৎ সমাংশকং চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিত্তজে গ্রহণীদোষে রক্তং যশ্চোপবেশ্যতে॥
অর্শাংস্যথ গুহ্যশূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্।
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্॥
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।
কেচিৎপাঠগুণতোয়েন প্রাহুস্তণ্ডুলভাবনাম্॥

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রক্তভেদ হইলে শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ-গুহ্যশূল ও প্রবাহিকা নিবারিত হয়। কুট্টিত তণ্ডুল ৬ বা ৮ গুণ জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া পরে ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। মাত্রা—॥০ আট আনা পর্য্যন্ত।

অথ কফজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদি-ভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্॥
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্ট-গুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥

অতিশয় গুরু স্নিগ্ধ শীতল পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন এবং দিবা-

---

* এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি, অতএব পিত্তযোগে অগ্নি বর্দ্ধিত না হইয়া কেন বিনষ্ট হয়? তজ্জন্যই বলা হইয়াছে, প্রতপ্ত জল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়াও যেমন দ্রবাধিক্য-বশতঃ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়, তদ্বৎ দ্রব-বহুল পিত্তও অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে।

ভোজনের অব্যবহিত পরেই শয়ন, এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। এই শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক পায়, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও মিষ্ট হইয়া থাকে, রোগী হৃদয়কে ঘনদ্রব-পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া মনে করে, এবং কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল ও অলস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বমনবেগ, বমন, অরুচি, কাস, ষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও গুরুতা, বিকৃত ও মধুর উদ্গার, অবসন্নতা, স্ত্রীতে প্রীতির অভাব এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত, গুরু যাহা জলে ডুবিয়া যায়) ভাঙ্গা ভাঙ্গা মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

চাতুর্ভদ্র-কষায়ঃ।

গুড়ূচ্যতিবিষা-শুণ্ঠী-মুস্তৈঃ কাথঃ কৃতো জয়েৎ।
আমানুষক্তাং গ্রহণীং গ্রাহী দীপনপাচনঃ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ আমগ্রহণীরোগনাশক, তরল মলের সংগ্রাহক, অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

শঠ্যাদি চূর্ণম্।

শঠীব্যোমাভয়াঃ ক্ষারৌ গ্রন্থিকং বীজপূরকম্।
লবণাম্লাম্বুনা পেয়ং শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে॥

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পিপুল মূল ও বীজপূরক (ছোলঙ্গলেবু), ইহাদের চূর্ণ লবণ ও অম্লরসের সহিত সেবন করিবে।

রাস্নাদি-চূর্ণম্।

রাস্না পথ্যা শঠী ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
গ্রন্থিকং মাতুলুঙ্গঞ্চ সমমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পিবেদুষ্ণেন তোয়েন শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে॥

রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব করকচ বিট্ সচল ও কাললবণ), পিপুলমূল ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে কফজগ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

সমূলাং পিপ্পলীং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ।
মাতুলুঙ্গাভয়ারাস্নাঃ শঠীমরিচনাগরম্॥
কৃত্বা সমাংশং তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা।
শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীদোষে বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
এতৈরেবৌষধৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ পেয়ং সমারুতে॥

পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিট্লবণ, সচলবণ, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ, টাবালেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। পিপুলমূলাদি উপরি উক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বাতিক গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

কৃচ্ছ্রেণ কঠিনত্বেন যঃ পুরীষং বিমুঞ্চতি।
সঘৃতং লবণং তস্য পায়য়েৎ ক্লেশশান্তয়ে॥

যে রোগী, কাঠিন্যহেতু অতি কষ্টে মল ত্যাগ করে, তাহাকে লবণমিশ্রিত গব্যঘৃত পান করিতে দিবে।

বিড়ং যমানী বিষ্টম্ভে পিবেদুষ্ণেন বারিণা।

মল বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিলে জোয়ান ও বিট্লবণ উষ্ণ জলের সহিত খাওয়াইবে।

বাতপিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

১ মুণ্ড্যাদি-গুড়িকা।

মুণ্ডী শতাবরী মুস্তা বানরী ছিন্নিকামৃতা।
যষ্টিকং সৈন্ধবং তুল্যং সূক্ষ্মচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
চূর্ণস্য দ্বিগুণং যোজ্যা বিজয়া মৃদুভর্জ্জিতা।
ঘৃতস্নিগ্ধে পচেদ্ভাণ্ডে দুগ্ধং দশগুণং গবাম্॥

যাবৎপিণ্ডত্বমাপন্না তাবম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতন্মধুযুতং হন্যাদ্ গ্রহণীং বাতপিত্তজাম্॥

বড় থুলকুড়ী, শতমূলী, মুতা, আলকুশী-বীজ, ক্ষীরুই, শুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, অল্প-ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ দ্বিগুণ; এই সকল দ্রব্য দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ঘৃতাক্ত ভাণ্ডে পাক করিবে; যতক্ষণ না পিণ্ডাকার হয়, ততক্ষণ অল্প অল্প জ্বাল দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উহা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বাতপিত্তজ-গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইবে।

বার্ত্তাকুগুড়িকা।

চতুঃপলং স্নুহীকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকুকুড়বশ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধা রসেন বার্ত্তাকোর্গুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ।
ভুক্তং ভুক্তং পচন্ত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ।
বিসূচিকাপ্রতিশ্যায়-হৃদ্রোগঘ্নাশ্চ তা মতাঃ॥

সিজের ডালের মজ্জা ৪ পল, সৌবর্চ্চল সৈন্ধব ও বিট এই লবণত্রয় ৩ পল, শুষ্ক বেগুণ অর্দ্ধ সের, আকন্দমূল ৮ পল, চিতামূল ২ পল, এই সমুদায় একত্র অন্তর্দ্ধূমে দগ্ধ ও বেগুণের রসে মর্দ্দিত করিয়া গুড়িকা করিবে। আহারান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্নের পরিপাক এবং বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের নাশ হয়।

বাতশ্লেষ্মজগহণীরোগ-চিকিৎসা।

বাতশ্লেষ্মাধিকে যোজ্যা কুটজাদ্যবলেহিকা।
পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ লিহেন্মধ্বাজ্যকেন বা॥
সহিঙ্গু জীরকং ব্যোষং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েদনু।
গ্রহণীং কফবাতোত্থাং শময়েৎ তক্রভোজনে॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ গ্রহণীরোগে কুটজাদি অবলেহ ব্যবস্থা করিবে। অথবা ঘৃত ও মধুর সহিত ৮ রতি পর্পটীরস লেহন করিতে দিবে। লেহনান্তে হিং, জীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ-চূর্ণ ২ মাষা পরিমাণে খাওয়াইবে; এবং তক্র পান করাইবে। তাহাতে বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণী-রোগ প্রশমিত হইবে।

কর্পূরাদি-চূর্ণম্।

কর্পূরমুস্তাঘণং রাস্না লবণানি হরীতকী।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং মাতুলুঙ্গং সমং সমম্॥
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্লৈষ্মিকং গ্রহণীদোষং সবাতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, পঞ্চ লবণ, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও টাবা-লেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত গ্রহণী-দোষ নষ্ট হয়। ইহা বল বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

তালীশাদি-বটী।

তালীশপত্রচবিকামরিচানাং পলং পলম্।
কৃষ্ণাতন্মূলয়োর্দ্বে দ্বে পলে শুণ্ঠীপলং ত্রয়ম্॥
চাতুর্জাতমুশীরঞ্চ কর্ষাংশং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
চূর্ণস্য ত্রিগুণেনৈব গুড়েন বটিকা কৃতা॥
ভক্ষয়েৎ তু পলার্দ্ধঞ্চ বাতশ্লেষ্মোত্থিতে গদে।
উৎকটাং গ্রহণীং ছর্দ্দিং কাসং শ্বাসং জ্বরারুচী॥
শোথগুল্মোদরং পাণ্ডুং তালীশাদ্যেন নাশয়েৎ।
মদ্যযূষরসারিষ্ট-মস্তুপেয়াপয়োঽনুপঃ।

তালীশপত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক এক পল, পিপুল ও পিপুলমূল প্রত্যেক দুই পল, শুঁঠ তিন পল এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র) ও বেণা-মূল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণিত ও তিন গুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাত-শ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণীরোগ, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদররোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

মুষল্যাদি-যোগঃ।

মুষলীং পেষয়েৎ তক্রেণাথবা তণ্ডুলোদকৈঃ।
কর্ষৈকং যোজয়েচ্চাস্য পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥

তক্রে বা তণ্ডুলোদকে তালমূলী পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। পথ্য—তক্র ও অন্ন।

অথ ত্রিদোষজ-গ্রহণীনিদানম্।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্ট-হেতুলিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥

উপরি উক্ত বাতজাদি গ্রহণীরোগের কারণ ও লক্ষণসমূহ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ বলা যায়।

ত্রিদোষজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বজায়াং গ্রহণ্যান্তু সামান্যো বিধিরিষ্যতে॥

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সাধারণ বিধি আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমুদায় মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চপল্লবম্।

জম্বুদাড়িমশৃঙ্গাট-পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ।
পক্বং পর্য্যুষিতং বাল-বিল্বং সগুড়নাগরম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাম্॥

জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পল্লব সহ কচি বেল জলে সিদ্ধ করিয়া, পর দিন ঐ বাসি বেল গুড় ও কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। (বেল ভোজনানন্তর ঐ বেল-সিদ্ধ জল অনুপান করিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন। রক্ত থাকিলে শুঁঠচূর্ণ দিবে না।)

অথ সংগ্রহগ্রহণীলক্ষণম্।

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং তথা।
দ্রবং ঘনং সিতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ॥
আমং বহু সপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনম্।
পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথ মুঞ্চতি॥
দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্চ সা।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী।
সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা॥

সংগ্রহগ্রহণীরোগে কাহারও মাসান্তর, কাহারও পক্ষান্তর, কাহারও দশাহান্তর, কাহারও বা নিত্য নিত্যই দ্রব, ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও বহুপরিমিত অপক্ক মল (দম্‌কা ভেদ) হয়। ভেদ হইবার কালে শব্দ হয় এবং উদরে ও কটিদেশে মন্দ মন্দ বেদনা হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্ত্রকূজন (পেট্‌ডাকা), আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও অঙ্গাবসাদ এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। সংগ্রহগ্রহণী দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। আম ও বায়ু দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়।

সংগ্রহগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

মসূরযূষঃ সংপীতঃ কল্কো নাগরবিল্বজঃ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি তক্রেণ বৃহতী তথা॥

মসূর কলায়ের যূষ অথবা তক্রের সহিত শুঁঠ ও বেলশুঁঠের কল্ক কিংবা বৃহতী সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নষ্ট হয়।

কামচারমণ্ডুরম্।

লৌহকিট্টরজো লৌহে ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতম্।
লৌহমুষ্টং রজো যাবৎ কৃষ্ণাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্॥
তাভ্যাং তুল্যো গুড়ো দেয়ঃ সংগ্রহগ্রহণীহরম্।
আমবাতাম্লপিত্তঘ্নং রসপুষ্ট্যগ্নিকারকম্॥
কামচারপ্রয়োগোঽয়ং যোগসিদ্ধেন কীর্ত্তিতঃ।
মসূরবিল্বয়োঃ ক্বাথো হ্যনুপানে প্রশস্যতে॥
(কিঞ্চিৎ রসপর্পটীং প্রক্ষিপ্যাপি কারয়ন্তি বৃদ্ধাঃ।)

লৌহপাত্রে মণ্ডুরচূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহার অর্দ্ধাংশ পিপুলচূর্ণ একত্র মিশাইয়া উভয়ের সমভাগ গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সংগ্রহ গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। অনুপান—মসুর কলায় ও বেলশুঁঠের ক্বাথ (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ঔষধে কিঞ্চিৎ রসপর্পটী মিশ্রিত করিতে বলেন।)

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠাবিল্বানলব্যোষ-জম্বুদাড়িমধাতকী-
কটুকাতিবিষামুস্তা-দার্ব্বীভূনিম্ববৎসকৈঃ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।
সক্ষৌদ্রঞ্চ পিবেচ্ছর্দ্দি-জ্বরাতিসারশূলবান্।
হৃদ্রোগগ্রহণীদোষারোচকানলসাদজিৎ॥

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামের আঁটি, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কটকী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চিমূলের ছাল চূর্ণ সর্ব্বসমান, এই সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে বমি জ্বরাতীসার ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্।

যমানীপিপ্পলীমূল-চাতুর্জ্জাতকনাগরৈঃ।
মরিচাগ্নিজলাজাজী-ধান্যসৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ॥
বৃক্ষাম্লধাতকীকৃষ্ণা-বিল্বদাড়িমতিন্দুকৈঃ।
ত্রিগুণৈঃ ষড়্গুণসিতৈঃ কপিত্থাষ্টগুণৈঃ কৃতঃ॥
চূর্ণোঽতিসারগ্রহণী-ক্ষয়গুল্মগলাময়ান্।
কাসং শ্বাসারুচিং হিক্কাং কপিত্থাষ্টমিদং জয়েৎ॥

যমানী, পিপুলমূল, চাতুর্জ্জাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর), শুঁঠ, মরিচ, রক্তচিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁঠ, দাড়িম ও গাব, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক তিন তিন ভাগ; চিনি ছয় ভাগ ও কয়েতবেল চূর্ণ আট ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা নিবারিত হয়।

স্বল্পগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

মুস্তসৈন্ধবশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববালকৈঃ॥
আম্রবীজমতিবিষা লজ্জা চেতি সুচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ।
এতদ্গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধকম্॥

মুতা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাহক্রান্তা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী অতীসার ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

মহাগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িমং দলমেব চ।
সমুস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জশ্বেতশ্চ ধাতকী॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভূনিম্বনিম্বকম্।
জম্বু রসাঞ্জনঞ্চৈব কুটজস্য ফলত্বচা।
পাঠা সমঙ্গা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ॥
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজ-চূর্ণং দেয়ং সমং সমম্।
কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণসমং মতম্॥
এতদ্ গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্।
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্॥
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্।
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥
অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ॥

বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুতা, আতইচ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকে সমান, কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ সর্ব্বচূর্ণের সমান। একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, অন্নমণ্ড বা মধু। ইহা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

বৃহদ্‌গঙ্গাধর-চূর্ণম্।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
সমঙ্গা নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং বৃহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্।
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্॥

বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়্‌চি ছাল এবং পারদ, গন্ধক (কজ্জলী) প্রত্যেক সমভাগ। একত্র মর্দ্দন করিবে। অনুপান—তক্র বা আতপতণ্ডুলোদক। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। (মাত্রা—॥০ মাষা পর্য্যন্ত।)

বৃদ্ধগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

মুস্তারলুকশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবালকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববৎসকৈঃ॥
আম্রবীজং সমঙ্গাতি-বিষাযুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ।
মধুতণ্ডুলপানীয়ং পীতং হন্তি প্রবাহিকাম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং হন্তি বেগতঃ।
বৃদ্ধং গঙ্গাধরং চূর্ণং রুন্ধ্যাদ্ গীর্ব্বাণবাহিনীম্॥

মুতা, শোনা, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, আম্রবীজ, বরাহক্রান্তা ও আতইচ, এই সকলদ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চাউল ধৌতজল ও মধু সহ সেবন করিলে প্রবাহিকা, সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পলবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠা চ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযববালকম্॥
ধান্যং সর্জ্জরসঃ শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
নানাবর্ণমতীসারং সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
ইদমষ্ঠীলিকাং হন্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥
হৃল্লাসমম্লপিত্তঞ্চ সশূলং সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, ধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। (অনুপান—তণ্ডুলের জল ও মধু, বা ছাগদুগ্ধ)। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (মাত্রা— ১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত।)

বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা॥
জাতিকোষফলাজাজী-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশকেশরম্॥
চিত্রকশ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্বিল্বমেব চ।
ত্বগেলাপিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকঃ শুণ্ঠী দাড়িমং যবশূকজম্।
নিম্বঃ সর্জ্জরসঃ ক্ষারঃ সামুদ্রং টঙ্কণং তথা॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্ব্বাম্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধগন্ধকপারদম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্।
বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সান্নিপাতিকীম্॥

পক্কাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
অরারোচকমন্দাগ্নিং কাসং শ্বাসং বমিং তথা।
অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহ-শোথাতিসারপীনসান্॥
আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িম ফলের ত্বক্, যবক্ষার, নিমছাল, ধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা, কুড় চিমুলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী এবং শোধিত অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান—মধু বা তণ্ডুলোদক। ইহাতে উৎকট গ্রহণী, সর্ব্ব প্রকার অতিসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্।
অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্॥
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্বগোক্ষুরম্।
জাতীকোষফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা॥
শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্কণং কৃষ্ণজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধনীয়কম্।
রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্॥
উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্।
শীততোয়ানুপানৈর্ব্বা বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্॥
আমাতিসারগ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি।
শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাসং বিশেষতঃ।
লবঙ্গাদ্যং মহচ্চূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ॥
আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গস্যানুপানতঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে॥

লবঙ্গ, জীরা রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (বেণার মূল, কেহ কেহ বলেন জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরি, মেথী, সোহাগার খৈ, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শর্করা, লবঙ্গ, শীতল জল বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গ্রহণী অতিসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পনায়িকা-চূর্ণম্।

ত্রিশাণং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যূষণং পিচুঃ।
গন্ধকাম্মাষকা হ্যষ্টৌ চত্বারো মাষকা রসাৎ॥
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শাণ-ত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।
পাদেন্দ্রিশ্রীকৃতাচ্ছাণমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্॥
মাষকাদিক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্।
অত্যগ্নিকরবৈতদ্ ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
প্রসিদ্ধযোগিনীনারী-প্রোক্তং চূর্ণং রসায়নম্॥

পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১৷৷০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধি পত্র ৯৷৷০ তোলা; এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধনীয়। অনুপান—কাঁজি। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্॥

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রকগন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ঞ্চাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী। *
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্।
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্য গুণ্ডকম্॥
মন্দাগ্নিকাসদুর্নাম-প্লীহপাণ্ডুচিরজ্বরান্।
প্রমেহশোথবিষ্টম্ভ-সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
সর্ব্বাতীসারহরণং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
আমবাতপদোচ্ছেদী সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
নচ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।
যান্ ন হন্যাদসৌ সিদ্ধো গুণ্ডকো নায়িকাকৃতঃ॥
বাযাম্লমাষমভ্যঙ্গ-স্নানং পিশিতভোজনম্।
কাঞ্জিকান্নং সদা পথ্যং মৎস্যমীনস্তথা দধি॥
কাষ্ঠম্ উদরে তস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্॥

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, (কোন কোন গ্রন্থে ইন্দ্রযব, আতইচ, ধনে, চৈ ও জায়ফল এই কয়টি অধিক দ্রব্য লইতে বলা হইয়াছে) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বসমান ; একত্র উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—বিড়ালপদ অর্থাৎ ২ তোলা। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দেন) পথ্য—জলধৌত অন্ন, মাষকলায়, অভ্যঙ্গ, স্নান, কাঞ্জিক, দধি, মাংস ও দগ্ধমৎস্য প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদাপ্তি হয় এবং গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্গণং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং মুস্তকঞ্চ চিত্রকং করিপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যতিবিষা তথা॥
শিগ্রুজং শাল্মলী চৈব অহিফেনং পলাশকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ॥
ধাতুবৃদ্ধিবয়োবৃদ্ধি-বলপুষ্ট্যগ্নিকারকম্।
মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, ত্রিকটু, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, চিতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনাবীজ, শিমুল, অহিফেন ও পলাশ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চিনি সহ প্রতিদিন ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে সংগ্রহগ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা ধাতুবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণম্।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্।
হরিদ্রে পাকলঞ্চৈব বচা মুস্তবিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।
মাষদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্॥
সর্ব্বাতীসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
আমাতিসারমখিলং বিশেষাচ্ছ্বয়থুং জয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডুপ্লীহচিরজ্বরান্।
গ্রহণীশার্দ্দূলং চূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও কাল লবণ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ ও গৃহধূম (ঝুল), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। সর্ব্বচূর্ণের সমান সিদ্ধিচূর্ণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে তণ্ডুলোদক

* ইতঃ পরং "কলিঙ্গাতিবিষা ধান্যং চব্যং জাতীফলং সমম্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য; সর্ব্বপ্রকার অতীসার, তৃষ্ণা, জ্বর, নানা বর্ণ ও নানাবিধ বেদনাযুক্ত পক্বাপক্ব সকল প্রকার অতিসার, বিশেষতঃ আমাতিসার, শোথ, অসাধ্য গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, প্লীহা ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।

জীরকাদ্যং চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্গণং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধকপারদৌ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ।
জীরকাদ্যমিদংচূর্ণমগস্ত্যেন প্রকাশিতম্॥

জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়্‌চি মূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ। এই সমুদায় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে দুর্নিবার গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—৬ রতি।

অজাজ্যাদি-চূর্ণম্।

পলদ্বয়মজাজ্যাস্তু পলৈকং যবশূকজম্।
অম্বুদং দ্বিপলং জ্ঞেয়ং ফণিফেনপলং তথা॥
অর্কমূলভবং চূর্ণং চতুঃপলমিতং স্মৃতম্।
অজাজ্যাদিকমেতদ্ধি হন্ত্যগ্রং গ্রহণীগদম্॥
সরক্তমথ নীরক্তমতিসারং সুদারুণম্।
জ্বরাতিসারং শময়েৎ বিসূচীং ঘোররূপিণীম্॥

জীরা ২ পল, যবক্ষার ১ পল, মুতা ২ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূল ৪ পল; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে সরক্ত অথবা রক্তহীন অতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ উপশমিত হয়। মাত্রা—২ রতি।

কঞ্চটাবলেহঃ।

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ
সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃতাপাদশেষে।
ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দদ্যাৎ
চূর্ণানি ধীরো বিধিবৎ তদেষাম্॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকাষ্ঠবিশ্বাক্ষার-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্॥
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ।
সর্ব্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা।
আমপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্॥
বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাৎ শূলমরোচকম্॥

কঞ্চটতালমূল্যোঃ প্রত্যেকং প্র ৮ জল শং ১৬ শেষ শং ৪ সিতাষ্টপলং দত্ত্বা পক্ত্বা সমঙ্গাদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ শীতে মধুপলচতুষ্টয়মিতি গোপালদাসঃ, মধুনঃ পলদ্বয়মিত্যন্যে।

কাঁচ্‌ড়াদাম /১ সের, তালমূলী /১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথে চিনি /১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আক্‌নাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু এক পোয়া (মতান্তরে অর্দ্ধসের) মিলিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা দোষ বল ও কাল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

দশমূল-গুড়ঃ।

দশমূলীপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্॥

আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ।
লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু ভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্॥
দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ।
দত্ত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ।
হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি॥
আমং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা।
মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভং গুদজানি চ॥
জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব॥

দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস /৪ সের, একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চৈ ও পঞ্চলবণ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণ-গুড়ঃ।

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্য-ব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ॥
বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযমানী-পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ।
দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বগ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমগ্নিমান্দ্যেহতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোহয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ॥
ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়েত্ত্বত্র মনাক্ তৈলে চিকিৎসকাঃ।
অত্রেক্তমানসাধর্ম্ম্যাৎ ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্॥

আমলকী রস ১২ সের, পুরাতন গুড় /৬।০ সের একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষ, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতামূল ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, তেউড়ী চূর্ণ ৮ পল (তেউড়ি তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে) তিল তৈল ৮ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা—১ তোলা। এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথাদি রোগ নষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ।

কুষ্মাণ্ডকানাং রূঢ়ানাং সুস্বিন্নং নিষ্কুলত্বচাম্।
সর্পিঃপ্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানি চ॥
ত্রিফলা চাজমোদা চ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্।
একৈকস্য পলঞ্চৈব ত্রিবৃদষ্টপলং ভবেৎ॥
তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব তু।
প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ সমেতস্য রসস্যামলকস্য চ॥
যদা দার্ব্বীপ্রলেপস্তু তদৈনমবতারয়েৎ।
যথাশক্তি গুড়ীং কুর্য্যাৎ কর্ষকর্ষার্দ্ধমানতঃ॥
অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তস্তু জয়েদিমান্।
দুর্ব্বারান্ গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠান্যর্শোভগন্দরান্॥
জ্বরহুন্মেহহৃদ্রোগ-গুল্মোদরবিসূচিকাঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্॥
প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দদ্রুচর্ম্মহলীমকান্।
কফপিত্তানিলান্ সর্ব্বান্ প্ররূঢ়াংশ্চ ব্যপোহতি॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
গুড়কুষ্মাণ্ডকো নাম বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥

সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য ১২॥০ সের, ঘৃত /৪ সের। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৮ পল। তিল তৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীরস ১২ সের। এই সমুদায় দ্রব্য যথাবিধি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। মাত্রা—১ তোলা। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

মুস্তকাদ্যো মোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমান্যৌ দ্বে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা॥
শতপুষ্পা বরী ধান্যং চাতুর্জ্জাতং তথা তুগা।
মেথী জাতীফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
মুস্তকং ষট্‌পলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা।
গ্রহণীং হন্ত্যতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অজীর্ণমামদোষঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
পুষ্টিং দেহস্য জনয়েদ্বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধিকৃৎ।
বলীপলিতদৌর্ব্বল্যং ক্ষপয়েৎ কৃশতামপি॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরি, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—আধ্ তোলা হইতে ১ তোলা। শীতল জলের সহিত সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগের নাশ এবং বল বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীকামেশ্বরো মোদকঃ।

সম্যঙ্‌মারিতমভ্রকং কটফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা
মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ।
রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং
হৈমী নাগবলা কচূরমদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং
চাতুর্জ্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শঠী বালকম্।
শাল্মল্যঙ্ঘ্রি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্॥
কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ
সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্যকরণং স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্॥
কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো
দুর্নামগ্রহণীপ্রমেহনিবহশ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ।
নিত্যানন্দকরো বিশেষকবিতাবাচাং বিলাসোদ্ভবং
ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিতান্তোৎসবঃ॥
অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ
সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ।
বৃদ্ধানাং মদনস্য বর্দ্ধনকরঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে
সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্॥
তন্ত্রান্তরেঽস্য মহাকামেশ্বরসংজ্ঞা।

জারিত অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, মাষকলাই, তিলতণ্ডুল, ধনে, দুধ্‌লে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশী বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা। সিদ্ধিচূর্ণ ৪৫ তোলা, চিনি ১৮০ তোলা। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক বান্ধিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি খাইবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অতিসারাদি বিবিধ রোগের শান্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়।

কামেশ্বরো মোদকঃ।

ধাত্রীসৈন্ধবকুষ্ঠকট্‌ফলকণা শুণ্ঠীযমানীদ্বয়ং
যষ্টীজীরকযুগ্মধান্যকশঠীশৃঙ্গীবচাকেশরম্।
তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষমেভিঃ সমং
চূর্ণীকৃত্য মনাক্ স্ববীজসহিতং ভৃষ্ট্বা তু শক্রাশনম্॥
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং যত্নাদ্ ভিষগ্‌
নিক্ষেপেৎ
ক্ষৌদ্রৈশ্চাপি ঘৃতৈঃ প্রশস্তদিবসে কুর্য্যাৎ শুভান্
মোদকান্।
কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্ ভর্জ্জিতান্
গোপ্যোঽয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পারম্পিনামগ্রতঃ॥
আধিব্যাধিহরঃ ক্ষতক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ
স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ।
কাসশ্বাসবলাসরোগনিচয়প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং
প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ॥

গ্রহগণপরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ
কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ।
বিগতসকলভীতির্গতিবাদাঙ্গনীতি
র্ভবতি ভুবি স দেবো যেন ভুক্তঃ প্রযত্নাৎ॥
রহসি যুবতিখেলাসম্পুটাকর্ষহর্ষাদ্
গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন।
যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে
স্মরতরভসমুচ্চৈর্নষ্টকামং প্রকামম্॥
যস্মাদ্‌ব্রহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্
যস্মাদুন্মদদাক্ষিণাত্যযুবতীসম্ভোগকৌতূহলী।
যস্মাৎ কাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া
শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ॥
এষ গ্রহণ্যামপি প্রশস্তঃ।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জ্জিত সবীজসিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে। পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া ১ তোলা প্রমাণ মোদক বান্ধিবে। পরে ভাজা তিলচূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

মেথীমোদকঃ।

ত্রিকটুত্রিফলামুস্তা-জীরকদ্বয়ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশকেশরং পত্রং ত্বগেলাজাতীফলং তথা।
জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূরচন্দনম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতনগুড়েন চ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেদগ্নিবলং প্রতি।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সামে মেদে মহৌষধম্॥
বলবর্ণকরোহয়েষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
প্রমেহান্ বিংশতি হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্॥
পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্।
স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ স্যাতাং তালফলোপমৌ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নরাণাঞ্চৈব পুত্রদঃ।
ভাষিতঃ কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহা অগ্নিকারক এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ।

বৃহন্মেথীমোদকঃ।

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচপিপ্পলী।
কট্‌ফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয়পুষ্করম্॥
যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়মেব চ।
জাতীফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দুলবঙ্গকম্॥
শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টীমধুকপদ্মকম্।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকঃ কার্য্যো ঘৃতমাক্ষিকসংযুতঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষানুপানতঃ।
হন্তি মন্দানলান্ সর্ব্বানামদোষং বিশেষতঃ॥
মহাগ্নিজননং বৃষ্যমামবাতনিসূদনম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশমনং সর্ব্বারুচিবিনাশনম্।
মেথীমোদকনামেদং পতঞ্জলিমুনের্মতম্॥

ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধব লবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চৈ, মৌরি ও দেব-

দারু প্রত্যেক চূর্ণ সমান; সর্ব্বসমান মেথী চূর্ণ। চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রাতঃ-কালে সেবনীয়। দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

জীরকাদিমোদকঃ।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্॥
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষফলে তথা॥
ধন্যাকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জ্জাতলবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা॥
টঙ্কণং কুন্দুরুর্যষ্টী তুগা কক্কোলবালকম্।
গোক্ষুরস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলশ্চৈব কটুকা পদ্মনালুকে॥
এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
শর্করামধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্॥
খাদেৎ কর্ষসমং তচ্চ প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ।
রক্তাতিসারেঽতিসারে প্রযোজ্যং বিষমজ্বরে॥
সশব্দং ঘোরগম্ভীরং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ।
অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্॥
সর্ব্বাতীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা॥
বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলমরোচকম্।
ভাষিতং কৃষ্ণনাথেন জন্তূনাং হিতকারণম্॥

জীরকচূর্ণং প ৮ বিজয়াবীজচূর্ণং প ৪ লৌহাদিনালুকা-ন্তানাং প্রত্যেকং কর্ষঃ ১, সর্ব্বদ্বিগুণা সিতা ঘৃত-মধুভ্যাং বন্ধনম্॥

শ্লক্ষ্ণচূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জ্জিত ও বস্ত্রগালিত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরি, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরুখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁক্লা, বালা, গোক্ষুরচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেল শুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ, ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকশেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃ-কালে সেবনীয়। জীরকাদি মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহজ্জীরকাদি-মোদকঃ।

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্পলী।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্রমেলা চ কেশরম্॥
শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দনম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষফলে তথা॥
যষ্টী মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী।
ধন্যাকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ।
সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
কর্পূরং বনিতা চৈব বৃন্দুগোটীং সমাংশিকাম্।
লৌহমভ্রকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং দেয়ং ভৃষ্টজীরস্য চূর্ণকম্॥
সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষবলানলম্।
গব্যং সশর্করঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেব চ।
ক্ষীণাক্ষৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্॥
পুষ্পকৃৎ পুত্রকৃচ্চৈব বলবর্ণকরঃ পরঃ।
সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।
দাহং সার্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ তৎ।
অয়ং সর্ব্বগদোচ্ছেদী জীরকাদ্যো হি মোদকঃ॥

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী. জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরি, জটামাংসী, মুতা, সচল লবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব লবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোটী ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান ভর্জ্জিত জীরক চূর্ণ। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গব্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিসার প্রদর ও সূতিকাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারমোদকঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্ পত্রং নাগকেশরম্।
জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্‌ফলং পুষ্করং শঠী ॥
ত্রিকটুবিল্বকং ধান্যং জাতীফললবঙ্গকম্।
কর্পূরং কান্তলৌহঞ্চ শৈলজং বংশলোচনা ॥
এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকম্।
সমঙ্গাতিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ ॥
অস্য চূর্ণসমা মেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ।
শর্করামধুসংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
কর্ষমেকং প্রমাণন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন আজেন পয়সাথবা ॥
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ।
আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্ ॥
বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।
হন্ত্যষ্টাদশ বৃষ্ঠানি গ্রহণীদোষনাশনম্।
উদাবর্ত্তগুল্মরোগোদরাময়বিনাশনম্ ॥

বেণার মূল, বালা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ; এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাকের পর মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতি কঠিন গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পচুক্র-সন্ধানম্।

যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে।
দ্বিগুণং গুড়মধ্বারনালমস্তু ক্রমাদ্ বিদুঃ ॥

পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত (অথবা তক্র কিংবা দধি) ৮ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিবস রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্তুর নাম শুক্ত বা চুক্র। (উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ দিন ধান্য রাশির মধ্যে রাখিবে। অন্যান্য ঋতুতে বৃহচ্চুক্রের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্টকাল রাখিতে হইবে।)

বৃহচ্চুক্রসন্ধানম্।

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়তস্তুষজলাৎ প্রস্থত্রয়ং চাম্লতঃ
প্রস্থার্দ্ধং দধিতোঽম্লমূলকপলান্যষ্টৌ গুড়াদ্ মানিকে।
মান্যৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাৎ দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে
দ্বে কৃষ্ণোষণয়োর্নিশাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে ॥
স্নিগ্ধে ধান্যযবাদিরাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েদ্
গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষাসু পুষ্পাগমে।
ষট্ শীতেঽষ্টদিনান্ততঃপরমিদং বিস্রাব্য সংচূর্ণয়েৎ
চাতুর্জ্জাতপলেন সংহতমিদং শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ ॥

হন্ত্যাদ্রবাতকফামদোষজনিতান্ নানাবিধানাময়ান্
জীর্ণামানি চ শূলগুল্মজঠরান্ হন্ত্যানলং দীপয়েৎ॥

একটী স্নিগ্ধ কলসে তণ্ডুলোদক /৪ সের, কাঁজি ১২ সের, অম্ল দধি /২ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি /১ সের ও গুড় /২ সের একত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ত্বক্‌রহিত খণ্ড খণ্ড আদা /২ সের, সৈন্ধব লবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল; এই সকল প্রদান করিয়া শরাব ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া ধান্য বা যবাদি রাশির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীত-কালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধৃত করিয়া এবং দ্রবাংশ ছাঁকিয়া তৎসহ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র। এই শুক্ত মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট করে।

তক্রারিষ্টঃ।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশিকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
তক্রকংসাস্নুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃ-ক্রিমিমেহোদরাপহম্॥

যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১ পল একত্র চূর্ণিত ও ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রা-রিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ।

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকো ঘনঃ।
বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রঃ পাঠা ধাত্র্যেলবালুকম্॥
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা।
মাংসী ত্বগেলা পত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরম্॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্॥
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলা ভবেৎ।
এতান্যেকত্র সংযোজ্য মৃদো ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ॥
জ্ঞাত্বা রসগতং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া।
ক্ষয়ং গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতাং তথা।
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্॥

পিপুল, মরিচ, চৈ, হরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আক্‌নাদি, আমলকী, এলবালুক, বেণার মূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের, গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১০ পল, দ্রাক্ষা ৬০ পল; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা পান করিলে গ্রহণী প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

আয়ামকাঞ্জিকম্।

বাট্যাস্তু দদ্যাদ্ যবশক্তুকানাং
পৃথক্ পৃথক্ চাঢকসংমিতস্তু।
মধ্যপ্রমাণানি চ মূলকানি
দদ্যাচ্চতুঃষষ্টিসুকল্পিতানি॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ প্রাব্য ঘটে সুধৌতে
দদ্যাদিদং ভেষজজাতমুগ্রম্।
ক্ষারদ্বয়ং তুম্বুরুবস্তগন্ধা
ধনীয়কং স্যাদ্ বিড়সৈন্ধবঞ্চ॥
সৌবর্চলং হিঙ্গু শিবাটিকাঞ্চ
চব্যঞ্চ দদ্যাদ্ দ্বিপলপ্রমাণম্।
ইমানি চান্যানি পলোন্মিতানি
বিজর্জ্জরীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেচ্চ॥
কৃষ্ণামজাজীমুপকুঞ্চিকাঞ্চ
তথাসুরীং কারবিচিত্রকঞ্চ।
পক্ষস্থিতোঽয়ং সবর্ণদেহঃ
বয়স্করোঽতীববলপ্রদশ্চ॥

কান্ জীবয়ামীতি যতঃ প্রবৃত্ত-
স্তৎকাঞ্জিকেতি প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ।
আয়ামকালাজ্জরয়েচ্চ ভক্ত-
মায়ামিকেতি প্রবদন্তি চৈনম্‌॥
দকোদরং গুল্মমথ প্লিহানম্‌
হৃদ্রোগমানাহমরোচকঞ্চ॥
মন্দাগ্নিতাং কোষ্ঠগতঞ্চ শূল-
মর্শোবিকারান্ সভগন্দরাংশ্চ।
বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্ব্বান্
সংসেব্যমানং বিধিবন্নরাণাম্‌॥
(নিস্তুষযবদলিতগবে চতুর্দ্দশগুণজলদানাৎ সাধিতো মণ্ডঃ বাট্যঃ, তস্য প্র ৬৪ যবশক্তু প্র ৬৪)

নিস্তুষ কুট্টিত যব চতুর্দ্দশ গুণ জলে সিদ্ধ করিলে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকে বাট্য কহে। সেই বাট্য /৮ সের, যবের ছাতু /৮ সের, মধ্যবিধ মুলা (খণ্ড খণ্ড) /৮ সের; এই সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কৃত কলসে রাখিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল দিয়া পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিবে। যথা—যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুম্বুরু, বনযমানী, ধনে, বিট্, সৈন্ধব, সচল লবণ, হিঙ্গু, বংশপত্রী ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল; পিপুল, জীরা, স্থূলকৃষ্ণজীরা, রাই-সর্ষপ, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিবস কলসের মধ্যে রাখিবে। ঐ বিকৃত বস্তুকে আয়াম কাঞ্জিক কহে। আয়াম শব্দের অর্থ এক প্রহর কাল, এক প্রহরের মধ্যে ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম আয়ামকাঞ্জিক। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

গ্রহণীকপাটো রসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফললবঙ্গয়োঃ।
প্রত্যেকং শাণমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্‌॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্‌ভিষক্।
বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্‌॥
দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণীরোগনাশনঃ।
পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরম্‌।
গ্রহণীকপাটনামা রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক, জায়ফল, লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক ৷৷ অর্দ্ধ তোলা; একত্র উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া হুড়্ হুড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে, শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিল্বপত্ররসের বা দধির সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

গ্রহণীকপাটো রসঃ।

টঙ্গণক্ষারগন্ধাশ্ম-রসো জাতীফলং তথা।
বিল্বং খদিরসারশ্চ জীরকং শ্বেতধূনকম্‌॥
কপিহস্তকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্‌।
এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিল্বপত্রককার্পাস-ফলং শালিঞ্চ ভৃঙ্গিকা।
শালিঞ্চমূলং কুটজত্বচং কঞ্চটপত্রকম্‌॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্‌ভিষক্।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্‌॥
দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্রপ্রমাণতঃ।
অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ॥
আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্‌।
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ॥
কৃষ্ণবার্ত্তাকুমৎস্যঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে।
জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারি প্রদাপয়েৎ॥

সোহাগার খৈ, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, বেলশুঁঠ, খদির, জীরা, শ্বেতধূনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, কীরুই, শালিঞ্চ মূল, কুড়্চিছাল ও কাঁচড়াপত্রের যথাসম্ভব রসে ও কাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তিন দিবস ঔষধ সেবনীয়;

ঔষধসেবনের পর অর্দ্ধ পোয়া দধি পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বায়ুর কার্য্য দেখিলে বিবেচনা পূর্ব্বক তৈলগুলি ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে আমশূল, গ্রহণী ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

সংগ্রহগ্রহণীকপাটঃ।

মুক্তা সুবর্ণং রসগন্ধটঙ্গ-
মভ্রং কপর্দ্দোঽমৃততুল্যভাগঃ।
সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচূর্ণমত্র
ভাব্যঞ্চ বহ্নেঽতিবিষাদ্রবেণ॥
গোলঞ্চ কৃত্বা মৃদুকর্পটস্থং
সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ।
সর্ব্বাঙ্গশীতো রস এষ ভাব্যো
ধুস্তূরবহ্ন্যোর্মুষলীদ্রবৈশ্চ॥
লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ
সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকবাটঃ।
বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ
পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ॥
কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন
কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাম্।
ক্ষয়জ্বরে চার্শসি ষট্প্রকারে
সামাতিসারেঽরুচিপীনসে চ॥
মেহে চ কৃচ্ছ্রে গতধাতুবর্দ্ধনে
গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চাপি মহাময়ঘ্নম্॥

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র, কড়িভস্ম, বিষ প্রত্যেক ১তোলা; শঙ্খভস্ম আট তোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া আতইচের কাথে ভাবনা দিয়া গোলাকৃতি করিয়া দুই প্রহর পুটপাক দিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর শীতলাবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুতুরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাতাধিক্যে ঘৃত, মরিচ; পিত্তাধিক্যে মধু, পিপ্পলী; এবং কফাধিক্যে সিদ্ধিভিজা-জল বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা।

জাতীফলং দেবপুষ্পমজাজীকুষ্ঠটঙ্গণম্।
বিড়ং ত্বগেলা ধুস্তূরং ফণিফেনং সমং সমম্॥
প্রসারণীরসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকা কৃতা।
যথাদোষানুপানেন সেবিতা গ্রহণীং হরেৎ॥
নানাবর্ণমতীসারং দারুণাঞ্চ প্রবাহিকাম্।
নাম্না গ্রহণীশার্দ্দূল-বটিকা গ্রাহিণী পরম্॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খৈ, বিট্লবণ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, ধুতুরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দোষানুসারে বেলশুঁঠের কাথ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার ও প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রসগন্ধকলৌহানি শঙ্খটঙ্গণরামঠম্।
শঠীতালীশমুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবম্॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফললবঙ্গকম্॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমম্।
ছাগীদুগ্ধেন বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা॥
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
বটী গজেন্দ্রসংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতীসারনাশিনী।
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষে॥
শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং নিহন্তি জয়েৎ॥
মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা (অভাবে রক্তচন্দন), তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধিবীজ, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গ্রহণী, জ্বরাতীসার, শূল, অম্লপিত্ত ও গুদভ্রংশ

প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রোগির বয়স ও অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া কিংবা যুক্তিপূর্ব্বক মাত্রা-বৃদ্ধি করিবে।

স্বল্পগ্রহণীকপাটো রসঃ।

দরদং গন্ধপাষাণং তুগাক্ষীর্য্যহিফেনকম্।
তথা বরাটিকাভস্ম সর্ব্বং ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
রক্তিকাযুগ্মমানেন চ্ছায়াশুষ্কাং বটীং চরেৎ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্‌গ্রহণীকবাটো রসঃ।

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকঃ।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্॥
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ॥
বলারসৈঃ সপ্তধৈবমপামার্গরসৈস্ত্রিধা।
লোধ্রপ্রতিবিষামুস্ত-ধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ॥
প্রত্যেকমেতৎস্বরসৈর্ভাবনা স্যাৎ ত্রিধা ত্রিধা।
মাষমাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কপাটো গ্রহণীরোগে রসোঽয়ং বহ্নিদীপনঃ॥
সারো—লৌহঃ।

রূপা, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ এই সমুদায় কয়েৎবেল পাতার রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া হরিণশৃঙ্গের অভ্যন্তরে নিহিত করত গজ-পুটে পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া বেড়েলার রসে সা[illegible] এবং আপাং, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি (১ মাষা ব্যবহার) প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও মরিচ-চূর্ণ। ইহা সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের শান্তি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

অগস্তিসূতরাজো রসঃ।

রসবলিসমভাগং তুল্যহিঙ্গুলযুক্তং
দ্বিগুণকনকবীজং নাগফেনেন তুল্যম্।
সকলবিহিতচূর্ণং ভাবয়েদ্ ভৃঙ্গনীরৈ-
গ্রহণিজলধিশোষে সূতরাজো হ্যগস্তিঃ॥

কজ্জলী ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ, অহিফেন ৪ ভাগ; এই সকল ভীম-রাজ-রসে মর্দ্দন করিয়া গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

অগ্নিসূনুরসঃ।

ভাগো দগ্ধকপর্দ্দকস্য চ তথা শঙ্খস্য ভাগদ্বয়ং
ভাগো গন্ধকসূতয়োর্মিলিতয়োঃ পিষ্টা মরীচাদপি।
ভাগস্য ত্রিতয়ং নিযোজ্য সকলং নিম্বুরসে চূর্ণিতং
নাম্নাবহ্নিসুতো রসোঽয়মচিরান্মান্দ্যং জয়েদ্দারুণম্॥
ঘৃতেন খণ্ডাৎ সহ ভক্ষিতেন
ক্ষীণান্ নরান্ হস্তিসমান্ করোতি।
সমাগধীচূর্ণঘৃতেন লীঢ়া
নরঃ প্রমুঞ্চেদ্‌গ্রহণীবিকারাম্॥
শোষজ্বরারোচকশূলগুল্মান্
পাণ্ডূদরার্শোগ্রহণীবিকারান্।
তক্রানুপানো জয়তি প্রমেহান্
যুক্ত্যা প্রযুক্তোঽগ্নিসুতো রসেন্দ্রঃ॥

কড়িভস্ম ৬ ভাগ, শঙ্খভস্ম ২ ভাগ, কজ্জলী ১ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সকল কাগ্‌জী লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। ঘৃত ও চিনির সহিত ইহা সেবন করিলে ক্ষীণ মানব হস্তিতুল্য স্থূল ও বলবান্ হয়। গ্রহণীরোগে ছোট এলাইচের গুঁড়া ও ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। তক্র অনু-পানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে শোষ, জ্বর, অরোচক, শূল, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্কণং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্॥

চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো গুহ্যমে তচ্চিকিৎসিতম্ ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান অভ্র। চিতার কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

জাতীফলাদ্যা বটী।

জাতীফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্।
ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেনকস্য গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্ ॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধুপ্রযুক্তাং গ্রহণীগদেষু।
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈর্যুক্ত্যা বিদধ্যাদতিসারবৎসু ॥
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু পক্কেষপক্কেষু গুদাময়েষু।
পথ্যং সদধ্যোদনমত্র দেয়ং রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ ॥

জায়ফল, ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরাবীজ ১ তোলা, অহিফেন দুই তোলা ; এই সমুদায় একত্র গন্ধভাদুলে পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে অনুপান—মধু। অতিসার যুক্ত অন্যান্য রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি ও অন্ন।

জাতীফলাদ্যা বটিকা।

বিশুদ্ধসূতস্য * চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়স্ত।
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ॥
জাতীফলং শাল্মলিবেষ্টমুস্তং সটঙ্গণং সাতিবিষং সজীরম্।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ-প্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ্বিভাবয়েৎ পত্রভবৈরমীষাম্,
ইন্দ্রাশিকেন্দ্রাশনকং সজম্বু জয়ন্তিকা দাড়িমকেশরাজৌ ॥
আবদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যগ্বটিকা বিধেয়া।
কোলাস্থিমানা চ বহুপ্রকারং সামং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্ ॥
কুর্য্যাদ্ বিশেষাদনলাবলম্বং কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকময়পিত্তম্।
ইয়ং নিহন্তি গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং মর্ত্ত্যস্য জীর্ণগ্রহণীমসাধ্যাম্ ॥

* অত্র অভ্রঞ্চ সূতস্থেত্যপি কচিৎ পাঠঃ।

চিরোদ্ভবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টিং শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্।
আমানুবন্ধস্ত্বতিসারমুগ্রং জয়েদ্ ভূশং যোগশতৈরসাধ্যম্ ॥
বিবর্জ্জনীয়াস্ত্বিহ ভৃষ্টমৎস্যা মৎস্যস্তথা পাণ্ডুরবর্ণ এব।
রম্ভাফলং মূলমথোদনঞ্চ বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র ॥
জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা।
অনেকসন্তাপিতমর্ত্ত্যলোকা নানাবিধব্যাধিপয়োধিনৌকা ॥

পারদ ৪ মাষা, গন্ধক ৮ মাষা, (কেহ কেহ ইহার সহিত অভ্র ৮ মাষা দিতে বলেন) একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগা, আতইচ, জীরা, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, বিষ ১ মাষা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধিপত্র, জামপত্র জয়ন্তীপত্র, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়াপত্র, আকনাদিপত্র ও ভৃঙ্গরাজপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালে ভাজা মৎস্য, পাণ্ডুরবর্ণ মৎস্য, রম্ভা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল নিতান্ত অপথ্য জানিবে।

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ ॥
মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ।
ঘনপঙ্কে বহির্লিপ্তা পুটমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥
গুঞ্জাষট্কপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্ ॥
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বহ্নিপ্রসাদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্ ॥
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্।
পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ ॥
যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ত্যজন্তি তে।
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ ॥

* সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈব চ। ইতি পাঠান্তরম্।

রসগন্ধকয়োস্তদ্ধি সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিনা পাকেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

রসগন্ধকয়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, জাতীফলাদীনামপি চতুর্ণাং প্রত্যেকং কর্ষঃ। কজ্জলীং জলেন পঙ্কবৎ কৃত্বা লৌহবার্দ্ধিকায়াং স্বেদয়িত্বা ততঃ সর্ব্বমেকীকৃত্য জলেন পিষ্ট্বা একস্মিন্ মুক্তাগৃহে ঔষধং সংস্থাপ্য অপরেণাচ্ছাদ্য কদলীপত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ঘনপঙ্কেন আলিপ্য করীষাগ্নের্মধ্যে সংস্থাপ্য যদা বহিরারক্তা ভবেৎ, তদৈবাকৃষ্য গ্রাহ্যঃ। যথাব্যাধ্যনুপানং, রক্তিকাঃ ষট্ খাদ্যাঃ। বালকানামুদরাময়াদাবতিপ্রশস্তম্।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল করিয়া তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র (কেহ কেহ ইহার সহিত নিসিন্দাপত্র ও এলাইচ চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা দিতে বলেন) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিনুক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন ও পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৶ রতি। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকারোগ, কাস, শ্বাস, বালরোগ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। বিশেষতঃ ইহা বালকগণের উদরাময়াদি রোগে অত্যন্ত উপকার করে। এই ঔষধ পাক না করিয়া প্রস্তুত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামে অভিহিত হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা।

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
তাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসংমিতৈঃ॥
খল্লয়েৎ তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ।
নির্গুণ্ডীমণ্ডুকীশ্বেতা-কুচেলাগ্রীষ্মসুন্দরৈঃ॥
ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাশনকেৎকটৈঃ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ তাং গ্রহণীগদে॥
সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ।
বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ॥
দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্।
দাতব্যা গুড়িকাঃ সপ্ত রোগিণে গ্রহণীগদে॥
অন্তে তক্রাদিসেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু।
শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা।
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতাপি চ॥

অর্দ্ধ তোলা পারদ লইয়া কাঁজি, চিতার রস ও ত্রিফলার কাথে শোধন করিয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে শোধিত গন্ধক ২ মাষা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহা নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেত অপরাজিতা, আকনাদি, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, জয়ন্তী, সিদ্ধিপত্র ও ওকড়ার প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা পরিমিত রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ-প্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে একবারে ৭ বটিকা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—দধির মাৎ। পথ্য—তক্রাদি। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

খসর্পণ-বটী।

পক্কেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ।
শোধিতং পারদঞ্চৈব কর্ষার্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্।
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েৎ তৎ তু ভেষজৈঃ॥
সিন্ধুবারদলরসে মণ্ডুকপর্ণিকারসে।
কেশরাজরসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরজে রসে॥
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ সোমরাজীরসে তথা।
রক্তচিত্রকপত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্॥
রসমানসমানেন চ্ছায়ায়াং শোষয়েদ্ ভিষক্।
সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তুসমাপ্লুতাঃ।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং কোষ্ঠশুদ্ধিনিবৃত্তয়ে॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
অগ্নিদার্ঢ্যকরং শ্রেষ্ঠমামপর্পটিকাহ্বয়ম্॥

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুল দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা একত্র মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে নিসিন্দাপত্র, থান্‌কুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করত সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। দধির মাতের সহিত ৭ বটী সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অভ্রবটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমানস্ত গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ॥
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিবিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে মর্দ্দনীয়ং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
কলায়পরিমাণাস্তু খাদেৎ তাস্ত প্রযত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্।
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ॥
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

শুদ্ধরসকর্ষঃ ১, শুদ্ধগন্ধককর্ষঃ ১, কজ্জলীং কৃত্বা জারিতাভ্রকর্ষঃ ১, মরিচচূর্ণকর্ষঃ ১, টঙ্গণক্ষারতো ১ মিশ্রীকৃত্য কেশরাজাদীনাং স্বরসকর্ষঃ ১, ততশ্ছায়াশুষ্কাং বটীং কারয়েৎ।

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত অভ্র ২ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থুল্‌কুড়ি, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা ও পান, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অতিসার, জ্বর, বাতশ্লেষ্মব্যাধি ও ক্ষয়কাস প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

গ্রহণীকপাটো রসঃ।

গিরিজাভববীজকজ্জলীং পরিমর্দ্দ্যার্দ্রকরসেন শোষিতা।
কুটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমর্দ্দ্য মিশ্রিতা॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
অজাক্ষীরেণ দাতব্যং ক্বাথেন কুটজস্য বা॥
যূষং দেয়ং মসূরস্য বারিভক্তঞ্চ শীতলম্।
দধ্না সহ পুনর্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ম্॥
বর্দ্ধয়েদ্দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা।
নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাৎ কুক্ষিমার্দ্দবম্॥

গন্ধক ও পারদের কজ্জলী আদার রসে মাড়িয়া শোষণ করিবে। পুনরায় দ্বিগুণ কুড়্‌চিভস্মের সহিত মিশ্রিত করিবে। মর্দ্দিত হইলে ৪ গুঞ্জা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ কিম্বা কুড়্‌চির ক্বাথ। পথ্য—মসুরের যূষ, জল ও শীতল অন্ন। প্রথম গ্রাসে দধির সহিত ২ রতি পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে দশ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ক্রমশঃ ২ রতি করিয়া কমাইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ উপশমিত হয়।

বিজয়া বটিকা।

হাটকং রজতং তাম্রং যদ্যত্র পরিদীয়তে।
বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগনিসূদনী॥

গ্রহণীকপাট রসে স্বর্ণ, রজত ও তাম্র দিলে বিজয়া বটী প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্বরোগবিনাশক।

পীযূষবল্লীরসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গণম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরকধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্॥
জাতীফলং বিশ্ববিল্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যা চ্ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বসমং গুড়ম্।
অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসারমুল্বণম্॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগবম্।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-গুদভ্রংশং সুদারুণম্॥
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
প্লীহগুল্মোদরানাহং সূতিকারোগসঙ্করম্।
অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ॥
পীযূষবল্লী বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা।
কশ্যপায় দদেঽশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ॥
ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ।
পরম্পরাপ্রাপ্ত এষ রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, গুড়ত্বক্, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, ধুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। বেল পোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয়। ইহা রক্তাতীসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদরাদি নানারোগে ব্যবস্থেয়।

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলাটঙ্গরামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানীবিশ্বসৈন্ধবাঃ॥
লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা চ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমদ্গাহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ॥
সূর্য্যবৎ তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ।
অষ্টাদশবটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্।
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎপাণ্ডুত্বকামলাম্॥
হৃচ্ছূলং কুক্ষিশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ।
কটিশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্ঠশূলকম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রমেহকম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্।
জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যভ্রমং ক্লমম্॥
দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং জড়গদ্গদমূকতাম্।
মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্॥
উরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্।
কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্॥
শৌল্যঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণি চ।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা।
বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক ১ পল, মরিচ ২ পল, এই অষ্টাদশ দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া (অর্দ্ধমাষা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং নাগং চিত্রং ত্রিবৃৎ সমম্।
টঙ্কং জাতীফলং হিঙ্গু ত্বগেলাজলবঙ্গকম্॥

তেজপত্রমজাজী চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং তথা মরিচতারয়োঃ॥
নিরুত্থকমৃতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসেন্তথা॥
ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেদ্ যথোচিতম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ দুর্নামগ্রহণীং জয়েৎ।
আমাজীর্ণপ্রশমনঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ।
নাশয়েদোদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥
গ্রন্থান্তরেঽস্য রাজবল্লভ ইতি সংজ্ঞা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, তেউড়ীমূল, সোহাগার খৈ, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, মুতা, লবঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১২ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য আদার ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা (ব্যবহার অর্দ্ধ মাষা) প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়া বিন হয়

পূর্ণকলা বটিকা।

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিল্বকম্।
বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠাজীরকধান্যকম্॥
রসাঞ্জনং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু ফলং তথা।
অভ্রাংশঞ্চ ফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্॥
ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলা কণ্টদাড়িমম্।
শৃঙ্গাটং কেশরো জম্বু দধিমন্ত জয়ন্তিকা॥
কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।
দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিসেবিতা॥
ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী।
শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী।
ভ্রমচ্ছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥

পূর্ণকলাবটিকায়াং ঘনং মুস্তকম্। এষামভ্রান্তানাং প্রত্যেকং কর্ষমানম্। ফলং ত্রিফলা। তচ্চ প্রত্যেকং তোলকত্রয়মিতি। পঞ্চমূলী স্বল্পা পঞ্চমূলী।

পারদ, গন্ধক, মুতা, লৌহ, ধাইফুল, বিল্ব, বিষ, কুড়চিবীজ, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক তিন তোলা, থানকুনী, স্বল্প পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়াদাম, দাড়িম, পানিফল, নাগকেশর, জাম, দধির মাত, জয়ন্তী, কেশুরে, ভীমরাজ প্রত্যেক ২ তোলা; একত্র করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—ঘোল। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বজ্রকপাটো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব অহিফেনং সমোচকম্।
ত্রিকটুস্ত্রিফলা চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ॥
ভঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ॥

পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া সিদ্ধি ও ভীমরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। ৩ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে অসাধ্য গ্রহণীরোগও উপশমিত হয়।

বড়বামুখো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রটঙ্গণম্।
সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জিসৈন্ধবনাগরম্॥
অপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ।
প্রত্যেকং সূতকতুল্যং স্বাদ্রযোগেন মর্দ্দয়েৎ॥
হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পচেল্লঘু।
মাষমাত্রঃ প্রদাতব্যো রসোঽয়ং বড়বামুখঃ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণীং জ্বরম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, শোধিত তাম্র, অভ্র, সোহাগা, করকচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, শুঁঠ অপামার্গ, পলাশ ও বরুণের ক্ষার প্রত্যেক বস্তু পারদের সমান করিয়া কাঁজিতে মর্দ্দিত করিবে। পরে হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘু পুট দিবে। পরিমাণ ১ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে গ্রহণী, জ্বর ও সংগ্রহগ্রহণী উপশমিত হয়।

হংসপোট্টলী।

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্কণং বিষম্।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥

কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক ও শোধিত পারদ সমভাগ একত্র পেষণ করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দিত করিবে। ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিয়া সেবন করিবে। পশ্চাৎ মরিচ ও ঘৃত একত্র লেহন করিবে। পথ্য—ঘোল ও অন্ন। ইহাতে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণী বজ্রকপাটঃ।

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যাভ্রাভ্রটঙ্গণম্।
জয়ন্তীভৃঙ্গজম্বীর-দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দিনত্রয়ম্॥
যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ।
শীতে জয়ারসসমৈঃ শাল্মলীবিজয়াদ্রবৈঃ॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা বজ্র-কপাটঃ স্যাদ্ রসোত্তমঃ।
মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, গণিয়ারি, বচ, অভ্র, সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্য জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জম্বীরের রসে তিন দিন পেষণ করিয়া গোলা প্রস্তুত করিবে। পরে অর্দ্ধ প্রহর কাল অল্প অগ্নিতে স্বেদ দিয়া শীতল হইলে সিদ্ধিপত্র, শিমুল ও হরীতকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ২ মাষা বা ৩ মাষা পরিমাণে মধু সহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

শম্বূকাদিবটিকা।

দগ্ধশম্বুকসিন্ধুত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
নিষ্কৈকেন নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদম্॥

দগ্ধ শামুক ও সৈন্ধবলবণ সমান ভাগ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ৪ মাষা পরিমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভো রসঃ।

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলা টঙ্গরামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্॥
লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধকমেব চ।
মরিচং ত্রিবৃতং রূপ্যং প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতম্॥
ধাত্রীরসে বটীং কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
হন্তি শূলং তথা গুল্মমামবাতং সুদারুণম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকম্।
শিরঃশূলং কটিশূলমানাহমষ্ঠশূলকম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রবাহিকাম্।
নৃপবল্লভরাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রূপা প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে গ্রহণ ও আমলার রসে মর্দ্দিন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম, আমবাত, শূল, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, ভগন্দর, উপদংশ, অতীসার, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

মহারাজনৃপবল্লভঃ।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গং রজতহাটকম্।
গ্রন্থিযমানিকা চোচং তাম্রং নাগরটঙ্গণম্॥
সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসম্।
শৃঙ্গী কর্পূরকঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতম্॥
মাষদ্বয়ং রামঠং স্যান্মরিচানাং চতুষ্টয়ম্।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতম্॥
নাভিশস্থং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষম্।
কর্ষষট্কং সত্রিমাষং সূক্ষ্মৈলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ।
বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্ব্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জামিতং খাদেৎ সানাহগ্রহণীং জয়েৎ॥
শম্ভুনা নির্ম্মিতো হ্যেষ পূর্ব্ববদ্ গুণকারকঃ।
নাম্না মহারাজপূর্ব্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, তাম্র, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, সৈন্ধব লবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর প্রত্যেক

দ্রব্য ১ মাষা, হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচচূর্ণ ৪ মাষা, জায়ফল, লবঙ্গ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খনাভি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৷৹ অর্দ্ধ তোলা, বিষ ২ মাষা, ছোটএ লাইচ ১২ তোলা ৩ তিন মাষা, বিট্‌লবণ ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শম্ভুনির্ম্মিত এই মহারাজ নৃপবল্লভ রস সেবন করিলে আনাহযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। ইহা রাজবল্লভ-রসের ন্যায় গুণকারক।

মহারাজনৃপতিবল্লভরসঃ।

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকম্।
মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ॥
মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গণং শৃঙ্গমেব চ।
বসিরং দন্তীমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকম্।
সিন্ধুত্থং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষম্॥
পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ।
তোলদ্বয়ং ত্রিবচ্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণম্॥
জাতীকোষফলঞ্চৈব বরাঙ্গকন্তু তৎসমম্।
সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগন্তু বিড়কং তত্র মিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্ যৎ ত্রুটিচূর্ণঞ্চ তৎসমম্।
ভাবনা চ প্রদাতব্যা চ্ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা॥
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাদ্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্ দশরক্তিকাম্॥
মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধা-
মামানুবন্ধাং ক্রিমিপাণ্ডুরোগম্।
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ
গুল্মোদরপ্লীহভগন্দরঞ্চ॥
অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্
সোমং সশূলাষ্টকমেব হন্তি।
সাজীর্ণবিষ্টম্ভবিসর্পদাহং
বিলম্বিকাঞ্চাপ্যলসং প্রমেহম্॥
কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাসশোষং
হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

কান্তলৌহ ৬ তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, জৈত্রী ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা ও দারুচিনি ৮ তোলা; মিলিত এই সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ; এবং বিট্‌লবণ সহ উক্ত সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। দশরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, মন্দাগ্নি, আমানুবন্ধ গ্রহণীরোগ, ক্রিমি, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত, বমন, প্লীহা, ভগন্দর, পিত্তজ অর্শ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয়।

দুগ্ধবটী।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং গগনং লৌহতালকম্।
হিঙ্গুলং শাল্মলীক্ষারমহিফেনং সমাংশকম্॥
যবার্দ্ধবটিকা কার্য্যা দুগ্ধেন সহ দাপয়েৎ।
গোদুগ্ধং সর্ব্বদা পথ্যং শোধিতং সৈন্ধবং জলম্।
হন্তি শোথং তথাত্যুগ্রং গ্রহণীঞ্চ সুদারুণাম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সত্য এব ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া দুগ্ধ দয়া মর্দ্দন করত অর্দ্ধ যব পরিমিত বটিক করিবে। ইহা সেবনে প্রবল শোথ, সুদারুণ গ্রহণীরোগ ও অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধসেবন কালে জল পান নিষিদ্ধ। রোগির পিপাসা হইলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। যদি লবণ ও জল দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সৈন্ধবলবণ কেশুরিয়ার রসে ভর্জ্জিত করিয়া ও জল উষ্ণ করিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

দুগ্ধবটী।

(মতান্তরে)

অমৃতং ভানুভাগঞ্চ তৎসমমহিফেনকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ সর্ব্বাদ্দ্বিগুণমভ্রকম্॥
দুগ্ধেন বটিকাং কৃত্বা দ্বিগুঞ্জা চ প্রমাণতঃ।
দুগ্ধেন চ সদা ভক্ষ্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং বিষমজ্বরম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তমম্লপিত্তং নিহন্ত্যলম্॥

মিঠাবিষ ১২ ভাগ, অহিফেন ১২ ভাগ, কান্ত লৌহ ৬ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুণ অভ্র, ইহাদিগকে দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী দুগ্ধ দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহাতে বহু দিনের গ্রহণীরোগ, শোথ, বিষমজ্বর ও অম্লপিত্ত নিবারিত হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

লৌহপর্প টী।

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ।
শুদ্ধলৌহস্য চূর্ণন্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
একীকৃত্য ততো যত্নাল্লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্।
ঘৃতপ্রলিপ্তদার্ব্ব্যান্তু স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রবীভূতং সমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে।
চূর্ণীকৃত্য সুবার্থায় পথ্যভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে॥
শীতোদকানুপানং বা ক্বাথং বা ধান্যজীরয়োঃ।
রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ॥
সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্।
সূতিকাঞ্চ জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমতিদুস্তরাম্॥
আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ॥
আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
এবমাদীংস্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ॥
হন্ত্যনেন প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুখী।
জীবেদ্ বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ।
আমবাতপ্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা।
প্রাতরুত্থায় সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করত তাহার সহিত দুই তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলীপত্রে ঢালিয়া পূর্ব্ববৎ পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার ক্বাথ। ঔষধসেবন কালে বিদাহী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা ও মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, সূতিকা, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলকসংযুতম্।
শিলায়াং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বজ্বরাপহা॥

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিবে। পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। ইহাতে গ্রহণীরোগ যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌ গন্ধকতোলকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং
লৌহার্দ্ধক বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্।
পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতঞ্চৈকতো
দর্ব্ব্যা বা দরবহ্নিনাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে॥

রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ।
লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুর্বনলং ভস্মক্রিয়ালৌহবদ্
গুঞ্জাষ্টাথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ॥
নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্টদুর্নামকাদৌ
ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারেজ্বরভবকসিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি,
বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী
তুন্দং দীপ্তমুস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি॥

(রস-দলং গন্ধকার্দ্ধমিত্যর্থঃ। দীর্ঘাতিসারে চিরোত্থিতাতিসারে।)

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা; এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া অপর লৌহপাত্রে (কড়া প্রভৃতিতে) স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করত কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতপর্পটী কহে। মাত্রা—২ রত্তি। লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮।১০ রত্তি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। ১ সপ্তাহ সেবন করিলে নানাবিধ গ্রহণীরোগ, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতীসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া নষ্ট হয়।

রসপর্পটী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্।
রসগন্ধকপর্পটিকা-পরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে।
আর্দ্রকরসে চ সূতং পত্রস্বরসেন কাকমাচ্যাশ্চ॥
মগ্নমুদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করেণ গৃহ্নীয়াৎ।
প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা॥
শুকপুচ্ছসমচ্ছায়ো নবনীতসমদ্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে॥
কৃত্বা ভদ্রং গন্ধকমতিকুশলঃ ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্।
তদ্ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাদ্ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে॥
নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্।
পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্॥
শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা।
তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবন্ন কণোঽপি দৃশ্যতে সূতে॥
পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতং যত্নেন।
নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্॥
সদ্যো গোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মুনিঃ।
লৌহীস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তত্র গৃহীতব্যম্॥
পশ্চাৎ পর্পটরূপা পর্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে।
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ॥
সমুদিতপাত্রে ভরণাবদনীয়া পর্পটী মনুজৈঃ।
জীরকগুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং পাদেচ্ছ বা তলে জঠরে॥
জীরকহিঙ্গো রসেন অনুপানং সলিলধারয়া কার্য্যম্।
রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষণমাত্রেণ তু নান্তসঃ পানম্॥
প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিনমেকৈকবৃদ্ধিতো ভক্ষ্যম্।
দশগুঞ্জাপরিমাণান্নাধিকমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি॥
বাতাতপকোপমনশ্চিন্তনমাহারসময়বৈষম্যম্।
ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানমহিতমত্যস্তম্॥
পাকে স্তোকং সর্পির্জীরকধন্যাকবেশবারৈশ্চ।
সিদ্ধস্তবেন রন্ধনমোদনধান্যানি শালয়ো ভক্ষ্যাঃ॥
কৃষ্ণং বার্ত্তাকনবকর্ণ্ণবিদ্ধকর্ণা চ বাস্তুকম্।
অমৃতমুদ্গাঃ সহিতাঃ কদলদলসহিতং পটোলঞ্চ॥
ক্রমুকফলশৃঙ্গবেরৌ ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ।
লাবকবর্ত্তকতিত্তিরি-ময়ূরমাংসঞ্চ হিততরং ভবতি॥
মদগুরুরোহিতমীনাবদনীয়ৌ কৃষ্ণমৎস্যাশ্চ।
নীরক্ষীবং ব্যঞ্জনমদনীয়ং পক্বদলঞ্চ॥
রম্ভাফলদলবল্কলমূলানাং বর্জনং কার্য্যম্।
তিক্তং নিম্বাদিকমপি নাদ্যং নোষ্ণং তথাম্লঞ্চ॥
আনূপমাংসজলচরপতত্রিপললঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যম্।
স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গডকশ্চ কৃষ্ণমৎস্যেষু॥
নাম্লং ন দধি শাকং পর্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্।
গুড়খণ্ডশর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ।
ন দলং ন ফলং ন লতাপ্যদনীয়া কারবেল্লস্য॥
স্তোকং ঘৃতমিহ ভক্ষ্যং পথ্যো সাকাঙ্ক্ষমুত্থানম্।
ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্যকার্য্যং মহাম্লিশায়াঞ্চ॥
সমজলমিশ্রং পক্বং ক্ষীরং যদ্বাধিকজলং কৃত্বা।
কথমপি ভোজনসময়াতিক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ॥
বমনে চ নারিকেলসলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতব্যম্।
স্বপ্নে জাতে রমিতে বিরেকতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্॥
ন জায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা।
অশক্তিঃকিঞ্চিন্নিমিত্তকশূলাদ্যৈর্নমবধার্য্যা॥
কিং বহু বাচ্যং রোগী যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ।
পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভূয়॥
বিহিতাকরণে চাস্যামবিহিতকরণে চ রোগাস্তুগ্রস্থানাম্।
ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টাঃ প্রামাণিকৈর্বহুশঃ॥

তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং ভোজনে নিপুণৈঃ।
এবমিয়ং ক্রিয়মাণা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্॥
অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারেং চ।
কামলপাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতিদারুণং হন্তি॥
গুল্মজলোদরভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশোথাদিরোগাংশ্চ॥
ইয়মপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া।
অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু॥
রসগন্ধকপর্পটিকা ত্বপবার্য্য ব্যাধিসংঘাতম্।
বলীপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে॥
ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাপকরণাচ্চ।
মর্ত্ত্যানামামৃতবটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি॥
শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে।
রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষ্যা তেনাতিসিদ্ধিদা ভবতি।
নৃণাং সরুজাং ধ্রুবমিয়মারোগ্যং সততশালিতা কুরুতে।
শ্রীবৎসাঙ্কবিনির্ম্মিতা সম্যগ্রসপর্পটী শ্রেষ্ঠা॥
উক্তমেব হি কর্ত্তব্যং নানারাগতয়া তথা।
ঔষধক্রিয়য়ৈবাত্র কর্ত্তব্যা চোত্তরক্রিয়া॥
প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্রপালবলিং ন্যসেৎ।
কৃতমঙ্গলকঃ প্রাতর্যোগিনীনামতঃ পরম্॥

অত্র পারদস্য নৈসর্গিকদোষত্রয়শোধনঞ্চাবশ্যকং কার্য্যম্। যদুক্তং—

মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ।
মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ॥
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্।
তস্মাদেভির্দ্ধারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত সপ্তৈব॥ ইতি

গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী, তস্যা দলরসেন শল্লনম্। ত্রিফলায়াশ্চূর্ণেন শল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মূর্চ্ছনম্। তদৈব নৈসর্গিকদোষাপহারান্তরং জয়ন্ত্যাদিদ্রব্যচতুষ্টয়রসেন মূর্চ্ছনমধিগন্তব্যম্।

পর্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার প্রণালী এই—৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হয়, ইহাতে পারদের মলদোষ দূরীকৃত হয়, এইরূপ ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মূর্চ্ছনে বিষদোষ নিবৃত্ত হয়। পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ড-পত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই পারদ পর্পটী-ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। ইহার সহিত গন্ধক, মিশ্রিত করিতে হয়; যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তি-শালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করত ধূলিবৎ চূর্ণিত করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপমাত্র গন্ধক কঠিনীভূত হইয়া যাইবে। ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোবৎ করিবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ অদৃশ্য না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। চূর্ণ সকল কজ্জলসদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্দ্ধূম কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। পরে সদ্যঃ-সংগৃহীত গোময় রাশির উপর একখানি কচি কলাপাত পাতিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পূরিয়া পুটলী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া প্রস্তুত পুটলি দ্বারা চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা লইবে না। পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকাসদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইল জানিবে। মূলোক্ত নক্ষত্রাদিতে পর্পটী প্রস্তুত ও সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় মূলোক্ত দেবতাদিগের পূজা করিবে। বাতোদর রোগে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্গুর সহিত সেবনীয়। পর্পটী ভক্ষণান্তে শীঘ্র জল পান করা অকর্ত্তব্য। প্রথম দিবসে

২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করত ১০ রতি পর্য্যন্ত করিবে। দশ রতির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম।

পর্পটী ব্যবহার কালে বায়ু-সেবন, রৌদ্র-সেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহার-সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন, এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ঘৃত ও সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনের বাট্‌না দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তুকশাক, কীটাদি কর্তৃক অভক্ষিত মুগ, পটোল, সুপারি, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষির মাংস, মাগুর রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, এই সমুদায় আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদির এবং জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক এবং কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক মৎস্য নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণীয়। ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক; যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করা কর্ত্তব্য। কদাচিৎ ভোজন-সময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করা উচিত। ক্ষুধা হইয়াছে কি না বিশেষরূপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্‌ঝিনি প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, রোগির যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে বা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। পর্পটী সেবনে গ্রহণী, অর্শ, জ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, গুল্ম, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বপ্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই—রোগিকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরির সহিত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতে দেওয়া যায়। লবণ ও জল প্রভৃতি অপর সমস্ত দ্রব্য একবারে পরিত্যাজ্য। অসহ্য তৃষ্ণায় ডাবের জল ব্যবস্থেয়।

বিজয়-পর্পটী।

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্চূর্ণং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং তত উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ।
তচ্চ গন্ধং পলৈকৈকং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
সূতার্দ্ধং ভস্মরৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্।
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্।
বদরাঙ্গারবহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে।
আত্রয়োর্দৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে॥
মৃদৌ ন সম্যগ্‌ভঙ্গঃ স্যান্মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ॥
খরে লঘুর্ভবেদ্ ভঙ্গো রুক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণচ্ছবিঃ।
মৃদুমধ্যৌ তথা গ্রাহ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ॥
জরাব্যাধিশতাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটামেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্॥
আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ।
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্ রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্॥
রক্তিকাদিক্রমাদ্ বৃদ্ধির্ভক্ষ্যা নৈব দশোপরি।
আরোগ্যদর্শনং যাবৎ তাবদ্‌হ্রাসস্ততঃ পরম্॥
অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যাকালব্যতিক্রমঃ।
ঘৃতসৈন্ধবধন্যাক-হিঙ্গুজীরকনাগরৈঃ॥
শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে স্বাদ্বন্নমাক্ষিকম্।
কৃষ্ণমৎস্যেন মুদ্গেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ।
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যে রোহিতমদ্গুরৌ।
পটোলপত্রঞ্চ তথা কৃষ্ণবার্ত্তাকুজালিকা॥
সুস্বিন্নপুগেস্তাম্বুলৈলাভে কর্পূরসংযুতৈঃ।
ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।

ঝিন্ঝিনীতি শিরঃশূলে বিরেকে বমথে তৃষা।
তৃষ্ণায়াঞ্চাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্॥
নারিকেলপয়ঃ পেয়ং দ্বির্ভক্ষ্যং ক্ষীরমেব চ।
স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীদলম্॥
বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং শাকং পাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্।
কদলীফলপত্রাজ্বি-ত্রপুষালাবুকর্কটী॥
কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি।
ন পশ্যেন্ন স্পৃশেদ্ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি॥
যদ্যৌষধে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্॥
আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্।
অতিসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্॥
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহানঞ্চ জলোদরম্।
পক্তিশূলকাম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্॥
জীর্ণেঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥

গন্ধককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার বা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পুনর্ব্বার ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ॥০ তোলা, মুক্তা।০ আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে দ্রব করিয়া লইবে। কজ্জলীর আভা, ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় হইলে, পাক সিদ্ধ হইল জানিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। কজ্জলীর পাক তিনপ্রকার;—মৃদু, মধ্য ও খর। মৃদু ও মধ্য পাকে পারদ দুষ্ট হয়, খরপাকে হয় না। মৃদুপাক হইলে উত্তমরূপে ভগ্ন হয় না, মধ্য পাকে রৌপ্যবৎ খণ্ড হয়, খরপাকে রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ হয়। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটী সেবনীয়, খরপাক-পর্পটী বিষসদৃশ। ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ১০ রতির অধিক সেবনীয় নহে। রোগের উপশম হইলে ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা এবং ভোজনকালের ব্যতিক্রম করা অবিধেয়। ধনে, হিঙ্গু, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্যে অম্ল-মধুর দ্রব্য ও মধু ব্যবস্থেয়। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে শশক ও ছাগমাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মাগুর মৎস্য এবং পলতা, কাল কচি বেগুন ভক্ষণীয়। সিদ্ধ সুপারী ও কর্পূর সংযোগে তাম্বুল চর্ব্বণ করা উচিত। আহারকালের ব্যতিক্রম বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মস্তক ঝিন্ঝিন করিলে এবং ভেদ, বমন, তৃষ্ণা ও পিত্তবৃদ্ধি হইলে নির্ভয়ে নারিকেলজল পান করাইবে। যদি স্বপ্নে রেতঃক্ষরণ হয়, তাহা হইলে নারিকেল-জল ও দুইবার দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। নিম্ব প্রভৃতি শাক, কদলীফল শশা লাউ কাঁকুড় কুমড়া ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জীবনেচ্ছা থাকিলে স্ত্রীলোকের দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত পরিহার্য্য। যদি নিতান্ত অবশতাপ্রযুক্ত স্ত্রীসঙ্গম ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে যথাবিধানে তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার্য্য বহুকালসঞ্চিত গ্রহণীরোগ, আমশূল, অতীসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানা ব্যাধি নষ্ট হইয়া দেহের পুষ্টি, রতিশক্তিবৃদ্ধি, বলীপলিতরাহিত্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা বিজয়পর্পটী।

রসং বজ্রং হেম তারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্॥

দুর্নিবারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বর্ষবার্ষিকীম্।
আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতিদারুণম্॥
প্রবাহিকাং বড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্।
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহগুল্মজলোদরম্॥
পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ভ্রমিম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
জীর্ণেঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
প্রাতঃকরোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥
জরাব্যাধিসমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্॥

পারদ, হীরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ ও গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহার গুণ পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায়।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ।

একাংশো রসরাজস্য প্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ বড় দীর্ঘনিস্বনাঃ॥
ত্র্যংশং বলের্ব্বরাট্যাশ্চ টঙ্কণো রসপাদিকঃ।
পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মূষামধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্তং নিরোধয়েৎ॥
গর্ত্তে২রত্নিপ্রমাণেন পুটেৎ ত্রিংশদ্ বনোপলৈঃ।
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ।
ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ॥
এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ঘৃতমাক্ষিকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ॥
মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ॥
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ শ্বয়থৌ পাণ্ডুকে গদে।
সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎপ্লীহাদিকেষু চ॥
বাতপিত্তকফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষু চ।
দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ২ মাষা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করত মূষা রুদ্ধ করিবে। পরে ক্ষুদ্র পুটে ৩০ খানি বিল ঘুঁটের অগ্নিতে যথাবিধানে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। অনন্তর ঔষধ গ্রহণ করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি। ঘৃত, মধু ও ২৯ টী মরিচের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, অতিসার, গ্রহণীরোগ ও শোথ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

বিল্বগর্ভ-ঘৃতম্।

মসূরস্য কষায়েণ বিল্বগর্ভং পচেদ্ ঘৃতম্।
হন্তি কুক্ষ্যাময়ান্ সর্ব্বান্ গ্রহণীপাণ্ডুকামলাঃ।
কেবলং ব্রীহিপ্রাণাঙ্গকাথো ব্যুষ্টস্তু দোষলঃ॥

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ বেলশুঁঠ /১ সের, কাথার্থ মসূর দাইল /৮ সের, জল ৬৪ সের; একত্র যথারীতি পাক করিয়া ।৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবনে কুক্ষিস্থ সর্ব্বপ্রকার রোগ; বিশেষতঃ উদরাময়, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়। ব্রীহি ও প্রাণাঙ্গ ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সদ্য ব্যবহার করিবে। বাসি হইলে দূষিত হয়।

শুণ্ঠীঘৃতম্।

বিশ্বৌষধস্য গর্ভেণ দশমূলজলে শৃতম্।
ঘৃতং নিহন্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীসামতাময়ম্॥

শুণ্ঠীর কল্ক ও দশমূলের কাথ সহ পূর্ব্বোক্তরূপ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ এবং আমযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

নাগরঘৃতম্।

ঘৃতং নাগরকল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥

ঘৃত /৪ সের, উত্তমরূপে চূর্ণিত শুঁঠ /১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস, শ্বাস ও জ্বর নিবারিত হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রককাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ।
গুল্মশোথোদরপ্লীহ-শূলার্শোঘ্নং প্রদীপনম্॥

চিতার কাথ ও কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া খাইলে গ্রহণী, গুল্ম, উদর, শোথ, প্লীহা, শূল ও অর্শ নিবারিত হয়।

বিল্বাদিঘৃতম্।

বিল্বাগ্নিচব্যার্দ্রকশৃঙ্গবের-কাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্।
সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোত্থ-শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্ বরিষ্ঠম্॥

বেলশুঁঠ, চিতা, চৈ ও আদা, ইহাদের কাথ ও কল্ক এবং ছাগদুগ্ধ; এই সকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণীজনিত শোথ, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না * চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥
(* দধিসাহচর্য্যাচ্চাঙ্গেরীস্বরসশ্চতুর্গুণঃ।)

ঘৃত /৪ সের, আমরুলের রস ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল-মূল, চিতামূল, চৈ, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পান করিলে গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মরিচাদ্যং ঘৃতম্।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যমানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধবচব্যক।
সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীরসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্।
বিষ্টম্ভমামদৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্নাম সভগন্দরম্।
কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥

গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল মিলিত /৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের. দুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, সচল বিট্ সৈন্ধব. করকচ লবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল, বচ, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধপল। এই ঘৃত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, প্লীহা ও কাস প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহাষট্পলকং ঘৃতম্।

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষাং বিড়ম্।
অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমৌদ্ভিদম্॥
কৃষ্ণাজাজীং সভূতীকং কল্কীকৃতপলার্দ্ধিকাম্।
আর্দ্রকস্বরসং চুক্রং ক্ষীরমস্ত্বারনালকম্॥
দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমিপ্লীহোদরাজীর্ণ-জ্বরকুষ্ঠপ্রবাহিকাঃ।
বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্ত্যাশ্চুলমরোচকম্॥
পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্ব্বল্যং গ্রহণীগদম্।
মহাষট্পলকং নাম বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ /৪ সের, আদার রস /৪ সের, চুক্র /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধির মাত /৪ সের ও কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ—সচল লবণ, পঞ্চকোল (মিলিত), সৈন্ধবলবণ, হবুষা, বিট্লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গুল, জীরা, পাঙ্গা লবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। শুদ্ধ এই ঘৃত বা অন্নের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা ক্রিমি, জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থেয়।

বিল্বতৈলম্।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারনালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ॥
ধাতকী বিল্বকুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতীসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশকম্।
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥
কফবাতোত্তবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্॥
মক্কল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি তারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতি খ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—বেলশুঁঠ /৬।০ সের, দশমূল (মিলিত) ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটকী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও সূতিকারোগ প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং বারিবাহঞ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্॥
বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং ক্লেশরং পদ্মকেশরম্।
গুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামাঃ পদ্মকং কটুরোহিণী॥
তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং ত্বচঃ কুটজবল্কলম্॥
যমানী জীরকঞ্চৈষাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেণাম্ভসমেন বা॥
কুটজত্বক্কষায়েণ ধান্যকক্বথিতেন বা।
বুদ্ধা দোষগতিং তং তু তথাম্ভৌষধবারিণা॥
এতদ্রসায়নবরং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেব হি॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুল্বণম্।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যাযোগে বিপাচয়েৎ।
সায়ং স্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যূষে রাজসংসদি॥
বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্।
গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্॥
গর্ভারম্ভে প্রকর্ত্তব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণার মূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি (বা ভীমরাজ), কেশুরে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়চিছাল, যমানী, জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ক্বাথার্থ—কুড়চিছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অথবা ধনে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা তক্র ১৬ সের, অথবা দোষানুসারে অন্য কোন গ্রহণীরোগনাশক দ্রব্যের কাথ /১৬ সের। উপরি উক্ত সমুদায় কাথ ও তক্র সহ তৈল পাক করিতে হয় না; রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা যে কোন একটী কাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ গ্রহণীমিহির-তৈলম্।

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহ্যং তক্রং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
কুটজং ধান্যকঞ্চৈব গ্রাহ্যং পলশতং পৃথক্॥
তয়োঃ ক্বাথং পচেদ্দ্রোণে অষ্টপাদাবশেষিতম্।
একীকৃত্য পচেদ্বৈদ্যঃ কল্কং কর্ষমিতং পৃথক্॥
ধান্যকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
লবঙ্গং বালকঞ্চৈব শৃঙ্গাটকরসাঞ্জনম্॥
নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ূচীন্দ্রযবং তথা।
প্রিয়ঙ্গু কটুকী পদ্ম-কেশরং তগরং তথা॥
শরমূলং ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ॥
গ্রহণীং হন্তি তচ্ছীঘ্রং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি॥
বলীকরণমেতদ্ধি পুষ্যযোগেণ পাচয়েৎ।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুড়্চি-ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলপত্র, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

দাড়িমাদ্যং তৈলম্।

দাড়িম্বত্বগ্জলং ধান্যং বৎসকস্য ত্বচং তথা।
প্রত্যেকমাঢ়কং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেৎ পৃথক্॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢ়কসম্মিতম্।
পচেৎ তৈলাঢ়কে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং চব্যজীরকসৈন্ধবম্।
চাতুর্জ্জাতং মধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্॥
জাতিকোষফলে ধান্যং যমান্যৌ বালকং তথা।
কণ্টকারিবিষা ভেকী শৃঙ্গাটং বৃহতীদ্বয়ম্॥
আম্রজম্বুত্বচঃ পর্ণ্যো সমঙ্গেন্দ্রযবং বরী।
ধাতকী বিল্বমোচঞ্চ মুষলী বৎসকং বলা॥
শ্বদংষ্ট্রালোধ্রপাঠাশ্চ কাষ্ঠং খাদিরমেব চ।
অমৃতা শাল্মলীত্বক্ চ সর্ব্বমর্দ্ধপলোন্মিতম্॥
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
গ্রহণীং হন্তি দুর্ব্বারাং প্রমেহানপি বিংশতিম্।
অর্শাংসি ষড়্বিধান্যেব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

তিল তৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দাড়িমের খোলা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বালা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধনে /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কুড়্চির ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তক্র ৮ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চই, জীরা সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরি, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানি-ফলপত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জাম-ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তাল-মূলী, কুড়্চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আক্নাদি, খরিদকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল; এই সকল কল্কদ্রব্য তণ্ডুল-জলে পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী, প্রমেহ ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যম্।

গ্রহণীর পথ্যাপথ্য, অতিসারের পথ্যাপথ্যের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গ্রহণীরোগাধিকারঃ॥

অথার্শোরোগাধিকারঃ।

অথার্শোরোগনিদানম্।

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ।
অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি বিদ্যাদ্‌গুদবলিত্রয়ে॥
দোষাস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্।
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ॥
কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ।
শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসাং মতঃ॥
কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ।
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্॥
বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজম্।
পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাম্॥
মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ॥
প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।
শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্॥
হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ।
সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণং সমম্॥
বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা॥
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে॥
গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষদাঃ পরুষাঃ খরাঃ॥
মিথোবিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীখর্জ্জুরকর্কন্ধু-কার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরু-বঙ্ক্ষণাভ্যধিকব্যথাঃ॥
ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভ-হৃদ্‌গ্রহারোচকপ্রদাঃ।
কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ॥
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিণ্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।
গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-সম্ভবস্তত এব চ॥
পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ॥
শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ড-জলৌকোবক্ত্রসন্নিভাঃ।
দাহপাকজ্বরস্বেদ-তৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ।
সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণ-পীতরক্তামবর্চ্চসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীত-হারিদ্রত্বঙ্‌নখাদয়ঃ॥

শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ।
উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধ-স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ॥
বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ু-বস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ।
সশ্বাসকাসহৃল্লাস-প্রসেকারুচিপীনসাঃ॥
মেহকৃচ্ছ্রশিরোজাড্য-শিশিরজ্বরকারিণঃ।
ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ॥
বসাভসকফপ্রাজ্য-পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ।
ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ।
সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ॥

গুহ্যদেশ হইতে ভিতরের দিকে যে একটি স্থূল নাড়ী আছে, তাহার ৫॥০ অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুদ কহে। সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটি বলি বিশিষ্ট। সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, সংবরণী নামে প্রথমা বলি; তাহার উপরে ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, বিসর্জ্জনী-নামে দ্বিতীয়া বলি; তদূর্দ্ধে ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, প্রবাহিণী নাম্নী তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে।

অর্শোরোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ (যাহা দেহের উৎপত্তির সহিত উৎপন্ন)।

বাতাদি দোষত্রয়; ত্বক্ মাংস রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া, গুহ্যদেশে ও নাসা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। এই সকল মাংসাঙ্কুরকেই অর্শ কহিয়া থাকে। এই প্রকরণে কেবল গুহ্যার্শোরোগের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

কষায় কটু তিক্ত রুক্ষ শীতল ও লঘু দ্রব্য আহার, অতি অল্প ভোজন অথবা মাত্রা-হীন

ভোজন, তীক্ষ্মদ্যপান, অতিমৈথুন, উপবাস, শীতলদেশ এবং হেমন্তাদি শীতলকাল, ব্যায়াম, শোক, প্রবলবায়ু ও আতপসেবন, এই গুলি বাতার্শোরোগের হেতু।

কটু অম্ল লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন। ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণ দেশ ও উষ্ণ কাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া এবং বিদাহী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য যে সকল পানীয় অন্ন ও ঔষধ, তৎসমস্তই পিত্তোল্বণ অর্শোরোগের হেতু।

মধুর স্নিগ্ধ শীতল লবণ অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় ও সুখজনক আসনে আসক্তি, পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু সেবন, শীতল দেশ ও শীতল কাল এবং চিন্তারাহিত্য এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক অর্শরোগের হেতু।

দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণসংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শ নির্দ্দেশ করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সকল হেতুই ত্রিদোষজ অর্শের জানিবে। এই ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ, সহজ অর্শের লক্ষণের সমান জানিবে *।

অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় উদর ভার, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে গুড় গুড় শব্দোৎপত্তি, কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, জঙ্ঘার অবসাদ, অসম্যক্‌মলনির্গম এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও উদররোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা।

বাতোল্বণ অর্শ স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনা বিশিষ্ট, ম্লানভাবাপন্ন, ধূম্র বা অরুণ বর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল (ধূলিস্পর্শবৎ), কর্কশ (গোজিহ্বাস্পর্শবৎ), খর (কাঁকরোল-ফলবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের বা খর্জ্জুরের ন্যায়, কাহারও আকার কুলের ন্যায়, কাহারও আকার বনকার্পাসী-ফলের ন্যায়, কাহারও আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কাহারও আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে।

বাতার্শোরোগে—মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটী, উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা, হাঁচি, উদ্গার, উদরভার, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয় রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পিচ্ছিল, ফেনবিশিষ্ট, বদ্ধগুট্‌লে মল অল্প অল্প নির্গত হয়। মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনা ও শব্দ হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও বক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ ও অষ্ঠীলারোগ জন্মিতে পারে।

পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলাগ্র রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, তরলরক্তস্রাবী, আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল ও লম্ববান্, শুকের জিহ্বা, যকৃতের খণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, যবের ন্যায় স্থূলমধ্য ও উষ্মবিশিষ্ট। ইহাতে দাহ, পাক, অম্ল, ঘর্ম্মাগম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও মোহ উপস্থিত হয় এবং নীল পীত বা রক্তবর্ণ তরল ও অপক্ক মলভেদ হইয়া থাকে। রোগির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও বক্ত্র, হরিত পীত (হরিতাল) বা হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়।

* সুশ্রুত গ্রন্থে সহজ অর্শের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা মাংসাঙ্কুর সকল দুর্দ্দর্শন, কর্কশ, অরুণ বা পাণ্ডুবর্ণ ও বিকট অন্তর্ম্মুখবিশিষ্ট হয়। রোগী কৃশ, অল্পাহারী, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রজাঃ, ক্ষীণরেতাঃ, ক্ষীণস্বর, ক্রোধালু, অল্পাগ্নি এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও শিরোরোগে পীড়িত, তদ্ভিন্ন অন্ত্রকূজন আটোপ হৃদয়লেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা উপদ্রুত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের অঙ্কুর সকল মহামূল, ঘন অর্থাৎ নিবিড়াবয়ব, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ, অনম্র, বর্ত্তুলাকৃতি, গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ অনুভূত, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তনসদৃশ। এই অর্শে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখস্রাব বা গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার-গ্রহণ্যাদি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকালক্ষণাক্রান্ত, বসাসদৃশ-কফমিশ্রিত বহু মলের নির্গম, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও অর্শের অঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। রোগির ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শেও সেই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অথার্শোরোগ-চিকিৎসা।

দুর্নাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষারশস্ত্রাগ্নি-সাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে॥

অর্শোরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার; যথা—ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, শস্ত্রপ্রয়োগ ও অগ্নিপ্রয়োগ। চারি প্রকার চিকিৎসার মধ্যে ঔষধ-চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অনুপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ॥

যে সকল অনুপান, ঔষধ ও ভোজ্যাদি দ্রব্য বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্যই অর্শোরোগির নিত্য সেব্য।

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি-ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥

শুষ্কার্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপাদি ক্রিয়া বিধেয়। যে অর্শে রক্তস্রাবাদি হয়, তাহাতে রক্তপিত্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

শস্ত্রৈর্বাথ জলৌকাভিঃ প্রোচ্ছূনকঠিনার্শসঃ।
শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃপুনঃ॥

যদি অর্শের মাংসাঙ্কুর স্ফীত ও কঠিন হয় এবং তাহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে অস্ত্র বা জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

শ্লেষ্মার্শসো গুদে পার্শ্বে রক্তমোক্ষং জলৌকয়া।
কৃত্বা চার্কপয়োলেপো দাহো বাপ্যত্র শস্যতে॥

শ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে গুহ্যনাড়ীর পার্শ্বে জোঁক ধরাইয়া রক্তমোক্ষণ করত আকন্দরসের লেপ দিবে। ইহাতে দাহও প্রশস্ত।

স্নুক্ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্।
কোশাতকীরজোঘর্ষাল্লিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥

মনসা সিজের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে অথবা ঘোষাফলচূর্ণ দ্বারা বলি ঘর্ষণ করিলে, উহা খসিয়া যায়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥

আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিতলাউয়ের কচি পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল সমাংশে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করত বলিতে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অর্শের শ্রেষ্ঠ প্রলেপ।

অর্শোঘ্নী গুদগা বর্ত্তির্গুড়ঘোষাফলোদ্ভবা।
জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ॥

পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক

করত বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি গুহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অর্শ নষ্ট হয়। ঘোষালতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ নিবারিত হইয়া থাকে।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলের্বেদনা কচিৎ॥

একটী বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহ্যমধ্যে প্রয়োগ করিলে বলি সকল পড়িয়া যায়; এবং বলিপাতজনিত বেদনা থাকে না। ইহা অর্শের সিদ্ধ ঔষধ।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
স্নুধাছুগ্ধার্কছুগ্ধৈর্ব্বা লেপোঽয়ং গুদজং হরেৎ॥
হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্।
এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হর্শসামন্তকারকঃ॥

মনসা সিজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা সর্ষপতৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতাচূর্ণ মিলাইয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে উহা খসিয়া যায়।

শূরণং রজনী বহ্নিষ্টঙ্গণং গুড়মিশ্রিতম্।
পিষ্টারনালকৈর্লেপো হন্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি॥

ওল, হরিদ্রা, চিতা, সোহাগার খৈ, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত ও কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে মহান্ শ্লৈষ্মিক অর্শ নিবারিত হয়।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো ধ্রুবম্॥

বীজ সহিত তিতলাউ কাঞ্জিতে পেষিত ও গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও অর্শ সমূলে উন্মূলিত হয়।

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরে পুনঃপুনঃ।
বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ॥

হরিদ্রাচূর্ণ-সংযুক্ত সীজের আঠায় কার্পাসসূত্র পুনঃপুন ভাবিত করিয়া, তদ্দ্বারা অর্শের বলি দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিলে উহা ছিন্ন হইয়া পড়ে।

তুম্বীবীজং সৌস্তিদস্ত কাঞ্জীপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ॥

তিতলাউএর বীজ ও সন্ডার লবণ, সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া তিনটী গুড়ী প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়ী গুহে প্রয়োগ করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়। পথ্য—মাহিষ দধি।

মহাবোধিপ্রদেশস্য পথ্যাকোবাতকীরজঃ।
কফেন * লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্ত্তীমসংশয়ম্॥
* কফেনেত্যত্র সফেনমিতি পাঠান্তরম্॥

মহাবোধিপ্রদেশের (মগধে প্রসিদ্ধ) হরীতকীচূর্ণ ও ঘোষাফলচূর্ণ থুথু মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে নিশ্চয়ই লিঙ্গার্শ নিবারিত হয়। (কেহ বলেন, সমুদ্রফেন জলে ঘষিয়া তৎসহ উক্ত চূর্ণদ্বয় মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।)

অপামার্গাঙ্ঘ্রিজঃ ক্ষারো হরিতালেন সংযুতঃ।
লেপেন লিঙ্গসম্ভূতমর্শো নাশয়তি ধ্রুবম্॥

আপাং-মূলের ক্ষার ও হরিতাল সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে লিঙ্গার্শ বিনষ্ট হয়।

বাতাতীসারবদ্ভিন্ন-বর্চ্চাংস্যর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্তবিধানেন গাঢ়বিট্‌কানি চাসকৃৎ॥

অর্শোরোগে, তরল মল হইলে বাতাতিসারের ন্যায় এবং কঠিন মল হইলে উদাবর্ত্তের বিধানে চিকিৎসা করিবে।

বিড়্‌বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্॥
তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব চ।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহিতাঃ॥

অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ সহ তক্রপান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে তক্রের ন্যায় উপকারী আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। দোষানুসারে সস্নেহ বা রুক্ষ তক্র প্রবোজ্য অর্থাৎ বায়ুজন্য হইলে সস্নেহ (মাখন সহিত), শ্লেষ্মজন্য হইলে রুক্ষ (মাখন রহিত) তক্র প্রয়োগ করিবে। তক্র সেবনে অর্শ একবার প্রশমিত হইলে, আর কখন হয় না।

নাড়েন নলিকাং কৃত্বা ঘৃতসৈন্ধবলেপিতাম্।
গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে॥

মলরোধ হইলে একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ করিলে মলরোধের প্রশান্তি হয়।

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ॥

চিতামূলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা একটি কলসীর অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিবে। উহা শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি পাতিয়া বা ঘোল মন্থন করিয়া তাহা পান করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কচ্ছুকণ্ডুরুজাপহা।
গুদজান্ নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া॥

হরীতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে অর্শ নিবারিত হয়। ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক এবং কচ্ছু (খোস্ পাঁচড়া) ও কণ্ডুনাশক।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমকীম্॥

ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ অথবা তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়সংযোগে সেবন করিলে অর্শ প্রশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমকারক।

তিলারুষ্করসংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্॥

তিল ১ তোলা এবং ভেলার মুটীচূর্ণ ২ রতি একত্র সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহা অর্শোরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কুষ্ঠরোগনাশক।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা।
পলাষকস্য তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে॥

হরীতকী, কৃষ্ণতিল (খোসাশূন্য), আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে ফলসাছালের রস সহ সেবন করিলে অর্শের শান্তি হয়।

গোমূত্রব্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্।
পঞ্চকোলকযুক্তং বা তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ॥

হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন তাহা গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে কিংবা পঞ্চকোলচূর্ণ-সংযুক্ত তক্র অর্শোরোগিকে সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে॥

বন্য ওল অভাবে গ্রাম্য ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন।
তদ্‌ঘৃতভৃষ্টং যুক্তং গুড়েন আ তৃপ্তিতো যোঽত্তি॥
পিবতি চ নূনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতিবৃদ্ধগুদজানি।
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ॥

ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ৬ গুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া সেই ক্ষার-জলে, কতকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করত, ঘৃতে ভাজিবে। পরে যথোপযুক্ত গুড়ের সহিত তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিয়া তক্র পান করিবে। এইরূপ সাত দিন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ অর্শ এবং সহজ (জন্মাবধি জাত) অর্শও নিবারিত হয়।

অসিতানাং তিলানাং প্রাক্ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্॥

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮ তোলা পরিমাণে খাইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে অর্শ বিনষ্ট, দন্ত দৃঢ় ও দেহ পুষ্ট হয়।

শৃঙ্গবের-ক্বাথঃ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপযোগিকঃ॥

কফজ অর্শে নিত্য শুঁঠের কাথ সেবন করা কর্ত্তব্য।

অথ রক্তার্শোলক্ষণম্।

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ।
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ॥

তেঽত্যর্থং দুষ্টমুক্ষক গাঢ়বিট্কপ্রপীড়িতাঃ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ॥
ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধো বায়ুর্ন বর্ত্ততে॥

রক্তার্শের লক্ষণ, পিত্তার্শোলক্ষণের ন্যায় জানিবে। ইহার মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুরসদৃশ; বর্ণ কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত। ইহারা মলের কাঠিন্যবশতঃ পেষিত হইলে, সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত স্রাব করে এবং সেই রক্তের অতিস্রাব-হেতু রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত এবং বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহাতে শ্যাববর্ণ কঠিন ও রুক্ষ মল হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না।

অথ রক্তার্শশ্চিকিৎসা।

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবদ্ভিষক্।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলনাহাবসৃগ্গদাঃ॥

রক্তার্শ হইলে প্রথমেই রক্তস্রাব-নিবারক কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ দুষ্টরক্ত বন্ধ করিলে শূল আনাহ ও রক্তদুষ্টি-জনিত নানা পীড়া ও বিদাহাদি জন্মাইতে পারে।

শক্রকাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ।
যোজ্যা রক্তার্শসেস্তদ্বজ্জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্॥

কুড়্চির অথবা বেলশুঁঠের কাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, রক্তার্শোরোগিকে পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

চন্দনাদিক্কাথঃ।

চন্দনকিরাততিক্তক-ধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ কথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ॥

রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগর-মুতা ইঁহাদের কাথ অথবা দারুহরিদ্রা, দারু-চিনি, বেণার মূল ও নিমের কাথ পান করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়।

লাজৈঃ পেয়া পীতা চুক্রিকাকেশরোৎপলৈঃ সিদ্ধা।
সা হন্ত্যস্রস্রাবং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্॥

আমরুলশাক, নাগকেশর ও উৎপল, এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ অথবা বেড়েলা ও চাকুলের সহিত সিদ্ধ লাজপেয়া পান করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ।
দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ॥

রক্তার্শোরোগিকে প্রতিদিন মাখন ও নিস্তুক কৃষ্ণতিল, বা মাখন, পদ্মকেশর (কাহারও মতে নাগকেশর) ও চিনি কিংবা দধির সর কৃত তক্র খাইতে দিবে। তাহাতে রক্তার্শ নিবারিত হইবে।

সমঙ্গোৎপলমোচাহ্বলতিরীটতিলচন্দনৈঃ।
ছাগক্ষীরং প্রযোক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্॥

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, পদ্মিকা লোধ, তিল ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ছাগদুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্ বিমুচ্যতে॥

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে, অথবা প্রাতঃকালে ছাগদুগ্ধ পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্।
সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ॥

পদ্মকেশর, মধু, টাট্কা মাখন, চিনি, ও নাগকেশর একত্র সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং
বস্তীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে।
সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং
যোগোঽয়মুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ॥

পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা, ৴০ ছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্য রক্তস্রাব-নিবারণ হয়।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্টা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্ত-ক্রতিমাশু নিযচ্ছতি॥

কুড়্চির ছাল ॥০ তোলা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্।
পিবেদ্রক্তার্শসম্ভবং সসিতং দাড়িমং রসম্॥

শতমূলী ২ তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা দাড়িমরস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তার্শ প্রশমিত হয়।

অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা।
পীতো রক্তার্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥

আপাঙ্গের বীজ চালুনিজলে বাটিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

অশ্বগন্ধাদিধূপঃ।

অশ্বগন্ধাথ নির্গুণ্ডী বৃহতী পিপ্পলী ঘৃতম্।
ধূপোহয়ং স্পর্শমাত্রেণ হ্যর্শসাং শমনে হলম্॥

অশ্বগন্ধা, নিসিন্দে, বৃহতী, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে নিশ্চয়ই অর্শ প্রশমিত হয়।

অর্কমূলাদিধূপঃ।

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকঃ।
মার্জ্জারচর্ম্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোহর্শসাং হিতঃ॥

আকন্দের মূল, শাঁইপাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চামড়া এবং ঘৃত ইহাদের ধূম, অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বালচূর্ণস্য তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্য চ।
ধূপদানেন মুক্যার্শো-রক্তস্রাবো নিবর্ত্ততে।
রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপনম্॥

সর্ষপতৈলযুক্ত ধূনার ধূম, গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। রক্তস্রাবনিবারণার্থ গুহ্যদেশে কর্পূরের ধূপ দিবে।

ধুস্তূরাদিঃ।

ধুস্তূরস্য ফলং পক্বং পিপ্পলীনাগরাভয়াঃ।
বালকং গুড়সংযুক্তং ভক্ষ্যং গুঞ্জাষ্টকং নিশি।
সিতামধ্বাজ্যৈঃ কর্ষৈকং পিবেৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

পাকা ধুতূরার ফল, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া চিনি মধু ও ঘৃতের সহিত ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে সেবন করিলে পৈত্তিকার্শ প্রশমিত হয়। (বৃদ্ধ বৈদ্যেরা ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা পরিমাণে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন।)

দেবদালীযোগঃ।

দেবদালীকষায়েণ শৌচমাচরতাং নৃণাম্।
কিংবা তদ্ধিমসেবাভিঃ কুতঃ স্যুর্গুদজাঙ্কুরাঃ॥

ঘোষালতার কাথে বা ঘোষালতা ভিজা জলে যে শৌচক্রিয়া করে, তাহার কেন অর্শোহঙ্কুর জন্মিবে?

ভল্লাতামৃতযোগঃ।

গুড়ূচী লাঙ্গলী শৃঙ্গী মুণ্ডী গুঞ্জা চ কেতকী।
যন্নাং পত্ররসৈর্মর্দ্দ্যং বালভল্লাতবীজকম্॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
ভল্লাতামৃতযোগোহয়ং পিত্তজার্শাংসি নাশয়েৎ॥

গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বড় থুলকুড়ি, গুঞ্জা ও কেতকী, ইহাদের পত্রের রসে কচি ভেলার বীজ একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার পিত্তজ অর্শ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদিচূর্ণম্।

চিরবিল্বাগ্নিসিন্ধুত্থ-নাগরেন্দ্রযবারলুম্।
তক্রেণ পিবতোহর্শাংসি নিপতন্ত্যসৃজা সহ॥

করঞ্জফলের শাঁস, চিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনা, ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তের সহিত অর্শ বিনষ্ট হয়।

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণম্।

লবণোত্তমবহ্নিকলিঙ্গযবাং-
শ্চিরবিল্বমহাপিচুমর্দ্দযুতান্।
পিব সপ্তদিনং মথিতালুলিতান্
যদি মর্দ্দিতুমিচ্ছসি পায়ুরুহান্॥

সৈন্ধবলবণ, চিতা, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জমূল ও মহানিম, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তক্রে আলোড়িত করিয়া সাতদিন সেবন করিলে বাতার্শ নিবারিত হয়।

মরিচাদি চূর্ণম্।

মরীচং পিপ্পলী কুষ্ঠং সৈন্ধবং জীরনাগরম্।
বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি পথ্যাবহ্ন্যজমোদকম্॥
এতেষাং কারয়েচ্চূর্ণং চূর্ণস্য দ্বিগুণং গুড়ম্।
খাদেৎ কর্ষমিতঞ্চাপি পিবেদুষ্ণজলং তনুঃ।
সর্ব্বাণ্যর্শাংসি নশ্যন্তি বাতজানি বিশেষতঃ॥

মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ ২ তোলা ও গুড় ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিশেষতঃ বাতার্শ বিনষ্ট হইয়া থাকে। (শূরণমোদক ও বাহুশাল গুড় বাতার্শের বিশেষ ঔষধ)।

সমশর্করং চূর্ণম্।

শুণ্ঠীকণামরিচনাগদলত্বগেলং
চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য-
কাসারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু॥

ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ, এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্বচূর্ণসমান চিনি মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগসকল প্রশমিত হয়।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্।

ঘনসারো লবঙ্গঞ্চ এলা ত্বক্ নাগকেশরম্।
জাতীফলমুশীরঞ্চ নাগরং কৃষ্ণজীরকম্॥
কৃষ্ণাগুরু তুগাক্ষীরী মাংসী নীলোৎপলং কণা।
চন্দনং তগরং বালং কক্কোলঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেভ্যোঽর্দ্ধং সিতা ভবেৎ।
কর্পূরাদ্যমিদং চূর্ণং বাতার্শোনাশনং পরম্॥
রোচনং তর্পণং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং বলপ্রদম্।
হৃদ্রোগং কটিরোগঞ্চ কাসহিক্কাঞ্চ পীনসম্॥
যক্ষ্মাণং তমকশ্বাসমতীসারবলক্ষয়ম্।
প্রমেহারুচিগুল্মাদীন্ গ্রহণীমপি নাশয়েৎ॥

কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, জায়ফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কালজীরা, কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলপদ্ম, পিপুল, চন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাঁকলা; এই সমুদয় দ্রব্যকে একত্র চূর্ণিত করিবে। সকলের অর্দ্ধেক চিনি গ্রহণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা বলকারী, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন ও তর্পণ। এই ঔষধ সেবনে শ্লোকোক্ত হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, অতীসার, গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিজয়চূর্ণম্।

ত্রিকত্রয়বচাহিঙ্গু পাঠাক্ষারনিশাদ্বয়ম্।
চব্যতিক্তাকলিঙ্গাগ্নি-শতাহ্বালবণানি চ॥
গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোঽষ্টাবিংশতির্মতঃ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ততো বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
এরণ্ডতৈলযুক্তন্তু সদা লিহ্যাৎ ততো নরঃ॥
কাসং হন্যাৎ তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্॥
হিক্কাশ্বাসপ্রমেহাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগতাম্।
আমাবয়মুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদং ক্রিমীন্॥
অন্যে চ গ্রহণীদোষা যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্॥
অপ্রজানান্তু নারীণাং প্রজাবর্দ্ধনমেব চ।
বিজয়ো নাম চূর্ণোঽয়ং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ॥

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী), ত্রিজাত * (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র), বচ, হিং,

* কেহ কেহ ত্রিজাত স্থানে ত্রিমদ অর্থাৎ মুতা বিড়ঙ্গ ও চিতা গ্রহণ করেন। তাঁহারা অগ্নি শব্দে ভেলা অর্থ করিয়া থাকেন।

আকনাদি; যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, অগ্নি (চিতা), শুল্‌ফা, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্‌, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ), পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী এই ২৮ পদ ঔষধ প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান অথবা এরণ্ড-তৈলের সহিত লেহন করিলে অর্শ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগসমূহ উপশমিত হয়।

দশমূল-গুড়ঃ।

দশমূলাগ্নিদন্তীনাং প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলদ্রোণেন সংক্বাথ্য পাদশেষে সমুদ্ধরেৎ॥
গুড়ং পলশতঞ্চৈব সিদ্ধে শীতে বিনিক্ষিপেৎ।
ত্রিবৃতায়া রজঃপ্রস্থস্তদর্দ্ধং পিপ্পলীরজঃ॥
ঘৃতভাণ্ডে স্থিতং খাদেৎ কর্ষমাত্রং দিনে দিনে।
দশমূলগুড়ঃ খ্যাতঃ শময়েদর্শআময়ম্।
অজীর্ণং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বরোগহরং পরম্॥

দশমূল, চিতা ও দন্তী, প্রত্যেক ৫ পল লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং উহাতে ১২॥০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। পাকসমাপনানন্তর উহা শীতল হইলে তেউড়িচূর্ণ /২ সের ও পিপুলচূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—।০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অর্শ, অজীর্ণ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ।

ত্রিবৃৎ তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী।
গবাক্ষীমুস্তবিশ্বাহ্ব-বিড়ঙ্গানি হরীতকী॥
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরুষ্করাৎ।
ষট্‌পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য চ ষোড়শ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
পূতস্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যোভ্যাগ্নিগুণো গুড়ঃ॥
লেহং পচেৎ তু তং তাবদ্ যাবদ্দার্ব্বীপ্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
ত্রিবৃৎতেজোবতীকন্দচিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলাত্বঙ্‌মরিচক্বাপি গজাহ্বাঞ্চাপি ষট্‌পলম্॥
দ্বাত্রিংশৎপলমেবাত্র চূর্ণং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ॥
পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ॥
দীপয়েদ্‌গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণমপকর্ষতি।
পীনসে চ প্রতিশ্যায় আঢ্যবাতে তথৈব চ॥
অয়ং সর্ব্বগদেম্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ।
তুর্ণামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥
ভবন্ত্যেনং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ।
আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ॥
রসায়নবরশ্চৈব মেধাজনন উত্তমঃ।
গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং দুর্ণামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশশা, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়কমূল ৬ পল, বনওল ১৬ পল, কাথার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; উক্ত কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১২৩ পল মিলাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে তেউড়ীমূল, চই, বনওল ও চিতামূল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল; এলাইচ, গুড়ত্বক্, মরিচ ও গজপিপ্পলী (নাগেশ্বর) ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণে দিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে ঈষদুষ্ণ জল, পিত্তজ অর্শে দুগ্ধাদি। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহা শীতল জল সহ সেবন করিতে বলেন।) ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংসরসাদি সেব্য। বারংবার দেখা গিয়াছে যে, ইহা সেবনে সত্বর সর্ব্বপ্রকার অর্শ প্রশমিত হইয়া লোক দীর্ঘজীবী হয়, ইহা শ্রেষ্ঠ বলকর ঔষধ।

অগস্তিমোদকঃ।

হরীতকীনাং ত্রিপলং ত্রীণ্যাত্রাণি কটুত্রিকম্।
ত্বক্‌পত্রকর্কার্দ্ধপলং গুড়স্যাষ্টপলং মতম্॥

অগস্তিমোদকানেতান্ কাল্পিতান্ পরিভক্ষয়েৎ।
শোফার্শোগ্রহণীদোষ-কাসোদাবর্ত্তনাশনম্॥

হরীতকী ৩ পল, ত্রিকটু ৩ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, গুড় /১ এক সের, এই সকল একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, অর্শ, গ্রহণী, কাস ও উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ভল্লাতকাদি-মোদকঃ।

ভল্লাতকং তিলং পথ্যা চূর্ণং গুড়সমন্বিতম্।
মোদকং ভক্ষয়েৎ কর্ষং মাসাৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

ভেলার মুটী, তিল, হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া ২ তোলা (বৃদ্ধমতে ।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত) পরিমাণে এক মাস সেবন করিলে পিত্তার্শ প্রশমিত হয়।

নাগরাদি-মোদকঃ।

সনাগরারুষ্করবৃদ্ধদারকং
গুড়েন যো মোদকমত্তুদারকম্।
অশেষদুর্নামকরোগদারকং
করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকম্।
চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ॥

শুঁঠ, ভেলার মুটী এবং বিদ্ধড়কবীজ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, দ্বিগুণ গুড় সহ মোদক পাক করিবে। ৪ মাষা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবন করিলে বহুকালোদ্ভব অর্শ নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। চূর্ণে চূর্ণসমান গুড় এবং মোদকে তাহার দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়।

স্বল্প-শূরণমোদকঃ।

মরিচমহৌষধচিত্রক-শূরণভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্বসমো গুড়ভাগঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ সিদ্ধফলঃ॥
জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্।
নিঃশেষয়তি শ্লীপদমবশ্যমর্শাংসি নাশয়ত্যাশু॥

মরিচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনওল ১৬ ভাগ ও গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করত ১ তোলা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবন করিলে, জঠররোগ, গুল্ম, শূল, শ্লীপদ এবং অর্শোরোগ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বৃহচ্ছূরণ-মোদকঃ।

শূরণষোড়শভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তির্মরিচস্য ততোঽপি চার্দ্ধেন ত্রিফলা॥
কণা সমূলা তালীশারুষ্করক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ॥
ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভৃঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ।
গুরুবৃষ্যভোজ্যরহিতৈর্বিতরেযুপদ্রবং কুর্য্যাৎ॥
ভস্মকমনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য প্রয়োগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ॥
অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনাপ্যর্শসামেষঃ॥
শ্বয়থুশ্লীপদগরজিদ্গ্রহণীরু কফবাতসম্ভূতাম্।
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষত্বঞ্চ॥
হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্মপ্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানমুগ্রং হন্তীতি রসায়নং পুংসাম্॥

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, তালীশপত্র ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়ক ১৬ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা সহ মিলাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল সহ ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন কালে গুরু ও বলকর পথ্য ব্যবহার করিবে। শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও এই ঔষধ দ্বারা অর্শ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শোথ, শ্লীপদ, গ্রহণী, প্লীহা, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানারোগ

নিবারিত হয় এবং অগ্নি ও বল বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধিত হয়। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন।

কাঙ্কায়ন-মোদকঃ।

পথ্যা পঞ্চ পলান্যেকমজাজ্যা মরিচস্য চ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরাঃ॥
পলাভিবৃদ্ধাঃ ক্রমশো যবক্ষারপলদ্বয়ম্।
ভল্লাতকপলান্যষ্টৌ কন্দস্তু দ্বিগুণো মতঃ॥
দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং বটকানক্ষসম্মিতান্।
কৃত্বৈনং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তক্রমস্তোঽনু বা পিবেৎ॥
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যেব গ্রহণীপাণ্ডুরোগনুৎ॥
কাঙ্কায়নেন শিষ্যেভ্যঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
ভিষগ্জিতমিতি প্রোক্তং শ্রেষ্ঠমর্শোবিকারিণাম্॥

হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, চিতামূল ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, ভেলা /১ সের, ওল /২ সের এই সমুদায় ঔষধের চূর্ণ ও তাহার দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার ৬ কিংবা ৮ মাষা) বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ১ বটী সেবন করিয়া উপযুক্ত ঘোল বা শীতল জল পান করিবে। ইহাতে মন্দাগ্নি, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। শস্ত্রপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও ইহাতে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

মাণিভদ্রো মোদকঃ।

বিড়ঙ্গসারামলকাভয়ানাং
পলং পলং স্যাৎ ত্রিবৃতাত্রয়ঞ্চ।
গুড়স্য ষড় দ্বাদশভাগযুক্তা
মাসেন ত্রিংশদ্ গুড়িকা বিধেয়াঃ॥
নিবারণে যক্ষবরেণ সৃষ্টঃ
স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে।
অয়ং হি কাসক্ষয়কুষ্ঠনাশনো
ভগন্দরপ্লীহজলোদরার্শসাম্॥
যথেষ্টচেষ্টান্নবিহারসেবী
অনেন বৃদ্ধস্তরুণো ভবেচ্চ॥

বিড়ঙ্গের শস্য ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, তেউড়ী ৩ পল ও গুড় ৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই দ্বাদশ পল অর্থাৎ /১॥০ সের ঔষধগুলিকে ত্রিংশৎ অংশে বিভক্ত করত ত্রিংশৎটী বটিকা করিবে। (ইহাতে এক একটী বটী ১ কর্ষ ৯ মাষা ৬ রতি পরিমিত হইবে) প্রত্যহ এক একটী সেবনীয়। ব্যবহার ৮ বা ১০ মাষা। যক্ষবর বিনির্ম্মিত এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শ, কাস, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে যথেচ্ছা আহার বিহার করিতে পারা যায়।

প্রাণদা গুড়িকা।

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষস্ত্বগমৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ত্তিতা।
পূর্ব্বং ভক্ষ্যা চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্॥
মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেদনু।
হন্ত্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজান্যপি॥
বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে॥
বিষমজ্বরে চ মন্দেঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ।
ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা॥
শ্বাসকাসপরীতানামেষা স্যাদমৃতোপমা।
শুণ্ঠ্যাঃ স্থানেঽভয়া দেয়া বিড়্গ্রহে পিত্তপায়ুজে॥
প্রাণদায়াং সিতা দেয়া চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা।
অগ্নিপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ শ্লেষ্মভবে পলম্।
পলদ্বয়ন্ত্বনিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্॥
(পক্কেনং গুড়িকাঃ কার্য্যা গুড়েন সিতয়াথবা।
পরং হি বহ্নিসংসর্গাল্লঘিমানং ভজন্তি তাঃ॥)
[চতুর্থমিতি চতুর্ণাং পূরণং পলমেকং, ন তু পলচতুষ্টয়ম্।]

শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ১ পল, পিপুল ২ পল, চৈ ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা,

ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা (কেহ এলাইচ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন), পুরাতন গুড় ৩০ পল ; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে গুড়িকা সেবন করিবে। অনুপান—মদ্য মাংস-রস দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য, পিত্তার্শে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সহজ অর্শ ও রক্তার্শ প্রভৃতি সকল প্রকার অর্শ এবং বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, ক্রিমি, হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শ্বাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়। গুড় অথবা চিনি সহ অগ্নিতে পাক করিয়া এই গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদি অনুপানের মাত্রা—শ্লেষ্মজরোগে ৮ তোলা, বাতজরোগে ১৬ তোলা, পিত্তজরোগে ২৪ তোলা।

নাগার্জ্জুনপ্রয়োগঃ।

ত্রিফলা পঞ্চলবণং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দ্দফলানি চ॥
বলা চাতিবলা চৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চ্চলা।
এতৎ সমস্তং সমভাগং করঞ্জত্বগ্রসেন তু॥
পিষ্ট্বা তু গুড়িকাং কৃত্বা বদরাস্থিসমাং বুধঃ।
একৈকাং তাং সমুদ্ধৃত্য য়োগে রোগে পৃথক্ পৃথক্॥
উষ্ণেন বারিণা পীতা শান্তমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।
অর্শাংসি হন্তি তক্রেণ গুল্মমম্লেন নির্হরেৎ॥
জন্তুদষ্টঞ্চ তোয়েন ত্বগ্দোষং খদিরাম্বুনা।
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ তোয়েন হৃদ্রোগং তৈলসংযুতা॥
ইন্দ্রাম্বুরসসংযুক্তা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যঃ শূলহরী স্মৃতা॥
কপিত্থতিন্দুকানাস্তু রসেন সহ মিশ্রিতা।
বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি পানাশনপ্রয়োগতঃ॥
গোশকৃদ্রসসংযুক্তা হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বশঃ।
শ্যামাকষায়সহিতা জলোদরবিনাশিনী॥
তক্ষচ্ছন্দং জনয়তি তুক্তস্তোপরি তক্ষিতা॥
অক্ষিরোগেষু সর্ব্বেষু মধুনা ঘৃষ্য চাঞ্জয়েৎ।
লেহমাত্রেণ নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী॥
ব্যবহারে তথা দ্যূতে সংগ্রামে মৃগয়াদিষু।
সমালভ্য নরোঽপ্যেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ॥

আমলকী, হরীতকী বহেড়া, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, করকচ, ঔদ্ভিদ ও সৌবর্চ্চল লবণ), কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিম-ফল, বেড়েলা গোরক্ষ-চাকুলে, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও হুড়হুড়ে ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া করঞ্জছালের রস সহ মাড়িয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন-রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহ প্রয়োগ করিতে হয়। অগ্নিমান্দ্য রোগে উষ্ণজল সহ সেবনে অগ্নি সন্দীপিত হয়। অর্শোরোগে ঘোল সহ, গুল্মরোগে কাঁজি সহ, জন্তুর দংশন-জনিত বিষরোগে জল সহ, চর্ম্ম-রোগে খদির-কাষ্ঠের কাথ সহ, মূত্রকৃচ্ছ্রে জল সহ, হৃদ্রোগে তিলতৈল সহ, সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বৃষ্টজল সহ, শূলরোগে ছোলঙ্গ লেবুর রস সহ, বিষরোগে কয়েত্‌বেল অথবা গাব্‌ছালের রস সহ, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে গোময়রস সহ ও জলোদর রোগে তেউড়ীর কাথ সহ সেবন করিবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি নষ্ট হয়। ইহা মধুতে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ প্রদররোগে সদ্যঃ ফল প্রদান করে।

দন্ত্যরিষ্টম্।

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাং তত্র দাপয়েৎ।
রসে চতুর্থশেষে তু পূতশীতে প্রদাপয়েৎ॥
তুলাং গুড়স্য তৎ তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে।
তন্মাত্রয়া পিবন্ নিত্যমর্শোভ্যো বিপ্রমুচ্যতে॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।
দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিদং বিদুঃ॥
পাত্রেঽরিষ্টাদিসন্ধানং ধাতকীলোধ্রলেপিতে॥

দন্তীমূল ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল উভয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা; এই সকল ঔষধ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাককালে পেষিত হরীতকী বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক ৮ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহাতে গুড় ১২॥০ সের দিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নিত্য সেবন করিলে অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক। ধাইফুল ও লোধ লেপিত পাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

কুটজলেহঃ।

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ ক্বাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটুত্রিফলে তথা॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বচামতিবিষাং বিশ্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্‌ঘৃতস্য কুড়বং তথা॥
এষ লেহঃ শময়তি চার্শো রক্তসমুদ্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
যে চ দুর্নামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি॥
অনুপানং ঘৃতং দদ্যান্মধু তক্রং জলং পয়ঃ॥
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উত্তমঃ॥

কুড়চিছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া শেষ ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে ৩০ পল পুরাতন গুড় ও ৮ পল ঘৃত মিলাইয়া পুনঃ পাক করিবে; ঘন হইলে ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ, ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে, এবং নামাইয়া শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান—ঘৃত, মধু, ঘোল, ছাগদুগ্ধ কিংবা শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তার্শ, রক্তপিত্ত, অতীসার, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও হলীমক প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

মাণশূরণাদ্যং লৌহম্।

মাণশূরণভল্লাত-ত্রিবৃদ্দন্তীসমন্বিতম্।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তময়ো দুর্নামনাশনম্॥

মাণ, ওল, ভেলার মুটী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ অর্থাৎ চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব-চূর্ণ-সমান লৌহভস্ম। (মাত্রা—১ মাষা)। ইহা সেবন করিলে অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখং লৌহম্।

ত্রিবৃচ্চিত্রকনির্গুণ্ডী-স্নুহীমুণ্ডিরিকাজটাঃ।
প্রত্যেকশোঽষ্টপলিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলত্রয়ং বিড়ঙ্গাচ্চ ব্যোষাৎ কর্যত্রয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলং পঞ্চ শিলাজতুপলং ন্যসেৎ॥
দিব্যৌষধিহতস্যাপি বৈকঙ্কতহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্॥
পলৈশ্চতুর্ব্বিংশত্যাজ্যান্মধুশর্করয়োরপি।
ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে॥
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্॥
পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনাম্।
গুরুবৃষ্যাম্নুপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ॥
দুর্নামপাণ্ডুশ্বয়থু-কুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্।
অকালপলিতং হন্যাদামবাতং গুদাময়ম্॥
ন স রোগোঽস্তি যশ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্।
করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ॥

তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডিরি, ও ভূঁই আমলা প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ২৪ পল উষ্ণ করিয়া উহাতে স্বর্ণমাক্ষিক বা মনঃশিলা দ্বারা

শোধিত কিংবা বৈঁচিমূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ পল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহাতে উক্ত পরিস্রুত কাথ এবং চিনি ১২ পল দিবে, ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ ৩ পল ও ত্রিকটু-চূর্ণ প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলা-চূর্ণ ৫ পল ও শিলাজতু ১ পল দিবে। শীতল হইলে তৎপরদিন উহাতে মধু ১২ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪ মাষা। ইহা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকারক ঔষধ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অর্শ, শোথ ও প্লীহাদি প্রশমিত হয়। দুগ্ধ ও মাংসাদি বলকর এবং গুরু দ্রব্য ব্যবহার করিবে। করীর (বাঁশের কোঁড়) ও কাঞ্জিক প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। (এই ঔষধ রসায়নোক্ত অমৃতসার লৌহের নিয়মে সেবন করিতে হয়।)

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষ-ত্রিফলাসুরদারুচব্যভূনিম্বম্।
মাগধীমূলং মুস্তং সশটীবচং মাক্ষিকঞ্চৈব।
লবণক্ষারনিশাযুগ-কুস্তুম্বুরুগজকণাতিবিষাঃ॥
কর্ষাংশকাস্ত্বেব সমানি কুর্য্যাৎ
পলাষ্টকং শৈলজতোর্বিদধ্যাৎ।
নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব॥
সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা
নিকুম্ভকুম্ভত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা
অর্শাংসি নির্ণাশয়তে ষড়েব॥
ভগন্দরং পাণ্ডুককামলাক্ষ
নিহন্তি বহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্।
হন্ত্যামবাতান্ পিত্তকফানিলোত্থান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ॥
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্ম-
মেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা।
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেহপ্যুদরাময়ে চ॥
তক্রানুপানস্ত্বথ মস্তুপান-
মাজ্যো রসো জাঙ্গলজো রসো বা।
পয়োহথবা শীতজলানুপানং
বলেন নাগগুরুগো জবেন॥
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ
কান্ত্যা রতীশো ধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু॥
শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রসাদে-
নাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ॥
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোহপি তরুণায়তে॥
(বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্।
কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্॥
অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্বরঃ।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্॥
ভক্ষ্যং বৃদ্ধ্যা যথাযুক্তি যাবান্মাষচতুষ্টয়ম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্॥)

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল, ১ পল, তেউড়ী ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ মিলিত ১ পল। গুগ্গুলু এবং শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র, দধির মাত, ছাগমাংস-রস, জাঙ্গল-মাংসরস, শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শ ও মেহ, ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে এই ঔষধে ৪ তোলা পারদ ও ৪ তোলা গন্ধক অথবা কেবল রসসিন্দূর ১ পল দেওয়া ব্যবস্থেয়। কেহ কেহ ১ পল অভ্রও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। প্রথমে ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত মধু ও ঘৃত সহ সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয়)।

রস-প্রয়োগঃ।

রসগুড়িকা।

রসস্য পাদিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
গঙ্গাপালঙ্কজরসে খল্লয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
রক্তিমাত্রা গুদার্শোঘ্নী বহ্নেরত্যর্থদীপনী॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র প্রত্যেক ৩ ভাগ গঙ্গা পালঙ্গের (গাঙ্গরাই) রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুহ্যার্শ নিবারিত হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখো রসঃ।

মৃতসূতার্কহেমাভ্র-তীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকম্।
মণ্ডুরঞ্চ সমং তাপ্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্॥
অন্ধমূষাগতং সর্ব্বং ততঃ পাচ্যং দৃঢ়াগ্নিনা।
চূর্ণিতং সিতয়া মাসং খাদেৎ তস্যার্শসাং হিতম্॥
রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥

রসসিন্দূর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ সমস্ত দ্রব্যকে অন্ধমূষার মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত একমাস কাল সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য অর্শও প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুঠারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মৃতলৌহঞ্চ তাম্রকম্।
প্রত্যেকং দ্বিপলং দন্তী ত্র্যূষণং শূরণং তথা॥
শুভা টঙ্কযবক্ষার-সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্।
পলাষ্টকং স্নুহীক্ষীরং দ্বাত্রিংশচ্চ গবাং জলৈঃ॥
আপিণ্ডিতং পচেদগ্নৌ খাদেন্মাষদ্বয়ং ততঃ।
রসশ্চার্শঃকুঠারোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥

শোধিত পারদ ৮ তোলা; শোধিত গন্ধক, লৌহ, তাম্র, দন্তী, ত্রিকটু ও ওল প্রত্যেক ১৬ তোলা; বংশলোচন, সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব ৪০ তোলা, মনসাসিজের আঠা /১ সের, সেই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া /৪ সের গোমূত্র সহ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

চক্রাখ্যো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রবৈক্রান্তং তাম্রং কাংস্যং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন দিনং ভল্লাতকৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চাদ্ বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাম্।
ভক্ষণাদ্ গুদজান্ হন্তি দ্বন্দ্বজান্ সর্ব্বজানপি॥

রসসিন্দূর, অভ্র, দগ্ধহীরক, তাম্র, কাংস্য, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সকল দ্রব্যের সমান গন্ধক। ভেলার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ২ কুঁচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। (টীকাকার এই ঔষধে ১ ভাগ ভেলা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।)

চঞ্চুকুঠারো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্।
ত্রিকটু দন্তিকুষ্ঠৈকং ষড়্ভাগং লাঙ্গলস্য চ॥
ক্ষারসৈন্ধবটঙ্গানাং প্রত্যেকং ভাগপঞ্চকম্।
গোমূত্রস্য চ দ্বাত্রিংশৎ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ॥
যাবচ্চ পিণ্ডিতং সর্ব্বং তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মাষদ্বয়ং ততঃ খাদেদ্ দিবাস্বপ্নাদি বর্জ্জয়েৎ॥
রসশ্চঞ্চুকুঠারোঽয়মর্শসাং কুলনাশনঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ২ ভাগ, ত্রিকটু, দন্তী, কুড়, প্রত্যেক ১ ভাগ, ঈশলাঙ্গলা ৬ ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব, সোহাগা প্রত্যেক ৫ ভাগ, গোমূত্র ও সিজের আঠা ৩২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ২ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিলাগন্ধকবটিকঃ।

শিলাগন্ধকয়োশ্চূর্ণং পৃথগ্‌ ভৃঙ্গরসাপ্লুতম্‌।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
অর্শসশ্চানুলোম্যার্থং হতাগ্নিবলবর্দ্ধনম্‌।
রক্তিকাদ্বিতয়ং খাদেৎ কুষ্ঠাদিরহিতো নরঃ॥

মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ পৃথক্‌ করিয়া ভীমরাজের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। পরে ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য ও অর্শ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদি-বটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা।
শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা॥
সমং সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ জম্বীরাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ।
জাতীফলবটিকেয়মর্শোঽগ্নিমান্দ্যনাশিনী॥

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অর্শ ও অগ্নিমান্দ্য নাশ হয়।

পঞ্চানন-বটী।

মৃতসূতাভ্রলৌহানি মৃতার্কগন্ধকৈঃ সহ।
সর্ব্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্‌॥
বন্যশূরণকন্দোত্থৈর্দ্রবৈঃ পলপ্রমাণতঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ মাষমাত্রং পিবেদ্‌ঘৃতৈঃ॥
ভক্ষণাদ্‌ হন্তি সর্ব্বাণি চার্শাংসি চ ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যেঽপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা॥
কুষ্ঠরোগং নিহন্ত্যাশু মৃত্যুরোগবিনাশিনী।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, জারিত তাম্র এবং গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, ভেলা ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমিত বন্য ওলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত। মহাদেব বলিয়াছেন, এই ঔষধ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

নিত্যোদিতরসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহাভ্র-বিষং গন্ধং সমং সমম্‌।
সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাত-ফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দ্রবৈঃ শূরণকন্দোত্থৈর্ভাব্যং খল্লে দিনত্রয়ম্‌।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যৈ রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ।
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ॥

শোধিত রস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক, ইহাদিগের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান ভেলা, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ওল এবং মাণের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা—১ মাষা (কেহ বলেন, মাষকলাই প্রমাণ)। অনুপান—ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গো রসঃ।

গন্ধং রসেন্দ্রং মৃতলৌহকিট্টং ফলত্রয়ং ত্র্যূষণবহ্নিভৃঙ্গম্‌।
কৃত্বা সমং শাল্মলিকাগুড়ূচী-রসেন যামত্রিতয়ং বিমর্দ্দ্য।
নিষ্কপ্রমাণং গদিতানুপানৈঃ সর্ব্বাণি চার্শাংসি হরেদ্রসস্তু॥

গন্ধক, পারদ, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভীমরাজ এই সমস্ত দ্রব্য শিমুল ও গুলঞ্চের রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

কাসীসাদ্যতৈলম্‌।

কাসীসং দন্তিসিন্ধুত্থ-করবীরাননৈঃ পচেৎ।
তৈলমর্কপয়োমিশ্রমভ্যঙ্গাৎ পায়ুকীলজিৎ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /১ সের। কল্কার্থ—হিরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, করবীরমূল ও চিতা মিলিত এক পোয়া। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈলে কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করত অর্শের মাংসাঙ্কুরে মাখাইলে অর্শ দূরীভূত হয়।

বৃহৎকাসীসাদ্যতৈলম্।

কাসীসং সৈন্ধবং কৃষ্ণা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ লাঙ্গলী।
শিলাভিদশ্বমারশ্চ দন্তী জন্তুঘ্নচিত্রকম্॥
তালকং কুনটী স্বর্ণক্ষীরী চৈতৈঃ পচেত্তিষক্।
তৈলং স্নুহ্যর্কপয়সা গবাং মূত্রং চতুর্গুণম্॥
এতদভ্যঙ্গতোঽর্শাংসি ক্ষারেণৈব পতন্তি হি।
ক্ষারকর্ম্মকরং হেতন্ন চ সন্দূষয়েদ্বলিম্॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হিরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, পাষাণভেদা, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, সোণামুখী, মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা মিলিত /১ সের। গোমূত্র /১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বলিসমুহ নিপতিত হয়। ইহা ক্ষারের কার্য্য করে অর্থাৎ ক্ষারপ্রয়োগে যেরূপ বলি পড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই তৈল মর্দ্দনেও বলি খসিয়া গিয়া থাকে। ইহা বলিকে দুষিত করে না।

উদাবর্ত্তপরীতা যে যে চাত্যর্থং বিরুক্ষিতাঃ।
বিলোমবাতাঃ শূলার্ত্তাস্তেষ্বিষ্টমনুবাসনম্॥

অর্শোরোগী উদাবর্ত্তযুক্ত, অত্যন্ত বিরুক্ষিত, বিলোমবাত ও শূলার্ত্ত হইলে তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত পিপ্পল্যাদি তৈলের অনুবাসন হিতকর।

পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্।

পিপ্পলী মধুকং বিল্বং শতাহ্বাং মদনং বচাম্।
কুষ্ঠং শঠী পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ॥
পিষ্টা তৈলং বিপক্তব্যং দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্॥
গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যূরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণে রুজম্॥
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্।
উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েচ্চৈবানুবাসনাৎ॥

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, জল /১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্ফা, ময়না, বচ, কুড়, শঠী, পুষ্করমূল, চিতা ও দেবদারু। এই তৈলের অনুবাসনে গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুহ্যশোথ, ও মল-বাত-বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

উদকষট্পলকং ঘৃতম্।

সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ পলিকৈস্ত্রিগুণোদকৈঃ।
সমং ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং জ্বরার্শঃপ্লীহকাসনুৎ॥

গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, প্রত্যেক ৮ তোলা। জল ১২ সের যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে অর্শ, জ্বর, প্লীহা ও কাস নিবারিত হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি।
সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যসংশয়ম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, পলাশবৃক্ষের ছাল অন্তর্ধূমে ক্ষার করিয়া যথাবিধি প্রস্তুত ক্ষারজল /১২ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত /১ সের। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অর্শের বলি সকল নিশ্চয়ই পতিত হয়।

চব্যাদিঘৃতম্।

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ।
যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
শকৃদ্বাতানুলোম্যার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

ঘৃত /৪ সের, দধি ১৬ সের, বীর্য্যাধানার্থ জল /১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—চৈ, ত্রিকটু, আকনাদি, যবক্ষার, ধনে, যমানী, পিপুলমূল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বেলছাল ও হরীতকী মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক

সমাপন করিয়া এই ঘৃত পান করিলে মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং গুদভ্রংশাদি রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

কুটজাদ্যঘৃতম্।

কুটজফলবল্ককেশর-নীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলরক্তার্শসাং ভিষজা॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুল, মিলিত /১ সের। জল /১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সশূল রক্তার্শ প্রশমিত হয়।

সুনিষণ্ণক-চাঙ্গেরীঘৃতম্।

অবাক্‌পুষ্পী বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকঃ।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-শুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ॥
কষায় এষাং পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং সুরদারু চ॥
কলিঙ্গাঃ শাল্মলং পুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্‌ফলং চিত্রকো মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষাস্থিরাঃ॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা।
বিল্বং মোচরসঃ পাঠা ভাগাঃ কর্ষসমাঃ পৃথক্॥
চতুঃপ্রস্থশৃতপ্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ।
ত্রিংশৎ পলানি প্রস্থোঽত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ।
সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদর্শঃস্বতীসারে রক্তস্রাবে ত্রিদোষজে।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলে গুদাশ্রয়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দেঽগ্নাবরুচাবপি॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষ্বন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্॥

শুল্‌ফা, বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর এবং বট যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গা প্রত্যেক দুই দুই পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবন্তী, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতা, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাহক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আক্‌নাদি, প্রত্যেক দুই দুই তোলা শুষুনিশাকের স্বরস /৪ সের ও আমরুলের রস /৪ সের। এই সকলের সহিত /৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পান করিলে অর্শ, ত্রিদোষজ অতীসার, রক্তস্রাব, প্রবাহণ, গুদভ্রংশ, বিবিধ পিচ্ছাস্রাব, অল্প অল্প পুনঃপুন মলনিঃসরণ, গুহ্যদেশস্থ শোথ ও শূল, মূত্রাঘাত, বাতবিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিনষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নি-বর্দ্ধক। বিবিধ অন্নপানের সহিত অথবা কেবল মাত্র এই নির্দ্দোষ ঘৃত প্রযোজ্য।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অর্শোরোগে পথ্যানি।

বিরেচনং লেপনমস্রমোক্ষঃ ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাচরিতঞ্চ কর্ম্ম।
পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ সষষ্টিকাশ্চাপি যবাঃ কুলত্থাঃ॥
পটোলপত্রং রসোনবহ্নি-পুনর্নবাশূরণবাস্তুকানি।
জীবন্তিকা দন্তশঠা সুরা চ ক্রটির্বয়ঃস্থা নবনীততক্রম্॥
কক্কোলধাত্রী রুচকং কপিত্থমৌষ্ট্রাণি মূত্রাজ্যপয়াংসি চাপি।
ভল্লাতকং সর্ষপজঞ্চ তৈলং গোমূত্রসৌবীরতুষোদকানি।
বাতাপহং যচ্চ যদগ্নিকারি তদন্নপানং হিতমর্শসেভ্যঃ॥

বিরেচন, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ, ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ, শস্ত্রকর্ম্ম, পুরাতন রক্তবর্ণ শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্য, যব, কুলত্থ কলাই, পটোল, শালিঞ্চশাক, রসোন, চিতা, পুনর্নবা, ওল, বেতোশাক, জীবন্তীশাক, লেবু, মদ্য, ছোট এলাচ, ব্রহ্মীশাক, নবনীত, তক্র, কক্কোল, আমলকী, রুচক লবণ, কয়েৎবেল, উষ্ট্রের মূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ, ভেলা, সর্ষপতৈল, গোমূত্র, সৌবীর, তুষোদক এবং বায়ুনাশক ও অগ্নিকারক সমস্ত অন্ন পান অর্শোরোগির হিতকর।

অর্শোরোগেঽপথ্যানি।

আনূপমামিষং মৎস্যং পিণ্যাকং দধি পিষ্টকম্।
মাষান্ করীরং নিষ্পাবং বিল্বং তুম্বীমুপোদিকাম্॥
পক্বান্নং শালুকং সর্ব্বং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
আতপং জলপানানি বমনং বস্তিকর্ম্ম চ॥
বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি মারুতং পূর্ব্বদিগ্ভবম্।
বেগরোধং স্ত্রিয়ং পৃষ্ঠযানমুৎকটকাসনম্॥
যথাস্বং দোষলম্বান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বক্ষ্যতে রক্তপিত্তিনাম্।
রক্তার্শোরোগিণাং তত্তদপি বিদ্যাদ্বিশেষতঃ॥

অনূপদেশ-জাত-পশ্বাদির মাংস, মৎস্য, তিলবাটা, দধি, পিষ্টক, মাষকলাই, বাঁশের কোঁড়, সীম, বেল, লাউ, পুঁইশাক, শালুক, বিষ্টম্ভী (যে সকল দ্রব্য আহার করিলে পেট জড়ভাব হয়) ও গুরুপাক দ্রব্য, রৌদ্রাতপ, জলপান, বমন, বস্তিকর্ম্ম, (পিচ্‌কারী), সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, পূর্ব্বদিকের বায়ু, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসঙ্গম, অশ্বাদি জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ, উৎকটভাবে উপবেশন এবং অর্শোবৃদ্ধিকারক দোষযুক্ত অন্নাদি অহিতকারক। রক্তার্শোরোগে রক্তপিত্তের পথ্যাপথ্য বিশেষরূপে পালন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽর্শোরোগাধিকারঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাদি-নিদানম্।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥
বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

দোষের তারতম্যানুসারে জঠরাগ্নি চারি প্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি হয়।

জঠরাগ্নি বিষম হইলে বাতজনিত, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তজনিত ও মন্দ হইলে কফজনিত রোগ সকল আনয়ন করে।

যে অগ্নি দ্বারা পরিমিত আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, তাহাকে সমাগ্নি; যাহা দ্বারা অত্যল্প আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না, তাহাকে মন্দাগ্নি; যাহা দ্বারা আহার কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখন বা হয় না, তাহাকে বিষমাগ্নি; আর যাহা দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি * কহে। উল্লিখিত চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

* তীক্ষ্ণাগ্নি অতি প্রবল হইলেই তাহাকে ভস্মকাগ্নি কহে। মনুষ্যের কফ অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া, স্বকীয় উষ্মা দ্বারা অগ্নিস্থানে অগ্নির বল প্রদান করে। এইরূপে সবাত-জঠরাগ্নি লব্ধবল হইয়া দেহকে বিকৃত এবং স্বকীয় অতিতীক্ষ্ণতা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া ফেলে। রোগী যতবার যত আহার করে, ভস্মকাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকানন্তর অন্য

অথাগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা।

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনম্॥
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

জঠরাগ্নি রক্ষা করাই চিকিৎসার সার কর্ম্ম। শত দোষই কুপিত থাকুক, বা শত শত ব্যাধিই উপস্থিত হউক, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অগ্রে কায়াগ্নি রক্ষা করিবে। অগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্॥

সমাগ্নির রক্ষণ, বিষমাগ্নিতে বায়ু-দমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত-প্রতিকার এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মবিশোধন করা কর্ত্তব্য।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।
সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী॥

হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত নিত্য সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।

সমযবশূকমহৌষধ-চূর্ণং লীঢ়ং ঘৃতেন গোসর্গে।
কুরুতে ক্ষুধাং সুখোদকং পীতং বিশ্বৌষধং বৈকম্॥

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠ চূর্ণ, অথবা কেবল শুঁঠ-চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অন্নমণ্ডং পিবেদুষ্ণং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্।
বিষমোঽপি সমস্তেন মন্দো দীপ্যেত পাবকঃ॥

হিং ও সচল লবণের সহিত উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলে, বিষমাগ্নি সম এবং মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক, অগ্নির দীপক, হৃদ্য ও সুপথ্য।

কপিত্থতক্রচাঙ্গেরী-মরিচাজাজীচিত্রকৈঃ।
কফবাতহরো গ্রাহী খড়ো দীপনপাচনঃ॥

কয়েতবেল, তক্র, আমরুল শাক, মরিচ, জীরা ও চিতা, এই সকল দ্রব্যের খড়যূষ কফবাতহর, মল-সংগ্রাহক (পাতলা মল গাঢ় করে), অগ্নিদীপক ও আমের পাচক।

বিশ্বাভয়াগুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্‌পত্রসুরভীকৃতম্॥
পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্॥

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে ষড়ূষণ অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, ও মরিচ এই ছয়টী দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া এবং সেই ক্বাথ দারুচিনি ও তেজপত্রে সুরভীকৃত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

বড়বানল-চূর্ণম্।

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধানি চূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্॥

সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে অভিহিত।

বড়বামুখ-চূর্ণম্।

পথ্যানাগরকৃষ্ণা করঞ্জবিশ্বাগ্নিভিঃ সিতাতুল্যৈঃ।
বড়বামুখং বিজয়তে গুরুতরমপি ভোজনং চূর্ণম্॥

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, ডহরকরঞ্জার ছাল, বেলশুঁঠ ও চিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে সর্ব্ব চূর্ণের সমান চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম

পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু-সমুদায়কেও পাক করিতে থাকে। সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগে রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু জীর্ণমাত্রেই অত্যগ্নি হেতু অসহ্য তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে।

বড়বামুখং চূর্ণ। এই চূর্ণ সেবন করিলে গুরুতর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। (মাত্রা—৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত।)

সৈন্ধবাদি-চূর্ণম্।

সিন্ধুত্থপথ্যামগধোদ্ভববহ্নিচূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন নবং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়, তদ্দ্বারা নূতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য পর্য্যন্ত ক্ষণকালের মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং পথ্যা লবঙ্গং মরিচং কণা।
টঙ্কণং নাগরং চব্যং যমানী মধুরী বচা॥
দ্রব্যাণি দ্বাদশৈতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রাবৈস্ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নতঃ॥
ততো মাষদ্বয়ং চূর্ণং বারিণোষ্ণেন পায়য়েৎ।
সসৈন্ধবেন তক্রেণ মস্তুনা কাঞ্জিকেন বা।
সৈন্ধবাদ্যমিদং চূর্ণং সদ্যো বহ্নিং প্রদীপয়েৎ॥

সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চৈ, যমানী, মৌরী ও বচ এই ১২ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি॥

অজমোদাত্র যমানী অগ্নেরত্যন্তদীপনত্বাদিতি ভানুদাস-গোপালদাসৌ। চূর্ণং ভক্তোপরি দত্ত্বা ঘৃতেন সন্ধায় গ্রাসত্রয়ং ভোজনীয়মিতি ভানুদাসঃ।

ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃত সহিত সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি ও বাতরোগ নাশ হয়। ভানুদাস বলেন, অন্নের উপরিভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

স্বল্পাগ্নিমুখ-চূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ॥
এতদ্ বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া।
পিবেদ্ দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা॥
সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরং তথা।
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তে বিষং বা যেন ভক্ষিতম্॥
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শূলঘ্নং গুল্মনাশনম্।
কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্॥
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন কচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ একত্র চূর্ণিত করিয়া লইবে। প্রসন্না (সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ), দধি, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। ইহা বায়ুনাশক এবং উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগে ব্যবস্থেয়।

বৃহদগ্নিমুখ-চূর্ণম্।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্॥
শঠী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবস্তথা।
ধাত্রী জীরকবৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা।
অম্লবেতসমম্লীকা যমানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্॥

তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আর্দ্রকস্য রসেন চ।
অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্॥
উপযুক্তং বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্ গদান্।
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানি চ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদত্যুল্বণান্ রোগান্ নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥
সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং কৃত্বা সুভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্।
গোদোহমাত্রাৎ তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোষ্মকম্॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, হবুষা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, তিলের নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও উষ্ণীকৃত এবং গোমূত্রসিক্ত (শোধিত) মণ্ডুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিবস টাবালেবুর রসে, তিন দিবস শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এক পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া তাহাতে ইহার ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অজীর্ণ ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ভাস্করলবণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজীশুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলে চার্দ্ধভাগে চ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
জগতস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
বাতগুল্মং নিহন্ত্যেতদ্ বাতশূলানি যানি চ।
তক্রমস্তুসুরাসীধু-তক্রকাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নেরশ্নতো শক্তো ভবেদাশ্বেব পাবকঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময়ভগন্দরান্।
হৃদ্রোগমামদোষাংশ্চ বিবিধানুদরস্থিতান্॥
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্।
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়ত্যশনির্যথা॥
পত্রতালীশাদিযোগাদেব গন্ধাঢ্যং, ন পুনরপরচাতুর্জাতাদিপ্রক্ষেপঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, সচল লবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৮ পল, অম্লদাড়িম ফলের ছাল ৪ পল, অম্লবেতস ২ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইবে। তক্র, দধির মাত ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নানা পীড়া নষ্ট হয় এবং শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখলবণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু সৈন্ধবম্॥
ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
মৃত্তপঙ্কেনানুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি॥
সুদগ্ধন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহ্নিকৃৎ পরম্।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-গুল্মার্শঃপার্শ্বশূলনুৎ॥
(সর্ব্বং চূর্ণমেকীকৃত্য অস্য পঞ্চরক্তিকমুষ্ণজলেন পিবেৎ।)

চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড় ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির

সমান সৈন্ধবলবণ, একত্রে সিজবৃক্ষের আঠায় ভাবনা দিয়া উহার কাণ্ডমধ্যে (ডালের মধ্যে) পূরিয়া পঙ্ক দ্বারা মৃদু লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে তুলিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অথ তীক্ষ্ণাগ্নি-চিকিৎসা।

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌড়ুম্বরীং ত্বচম্।
আভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধং পিবেদত্যগ্নিশান্তয়ে॥
যৎ কিঞ্চিদ্ গুরু মেধ্যঞ্চ শ্লেষ্মকারি চ ভেষজম্।
সর্ব্বং তদত্যগ্নিহিতং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা॥

স্তন-দুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের ছাল ২ তোলা বাটিয়া পান করিলে, অত্যগ্নি প্রশমিত হয়। কিংবা নারী-দুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের কল্ক এবং তাহাতে অনুরূপ তণ্ডুল দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেই পায়স ভোজন করিলেও তীক্ষ্ণাগ্নি নিবারিত হয়। মহিষদুগ্ধাদি গুরু, মেধ্য ও শ্লেষ্মকারী দ্রব্য ও ঔষধ এবং আহারান্তে দিবানিদ্রা তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

মুহুর্ম্মুহুরজীর্ণেঽপি ভোজ্যান্যস্যোপকল্পয়েৎ।
নিরিন্ধনোঽন্তরং লব্ধ্বা যথৈনং ন নিপাতয়েৎ॥

আহার জীর্ণ না হইতে হইতেই তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে আহার দিবে, যেন অগ্নি অন্নাদিরূপ ইন্ধন-(কাষ্ঠ)-বিহীন ও প্রাপ্তাবসর হইয়া ধাত্বাদি-শোষণপূর্ব্বক আতুরকে না নিপাত করে।

অথামাজীর্ণলক্ষণম্।

তত্রামে গুরুতোৎক্লেশঃ শোথো গণ্ডাক্ষিকূটগঃ।
উদ্গারশ্চ যথাভুক্তমবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে॥

পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণসমূহের মধ্যে আমাজীর্ণ রোগে দেহের গুরুতা, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদ্গার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্গার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথামাজীর্ণাদিচিকিৎসা-বিধিঃ।

তত্রামে বমনং কার্য্যং বিদগ্ধে লঙ্ঘনং হিতম্।
বিষ্টব্ধে স্বেদনং শস্তং রসশেষে শয়ীত চ॥

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদন ও রসশেষাজীর্ণে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা কর্ত্তব্য।

অথামাজীর্ণ-চিকিৎসা।

বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে।
কণাসিন্ধুবচাকল্কং পীত্বা চ শিশিরাম্ভসা॥

বচ ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা /১ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমি হইয়া আমদোষের শান্তি হয়। অথবা পিপুল, সৈন্ধব ও বচ, ইহাদের কল্ক শীতল জলের সহিত পান করাইলেও আমাজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥

ধনে ও শুঁঠের কাথ আমাজীর্ণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমাজীর্ণ ও তজ্জনিত শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয়, এবং মূত্রাশয় বিশোধিত হইয়া থাকে।

ভবেদ্ যদা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্।
বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জ্যাদশঙ্কং মিতমন্নকালে॥

যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ, শীতল জলের সহিত পান করিয়া যথাসময়ে পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

গুড়েন শুণ্ঠীমথবোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমং বা
আমেষ্বজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ॥

গুড় ও শুঁঠ-চূর্ণ কিংবা গুড় ও পিপুল-চূর্ণ, কিংবা গুড় ও হরীতকীচূর্ণ অথবা গুড় ও দাড়িমচূর্ণ সেবন করিলে আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছুলঘ্নমৌষধম্।
আমসন্নানলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥

ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা নিবন্ধন উদরে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলেও তৎকালে বেদনা-নিবারক কোন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তখন পাচকাগ্নি আমাচ্ছাদিত থাকায়, কি বাতাদিদোষ, কি ঔষধ, কি আহার, কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

অথ বিদগ্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্।

বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ।
উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে॥

বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত নানাবিধ পীড়া, ধূমনির্গমবৎ অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথ বিদগ্ধাজীর্ণ-চিকিৎসা।

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং
শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তৎ তস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্ত-
মাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ॥

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে, শীতলজলপানে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জলের শৈত্য ও দ্রবত্ব হেতু পিত্তও প্রশমিত এবং অধোদেশে নীত হইয়া থাকে।

বিদহ্যতে যস্য চ ভুক্তমাত্রং
দহ্যেত হৃৎকোষ্ঠগলঞ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাসিতামাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং
লীঢ্বাভয়াং বৈ স সুখং লভেত॥

ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য হৃদয়, কোষ্ঠ ও গলা জ্বালা করে, তাহা হইলে হরীতকী ও কিস্মিস্ একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রব সকল নিবারিত হইবে।

হরীতকী ধান্যতুষোদসিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধবসম্প্রযুক্তা।
সোদ্গারধূমং ভৃশমপ্যজীর্ণং বিজিত্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ॥

হরীতকী ও পিপ্পলী, ধান্যতুষোদকে (সন্ধান-বিশেষ) অভাবে কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে, ধূমনির্গমবৎ উদ্গার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্যঃ ক্ষুধার উদয় হয়।

অথ বিষ্টব্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্।

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনাঃ।
মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহাঙ্গপীড়নম্॥

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে শূল, উদরাধ্মান, বাতকৃত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও অঙ্গ বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ রসশেষাজীর্ণ-লক্ষণম্।

রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধিগৌরবে॥

রসশেষাজীর্ণে, অন্নবিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা হইয়া থাকে।

অথ বিষ্টব্ধ-রসশেষাজীর্ণচিকিৎসা।

বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্।
রসশেষে দিবাস্বপ্নো লঙ্ঘনং বাতবর্জ্জনম্॥

বিষ্টব্ধাজীর্ণে অর্থাৎ অজীর্ণতাহেতু উদর স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলে, স্বেদক্রিয়া ও লবণমিশ্রিত জল পান ব্যবস্থেয়। রসশেষাজীর্ণে অর্থাৎ অন্নরসের সম্পূর্ণ পরিপাক না হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত স্থানে অবস্থানাদি কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতঃ ক্লান্তানতীসারিণঃ
শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্।
ক্ষীণান্ ক্ষীণকফাঞ্ছিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনঃ
রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥

রসশেষাজীর্ণে দিবানিদ্রাই প্রধান ঔষধ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরও দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী,—যাহারা সর্ব্বদা ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গ, পথপর্য্যটন বা অশ্বাদি যানে গমনহেতু ক্লান্ত-দেহ; যাহারা অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা ও বায়ুরোগার্ত্ত; যাহারা ক্ষীণ, ক্ষীণ-কফ, অতি মদ্যপায়ী, রাত্রিজাগরিত, নিরাহার এবং যাহারা শিশু বা বৃদ্ধ, তাহাদিগকেও যথেচ্ছরূপে দিবানিদ্রা যাইতে দিবে।

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ।
দিবা স্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণপ্রণাশনম্॥

হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা উদর প্রলিপ্ত করিয়া দিবসে নিদ্রা গেলে, সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপিপ্পলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলং পিবেৎ।
মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধ্বা দোষগতিং ভিষক্॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
আধ্মানং বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চল লবণ সমভাগে লইয়া তাহাদের চূর্ণ, দোষ বুঝিয়া দধির মাত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। তাহাতে চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, অরুচি, উদরাধ্মান, বাতগুল্ম ও শূল প্রশমিত হয়।

সুকুমারমোদকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা।
ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাশ্চিকার্ষিকম্।
দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্॥
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম্।
বাতাজীর্ণপ্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্।
উদাবর্ত্তানাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ, কটকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, দন্তীচূর্ণ ৩ কর্ষ, তেউড়ি চূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল। মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম সুকুমার মোদক। ইহা সেবন করিলে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ নিবারিত হয়।

গুড়াষ্টকম্।

ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণামূলং বিচূর্ণিতম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শোথোদাবর্ত্তশূলঘ্নং প্লীহাপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), দন্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং শোথ, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম গুড়াষ্টক।

দুর্জরং সন্ত্যজেৎ সর্ব্বং নিশায়ামশনং তথা।
অজীর্ণী মন্দবহ্নিশ্চ ভক্ষয়েৎ সুজরং লঘু॥

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে পীড়িত ব্যক্তির, সর্ব্বপ্রকার দুষ্পাচ্য আহার ও রাত্রিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া সুপাচ্য ও লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যমাহ

অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্।
কদলস্য তু পাকায় ঘৃতং হিতম্॥
ঘৃতস্য পরিপাকায় জম্বীরস্য রসো হিতঃ॥
নারিকেলফলতালবীজয়োঃ
পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিদুঃ।
ক্ষীরমেব সহকারপাচনং
চারমজ্জনি হরীতকী হিতা॥
মধুকমালুরনুপাদনানাং
পরূষখর্জ্জুরকপিত্থকানাম্।

পাকায় পেয়ং পিচুমর্দ্দবীজং
ঘৃতেঽপি তক্রেঽপি তদেব পথ্যম্॥
খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধং কুত্র চ ভদ্রমুস্তম্।
যজ্ঞাঙ্গবোধিদ্রুফলেষু শস্তং প্লক্ষে তথা পর্য্যুষিতং প্রণীতম্॥
তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপকস্ত চিপিটে কণাযুতঃ।
ষষ্টিকা দধিজলেন জীর্য্যতে কর্কটী চ সুমনেষু জীর্য্যতে॥
গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদ্গা-
পাকো ভবেজ্ঝটিতি মাতুলপুত্রকেণ।
খর্জ্জুরিকাবিসকশেরুসিতাসু শস্তং
শৃঙ্গাটকে মধুফলেঽপি ভদ্রমুস্তম্॥
কঙ্গুশ্যামাকনীবারা কুলথাশ্চাবিলম্বিতম্।
দধ্নো জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু॥
পিষ্টান্নং শীতলং বারি কৃশরাং সৈন্ধবং পচেৎ।
মাষেণ্ডরীং নিম্বুফলং পায়সং মুদ্গযূষকঃ।
বটো বেশবারান্লবঙ্গেন ফেনী
সমং পর্পটঃ শিগ্রুবীজেন যাতি।
কণামূলতো লড্ডুকাপূপসট্টা-
দিপাকো ভবেচ্ছষ্কুলীমণ্ডয়োশ্চ॥

অনন্তর বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জন্য অজীর্ণে বিশিষ্ট পাচন (প্রতিষেধক) দ্রব্য বলিতেছেন।

কাঁঠাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া অজীর্ণ হইলে ঘৃত খাইলে পরিপাক হয়। ঘৃতের পরিপাকার্থ জম্বীর রস উৎকৃষ্ট। নারিকেল ও তালআঁটির পরিপাকের জন্য তণ্ডুল ভোজন করিবে। আম্রের পাচক দুগ্ধ। পিয়ালফলের মজ্জা হরীতকী দ্বারা পরিপাক হয়। মউল, বিল্ব, পিয়াল, ফল্সা, খর্জ্জুর, কয়েতবেল, এই সকল দ্রব্যের পরিপাক জন্য নিম্ববীজ খাইবে। ঘৃত এবং তক্রেতে নিম্ববীজই পথ্য। খর্জ্জুর এবং পানিফলের সম্বন্ধে শুঁঠই প্রশস্ত, কোন স্থলে ভদ্রমুস্তকও (নাগরমুতা) প্রশস্ত। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থফল, পাকুড়ফল পরিপাকের জন্য পর্য্যুষিত (বাসি) জল পান করিবে। তণ্ডুল-পাকের জন্য দুগ্ধ, দুগ্ধ-পাকের জন্য কুস্কুম, চিপিটক পরিপাকের জন্য পিপ্পলীযুক্ত কুস্কুম এবং ষাষ্টিক-তণ্ডুল-পরিপাকার্থ দধিমস্তু প্রশস্ত। কাঁকুড় পরিপাকে সুমন (অর্থাৎ গোধূম) শ্রেষ্ঠ। গোধূম, মাষকলাই, চণক, সতীন (বর্ত্তুল কলাই), মুগ, এই সমস্ত দ্রব্যকে শীঘ্র মাতুলপুত্রক (ধুস্তুর বীজ) জীর্ণ করে। বনখর্জ্জুর, বিস (মৃণালবিশেষ), কেশুর, সিতা, পানিফল এবং মধুফল (বৈঁচি) পরিপাকার্থ নাগরমুতাই শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্যামাক (শ্যামা ঘাসের বীজ), নীবার এবং কুলথকলাই দধিমস্তু দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়. কাঁজি দ্বারা বৈদল পরিপাক হয়। পিষ্টান্ন শীতল জলে পরিপাক হয়, দ্বিদলমিশ্রিত অন্ন অর্থাৎ খিচুড়ি সৈন্ধব লবণে পরিপাক হয়, কাগজী লেবুতে মাষেণ্ডরী (মাষখণ্ড-বিকৃতি) পরিপাক হয়। মুদ্গযূষে পায়স পরিপাক হয়। বটক (বড়া) ও বেশবার লবঙ্গ দ্বারা পরিপাক হয়। ফেনী সজিনার বীজে জীর্ণ হয় পিপুলের মূল লাড়ু পরিপাক করে। অপূপ ও সট্টাদি তিলমিশ্রিত যবাগূ দ্বারা পরিপাক হয়।

অথ সাধারণ-চিকিৎসা।

লবঙ্গাদ্যং মোদকম্।

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতীফলং ত্বুগা॥
কট্ফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্।
কক্কোলমগুরুশ্চৈব উশীরমভ্রকং তথা॥
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা।
ধান্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্॥
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিয়োজয়েৎ।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু অম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাচ্ছুক্রবর্দ্ধনম্॥
গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ অতীসারং সুদুর্জ্জয়ম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জাবিত্রী, মুতা, জটামাংসী, যব-

তণ্ডুল, ধনে, শুল্ফা; প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ। সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃতাদি-মোদকম্।

ত্রিবৃদ্দন্তীকণামূলং কণা বহ্নিঃ পলং পলম্।
সর্ব্বতুল্যামৃতা শুণ্ঠী গুড়েন সহ মোদকম্।
কর্ষৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্তাগ্নিং কুরুতে ক্ষণাৎ॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল, চিতামূল; প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চসার ৫ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ৫ পল, গুড় ৩০ পল। মোদক করিয়া লইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে অগ্নি অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

হরীতকী-প্রয়োগঃ।

হরীতক্যাঃ শতং গ্রাহ্যং তক্রেঃ স্বিন্নঞ্চ কারয়েৎ।
যত্নাদ্ বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণানীমানি পূরয়েৎ॥
ষড়ূষণং পঞ্চপটু যমানীদ্বয়মেব চ।
ত্রিক্ষারং হিঙ্গু দিব্যঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রাম্লেনাপি ভাবয়েৎ।
লিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
খাদয়েদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্।
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্॥
গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

১০০টি হরীতকী, উপযুক্ত তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজ সকল নির্ম্মুক্ত করিয়া লইবে। পরে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু ও লবঙ্গ প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী সকলের মধ্যে পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকী সকল আমরুলের রসে এবং লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। এক একটী হরীতকী সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, গুল্ম ও শূলাদি নানা রোগ উপশমিত হয়।

অমৃতহরীতকী।

তক্রে সমুৎস্বেদ্য শিবাশতানি
তদ্বীজমুদ্ধৃত্য চ কৌশলেন।
ষড়ূষণং পঞ্চ পটূনি হিঙ্গু-
ক্ষারাবজাজীমজমোদকঞ্চ॥
ষড়ূষণাদেস্ত্রিবৃদর্দ্ধভাগা
গণস্য দেয়াম্বরগালিতস্য।
বিভাব্য চুক্রেণ রজাংস্যমীষাং
ক্ষিপেচ্ছিবাবীজনিবাসগর্ভে॥
সমুহ্য ঘর্ম্মে চ বিশোষ্য তাসাং
হরীতকীমন্বহমাং নিষেবেৎ।
অজীর্ণমন্দানলজাঠরাময়ান্
সগুল্মশূলগ্রহণীগুদাঙ্কুরান্।
বিবন্ধমানাহরুজো জয়ত্যসৌ
তথামবাতাংস্ত্বমৃতা হরীতকী॥

উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০ টি, ঘোলে সিদ্ধ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক তাহার আঁঠিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে, যেন তাহাতে হরীতকী ভাঙ্গিয়া না যায়। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কালজীরে, যমানী; এই সকল চূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং ইহার অর্দ্ধভাগ তেউড়ীচূর্ণ দিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ চুকপালঙ্গ দ্বারা ভাবনা দিয়া উক্ত শূন্যগর্ভ হরীতকীর মধ্যে পূরিবে এবং রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া পাত্রমধ্যে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ এই হরীতকী একটী করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, জাঠর রোগ, গুল্ম, শূল, গ্রহণীরোগ, অর্শ, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শার্দ্দূলকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দেবদারু সচিত্রকম্।
চবিকাং বিল্বপেশাঞ্চ অজমোদাং হরীতকীম্॥

মহৌষধং যমানীঞ্চ ধান্যকং মরিচং তথা॥
জীরকঞ্চাপি হিঙ্গুঞ্চ কাঞ্জিকং সাধয়েদ্ ভিষক্॥
এষ শার্দ্দূলকো নাম কাঞ্জিকোঽগ্নিবলপ্রদঃ।
সিদ্ধার্থতৈলসংভৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসমতীসারং পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
আমঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ বাতশূলং সবেদনম্॥
অর্শাংসি শ্বয়থুঞ্চৈব ভুক্তে পীতে চ সাম্যতঃ।
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥
সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া অষ্টগুণং কাঞ্জিকং চতুর্গুণজলেন পক্ত্বা কাঞ্জিকশেষমবতারয়েৎ। বুদ্ধা মাত্রয়া দদ্যাৎ।

পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতামূল, চৈ, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধনে, মরিচ, জীরা, হিঙ্গু, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমান; চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ কাঞ্জিক, কাঞ্জিকের চতুর্গুণ জল; সমুদয় একত্রে পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহার নাম শার্দ্দূলকাঞ্জিক। ইহা শ্বেতসর্ষপের তৈলে সাঁতলাইয়া লইয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ, গুল্মরোগ, বেদনাযুক্ত বাতশূল, অর্শ ও শোথ নষ্ট হয়।

মুস্তকারিষ্টঃ।

মুস্তকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষিপেদ্গুড়তুলাত্রয়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং যমানীং বিশ্বভেষজম্।
মরিচং দেবপুষ্পঞ্চ মেথীং বহ্নিঞ্চ জীরকম্॥
পলযুগ্মমিতং ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সংস্থাপ্য মাসমাত্রন্তু ততঃ সংস্রাবয়েদ্ ভিষক্॥
অজীর্ণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মুতা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল, জীরা, প্রত্যেক ২ পল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একমাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষারগুড়ঃ।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলামর্কমূলং শতাবরীম্।
দন্তীং চিত্রকমাস্ফোতাং রাস্নাং পাঠাং সুধাং শটীম্॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগান্ দগ্ধ্বা ভস্ম সমাবপেৎ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বস্তদ্ভস্ম জলদ্রোণে চ গালয়েৎ॥
তদ্রসং সাধয়েদগ্নৌ চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
ততো গুড়তুলাং কৃত্বা সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
সিদ্ধং গুড়ন্তু বিজ্ঞায় চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
বৃশ্চিকালীং দ্বিকাকোল্যৌ যবক্ষারং সমাবপেৎ॥
এতে পঞ্চপলা ভাগা পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ।
হরীতকীং ত্রিকটুকং সর্জ্জিকাং চিত্রকং বচাম্॥
হিঙ্গ্বম্লবেতসাভ্যাঞ্চ দ্বে পলে তত্র দাপয়েৎ।
অক্ষপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্ যথাবলম্॥
অজীর্ণং জরয়ত্যেষ জীর্ণে সন্দীপয়ত্যপি।
ভুক্তং ভক্তঞ্চ জীর্য্যেত পাণ্ডুত্বমপকর্ষতি॥
প্লীহাশ্বয়থুঞ্চৈব শ্লেষ্মকাসমরোচকম্।
মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং কফে কণ্ঠোরসি স্থিতে॥
কুষ্ঠানি চ প্রমেহাংশ্চ গুল্মাংশ্চাশু ব্যপোহতি।
খ্যাতঃ ক্ষারগুড়ো হ্যেষ রোগযুক্তে প্রযোজয়েৎ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, দন্তী, চিতা, হাপরমালী, রাস্না, আকনাদি, সিজের মূল ও শটী; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া, প্রত্যেককে অন্তর্দ্ধূমে দগ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার করিবে। পরে ঐ সমস্ত ক্ষারচূর্ণ, ৬৪ সের জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্ষারজল অগ্নিতে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে, পরে উহাতে ১২॥ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। যখন উহা ঘনীভূত হইবে, তখন বিচুটি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও যবক্ষার, প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল; হরীতকী, ত্রিকটু (মিলিত), সাচিক্ষার, চিতা, বচ, হিং ও অম্লবেতস, প্রত্যেক এক এক পল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

এই ক্ষারগুড় অজীর্ণনাশক ও অগ্নির উদ্দীপক। ইহা সেবন করিয়া বারংবার ভোজন করিলেও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, প্লীহা, অর্শ শোথ, শ্লৈষ্মিক কাস, অরুচি, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থিত কফ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হয়। ক্ষারগুড় রোগিকে সেবন করিতে দিবে, কারণ ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক হইলেও স্বস্থ ব্যক্তির সেবনীয় নহে। যেহেতু ক্ষারগুড় সেবনে স্বস্থ ব্যক্তির সোমধাতু ক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ বিসূচিকাদি-নিদানম্।

অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥
সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচীতি নিগদ্যতে॥
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥
মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥
কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি।
বাতবর্চ্চোনিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি।
তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্য তু॥
দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং
প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যা-
মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥

আম, বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ হইল, ইহাদিগের হইতেই বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচীর নিরুক্তি ;—এই পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া, বৈদ্যেরা ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখা করিয়া থাকেন। চলিত ভাষায় ইহাকে ওলাউঠা কহে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না; যাহারা ভক্ষ্যানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় ও অশনলোলুপ, ইহা তাহাদেরই হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, ভেদ বমি, পিপাসা, শূলবদ্‌বেদনা, ভ্রম, হস্তপদে খালি ধরা, জৃম্ভা (হাই), গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল এইগুলি বিসূচীরোগের লক্ষণ।

অলসক রোগে, কুক্ষিতে অতি কষ্টদায়ক আধ্মান উপস্থিত হয় ; রোগী যাতনায় আর্ত্তনাদ করে ও মূর্চ্ছা যায় এবং অজীর্ণবশতঃ কুক্ষিদেশস্থ বায়ু, অধঃ প্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরিভাগে অর্থাৎ হৃদয় ও কণ্ঠাদি স্থানে বিচরণ করে, এই রোগে মল মূত্র বিশেষরূপ রুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৃষ্ণা ও উদ্গার হয়। ভুক্ত দ্রব্য অধঃ বা উর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া অপক্কাবস্থায় আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে বলিয়া, এই ব্যাধিকে অলসক কহে *।

যে রোগে ভুক্তান্ন কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা দুষ্ট হইয়া উর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক্ দিয়াই নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিলম্বিকারোগ কহিয়া থাকেন। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য।

* দণ্ডালসক রোগে বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে কম্প, গাত্রঘূর্ণন, আনাহ ও শূল ; পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, দাহ ও ঘর্ম্মাদি ; কফের প্রাধান্য থাকিলে দেহের গুরুতা, বমি, বাগ্‌রোধ ও নিষ্ঠীবন হয় এবং বাতাদি দোষত্রয়েরই প্রকোপ থাকিলে বমন ও মলরেচন একবারে বন্ধ হইয়া যায়, তীব্র শূলাদি উপস্থিত হয় ও স্রোত সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রোগে দোষত্রয় তির্য্যগ্‌গত হইয়া শরীরকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করে, তজ্জন্য ইহাকে দণ্ডালসক কহে। দণ্ডালসক রোগ অসাধ্য।

অথ বিসূচিকা-চিকিৎসা।

পঞ্চ যোগাঃ।

জলপীতমপামার্গ-মূলং হন্তি বিসূচিকাম্।
সতৈলং কারবেল্লাম্বু নাশয়েদ্ধি বিসূচিকাম্॥
বালমূলস্য তু ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
বিসূচীনাশনঃ শ্রেষ্ঠো জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনঃ॥
বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্ত্যাচ্ছর্দ্দিবিসূচিকাম্।
বিল্বনাগরকৈটর্য্য-ক্বাথস্তদধিকো গুণৈঃ॥

১। আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

২। করলা উচ্ছে পাতার রসে তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হইয়া থাকে।

৩। কচিমূলার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়। ইহা বিসূচী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নির উদ্দীপক।

৪।৫। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফলের ক্বাথ বমন ও বিসূচিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিসূচিকায়া বিশেষ-চিকিৎসা।

বিসূচিকায়াং ঘোরায়াং ভেদাধিক্যপ্রশান্তয়ে।
ফণিফেনযুতং গ্রাহি ভেষজং সংপ্রযোজয়েৎ॥
ছর্দ্দনেঽতিপ্রবৃত্তে তু ছর্দ্দনস্য বিধির্হিতঃ।
সার্ষপেণ চ কল্কেন জঠরোর্দ্ধং প্রলেপয়েৎ।
তেনাপি প্রশমং যাতি বান্তির্বিসূচীসম্ভবা॥
নির্ম্মলং শীতলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
যুক্ত্যা মুহুর্ম্মুহুর্দ্দদ্যাৎ তৃষ্ণার্ত্তায় ভিষগ্‌বরঃ॥
বৃত্তফলং তোলমিতং তদর্দ্ধং মধুযষ্টিকম্।
তদর্দ্ধং কজ্জলী গ্রাহ্যা সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ॥
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমল্পাল্পং রোগিণং ভিষক্।
কদলীমূলজরসৈর্নস্যং হিক্কানিবারণম্॥
গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশে বা রাজিকাকল্কলেপনম্।
মূত্রসঞ্জননার্থঞ্চ পদ্মায়াঃ পত্রজং রসম্॥
পায়য়েৎ সিতয়া সার্দ্ধং মূত্রবিরেচনং পরম্।
কটপত্রীং যবক্ষারং পিষ্ট্বা বস্তিং বিলেপয়েৎ॥
অঙ্গে তু শীতলীভূতে চেন্দ্রিয়ে ক্ষীণতাং গতে।
যোগ্যমাত্রাং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুরাম্॥
বৃহচ্চন্দ্রোদয়াখ্যঞ্চ মকরধ্বজসংজ্ঞকম্।
শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ॥
স্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা॥
আবিরৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্‌ গাত্রমথবা বৈদ্রুমং রজঃ।
ঘর্ম্মাধিক্যবিনাশায় মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্চেৎ তোয়ং সুশীতলম্।
সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ॥
সন্নিপাতে সমুৎপন্নে সন্নিপাতবিধির্হিতঃ॥

বিসূচিকা রোগের ঘোরাবস্থায় ভেদাধিক্য-নিবারণের জন্য অহিফেনযুক্ত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বমন-নিবারণার্থ বমন-চিকিৎসাধিকারোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে। সর্ষপের কল্ক দ্বারা উদরের ঊর্দ্ধভাগ প্রলিপ্ত করিলেও বমন নিবারিত হয়। রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরবাসিত নির্ম্মল সুশীতল জল,বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে। কাবাবচিনি চূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধুচূর্ণ ॥০ তোলা, কজ্জলী।০ তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে কদলীমূলের রসের নস্য দিবে। রাই-সরিষা বাটিয়া ঘাড়ে বা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিক্কা নিবারিত হয়। মূত্রসঞ্জননার্থ স্থলপদ্মের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে। পাতরকুঁচার পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। অঙ্গ শীতল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও চন্দ্রোদয়াদি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিবে। উদরে বেদনা হইলে টার্পিন তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান (ফোমেণ্ট) করিবে। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে অথবা প্রবাল-ভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল-নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করিবে। সংজ্ঞাজননার্থ হাত পায়ে তাপ দিবে। বিকার উপস্থিত হইলে যথাবিধি বিকারের চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রতৈলসমন্বিতম্।
বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণম্॥

কুষ্ঠেত্যাদি। আতুরস্য তাৎকালিকী পীড়া মহতী, তদাহ চ তৈলং পক্তুমশক্যম্, অতঃ কিঞ্চিচ্চুক্রং তৈলঞ্চ দত্ত্বা কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কেন কবোষ্ণেন মর্দ্দনং কার্য্যমিত্যাহুর্বৃদ্ধাঃ। তৈলপাকপক্ষে তু কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ পাদিকঃ চুক্রঞ্চ চতুর্গুণম্। চক্র টীকা।

বিসূচিকা রোগে খাইল ধরা ও পেটের বেদনা নিবারণার্থ কুড় ও সৈন্ধব লবণ, চুক্র (অভাবে কাঞ্জী) ও তিলতৈলের সহিত পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৈল পাক করিতে হইলে /৪ সের চুক্র, কল্কার্থ কুড় ও সৈন্ধব মিলিত একপোয়া সহ এক সের তৈল পাক করিবে।

বোলং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে
মূলং সমানীয় চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।
ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা
হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন॥

গুড়পুষ্পসারবীজাপরাজিতামূলহরিদ্রাভিঃ।
অঞ্জনগুড়িকা বিলয়তি বিসূচিকাং ত্রিকটুসংযুক্তা॥

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ডহরকরঞ্জার, ফল, হরিদ্রা ও টাবালেবুর মূল, জলে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

মৌয়া বৃক্ষের সার, আপাঙ্গের বীজ, শ্বেত অপরাজিতার মূল, হরিদ্রা ও ত্রিকটু; এই সকল দ্রব্যের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, অঞ্জন দিলেও বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

ত্বক্পত্ররাস্নাগুরুশিগ্রুকুষ্ঠৈরম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচাশতাহ্বৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং খল্লিবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি॥

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনা ছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা; এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া সেই পেষিত ঔষধ দ্বারা মর্দ্দন করিলে খাইল ধরা ও বিসূচিকা নিবারিত হয়। অথবা এই সকল দ্রব্যের উপযুক্ত কল্কের ও চারি গুণ কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলেও উক্ত উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিপাসায়াং তথোৎক্লেশে লবঙ্গস্যাম্বু শস্যতে।
জাতীফলস্য বা শীতং শৃতং ভদ্রঘনস্য বা॥

বিসূচিকায় পিপাসা ও উৎক্লেশ নিবারণার্থ লবঙ্গ জায়ফল বা ভদ্রমুতার সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

অথোৎক্লেশস্য লক্ষণম্।

উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতঃ।
হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ॥

উৎক্লেশের লক্ষণ।—ইহাতে বমনোদ্বেগ হয়, অথচ ভুক্তান্ন নির্গত হয় না। মুখ-প্রসেক ও থুৎকার উদ্গীরণ হইতে থাকে এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে।

অথালসক-চিকিৎসা।

বমনন্ত্বলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা।
স্বেদো বর্ত্তিস্তথা চ ক্রমশশ্চাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

অলসকরোগে, প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান দ্বারা বমন করাইয়া পরে স্বেদপ্রদান, বর্ত্তিপ্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া করিবে।

করঞ্জনিম্বশিখরী-গুড়ূচ্যর্জ্জকবৎসকৈঃ।
পীতঃ কষায়ো বমনাদলসং হন্তি বিসূচিকাম্॥

ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ জল আকণ্ঠ পান করিলে বমি হইয়া বিসূচিকা (অলসক) রোগ বিনষ্ট হয়।

সরুক্ চানদ্ধমুদরমম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
দারুহৈমবতীকুষ্ঠশতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ॥
তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ।
স্বেদো ঘটৈর্বা বহুবাষ্পপূর্ণৈরুষ্ণৈস্তথান্যৈরপি পাণিতাপৈঃ॥

উদর-বেদনান্বিত ও আনদ্ধ (বায়ু দ্বারা কষিয়া ধরা) থাকিলে দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিং ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। অথবা যবচূর্ণ ও যবক্ষার তক্রে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিবে। কিংবা

বোতলে অত্যুষ্ণ কাঞ্জিকাদি পূরিয়া উহার মুখ বন্ধ করত ঐ বোতল দ্বারা অথবা বস্ত্রাদি দ্বারা বা হস্ততল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উদরে স্বেদ দিবে।

বিলম্বিকালসকয়োরয়মেব ক্রিয়াক্রমঃ।
অত এব তয়োরুক্তং পৃথঙ্‌নৈব চিকিৎসিতম্ ॥

অলসক ও বিলম্বিকার চিকিৎসাক্রম একই প্রকার, তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ বলা গেল না। অলসক-বিধানানুসারে বিলম্বিকার চিকিৎসা করিবে।

রসপ্রয়োগঃ।

আদিত্যরসঃ।

দরদং বিষং গন্ধং ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ লবণানি চ পঞ্চ বৈ ॥
সর্ব্বমেতৎ কৃতং চূর্ণমম্লযোগেন সপ্তধা।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জার্দ্ধপ্রমিতা বুধৈঃ ॥
রসো হ্যাদিত্যসংজ্ঞোঽয়মজীর্ণক্ষয়কারকঃ।
ভুক্তমাত্রং পাচয়তি জঠরানলদীপনঃ ॥

হিঙ্গুল, বিষ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জায়-ফল, লবঙ্গ ও পঞ্চলবণ এই সকল সমানভাগে চূর্ণ করিয়া অম্লরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অজীর্ণ-নাশক, ভুক্তান্নের সদ্যঃ পাচক ও জঠরাগ্নির দীপক।

বড়বানলো রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকং তৎসমং মতম্।
পিপ্পলী পঞ্চলবণং মরিচঞ্চ ফলত্রয়ম্।
ক্ষারত্রয়ং সমং সর্ব্বং চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ ॥
নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবেণৈব ভাবয়েদ্দিনমেকতঃ।
বড়বানলনামায়ং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

শোধিত পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা লইয়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পারদের সমান, একত্র চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। পরে ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশনো রসঃ।

গন্ধেশটঙ্কণৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগস্তু মরিচং জম্বাম্ভোমর্দ্দিতং দিনম্ ॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কৃষ্ণার্দ্রেণ প্রযোজয়েৎ।
শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
অজীর্ণে সন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে ॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় একত্র লেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শিরঃ-পীড়া প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

বৃহদ্ধুতাশনো রসঃ।

একদ্বিকদ্বাদশভাগযুক্তং যোজ্যং বিষং টঙ্কণমূষণঞ্চ।
হুতাশনো নাম হুতাশনস্য করোতি বৃদ্ধিং কফজিন্নরাণাম্ ॥

মিঠাবিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মরিচ ১২ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কফ নাশ হয়।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
ত্রিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে।
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্ ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ; এই সকল দ্রব্য কণ্টকারী ফলের রসে ২১ বার ভাবনা

দিয়া ও উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকা নিবারিত হয়।

শ্রীরামবাণ-রসঃ।

পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতিকাফলমথার্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতম্॥
মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ।
সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকং সামবাতখরদূষণং জয়েৎ॥
বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ॥

পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা একত্র কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। জঠরাগ্নিদীপক এই রামবাণ রস সেবন করিলে সদ্যঃ সংগ্রহগ্রহণী-রূপ কুম্ভকর্ণ, আমবাতরূপ খরদূষণ ও অগ্নি-মান্দ্য রূপ রাবণ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্কণেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরীচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্বজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ।
বিসূচিকাজীর্ণসমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্ দ্বিবল্লং গ্রহণীগদে চ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, বিষ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, মরিচ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র পাকা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবন করিলে বিসূচিকা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ।

শুদ্ধসূতঃ দ্বিধাগন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্কণম্।
ফলত্রয়ং যবক্ষারং ব্যোষং পঞ্চ পটুনি চ॥
দ্বাদশৈতানি সর্ব্বাণি রসতুল্যানি যোজয়েৎ।
সংমর্দ্দ্য সপ্তধা সর্ব্বং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
সংশোষ্য চূর্ণয়িত্বা তু ভক্ষয়েদার্দ্রকাপ্লুতা।
শাণমাত্রং বয়ো বীক্ষ্য নানাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
রসশ্চাগ্নিকুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।
মহাগ্নিকারকশ্চৈব কালভাস্করতেজসাম্॥
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগাঞ্ছোথং পাণ্ড্বাময়ং জয়েৎ।
দুর্নামগ্রহণীনাম-রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
যথেষ্টাহারচেষ্টস্য নাস্ত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ; ত্রিফলা, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কাললবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট্ ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক এক ভাগ করিয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া আধ তোলা (ব্যবহার ২ রতি হইতে ৮ রতি পর্য্যন্ত) পরি-মাণে আদার রসের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

পাশুপতো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং ত্রিভাগং তীক্ষ্ণভস্মকম্।
ত্রিভিঃ সমং বিষং দেয়ং চিত্রকক্কাথভাবিতম্॥
ধূর্ত্তবীজস্য ভস্মাপি দ্বাত্রিংশদ্ভাগসংযুতম্।
কটুত্রয়ং ত্রিভাগং স্যাল্লবঙ্গৈলা চ তৎসমম্॥
জাতীফলং তথা কোষমর্দ্ধভাগং নিযোজয়েৎ।
তথার্দ্ধং লবণং পঞ্চ সশর্করণ্ডতিন্তিড়ী॥
অপামার্গাশ্বত্থজঞ্চ ক্ষারং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
হরীতকী যবক্ষারং সর্জ্জিকাং হিঙ্গু জীরকম্॥
টঙ্গণঞ্চ সূততুল্যঞ্চাম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ।
ভোজনান্তে প্রযোক্তব্যো গুঞ্জাফলপ্রমাণতঃ॥
রসঃ পাশুপতো নাম সদ্যঃপ্রত্যয়কারকঃ।
দীপনঃ পাচনো হৃদ্যঃ সদ্যো হন্তি বিসূচিকাম্॥
তালমূলীরসেনৈব উদরাময়নাশনঃ।
মোচরসেনাতিসারং গ্রহণীং তক্রসৈন্ধবৈঃ॥
সৌবর্চ্চলকণাশুণ্ঠী-যুতঃ শূলং বিনাশয়েৎ।
অর্শো হন্তি চ তক্রেণ পিপ্পল্যা রাজযক্ষ্মকম্॥
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু শুণ্ঠীসৌবর্চ্চলান্বিতঃ।
শর্করাধাত্রীযোগেন পিত্তরোগং নিহন্ত্যয়ম্॥
পিপ্পলীক্ষৌদ্রযোগেন শ্লেষ্মরোগঞ্চ তৎক্ষণাৎ
অতঃ পরতরো নাস্তি ধন্বন্তরিমতো রসঃ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, লৌহভস্ম ৩ ভাগ, সর্ব্বসমান বিষ, একত্র চিতার কাথে ভাবনা দিবে। পরে ধুতুরার বীজভস্ম ৩২ ভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ, লবঙ্গ ১ ভাগ, এলাইচ ১ ভাগ, জায়ফল ও জয়িত্রী অর্দ্ধভাগ, পঞ্চলবণ প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; সিজু-ক্ষার, এরণ্ডক্ষার, তেঁতুলছালের ক্ষার, অপা-মার্গের ক্ষার, অশ্বত্থের ক্ষার প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ; হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, সোহাগা, প্রত্যেক বস্তু এক এক ভাগ মিশাইয়া জম্বীররসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে গুঞ্জাপরিমিত বটিকা করত আহারের পর সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। উদারাময় রোগে ভালমূলীরসের সহিত, অতীসারে মোচরসের সহিত, গ্রহণীরোগে ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত এবং শূলরোগে সচল লবণ, পিপুল ও শুঁঠ এই অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শ, পিপুল অনুপানে রাজ-যক্ষ্মা, শুঁঠ ও সচললবণ অনুপানে বায়ুরোগ, চিনি ও ধনে অনুপানে পিত্তরোগ এবং পিপুল ও মধু অনুপানে শ্লেষ্মরোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন, পাচন ও বিসূচিকায়। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, পাশুপত রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অমৃতকল্পবটী।

শুদ্ধৌ পারদগন্ধৌ চ সমানৌ কজ্জলীকৃতৌ।
তয়োরর্দ্ধং বিষং শুদ্ধং তৎসমং টঙ্কণং ভবেৎ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিদিনং যত্নতঃ পুনঃ।
মুদ্গপ্রমাণা বটিকা কর্ত্তব্যা ভিষজাং বরৈঃ॥
বটীদ্বয়ং হরেচ্ছূলমগ্নিমান্দ্যং সুদারুণম্।
অজীর্ণং জ[illegible]াশু ধাতুপুষ্টিং করোতি চ॥
নানাব্যাধিহরা চেয়ং বটী গুরুবচো যথা।
অনুপানবিশেষেণ সম্যক্ গুণকরী ভবেৎ॥

সমান পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর অর্দ্ধেক বিষ ও বিষের সমান সোহাগা দিয়া একত্র ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট ও ধাতু পুষ্ট হয়।

অমৃতবটী।

অমৃতবরাটকমরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ।
বটিকা মুদ্গসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী॥

বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৯ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

ক্ষুধাসাগরো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং রসো গন্ধো ভাগৈকঃ পূর্ব্ববদ্ বিষম্॥
পানীয়েন বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা মনীষিভিঃ।
ভক্ষয়েদ্ বটিকামেকাং লবঙ্গৈঃ পঞ্চভিঃ সহ॥
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ সুযোগ নির্ম্মিতঃ।
আমবাতং তথা গুল্মং গ্রহণীমম্লপিত্তকম্।
মন্দাগ্নিং নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
পূর্ব্ববদ্ বিষমিতি অমৃতবটীস্থভাগবৎ, তেনাত্র বিষস্য ভাগদ্বয়ম্।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, ত্রিক্ষার (সচি-ক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগাক্ষার), পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ; বিষ ২ ভাগ, এই সকলকে জল দিয়া মর্দ্দন করত ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। মধু দিয়া মাড়িয়া পাঁচটী লবঙ্গচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, আমবাত, গুল্ম, গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

ভক্তবিপাকবটী।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা।
ত্রিবৃদ্দন্তীবারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্॥
পিপ্পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্।
রামঠং কটুকা চৈব সৈন্ধবং সাজমোদকম্॥

জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব তুলস্যাঃ স্বরসেন চ।
আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে।
পেষয়িত্বা বটীং খাদেৎ গুঞ্জাফলসমপ্রভাম্॥
ভক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে
মুহুর্ম্মুহুর্বাঞ্ছতি ভোজনানি।
আমানুবন্ধে চ চিরাগ্নিমান্দ্যে
বিড়্বিগ্রহে পিত্তকফানুবন্ধে॥
শোথোদরেঽর্শোগবেঽপ্যজীর্ণে
শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে চ।
শস্তা বটী ভক্তবিপাকসংজ্ঞা
সুখং বিপাচ্যাশু নিরস্য কোষ্ঠম্॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল মনঃ-শিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটুকী, সৈন্ধব, বনযমানী, জাতীফল ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে, নিসিন্দা-পত্রের রসে, সূর্য্যাবর্ত্ত রসে (হুড়হুড়ে) এবং তুলসীপত্রের রসে রৌদ্রে একবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে খল্লে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, শোথ, উদরাময়, অর্শ, অজীর্ণ, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অগ্নিতুণ্ডীরসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রয়ম্।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকম্॥
সৌবর্চ্চলবিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যূষণং* সমম্।
বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥
*টঙ্গণং সমমিতি বা পাঠঃ।

পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফলা, সাচি-ক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও ত্রিকটু, (পাঠান্তরে সোহাগার খৈ), প্রত্যেক সম-ভাগ, সর্ব্বসমান কুচিলা, সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করত মরিচসদৃশ বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবস্থেয়।

পঞ্চামৃতবটী।

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচানি চ।
সমভাগমিদং চূর্ণং চাঙ্গেরীরসমর্দ্দিতম্॥
মর্দ্দিতে হি রসে ভূয়ো জয়ন্তীসিন্ধুবারয়োঃ।
ভাবনাপি চ কর্ত্তব্যা গুঞ্জাপরিমিতা বটী॥
তপ্তোদকানুপানেন চতস্রস্তিস্র এব বা।
বহ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বট্যঃ পঞ্চামৃতাস্তথা॥

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক, মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে; পুনরায় জয়ন্তী ও নিসিন্দা-পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। রোগির অবস্থা বুঝিয়া ৩।৪ বটিকা উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অগ্নিরসঃ।

মরিচাদবচাকুষ্ঠং সমাংশং বিষমেব চ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা মুদ্গমাত্রস্তু কারয়েৎ।
অয়মগ্নিরসো নাম সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
(সর্ব্বসমং বিষম্।)

মরিচ, মুতা, বচ ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, বিষ ৪ তোলা আদার রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

জ্বালানলো রসঃ।

ক্ষারদ্বয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমম্।
সর্ব্বতুল্যা জয়া দেয়া তদর্দ্ধং শিগ্রুবল্কলম্॥
এতৎ সর্ব্বং জয়াশিগ্রুবহ্নিমার্কবজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎ ত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা চান্দ্রৈর্জ্বালানলো ভবেৎ।
পাচনো দীপনো হৃদ্যশ্চোদরাময়নাশনঃ॥

সাচিক্ষার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ,

সর্ব্বসমান সিদ্ধিপত্র এবং সিদ্ধির অর্দ্ধেক সজিনার ছাল প্রদান করিয়া ভাং, সজিনার ছাল, চিতা ও ভীমরাজ রস, প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। তারপর লঘু পুটে পাক করিবে। অনন্তর আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরাময় নাশ হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক।

লবঙ্গাদি-বটী।

লবঙ্গশুণ্ঠীমরিচানি ভৃষ্ট-সৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি কৃত্বা।
ভাব্যাঙ্গপামার্গহুতাশবারা প্রভূতমাংসাদিকজারণায় ॥

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া যায়।

বৃহল্লবঙ্গাদি-বটী।

লবঙ্গজাতীফলধান্যকুষ্ঠং জীরদ্বয়ং ত্র্যষণত্রৈফলঞ্চ।
এলাত্বচং টঙ্কবরাটমুস্তং বচাজমোদা বিড়সৈন্ধবঞ্চ ॥
তদর্দ্ধকং পারদগন্ধকাভ্রং লৌহঞ্চ তুল্যং সুবিচূর্ণ্য সর্ব্বম্।
তন্নাগবল্লীদলতোয়পিষ্টং বল্লপ্রমাণাং বটিকাঞ্চ কৃত্বা ॥
প্রাতর্ব্বিদধ্যাদপি চোষ্ণতোয়ৈ-
রিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারম্।
আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং
জ্বরং তথা শ্লেষ্মভবং সশূলম্ ॥
কুষ্ঠামপিত্তং প্রবলং সমীরং মন্দানলং কোষ্ঠগতঞ্চ বাতম্।
বটী লবঙ্গাদ্যা বহুপ্রণীতা তথা সবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রম্ ॥

লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, জীরা, কালজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, যমানী, বিট্ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক ১ ভাগ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, এই সকল অর্দ্ধভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে এ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, আমাশয়, জ্বর, কফজনিত শূল, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠস্থ বায়ুর বিনাশ হয়।

টঙ্গণাদি-বটী।

টঙ্গণনাগরপারদগন্ধা-গরলং মরিচং সমভাগযুতম্।
লকুচস্বরসেন চণকপ্রতিমা গুড়িকা জনয়ত্যচিরাদনলম্ ॥

সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, বিষ ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সিন্ধুকামৃতম্ ॥
শুণ্ঠী ধুস্তুরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা ॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য জম্বীরাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ।
বল্লমানা বটী কার্য্যা চাগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে ॥
(অত্র সিন্ধুকঃ সিন্দুবারঃ। ভট্টস্তু সৈন্ধবমিত্যাহ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, নিসিন্দা (কাহারও মতে সৈন্ধব), বিষ, শুঁঠ, ধুতুরার বীজ, হিঙ্গুল সোহাগা; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করত অগ্নিমান্দ্য-শান্তির জন্য ২ কুঁচপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

শঙ্খবটী। মহাশঙ্খবটী।

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্।
চিঞ্চিকাঙ্গারকশ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষগন্ধকপারদম্।
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্বাথৈর্লম্পাকজৈ রসৈঃ ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈ-*-র্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী ॥
সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
ভুক্তাকণ্ঠস্য তস্যান্তে খাদেৎ গুড়িকামিমাম্ ॥
তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী।
জ্বরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কুষ্ঠং শূলং প্রমেহকম্ ॥

---

* জম্বীরবীজপূরঞ্চ মাতুলুঙ্গকচুক্রকম্।
চাঙ্গেরী তিন্তিড়ী চৈব বদরী করমর্দ্দকম্।
অষ্টাবম্লস্য বর্গোঽয়ং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ ॥
জামীর, বীজপূরক, টাবলেবু, অম্লবেতস, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, এই আটটীকে অম্লবর্গ কহে।

বাতরক্তং মহাশূলং বাতপিত্তকফানপি।
তুন্দমাদিরিয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥
নির্ম্মূলং দহ্যতে শীঘ্রং তুলকং বহ্নিনা যথা।
লৌহবঙ্গযুতা সেয়ং মহাশঙ্খবটী স্মৃতা।
প্রভাতে কোষ্ণতোয়ামু-পানমেব প্রশস্যতে॥
(সিদ্ধফলা।)

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা, গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের কাথে, লেবুর রসে, বিশেষতঃ অম্লবর্গে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হয়। (২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে)। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, গুল্ম, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

শঙ্খবটী।

সার্দ্ধকর্ষং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ।
বিষং কর্ষত্রয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বতুল্যং মরীচকম্॥
দগ্ধশঙ্খঞ্চ তত্তুল্যং পঞ্চ কর্ষাণি নাগরাৎ।
সর্জ্জিকারামঠকণা-সিন্ধুসৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
সামুদ্রসৌদ্ভিদঞ্চৈব ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
বটী গ্রহণ্যম্লপিত্ত-শূলঘ্নী বহ্নিদীপনী॥
বহ্নিমান্দ্যকৃতান্ রোগান্ সামদোষং বিনাশয়েৎ॥

পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সমান মরিচ, এবং মরিচের সমান শঙ্খভস্ম। শুঁঠ ১০ তোলা, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, কর্‌কচলবণ, পাংশুলবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দশ তোলা, ইহাদিগকে কাগ্‌জী-লেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শঙ্খবটী।

চিঞ্চাক্ষারপলং পটুব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং
তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি।
হিঙ্গুব্যোষপলং রসামৃতবলী নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকারুক্‌পক্তিশূলাদিষু॥
পটুব্রজপলং পঞ্চলবণং মিলিত্বা পলং, হিঙ্গুশুণ্ঠী-পিপ্পলীমরিচানামপি মিলিত্বা পলং, রসবিষগন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষচতুষ্টয়ং, শঙ্খগেড়ুয়াং বহ্নৌ ধ্মাত্বা নিম্বুরসে তপ্তাং নিক্ষিপেৎ, যাবচ্চূর্ণীভূয় তদ্রসে পততি; সর্ব্বচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বুরসেন রৌদ্রে তাবদ্ ভাবয়েৎ যাবদম্লতা ভবতি।

তেঁতুল ছাল ভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে বারংবার দগ্ধ করিয়া তপ্ত তপ্ত লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। চূর্ণবৎ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে), হিঙ্গু, শুঁঠ পিপুল মরিচ মিলিত ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া অম্লস্বাদ হইলে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষয়, গ্রহণীরোগ ও পরিণামশূলাদি রোগে প্রযোজ্য।

শঙ্খবটী।

দ্বৌ ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ সলবণৌ ব্যোষঞ্চ তুল্যং বিষং
চিঞ্চাশঙ্খচতুর্গুণং রসবরে লিম্পাকজাতে কৃতম্।
বারংবারমিদং সুপাকচরিতং লৌহং ক্ষিপেদ্ধিঙ্গুকং
ভৃষ্টং বঙ্গসমং সুমর্দ্দিতমিদং গুঞ্জাপ্রমাণা ভবেৎ॥
খ্যাতা শঙ্খবটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী
কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী।
বাতব্যাধিমহোদরাদিশমনী তৃষ্ণামলোচ্ছেদিনী
সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ক্রিমিহরী দুষ্টাময়ধ্বংসিনী॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, তেঁতুল ছাল ভস্ম ৪ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গু ও বঙ্গ প্রত্যেকের ১তোলা সমুদায় একত্র করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং শূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাতব্যাধি, উদররোগ, ক্রিমি ও অন্যান্য নানা পীড়া উপশমিত হয়।

মহাশঙ্খবটী।

পটুপঞ্চকহিঙ্গুশঙ্খচিঞ্চা-ভসিতবোষবলীশ্বরামৃতানি।
শিখিশৈপরিকাম্লবর্গনিম্বু-দ্রবভাবানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি॥
মহাশঙ্খবটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকীর্ত্তিতা।
দীপনী পরমা হন্তি মহাঘোরগ্রহণীমুখান্॥

পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ, বিষ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার ক্বাথে, আপাঙ্গের ক্বাথে, অম্লবর্গের রসে ও লেবুর রসে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধ অম্লস্বাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আহারান্তে সেবন করিলে অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়।

মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং বহ্নিদন্তী-পারদং গন্ধকং কণা।
ক্ষিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্॥
অজমোদামৃতা হিঙ্গু ক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্।
সংচূর্ণ্য সমভাগস্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্॥
অম্লদ্রবেণ সংভাব্য বটী কোলাস্থিসন্মিতা।
অম্লদাড়িমতোয়েন নিম্বুকস্বরসেন চ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা।
তক্রমস্তুসুরাসীধু-কাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা॥
শশৈণাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু বড়বাগ্নিসমপ্রভম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং কুষ্ঠমেহভগন্দরম্।
প্লীহানমশ্মরীং শ্বাসং কাসং মহোদরক্রিমীন্॥
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধানুদরে স্থিতান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং, তেঁতুলছাল ভস্ম ইহাদের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা; এই সমুদায় অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। অম্লদাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, শ্বাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে। পথ্য—শশক ও এণ মাংসের যূষ।

অজীর্ণহরী বটী।

দন্তীবীজমকল্মষং সদহনং শুণ্ঠীলবঙ্গং সমং
গন্ধং পারদটঙ্গণঞ্চ মরিচং শ্রীবৃদ্ধদারো বিষম্॥
খল্লে যামযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা দন্তীদ্রবৈর্ভাবনা
দেয়াঃ পঞ্চদশাম্লনিম্বুকজলৈস্ত্রেধা ত্রিধা চিত্রকৈঃ॥
দেয়া চার্দ্রকজৈ রসৈঃ শুভধিয়া সপ্তৈব চাবেগিনা
পশ্চাচ্ছুষ্ককলায়সম্মিতবটী কার্য্যা ভিষকসম্মতা।
ক্ষুদ্বোধপ্রকরী ত্রিশূলশমনী জীর্ণজ্বরধ্বংসিনী
কাসারোচকপাণ্ডুতোদরগদান্ পামামরুন্নাশিনী॥
বস্ত্যাটোপহলীমকাময়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী
সিদ্ধেয়ন্তু মহেশ্বরপ্রকটিতা সর্ব্বাময়ঘ্নী সদা॥

বিশুদ্ধ দন্তীবীজ, চিতা, শুঁঠ, লবঙ্গ, গন্ধক, পারদ (কজ্জলী), সোহাগার খৈ, মরিচ, বৃদ্ধদার, বিষ এই সকল সমভাগে খলে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া দন্তীরসে ১৫ বার, কাগজী লেবুর রসে ৩ বার, চিতার রসে ৩ বার, আদার রসে ৩ বার ও বীজতাড়কের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং তিন প্রকার শূল, জীর্ণজ্বর, কাস, অরোচক, পাণ্ডু, উদররোগ, পিপাসা, বায়ুরোগ, বস্তির আটোপ ও হলীমক প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে।

অজীর্ণারি-রসঃ।

শুদ্ধং সূতং গন্ধকঞ্চ পলমানং পৃথক্ পৃথক্।
হরীতকী চ ত্রিফলা নাগরস্ত্রিপলঃ স্মৃতঃ॥
কৃষ্ণা চ মরিচং তদ্বৎ সিন্ধুত্থং ত্রিপলং পৃথক্।
চতুষ্পলা চ বিজয়া মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ॥
পুটানি সপ্ত দেয়ানি ঘর্ম্মমধ্যে পুনঃ পুনঃ।
অজীর্ণারিরয়ং প্রোক্তঃ সদ্যো দীপনপাচনঃ।
ভক্ষয়েদ্দ্বিগুণং ভক্ষ্যং পাচয়েদ্রেচয়েদপি॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরীতকী ২ পল, শুঠ ৩ পল, পিপুল ৩ পল, মরিচ ৩ পল, সৈন্ধব লবণ ৩ পল, সিদ্ধি ৪ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র কাগজী লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্র মধ্যে ৭ বার পুটপাক দিবে। এই অজীর্ণারি রস সদ্য দীপন ও পাচক। দ্বিগুণ পরিমাণে আহার করিলেও ইহা দ্বারা উত্তম পরিপাক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

ভাস্করো রসঃ।

বিষং সূতং ফলং গন্ধং ত্র্যূষণং টঙ্কজীরকম্।
একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খাভ্রবরাটকম্॥
সর্ব্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরেণ বিমর্দ্দয়েদ্ ভিষক্।
সপ্তবাসরপর্য্যন্তং তত স্যাদ্ ভাস্করো রসঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটী কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
তাম্বুলীদলযোগেন বটীং সংচর্ব্য ভক্ষয়েৎ॥
শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
সদ্যো বহ্নিকরো জ্ঞেয় তরুণার্কেন ভাষিতঃ॥

বিষ, পারদ, ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ; সমুদায়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ; এই সমুদায় ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয়। সর্ব্বপ্রকার শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্যরোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে।

ক্রব্যাদ-রসঃ।

রসং বলিস্তু দ্বিপলং বলেঃ স্যা-
চ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাং ক্রমশো নিয়োগা-
দয়স্ময়পাত্রেহথ নিবেশনীয়ম্॥
দ্রুতাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যা-
দ্রোহস্য পাত্রে দ্রবপূতনস্মিন্।
জম্বীরজং পক্করসং পলানাং
শতং নিযোজ্যাগ্নিমথাপ্যমল্পম্॥
জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ
সুপক্বকোলাম্লভবারিপূরৈঃ॥
সবেতসাদ্যৈঃ শতমত্র দেয়ং
সমং বড়ষ্টাংশগজং সুশুষ্কম্॥
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ
তৎ সপ্তবারং চণকাম্লকেন।
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো
রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ॥
মাষদ্বয়ং সেন্ধবতক্রপীত-
মেতৎ স্বস্থং খলু ভোজনান্তে।
গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টং
ঘৃতানি সেবানি ফলানি চৈব॥
মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি
যামদ্বয়াৎ জীর্যতি পর্পটীন্দ্রঃ॥
কাশশ্বাসনিবারণো গদহর সামাতিনির্ণাশনো
গুল্মপ্লীহরজোবিনাশনপটুর্দুষ্টিপ্রসিদ্ধঃ।
বাতশ্লেষ্মনিবারণো গ্রহণিকাতীসারবিধ্বংসনো
বাতশ্লেষ্মহরো বিদাহশমনঃ ক্রব্যাদনামা রসঃ॥

(রস ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে মৃদ্বগ্নিনা পর্পটীবৎ কার্য্যং, ততো দর্ব্বীবরপাত্রেণ শনৈঃ শনৈঃ পক্করসং, রসে শুষ্কে পুনর্ভাবনা দাতব্যা পক্ককোলকাথেন ৫০, অম্লবেতসকাথেন ৫০, ততঃ সর্ব্বদ্রব্যসমং টঙ্কণচূর্ণং ৪ পল, তদর্দ্ধং বিড় লবণং ২ পল, সর্ব্বসমানং মরিচচূর্ণং ১০ পল, ততশ্চণকাম্লেন সপ্ত ভাবনা দাতব্যা ইতি কবিচন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ।)

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া একপাত্রে ঢালিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে, পরে জম্বীরের রস ১০০ পল দিয়া অল্পে অল্পে পাক করিবে, রস নিঃশেষ হইলে ৫০ পল পক্ককোলের ক্বাথে ও ৫০ পল অম্লবেতসের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ পল সোহাগার খৈ, ২ পল বিট্লবণ ও ১০ পল মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করত চণকাম্লে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধব সংযুক্ত তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মাংস পিষ্টকাদি গুরুপাক আহার সকল দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায় এবং গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ শূল, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

প্রদীপনো রসঃ।

রসনিষ্কং গন্ধনিষ্কং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনম্।
মানমর্দ্ধং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণং ভিষক্ ॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমথাস্য মাষমাত্রকম্।
অজীর্ণে চাগ্নিমান্দ্যে চ দাতব্যো রসবল্লভঃ ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, প্রদীপন বিষ ২ তোলা ও চুল্লিকালবণ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপশমিত হয়।

মহোদধি-বটী।

একৈকং বিষসূতঞ্চ জাতী টঙ্গং দ্বিকং দ্বিকম্।
কৃষ্ণাত্রয়ং বিশ্বষট্কং গন্ধং কপর্দ্দকং দ্বিকম্ * ॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ ॥
* দগ্ধং কপর্দ্দকং তথেতি রসেন্দ্রচিন্তামণিধৃতঃ পাঠঃ।

বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কড়িভস্ম ২ তোলা (রসেন্দ্র চিন্তামণিকার গন্ধক না দিয়া কেবল কড়িভস্ম ৬ তোলা দিতে বলেন) ও লবঙ্গ ৫ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে নষ্ট অগ্নির পুনর্ব্বার দীপ্তি হয়।

বিজয়-রসঃ।

রসস্যৈকং পলং দত্ত্বা নাগঞ্চ গন্ধকং পলম্।
ক্ষারত্রয়ং পলং দেয়ং লবঙ্গং পলপঞ্চকম্ ॥
দশমূলী জয়াচূর্ণং তদ্দ্রবেণ তু ভাবয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাথ ভৃঙ্গরাজরসেন তু ॥
শিগ্রুমূলদ্রবৈশ্চাপি ততো ভাণ্ডে নিরুধ্য চ।
যামমাত্রং পচেদগ্নৌ মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ॥
তাম্বূলীপত্রসংযুক্তং খাদেন্নিষ্কমিতঃ সদা ॥

পারদ ১ পল, সীসক ১ পল, গন্ধক ১ পল, সোহাগা ১ পল, যবক্ষার ১ পল, সাচিক্ষার ১ পল, লবঙ্গ ৫ পল, দশমূল ৫ পল, সিদ্ধি ৫ পল; এই সকল দ্রব্য দশমূল-ক্বাথে ও সিদ্ধিরসে ৭ বার, চিতার রসে ৭ বার, ভীমরাজের রসে (অভাবে সিদ্ধি ভিজান জলে) ৭ বার ও সজিনার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। পরে ১ প্রহর অগ্নিতে পাক করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। ইহা ॥০ তোলা পরিমাণে পানের রসের সহিত সেব্য।

বীরভদ্রাভ্রকম্।

অভ্রকং পুটসহস্রমারিতং কর্ষযুগ্মমতিনির্ম্মলীকৃতম্।
বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং চিত্রকস্বরসসাধুসিক্তকম্ ॥
শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটী কারিতা সকলরোগনাশিনী।
ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ ॥
বহ্নিমান্দ্যমভিনাশ্য সত্বরং কারয়েৎ প্রখরপাবকোৎকরম্।
শ্বাসকাসবমিশোথকামলা-প্লীহগুল্মজঠরারুচিভ্রমান্ ॥
রক্তপিত্তযকৃদম্লপিত্তকং শূলকোষজগদান্ বিসূচিকাম্।
আমবাতবহুবাতশোণিতং দাহশীতবলহ্রাসকার্শ্যকম্ ॥
বিদ্রধিং জ্বরগণং শিরোগদং নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্।
হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং বীরভদ্রমতিবল্যমুত্তমম্ ॥
ভক্ষিতং বিবিধভক্ষ্যমাগলং কাষ্ঠসংঘমপি ভস্মতাং নয়েৎ ॥

সহস্রপুটিত অভ্র ২ তোলা ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পান বা আদার কুচির সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, শোথ, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, আমবাত, নেত্ররোগ, শূল ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা-রোগ নষ্ট হয়।

রস-রাক্ষসঃ।

তাম্রং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তীক্ষ্ণং সৌবর্চ্চলং
তৎ সংমর্দ্দ্য দিনং নিধায় সিকতাকুম্ভেষু যামং ততঃ।
পিষ্টং তেষপি রক্তশাকিনিভবং ক্ষারং সমং ভাবয়ে-
দেকীকৃত্য চ মাতুলুঙ্গকজলৈর্নাম্না রসো রাক্ষসঃ ॥

তাম্র, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, লৌহ ও সচল লবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে খলে এক দিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক

করিবে, এবং তৎসহ রক্তপুনর্নবা-ক্ষার সমভাগে মিশ্রিত করত ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ নিবারিত হয়।

ত্রিফলা-লৌহম্।

ত্রিফলামুস্তবেল্লৈশ্চ সিতয়া কণয়া সমম্।
খরমঞ্জরীবীজৈশ্চ লৌহং ভস্মকনাশনম্॥

ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল, অপামার্গবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শোধিত লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা তীক্ষ্ণাগ্নিনাশক।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্।

অভ্রং নির্ম্মলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নত-
শ্চব্যং চিত্রকমিশ্রগন্ধকনকং মালুরপত্রার্দ্রকম্।
মূলং পিপ্পলিসম্ভবং মধুরিকা নীপোঽর্কমূলং পৃথক্
চৈষাং সত্বপলৈর্বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্কণম্॥
গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব বলিতং তৎ পারিভদ্রদ্রবৈ-
র্মন্দাগ্নিং চিরজাতগুল্মনিচয়ং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্।
ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকামলসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাং
প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহিতং কুষ্ঠং মহারোচকম্॥
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামক-
মামং বাতবিমিশ্রিতং নয়নজং রোগং সমুন্মূলয়েৎ।
বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা
সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্॥
পাষাণো যদি ভক্ষিতস্তদপি তং কুর্য্যাৎ সুজীর্ণং পুন-
র্বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্॥

অভ্র ১ পল, চৈ ১ পল, একত্র করিয়া চিতা, নিসিন্দা, ধুতূরা ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ও আদার রস ১ পল এবং পিপুলমূল, মৌরি, কদম্ব, আকন্দমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ২ তোলা সোহাগার খৈ মিশ্রিত করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পালিধার রস। ইহাতে মন্দাগ্নি, গুল্ম, শূল, অম্লপিত্ত, বমন, মসূরিকা, অলসক, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, যকৃৎ, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শ ও নেত্ররোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, মেধাকর ও কান্তিপ্রদ।

অগ্নিঘৃতম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
হিঙ্গু চব্যজমোদা চ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
দ্বৌ ক্ষারৌ হবুষা চৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্।
দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুল্মোদরাপহম্।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীকাস-কফমেদোঽনিলানপি॥
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
যে চ বস্তিগতা রোগা যে চ কুক্ষিসমাশ্রিতাঃ॥
সর্ব্বাংস্তান্ ন শয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চৈ, যমানী, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ), যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা, ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপ কুট্টিত কল্ক ৪ তোলা, দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, শুক্ত /৪ সের ও আদার স্বরস /৪ সের, এই সকল দ্রব্যের সহিত /৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিশেষ উপকারী। ইহাতে অর্শ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, বস্তি ও কুক্ষিগত রোগসমূহ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকরঘৃতম্।

পঞ্চমূল্যভয়াব্যোষ-পিপ্পলীমূলসৈন্ধবৈঃ।
রাস্নাক্ষারদ্বয়াজাজী-বিড়ঙ্গশটিভির্ঘৃতম্॥
যুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ।
তক্রমস্তুসুরামণ্ড-সৌবীরকতুষোদকৈঃ॥
কাঞ্জিকেন চ যৎ পক্কং পীতমগ্নিকরং স্মৃতম্।
শূলগুল্মোদরশ্বাস-কাসানিলকফাপহম্॥

ঘৃত /৪ সের। ছোলঙ্গ লেবুর রস /৪ সের, আদার রস /৪ সের, তক্র /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, সুরামণ্ড /৪ সের, সৌবীর /৪ সের, তুষোদক /৪ সের, কাঁজি /৪ সের।

কল্কার্থ—পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বন-যমানী, বিড়ঙ্গ ও শটী মিলিত /১ সের; যথা-বিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম ও উদর প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাজীর্ণাদিরোগে পথ্যানি।

শ্লৈষ্মিকে বমনং পূর্ব্বং পৈত্তিকে মৃদুরেচনম্।
বাতিকে স্বেদনঞ্চাথ যথাবস্থং হিতঞ্চ যৎ॥
নানাপ্রকারো ব্যায়ামো দীপনানি লঘূনি চ।
বহুকালসমুৎপন্নাঃ সূক্ষ্মা লোহিতশালয়ঃ॥
বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মণ্ডো মুদ্গরসঃ সুরা।
এণো বর্হী শশো লাবঃ ক্ষুদ্রমৎস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥
শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং বাস্তুকং বালমূলকম্।
লশুনং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং নবীনকদলীফলম্॥
শোভাঞ্জনং পটোলঞ্চ বার্ত্তাকুং নবদম্ভ চ।
কর্কোটকং কারবেল্লং বার্ত্তিকঞ্চ মহার্দ্রকম্॥
প্রসারণী মেষশৃঙ্গং চাঙ্গেরী সুনিষণ্ণকম্।
ধাত্রীফলং নাগরঙ্গং দাড়িমং যাবশূকটাঃ॥
অম্লবেতসজম্বীর-মাতুলুঙ্গানি মাক্ষিকম্।
নবনীতং ঘৃতং তক্রং সৌবীরকতুষোদকে॥
ধান্যাম্লং কটুতৈলঞ্চ রামঠং লবণার্দ্রকম্।
যমানী মরিচং মেথী ধান্যকং জীরকং দধি॥
তাম্বূলং তপ্তসলিলং কটুতিক্তৌ রসাবপি।
মন্দানলেঽপ্যজীর্ণেঽপি পথ্যমেতন্নৃণাং ভবেৎ॥

রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রথমে শ্লৈষ্মিক অজীর্ণে বমন, পৈত্তিক অজীর্ণে মৃদু বিরেচন ও বাতিক অজীর্ণে স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। নানাপ্রকার ব্যায়াম, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘুপাক দ্রব্য, অতীব পুরাতন সূক্ষ্ম রক্তশালিধান্য, বিলেপী (মণ্ডবিশেষ), খৈয়ের মণ্ড, অন্নমণ্ড, মুগযূষ, সুরা, মৃগ, ময়ূর, খরগোশ, লাবপক্ষী, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, শালিঞ্চশাক, বেতের ডগা, বেতোশাক, কচি মূলা, লশুন, পাকা কুমড়া, অপক্ক কদলী, সজনে ডাঁটা, পটোল, বেগুন, লেবু, কাঁকরোল, করোলা, বৃহতী, বন-আদা, গন্ধ ভাতুলিয়া, মেড়াশিঙ্গী, আমরুল শাক, সুষুণি শাক, আমলকী, নারেঙ্গা লেবু, ডালিম, যবের মণ্ড, ক্ষেতপাপ্ড়া অম্লবেতস, গোঁড়া লেবু, ছোলঙ্গ লেবু; মধু, মাখন, ঘৃত, তক্র, সৌবীর, তুষোদক, ধান্যাম্ল, সর্ষপ তৈল, হিঙ্গু, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা, দধি, পান, গরম জল এবং কটু ও তিক্ত রস, এই সকল অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি রোগে পথ্য।

অগ্নিমান্দ্যাদাবপথ্যানি।

বিরেচনানি বিণ্মূত্র-বায়ুবেগবিধারণম্।
অধ্যশনং সমশনং জাগরং বিষমাশনম্॥
রক্তস্রুতিঃ শমীধান্যং মৎস্যং মাংসমুপোদিকাম্।
জলপানং পিষ্টকঞ্চ জাম্ববং সর্ব্বমালুকম্॥
কূর্চ্চিকাং মোরটং ক্ষীরং কিলাটঞ্চ প্রপাণকম্।
তালাস্থিশস্যং তৎফলং স্নেহনং দুষ্টবারি চ॥
বিরুদ্ধাসাত্ম্যপানান্নং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ সর্ব্বাণি পরিবর্জ্জয়েৎ॥

বিরেচন, মলমূত্র ও অধোবায়ুর বেগধারণ, অজীর্ণে পুনর্ভোজন, একত্র পথ্যাপথ্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন, রক্তমোক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার দাইল, মৎস্য, মাংস, পুদিনাশাক, অধিক জলপান, পিষ্টক, জাম, সর্ব্বপ্রকার আলু, ছানা, নষ্টদুগ্ধভব জল, ক্ষীর, তক্রকূর্চ্চিকা, অধিক সরবৎ, তালআঁটির শস্য, তালশাঁস, ঘৃততৈলাদি স্নেহদ্রব্য, দূষিত জল, যুগপৎক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দেহের অননুকূল অন্ন ও পানীয়, বিষ্টম্ভী দ্রব্য (যাহা ভোজন করিলে উদর স্তম্ভিত হইয়া থাকে) ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ॥

অথ ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

অথ ক্রিমিনিদানম্।

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বহির্ম্মলকফাসৃগ্বিড়্-জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ॥
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থান-বর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥
বহুপাদাশ্চসূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥
অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো
দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো
বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংস্তু॥
মাষপিষ্টান্নলবণ-গুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমৎস্যগুড়ক্ষীর-দধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ।
বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি॥
জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্॥
কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ।
পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্গণ্ডূপদোপমাঃ॥
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ।
শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে॥
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ।
চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥
হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকম্।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহ-কার্শ্যক্ষবথুপীনসান্॥
রক্তবাহিশিরাস্থান-রক্তজা জন্তবোঽণবঃ॥
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ॥
কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ।
ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ॥
পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ॥
তদাস্যোদ্গারনিশ্বাস-বিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ।
পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাব-পীতসিতাসিতাঃ॥
তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি॥
বিড়্ভেদশূলবিষ্টম্ভ-কার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ।
রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূর্ব্বিনির্গমাঃ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রথমতঃ ক্রিমি দুই প্রকার অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্য ক্রিমি কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি। জন্ম-ভেদে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বহির্ম্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি। আর নামভেদে তাহারা বিংশতি প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে। এই বিংশতি প্রকার নাম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

বাহ্য ক্রিমি সকল, গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের পরিমাণ আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা যূক ও লিক্ষা (লিকি) নামে অভিহিত। যূকগণ বহুপাদবিশিষ্ট, কৃষ্ণ বর্ণ ও কেশাশ্রয়ী এবং লিক্ষা সকল সূক্ষ্ম, শ্বেত বর্ণ ও বস্ত্রাশ্রয়ী। এই বাহ্য ক্রিমিদ্বয় কোঠ, পিড়কা, কণ্ডূ ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

অজীর্ণে ভোজন, নিত্য মধুর ও অম্লরস ভোজন, দ্রব দ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় ভোজন, ব্যায়ামপরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন; এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।

মাষ, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় ও শাক ভক্ষণে পুরীষজ ক্রিমি; মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (আচারবিশেষ) ভোজনে কফজ ক্রিমি; এবং ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণভোজন ও শাকাদিভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মে।

আভ্যন্তর ক্রিমি সকল জন্মিলে, জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ; ভ্রম ও অন্ন-দ্বেষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজনিত ক্রিমি সকল আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরের ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতাসদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলক (কেঁচো) সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের

ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। কফজ ক্রিমি জন্মিলে বমনবেগ, মুখ হইতে জলস্রাব, অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ু কর্ত্তৃক উদর ও মল-মূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকা), কৃশতা, হাঁচি ও পীনস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তজ ক্রিমি সকল, রক্তবাহি-শিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, পাদ-রহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। একমাত্র কুষ্ঠোৎপাদন করাই, ইহাদের প্রধান কর্ম্ম।

পুরীষজ ক্রিমি সকল পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখন অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগির উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পুচ্ছাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি স্থূল, এবং কেহ শ্যাব, কেহ পীত, কেহ শ্বেত, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ। নামভেদে ইহারা পাঁচ প্রকার যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে, মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডু এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

অথ ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা।

পারসীয়যমানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু॥

ক্রিমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি শীঘ্র নিপতিত হয়।

পারিভদ্রকপত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্রূরস্যাথবা রসম্।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্॥

পালিধা পত্রের রস, কেঁউ মূলের রস বা শালিঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

পলাশবীজের রস মধুর সহিত পান করিলে কিংবা উহার বীজ বাটিয়া তক্রের সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্বাথং খর্জ্জুরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসম্ভবমশেষতঃ॥
অর্দ্ধং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুরজম্বয়োঃ॥
পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।
নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্॥
কম্পিল্লচূর্ণং কর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্।
সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ॥

খেজুর পাতার রস বাসি করিয়া মধুর সহিত বা কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে পুরীষজ ক্রিমি নিপতিত হয়। তিতলাউবীজ-চূর্ণ ঘোলের সহিত বা নারিকেল জল মধুর সহিত অথবা কমলাগুঁড়ি ১ তোলা (ব্যবহার ।০ আনা) মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নিশ্চয়ই নিপতিত হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্গদান্॥

খোরাসানী যমানী সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ আমবাত ও ক্রিমিরোগ সকল নিবারিত হয়।

ভুক্তং বিড়ঙ্গচূর্ণং হি ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।

একমাত্র বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ঘণ্টাকর্ণস্য পত্রস্য বহুনৈত্রদলস্য বা।
স্বরসো মধুনা পীতঃ ক্রিমীন্ সদ্যো বিনাশয়েৎ॥

ঘেঁটুপাতার অথবা আনারসের কচিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রিমি সদ্যঃ মরিয়া যায়।

জলপীতা সোমরাজী ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।

জলের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্বাথো দাড়িমমূলস্য কীটান্ নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥

দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মরিয়া যায়।

সুরসাদিগণং বাপি সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ॥

ক্রিমিরোগে সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের কল্ক ও কষায়াদি প্রয়োগ করিবে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবক্ষার-কম্পিল্লকহরীতকীঃ।
পিবেৎ তক্রেণ সংপিষ্য সর্ব্বক্রিমিনিবৃত্তয়ে॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলাগুঁড়ি ও হরীতকী তক্রে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূল-শিগ্রুভির্ম্মরিচেন চ।
তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নী সস্বর্জ্জিকা।
পীতং বিম্বীঘৃতং হন্তি পক্বামাশয়গান্ ক্রিমীন্॥

অর্দ্ধজলবিশিষ্ট ঘোলে, বিড়ঙ্গ, পিপুল-মূল, সজিনা বীজ ও মরিচের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে সর্জ্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া উহা পান করিলে, কিংবা বিম্বীঘৃত খাইলে আমাশয় ও পক্বাশয় গত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

পলাশবীজেন্দ্রবিড়ঙ্গনিম্ব-ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং পিবেদ্ যঃ।
দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি পলাশবীজেন যমানিকাং বা॥

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতাচূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে ক্রিমি সকল নিপতিত হয়।

পারসীয়াদি-চূর্ণম্।

পারসীয়যমানিকা ঘনকণা শৃঙ্গীবিড়ঙ্গারুণা-
চূর্ণং প্রস্রুতরং বিলীঢমপি তং ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্।
কাসং নাশয়তি জ্বরঞ্চ জয়তি প্রোঢ়াতিসারং জয়ে-
চ্ছর্দ্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিস্ত নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ॥

খোরাসানী যমানী, মুতা, পিপুল, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ উত্তমরূপে চূর্ণ এবং সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, জ্বর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল উন্মূলিত হইয়া যায়।

কর্পূরেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ।
তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যূকাবিনাশনঃ॥

ধুতুরাপাতার বা পানের রস, কর্পূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানি চ।
যূকালিক্ষাপ্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্তু মস্তকে॥

নালিতার বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

দাড়িমাদি-কষায়ঃ।

দাড়িমত্বক্কৃতঃ ক্বাথস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ত্রিদিনাৎ পাতয়েত্যেব কোষ্ঠতঃ ক্রিমিজালকম্॥

দাড়িমছালের ক্বাথ কিঞ্চিৎ তিলতৈল সংযুক্ত করিয়া তিন দিন পান করিলে, কোষ্ঠ হইতে সমস্ত ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুস্তাদি-কষায়ঃ।

মুস্তাখুপর্ণীফলদারুশিগ্রু-
ক্বাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্
ক্রিমীন্ নিহন্যাৎ ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্॥
(ফলমত্র কলত্রিকম্)

মুতা, ইন্দুরকাণী, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে সকল প্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজ রোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমীণাং বিট্‌কফোত্থানামেতদুক্তং চিকিৎসিতম্।
রক্তজানান্তু সংহারং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসয়া॥

মলজাত ও কফজাত ক্রিমি সকলের চিকিৎসা উক্ত হইল। রক্তজাত ক্রিমি সকলের কুষ্ঠোক্তবিধানে চিকিৎসা করিবে।

পারিভদ্রাবলেহঃ।

(হরিদ্রাখণ্ডঃ।)

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধাঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥ *
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যদা দার্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণমাক্ষিপেৎ॥
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্।
যমানীদ্বয়সিন্ধূত্থং নির্গুণ্ডীফলমেব চ॥
পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শারিবাদ্বয়বাসকৌ।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা॥
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকন্তু দ্বিকার্ষিকম্।
ততো মাষাষ্টকং ভক্ষেৎ তোয়ঞ্চানুপিবেন্নরঃ।
ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্॥
শীতপিত্তং বিদ্রধিঞ্চ দদ্রুং চর্ম্মদলং তথা।
অজীর্ণং কামলাং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
বল পুষ্টিকরো শ্রেষ্ঠ বলীবলিতনাশনঃ।
পারিভদ্রাবলেহোঽয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ॥
ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

* দ্রব্যৈর্দ্বিগুণ্যাদষ্টপলমিতি গ্রন্থকর্ত্তুর্মতম্।

পালিধার রস /৪ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ, ১ সের; এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, শীতপিত্ত, বিদ্রধি, পাণ্ডু, দদ্রু ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

রসপ্রয়োগঃ।

ক্রিমিকালানলো রসঃ।

বিড়ঙ্গং বিপলঞ্চৈব বিষচূর্ণং তদর্দ্ধকম্।
লৌহচূর্ণং তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং শুদ্ধপারদম্॥
রসতুল্যং শুদ্ধগন্ধং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্॥
ধান্যজীরানুপানেন নাম্না কালানলো রসঃ।
উদরস্থং ক্রিমিং হন্যাদ্ গ্রহণ্যর্শঃসমন্বিতম্॥
অগ্নিদঃ শোথশমনো গুল্মপ্লীহোদরান্ জয়েৎ।
গহনানন্দনাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে॥

বিড়ঙ্গ ২ পল, বিষচূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ অর্দ্ধ পল, লৌহচূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত পারদ এবং পারদের সমান শোধিত গন্ধক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। তৎপরে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ১৬ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ধনে ও জীরা। এই ঔষধ সেবনে ক্রিমি, গ্রহণী, অর্শ, শোথ, গুল্ম ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গারো রসঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজ-
মোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য
নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢম্॥
পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং
রসোঽয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ।
ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্
সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা,

পলাশবীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত। এই ঔষধ সেবনের পর মুতার ক্কাথ পান করিবে। ইহা সেবন করিলে তিন দিব সর মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ সকল নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিমিবিনাশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধমভ্রং লৌহং মনঃশিলা।
ধাতকী ত্রিফলা লোধ্রং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা সর্ব্বং শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ত্রিফলারসসংযুতাম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় ক্রিমিরোগোপশান্তয়ে।
বাতিকং পৈত্তিকং হন্তি শ্লৈষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষজম্।
ক্রিমিবিনাশনামায়ং ক্রিমিরোগকুলান্তকঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ত্রিফলা। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিহরো রসঃ।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং যমানী মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধক দেবদাল্যা দ্রবৈর্দিনম্॥
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েদ্রক্তিং শালপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক, এই সকল সমভাগে লইয়া হস্তিঘোষা ফলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনিসংযুক্ত শালপাণির রস বা ক্কাথ। ইহা সেবন করিলে নিশ্চয় সমুদায় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

ক্রিমিরোগারি-রসঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মরিচং বিষমেব চ।
ধাতকী ত্রিফলা শুণ্ঠী মুস্তকং সরসাঞ্জনম্॥
ত্রিকটু মুস্তকং পাঠা বালকং বিল্বমেব চ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র স্বরসৈর্ভূঙ্গরাজতঃ॥
বরাটিকাপ্রমাণেন ভক্ষণীয়ো বিশেষতঃ।
ক্রিমিরোগবিনাশায় রসোঽয়ং ক্রিমিনাশনঃ॥

পারদ, গন্ধক, শোধিত লৌহ, মরিচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, মুতা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, মুতা, আকনাদি, বালা ও বিল্ব; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভীমরাজের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া কড়ি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি রোগ নষ্ট হয়।

কীটমর্দ্দো রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টিব্রহ্মবীজং যথাক্রমগুণোত্তরম্॥
চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তাক্কাথং পিবেদনু॥
(অত্র ব্রহ্মবীজং ভার্গীবীজম্।)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বন যমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষমুষ্টি ৫ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—মধু ও মুতার ক্কাথ। ইহা সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

ক্রিমিঘ্নো রসঃ।

ক্রিমিঘ্নং কিংশুকারিষ্ট-বীজং সুরসভস্মকম্।
বল্লদ্বয়ং কাখুপর্ণী-রসৈঃ ক্রিমিবিনাশিনঃ॥

বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, রসসিন্দুর এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ইন্দুরকাণির রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গলৌহম্।

রসং গন্ধক মরিচং জাতীফললবঙ্গকম্।
কণা তালং শুণ্ঠী বঙ্গং প্রত্যেকং ভাগসম্মিতম্॥

সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং বিড়ঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্।
লৌহং বিড়ঙ্গকং নাম কোষ্ঠকৃমিবিনাশনম্॥
চূর্ণামমরুচিঞ্চৈব মন্দাগ্নিঞ্চ বিসূচিকাম্।
শোথং শূলং জ্বরং হিক্কাং শ্বাসং কাসং বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া তাহাতে সর্ব্বসমান লৌহ প্রদান করিবে। তৎপরে লৌহ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করত তাহার সমান বিড়ঙ্গ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শ, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, শোথ, শূল, জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা।

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ তিন্দোর্বীজস্য ষট্ ক্রমাৎ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা সর্ব্বং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্।
খাদন্ পিপাসুস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে।
আখুপর্ণিকষায়ং বা প্রপিবেচ্ছর্করান্বিতম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৫ তোলা, কেঁউ ৬ তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুরকাণির কাথ চিনির সহিত পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কম্পিল্লকং তথা।
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্॥

ঘৃত /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—ত্রিফলা, তেউড়ী, বৃহৎ দন্তীমূলের ছাল, বচ, কমলাগুঁড়ি মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে সমুদায় ক্রিমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গঘৃতম্।

ত্রিফলাব্যোষনিশাযুগ্মং বিড়ঙ্গপ্রস্থ এব চ।
দীপনং দশমূলঞ্চ * লাভতঃ সমুপাহরেৎ॥
পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ।
প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎ পরং ক্রিমিনাশনম্॥
বিড়ঙ্গঘৃতমেতদ্ধি লেহ্যং শর্করয়া সহ॥
(দীপনং পঞ্চকোলম্)। * ত্রিফলাদশমূলকেতি পাঠান্তরম্।

হরিতকী ১৬ পল, বহেড়া ১৬ পল, আমলকী ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল; পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ মিলিত ১৬ পল; দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ /২ সের। এই ঘৃত পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গতৈলম্।

সবিড়ঙ্গগন্ধকশিলা-সিদ্ধং সুরভীজলেন কটুতৈলম্।
আজন্ম নয়তি নাশং লিক্ষাসহিতাংশ্চ যূকাংশ্চ॥
(শিলা মনঃশিলা। গন্ধকশিলাশব্দেন গন্ধক ইতি কেচিৎ)

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত /১ সের। একত্র পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকান্ নাশয়তি ধ্রুবম্॥

কটু তৈল /৪ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতুরাপত্র /১ সের। একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে মাথার সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথ ক্রিমিরোগে পথ্যানি।

আস্থাপনং কায়শিরোবিরেচনং
ধূমঃ কষায়াণি শরীরমার্জ্জনা।
চিরন্তনা বৈণবরক্তশালয়ঃ
পটোলবেত্রাগ্রসোনবাস্তুকম্॥

হতাশমন্দারদলানি সর্ষপ-
নবীনমোচং বৃহতীফলান্যপি।
তিক্তানি নালীতদলানি মৌষিকং
মাংসং বিড়ঙ্গং পিচুমর্দপল্লবম্।
পথ্যা চ তৈলং-তিলসর্ষপোদ্ভবং
সৌবীরশুক্তং তুষোদকং মধু।
পচেলিমং তালমরুষ্করং গবাং
মূত্রঞ্চ তাম্বূলসুরাসৃগাগুরুম্।
ওষ্ট্রাণি মূত্রাজ্যপয়াংসি রামঠং
ক্ষারাজমোদা খদিরঞ্চ বৎসকম্।
জম্বীরনীরং সুষবী যমানিকা
সাম্লাঃ সুরাহ্বাগুরুশিংশপোদ্ভবাঃ॥
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো রসোঽপ্যয়ং
বর্গো নরাণাং ক্রিমিরোগিণাং সুখঃ॥

গুহ্যে পিচকারি প্রদান, বিরেচন, নস্য, কফঘ্ন ক্রিয়া, ধূমপান, শরীরমার্জনা, বাঁশের ও রক্তবর্ণ ধান্যের পুরাতন তণ্ডুল, পটোল, বেতাগা, রসুন, বেতো শাক, চিতার পাতা, পালিধা মাদারের পাতা, সর্ষপ, কলার মোচা, বৃহতীর ফল, তিক্তদ্রব্য, নালিতা পাতা, ইন্দুরের মাংস, বিড়ঙ্গ, নিম্বপত্র, হরীতকী, তিলের ও সর্ষপের তৈল, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত, তুষোদক, মধু, ধান্যাদি স্বয়ংপক্কদ্রব্য, পক্ক তাল, ভেলা, গোমূত্র, পান, মদ্য, মৃগনাভি, উষ্ট্রের মূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ, হিং, যবক্ষার, বনযমানী, খয়ের, ইন্দ্রযব, লেবুর রস, সুষুণি শাক, যমানী, দেবদারু, অগুরুকাষ্ঠ ও শিশুকাষ্ঠের সার, তিক্ত কষায় ও ঝাল রস এই সকল ক্রিমিরোগির হিতকর।

ক্রিমিরোগেঽপথ্যানি।

ছর্দ্দিঞ্চ তদ্বেগবিধারণঞ্চ
বিরুদ্ধপানাশনমহ্নি নিদ্রাম্।
দ্রবঞ্চ পিষ্টান্নমজীর্ণতাঞ্চ
ঘৃতানি মাষান্ দধি পত্রশাকম্॥
মাংসং পয়োঽম্লং মধুরং রসঞ্চ
ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ॥

বমন, বমনবেগ-ধারণ, বিরুদ্ধ পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, তরল দ্রব্য, পিষ্টক, অজীর্ণতা, ঘৃত, মাষকলায়, দধি, পত্রশাক, মাংস, দুগ্ধ, অম্লরস, মধুররস, ক্রিমিনাশেচ্ছু ব্যক্তির এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ক্রিমিরোগাধিকারঃ॥

অথ পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

অথ পাণ্ডুরোগ-নিদানম্।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ॥
ব্যায়ামমম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্।
নিষেবমাণস্য প্রদূষ্য রক্তং দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি॥
ত্বক্স্ফোটনষ্ঠীবনগাত্রসাদ-মৃদ্ভক্ষণপ্রেক্ষণকূটশোথাঃ।
বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি॥
ত্বঙ্মূত্রনয়নাদীনাং রূক্ষকৃষ্ণারুণাভতা।
বাতপাণ্ড্বাময়ে তোদ-কম্পানাহভ্রমাদয়ঃ॥
পীতমূত্রশকৃন্নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিট্কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ॥
কফপ্রসেকশ্বয়থু-তন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ।
পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্ত্বঙ্মূত্রনয়নাননৈঃ॥
জ্বরারোচকহৃল্লাস-ছর্দ্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
মৃত্তিকাদানশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।
কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্॥
কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তঞ্চ রূক্ষয়েৎ।
পূরয়ত্যবিপক্বৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীর্য্যৌজসী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্॥

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্ভক্ষণজ।

ব্যায়াম (ব্যায়াম স্থলে ব্যবায় এই পাঠও দৃষ্ট হয়, ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন), অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (লঙ্কা মরিচ ও রাইসর্ষপাদি) এই সকল বাহুল্যরূপে সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), মুখ দিয়া জলউঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃদ্ভক্ষণের ইচ্ছা, অক্ষি-গোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা এবং অন্নের অপাক এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ত্বক্ মূত্র ও নয়নাদি রুক্ষ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ হয় এবং কম্প, সূচী-বেধবৎ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ এবং মল মূত্র ও নখ অতি পীতবর্ণ হয়, ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা-মল-নির্গম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতি গুরুতা এবং ত্বক্ মূত্র ও আননের শুক্লবর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে, উক্ত বাতাদি লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়। ইহাতে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ, বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ইন্দ্রিয়-শক্তিনাশ, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

মৃত্তিকাভক্ষণশীল ব্যক্তির বাতাদি দোষ-ত্রয়ের মধ্যে কোন একটী দোষ কুপিত হয় অর্থাৎ কষায়-রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ক্ষারবিশিষ্ট মৃত্তিকা পিত্তকে ও মধুর-রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা কফকে কুপিত করিয়া থাকে। ভুক্ত মৃত্তিকা নিজ রৌক্ষ্য গুণে রসাদি ধাতুসমূহকে ও ভুক্ত অন্নকে রুক্ষ করিয়া তুলে এবং ঐ মৃত্তিকা অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোত সকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-শক্তি, দীপ্তি, বীর্য্য ও সর্ব্বধাতুসার ওজঃ-পদার্থের বিনাশপূর্ব্বক শীঘ্র বল বর্ণ ও অগ্নি নাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

অথ পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

সাধ্যন্তু পাণ্ডুাময়িনং সমীক্ষ্য
স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-
র্হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ॥

লক্ষণাদি দর্শন করিয়া পাণ্ডুরোগ সাধ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে স্নেহনার্থ প্রথমে রোগিকে কল্যাণক, পঞ্চগব্য ও মহাতিক্তাদি ঘৃত পান করাইবে, পরে বিরেচন ও মৃদু বমন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ পরিশুদ্ধ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত হরীতকী-চূর্ণ-বহুল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যৎ ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতান্ পিবেদ্ বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার কাথে ও কল্কে সিদ্ধ ঘৃত, ত্রিফলার কাথ ও কল্কসাধ্য ত্রৈফল ঘৃত অথবা বাতব্যাধ্যুক্ত তৈল্বক ঘৃত প্রযোজ্য; কিংবা তেউড়ী প্রভৃতি বৈরেচনিক-দ্রব্য-সংস্কৃত ঘৃত অথবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধশ্চ বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে তিক্ত প্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া, কফজ পাণ্ডুরোগে কটু রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্র পাণ্ডুরোগে মিশ্র চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী॥

পাণ্ডুরোগে গুড়ের সহিত হরীতকী নিত্য সেবন করা কর্ত্তব্য।

ত্রিফলাক্বথিতং তোয়ং সঘৃতঞ্চ সশর্করম্।
বাতপাণ্ড্বাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ব্রজেদ্ ধ্রুবম্॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার কাথ সেবন করিলে আশু উপকার হইয়া থাকে।

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।
কফপাণ্ডৌ চ গোমূত্র-যুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্॥
নাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণাং পথ্যাং তথাশ্মজম্।
গুগ্‌গুলুং বাথ মূত্রেণ কফপাণ্ড্বাময়ী পিবেৎ॥
সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ॥

পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৫ মাষা ৪ রতি চিনির সহিত ১০ মাষা ৮ রতি তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কফজ পাণ্ডুরোগে, হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে সেই ক্লিন্ন হরীতকী গোমূত্রে পেষণ ও গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁঠ চূর্ণ ৪ মাষা ও লৌহভস্ম ১ মাষা, বা পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, ও হরীতকী চূর্ণ ৪ মাষা, কিংবা শুদ্ধ শিলাজতু ৩ মাষা অথবা ঘৃত-পেষিত গুগ্‌গুলু ৮ মাষা ব্যবস্থা করিবে। লৌহচূর্ণ সাত দিবস গোমূত্রে ভাবনা দিয়া উহা দুগ্ধের সহিত পান করিতে দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অয়স্তিলত্র্যূষণকোলভাগৈঃ
সর্ব্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্।
তৈর্ম্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽন্নতক্রঃ
পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তঃ॥

লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও কুল আঁটীর শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসম শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক তক্র অনুপানে সেবন করিলে অতি কঠিন পাণ্ডু রোগও বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদি কষায়ঃ।

ফলত্রিকামৃতাবাসা-তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরতা, ও নিম, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয়।

বাসাদি-কষায়ঃ।

বাসামৃতানিম্বকিরাতকটু্বী-কষায়কোঽয়ং সমধুর্নিপীতঃ।
সকামলং পাণ্ডুমথাপ্রপিওং হলীমকং হন্তি কফাদিরোগান্॥

বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা ও কটুকী ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পাণ্ডু ও কামলা, হলীমক ও কফজ রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম-যোগঃ।

অতিশুদ্ধময়োভস্ম সর্পিঃক্ষৌদ্রযুতং লিহেৎ।
পাণ্ডুরোগস্য নাশায় কামলায়াশ্চ সর্ব্বশঃ॥

অতি বিশুদ্ধ (অন্যূন ৫০০ পুটিত) লৌহ-ভস্ম ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতম্।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

পাণ্ডুরোগির শোথ থাকিলে, মণ্ডুর বারংবার (অন্ততঃ সাতবার) অগ্নিতে সন্তপ্ত ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া ঐ শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৪ মাষা ৩ ভাগ করিয়া ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করত অন্নের সহিত সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তক্র কিংবা দুগ্ধ। ইহাতে পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অথ কামলা-নিদানম্।

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্তমসৃঙ্‌মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে॥
হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্‌নখাননঃ।
রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্য-সদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥

যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপ পিত্তকর দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ (স্থাবা) উৎপাদন করে। এই কামলারোগে রোগির নেত্র ত্বক্ নখ ও আনন অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল-মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ এবং শরীর বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। রোগির ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ, দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ ও অরুচি হইয়া থাকে। সঞ্চিত বহু পিত্ত হইতে কামলার উৎপত্তি হয়। ইহা দুই প্রকার, এক প্রকার কোষ্ঠাশ্রয়া, অপর প্রকার রক্তাদিধাত্বাশ্রয়া।

অথ কামলা-চিকিৎসা।

কল্যাণকং পঞ্চগব্যং মহাতিক্তমথাপি বা।
স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কমলাপাণ্ডুরোগিণে॥
রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা॥

পাণ্ডু ও কামলা রোগিকে কল্যাণক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত, অথবা মহাতিক্তক ঘৃত, স্নেহনার্থ পান করিতে দিবে। তাহাকে স্নেহ পান করাইয়া প্রথমে পিত্তহরণার্থ রেচন, তৎপরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীপত্রকল্কং বা পিবেৎ তক্রেণ কামলী॥

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয়।

গব্যং পয়ঃ সনাগরং প্রিয়ে নিহন্তি কামলাম্।

গব্যদুগ্ধ শুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলা কটুরোহিণী।
প্রলিহ্য মধুসর্পির্ভ্যাং কামলার্ত্তঃ সুখী ভবেৎ।

লৌহচূর্ণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কটুকীচূর্ণ, ঘৃত এবং মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

নিশাচূর্ণং কর্ষমিতং দধ্নঃ পলমিতং তথা।
প্রাতঃ সংসেবনং কুর্য্যাৎ কামলানাশনং পরম্॥

হরিদ্রাচূর্ণ ২ তোলা, ৮ তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥

ত্রিফলা গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা বা নিমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রভাতে পান করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ।
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কামলারোগির নেত্রে ঘলঘসিয়ার রস অথবা হরিদ্রা, গেরিমাটী ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে, কামলারোগ নিবারিত হয়।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্॥

কাঁকরোলমূলের রস অথবা পীত ঘোষা-ফল চূর্ণ বা ঘোষাফল জলে ঘসিয়া সেই জল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কামলা রোগের শান্তি হয়।

অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ॥

ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা রোগ সদ্যঃ প্রশমিত হয়।

অয়োরজো ব্যোষবিড়ঙ্গচূর্ণং
লিহেদ্ধরিদ্রাং ত্রিফলান্বিতাং বা।
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী॥

লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ অথবা হরিদ্রা ও ত্রিফলা চূর্ণ কিংবা বিরেচনার্থ শর্করা ও তেউড়ী চূর্ণ অথবা শর্করা তেউড়ী ও রাখালশশা বা গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ কামলা রোগে হিতকর।

তুল্যা অয়োরজঃপথ্যা-হরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাদ্ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্॥

লৌহচূর্ণ, হরীতকী ও হরিদ্রা চূর্ণ, মধু এবং ঘৃতের সহিত অথবা হরীতকীচূর্ণ, গুড় ও মধুর সহিত লেহন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি॥

আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে উৎকট কামলাও আশু নিবারিত হয়।

অথ কুম্ভকামলানিদানম্।

কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা॥

কালাধিক্যে কামলারোগ খরীভূত হইয়া কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

অথ কুম্ভকামলা-চিকিৎসা।

কুম্ভাখ্যকামলায়াস্তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।

কামলার চিকিৎসানুসারে কুম্ভকামলার চিকিৎসা করিবে।

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সন্তু
গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢং মধুনা চিরেণ
কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ আট বার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভকামলা রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

অথ হলীমক-নিদানম্।

যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতঃ শ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিভ্রমঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

যখন পাণ্ডুরোগির বর্ণ হরিত শ্যাব বা পীত হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব ঘটে, তখন পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অথ হলীমক-চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

মারিতকায়সং চূর্ণং মুক্তাচূর্ণেন সংযুতম্।
খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তি হলীমকম্॥

জারিত লৌহচূর্ণ, খয়েরের কাথ ও মুক্তা চূর্ণের সহিত সেবন করিলে হলীমক রোগ নিবারিত হয়।

সিতাতিক্তাবলাযষ্টি-ত্রিফলারজনীযুগৈঃ।
লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমকনিবৃত্তয়ে॥

হলীমক-রোগ-শান্তির জন্য, কট্‌কী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে।

যোগরাজঃ।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ॥
পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য লৌহস্য রজসস্তথা॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎসর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেণাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে॥
উড়ুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নি না।
দিনে দিনে প্রয়োগেণ জীর্ণে ভোজ্যং যথেপ্সিতম্॥
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থাংশ্চ কাকমাচীং কপোতকান্।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্॥

কুষ্ঠাগ্ন্যজ্বরকং মেহং শ্বাসং হিক্কামরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ॥

ত্রিফলা মিলিত ৩ পল, ত্রিকটু মিলিত ৩ পল, চিতামূল ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, শিলাজতু, রৌপ্যমল, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ চূর্ণ প্রত্যেক ৫ পাঁচ পল, চিনি ৮ পল; এই সকল দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ-চূর্ণিত ও মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া লৌহ-ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। কিন্তু বয়স ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যেরা ৵০ আনা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও মূলের লিখিত রোগ সকল নিবারিত হয়। এই যোগরাজ অমৃততুল্য; ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন। কুলত্থকলাই কাকমাচী ও কপোত-মাংস পরিত্যাজ্য।

আমলকাবলেহঃ।

রসমামলকানান্তু সংশুদ্ধং যন্ত্রপীড়িতম্।
দ্রোণং পচেচ্চ মৃদ্বগ্নৌ তত্র চেমানি দাপয়েৎ॥
চূর্ণিতং পিপ্পলীপ্রস্থং মধুকং দ্বিপলং তথা।
প্রস্থং গোস্তনিকায়াশ্চ দ্রাক্ষায়াঃ কিল পেষিতম্॥
শৃঙ্গবেরপলে দ্বে তু তুগাক্ষীর্য্যাঃ পলদ্বয়ম্।
তুলার্দ্ধং শর্করায়াশ্চ ঘনীভূতং সমুদ্ধরেৎ॥
মধুপ্রস্থসমাযুক্তং লেহয়েৎ পলসম্মিতম্।
হলীমকং কামলাঞ্চ পাণ্ডুত্বঞ্চাপকর্ষতি॥

আমলকীর রস ৬৪ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ও তাহাতে পিপুল চূর্ণ /২ সের, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, পেষিত কিসমিস্ /২ সের, দ্রাক্ষা /২ সের, শুঁঠ চূর্ণ ২ পল, বংশলোচন ২ পল, চিনি /৬।০ ছয়সের একপোয়া এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে। পাকে ঘনীভূত হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু /২০ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। ইহাতে হলীমক, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ধাত্র্যারিষ্টম্।

ধাত্রীফলসহস্রে দ্বে পীড়য়িত্বা রসং ভিষক্।
ক্ষৌদ্রাষ্টভাগং পিপ্পল্যাশ্চূর্ণার্দ্ধকুড়বান্বিতম্॥
শর্করার্দ্ধতুলোন্মিশ্রং পক্ষং স্নিগ্ধঘটে স্থিতম্।
প্রপিবেৎ পাণ্ডুরোগার্ত্তো জীর্ণে হিতমিতাশনঃ॥
কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগ-বাতাসৃগ্‌বিষমজ্বরান্।
কাসহিক্কারুচিশ্বাসানেষোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ॥

দুই সহস্র আমলকীর ফল নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই রসে পিপ্পলী এক পোয়া, চিনি /৬।০ সের, এবং আমলকী রসের অষ্টম ভাগ মধু প্রক্ষেপ দিয়া ১ পক্ষ কাল একটি ঘৃত-ভাবিত কলসে রাখিবে। ইহা অগ্নি বল ও বয়সাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে হিত ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

নবায়স-চূর্ণম্।

ত্র্যূষণত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গচিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা।
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগ-কুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, প্রত্যেক এক তোলা, লৌহ ৯ তোলা, এই সমুদায়ে (জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা) চূর্ণ করিবে। পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। এক রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

নিশালৌহম্।

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলারোহিণীযুতম্।
প্রলিহ্যান্মধুসর্পির্ভ্যাং কামলাপাণ্ডুশান্তয়ে॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কট্‌কী প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয়।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনশ্চ পলং তথা॥
তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সমন্বিতম্।
ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা।
ভাবিতং মধুসর্পির্ভ্যাং রৌদ্রে শিশির এব চ।
ভোজনাদ্যৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি চ।
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব প্লীহশ্বাসজ্বরানপি।
অপস্মারং তথোন্মাদমুদরং গুল্মমেব চ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

মণ্ডুর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য লৌহ-পলে গব্য ঘৃত ১ পল ও মধু ১ পলের সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৭ দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে, প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মৃৎপাত্রেও প্রস্তুত হইতে পারে। (ইহার মাত্রা—১ মাষা)। ভোজনকালে প্রথম গ্রাসের সহিত একবার ও মধ্যে একবার এবং শেষ গ্রাসের সহিত একবার সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হইলে কুলেখাড়ার রস বা দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করা যায়।

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
ভক্ষণাদ্ বিনিহন্ত্যাশু কামলাঞ্চ হলীমকম্॥

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা ইহাদের সমভাগে চূর্ণ মধু, ঘৃত ও চিনি সহ ভক্ষণ করিলে কামলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহম্।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষং শুদ্ধলৌহস্তু তৎসমম্।
পুরাতনগুড়েনৈব লেহয়েদ্দিনসপ্তকম্।
শ্বয়থুং নাশয়েচ্ছীঘ্রং পাণ্ডুরোগহলীমকম্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সম ভাগ; সর্ব্বসমান লৌহ; এই সমস্ত দ্রব্যকে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ কাল সেবন করিলে শ্বয়থু, পাণ্ডু, হলীমক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ-লৌহম্।

কিরাততিক্তামরদারুদার্ব্বী-
মুস্তা গুড়ূচী কটুকা পটোলম্।
দুরালভা পর্পটকং সনিম্বং
কটুত্রিকং বহ্নিফলত্রিকঞ্চ॥
ফলং বিড়ঙ্গস্য সমাংশিকানি
সর্ব্বৈঃ সমং চূর্ণমথায়সশ্চ।
সর্পির্মধুভ্যাং বটিকা বিধেয়া
তক্রানুপানা ভিষজা প্রযোজ্যা॥
নিহন্তি পাণ্ডুঞ্চ হলীমকঞ্চ
শোথং প্রমেহং গ্রহণীরুজঞ্চ।
শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সরক্তপিত্ত-
মর্শাংস্যথো বা গ্রহমানবাতম্॥
ব্রণাংশ্চ গুল্মান্ কফবিদ্রধীংশ্চ
শ্বিত্রঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ ততঃ প্রয়োগাৎ॥

চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কটকী, পলতা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ লইয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়। অনুপান—তক্র।

দার্ব্ব্যাদি লৌহম্।

দার্ব্বী সত্রিফলা ব্যোষ-বিড়ঙ্গান্যয়সো রজঃ
মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসম লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বজ্রবটকমণ্ডুরম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গমুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ॥
ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেৎ তক্রেণ তক্রভুক্।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি চ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ।
মণ্ডুরো বজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ॥
"নির্দ্দিষ্টা বহুশো মূত্রে মণ্ডুরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহ্যমষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডুরচূর্ণতঃ॥"

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর-চূর্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমূত্র /৬ সের। আসন্নপাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সমুদায় আলোড়ন করিয়া (৪ মাষা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য;—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, অর্থাৎ সমুদায়ে ২৪ তোলা। তক্রভোজী হইয়া তক্র অনুপানে এই মণ্ডুর সেবন করিলে পাণ্ডু, কুম্ভকামলা ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাদিমণ্ডুরম্।

পুনর্নবা ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্।
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্।
এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
পাণ্ডুশোথোদরানাহ-শূলার্শঃক্রিমিগুল্মনুৎ॥

শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র /৫ সের। আসন্নপাকে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুরম্।

লৌহতাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।
ত্রিকটুস্ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্।
যমানী জীরযুগ্মঞ্চ শটীধান্যকচব্যকম্॥
প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে।
পুনর্নবাষ্টগুণিতং কাথং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

অত্র সর্ব্বচূর্ণসমাংশং মণ্ডুরচূর্ণমিতি বৃদ্ধাঃ। গোমূত্র-পুনর্নবাক্বাথাভ্যাং মণ্ডুরাণাং পাকঃ, চূর্ণানাং প্রক্ষেপঃ শীতে চ মধুনঃ॥

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর (বৃদ্ধগণের মতে চূর্ণের সমান মণ্ডুর)। মণ্ডুর-চূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবার কাথ। গোমূত্র ও পুনর্নবার কাথে মণ্ডুরচূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে লৌহাদি চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল

হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনা মতে দিবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগাংশ্চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্ ॥
মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নি তু ॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্।
মণ্ডূরবটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্ ॥
কুষ্ঠান্যজরকং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলামেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ ॥
নির্দ্দাপ্য বহ্নৌ মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, দারুহরিদ্রার ছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। অগ্রে গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে। ২ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায়, তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। মণ্ডূর সেবন কালে সুপথ্য দ্রব্য ভোজন এবং অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, মেহ, প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ।

মানৈকৈকং ততঃ সূতং ষড়ভ্রং বসু লৌহকম্।
গন্ধকং ত্রিফলা ব্যোষং চূর্ণং মোচরসস্য চ ॥
মুষলী চামৃতাসত্ত্বং প্রত্যেকং পঞ্চভাগিকম্।
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র ত্রিফলানাং কষায়কে ॥
ভাবনা বিংশতির্দেয়া দশরাত্রং সুভাবনা।
শিগ্রুচিত্রকমূলাভ্যামষ্টধা চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম রসো নিষ্কমিতো হিতঃ।
সিতয়া চ সমং ক্ষৌদ্রৈঃ শোথপাণ্ডুক্ষয়াপহঃ।
জ্বরাতিসারসংযুক্ত-সর্ব্বোপদ্রবনাশনঃ ॥

পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক বস্তু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে ১০ দিনে ২০ বার ভাবনা দিবে। পরে সজিনা ও চিতামূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আট বার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করত চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং উপদ্রবের সহিত জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শঙ্খটঙ্গবরাটঞ্চ * প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ ॥
গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দীয়তে।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ ॥
পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা।
কুষ্মাণ্ডী বাসকং দন্তী কাকমাচীন্দ্রবারুণী ॥
বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা।
প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু ॥
চতুর্দ্দশ বটাঃ খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ ॥
হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্ ॥
শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলাগুল্মবিদ্রধীন্।
শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্ ॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রুকণ্ডূব্রণাপচাঃ।
দাহং তৃষ্ণামূরুস্তম্ভমামবাতং কটীগ্রহম্ ॥
যুক্ত্যা মদ্যেন মণ্ডেন মুস্তাযূষেণ বারিণা।
গুড়ূচীত্রিফলাবাসা-কাথনীরেণ বা ক্বচিৎ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ১ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামুনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্ফা, গুলঞ্চ, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, শালিঞ্চা, ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪ পল পরিমিত রসে তপ্তখল্লে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত

* বরাটিকা শঙ্খকঞ্চেতি বা পাঠঃ।

করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা সেবনীয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ১৪ দিন। সাধারণতঃ অনুপান—ছাগদুগ্ধ। অবস্থাবিশেষে মদ্য, অন্নমণ্ড, মুদ্গযূষ গুড়ূচীর কাথ বা বাসকের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

✓ প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবম্।
লৌহং তাম্রং বরাটীঞ্চ তুথং হিঙ্গু ফলত্রয়ম্॥
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কণং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকস্য সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ॥
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনা সহ।
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদং তথা॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানি চ হলীমকম্।
শোথং শূলমূরুস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
বান্তিং মূর্চ্ছাং ভ্রমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্॥
জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলাত্তিরুজাপহম্॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সিজবৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু বা জল। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চানন বটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্‌গুলু।
জৈপালবীজং তুল্যাংশং ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্॥
ভক্ষয়েদ্ বদরাস্থ্যাভং শোথপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা॥
(অত্র সর্ব্বসমং জৈপালম্। ঘৃতেন প্রহরং সংমর্দ্দ্য স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাস্থিপ্রমাণং ভক্ষয়েৎ। দ্রোণপুষ্পীরসমনুপিবেৎ।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্‌গুলু ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল বীজ চূর্ণ; একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া বদরাস্থি (ব্যবহার ২ রতি) প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। অনুপান—ঘলঘসিয়ার রস।

পাণ্ডুসূদনো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্‌গুলুং।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথপ্রশান্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চান্নং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্‌গুলু; এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পাণ্ডুসূদন রস সেবন কালে শীতল জল ও অম্ল বর্জ্জনীয়।

পাণ্ডুপঞ্চাননো রসঃ।

লৌহাভ্রকঞ্চ তাম্রঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চবিকং কৃষ্ণজীরকম্॥
চিত্রকঞ্চ নিশে দ্বে চ ত্রিবৃতা মাণমূলকম্।
কুটজস্য ফলং তিক্তা দেবদারু বচা ঘনম্॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষস্তু নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
সর্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং শুদ্ধমণ্ডুরচূর্ণকম্॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্বা সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় উষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥
হলীমকং শোথপাণ্ডুমূরুস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ।
রসায়নবরশ্চৈষ বলবর্ণাগ্নিকারকঃ॥
যকৃতং প্লীহগুল্মঞ্চ সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ॥

লৌহ, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল; ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চৈ, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কটুকী, দেবদারু, বচ ও মুতা প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর; মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি সমস্তদ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে। উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়।

ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

আনন্দোদয়ো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচঞ্চাষ্টৌ টঙ্কণঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥
নষ্টমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্।
পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ॥
গুর্ব্বন্নমন্নমাষঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি॥
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহেঽস্য "লঘ্বানন্দরসঃ" ইতি সংজ্ঞা।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে ও অম্লদাড়িম ফলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সায়ংকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অচিরে, অরুচি, পাণ্ডুরোগ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃতলতাদ্যং ঘৃতম্।

অমৃতলতারসকল্ক-প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিষঃ সর্পিঃ।
ক্ষীরচতুর্গুণমেতদ্ বিতরেৎ হলীমকার্ত্তেভ্যঃ॥

মাহিষ ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে শিলাপিষ্ট গুলঞ্চ /১ সের ও গুলঞ্চের রস ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে হলীমক নিবারিত হয়। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

হরিদ্রাত্রিফলানিম্ব-বলামধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্॥

মাহিষ ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়।

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বাতিক্তানিশাযাস-কৃষ্ণাচন্দনপর্পটৈঃ।
ত্রায়ন্তীবৎসভূনিম্ব-পটোলাম্বুদদারুভিঃ॥
অক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
পাণ্ডুতাজ্বরবিস্ফোট-শোথার্শোরক্তপিত্তনুৎ॥

মাহিষ ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ,—মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেত-পাপড়া, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব, চিরতা, পটোলপত্র, মুতা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পানে করিলে পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্।
মুস্তান্ময়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্।
সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতদ্ বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্॥

ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটী এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত /১ সের। ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকার্থ জল ৬৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃতম্।

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তি-জ্বরমেহোদরাপহঃ॥

দশবর্ষস্থিত পুরাতন ঘৃত /৪ সের, দ্রাক্ষার কল্ক /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই দ্রাক্ষাঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় (প্রথমে ।০ আনা হইতে ক্রমে ২ তোলা পর্য্যন্ত) পান করিলে

পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, জ্বর, মেহ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা-তৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দারু প্রিয়ঙ্গুশ্চ দেবদারুহরেণুভিঃ॥
কুষ্ঠং পুনর্নবামূলং যমানী কারবী তথা।
এলা ত্বচং পদ্মকঞ্চ পত্রং নাগরকেশরম্॥
এষাঞ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা॥
রক্তপিত্ত প্রমেহাংশ্চ কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
কুরুতে চ পরাং কান্তিং প্রদীপ্তরুচিরানলম্।
তৈলং পৌনর্নবং নাম মলব্যাধীন্ নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল /৪ সের। কাথার্থ পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুতা ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

পাণ্ডুরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দির্বিরেচনং জীর্ণ-যবগোধূমশালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কীমসূরাণাং যূষা জাঙ্গলজা রসাঃ॥
পটোলং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং তরুণং কদলীফলম্।
জীবন্তীক্ষুরমৎস্যাক্ষী গুড়ূচী তণ্ডুলীয়কম্॥
পুনর্নবা দ্রোণপুষ্পী বার্ত্তাকুর্লশুনদ্বয়ম্।
পক্বাম্রমভয়া বিম্বী শৃঙ্গীমৎস্যা গবাং জলম্॥
ধাত্রী তক্রং ঘৃতং তৈলং সৌবীরকতুষোদকে।
নবনীতং গন্ধসারো হরিদ্রা নাগকেশরম্॥
যবক্ষারো লৌহভস্ম কষায়াণি চ কুঙ্কুমম্।
যথাদোষমিদং পথ্যং পাণ্ডুরোগবতাং ভবেৎ॥

বমন, বিরেচন, পুরাতন যব গম ও শালি-তণ্ডুল, এবং মুগ অড়হর ও মসূরের যূষ, জাঙ্গল মাংসরস, পটোল, পাকা কুমড়া কচিকলা, জীবন্তীশাক, গোক্ষুর, হেলেঞ্চাশাক, গুলঞ্চ, নটে শাক, পুনর্নবা, দ্রোণপুষ্পী, বেগুণ রশুন, পেঁয়াজ, পাকা আম, হরীতকী, তেলাকুচা, শিঙ্গী মাছ, গোমূত্র, আমলকী, তক্র, ঘৃত, তিলতৈল, সৌবীর, তুষোদক, মাখন, রক্ত চন্দন, হরিদ্রা, নাগকেশর, যবক্ষার, লৌহভস্ম, কষায় দ্রব্য ও কুঙ্কুম, দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল পথ্য পাণ্ডুরোগিদিগকে প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগেঽপথ্যানি।

রক্তস্রুতিং ধূমপানং বমিবেগবিধারণম্।
স্বেদনং মৈথুনং শিম্বী পত্রশাকানি রামঠম্॥
মাষোঽম্বুপানং পিণ্যাকস্তাম্বূলং সর্ষপাঃ সুরাঃ।
মৃদ্ভক্ষণং দিবাস্বপ্নস্তীক্ষ্ণানি লবণানি চ॥
সহ্যবিন্ধ্যাদ্রিজাতানাং নদীনাং সলিলানি চ।
সর্ব্বাণ্যন্নানি দুষ্টাম্বু বিরুদ্ধান্যশনানি চ।
গুর্ব্বন্নঞ্চ বিদাহীনি পাণ্ডুরোগবতাং বিষম্॥

রক্তমোক্ষণ, ধূমপান, বমিবেগধারণ (বমনবেগ উপস্থিত হইলে বমন না করা), স্বেদ, স্ত্রীসঙ্গ, শিম, পত্রশাক, হিঙ্গু, মাষকলায়, অধিক জলপান, তিলাদির কল্ক, তাম্বূল, সর্ষপ, সুরা, মৃত্তিকাভক্ষণ, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণরস, সহ্য গিরি এবং বিন্ধ্যগিরিভব নদীর জল, সমস্ত অন্নদ্রব্য, দূষিত জল, বিরুদ্ধ ভোজন, গুরুদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, এই সমস্ত পাণ্ডুরোগি-দিগের পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পাণ্ডুরোগাধিকারঃ॥

অথ রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ।

অথ রক্তপিত্তনিদানম্।

ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্ব-ব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ ॥
পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্বিদহত্যাশু শোণিতম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা ॥
ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে ॥
সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ।
লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥
সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্।
শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকম্ ॥
রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্।
মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্ ॥
সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্।
ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং পবনানুগম্।
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবর্ত্ততে ॥

আতপ, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অগ্নিতাপ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য, এই সমস্ত অতি-সেবিত হইলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, তীক্ষ্ণোষ্ণ-পূতিত্বাদি নিজগুণ দ্বারা রক্তকে শীঘ্র দূষিত করিয়া ফেলে। তদনন্তর সেই পিত্তদুষ্ট রক্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরূপ ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া, অথবা লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যরূপ অধোমার্গ দ্বারা, কিংবা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হইয়া থাকে এবং অতিকুপিত হইলে সমস্ত লোমকূপ দিয়াও নির্গত হয়।

রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অব-সন্নতা, শৈত্যাভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গম-বৎ প্রতীতি, বমি ও লোহগন্ধি নিশ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তপিত্ত কফান্বিত হইলে ঘন, ঈষৎপাণ্ডু-বর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত; বাতোল্বণ হইলে, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রক্ত এবং পিত্তোল্বণ হইলে কষায়াভ (বট-পটোলাদির ক্বাথবৎ বর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ কৃষ্ণ বা আগারধূমবৎ (ঝুল) বর্ণ অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়।

শ্লেষ্মাদিদোষভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইল, তাহাদের দুই প্রকারের লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং তিন প্রকারেরই লক্ষণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া জানিবে।

কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগামী ও বাতা-নুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ-নিঃসারী এবং বাত-শ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গ-গামী হইয়া থাকে।

অথ রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

পিত্তাস্রং স্তম্ভয়েন্নাদৌ প্রবৃত্তং বলিনো যতঃ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ ॥

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে রক্তপিত্তের প্রবৃত্ত রক্ত প্রথমে বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ থাকিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ আনয়ন করে।

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্ ॥
ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্।
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্ ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যদি রোগির বল মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে প্রথমে অপতর্পণ (উপবাসাদি) কর্ত্তব্য। নতুবা অগ্রে তর্পণ (তৃপ্তিকর আহারাদি) ক্রিয়া করিয়া পরে বিরেচন করাইবে। অধোগ

রক্তপিত্তে রোগিকে প্রথমে পেয়া পান করাইয়া পরে তাহার বল বিবেচনা করিয়া বমন করাইবে।

দ্রাক্ষামধুককাশ্মর্য্য-সিতাযুক্তং বিরেচনম্।
যষ্টীমধুকযুক্তঞ্চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতম্॥

রক্তপিত্ত পীড়ায়, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারী-ফল ও চিনি সংযুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং যষ্টিমধু ও মধু-সংযুক্ত বমনকারক ঔষধ হিতকর।

লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাম্।
তর্পণং পাচনং লেহান্ সর্পীংষি বিবিধানি চ॥

লঙ্ঘন-ক্রিয়ার পর অত্যল্প তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে, ক্রমে তর্পণ, পাচন, লেহ ও বিবিধ ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্র-লাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ।
উর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি॥
জলং খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-মধুকৈঃ সপরূষকৈঃ।
শৃতশীতং প্রযোক্তব্যং তর্পণার্থং সশর্করম্॥
(অত্র খর্জ্জুরাদিনা জলং ষড়ঙ্গবিধানেন কার্য্যম্ চঃ টীঃ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে ঘৃত, মধু ও খৈ চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য রোগিকে তর্পণার্থ ভোজন করিতে দিবে, অথবা পিণ্ড-খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা ইহাদের ষড়ঙ্গপানীয় বিধি অনুসারে প্রস্তুত (মিলিত দ্রব্য ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের) ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করাইবে, তাহাতে রক্তপিত্ত কালে প্রশমিত হইবে।

ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলী শর্করা মধু।
মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধ-রক্তপিত্তজ্বরাপহঃ॥

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে জ্বর থাকিলে, অরুণমূল তেউড়ী, শ্যামমূল তেউড়ী, ত্রিফলা এবং পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত (সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ) চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, সেই মোদক সেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হইবে।

শালপর্ণ্যাদিনা সিদ্ধা পেয়া পূর্ব্বমধোগমে।
বমনং মদনোন্মিশ্রো মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ॥

অধোগ রক্তপিত্তে প্রথমে শালপর্ণ্যাদি স্বল্প পঞ্চমূলের কাথে পেয়া সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং বমনার্থ ময়নাফল, মধু ও চিনি মিশ্রিত মন্থ (দ্রবদ্রব্যে আলোড়িত শক্তু) প্রয়োগ করিবে।

বিনা শুণ্ঠীং ষড়ঙ্গেন সিদ্ধং তোয়ঞ্চ দাপয়েৎ॥

রক্তপিত্তরোগিকে, জ্বরাধিকারোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় পান করিতে দিবে, কিন্তু ষড়ঙ্গের শুঁঠ অঙ্গটি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ দ্বারা জল সিদ্ধ করিতে হইবে।

ক্ষীণমাংসবলং বালং বৃদ্ধং শোষানুবন্ধিনম্।
অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

কৃশ, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ এবং শোষ-রোগান্বিত রক্তপিত্ত-রোগিকে কদাচ বমন বা বিরেচন করাইবে না, স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেৎ তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥

বাসকপত্র পুটপক্ক করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে, সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অটরূষকনির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গুমৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

পুটপক্ক বাসকপাতার রসে প্রিয়ঙ্গু, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধ এই সকলের চূর্ণ ২ তোলা এবং মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্॥

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত লাক্ষা ৬ মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গু-
লোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।
পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি হন্যাৎ
পিত্তাসৃজোর্ব্বেগমুদীর্ণমাশু॥

বাসকের ক্বাথে উৎপল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, হিঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণপ্রক্ষেপ দিয়া মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্তের প্রবল বেগ আশু নিবারিত হয়।

তালীশচূর্ণসহিতঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ।
কফপিত্ততমকশ্বাস-স্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ॥
অত্র বাসকস্বরসস্য পলং, তালীশচূর্ণস্য মাষকদ্বয়ং মধু মাষচতুষ্টয়মিতি ব্যবহরন্তি। চক্র-টীঃ।

বাসকপাতার রস ৮ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ।০ আনা ও মধু ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফপিত্ত, তমকশ্বাস, স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

ধন্যাকাদি-হিমঃ।

ধন্যাকধাত্রীবাসানাং দ্রাক্ষাপর্পটয়োর্হিমঃ।
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ॥

ধনে, আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্ ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি-ক্বাথঃ।

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃতা।
উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্চৈষাং ক্বাথং সমধুশর্করম্॥
পায়য়েৎ তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি।
রক্তপিত্তং জয়ত্যুগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা॥

বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী; ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে সদ্যঃ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

অটরূষকাদি-ক্বাথঃ।

অটরূষকমৃদ্বীকা-পথ্যাক্বাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বাসক-ক্বাথঃ।

কেবলো বাসকক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা॥

একমাত্র বাসকের ক্বাথ মধুসহ পান করিলেই রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাসকস্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ॥

বাসকের রসে হরীতকী কিংবা পিপুল ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত সত্বর নিবারিত হয়।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি॥

রক্তপিত্ত ক্ষয় ও কাস রোগির যদি বাঁচিতে সাধ থাকে এবং পরম ঔষধ বাসক যদি বিদ্যমান থাকে, তবে কেন তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হইবে? অর্থাৎ বাসক ঐ সকল রোগের মহৌষধ।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি॥

ডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে অধোগ রক্ত আশু নিবারিত হয়।

মদয়ন্ত্যিঙ্ঘ্রিজঃ ক্বাথস্তদ্বৎ সমধুশর্করঃ॥

কাঠ-মল্লিকার মূলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অতসীকুসুমসমঙ্গা-বটাবরোহত্বগম্ভসা পীতা।
প্রশময়তি রক্তপিত্তং যদি ভুঙ্ক্তে মুদ্গযূষেণ॥

অতসীপুষ্প, বরাহক্রান্তা ও বটের ঝুরির ছাল পেষণ করিয়া তাহা জলের সহিত পান ও মুগের যূষ পথ্য করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পকোড় স্বরকাশ্মর্য্য-পথ্যাখর্জ্জুরগোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্॥

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ড-খর্জ্জুর অথবা দ্রাক্ষা পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে সকল প্রকার রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূণাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পচূর্ণস্তু মধুনা লীঢ়া চারোগ্যমশ্নুতে॥

খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন ও শিমুলের পুষ্প চূর্ণ (বৃন্দের মতে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্প চূর্ণ) করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্তরোগী আরোগ্য লাভ করে।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি বিলেপেন॥

সেতু যেমন জল বেগ বন্ধ করে, আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিতে পেষণ করত মস্তকে প্রলেপ দিলেও সেইরূপ নাসিকা হইতে রুধিরস্রাব বন্ধ হয়।

দ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং
সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্ বা
সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতং বা॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে, চিনির সহিত জলের বা দুগ্ধের নস্য প্রদান করিবে। অথবা চিনির সহিত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ইক্ষুরস পান (কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাসিকা দিয়া পান) করিতে দিবে।

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥

দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্রকেশীর রস বা পলাণ্ডুর রস, ইহাদের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তপতন বন্ধ হয়।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যায়া বা সমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

দাড়িম-ফুলের রস ও দূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া আল্‌তার জল বা হরীতকীর জলের সহিত নস্য দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিশ্চয় নিবারিত হয়।

মেঢ্রগেহপিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥

প্রস্রাব-দ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে, উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা তৃণ-পঞ্চমূল (কুশ, কাস, শর ক্ষুণ্ণেক্ষু ও উলুখড়) ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ⁄১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা
শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ।
রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্তু
যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রয়াতি॥

শতমূলী ও গোক্ষুর মূলের সহিত অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে মূত্রমার্গ-নিঃসৃত যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কর্ম্ম যদ্ ভাষিতং ময়া।
শ্রুত্যাদিভ্যঃ স্রুতে চাপি বাহ্যং তদপি হিতং মতম্।
ভেষজং শমনঞ্চান্তং সর্ব্বত্রাভ্যন্তরং সমম্॥

নাসা প্রবৃত্ত রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, তাহাদের বাহ্য প্রয়োগগুলি, কর্ণাদিমার্গের রক্তস্রাব নিবারণের পক্ষেও হিতকর জানিবে। অভ্যন্তর-প্রযোজ্য শমন ঔষধ সর্ব্বত্র সমান।

ছাগং পয়ো লোহিতচন্দনেন
বিশ্বাকণাকৌটজবল্কলেন।
আভারসেনাপি বিপক্কমাশু
নিহন্তি পিত্তাস্রমধঃপ্রবাহি॥

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়্‌চির ছাল ও বাবলার আটা, মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ⁄১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শীঘ্র অধোমার্গ-প্রস্রুত রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

মৃদ্বীকাং চন্দনং লোধ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণমেতং পিবেং ক্ষৌদ্র-বাসারসসমন্বিতম্ ॥
নাসিকামুখপায়ুভ্যো যোনিমেঢ্রাদিবেগিনম্।
রক্তপিত্তং প্রবন্ধন্তি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥
যচ্চ শস্ত্রক্ষতেনৈব রক্তং স্রবতি বেগতঃ।
তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যোবাবচূর্ণিতম্ ॥

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসক রস ও মধু সহ সেবন করিলে, নাসিকা মুখ গুহ যোনি ও লিঙ্গ হইতে প্রস্রুত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। অস্ত্রাঘাত হেতু অতি বেগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্ষত স্থানে এই চূর্ণ লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

রক্তাতীসারযোগাংশ্চ পিত্তাস্রেঽধোবিসারিণি।
অসৃগ্দরহিতাংশ্চাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রদর রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনামতে প্রয়োগ করিবে।

জম্ব্বর্জ্জুনাম্রকথিতঞ্চ তোয়ং
করঞ্জবীজং মধুসর্পিষী চ।
মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ
পিষ্ট্বা পিবেং তণ্ডুলধাবনেন ॥

জামছাল, আমছাল ও অর্জ্জুনছাল, ইহাদের কাথ; ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করঞ্জবীজ চূর্ণ; এবং তণ্ডুলজলে পিষ্ট টাবালেবুর মূল ও পুষ্প; এই সমুদায় ঔষধ রক্তপিত্ত-নিবারক।

ধন্বজানামসৃগ্ লিহ্যান্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।
সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ ॥

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশু-পক্ষির রক্ত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। গ্রথিত রক্ত নিঃসৃত হইলে পায়রার বিষ্ঠা মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করাইবে।

উৎপলং কুমুদং পদ্মং কহ্লারং লোহিতোৎপলম্।
মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্-তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরো গণঃ ॥

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু; ইহারা রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

উশীরাদি চূর্ণম্।

(দাহ-তৃষ্ণাদৌ)

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্।
লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্ ॥
মুস্তা মধুককর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্।
কৃষ্ণাগুরুসমং চূর্ণং সিতা চাষ্টগুণা তথা।
রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

বেণার মূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাঁকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন, তেজপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন ও দাহাদি নষ্ট হয়। এই চূর্ণ ভক্ষণ করাইয়া ডুমুরের রস ৪ তোলা পান করিতে দিবে।

এলাদি-গুড়িকা।

এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।
সিতামধুকখর্জ্জুর-মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্ত্যা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে ॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ॥
শোষপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ ॥

এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং বৃহৎ।
তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥
ততস্তস্য তুলাং নীত্বা পচেজ্জলতুলাদ্বয়ে।
তস্মিন্ নীরেঽৰ্দ্ধশিষ্টে তু যত্নতঃ শীতলীকৃতে॥
তানি কুষ্মাণ্ডখণ্ডানি পীড়য়েদ্ দৃঢ়বাসসা।
যত্নতস্তজ্জলং নীত্বা পুনঃ পাকায় ধারয়েৎ॥
কুষ্মাণ্ডং শোষয়েদ্ঘর্ম্মে তাম্রপাত্রে ততঃ ক্ষিপেৎ।
ক্ষিপ্ত্বা তত্র ঘৃতপ্রস্থং কুষ্মাণ্ডং তেন ভর্জ্জয়েৎ॥
মধুবর্ণং তদালোক্য তজ্জলং তত্র নিক্ষিপেৎ।
সিতায়াশ্চ তুলাং তত্র ক্ষিপ্ত্বা তল্লেহবৎ পচেৎ॥
সুপক্বে পিপ্পলীশুণ্ঠী-জীরাণাং দ্বিপলে পৃথক্।
পৃথক্ পলার্দ্ধং ধান্যাকং পত্রৈলামরিচত্বচম্॥
চূর্ণমেষাং ক্ষিপেৎ তত্র ঘৃতার্দ্ধং ক্ষৌদ্রমাবপেৎ।
এতৎ পলমিতং খাদেদথবাগ্নিবলং যথা॥
খণ্ডকুষ্মাণ্ডলেহোঽয়ং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
পিত্তজ্বরং তৃষাং দাহং প্রদরং কৃশতাং বমিম্॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্।
নাশয়ত্যেব বৃদ্ধিঞ্চ বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ॥

পুরাতন স্থূলতর বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের বীজ, বীজাধার, ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কেবল শাঁস ১২॥০ বার সের গ্রহণ করিবে। পরে ২৫ পঁচিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা নিঙড়াইয়া সেই জল পুনঃ পাকের নিমিত্ত রাখিয়া দিবে এবং কুষ্মাণ্ডগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া তাম্রপাত্রে /৪ সের ঘৃত চাপাইয়া তাহাতে ভাজিবে। যখন কুষ্মাণ্ডের বর্ণ মধুর ন্যায় হইবে, তখন সেই জল এবং চিনি ১২॥ সাড়েবার সের দিয়া একত্র লেহবৎ পাক করিবে। পরে পাক সমাপ্তপ্রায় হইলে তাহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল এবং ধনে, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। ইহার ১ পল মাত্রা, অথবা রোগির অগ্নিবলানুরূপ মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ, প্রদর, কৃশতা, বমি, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বলবৰ্দ্ধক ও শরীরের উপচায়ক।

বৃহৎকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং দৃঢ়ম্।
তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥
ততোঽতিসূক্ষ্মখণ্ডানি কৃত্বা তস্য তুলাং পচেৎ।
গোদুগ্ধস্য তুলামধ্যে মন্দেঽগ্নৌ বা পচেচ্ছনৈঃ॥
শর্করায়াস্তুলাং সার্দ্ধাং গোঘৃতং প্রস্থমাত্রকম্।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকঞ্চাপি কুড়বং নারিকেলতঃ॥
পিয়ালফলমজ্জানং দ্বিপলং গোক্ষুরীপলম্।
ক্ষিপেদেকত্র বিপচেল্লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ভিষক্ সুপক্বমালোক্য জ্বলনাদবতারয়েৎ।
কোষ্ণে তত্র ক্ষিপেদেষাং চূর্ণং তানি বদাম্যহম্॥
একোঽঙ্কঃ শতপুষ্পায়া অথ ক্ষারো যমানিকা।
গোক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ পথ্যা কপিকচ্ছুফলানি চ॥
সপ্তর্ষী ত্বক্ চ সর্ব্বেষামক্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্।
ধান্যকং পিপ্পলী মুস্তমশ্বগন্ধা শতাবরী॥
তালমূলী নাগবলা বালকং পত্রকং শটী।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা বৃহদেলিকা॥
শৃঙ্গাটকং পর্পটকং সর্ব্বং পলমিতং পৃথক্।
চন্দনং নাগরং ধাত্রী-ফলঞ্চাপি কশেরুকম্॥
প্রত্যেকং পঞ্চ কর্ষাণি চন্দ্রাদ্যেতানি নিক্ষিপেৎ।
পলদ্বয়মুশীরস্য মদনস্যোষণস্য চ॥
কুষ্মাণ্ডস্যাবলেহোঽয়ং ভক্ষিতঃ পলমাত্রয়া।
কিংবা যথাবহ্নিবলং ভুক্ত্বা রোগান্ বিনাশয়েৎ॥
রক্তপিত্তং শীতপিত্তমম্লপিত্তমরোচকম্।
বহ্নিমান্দ্যং সদাহঞ্চ তৃষ্ণাং প্রদরমেব চ॥
রক্তার্শোঽপি তথা ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
উপদংশং বিসর্পঞ্চ জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্॥
লেহোঽয়ং পরমো বৃষ্যো বৃংহণোবলবর্দ্ধনঃ।
স্থাপনীয়ঃ প্রযত্নেন ভাজনে মৃন্ময়ে নবে॥

পুরাতন স্থূলতর কুষ্মাণ্ডের বীজ বীজাধার ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কেবল খণ্ড খণ্ড শাঁস ১২॥ সাড়ে বার সের গ্রহণ করিবে। পরে ১২॥ সাড়ে বার সের গব্য দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর চিনি ১৮৷৷ পৌনে উনিশ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের, মধু /২

সের, নারিকেল /১ একসের, পিয়াল ফলের মজ্জা ২ পল, গোক্ষুরবীজ ১ পল; এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া লেহবৎ করিবে এবং নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। যথা শুল্ফা ২ তোলা; যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া হরীতকী, আলকুশীবীজ ও দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা; ধনে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমুলী, তালমুলী, গোরক্ষ চাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া, প্রতেক চূর্ণ ১ পল; রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর প্রত্যেক ১০ তোলা; বেণার মুল, সোমরাজী ও মরিচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল। এই কুষ্মাণ্ডাবলেহ ১ পল অথবা অগ্নির বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, পিপাসা, প্রদর, রক্তার্শঃ, বমি, পাণ্ডুরোগ, কামলা, উপদংশ, বিসর্প, জীর্ণ জ্বর এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই অবলেহ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচায়ক ও বলকারক। মৃত্তিকানির্ম্মিত নূতন পাত্রে অতিযত্নে এই ঔষধ রাখিবে।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
কুষ্মাণ্ডপীড়নাৎ তোয়েনাঢ়কেন পুনঃ পচেৎ॥
যুক্তসর্পির্যদা পক্কঃ তদা সিদ্ধেঽত্র নিক্ষিপেৎ।
পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ॥
ত্বগেলাপত্রমরিচ-ধন্যাকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তৎ তু দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ॥
তৎ পক্কং স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
কাসশ্বাসতমশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাজ্বরনিপীড়িতঃ।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥
উরঃসন্ধানকরণং বৃংহণং স্বরবোধনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্॥
খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ।
পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবানত্র রসো ভবেৎ।
অত্রাপি মুদ্রয়া পাকো নিস্ত্বচং নিষ্কুলীকৃতম্॥

ত্বগ্‌বীজাদি-রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড-শস্য কিঞ্চিৎ জল দিয়া উৎস্বিন্ন ও ক্ষৌমবস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিবে। পরে রৌদ্রে শোষিত ও শিলায় পেষণ করিয়া তাহার ১০০ পল, /৪ সের ঘৃত সহ তাম্রপাত্রে ভাজিবে; মধুবর্ণ হইলে তাহাতে কুষ্মাণ্ড-জল ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের গুলিয়া দিয়া পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকের ২ পল; গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা—১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। কিন্তু অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষয়াদি নানারোগ প্রশমিত হয়। (পক্ষান্তরে উক্ত কুষ্মাণ্ড স্বিন্ন করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে যে জল নির্গত হইবে, সেই জল দ্বারাই পাক করিবে। স্বতন্ত্র কুষ্মাণ্ডের রস দিবার প্রয়োজন নাই।)

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাস্থং পলশতং খণ্ডং বাসাকাথাঢকে পচেৎ॥
মুস্তধাত্রীশুভাভার্গী-ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ত্রৈলেয়বিশ্বধন্যাক-মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ।
পিপ্পলীকুড়বৈকেব মধুমাণীং প্রদাপয়েৎ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্।
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি॥

বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহীত কুষ্মাণ্ড-শস্য ৫০ পল /৪ সের ঘৃতে পূর্ব্ববৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ১০০ পল চিনি, উক্ত বাসকের কাথ ও কুষ্মাণ্ড শস্য এই তিন দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেক্যের ২ তোলা; এলবালুক, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ প্রত্যেক্যের ১ পল, পিপুল ৪ পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে; শীতল হইলে /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

বাসাখণ্ডঃ।

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে।
তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢ়কং ভিষক্॥
চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ প্রস্থং খণ্ডাচ্ছতং তথা।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ॥
কুড়বং পলমানন্তু চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী।
কাসশ্বাসপরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ॥

(বাসকমূলস্য শতপলমার্দ্রমেব গ্রাহ্যং, জলং শ ১০০, শেষ শ ২৫, হরীতকী চূর্ণ প্র ৬৪, শর্করা প্র ১০০, পিপ্পলীচূর্ণ প্র ৭, মধুনঃ কুড়বমষ্টপলং, বৈগুণ্যাদিতি ভানুদাসঃ, চাতুর্জাতস্য প্রত্যেকং পলম্। বাসাকাথে শর্করাপলশতং গোলয়িত্বা দর্ব্ব্যালোড়য়েৎ আসন্নপাকে পিপ্পলীচূর্ণং চাতুর্জাতচূর্ণঞ্চ প্রক্ষেপ্যং শীতীভূতে মধু প্রক্ষেপণীয়ম্)।

কাঁচা বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই কাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে হরীতকীচূর্ণ /৮ সের দিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপুলচূর্ণ ২ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

অর্কেশ্বরঃ।

মৃতার্কং মৃতবঙ্গঞ্চ মৃতাভ্রঞ্চ সমাক্ষিকম্।
অমৃতাম্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তকং পুটে পচেৎ॥
বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং চতুর্গুঞ্জা প্রমাণতঃ।
ভক্ষণাদ্বিনিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥

শোধিত তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। অনুপান—বাসা ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস। মাত্রা—৪ রতি। ইহাতে সুদারুণ রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতাভ্রং মৃতলৌহঞ্চ মাক্ষিকং রসতালকম্ *।
গন্ধকঞ্চ ভবেৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতাদ্রবৈঃ॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্বে সিতাক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
জ্বরং দাহং ক্ষতক্ষীণং তৃষ্ণাং শোষমরোচকম্॥

জারিত অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, রসতালক (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের টীকাকার বলেন—রসতালকের অর্থ হরিতাল) ও গন্ধক সমভাগ; ইহাদিগকে যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে চিনি

* রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশৃঙ্খীসমাগতম্।
সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।
পীতাভং জায়তে পাকাদ্ রসতালকসংজ্ঞিতম্॥
আত্রেয়-সংহিতা।

পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারুমুজবিষ, একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে চারি প্রহর কাল পাক করিলে পীতাভ যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই রসতালক কহে।

ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

রসামৃতরসঃ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ শিলাজতু।
চন্দনং গুড়ূচী দ্রাক্ষা মধুপুষ্পঞ্চ ধান্যকম্॥
কুটজস্য ত্বচং বীজং ধাতকী নিম্বপত্রকম্।
যষ্টীমধুসমাযুক্তং মধু শর্করয়ান্বিতম্॥
বিধিনা মর্দ্দয়িত্বা তু কর্ষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
ধারোষ্ণপয়সা যুক্তং প্রাতরেব সমুত্থিতঃ॥
পিত্তং তথাম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বদোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ।
রসামৃতরসো নাম গহনানন্দভাষিতঃ॥

পারদ ১ ভাগ, পারদের দ্বিগুণ গন্ধক, মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, মৌল, ধনে, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ; ইহাদিগকে মধু ও চিনি সহ বিধি পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বদোষ বিনষ্ট হয়।

সুধানিধী রসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং
সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তং পুটিত্বা
দত্থাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন॥
লৌহপাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা
রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহচূর্ণ, সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর-যন্ত্রে পাক করিবে। বটিকার পরিমাণ ১ রতি। অনুপান—ত্রিফলার কাথ। রক্তপিত্তপ্রশান্তির জন্য রাত্রিতে লৌহপাত্রে গব্য দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কপর্দ্দকো রসঃ।

মৃতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসকুসুমদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তেন পূর্য্যা বরাটিকা॥
নিরুধ্য চান্ধমূষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ॥
গুঞ্জামাত্রং ঘৃতেনৈব ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
উড়ুম্বরং ঘৃতঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ।
কপর্দ্দকো রসো নাম রক্তপিত্তবিনাশনঃ॥

রসসিন্দূর কিংবা শোধিত পারদ, কাপাস্ ফুলের রসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে অন্ধমূষায় পাক করিয়া উত্তোলন করত চূর্ণ করিবে এবং দ্বিগুণ মরিচচূর্ণ তাহার সহিত মিশাইবে। মাত্রা—১ রতি। প্রাতঃকালে ঘৃত সহ সেবন করিবে। অনুপান—ঘৃত ও যজ্ঞডুমুরের রস। ইহা রক্তপিত্তবিনাশক।

শর্করাদ্যং লৌহম্।

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্ত্বয়ঃ।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তহরং পরম্॥

চিনি, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (চিতা মুতা ও বিড়ঙ্গ) ইহাদের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করং লৌহম্।

লোহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদন্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে॥
তাম্রপাত্রে শুভে পক্কা স্থাপয়েদ্ঘৃতভাজনে।
মাসকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েৎ তীব্রমম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
পুষ্টিদং কান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্॥
(মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে, মৃদুয়া পাকে শীতে লৌহাৎ পাদিকং বিড়ঙ্গ-নিকর-চূর্ণং প্রক্ষেপ্যং, শীতে মধু দেয়ম্।)

লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা ; এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। অনুপান—নারিকেল-জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবন করিলে তীব্র রক্ত-পিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় এবং কান্তি ও বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শতমূল্যাদি লৌহম্।

শতমূলীসিতাধান্য-নাগকেশরচন্দনৈঃ।
ত্রিকত্রয়তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্।
তৃষ্ণাদাহজ্বরচ্ছর্দ্দি-রক্তপিত্তহরং পরম্॥

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতা-মূল) ও কৃষ্ণতিল প্রত্যেক সমভাগ ; সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা—১ মাষা। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্।

শতাবরী ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকাবলাঃ।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা॥
ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
দিব্যৌষধিহতস্যাপি মাক্ষিকেণ হতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্য চূর্ণিতম্॥
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেৎ তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যাজাজীপলং পলম্॥
ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচকেশরম্।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ॥
গুর্ব্বৃষ্যানুপানানি স্নিগ্ধমাংসাদি বৃংহণম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পার্শ্বশূলং বিশেষতঃ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা॥
আনাহং শোণিতাস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্॥
আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ।
কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানি যোজয়েৎ॥
নারিকেলপয়ঃপানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্।
শুষ্কমূলকজীরাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্॥
ফলং বার্ত্তাকু পক্বাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদু দাড়িম্।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রকুর্ব্বতা।
লোহান্তরবদত্রাপি পুটনাদিক্রিয়েষ্যতে॥

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলার ত্বক্, বামুনহাটী, কুড় প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। মনঃশিলা বা স্বর্ণ-মাক্ষিক সংযোগে জারিত কান্ত লৌহ ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল ; এই সমুদায় দ্রব্য উক্ত কাথের সহিত লৌহ বা তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে বংশলোচন, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল এবং ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান—গব্যদুগ্ধ। মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও কাস প্রভৃতি অম্লপিত্ত, বাতপিত্ত, প্রমেহ, প্লীহা, গুল্ম, কুষ্ঠ বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য চক্ষুষ্য, প্রীতি বর্দ্ধক, কান্তিকারক ও পুষ্টি-বর্দ্ধক। এই খণ্ডকাদ্য লৌহ সেবন কালে ছাগ, পায়রা, তিত্তিরি, ক্রকর (কর্কটিয়া), খরগোশ, হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতির মাংস ভোজন; নারিকেলজল পান ; সুষুণি, বেতো, জীরা প্রভৃতি শাক ; শুষ্কমূলা, পটোল, বৃহতীফল,

বেগুন; পাকা আম, খর্জ্জুর, মিষ্ট দাড়িম প্রভৃতি ফল ভোজন করিবে এবং যে সকল দ্রব্যের আদিতে ক-বর্ণ আছে এরূপ দ্রব্য (কপোত কপোতাদি) ও আনূপ মাংস পরিত্যাগ করিবে।

উশীরাসবঃ।

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মীরং নীলমুৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকং লোধ্রো মঞ্জিষ্ঠা ধন্বযাসকম্॥
পাঠা কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোড়ুম্বরং শঠী।
পর্পটঃ পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকঃ॥
জম্বুঃ শাল্মলিনির্য্যাসঃ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে।
উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।
পাণ্ডুকুষ্ঠপ্রমেহার্শঃ-ক্রিমিশোথহরস্তথা॥

বেণার মূল, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শঠী, ক্ষেতপাপড়া, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, পটোল-পত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল, মোচরস প্রত্যেক এক পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥ সের, মধু /৬। সের, জল ১২৮ সের। এই সমুদয় একত্র আবৃতপাত্র মধ্যে ১ মাস রাখিবে। ঐ পাত্র প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচ-চূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্রিমি প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ঘৃততৈলপ্রয়োগঃ।

বাসাঘৃতম্।

বাসাং সশাখাং সফলাং সমূলাং
কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতং তৎ
সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্॥
শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য ককুভস্য চ।
কল্কাঢাত্বাং পুষ্পকল্কং প্রস্থে পলচতুষ্টয়ম্॥

বাসকের শাখা ফল ও মূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকপুষ্প ৪ পল। ঘৃত /৪ সের। পাকান্তে শীতল হইলে মধু ৮ পল মিলিত করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা।
সিতা শীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকে॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বু স্বজার্ক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্॥
তৎপানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে।
কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেৎ তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥
চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে তু পূরয়েৎ তেন চক্ষুষী।
মেঢ্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু তদ্বিতম্।
রোমকূপপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥
(তণ্ডুলোদকচ্ছাগদুগ্ধয়োঃ প্রত্যেকং চাতুর্গুণ্যাং, রক্তশালিতণ্ডুল শ ৪, জল শ ১৬ সংমর্দ্দ্য বস্ত্রপূতং গ্রাহ্যম্।)

দাদখানি চাউল /৪ সের, ১৬ সের জলে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল লইবে। ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—দূর্ব্বাদল, সুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা চক্ষু পূরণ, মেঢ্র ও গুহ্য দ্বার দিয়া রক্তস্রাবে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গাত্রে মর্দ্দন ব্যবস্থেয়।

সপ্তপ্রস্থঘৃতম্।

শতাবরীপয়োদ্রাক্ষা-বিদারীক্ষ্বামলৈ রসৈঃ।
সর্পিষা সহ সংযুক্তৈঃ সপ্তপ্রস্থং পচেদ্ ঘৃতম্।

শর্করাপাদসংযুক্তং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।
উরঃক্ষতে পিত্তশূলে চোঙ্কবাতেঽপ্যসৃগদরে।
বল্যমোজস্করং বৃষ্যং ক্ষয়হৃদ্রোগনাশনম্॥

শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদিগের রস প্রত্যেক ১ প্রস্থ করিয়া ৬ প্রস্থ; ঘৃত ১ প্রস্থ। যথাবিধি পাক করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ শর্করা মিশ্রিত করিয়া ।॰ সিকি তোলা হইতে ॥॰ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বল শুক্র ও ওজ বৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাদ্যং তৈলম্।

হ্রীবেরং নলদং লোধ্রং পদ্মকেশরপত্রকম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তা তথা শঠী।
চন্দনঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
ত্রিফলা শৃঙ্গবেরঞ্চ ভূতবাসত্বচস্তথা॥
আম্রাস্থিজম্বুসারাস্থি মূলং রক্তোৎপলস্য চ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।
রক্তপিত্তঞ্চ ত্রিবিধং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি তথা শ্বাসমুরঃক্ষতম্।
হ্রীবেরাদ্যমিদং তৈলং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আঁমের আঁটি, জামের আঁটি, রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দনে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

রক্তপিত্তে পথ্যানি।

অধোগতে চ্ছর্দ্দনমূর্দ্ধনির্গমে
বিরেচনং স্যাদুভয়ত্র লঙ্ঘনম্।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিকোদ্রব-
প্রিয়ঙ্গুনীবারযবপ্রসাতিকাঃ॥
মুদ্গা মসূরাশ্চণকাস্তুবর্য্যো
মুকুষ্ঠকাশ্চিঙ্গটবর্হিমৎস্যাঃ।
শশঃ কপোতো হরিণৈণলাব-
শরারিপারাবতবর্ত্তকাশ্চ॥
বকা উরভ্রাশ্চ সকালপুচ্ছাঃ
কপিঞ্জলাশ্চাপি কষায়বর্গঃ।
গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ
ঘৃতং মহিষ্যাঃ পনসং পিয়ালম্॥
রম্ভাফলং কণ্টতণ্ডুলীয়-
পটোলবেত্রাগ্রমহাদ্রকাণি।
পুরাণকুষ্মাণ্ডফলঞ্চ পক্ব-
তালানি তর্ব্বীজজলানি বাসা॥
স্বাদূনি বিম্বানি চ দাড়িমানি
খর্জ্জুরধাত্রীমিষিনারিকেলম্।
কশেরুশৃঙ্গাটিমরুক্ষরাণি
কপিত্থশালূকপরূষকাণি॥
ভূনিম্বশাকং পিচুমর্দ্দপত্রং
তুম্বী কলিঙ্গানি চ লাজশক্তুঃ।
দ্রাক্ষা সিতা মাক্ষিকমৈক্ষবঞ্চ
শীতোদকঞ্চৌদ্ভিদবারি চাপি॥
সেকোঽবগাহঃ শতধৌতসর্পি-
রভ্যঙ্গযোগঃ শিশিরপ্রদেহঃ।
হিমানিলশ্চন্দনমিন্দুপাদাঃ
কথা বিচিত্রাশ্চ মনোঽনুকূলাঃ॥
ধারাগৃহং ভূমিগৃহং সুশীতং
বৈদূর্য্যমুক্তামণিধারণঞ্চ।
রক্তোৎপলাম্ভোরুহপত্রশয্যা
ক্ষৌমাম্বরক্ষোপবনং সুশীতম্॥
প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানা-
মালিঙ্গনঞ্চাপি বরাঙ্গনানাম্।
পদ্মাকরাণাং সরিতাং হ্রদানাং
চন্দ্রোদয়ানাং হিমবদ্দরীণাম্॥
সুশীতলানাং গিরিনির্ঝরাণাং
শ্রুতিঃ প্রশস্তানি চ কীর্ত্তিতানি।
প্রকৃষ্টনীরং হিমবালুকা চ
মিত্রং নৃণাং শোণিতপিত্তরোগে॥

অধোগামি-রক্তপিত্তে বমন, ঊর্দ্ধগামি-রক্তপিত্তে বিরেচন, ঊর্দ্ধাধ উভয় দিগ্‌গামি-রক্তপিত্তে লঙ্ঘন, পুরাতন ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, কোদধান্য, কাঙ্গনিধান্য, উড়ীধান্য, যব, লাল উড়ীধান্য, অড়হর, বনমুগ, চিঙ্গড়িমাছ, মুগ, মসূর, ছোলা, বানি মাছ, শশক, ঘুঘু, হরিণ, এণ, লাবপাখী, পায়রা, শরারিপাখী, বক ও ভারই পাখির মাংস, মেষ, কালপুচ্ছ, কপিঞ্জল পাখী, কষায়বর্গ, গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, কাঁটাল, পিয়াল ফল, রম্ভাফল (কদলী), কাঁচড়া শাক, নটে শাক, পটোল, বেত্রাগ্র, বন আদা, পুরাণ কুমড়া, পাকা তাল, কচি তালের শাঁস ও জল, বাসক, মধুর রস, তেলাকুচা, দাড়িম, খর্জ্জুর, আমলকী, মৌরী, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, ভল্লাতক, কয়েতবেল, কুমুদাদির মূল, ফল্‌সা ফল, চিরতা, নিম্বপত্র, লাউ, ইন্দ্রযব, গৈএর ছাতু, কিস্‌মিস্‌, চিনি, মধু, ইক্ষুরস, শীতল জল, ঔদ্ভিদ জল, পরিষেচন, অবগাহন, স্নান, শতধৌত-ঘৃত, তৈল মর্দ্দন, শীতল প্রলেপন, শীতল বায়ু, রক্তচন্দন, জ্যোৎস্না, মনের স্বাস্থ্যজনক বাক্য, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), শীতল ভূমিগৃহ, বৈদূর্য্যমণি, মুক্তা ধারণ, কদলীপত্রে এবং পদ্ম-কুমুদাদির পত্রে শয়ন, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, শীতল উদ্যানে বাস, প্রিয়ঙ্গু-চন্দন-ভূষিতা কামিনীগণের সহিত আলিঙ্গন, পদ্মপুষ্পযুক্ত নদী এবং হ্রদ (অকৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়) ও চন্দ্রোদয় কালীন হিমশীকর-সংযুক্ত শীতল পবন, নির্ঝরের জল, সুশ্রাব্য গীত বাদ্য, উৎকৃষ্ট জল ও কর্পূর এই সমস্ত রক্তপিত্তরোগির সুপথ্য।

রক্তপিত্তেঽপথ্যানি।

ব্যায়ামাধ্বনিষেবণং রবিকরস্তীক্ষ্ণানি কর্ম্মাণি চ
ক্ষোভো বেগবিধারণং চপলতা হস্ত্যশ্বযানানি চ।
স্বেদাস্রস্রুতিধূমপানসুরতক্রোধাঃ কুলত্থো গুড়ো
বার্ত্তাকুস্তিলমাষসর্ষপদধিক্ষারাণি কৌপং পয়ঃ॥
তাম্বূলং মদ্যলশুনং শিম্বী বিরুদ্ধাশনং
কট্বম্লং লবণং বিদাহি চ গণস্ত্যাজ্যোঽস্রপিত্তে নৃণাম্।

ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, রৌদ্র সেবন, তীক্ষ্ণ-ক্রিয়া, ক্ষোভ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চঞ্চলতা, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, স্বেদ, ধূম-পান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্রোধ, কুলথকলায়, গুড়, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সর্ষপ, দধি, ক্ষারদ্রব্য, কৌপ জল, তাম্বুল ভক্ষণ, মদ্য, রশুন, শিম, বিরুদ্ধ ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণ-রসযুক্ত দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, রক্তপিত্তরোগে এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ॥

অথ রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণনিদানম্।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ ॥
কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ ॥

বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ, মৈথুন ও উপবাসাদি ধাতুক্ষয়কারক কর্ম্ম, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি মহাসাহসের কার্য্য ও বিষমাশন (অল্প, অধিক বা অকালে ভোজন) এই চারি প্রকার হেতু হইতে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। তন্ত্রান্তরে যক্ষ্মরোগের বহুসংখ্যক হেতু উক্ত আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ই এই কারণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত জানিবে।

কফ প্রধান-বাতাদিদোষত্রয় দ্বারা রস-বাহিনী নাড়ী সকল রুদ্ধ হইলে, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ রসই সকল ধাতুর পোষক, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়াতে পোষকাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্ষয়কে অনুলোম ক্ষয় কহে। আর অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রধাতু ক্ষীণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থাৎ শুক্রক্ষয় হইলে বায়ুপ্রকোপ-হেতু তৎপূর্ব্বধাতু মজ্জা ক্ষয় এবং মজ্জক্ষয়ে, বায়ুর অতি কোপ হেতু তৎপূর্ব্ব ধাতু অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিলোমভাবে মেদ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্ষয়কে বিলোম ক্ষয় কহে। ধাতু-ক্ষয় হওয়াতে মনুষ্যও শুষ্ক হইয়া যায়।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ ॥
স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ ॥

স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তে পদে সন্তাপ এবং সর্ব্বগত জ্বর এই তিনটী রাজযক্ষ্মার লক্ষণ।

যক্ষ্মরোগে বাতাধিক্য থাকিলে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ ও শূলবদ্‌বেদনা; পিত্তাধিক্য থাকিলে জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন এবং কফাধিক্য থাকিলে মস্তকের পরিপূর্ণতা (মাথাভার), অরুচি, কাস, কণ্ঠের উদ্ধ্বংস (গলা সুড়্‌সুড়্ করা, কার্ত্তিকের মতে উৎকাসিকা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা।

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎ কৃতং স্যাদ্বিষোপমম্ ॥
শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবিতম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী ॥

বাতাদি বহু দোষে আক্রান্ত যক্ষ্মরোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে প্রথমে বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করান যাইতে পারে, কিন্তু রোগী ক্ষীণ-দেহ হইলে, উহা বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক হইয়া থাকে। যে হেতু মনুষ্যের বল শুক্রায়ত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত, অতএব শুক্র ও মল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্ ॥

যদিও যক্ষ্মরোগে বমন বিরেচন নিষিদ্ধ, তথাপি দোষের আধিক্য থাকিলে অর্থাৎ শ্লেষ্মার প্রাবল্য অধিক হইলে বমন এবং পিত্তের প্রকোপ অধিক হইলে বিরেচনও

করান যাইতে পারে। কিন্তু রোগিকে অগ্রে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া অল্পস্নেহযুক্ত মৃদু বমন ও বিরেচন এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন তাহার শরীর ক্ষীণ না হয়।

শালিষষ্টিকগোধূম-যবমুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষি-মৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্ ॥
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ ॥

এক বৎসরের পুরাতন শালিধান্য, ষাটি-ধান্য, গোধূম ও যব, মুদ্গ প্রভৃতির দাউল এবং মদ্য ও জাঙ্গল পশু-পক্ষির মাংস, যক্ষ্মরোগির পথ্য। রোগির বলমাংস ক্ষীণ হইলে মাংসভোজি-পশুপক্ষির মাংস আহার করা বিধেয়; কারণ উহা বিশেষরূপ মাংসবর্দ্ধক।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজরসং পিবেৎ ॥
তেন ষড়্ বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ।
দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতোঽষ্টগুণং জলম্।
পাদস্থং সংস্কৃতঞ্চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে ॥

(যবশ্চ পলমিতঃ কুলত্থশ্চ। ছাগমাংসং পলচতুষ্টয়ং, জলমষ্টচত্বারিংশৎপলং, অবশিষ্টং দ্বাদশপলম্। ততঃ পলমিতে ঘৃতে সংস্করণীয়ম্। তত্র কর্ষমিতং সৈন্ধবং দেয়ম্, সৌরভার্থং হিঙ্গু দেয়ম্। পিপ্পলীনাগরঞ্চ পৃথক্ মাষমিতং কল্কীকৃত্য দেয়ম্। (বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু—পিপ্পলী-শুণ্ঠ্যোঃ প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং, যবকুলত্থয়োস্তু প্রত্যেকং কর্ষঃ, দাড়িমামলকয়োরপি প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যম্। সমুদিতদ্রব্যাপেক্ষয়া মাংসং দ্বিগুণং গ্রাহ্যং, সর্ব্বমেকীকৃত্য অষ্টগুণজলে ক্বথনীয়ং, তৎপাদস্থং ঘৃতেন সংস্কৃত্য উপযোজ্যমিত্যাহুঃ। চক্র-টী)

যব ১ পল, কুলত্থ কলাই ১ পল, ছাগমাংস ৪ পল, জল ৪৮ পল। একত্র সিদ্ধ করিয়া ১২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে ১ পল ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহাতে ঐ রস সন্তলন করিবে এবং সৈন্ধব ২ তোলা, সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্গু, পেষিত পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এক এক মাষা দিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে এবং অম্লরস করিবার জন্য উহাতে দাড়িম ও আমলকীর কিছু রস দিবে। ইহার নাম ষড়ঙ্গ যূষ। এই যূষ সেবনে যক্ষ্মরোগির পীনসাদি ছয় প্রকার বিকার উপশমিত হয়।

পারাবতকপিচ্ছাগ-কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্ ॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগ-দুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয় রোগ নিবারণ হয়।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন, যক্ষ্মরোগির পক্ষে বিশেষ হিতকর।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে ॥

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসম ভাগে ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া দুগ্ধপান করিলে যক্ষ্মজনিত কৃশতা দূর হইয়া শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ঘৃতকুসুমসারলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্।
দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব ॥

গোরক্ষ চাকুলের মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে আর দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ ॥

মস্তকের পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, শুল্ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেত-চন্দন একত্র বাটিয়া ঘৃত-সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া বেদনা-স্থানে প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনা প্রশমিত হয়।

বলা রাস্না তিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্।
পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্ ॥
বীরা বলা বিদারী চ কৃষ্ণগন্ধি পুনর্নবা।
শতাবরী পয়স্যা চ কত্তৃণং মধুকং ঘৃতম্ ॥
চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শস্তাঃ সংবৃদ্ধদোষাণাং শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥

বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; অথবা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেত

চন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা; অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাটিয়া অল্প উষ্ণ করত প্রলেপ দিলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধ দেশের বেদনা নিবারিত হয়।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্।
বিশল্যকরণীক্কাথঃ কুক্কুরদ্রুদ্রবস্তথা॥

আল্তার জল ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা, অথবা আয়াপানের ক্বাথ কিংবা কুক্শিমার রস পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

অথ ব্যবায়াদিহেতুকশোষ-নিদানম্।

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্য-ব্যায়ামাধ্বপ্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥
ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥
প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
জরাশোষী কৃশো মন্দ-বীর্য্যবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ॥
কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্ন-কাংস্যপাত্রহতস্বরঃ।
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ॥
সংপ্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করূক্ষমলচ্ছবিঃ॥
অধ্বশোষী চ স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।
প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ।
ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ॥
লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা।
রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ॥

ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সপ্ত কারণে সপ্ত প্রকার শোষ রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ব্যবায় দ্বারা যে শোষ রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। ব্যবায় শোষরোগী, শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে অর্থাৎ লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য ও বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের অল্প ক্ষরণ এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়; এবং শুক্রক্ষয় হেতু বায়ু-প্রকোপে তাহার অস্থি মজ্জা প্রভৃতি ধাতু সকল বিলোমভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজনিতশোষরোগী প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তচ্চিন্তারত ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয়-লক্ষণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ব্যবায়শোষের যাবতীয় উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে।

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু যে শোষ হয়, তাহাকে জরাশোষ কহে। ইহাতে শরীরের কৃশতা, বীর্য্য বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্প, অরুচি, ভগ্ন-কাংস্য-পাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মহীন শুষ্ক কাস, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব, শুষ্কমল ও রুক্ষদেহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধিক পথপর্য্যটন করাতে যে শোষরোগ হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। এই রোগে অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজা-দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, অবয়ব সকল স্পর্শশক্তি-বিহীন এবং ক্লোম, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামজনিত শোষ রোগে, শিথিলাঙ্গতাদি অধ্বশোষলক্ষণসমূহ বাহুল্যভাবে লক্ষিত হয় এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

কোন বিশেষ ক্ষত নিবন্ধন রক্তস্রাব, বেদনা ও আহার-যন্ত্রণা হেতু যে শোষ হয়; তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই শোষ অসাধ্যতম।

ব্যবায়শোথ-চিকিৎসা।

ব্যবায়শোষিণং ক্ষীর-রসমাংসাজ্যভোজনৈঃ।
স্বকুলৈর্মধুরৈর্হৃদ্যৈর্জীবনীয়ৈরুপাচরেৎ॥

ব্যবায়-শোষ-পীড়িত রোগিকে দুগ্ধ, মাংসের যূষ, মাংস ও ঘৃত পথ্য এবং তদীয় হিতকর মধুর হৃদ্য ও জীবনীয় ঔষধ প্রদান করিবে।

শোকশোষ-চিকিৎসা।

হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মধুরশীতলৈঃ।
দীপনৈর্লঘুভিশ্চান্নৈঃ শোকশোষমুপাচরেৎ॥

শোকজনিত শোষ রোগে হর্ষোৎপাদন, আশ্বাস প্রদান, দুগ্ধ পান এবং স্নিগ্ধ মধুর শীতল অগ্নিদীপক ও লঘু অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামশোষ-চিকিৎসা।

ব্যায়ামশোষিণং স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ।
উপাচরেজ্জীবনীয়ৈর্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেণ তু॥

ব্যায়াম-জনিত শোষে ক্ষতক্ষয়-হিতকর স্নিগ্ধ-শীতল জীবনীয় গণ দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অধ্বশোষ-চিকিৎসা।

আস্থাসুখৈর্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈর্মধুরবৃংহণৈঃ।
অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষমুপাচরেৎ॥

সুখোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল মধুর বৃংহণ অন্ন ও মাংসযূষ অধ্বশোষে হিতকর।

ব্রণশোথ-চিকিৎসা।

ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈর্দীপনৈঃ স্বাদুশীতলৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্বা যূষৈর্মাংসরসাদিভিঃ॥

স্নিগ্ধ অগ্নিদীপক স্বাদু ও শীতল আহার অথবা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরস প্রদান করিয়া ব্রণশোষের চিকিৎসা করিবে।

অথোরঃক্ষত-নিদানম্।

ধনুষায়স্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্।
যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ॥
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্॥
অধীয়ানস্য বাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদীর্বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাতিপ্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা॥
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্যতে।
স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।
প্রপীড্যতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে॥
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে।
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদাগ্নিবধাবপি॥
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে।
স ক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ॥

সতত জ্যারোপণ ধনুরাকর্ষণ ও গুরু-ভারবহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতি উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান বৃষ অশ্ব বা গজোষ্ট্রাদি দমনার্হ পশুকে বলপূর্ব্বক বিধারণ, শিলা (দীর্ঘ প্রস্তর)-খণ্ড কাষ্ঠ বা নির্ঘাত নামক অস্ত্রবিশেষের সবলে নিক্ষেপ, শত্রু-তাড়ন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে বা বহুদূর গমন, সন্তরণ দ্বারা বড় বড় নদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত ধাবন, দূর-লম্ফন ও শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল কারণে এবং এই প্রকার অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে, বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম ও রুক্ষাল্পভোজন করিলে বায়ু কুপিত হওয়ায় উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা-

বিভক্তবৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়। ক্রমে বীর্য্য বল বর্ণ রুচি ও অগ্নির হীনতা, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিলোপ হইতে থাকে। কাসের সহিত পচাদুর্গন্ধ, শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল, সরক্ত কফ নিরন্তর বহু পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত হেতু বিশেষতঃ স্ত্রী-সেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃক্ষয়বশতঃ উরঃক্ষত-রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

অথোরঃক্ষত-চিকিৎসা।

উরো মত্বা ক্ষতং লাক্ষাং পয়সা মধুসংযুতাম্।
সদ্য এব পিবেজ্জীর্ণে পয়সাদ্যাৎ সশর্করম্॥

উরঃক্ষত হইয়াছে জানিতে পারিলে দুগ্ধ ও মধুর সহিত লাক্ষাচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

বলাদি চূর্ণম্।

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা।
পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্নবা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ অথবা ইহার কোন দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে, দুগ্ধের সহিত নিত্য সেবন করিলে উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত হয়।

জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্ষয়িণাং জ্বরদাহেষু স সর্ব্বোঽপি প্রশস্যতে॥

পূর্ব্বে জ্বরের যে সমস্ত শমনীয় ক্রিয়াবিধি উক্ত হইয়াছে, যক্ষ্মরোগির জ্বর-দাহেও সেই সমস্ত বিধি প্রশস্ত।

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ॥

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তদ্রোগোক্ত ব্যবস্থানুসারে করিবে। ঐ রোগ সকল প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ শোষ-চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গককোলমুশীরচন্দনং
নতং সনীলোৎপলকৃষ্ণজীরকম্।
জলং সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং
কণা সবিশ্বা নলদং সহৈলয়া॥
তুষারজাতীফলবংশলোচনা-
সিতার্দ্ধভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষজিৎ॥
উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং
সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসারমুরঃক্ষতং নৃণাং
প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্॥

লবঙ্গ, কাঁক্লা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, কৃষ্ণজীরা, বালা, পিপ্পলী, অগুরু, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী, এলাচ, কর্পূর, জায়ফল ও বংশলোচন, প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ, চিনি ৯।০ ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণ্যাদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, তৃপ্তিকর, অগ্নির দীপক, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য-চূর্ণম্।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাশ্বগন্ধা-নাগবলা পুষ্করাভয়াচ্ছিন্নরুহাঃ।
তালীশাদিসমেতা লেহ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং যক্ষ্মহরাঃ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ চাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ ও তালীশাদি (তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও চিনি) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মা রোগ উপশমিত হয়। (মাত্রা—/০ হইতে ।০ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য।)

ত্রিকট্বাদি চূর্ণম্।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জ্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতৈরেতৈঃ সমং তীক্ষ্ণং মৃতং ভবেৎ॥
সংচূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রে নিত্যং যঃ সেবতে নরঃ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং মেহং পাণ্ডুরোগং ভগন্দরম্।
জ্বরং মন্দানলং শোথং সংমোহং গ্রহণীং জয়েৎ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগ, সর্ব্বসমষ্টিসম (৯ ভাগ) লৌহচূর্ণ মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া নিত্য সেবন করিবে। তাহাতে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস, জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইবে।

এলাদি চূর্ণম্।

এলা পত্রং নাগপুষ্পং লবঙ্গং
ভাগীস্ত্বেষাং দ্বৌ চ খর্জ্জুরকস্য।
দ্রাক্ষাযষ্টীশর্করাপিপ্পলীনাং
চত্বারস্তৎ ক্ষৌদ্রযুক্তং ক্ষয়ে স্যাৎ॥

এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ প্রত্যেকে এক এক ভাগ; পিণ্ড খর্জ্জুর দুই ভাগ; দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, চিনি ও পিপুল প্রত্যেকে চারি ভাগ এই সমুদয়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ক্ষয় রোগে প্রয়োগ করিবে।

জাতীফলাদি চূর্ণম্।

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তিলাঃ।
তালীশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গং কোপকুঞ্চিকা॥
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী ত্বগা।
এষামক্ষসমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতকসংহিতান্॥
পলানি সপ্ত ভঙ্গায়াঃ সিতা সর্ব্বসমা তথা।
এতচ্চূর্ণং জয়েৎ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসমরোচকম্॥
গ্রহণীমতীসারঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং সপীনসম্।
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ প্রতিশ্যায়াংশ্চ দুঃসহান্॥

জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামুল, তগরপাদুকা (অভাবে সিউলী ছোপ, কেহ কেহ বলেন তগর অভাবে পাতাড়ী), কৃষ্ণতিল, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, চিনি সর্ব্ব চূর্ণের সমান। সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ মাষা।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্।

(হৃদয়দাহে)

কর্পূরচোচককোল-জাতীফলদলাঃ সমাঃ।
লবঙ্গমাংসীমরিচ-কৃষ্ণাশুণ্ঠ্যো বিবর্দ্ধিতাঃ॥
চূর্ণং সিতাসমং হৃদ্যং সদাহক্ষয়কাসজিৎ।
বৈস্বর্য্যপীনসশ্বাস-ছর্দ্দিকণ্ঠাময়াপহম্।
প্রযুক্তঞ্চান্নপানৈর্বা ভেষজদ্বেষিণাং হিতম্॥

কর্পূর, দারুচিনি, কাঁকলা, জায়ফল ও জয়িত্রী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং লবঙ্গ চূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী চূর্ণ ৩ ভাগ, মরিচ চূর্ণ ৪ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৫ ভাগ ও শুঠচূর্ণ ৬ ভাগ; সর্ব্বচূর্ণ-সমান চিনি। একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ সেবনে দাহ, ক্ষয়, কাস, স্বরভঙ্গ, পীনস, শ্বাস, বমি ও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ঔষধদ্বেষী-রোগির অন্ন পানের সহিত এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ককুভত্বঙ্নাগবলা-বানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি।
পক্বং ঘৃতমধুযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্॥

অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও আলকুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, চিনি ৯ পল, দুগ্ধ /২ সের; এই সমস্ত যথানিয়মে পাক করিয়া তাহা ৪ তোলা ঘৃতে সন্তলন করিয়া লইবে। সুশীতল হইলে মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। তদ্দ্বারা যক্ষ্মাদি কাস রোগ প্রশমিত হইবে।

অশ্বগন্ধাদ্যঃ ক্বাথঃ।

অশ্বগন্ধামৃতাভীরু-দশমূলীবলাবৃষাঃ।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ॥

অসমাসনির্দ্দেশাদিহ পুষ্করাতিবিষয়োঃ প্রক্ষেপ্যত্ব-মিতি বৃন্দটিপ্পনী।

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, কুড়, আতইচ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের যূষ। (কেহ বলেন—পুষ্করমূল ও আতইচ ক্বাথকালে প্রদান না করিয়া তাহাদের চূর্ণ-প্রক্ষেপ দিবে।)

ত্রয়োদশাঙ্গঃ।

ধন্যাকপিপ্পলীবিশ্ব-দশমূলীজলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূলজ্বরশ্বাস-পীনসাদিনিবৃত্তয়ে॥

যক্ষ্মরোগে (বাতশ্লৈষ্মিকে) পার্শ্বশূল জ্বর শ্বাস ও পীনসাদি উপদ্রব থাকিলে, ধনে, পিপুল, শুঁঠ ও দশমূল, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে, তাহাতে উক্ত উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইবে।

কৃষ্ণাদ্রাক্ষাসিতালেহঃ ক্ষয়হা ক্ষৌদ্রতৈলবান্।
মধুসর্পির্যুতো বাশ্বগন্ধা কৃষ্ণাসিতোদ্ভবঃ॥

পিপুল দ্রাক্ষা ও চিনি এই দ্রব্যত্রয়, মধু ও তৈলের সহিত অথবা অশ্বগন্ধা, পিপুল ও চিনি, এইগুলি মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে উপকার দর্শে।

সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্য-
চ্চব্যাবিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ।
মাংসাদমাংসৈর্ব্বা ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং
শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতম্॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চৈ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সমান সমান চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা মাংসভোজী পশু-পক্ষির মাংসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পিপুলের গুঁড়া ও মধু দিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়জনিত ক্ষীণতা নিবারিত হইয়া শীঘ্র বল বৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

সিতোপলাদিলেহঃ।

সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলা ত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥

গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ; একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা ঐ চূর্ণ (ছাগদুগ্ধের সহিত) সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥

বাসকের রস /৪ সের, অভাবে বাসকছাল /২ সের, কাথার্থ—জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি /১সের ও ঘৃত এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ হইলে পিপুল-চূর্ণ এক পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিঞ্চ কট্‌ফলং মুস্তকং শঠী।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা [illegible]॥

কটুক্লা শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্॥
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধু পলাষ্টকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলঞ্চ বমিঞ্চৈবারুচিজ্বরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্বাসাবলেহকঃ॥

বাসক-মূলের ছাল ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২৷৷৹ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুঁড়ি, চৈ, বংশলোচন, কটুকী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। শৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা (১ তোলা হইতে ২ তোলা) ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, শূল, জ্বর, বমি ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

(বসার্ণবস্য)

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্বাসকস্য চ।
ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশচ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা॥
মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কণাচূর্ণং চতুঃপলম্।
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
মুরামাংসীমুণ্ডীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্।
ত্বগ্ ভার্গী বালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
প্রক্ষচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লেহীভূতে বিনিক্ষিপেৎ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ॥
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলমস্রপিত্তং বমিং তথা।
বৃহদ্বাসাবলেহোহয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসক-মূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২৫ পল, পাকার্থ জল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে /২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণারমূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামুনহাটী, বালা, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত এক পোয়া দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাত্রা—২ তোলা।

অমৃতপ্রাশাবলেহঃ।

ক্ষীরে ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা ক্ষীরিণাঞ্চ তথা রসৈঃ।
পচেৎ সমৈর্ঘৃতপ্রস্থং মধুরৈঃ কর্ষসম্মিতৈঃ॥
দ্রাক্ষাদ্বিচন্দনোশীরৈঃ শর্করোৎপলপদ্মকৈঃ।
মধুককুসুমানন্তা-কাশ্মরীতৃণসংজ্ঞকৈঃ॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা।
পলার্দ্ধিকাংশ্চ সংচূর্ণ্য ত্বগেলাপদ্মকেশরান্॥
বিলীয় তত্র সংলিহ্যান্মাত্রাং নিত্যং সুযন্ত্রিতঃ।
অমৃতপ্রাশমিত্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ক্ষীরমাংসাশিনাং হন্তি রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
তৃষ্ণারুচিশ্বাসকাস-ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপ্রমর্দ্দনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরঘ্নঞ্চ বল্যং স্ত্রীরতিবর্দ্ধনম্॥

যথাবিধানে মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্মিস্, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, ইক্ষুচিনি, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, মউয়াফুল, অনন্তমূল, গাম্ভারী, কুশমূল, কেশেমূল, শরমূল, উলুমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল, প্রত্যেক ২ তোলা; গব্যদুগ্ধ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা /২ সের,

জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, ক্ষীরিবৃক্ষ সকলের ক্বাথ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, বেতস (পলাশ পিপুল) ও পাকুড় এই সকল মিলিত /২ সের; জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই সকল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পাক সিদ্ধ নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে উষ্ণাবস্থায় ইক্ষুচিনি /৬।০ সওয়া ছয় সের, গুড়ত্বক্, বড় এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা ও শীতলাবস্থায় মধু /২সের মিশাইবে। অশ্বিনীকুমার-কীর্ত্তিত এই অমৃতপ্রাশ অবলেহ উপযুক্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে ইহাতে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা রতিশক্তিবর্দ্ধক।

চ্যবনপ্রাশঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগাংস্তাঞ্চামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ।
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্ব-
মায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং
বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোমম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং
বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥
সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদু ভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রব্যং গতরসং ভবেৎ॥

বিল্বমূল ছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, কৃষ্ণাগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল; শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০ টা (অথবা ৭৸০ ছটাক)। এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলী বদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া, বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তৈলে (একত্র মিশ্রিতে) অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরি ৫০ পল, উক্ত ক্বাথজল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্ব্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা রোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোম, আয়ুর্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধের যৌবনলাভ হয়।

ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবন কালে বাতাতপাদি বর্জ্জনীয়।

দ্রাক্ষারিষ্টঃ।

দ্রাক্ষাতুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
গুড়স্য দ্বিতুলাং তত্র ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
প্রিয়ঙ্গুর্মরিচং কৃষ্ণা বিড়ঙ্গঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ॥
পৃথক্ পলোন্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সমস্ততো ঘট্টয়িত্বা পিবেজ্জাতরসং ততঃ॥
উরঃক্ষতং ক্ষয়ং হন্তি কাসশ্বাসগলাময়ান্।
দ্রাক্ষারিষ্টাহ্বয়ঃ প্রোক্তো বলকৃন্মলশোধনঃ॥

দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ ও সমুদায় আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপ ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্ট পানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত এবং মল বিশুদ্ধ হয়।

যক্ষ্মারি লৌহম্।

মধুতাপ্যবিড়ঙ্গাশ্ম-জতুলৌহঘৃতাভয়াঃ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং লেহ্যমিতি ভানুদাসঃ।)

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ। ইহা ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহন করিলে উগ্র যক্ষ্মা নিবারিত হয়।

রাস্নাদিলৌহম্।

রাস্নাশ্বগন্ধাকর্পূর-ভেকপর্ণীশিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিকটুত্রিফলামুস্তৈর্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্যৈর্বিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্।
বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ॥
(শিলা শিলজতু, মনঃশিলা ইতি কেচিৎ; গ্রন্থান্তরে অস্য যক্ষ্মান্তকলৌহ ইতি সংজ্ঞা।)

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। (ইহার অপর নাম যক্ষ্মান্তক লৌহ।) এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি-বর্দ্ধক এবং দোষনাশক।

শিলাজত্বাদি লৌহম্।

শিলাজতুমধুব্যোষ-তাপ্যলৌহরজাংসি চ।
ক্ষীরেণ লেহিতস্যাশু ক্ষয়ঃ ক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥
(শিলাজত্বাদিলৌহে মধু যষ্টিমধু, তাপ্যং স্বর্ণমাক্ষিকং, লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্।)

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র ক্ষয় নিবারিত হয়।

বিন্ধ্যবাসি-যোগঃ।

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ॥
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্॥
চূর্ণযোগ এবায়ং ঘৃতমধুনোরশ্রুতত্বাৎ, অন্যে তু লেহ এবায়ং ঘৃতমধুভ্যাং কর্ত্তব্যঃ লেহপ্রকরণবিহিতত্বাদিত্যাহুঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ। চক্র—টীকা।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে উরঃক্ষত ও কণ্ঠরোগ সকল উপশমিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, এই ঔষধে ঘৃত মধুর উল্লেখ না থাকায় ইহা এক প্রকার চূর্ণমাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা চূর্ণ নহে; বস্তুতঃ ঘৃত মধু দ্বারা কর্ত্তব্য লেহ। কারণ লেহ-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। শিবদাসের মতে শেষোক্ত মতই সমীচীন।

কনকসুন্দরো রসঃ।

রসস্য তুর্য্যভাগেণ হেমভস্ম প্রযোজয়েৎ।
মনঃশিলা গন্ধকঞ্চ তুত্থং মাক্ষিকতালকম্॥
বিষং টঙ্গণকং সর্ব্বং রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বমেকত্র প্রস্তরপাত্রে চ নির্ম্মলে॥
জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থৈঃ পাঠায়া বাসকস্য চ।
অগস্তিলাঙ্গলাগ্নীনাং স্বরসৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ভাবয়িত্বা বিশোষ্যাথ পুনশ্চার্দ্রকবারিণা।
সপ্তধা ভাবয়িত্বা চ রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য রাজযক্ষ্মপ্রশান্তয়ে।
মধুনা পিপ্পলীভির্ব্বা মরিচৈর্ব্বা ঘৃতান্বিতম্॥
সন্নিপাতে প্রদাতব্যমার্দ্রকস্য রসেন বৈ।
জয়পালরজোভির্ব্বা গুল্মিনে শূলরোগিণে॥
অম্লবর্জ্জং চরেৎ পথ্যং বল্যং হৃদ্যং রসায়নম্।
বর্জ্জয়েল্লবণং হিঙ্গু তক্রং দধি বিদাহি যৎ॥

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, মাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য পারদের সমান প্রদান করিবে। জয়ন্তী, ভীমরাজ, আকনাদি, বাসক, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও চিতার রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া বিশুষ্ক করত পুনর্ব্বার আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মধু ও পিপুলচূর্ণ কিংবা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত ২ বা ৩ রতি পরিমিত বটিকা রাজযক্ষ্মরোগে প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতগ্রস্ত রোগিকে আদার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। শূল ও গুল্মরোগে জয়পাল চূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে অম্ল, লবণ, হিং, ঘোল, দধি এবং বিদাহী দ্রব্য সকল ত্যাগ করিয়া বলকারক হৃদ্য ও রসায়ন পথ্য সেবন করিবে।

বৃহচ্চন্দ্রামৃতো রসঃ।০

রসগন্ধকয়োগ্রাহ্যং কর্ষমেকং সুশোধিতম্।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ॥
কর্পূরং শাণকং দদ্যাৎ স্বর্ণং তোলকসম্মিতম্।
তাম্রঞ্চ তোলকং দদ্যাদ্ বিশুদ্ধং মারিতং ভিষক্॥
লৌহং কর্ষং ক্ষিপেৎ তত্র বৃদ্ধদারকজীরকম্।
বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরকঞ্চ বলা তথা॥
মর্কট্যাতিবলা চৈব জাতীকোষফলে তথা।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জরসং তথা।
শাণভাগং সমাদায় চৈকীকৃত্য প্রযত্নতঃ॥
মধুনা মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্।
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ।
ভক্ষয়েদ্বটিকামেকাং পিপ্পলীমধুনা সহ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা (মতান্তরে ২ তোলা), কর্পূর অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বীজতাড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া বীজ, বেড়েলা মূল, আলকুশীর বীজ, গোরক্ষ চাকুলে, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধুনা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য মধু সহ মর্দ্দন করিবে। পরে ৪ রতি প্রমাণ বটী করিয়া পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

ক্ষয়কেশরী

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জ্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতৈস্তুল্যং লৌহপারদসিন্দুরম্॥
ছাগীদুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪॥০ তোলা, রসসিন্দুর ৪॥০ তোলা; ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্ষয়কেশরী।

(মতান্তরে)

মৃতমভ্রং মৃতং সূতং মৃতং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
মৃতং নাগঞ্চ কাংস্যঞ্চ মণ্ডুরং বিমলং মৃতম্।

বঙ্গং খর্পরকং তালং শঙ্খটঙ্গণমাক্ষিকম্।
বৈক্রান্তং কান্তলৌহঞ্চ স্বর্ণং বিদ্রুমমৌক্তিকম্।
বরাটং মণিরাগঞ্চ রাজপট্টঞ্চ গন্ধকম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য খল্লমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
মর্দ্দয়েৎ ত্বগ্নিভানুভ্যাং প্রপুটেৎ ত্রিদিনং লঘু।
ভাবয়েৎ পুটয়েদেভির্বারাংস্ত্রীংশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
মাতুলুঙ্গবরাবহ্নি-স্বম্লবেতসমার্কবৈঃ।
হয়মারার্দ্রকরসৈঃ পাচিতো লঘুবহ্নিনা॥
বাতপিত্তকফোৎক্লেশান্ জ্বরান্ সংমর্দ্দিতানপি।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গমারুতান্॥
সেবিতশ্চ সিতাযুক্তো মাগধীরজসা যুতঃ।
মধুকার্দ্রকসংযুক্তস্তদ্ব্যাধিহরণৌষধৈঃ॥
সেবিতো হন্তি রোগিণাং ব্যাধিবারণকেশরী।
ক্ষয়মেকাদশবিধং শোষং পাণ্ডুং ক্রিমিং জয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং মেহমেদোমহোদরম্।
অশ্মরীং শর্করাং শূলং প্লীহগুল্মং হলীমকম্।
সর্ব্বব্যাধিহরো বল্যো বৃষ্যো মেধ্যো রসায়নঃ॥

জারিত অভ্র, রসসিন্দুর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কাংস্য, মণ্ডুর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ, সোহাগা, মাক্ষিক, স্বর্ণভস্ম, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, কান্তপাষাণ (অভাবে হরিতাল) ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন করত চিতা এবং আকন্দরসে ভাবনা দিয়া তিন দিন মৃদু অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। অনন্তর পুট হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার চিতা ও আকন্দের রসে ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এইরূপ তিন বার করিতে হয়। পরে টাবালেবু (ছোলঙ্গ লেবু), ত্রিফলা, চিতা, অম্লবেতস, ভীমরাজ, করবীর ও আদা প্রত্যেকের রসে তিনবার পৃথক্ করিয়া ভাবনা দিবে। অনুপান—চিনি, পিপুল, মধু ও আদার রস। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত, কফরোগ, জ্বর, সন্নিপাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ও একাঙ্গ বাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। এই ক্ষয়কেশরী একাদশ প্রকার ক্ষয়, শোষ, পাণ্ডু, ক্রিমি, কাস, পাঁচ প্রকার শ্বাস, মেহ, মেদ, উদর, অশ্মরী, শূল, প্লীহা, গুল্ম এবং হলীমক প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট করে। ইহা বলকারক, রোগনাশক, বৃষ্য, মেধ্য ও রসায়ন।

চূড়ামণিরসঃ।

দ্বিনিষ্কং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং হেম জারিতম্।
নিষ্কদ্বয়ং গন্ধকঞ্চ মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রবৈঃ॥
কুমারিকাদ্রবৈর্যামং ছাগদুগ্ধৈস্ত্রিযামকম্।
মুক্তাবিদ্রুমবঙ্গানাং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ॥
গোলকং পূরয়েদ্ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
মধুনা ক্ষয়রোগঘ্নং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।
অজাঘৃতঞ্চানুপিবেচ্ছর্করামধুসংযুতম্॥

রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটীকে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা মধুতে মাড়িয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগ শান্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনি ও মধু সহ ছাগীঘৃত অনুপান করিবে।

মৃগাঙ্কো রসঃ।

শুদ্ধসূতেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু টঙ্গণম্॥
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন চ পেষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য মরিচৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ॥
পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাথ মধুনা লেহয়েদ্ বুধঃ।
পথ্যং স্থূলখমাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ॥
দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্বৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ॥
এলাজাতীমরীচৈস্তু সংস্কৃতৈরবিদাহিভিঃ।
বৃন্তাকং তৈলবিল্বাদি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তা-ভস্ম ½ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ মাষা এই সমুদায় কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। পশ্চাৎ উহা শুষ্ক করিয়া মুষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা—৩ রতি। ১০টী মরিচ বা ১০টী পিপুলের সহিত, মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। লঘু মাংসের যূষ, ছাগদধি, গব্য-তক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি যক্ষ্মরোগির পথ্য। খাদ্য সকল এলাচ, জৈত্রী, মরিচ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধীকৃত করিয়া লইবে। অধিক ক্ষারদ্রব্য, হিং, বেগুণ, তৈল, বিল্ব ও করোলা প্রভৃতি দ্রব্য পরিত্যাজ্য। স্ত্রীসম্পর্ক ও ক্রোধাদি একবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

মহামৃগাঙ্কো রসঃ।

নিরুত্থভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্।
দ্বিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্॥
মৃততাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং তারভস্ম চতুর্গুণম্।
সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং লুঙ্গবারিণা।
তৎ ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে॥
লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ।
তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধা পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্॥
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং চতুঃষষ্টিবিভাগতঃ।
বজ্রং বা তদভাবে তু বৈক্রান্তং ষোড়শাংশিকম্॥
মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ
শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্।
বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ
সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ॥
অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং শুরবিরোধি যৎ॥
যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং
মন্দাগ্নিং স্বরভেদকাসমরুচিং বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমম্।
অষ্টাবেব মহাগদান্ গরগদান্ পাণ্ডুাময়ান্ কামলাং
পিত্তোত্থাংশ্চ সমগ্রকান্ বহুবিধানস্রাংস্তথা নাশয়েৎ॥

নিরুত্থ ভস্ম স্বর্ণ ১ ভাগ, রসসিন্দুর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ; এই সমুদায় টাবালেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মুষামধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে; শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরক মিশ্রিত করিবে; কিন্তু হীরকের অভাব হইলে সর্ব্ব চূর্ণের ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈক্রান্ত দিবে। তৎপরে উহা মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মরিচ ও ঘৃত, কিংবা পিপুলচূর্ণ সহ মরিচ ও ঘৃত। এই ঔষধ সেবন কালে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, জ্বরসমূহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা ও স্বরভেদাদি নানারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

রাজমৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য * ভাগৈকং শিলাতালকগন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটীঃ পূরয়েৎ তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্‌ভাণ্ডে তাং নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশপিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্ম্মরিচৈকোনবিংশকৈঃ॥
সঘৃতৈর্দাপয়েদ্ বাথ বাতশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে॥

* মৃততারস্যেতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

রসসিন্দুর ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র (পাঠান্তরে রৌপ্য) ১ তোলা, শিলাজতু (মতান্তরে মনঃশিলা) ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে।

পশ্চাৎ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। ১০টী পিপুল ও মধু অথবা ১৯টী মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেব্য। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

মহাভ্রবটী।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহং গন্ধকপারদম্।
কুনটী টঙ্গণক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্॥
গরলস্য তথা মাষ-চতুষ্কঞ্চৈব চূর্ণয়েৎ।
তৎ সর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ॥
দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাগ্রকস্য চ।
সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্য-রাজস্য শ্রীফলস্য চ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধদারস্য তুম্বুরোঃ।
মণ্ডূকপর্ণী নির্গুণ্ডী পূতিকোন্মত্তকস্য চ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চার্দ্রকস্য চ।
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাট-রূষকস্য রসেন তু॥
রসৈস্তাম্বূলবল্ল্যাশ্চ পত্রোত্থৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্।
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ॥
ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যান্মাত্রাং দদ্যাদ্ যথোচিতাম্।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমে জ্বরে।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রে চ যক্ষ্মণি॥
গ্রহণ্যাং চিরভূতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ।
শোথে শূলে তথাসাধ্যে স্থবিরে চামবাতকে॥
মন্দানলেঽবলে চৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে।
পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কে বিশেষতঃ॥
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা বিবিধে চেন্দ্রিয়স্থিতে।
বাতবৃদ্ধে বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেঽপি চ॥
অষ্টাস্বুদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্যতে।
অজীর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে স্থূলে তু যক্ষ্মণি॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মহাভ্রবটিকা সেয়ং পরং শ্রেষ্ঠা রসায়নে॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা ৮ তোলা; বিষ ॥০ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র, কেশুরে, সোমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারি, বিদ্ধড়ক, তুম্বুরু, থুল্‌কুড়ি, নিসিন্দা, নাট্‌য়া, ধুতুরাপত্র, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পান ইহাদের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে গ্রহণী অতিসার ও সূতিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

কাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমঞ্চাভয়া তারং কস্তূরী চ মনঃশিলা॥
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমুদ্ভবম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সদা এব হি॥
বলবৃদ্ধিং বর্ণবৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ॥
শীঘ্রং পুষ্টিজননো নানারোগনিসূদনঃ।
গহনানন্দনাথোক্তো রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, মৃগনাভি, মনছাল প্রত্যেক সমভাগ, জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া বল এবং বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্॥
কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতিকোষৈলবালুকম্।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ॥
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্যং কেশরাজরসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
অনুপানং প্রদাতব্যং যথাদোষানুসারতঃ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র

মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগদুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

কল্যাণসুন্দরাভ্রম্।

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটনৈঃ সুজীর্ণং
ধাত্রীপয়োদবৃহতীশতমূলিকেক্ষু।
বিল্বাগ্নিমন্থজলবাসককণ্টকারী-
শ্যোনাকপাটলিবলাশ্চ রসৈরমীষাম্॥
সংমর্দ্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ
গুঞ্জাসমা সুবলিতা বটিকা কৃতা চ।
যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষবলাসপিত্তং
শ্বাসং সমীরমরুচিং সকলাঙ্গসাদম্॥
শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দ্দশূলং
মেহং জ্বরং বিষমুরোগ্রহপাণ্ডুহিক্কাঃ।
কার্শ্যং ক্রিমিং বলবিনাশনমম্লপিত্তং
প্লীহাময়ং সহহলীমকমস্রগুল্মম্॥
তৃষ্ণানবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
বিস্ফোটকুষ্ঠনয়নাস্তশিরোগদাংশ্চ।
মূর্চ্ছাং বমিং বিরসতাং বিনিহন্তি সদ্যঃ
কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুবৃষ্যম্॥
মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং
নাশায় যক্ষ্মনিবহে কথিতং হরেণ॥

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, আমলকী, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারিপত্র, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী, শোনা, পারুল ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অরুচি, শোষ, স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, মেহ, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, প্লীহা, রক্তগুল্ম, মূর্চ্ছা, গ্রহণী ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, রসায়ন ও বলকারক।

রসেন্দ্র-গুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্লয়েৎ তাবদ্ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ॥
জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গ-স্বরসেন সুভাবিতম্॥
চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডন্তু গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥

বক্ষ্যমাণ ক্ষুধাবতী গুড়িকোক্ত বিধানে শোধিত রস ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করত পিণ্ডবৎ করিবে, পরে উহা কাণ্ড্রিরা ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধকচূর্ণ ১ পল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ছাগদুগ্ধ ২ পল ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ কিংবা মধু ও বাসকপত্রের রস। ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে ঔষধ সেবনীয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসরস। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্র-গুড়িকা।

কুমার্য্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিত্রকস্য রসৈঃ ক্রমাৎ।
শোধয়িত্বা পুনা রাজী-গৃহধূমহরিদ্রয়া॥
পকেঙ্কারজোভিশ্চ বোম্বাপত্ররসেন চ।*
শৃঙ্গবেররসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃপুনঃ॥
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছানয়েদ্ বসনে ঘনে।
কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্ বিজয়ারসে॥
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্।
জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ॥
সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমর্দ্ধং মরিচটঙ্গণম্।
মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবং তালকঞ্চাভ্রকং তথা।

---

* বোম্বাপত্ররসেন চেত্যত্র অলম্বুষকরসেন চ, এবং শৃঙ্গবেররসেনেত্র ভৃঙ্গরাজরসেনেতি পাঠান্তরম্।

এতাংস্তু মিলিতান্ দত্ত্বা ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন কারয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্ ॥
জীর্ণেঽন্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
পাণ্ডুক্রিমিজ্বরহরী কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধিনী ॥

৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলাচূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ চূর্ণ; ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, বোহ্নাপত্রের রস (পাঠান্তরে অলম্বুষ-রস) ও আদার রস (পাঠান্তরে ভীমরাজ-রস), এই সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন ও জলে ধৌত করিয়া স্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সিদ্ধি, জয়ন্তী, কানছিঁড়া, কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ-রসে শোধিত গন্ধক ১পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা এই সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লোকেশ্বর-পোট্টলীরসঃ।

ভস্মসূতাচ্চতুর্থাংশং মৃতস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ।
দ্বিগুণং গন্ধকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা ॥
পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন নিরুধ্য চ।
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধ্বা চ মৃন্ময়ে ॥
শোষয়িত্বা পুটে গর্ত্তেঽরত্নিমাত্রে পরাহিকে।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বা তু বিন্যসেৎ ॥
এষ লোকেশ্বরো নাম বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পিপ্পলীমধুসংযুতম্ ॥
ভক্ষয়েৎ পয়সা ভক্ত্যা লোকেশঃ সর্ব্বদর্শনঃ।
অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসে পিত্তে রসস্ত্বয়ম্ ॥
মরিচৈর্ঘৃতযুক্তৈশ্চ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্।
লবণং বর্জ্জয়েৎ তত্র সাজ্যং দধি চ যোজয়েৎ ॥
একবিংশদ্দিনং যাবৎ সঘৃতং মরিচং পিবেৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবজ্জ্ঞেয়ং শয়ীতোত্তানপাদতঃ ॥
যে শুষ্কা বিষমানলৈঃ ক্ষয়রুজা ব্যাপ্তাশ্চ যেঽগ্নীলয়া
যে পাণ্ডূদরতাঃ কুবৈদ্যবিধিনা যে শোষিণো দুর্ভগাঃ।
যে তপ্তা বিবিধৈর্জ্বরৈঃ গ্রহমদোন্মাদৈঃ প্রমাদং গতা-
স্তে সর্ব্বে বিগতাময়া হি পরয়া মুদা পোট্টলীসেবয়া ॥

রসসিন্দূর ৪ ভাগ, শোধিত স্বর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, একত্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দ্দিত করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দিয়া মুখ বন্ধ করত একটী ভাণ্ডে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণপ্রলেপ দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং অরত্নিপ্রমাণ গর্ত্তে পাক করিতে দিবে। পাকানন্তর শীতল হইলে এক দিন পরে ঐ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া ঔষধ সকল চূর্ণ করিবে। ৪ রতি মাত্রায় মধু পিপ্পুল-চূর্ণ ও দুগ্ধের সহিত সেব্য। কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, পিত্তবৃদ্ধি ও কাস থাকিলে মরিচ ও ঘৃতের সহিত তিন দিন সেবন করিবে এবং ঔষধ সেবনের পর চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে লবণ পরিত্যাগ করিয়া ঘৃত ও দধি ভক্ষণ করিবে এবং একুশ দিন ঘৃত ও মরিচচূর্ণ সেবন করিবে। মৃগাঙ্করসের পথ্যের ন্যায় পথ্য প্রদেয়। এইরূপ নিয়মে থাকিলে যাহারা বহুদিন হইতে ক্ষয়রোগ, অগ্নীলা, পাণ্ডু, শোথ, বিবিধ জ্বর ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়াছে, তাহারাও আরোগ্য লাভ করিবে। এমন কি অসাধ্য হইলেও এই ঔষধ সেবনে উক্ত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

হেমগর্ভ-পোট্টলীরসঃ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং ত্রৈলোক্যং গন্ধকস্য চ ॥
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্দিনমাত্রং সমুদ্ধরেৎ।
পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন বিলেপয়েৎ।
বরাটীং পূরয়েদ্ ভাণ্ডে রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।
বিচূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতে পোট্টলীং হেমগর্ভিকাম্।
মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জা-ভক্ষণাদ্ রাজযক্ষ্মনুৎ।

রসসিন্দুর ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, শোধিত তাম্র ১তোলা, গন্ধক ১ তোলা ; এই দ্রব্যগুলি চিতার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং ভাণ্ডে পুরিয়া গজপুটে পাক করিতে দিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে মৃগাঙ্করসের ন্যায় সেবন করিবে। ইহাতে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্ ।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্ ॥
শঙ্খং তুত্থঞ্চ তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রক-দ্রবৈঃ ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ ॥
টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তন্মুখমঙ্কয়েৎ ।
মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরুধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ডাঃ সপ্ত ভাবনাঃ ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্ ।
যক্ষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্মরিচৈস্তথা ।
মহারোগাষ্টকে * কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে ॥
পোট্টলী রত্নগর্ভোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ ॥

রসসিন্দুর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খ ভস্ম ও তুঁতে ; এই সমুদয় সমভাগে লইয়া চিতার রসে ৭দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আটায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক ভাণ্ড আবৃত এবং লিপ্ত করত যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উত্তোলন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—৪ রতি। মধু ও পিপুল চূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

* বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠ-মেহোদরভগন্দরাঃ ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, অর্শঃ, ভগন্দর ও গ্রহণী এই আটটি পীড়াকে মহারোগ বলে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ ।

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশৌ দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কণস্য চ ।
মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খ-ভস্ম দেয়ং সমাংশিকম্ ॥
হেমভস্মার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ ।
নিম্বু-(নিম্ব)-দ্রবেণ সংপিষ্য পিণ্ডিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
পশ্চাদ্গাজপুটং দত্ত্বা স্বশীতঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ।
হেমভস্মসমং তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণার্দ্ধং দরদং মতম্ ॥
একীকৃত্য সমস্তানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত রসস্য দিবসে শুভে ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো হ্যেব রাজযক্ষ্মনিকৃন্তনঃ ।
বাতপিত্তজ্বরে ঘোরে সন্নিপাতে সুদারুণে ॥
অর্শসি গ্রহণীদোষে মেহে গুল্মে ভগন্দরে ।
নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ শ্লৈষ্মিকাংশ্চ বিশেষতঃ ॥
পিপ্পলীমধুসংযুক্তং ঘৃতযুক্তমথাপি বা ।
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন সিতয়া চার্দ্রকেণ বা ॥
(সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসে রসগন্ধং স্বর্ণতুল্যং ; মৌক্তিকাদীনি স্বর্ণার্দ্ধভাগানি ।) রসেন্দ্রচাকা।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ, স্বর্ণভস্ম এক ভাগ ; এই সকল দ্রব্য কাগজীলেবুর রসে (পাঠান্তরে নিমপাতার রসে) মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধমুষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা তুলিয়া লইয়া লৌহ অর্দ্ধভাগ ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মধুসংযুক্ত বা ঘৃতসংযুক্ত পিপুলচূর্ণ কিংবা পানের রস, চিনি অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাত, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

পারাশর-ঘৃতম্।

ষষ্টীবলাগুড়ূচ্যল্প-পঞ্চমূলীতুলাং পচেৎ।
শূর্পেঽপামষ্টভাগস্থে তত্র পাত্রং পচেদ্ ঘৃতম্॥
ধাত্রীবিদারীক্ষুরসে ত্রিপাত্রে পয়সোঽর্ম্মণে।
সুপিষ্টৈর্জ্জীবনীয়ৈশ্চ পারাশরমিদং ঘৃতম্।
সসৈন্ধবং রাজযক্ষ্মাণমুন্মূলয়তি শীলিতম্॥

ঘৃত ১৬ সের, যষ্টিমধু, বেড়েলা, গুড়ূচী ও স্বল্প পঞ্চমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১২॥• সের; জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস ১৬ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের, ইক্ষু রস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় গণ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই ঘৃত সেবনে যক্ষ্মা ও তদুপদ্রব প্রশমিত হয়।

অজাপঞ্চকঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্র-ক্ষীরৈর্দধ্না চ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্॥

ছাগ ঘৃত /৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪ সের, ছাগ মূত্র /৪ সের, ছাগ দুগ্ধ /৪ সের, ছাগ দধি /৪ সের একত্র পাক করিয়া যবক্ষার চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

বলাগর্ভং ঘৃতম্।

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
প্রস্থদ্বয়ে মাংসরসস্য চৈকে।
কল্কং বলায়াঃ সুনিযোজ্য গর্ভং
সিদ্ধং পয়ঃ প্রস্থযুতং ঘৃতঞ্চ॥
সর্ব্বাভিঘাতোত্থিতযক্ষ্ম-শূল-
ক্ষতক্ষয়োৎকাসহরং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৮ সের, ছাগ মাংসের ক্বাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত বেড়েলা /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া সেই পক্ক ঘৃত পান করিলে, যক্ষ্মা, শূল, ক্ষতক্ষয় ও উৎকাস নাশ হয়।

জীবন্ত্যাদ্যঘৃতম্।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি॥

ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শটী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁই আমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত /১ সের। এই উৎকৃষ্ট ঘৃত পান করিলে একাদশবিধ-রূপবিশিষ্ট যক্ষ্মা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

অমৃতপ্রাশ ঘৃতম্।

জীবকর্ষভকৌ বীরাং জীবন্তীং নাগরং শটীম্।
চতস্রঃ পর্ণিনীর্মেদে কাকোল্যৌ দ্বে নিদিগ্ধিকে॥
পুনর্নবে দ্বে মধুকমাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্।
ঋদ্ধিং পরূষকং ভার্গীং মৃদ্বীকাং বৃহতীং তথা॥
শৃঙ্গাটকং তামলকীং পয়স্যাং পিপ্পলীং বলাম্।
বদরাক্ষোটখর্জ্জূর-বাতামাভিষুকাণ্যপি॥
পলানি চৈবমাদীনি কল্কান্ কুর্ব্বীত কার্ষিকান্।
ধাত্রীরসবিদারীক্ষু-চ্ছাগমাংসরসং পয়ঃ॥
দত্ত্বা প্রস্থোন্মিতান্ ভাগান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা॥
পলার্দ্ধকঞ্চ মরিচ-ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।
বিনীয় চূর্ণিতং তস্মান্নিত্যমাত্রাং সদা নরঃ॥
অমৃতপ্রাশমিত্যেতন্নরাণামমৃতং ঘৃতম্।
সুধামৃতরসপ্রখ্যং ক্ষীরমাংসরসাশিনঃ॥
নষ্টশুক্রক্ষতক্ষীণ-দুর্ব্বলব্যাধিকর্শিতান্।
স্ত্রীপ্রসক্তান্ কৃশান্ বর্ণ-স্বরহীনাংশ্চ বৃংহয়েৎ॥
কাসহিক্কাজ্বরশ্বাস-দাহতৃষ্ণাস্রপিত্তনুৎ।
পুত্রদং বমি মূর্চ্ছাহৃদ্-যোনিমূত্রাময়াপহম্॥

কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, শালপাণী, জীবন্তী, শুঁঠ, শটী, চতুর্ব্বিধ পর্ণিনী (শালপাণি,

চাকুলে, মুগানী, মষাণী), মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কণ্টকারী, বৃহতী, শ্বেত পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী, শতমূলী, ঋদ্ধি, কল্সা, বামুনহাটী, কিস্মিস্, বৃহতী (পুনরুক্তি জন্য ২ ভাগ), পানিফল, ভূমি আমলকী, কাল ভুঁই কুমড়া, পিপুল, বেড়েলা, কুল, আখরোট, খেজুর, বাদাম ও অভিষুক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা। (কুল আখরোট প্রভৃতি ফল না পাইলে তদ্-গুণবিশিষ্ট অন্য ফল লওয়া যাইতে পারে।) আমলকী-রস, ভূমিকুষ্মাণ্ড-রস, ইক্ষুরস, ছাগ-মাংস-রস ও দুগ্ধ এই সকল প্রত্যেক দ্রব্য /৪ সের হিসাবে লইয়া /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ঘৃত ছাঁকিয়া তাহাতে /৬।০ সের সওয়া ছয় সের চিনি, মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও নাগকেশর পুষ্প চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে /২ সের মধু তাহাতে দিবে। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত মানবের পক্ষে অমৃততুল্য। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত সেবন করিলে নষ্টশুক্র, ক্ষতক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিপীড়িত, স্ত্রীসক্ত, কৃশ ও বর্ণ-স্বরহীন ব্যক্তিগণ পরিপুষ্ট হয়। ইহা পুত্রপ্রদ।

বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টিশৈলেয়পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শটৈলা পূতি কেশরম্॥
পত্রং শৈলং মুরামাংসী কঙ্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্॥
ত্বগ্রেণুনলিকাভিশ্চৈভিস্তৈলং মস্ত চতুর্গুণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ-শ্বাসকাসবিনাশনম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলারস, মুরা-মাংসী, জটামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতা-কস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, রেণুক ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুটিয়া ১৬ সের জল সহ পাক করিবে, পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে রক্ত-পিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি নিবারিত এবং বল বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

শোকং স্ত্রিয়ং ক্রোধমসূয়তাঞ্চ
ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ।
তথা দ্বিজাতীংস্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ
বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্ দ্বিজেভ্যঃ॥

যক্ষ্মরোগী শোক, স্ত্রীসঙ্গম, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং গুরু-জনের সেবা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুণ্যকথা সকল শ্রবণ করিবে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

রাজযক্ষ্মরোগে পথ্যানি।

মদ্যানি জাঙ্গলং পক্ষি-মৃগমাংসং বিশুষ্যতাম্।
মুদ্গমষ্টিকগোধূম-যবশাল্যাদয়ো হিতাঃ॥
দোষাধিকস্তু বলিনো মৃদুশুদ্ধিরাদৌ
গোধূমমুদ্গচণকাকণশালয়শ্চ।
ছাগাদিমাংসনবনীতপয়োঘৃতানি
ক্রব্যাদমাংসমপি জাঙ্গলজা রসাশ্চ॥
পক্কানি মোচপনসাম্রফলানি ধাত্রী
খর্জ্জুরপৌষ্করপরূষকনারিকেলম্।
শোভাঞ্জনঞ্চ কুলকং নবতালশস্যং
দ্রাক্ষাফলানি মিষয়োঽপি চ মাণিমন্থম্॥

সিংহাস্যপত্রমপি গোমহিষীঘৃতঞ্চ
ছাগাশ্রয়াশ্চ তদবস্করমূত্রলেপঃ।
মৎস্যণ্ডিকা শিখরিণী মদিরা রসালা
কর্পূরকং মৃগমদঃ সিতচন্দনঞ্চ॥
অভ্যঞ্জনানি সুরভীণ্যনুলেপনানি
স্নানানি বেশরচনাস্ববগাহনানি।
হর্ম্ম্যং স্রজং স্মরকথা মৃদুগন্ধবাহো
গীতানি লাস্যমপি চন্দ্ররুচো বিপঞ্চী॥
মুক্তামণিপ্রচুরভূষণধারণঞ্চ
হোমঃ প্রদানমমরদ্বিজপূজনানি
হৃদ্যান্নপানমপি পথ্যগণঃ ক্ষয়েষু॥

মদ্য, জাঙ্গল দেশজাত পাখীর ও মৃগের মাংস, মুগ, ষষ্টিকতণ্ডুল, গম, যব ও শালিতণ্ডুল যক্ষরোগির সুপথ্য। দোষাধিক বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ অতীক্ষ্ণ বমনাদি দ্বারা মৃদু শোধন হিতকর। গোধূম, মুগ, ছোলা, রক্তশালি-তণ্ডুল, ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধোদ্ভব মাখন ও ঘৃত, মংসাশী জন্তুর মাংস এবং জাঙ্গল-দেশজ পশু-পক্ষির মাংসযূষ, কলার মোচা, পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, আমলকী, খর্জ্জুর, পুষ্করমূল, পরূষফল, নারিকেল, সজিনা, পলতা, কচিতালের শস্য, কিস্‌মিস্ মৌরী, সৈন্ধবলবণ, বাসকপত্র, গব্যঘৃত, মাহিষ ঘৃত, ছাগাশ্রয় এবং ছাগমল ও ছাগমূত্রের প্রলেপন, মৎস্য-ণ্ডিকা (গুড়বিশেষ), শিখরিণী, মদ্য, রসালা, কর্পূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), সুগন্ধি দ্রব্য (চন্দনাদি) অনুলেপন, স্নান, সুবেশ-বিন্যাস, অবগাহন স্নান, অট্টা-লিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক বাক্যশ্রবণ, মৃদুবায়ুসেবন, সঙ্গীতশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, চন্দ্রের শোভা (জ্যোৎস্না), বীণাবাদ্য, মুক্তামণি-নির্ম্মিত প্রচুর ভূষণ ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা-পূজা, ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা এবং হৃদয়গ্রাহী অন্ন-পানীয় এই সমস্ত রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে হিতকর।

রাজযক্ষ্মারোগেঽপথ্যানি।

বিরেচনং বেগবিধারণানি
শ্রমং স্ত্রিয়ং স্বেদনমঞ্জনঞ্চ।
প্রজাগরং সাহসকর্ম্ম সেবা
রুক্ষান্নপানং বিষমাশনঞ্চ॥
তাম্বূলকালিঙ্গকুলত্থমাষ-
রসোনবংশাঙ্কুররামঠানি।
অম্লানি তিক্তানি কষায়কাণি
কটূনি সর্ব্বাণি চ পত্রশাকম্॥
ক্ষারান্ বিরুদ্ধাশনানি শিম্বীং
কর্কোটকঞ্চাপি বিদাহি সর্ব্বম্।
কঠিল্লকং কৃষ্ণমপি ক্ষয়েষু
বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

বিরেচন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, নেত্রাঞ্জন, রাত্রি-জাগরণ, সাহসিক কর্ম্ম, রুক্ষ অন্নপান ও বিষমভোজন, তাম্বুল, তরমুজফল, কুলথকলায়, মাষকলায়, রশুন, বাঁশের কোঁড়, হিঙ্গু, অম্লদ্রব্য, তিক্ত-দ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুদ্রব্য ও সকল প্রকার পত্রশাক, ক্ষারদ্রব্য, বিরুদ্ধভোজন, শিম, কাঁকরোল, বিদাহী দ্রব্য এবং কৃষ্ণতুলসী এই সকল রাজযক্ষ্মরোগে অপথ্য।

বৃন্তাকং কারবেল্লঞ্চ তৈলং বিল্বঞ্চ রাজিকাম্।
মৈথুনঞ্চ দিবানিদ্রাং ক্ষয়ী কোপং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ক্ষয়রোগী বেগুণ, করোলা, তৈল, বেল, সর্ষপ, মৈথুন, দিবানিদ্রা ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ॥

অথ কাসরোগাধিকারঃ।

অথ কাস-নিদানম্।

ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো
মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ॥
পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাত-পিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্॥
পূর্ব্বরূপং ভবেৎ তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডুশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥

মুখ ও নাসাপথে ধূম বা ধূলির প্রবেশ, আমরসের উর্দ্ধগতি, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিমার্গগমন (দ্রুত ভোজনাদি হেতু শ্বাসপথে আহারের প্রবেশ), মলমূত্রাদির ও হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে কুপিত প্রাণবায়ু, দুষ্ট উদানবায়ুর অনুগত ও কফ-পিত্তের সহিত মিলিত এবং ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া সহসা মুখ হইতে নির্গত হয়, ইহাকেই পণ্ডিতেরা কাসরোগ বলেন।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয় এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাস উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত জরানিবন্ধনও এক প্রকার কাস জন্মে, তাহা বাতাদি-দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। সকল প্রকার কাসই উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া শেষে ধাতুক্ষয়-কারক হইয়া উঠে।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠদেশ যবাদির শূয়া দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং গলার মধ্যে কণ্ডু ও আহারদ্রব্য-গিলনে কণ্ঠব্যথা হইয়া থাকে।

অথ বাতজকাস-নিদানম্।

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ।
প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব॥

বাতজ কাসে হৃদয়, শঙ্খদেশ (ললাটৈক-দেশ), পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে শূলবদ্‌বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বল স্বর ও ওজঃপদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদি-রহিত শুষ্ককাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ বাতজকাস-চিকিৎসা।

বাস্তুকো বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ॥
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ।
শস্যন্তে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ॥
গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালি-যবগোধূমষষ্টিকান্।
রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা ভোজয়েদ্ধিতান্॥

বাতকাসে বেতোশাক, কাকমাচী, কচি-মূলা, সুষুণি শাক, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহপদার্থ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়বিকার (মিচ্‌রি প্রভৃতি), দধি, কাঁজি, অম্লফল, প্রসন্না (সুরামণ্ড), মধুর অম্ল ও লবণ রসাত্মক দ্রব্য হিতকর। গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহাদি) ও ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর মাংসরসের সহিত অথবা মাষকলায় ও আলকুশী বীজের যূষের সহিত যব, গম এবং ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন প্রশস্ত।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি॥

বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণের সহিত এবং মাংসের যূষের সহিত অন্ন নিত্য ভোজন করিলে বাতজ কাস বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতাদিলেহঃ।

শটীশৃঙ্গীকণাভার্গী-গুড়বারিদবাসকৈঃ।
সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ॥
চূর্ণিতা বিশ্বদুঃস্পর্শা শৃঙ্গীদ্রাক্ষাশটীসিতাঃ।
লীঢ়া তৈলেন বাতোত্থং কাসং জয়তি দারুণম্॥
ভার্গীদ্রাক্ষাশটীশৃঙ্গী-পিপ্পলীবিশ্বভেষজৈঃ।
গুড়তৈলযুতো লেহো হিতো মারুতকাসিনাম্॥

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামুনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও দুরালভা; অথবা শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটী ও চিনি; কিংবা বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়, এই তিনটি যোগ তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়। এই যোগত্রয় বাতকাসের প্রধান অবলেহ।

অথ পিত্তজকাস-নিদানম্।

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈ-
রভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি
কাসেৎ স পাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

পৈত্তিক কাসে, হৃদয়ের দাহ, জ্বর, মুখের শোষ ও তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ-কটুস্বাদ-বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কাসকালে দাহ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথ পিত্তজকাস-চিকিৎসা।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্॥

পিত্তজ কাসে যদি কফ পাতলা হয়, তাহা হইলে বিরেচনার্থ মধুর দ্রব্যের সহিত অথবা জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যের সহিত তেউড়ী চূর্ণ, কিন্তু কফ ঘন হইলে, তিক্তরসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ॥

মধুরদ্রব্য (অথবা জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য), সংস্কৃত জাঙ্গল মাংস-রস, মুদ্গাদির যূষ ও তিক্ত শাকের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় যব, শ্যামাধান্য ও কোদো ধান্যের অন্ন, পৈত্তিক কাসে সুপথ্য।

কণ্টকারীযুগং দ্রাক্ষা-বাসাকচ্ছুরবালকৈঃ।
নাগরেণ চ পিপ্পল্যা ক্বথিতং সলিলং পিবেৎ।
শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌মিস্, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপ্পলী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে পৈত্তিক কাস প্রশমিত হয়।

বলাদ্বিবৃহতীবাসা-দ্রাক্ষাভিঃ ক্বথিতং জলম্।
পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্॥

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে পিত্তকাস নিবারিত হয়।

শরাদিপঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা।
কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্॥

শরমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল, কাসমূল ও শালিধান্যমূল, এই শরাদি পঞ্চমূল, এবং পিপুল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের অর্দ্ধশৃত চারিগুণ ক্বাথের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু ও চিনির সহিত, পিত্তকাসগ্রস্ত রোগিকে পান করিতে দিবে।

কাকোলীবৃহতীমেদা-যুগ্মৈঃ সবৃষনাগরৈঃ।
পিত্তকাসে রসক্ষীর-যূষাংশ্চাপ্যুপযুজ্যতে॥

পিত্তপ্রধান কাস রোগে কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসক ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংস-রস, দুগ্ধ বা যূষ পাক করিয়া রোগিকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষামলকখর্জ্জুরং পিপ্পলীমরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসাপহং হ্যেতল্লিহ্যাম্মাক্ষিকসর্পিষা॥

দ্রাক্ষা, আমলকী, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচ, ঘৃত মধুর সহিত অবলেহ করিলে, পিত্তকাস নষ্ট হয়। (ক্ষারপাণির মতে এই

লেহ কফানুবন্ধ-পিত্তজকাসে প্রযোজ্য; পিত্তজ কাসে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে মরিচের পরিবর্ত্তে চিনি দিতে হইবে।)

খর্জ্জুরপিপ্পলীদ্রাক্ষা-সিতালাজাঃ সমাংশিকাঃ।
মধুসর্পির্যুতো লেহঃ পিত্তকাসহরঃ পরঃ॥

পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, চিনি ও খৈ সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে পিত্তকাস প্রশমিত হয়।

শটীহ্রীবেরবৃহতী শর্করা বিশ্বভেষজম্।
পিষ্টা রসং পিবেৎ পূতং সঘৃতং পিত্তকাসনুৎ।
মধুনা পদ্মবীজানাং চূর্ণং পৈত্তিককাসনুৎ॥

শটী, বালা, কণ্টকারী (বৃহতীর অর্থ এখানে কণ্টকারী), চিনি ও শুঁঠ, জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পিত্তকাস প্রশান্ত হয়। পদ্মবীজের চূর্ণ মধুর সহিত সেবনেও পিত্তকাস নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ কফজকাস-নিদানম্।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্‌গৌরবকণ্ডুযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন॥

শ্লৈষ্মিককাসে রোগী শ্লেষ্মলিপ্তমুখ, অবসন্ন, শিরোবেদনাযুক্ত, কফপূর্ণদেহ, আহারবিমুখ, দেহভারাক্রান্ত ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং নিরন্তর বেগে কাসিতে থাকে। কাসের সময় অতিশয় ঘন কফ নির্গত হয়।

অথ কফজকাস-চিকিৎসা।

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥

কফকাসগ্রস্ত রোগির বল থাকিলে প্রথমে তাহাকে বমন করাইয়া কটু রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য কফনাশক যবান্ন ভোজন করাইবে।

পিপ্পলীক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ॥

পিপ্পলী ও যবক্ষার সংযুক্ত কুলত্থকলায়ের যূষ, অথবা মূলার যূষ কিংবা কটু (ঝাল) রসান্বিত মাংসের যূষ, এবং ইহাদের সহিত লঘুপাক অন্ন আহার করিতে দিবে।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্যতে।
শ্বাসকাসজ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

পঞ্চকোলের (পিপুল পিপুলমূল চৈ চিতা ও শুঁঠ) ক্কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পৌষ্করং কট্‌ফলং ভার্গী বিশ্বপিপ্পলীসাধিতম্।
পিবেৎ ক্কাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হৃদ্‌গ্রহে॥

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও পিপুলের ক্কাথ পান করিলে কফোল্বণ কাস শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্॥

মধুর সহিত আদার রস পান করিলে শ্বাস, কাস, সর্দ্দি ও কফ নিবারিত হয়।

পার্শ্বশূলে জ্বরে কাসে শ্বাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ॥

শ্লেষ্মসমুদ্ভব কাসে শ্বাসে ও জ্বরে পার্শ্ববেদনা থাকিলে, দশমূলের ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

অথ ক্ষতজকাস-নিদানম্।

অতিব্যবায়ভারাধ্ব-যুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাচরেৎ॥
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাস-তৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোত্থবাৎ॥

অতি মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ পর্য্যটন, যুদ্ধাশ্বগজের বিধারণ (বলপূর্ব্বক ধারণাদি) এই সকল কারণে শরীর রুক্ষীভূত

এবং বক্ষঃস্থলে (ফুস্‌ফুসে) ক্ষত হইলে বায়ু, সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাসরোগ উপস্থিত করে। এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ক-কাস, পরে কাসাভিঘাতে হৃদয়বিদারণহেতু রক্তনিষ্ঠীবন হয়। কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্‌ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবদ্‌ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয় এবং পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ভঙ্গবৎ পীড়াদায়ক শূলযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কাসিবার কালে, কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

অথ ক্ষতজকাস-চিকিৎসা।

ইক্ষ্বিক্ষুবালিকা পদ্মং মৃণালোৎপলচন্দনম্।
মধুকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী॥
দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বচতুর্গুণা।
লিহ্যাৎ তন্মধুসর্পির্ভ্যাং ক্ষতকাসনিবৃত্তয়ে॥

ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (কাশতৃণবিশেষ), পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, পদ্ম, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী প্রত্যেকে এক একভাগ, বংশলোচন দুই ভাগ, চিনি সমস্ত দ্রব্যের চতুর্গুণ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করত লেহন করিলে ক্ষত-কাস নিবারিত হয়।

অথ ক্ষয়জকাস-নিদানম্।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতি-ব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ।
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্॥
সগাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্
প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু
প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূযম্।
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং
চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি॥

বিষম ও অননুকূল ভোজন, অতিমৈথুন; মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাব হেতু আত্মধিক্কার ও শোককরণ এই সকল কারণে পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া দেহক্ষয়কর ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এই ক্ষয়জনিত কাসে গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, দুর্ব্বল, ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হয় এবং কাসের সহিত পূযরক্ত নিষ্ঠীবন করে। চিকিৎসকেরা এইরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়কাসকে অতি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া বর্ণন করেন।

অথ ক্ষয়জকাস-চিকিৎসা।

চূর্ণং কাকুভমিষ্টং বাসকরসভাবিতং বহুবারান্।
মধুঘৃতসিতোপলাভির্লেহ্যং ক্ষয়কাসরক্তহরম্॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ বাসকের রস দ্বারা সাত বার ভাবনা দিয়া মধু ঘৃত ও মিশ্রির সহিত লেহন করিলে ক্ষয়কাস ও রক্তোদ্গীরণ নষ্ট হয়।

কণ্টকারীকৃতঃ কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।
কণ্টকার্য্যাঃ কণায়াশ্চ চূর্ণং সমধু কাসহৃৎ॥

পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর কাথ পান অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্॥

ঘৃতাক্ত বহেড়া গোময়ের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিয়া উহা মুখমধ্যে ধারণ করিলে কাসের শান্তি হয়।

বাসকস্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

সুপথ্যভোজী হইয়া প্রতিদিন বাসকের রস মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত কাস বিশেষতঃ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসায়াঃ স্বরসং পুতং কণামাক্ষিকসংযুতম্।
অভ্যাসাম্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাং কাসরোগতঃ॥

পুটপাকে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত উহা প্রতিদিন সেবন করিলে দুঃসাধ্য কাসরোগ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বাসকের কাথও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অথ কাসস্য সাধারণ-চিকিৎসা।

রুক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ॥

রুক্ষদেহ ব্যক্তির বাতজ কাসে প্রথমে স্নেহপান; পিত্তজ কাসে ঘৃতপান এবং কফজ কাসে স্নেহ বিরেচন বিধেয়।

কট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলং কতৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া।
শৃঙ্গী পর্পটকং শুণ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শৃতম্॥
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে ক্ষয়ে শূলে শ্বাসে হিক্কাজ্বরেষু চ॥

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া মধু ও হিং সহ সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক কাস ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী পদ্মকং দ্রাক্ষা সংপক্বং বৃহতীফলম্।
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ শ্বাসকাসনিবর্হণঃ॥

পিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও সুপক বৃহতী-ফল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস কাস নিবারণ হয়।

হরীতক্যাদি-গুড়িকা।

হরীতকীনাগরমুস্তচূর্ণং
গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া।
নিবারয়ত্যাশুবিধারিতেয়ং
শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা ইহাদের চূর্ণ, সম-পরিমাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে প্রবল কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

মরিচাদি-গুড়িকা।

মরিচং কর্ষমাত্রং স্যাৎ পিপ্পলী কর্ষসম্মিতা।
অর্দ্ধকর্ষো যবক্ষারঃ কর্ষযুগ্মঞ্চ দাড়িমম্॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং যুঞ্জ্যাদষ্টকর্ষং গুড়েন হি।
শাণপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা বক্ত্রে বিধারয়েৎ॥
অস্যাঃ প্রভাবাৎ সর্ব্বেঽপি কাসা যান্ত্যেব সংক্ষয়ম্॥

মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যব-ক্ষার ১ তোলা, দাড়িমের ছাল ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে ১৬ তোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস বিনষ্ট হইবে।

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তম॥

শুকমুলা, চিতামুল ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেব চ।
অসাধ্যামুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাসযোগতঃ॥

মাংসাশী পশু-পক্ষী ও ফিঙে পাখী প্রভৃতির মাংস প্রতিদিন আহার করিলে অসাধ্য কাস রোগ হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ।
মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্॥

সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
অপি পূয়ং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্ ॥

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িম-বীজ-চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূযাদি পর্য্যন্ত নির্গত হয়, তাহাও উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করচূর্ণম্।

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং
ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দত্ত্বাৎ
পলানি চত্বারি মহৌষধস্য ॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য
রোগানিমানাশু বলান্নিহন্যাৎ।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্ ॥

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী-প্রমুখ নানারোগ নষ্ট হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলাত্বচৌ নাগপুষ্পং মরিচং টঙ্কণং কণা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা চূর্ণস্তু সিতয়া সমম্ ॥
গ্রহণ্যর্শোযক্ষ্মগুল্ম-রক্তপিত্তকফাপহম্।
কণ্ঠরোগারুচিহরং প্লীহরোগহরং পরম্ ॥

ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ৩ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৬ তোলা এবং চিনি ২১ তোলা। এই চূর্ণ সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, যক্ষ্মা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ঠরোগ, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীহরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্বিপচ্য সম্যক্ চরণাবশেষম্ ॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেতদগ্নৌ বিপক্বমুত্তার্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য তত্র ॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপি চ ত্রিদোষম্ ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ সপীনসশ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ।
যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগুপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ ॥

মূল পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১০০ পল, শ্লথ-পোট্টলী-বদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০টা; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথজলের সহিত পুরাতন গুড় ১০০ পল ও সিদ্ধ হরীতকী সকল বীজরহিত করিয়া একত্র পাক করিবে, লেহবৎ হইলে ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, চাতুর্জ্জাত (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে (এই অবলেহ ৪ মাষা ও হরীতকী অর্দ্ধখান এক এক মাত্রায় সেব্য)। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, উরঃক্ষত ও পীনস প্রভৃতি রোগ সকল নষ্ট হয়।

অগস্ত্যহরীতকী।

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকান্ ॥
ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতং ভদ্রং জলে পঞ্চাঢকে পচেৎ ॥
যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেদ্ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথগ্ ঘৃতাৎ ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ।
লিহ্যাদ্দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ ॥
তদ্ বলীপলিতং হন্যাদ্বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরান্ ॥

হন্ত্যাং তথা গ্রহণ্যর্শো-হৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥

দশমূল, আলকুশী-বীজ, শঙ্খপুষ্পা, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল প্রত্যেক ২ পল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৵৮ সের ও উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টা এই সমস্ত ২৲ দুই মণ (৮০ সের) জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলি এক সের ঘৃত ও এক সের তৈলে ভাজিয়া উক্ত কাথে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে ১২৷৷০ সাড়ে বার সের গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে পিপুল চূর্ণ অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে তাহাতে মধু এক সের প্রক্ষেপ দিবে। প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় ২টী হরীতকী সহ এই লেহ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, অরুচি, পীনস ও বলীপলিত নাশ এবং বর্ণ, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

তুলামাদায় বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডং শতপলং ন্যসেৎ॥
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটুস্ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তমেব চ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরঞ্চ কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী॥
শিবা তালীশধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেৎ তত্র শীতে মধুপলাষ্টকম্॥
অক্ষ মাত্রাং ততো লীঢ়্বা তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
সর্ব্বকাসবিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ॥
রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা।
আনাহে বহ্নিমান্দ্যে চ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোঽয়ং লেহ উত্তমঃ॥

বাসক-মূলের ছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২৷৷০ সের। প্রক্ষেপ—পার্থ, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চৈ, কট্কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ৵১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহশোষজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্ গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা॥
(পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভায়াং বংশলোচনাম্।
বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা॥)

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বক্ ৷৷০ তোলা, এলাইচ ৷৷০ তোলা, চিনি অর্দ্ধ সের একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহার নাম তালীশাদ্য চূর্ণ। এই চূর্ণ সকল চিনির সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা অগ্নিযোগ হেতু চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, অতিসার, বমি ও শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ("পিপ্পলী শুভা" এই স্থানে কেহ কেহ বলেন যে, প্রবল পৈত্তিক কাসে "শুভা" পদে বংশলোচন গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যত্র উহা "পিপ্পলী" এই পদের বিশেষণ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।)

অথ ধূমপানবিধিঃ।

মনঃশিলালমধুক-মাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং তাহঞ্চ তস্যানু সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ॥
এষ কাসান্ পৃথগ্দ্বন্দ্ব-সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।
শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্॥

মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীত্বক্ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা একখানি বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, তৎপরে একখানি শরাতে কুল কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া, তাহাতে ঐ বর্ত্তি নিক্ষেপ করিবে এবং আর একখানি ছিদ্র বিশিষ্ট শরা উহার উপর ঢাকা দিয়া শরার ছিদ্রে একটি নল প্রবেশিত করিয়া দিবে। যখন নল দিয়া ধূম নির্গত হইবে, তখন সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ধূমপানানন্তর গুড়মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। তিন দিবস এইরূপ ধূম পান করিলে পৃথক্ দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বদোষোদ্ভব যে সকল কাস শত শত ঔষধেও প্রশমিত না হয়, সে সমস্তও ইহাতে নিবারিত হইয়া থাকে।

মনঃশিলালিপ্তদলং বদর্য্যাতপশোষিতম্।
সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ সর্ব্বকাসনিবর্হণম্॥
মনঃশিলেত্যাদৌ বদর্য্যাতপশোষিতমিতি বদর্য্যা মনঃশিলালিপ্তদলম্ আতপে শোষিতমিতি যোজনা। বদর্য্যাতপেতি অসিদ্ধবিধেরনিত্যত্বাৎ সন্ধিঃ। চক্র-টীকা।

মনছাল জলে ঘষিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সেই কুল-পত্রের ধূম গ্রহণ করিয়া দুগ্ধপান করিলে সকল প্রকার কাস নিবারিত হয়।

অর্কমূলশিলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্।
চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমন্তু যোগবিৎ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং পিবেদ্ দুগ্ধমথাম্বু বা।
কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি শান্তিমাশু ন সংশয়॥

আকন্দমূলের ছাল ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত ত্রিকটু উভয়ের অর্দ্ধভাগ; ইহাদের চূর্ণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পানানন্তর তাম্বূল ভক্ষণ এবং দুগ্ধ বা জল পান করিলে পঞ্চবিধ কাসই আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

মরীচশিলার্কক্ষীরৈর্বার্ত্তাকীং ত্বচমাশু ভাবিতাম্।
শুষ্কাং কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ কাসাঃ শমং যান্তি॥

মরিচ, মনঃশিলা ও আকন্দের আটা, ইহাদের দ্বারা বেগুণের ছাল ভাবিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া যথাবিধি তাহার ধূম পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

রসপ্রয়োগঃ।

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ।
ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্॥
মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ॥
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা, এই সমুদয় লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া, মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান বহেড়া ফলের ছাল চূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাস নষ্ট হয়।

পুরন্দরবটী।

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধমেকধা কজ্জলীকৃতম্।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতম্॥
অজাক্ষীরেণ সম্ভাব্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সেব্যা শীতং তোয়ং পিবেদনু।
কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধনী॥
ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদা স্যাদ্‌যোগসাধনী।
বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে॥

পারা ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ

মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত সেবন করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা দ্বারা কাস শ্বাস নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত এবং বয়ঃ স্থাপিত হয়।

চন্দ্রামৃতা বটী।

(চন্দ্রামৃতরসঃ।)

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্গণস্য পলং দত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্যজীরকসৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ॥
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্॥
একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।
নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা॥
ছাগীক্ষীরেণ মুণ্ডেন কেশরাজরসেন চ। *
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষসমুদ্ভবম্॥
রক্তনিষ্ঠীবনঞ্চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী॥
বলবর্দ্ধনী হেমা প্লীহগুল্মোদরাপহা।
আনাহক্রিমিহৃৎ পাণ্ডু-জীর্ণজ্বরবিনাশিনী॥
ইয়ং চন্দ্রামৃতা নাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা।
বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা॥
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদয় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলথকলায়, মুণ্ডিরি ও কেশরাজ; ইহাদের কাহারও রস অথবা ছাগীদুগ্ধ। (কেহ কেহ পিপুল-চূর্ণ মধু অথবা আদার রস মধু সহ সেবন করিতে বলেন)। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কাস, রক্তবমন, শ্বাস, জ্বর, দাহ, ভ্রম, গুল্ম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বর্ণকারক। এই ঔষধ সেবন করিয়া বাসক, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্টকারীর মিলিত ২ তোলা ✓॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

* পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা। ইতি পাঠান্তরমিদং দৃশ্যতে ক্বচিৎ।

কাসান্তকো রসঃ।

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব শালপর্ণী চ ধান্যকম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রং মরীচকম্॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেন্মধুনা কাসশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, শালপাণী ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম মরিচচূর্ণ, একত্র মাড়িয়া ৪ রতিপরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

কাসকুঠারঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং ত্র্যূষণং টঙ্গণং তথা।
দ্বিগুঞ্জামার্দ্রকদ্রাবৈঃ সন্নিপাতং সুদারুণম্।
কাসং নানাবিধং হন্তি শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগা এই সকল একত্রিত করিয়া ২ কুঁচ পরিমিত বটী আদার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাস ও শিরোরোগ উপশমিত হয়।

কাসসংহারভৈরবো রসঃ।

রসগন্ধকতাম্রাভ্র-শঙ্খটঙ্গণলৌহকম্।
মরিচং কুষ্ঠতালীশ-জাতীফললবঙ্গকম্॥
কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ।
ভেকপর্ণীকেশরাজ-নির্গুণ্ডী কাকমাচিকা॥
দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দরমেব চ।
ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পঞ্চভি রসৈঃ॥
বটিকাং কারয়েদ্‌ বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বাতজং পিত্তজং কাসং শ্লৈষ্মিকং চিরকালজম্॥

সিদ্ধিস্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
শ্রীমদ্‌গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ।
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে ॥
বাসাশুণ্ঠীকণ্টকারী-কাথেন পায়য়েদ্ বুধঃ ॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রমরোচকম্।
বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নিদীপনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে একত্র করিয়া থুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণী গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ। ইহাতে সকল প্রকার কাস ও উগ্র শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা বল বর্ণ পুষ্টি ও অগ্নিকারক।

পিত্তকাসান্তকো রসঃ।

ভস্মতাম্রাভ্রকান্তানাং কাসমর্দ্দত্বচো রসৈঃ।
মণিবৈর্বেতসারৈশ্চ দিনং মর্দ্দ্যাং সুপিণ্ডিতম্ ॥
নিষ্কার্দ্ধং পিত্তকাসার্ত্তো ভক্ষয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ক্ষয়ঞ্চাপি নিহন্ত্যলম্ ॥

তাম্র, অভ্র ও কান্তলৌহ ভস্ম, কালকাসিন্দার ছালের রসে, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া সিকিতোলা পরিমাণে (ব্যবহার এক আনা) তিন দিন সেবন করিলে পিত্তকাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়।

অমৃতার্ণবরসঃ

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্গণম্।
রাস্নাবিড়ঙ্গত্রিফলা-দেবদারু চ চিত্রকম্ * ॥
অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল (পাঠান্তরে ত্রিকটু), গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ এই সমুদয় দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। বাতকাসে প্রযোজ্য।

মহাকালেশ্বরো রসঃ।

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্ ॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলা নাগকেশরম্।
উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্ ॥
এতানি সমভাগানি মরিচং হরনেত্রকম্।
সর্ব্বম্বাং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ ॥
শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা আদ্রকস্য রসৈর্যুতা ॥
তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ ॥
সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্।
মহাকালেশ্বরো হন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ ॥

লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতুরাবীজ ও শোধিত জয়পালবীজ প্রত্যেক ১ তোলা; মরিচ ৩ তোলা, সিদ্ধিপত্র-রসে (অভাবে সিদ্ধি-ভিজা জলে) ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায় অর্দ্ধ রতি পরিমাণে প্রযোজ্য। যথাযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে কাস, যক্ষ্মা ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

জয়া গুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং বৎসকমেব চ।
বিড়ঙ্গং কেশরং মুস্তমেলাগ্রন্থিকরেণুকম্ ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে ॥
তিন্তিড়ীবীজমানেন প্রাতঃকালে চ ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্ ॥

* কটুত্রিকমিতি বা পাঠঃ।

অজীর্ণং গ্রহণীরোগং শূলং পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে॥
অরুচাবতিসারে চ সূতিকাতঙ্কপীড়িতে।
জয়াখ্যা নির্ম্মিতা হ্যেষা ভক্ষণীয়া সুরৈরপি॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়চি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা ও শোধিত জয়পালবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগ; গুড় দ্বিগুণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া তেঁতুল বীজ পরিমাণে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও বাতরোগ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ॥
মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
মরিচস্যাপি সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
জয়ন্তী চিত্রকং মাণং ঘণ্টকর্ণোহ মণ্ডুকী।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রকং তথা॥
সিন্দুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈর্বিভাবয়েৎ।
কলায়পরিমাণাস্তু গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
শ্লেষ্মবাতাময়াংস্তানানাহং বিড়্বিবদ্ধতাম্॥
অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডুকামলাম্।
রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রসাদনী॥
মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্।
ঘৃতপক্কং সদা ভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ॥
(আর্দ্রকরসেন ভক্ষণম্)।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনছাল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ধুতুরাবীজ ও মরিচ, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া জয়ন্তী, চিতা, মাণ, ঘেঁটুকোল, থুলকুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, জাঙ্গল মাংস ও অন্যান্য বলকর দ্রব্য। রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ-দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ভার্গোত্তরগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ॥
পঞ্চভাগস্তথা বাসা ষড়্গুণা সপ্তভাগিকা।
ভার্গী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ॥
একবিংশতিবারাংস্তু মধুনা গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকাস্তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রা-ক্বাথং তদনু কৃষ্ণয়া॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা, বামুনহাটী ৭ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ ২১ বার বাবলার আটায় ভাবনা দিয়া মধু-সংযুক্ত করিয়া বহেড়া-ফলের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক গুড়িকা ভক্ষণীয়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে কাস ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ
কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্।
মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথক্ তুর্ষ্যশাণং দ্বিশাণম্॥
এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ হি কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥
পানীয়ং শীতমস্তে প্রবমপহরতি ক্ষিপ্রমেতান্ বিকারান্
কোষ্ঠে তুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদয়রুজো রাজযক্ষ্মাণমুগ্রম্।
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্
ছর্দ্দিং শূলারপিত্তং ক্ষয়মপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্॥
পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্
হস্তাদামাশয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্।

বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগ্যস্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ
পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ ॥
ভোজ্যং যোজ্যং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং মুদা যৎ-
শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যদ্
দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতবলিপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ ॥

কৃষ্ণাভ্র ১৬ তোলা; কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল প্রত্যেক ৷৷০ তোলা; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ত্রিকটু, প্রত্যেক ।০ আনা; এলাইচ, জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা এবং গন্ধক ১ তোলা; পারদ ৷৷০ তোলা। এই সমুদয় দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া সিদ্ধ-চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পানের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বভৌমরসঃ।

জীর্ণং স্বর্ণং লৌহং বা যচ্চৈব প্রদীয়তে।
তদাস্যং সর্ব্বরোগাণাং সার্ব্বভৌমো ন সংশয়ঃ ॥

শৃঙ্গারাভ্রে স্বর্ণ বা লৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে সার্ব্বভৌম রস হয়।

বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রম্।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্গণং নাগকেশরম্।
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকম্ ॥
স্বর্ণঞ্চাপি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ।
শুদ্ধকৃষ্ণাভ্রচূর্ণন্তু চতুঃকর্ষং প্রযোজয়েৎ ॥
তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসী ত্বগ্ ধাত্রীপুষ্পিকা।
এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী ॥
কর্ষদ্বয়মেতেষাঞ্চ পিপ্পলীক্বাথমর্দ্দিতম।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমন্বিতম্ ॥
অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাম্।
উদরাণি তথা শোথমানাহং জ্বরমেব চ ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্ত্যর্শ যক্ষ্মাণমেব চ।
নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকম্ ॥
বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
এতস্যাভ্যাসমাত্রেণ নির্ব্ব্যাধির্জায়তে নরঃ ॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরার বীজ (কেহ কেহ বলেন স্বর্ণ), প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত। শোধিত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারি তোলা, একত্রিত করিয়া পিপুলের কাথে মর্দ্দন করিবে। ইহা দারুচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, আনাহ, জ্বর, গ্রহণী, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে লোক নির্ব্ব্যাধি হয়।

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্।

অভ্রস্যামলমারিতস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরূষস্থিরা
বিল্বশ্যোনকপাটলা-কলসিকাঃ সব্রহ্মদণ্ড্যার্দ্রকাঃ।
চিত্রগ্রন্থিকগোক্ষুরং সচবিকং মার্গাস্যগুপ্তান্বিতং
স্বৈস্বৈর্ম্মর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈর্গুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং
শ্বাসং পীনসমেহগুল্মমরুচিং যক্ষ্মাস্রপিত্তং ক্ষয়ম্।
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাসং ক্রিমিং
ছর্দ্দিং পাণ্ডুহলীমকং গলগদং বিস্ফোটকং কামলাম্ ॥
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহানমর্শাংসি ষড়্-
হন্যাদানকফোত্থবান্ গুরুগদান্ শ্রীডামরানন্দকম্।
বল্যং বৃষ্যমশেষদোষহরণং ধাতুপ্রদং কাসিনাং
মেধ্যং হৃদ্যরসায়নং হরমুখাজ্জ্ঞাত্বা ময়া ভাষিতম্ ॥

আমলকীর রসে জারিত অভ্র ১ পল, কণ্টকারী, বাসকমূল, শালপাণী, বিল্বমূল, শ্যোনামূল, পারুলমূল, চাকুলে, বামুনহাটী, আদা, চিতামূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চৈ, আপাঙ্গ ও আলকুশী ইহাদের প্রত্যেকের এক এক পল রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—অর্দ্ধ রতি। এই অভ্র কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট করে।

বিজয়ভৈরবরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকতালকম্॥
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি গুড়ো দ্বিগুণ উচ্যতে॥
তিন্তিড়ীবীজমাত্রেণ প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ।

(বিজয়ভৈরবরসে অভ্রকতালকমিতাত্র "বংসকমেব চ" ইতি পাঠেঽস্য জয়া গুড়িকা ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ॥)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, শোধিত জয়পাল-বীজ, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক তোলা, গুড় ২ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—তেঁতুল বীজের ন্যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়। (এই ঔষধে অভ্র ও হরিতালের পরিবর্ত্তে কুড়্চি, দিলে ইহার জয়া গুড়িকা সংজ্ঞা হয়।)

কাসলক্ষ্মীবিলাসঃ।

শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালার্দ্ধং রসখর্পরম্।
বঙ্গং তাম্রং ঘনং কাস্তং কাংস্যং গন্ধং পলং পলম্॥
কেশরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্।
কুলত্থস্য রসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ॥
এলা জাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রলবঙ্গকম্।
যমানী জীরকশ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্॥
নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্॥
তৎপশ্চাদ্ বটিকা কার্য্যা চণকপ্রমিতা তথা।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমানস্রকাসনিবৃত্তয়ে॥
মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্।
ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্।
অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ॥
কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল, প্রত্যেক ১ পল, খর্পর ৪ তোলা, একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলথকলাইয়ের কাথে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রসে ও কুলথ কলায়ের ক্বাথে মাড়িয়া চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবন করিলে রক্তকাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই ঔষধ সেবন কালে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধকর দ্রব্য সুপথ্য। শাক ও অম্ল প্রভৃতি এবং ভাজা দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

মহোদধিঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাঙ্গকম্।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্॥
ভদ্রমুস্তং ত্রিকটুকং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলিকাম্বুভিঃ॥
মাত্রা চণকতুল্যা তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্।
হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জঠরাণি চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্মরীঞ্চ চতুর্ব্বিধাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে
নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, গুড়ত্বক্, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, ভদ্রমুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, রেণুক, আমলকী ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের

২ তোলা, সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজ-পিপ্পলীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া চণক-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, গ্রহণী, ভগন্দর, কপালিকা ও প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছামত আহারাদি করা যাইতে পারে।

সমশর্করলৌহম্।

লবঙ্গং কটুফলং কুষ্ঠং যমানী ত্র্যূষণং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥
চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জ্জাতং হরীতকী।
শটী কক্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্॥
সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে
নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।
ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ।
ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাঁকলা, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি; সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। (মাত্রা—৪ মাষা।)

বসন্ততিলকরসঃ।

হেম্নো ভস্মকতোলকং ঘনযুগং লৌহাৎ ত্রয়ঃ পারদা-
চ্চত্বারো নিয়তাশ্চ বঙ্গযুগলঞ্চৈকীকৃতং মর্দ্দয়েৎ।
মুক্তাবিদ্রুময়ো রসেন সমতা গোক্ষুরবাসেক্ষুণা
সর্ব্বং বালুকযন্ত্রগং পরিপচেদ্ যামং দৃঢ়ং সপ্তকম্॥
কুস্তুরীঘনসারমর্দ্দিতরসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ
কাসশ্বাসসপিত্তবাতকফজিৎ পাণ্ডুক্ষয়াদীন্ হরেৎ।
(শূলাগ্নিগ্রহণীং বিষাদিহরণো মেহাশ্মরীবিংশতিং)
হৃদ্রোগাপহরো জ্বরাদিশমনো বৃষ্যো বয়োবর্দ্ধনঃ॥
শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুঞ্জয়েনোদিতঃ॥
(বিয়তো গন্ধকঃ, ঘনসারং কর্পূরম্)

স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা ও প্রবাল ২ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে সাত প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহা মৃগনাভি (৪ তোলা) ও কর্পূর (৪ তোলা) দ্বারা ভাবিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহা কাস ও ক্ষয়রোগের মহৌষধ। মাত্রা—২ রতি।

কণ্টকারীঘৃতম্।

ঘৃতং রাস্নাবলাব্যোষ-শ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্।
কণ্টকারীরসে সর্পিঃ পঞ্চকাসনিসূদনম্॥

ঘৃত /৪ সের। কণ্টকারীর ক্বাথ ১৬ সের; কল্কদ্রব্য যথা,—রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়।

বৃহৎকণ্টকারীঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢ়কে।
ঘৃতপ্রস্থং বলাব্যোষ-বিড়ঙ্গশঠিচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিল্বামলক পুষ্করৈঃ।
বৃশ্চীরবৃহতীপথ্যা-যমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ॥
দ্রাক্ষাপুনর্নবাচব্য-ধন্বযাসাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গী-রাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তু সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসে চ শস্যতে।
কণ্টকারীঘৃতং সিদ্ধং কফব্যাধিবিনাশনম্॥

মূল পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—বেড়েলা, ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ), বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচল লবণ, যবক্ষার, বেলমূল, আমলকী, পুষ্কর (অভাবে কুড়), শ্বেত পুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, চৈ, দুরালভা,

অম্লবেতস কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য /১ সের পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলঘৃতম্।

দশমূলীকষায়েণ ভার্গীকল্কং পচেদ্ ঘৃতম্।
দক্ষতিত্তিরিনির্য্যূহে তৎ পরং বাতকাসনুৎ॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ /৮ সের, এবং কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংসের মিলিত কাথ /৮ সের। কল্কার্থ—পেষিত বামুনহাটী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়।

দশমূলাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলাঢকে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশটীবিল্ব-সুরসব্যোষহিঙ্গুভিঃ॥
পেয়ানুপানং তৎ পেয়ং কাসে বাতকফাধিকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ॥

ঘৃত /৪ সের। দশমূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, শঠী, বিল্বমূল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেকে ২ তোলা। যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ কাস ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস নিবারিত হয়। ঘৃতপানান্তে পেয়া পান করা কর্ত্তব্য।

দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্।

দশমূলীচতুঃপ্রস্থে রসে প্রস্থোন্মিতং হবিঃ।
সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু কল্কিতৈঃ সাধু সাধিতম্॥
কাসহৃৎপার্শ্বশূলঘ্নং হিক্কাশ্বাসনিবারণম্।
কল্কং ষট্পলমেবাত্র গ্রাহয়ন্তি ভিষগ্বরাঃ॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের; কল্কদ্রব্য যথা,—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল (প্রত্যেকে ৮ তোলা)। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কাস, হৃৎ-পার্শ্বশূল, হিক্কা ও শ্বাস প্রশান্ত হয়।

চন্দনাদ্যতৈলম্।

চন্দনাগুরুতালীশ-নখং মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকম্।
মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দনম্॥
এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈ-স্তৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ।
ভার্গীবাসাকটকারী-বাট্যালকগুডূচিকাঃ॥
এষাং শতপলে কাথ্যে সমভাগে জড়ীকৃতে।
পক্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম্॥
কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম্॥
আদৌ কল্কং প্রদাতব্যং গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম্।
তৈলমূর্চ্ছার্থং দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্।
গন্ধচন্দনকর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্॥

তিলতৈল /৮ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১ পল। কাথার্থ—বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, মিলিত ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই কাথেই কল্ক পাক করিতে হয়। কল্কপাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। কল্কপাকান্তে গন্ধদ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ; তৈল নামাইয়া সর্ব্বশেষে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা ও কাস রোগ প্রশমিত এবং বল বর্ণ ও কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

বাসাচন্দনাদ্যতৈলম্।

চন্দনং রেণুকা পূতিহ্বগন্ধা প্রসারণী।
ত্রিসুগন্ধি কণামূলং নাগকেশরমেব চ॥
মেদে দ্বে চ ত্রিকটুকং রাস্না মধুকশৈলজম্।
শটী কুষ্ঠং দেবদারু বনিতা চ বিভীতকম্॥

এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ পচেৎ তৈলাঢ়কং ভিষক্।
বাসায়াশ্চ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
লাক্ষারসাঢ়ককৈব তথৈব দধিমস্তকম্।
চন্দনঞ্চামৃতা ভার্গী দশমূলং নিদিগ্ধিকা ॥
এতেষাং বিংশতিপলং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে স্থিতে ক্বাথে তৈলং তেনৈব সাধয়েৎ ॥
কাসান্ জ্বরান্ রক্তপিত্তং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
কামলাঞ্চ ক্ষতক্ষীণং রাজযক্ষ্মাণমেব চ ॥
শ্বাসান্ পঞ্চবিধান্ হন্তি বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
তৈলং বাসাচন্দনাদি কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বাসক-ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২০ পল, মোট ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, খটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দনে কাস, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা ও পঞ্চপ্রকার শ্বাস প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

কাসরোগে পথ্যানি।

স্বেদো বিরেচনং ছর্দ্দির্ধূমপানং সমাশনম্।
শালিষষ্টিকগোধূম-শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ ॥
আত্মগুপ্তামাষমুদ্গা-কুলত্থানাং রসাঃ পৃথক্।
গ্রাম্যোদকানূপধন্ব-মাংসানি বিবিধানি চ ॥
সুরা পুরাতনং সর্পিশ্ছাগক্ষীরং পয়ো ঘৃতম্।
বাস্তুকং বায়সীশাকং বার্ত্তাকুবালমূলকম্ ॥
কণ্টকারী কাসমর্দ্দো জীবন্তী সুনিষণ্ণকম্।
দ্রাক্ষা বিম্বী মাতুলুঙ্গং পৌষ্করং বাসকস্ত্রিটিঃ ॥
গোমূত্রং লশুনং পথ্যা ব্যোষমুষ্ণোদকং মধু।
লাজা দিবসনিদ্রা চ লঘূন্যন্নানি যানি চ।
পথ্যমেতদ্যথাদোষমুক্তং কাসগদাতুরে ॥

স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, পরিমিত আহার, শালিতণ্ডুল, ষষ্টিকতণ্ডুল, গোধূম, শ্যামাধান্য, যব, কোদোধান্য, আলকুশী, মাষ-কলায়ের যূষ, মুগের যূষ, কুলথ-কলায়ের যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) মাংস, ঔদকমাংস, আনূপ-মাংস ও মরুদেশজ বিবিধ মাংস, পুরাণ ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচী, বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, জীবন্তী, সুষুণি শাক, কিস্‌মিস্, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ-লেবু, পুষ্করমূল, বাসক, ছোট এলাইচ, গোমূত্র, রসুন, হরীতকী, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), গরমজল, মধু, খৈ, দিবানিদ্রা ও লঘু দ্রব্য, এইগুলি কাসরোগিকে দোষানুসারে পথ্যার্থ ব্যবস্থা করিবে।

কাসরোগেঽপথ্যানি।

বস্তিং নস্যমসৃঙ্মোক্ষং ব্যায়ামং দন্তঘর্ষণম্।
বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি বিবিধানি চ।
শকৃন্মূত্রোদ্গারকাস-বমিবেগবিধারণম্।
আতপং দুষ্টপবনং রাজমার্গনিষেবণম্ ॥
মৎস্যং কন্দং সর্ষপঞ্চ তুম্বীফলমুপোদিকাম্।
দুষ্টাম্বু চান্নপানঞ্চ বিরুদ্ধান্যশনানি চ।
গুরু শীতঞ্চান্নপানং কাসরোগী পরিত্যজেৎ ॥

বস্তিক্রিয়া, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তধাবন, রৌদ্র, দূষিতবায়ু, ধূলি, পথপর্য্যটন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, বিবিধপ্রকার রুক্ষ-দ্রব্য ভোজন এবং মল মূত্র উদ্গার কাস ও বমির বেগধারণ, মৎস্য, কন্দশাক, সর্ষপ, লাউ, পুঁইশাক, দুষ্টজল, দূষিত অন্নপানীয়, বিরুদ্ধ গুরু কিংবা শীতল অন্নপানীয়, এই সকল কাসরোগির পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কাসরোগাধিকারঃ ॥

অথ হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ।

অথ হিক্কাশ্বাসনিদানম্।

বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি-রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্থান-রজোধূমাতপানিলৈঃ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ব-বেগাঘাতাপতর্পণৈঃ।
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা।
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি॥
কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা।
হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ॥
পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্॥
চিরেণ যমলৈর্ব্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে।
কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥
বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে।
ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলাৎ প্রধাবিতা॥
নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী।
অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা॥
মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রবিকম্পিনী॥
মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমক-ক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ॥
যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিষ্বগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ॥

বিদাহী (যাহা আহারে জ্বালা উপস্থিত হয়), গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ, কফজনক এবং শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাদি পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, ধনুরাকর্ষণাদি ব্যায়ামকর্ম, গুরুভারবহন, অধিকপথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অনশনাদি অপতর্পণ-ক্রিয়া এই সমস্ত কারণে হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ উৎপন্ন হয়।

বায়ু কফানুগত হইয়া, অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী নামে পাঁচ প্রকার হিক্কা উৎপাদন করে।

হিক্কারোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়াস্বাদ এবং আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড়গুড় শব্দোৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অপরিমিত পান ও ভোজন দ্বারা বায়ু সহসা পীড়িত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা, মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমলবেগ অর্থাৎ জোড়া জোড়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা বলে।

যে হিক্কা, জত্রুমূল (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতে বিলম্বে বিলম্বে মন্দ মন্দ বেগে উদ্গত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা, নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃষ্ণাজ্বরাদি নানা উপদ্রব ঘটাইয়া অতি ঘোর গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা উদ্গত হইবার সময় সর্ব্বশরীর কম্পিত হয়; এবং বোধ হয় যেন, বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে।

যে সকল কারণে হিক্কা রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণই প্রবলতর হইলে অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাস ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। সেই এক মহাব্যাধি শ্বাস, বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণভেদে মহান্, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র এই পাঁচ প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কফোল্বণ বায়ু যখন প্রাণ ও উদানবহ স্রোত সকলকে রুদ্ধ করিয়া, নিজে কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অর্থাৎ বিমার্গগত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখনই শ্বাস রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অথ হিক্কাশ্বাস-চিকিৎসা।

যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
ভেষজং পানমন্নং বা হিক্কাশ্বাসেষু তদ্ধিতম্॥

যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় কফবাতঘ্ন, বাতানুলোমক ও উষ্ণবীর্য্য, সেই সমস্তই হিক্কা ও শ্বাসরোগে হিতকর।

হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধৈর্লবণযোগৈশ্চ মৃদু বাতানুলোমনম্।
ঊর্দ্ধাধঃশোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্॥

প্রথমে হিক্কারোগির উদরে এবং শ্বাস-রোগির হৃদয়ে সৈন্ধলবণ-যুক্ত তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদান করিবে। রোগির বল থাকিলে বায়ুর অনুলোমক সংশোধন ঔষধ কিংবা লবণ-মিশ্রিত সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মৃদু বমন ও বিরেচন করাইবে, দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ সেবন করাইবে।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্।
কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাসীসং দধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুরমস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ॥

কুল আঁটির শস্য, সৌবীরাঞ্জন ও খৈ। কটুকী ও স্বর্ণ-গৈরিক। পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁঠ। কয়েত বেলের শস্য ও হীরাকস। পারুলের ফল ও পুষ্প। এবং পিপুল ও খেজুরমাতি। এই ছয়টি যোগের প্রত্যেকটি মধুর সহিত সেবিত হইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্॥

যষ্টিমধু-চূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত বা শুঁঠ-চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তন্য-দুগ্ধে কিংবা আলতার জলে গুলিয়া, অথবা রক্তচন্দন স্তন্যদুগ্ধে ঘষিয়া নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়।

মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ।
হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্॥

টাবালেবুর রস, মধু ও সচল (অভাবে সৈন্ধব) লবণের সহিত সেবন করিলে; অথবা শুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ।৴০ পোয়া, ৴১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্।
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রযোক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত বারংবার সেবন করিলে, হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতাভার্গীং সৌবর্চ্চলসমন্বিতাম্॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগে বামুনহাটী ও শুঁঠ চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। শুঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সৌবর্চ্চল লবণ একত্র সেবনেও হিক্কা ও শ্বাস নিবারিত হয়।

প্রাণাবরোধতর্জ্জন-বিস্মাপন
শীতবারিপরিষেকৈঃ।
চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ
শময়েদ্ধিক্কাং মনোঽভিঘাতৈশ্চ॥

প্রাণবায়ুর অবরোধ (শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ), তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতল জল সেচন, বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ ও মনোভিঘাত (যাহা দ্বারা মন আহত হয়) এই সকল দ্বারা হিক্কা নিবারিত হয়।

প্রবালশঙ্খত্রিফলা-চূর্ণং ঘৃতমধুপ্লুতম্।
পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কানিবারণঃ॥

প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী চূর্ণ, ঘৃত এবং মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

নারিকেলস্য পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ।
হিক্কাঃ প্রবলাঃ হন্তি ধারণাৎ তু ন সংশয়ঃ॥

জলসহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া সেই ঘৃষ্ট চন্দনে নারিকেল-পুষ্প-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে প্রবল হিক্কা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

অথ ধূমপ্রয়োগঃ।

নৈপাল্যা গোবিষাণাস্থা কুষ্ঠাৎ সর্জ্জরসস্ত বা।
ধূপং কুশস্য বা কার্য্যং পিবেদ্ধিক্কোপশান্তয়ে॥

মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধুনা বা কুশের ধূম পান করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

নির্ধূমাঙ্গারনিক্ষিপ্তং হিঙ্গুমাষভবং রজঃ।
হিক্কাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ॥

হিং ও মাষকলাই-চূর্ণ নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পান করিলে পঞ্চপ্রকার হিক্কা প্রশমিত হয়।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ॥

মাষ-কলাই-চূর্ণের ধূম পানে হিক্কা নিবারিত হয়। এলাইচ-চূর্ণ ও চিনি একত্র সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কাও প্রশমতা পায়।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।
শোষয়িত্বা চ তদ্ধূম-পানাচ্ছ্বাসো বিনশ্যতি॥

কনকধুতুরার ফল শাখা ও পাতা অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া তাহার ধূম পান করিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্॥

মধু অবলেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

শর্করামরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি ও মরিচ-চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ লেহন করিলে, হিক্কা নিবৃত্ত হইবে।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলিচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্॥

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধ পাত্রে ভস্ম করিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে প্রবল হিক্কা ও দারুণ শ্বাস নিবারিত হয়।

হিক্কায়াং কদলীমূল-রসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ॥

কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

কর্ষং কলিফলচূর্ণং লীঢ়ঞ্চাত্যন্তং মধুনা মিশ্রম্।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধহিক্কাঞ্চৈব॥

মধুর সহিত বহেড়াচূর্ণ ২ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শীঘ্র শ্বাস ও প্রবল ঊর্দ্ধহিক্কা নিবারিত হয়।

অভয়ানাগরকল্কং পৌষ্করযাবশূকমরিচকল্কং বা।
তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কী চ তচ্ছান্ত্যৈ॥

হরীতকী ও শুণ্ঠী কিংবা কুড় যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণম্।

শৃঙ্গীকটুত্রিকফলাত্রয়কণ্টকারী
ভার্গী সপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কা-
শ্বাসোর্দ্ধবাতকসনারুচিপীনসেষু॥
(অত্র পুষ্করজটা পুষ্করমূলম্)।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সাম্ভারী, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদলবণ) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে, হিক্কা, শ্বাস, ঊর্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনসরোগ উপশমিত হয়।

হরিদ্রাদিচূর্ণম্।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।
কটুতৈলং লিহন্ হন্যাচ্ছ্বাসান্ প্রাণহরানপি॥

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শঠী ইহাদের চূর্ণ সর্ষপ-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে উৎকট শ্বাসও নিবৃত্ত হয়।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্মূলতো জয়েৎ॥

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ডমূল-চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস্ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য হি।
যো লেঢ়ি শমনকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্॥

শ্বাসের নিবৃত্তি কালে, পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা আদার রসের সহিত এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে, শ্বাসের উপশম হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্॥

শোধিত গন্ধক ও মরিচচূর্ণ, অথবা কেবল গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

শৃঙ্গীমহৌষধকণাঘনপুষ্করাণাং
চূর্ণং শঠীমরিচশর্করয়া সমেতম্।
ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যাঃ
শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, কুড়, শঠী, মরিচ ও চিনি, ইহাদের চূর্ণ ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, গুলঞ্চ, বাসক ও বৃহৎ পঞ্চমূলের (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল) ক্বাথ তিন দিন পান করিলে প্রবল শ্বাসরোগের প্রশমতা হয়।

বিল্বাটরূষদলবারিসমূলশুক্ল-
দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্।
ভার্গীগুড়ো যদি চ তত্র হতপ্রভাব-
স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্॥

ভার্গীগুড় সেবনেও যে শ্বাস প্রশমিত না হয়, তাহা বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস ও সমূল শ্বেত-ডানকুনি-পত্রের রস, সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আশু প্রশমিত হয়।

অমৃতানাগরফল্গী-ব্যাঘ্রীপর্ণাসসাধিতঃ ক্বাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু॥
দশমূলীকষায়স্তু পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ।
কাসশ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বহৃচ্ছূলনাশনঃ॥
কুলত্থনাগরব্যাঘ্রী-বাসাভিঃ কথিতং জলম্।
পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী, ইহাদের ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিলে কাস শ্বাস নিবারিত হয়। দশমূলের ক্বাথ পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) চূর্ণের সহিত পান করিলে কাস শ্বাস এবং পার্শ্ব ও হৃদয় শূল প্রশমিত হয়। কুলত্থ-কলাই, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসক ইহাদের ক্বাথ পুষ্করমূল চূর্ণের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

ভার্গীগুড়ঃ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্যাভয়াং ততঃ॥
পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষট্ পলানি প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণং প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।
স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ॥
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থত্রয়াঢ়কং জলম্॥

বামুনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল করিয়া মোট ১০০ পল ও হরীতকী ১০০টা (বস্ত্রে শিথিলভাবে বাধিয়া) ১১৬ সের জলে ক্বাথ করিয়া ২৯ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে উক্ত হরীতকী সকল এবং ১০০ পল পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে উহাতে ৬ পল মধু দিবে। মাত্রা—১ তোলা হইতে ৪ তোলা এবং হরীতকী ১টা বা উহার অংশ একত্রে সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্বাস এবং পঞ্চপ্রকার কাসাদি আরোগ্য হয়।

ভার্গীশর্করা।

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধং বাসায়াঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ পাচয়েৎ।
তুলামিতং জলং দত্ত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্॥
জলাঢ়কে পচেৎ তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ।
বস্ত্রপূতঞ্চ তৎ সর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ॥
উক্তেঽবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্॥
ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলা পত্রজীরকম্।
যমানী চাজমোদা চ বাংশী কৌলথজং রজঃ॥
কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কোলমাত্রং ক্ষিপেৎ ততঃ।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্॥
যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
রোগানেতান্নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনম্॥

বামুনহাটীর মূল ৫০ পল, বাসক মূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। চারিটী বাদুড়ের মাংস, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের, ছাঁকিয়া উভয় ক্বাথ একত্র করিয়া তাহাতে চিনি ৴২ সের দিয়া পাক করিবে; ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুর, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলুথকলায়, কট্ফল, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপান সহ (সিকি তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়) সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণ জ্বর নিবারিত এবং শরীরের বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশপলানি চ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক্ পলসমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণজলে পচেৎ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতনগুড়স্যাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ॥
ঘৃতস্য পঞ্চ দত্ত্বা চ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পক্কা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতী-ফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্॥
গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মানকে।
কুষ্ঠং তোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্।
জাতীকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্॥
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু।
কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্॥
একীকৃত্য বটীং যত্নাৎ কুর্য্যান্মাষমিতাং ভিষক্।
তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদনু জলং কিয়ৎ॥
শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরঃ পরম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্॥
বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্॥

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বামুনহাটী ১০ পল, গোক্ষুর, পিপ্পলীমূল প্রত্যেক ১ পল, পারুল ছাল ৩ পল এই সমস্ত কুটিয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১০ পল,

ঘৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া একত্রে পাক করিবে; ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে মধু ১ পল দিবে। ২ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনুপান সহ সেবন করিবে। অনুপানবিধি যথা—কাঠবিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ * এবং মরিচ চূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে মাড়িয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। শৃঙ্গীগুড়ঘৃত সেবনের পরেই এই বটিকা একটী চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবে। (অভাবে তেঁতুল-পত্রের কাথ এবং মরিচ চূর্ণ ৬ রতি ও হিঙ্গু ৬ রতির সহিত ঔষধ সেবনীয়। তদভাবে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।) ইহা দ্বারা শত শত বৈদ্য-পরিত্যক্ত বহুকালের প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চ প্রকার কাস, ক্ষত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

বিজয়-বটী।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকমেব চ।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শুল্ব-ভস্ম জৈপালচিত্রকম্।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ॥
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে।
সূতায়াং গ্রহণীদোষে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা॥
হস্তপাদাদিদাহেষু বটিকেয়ং প্রশস্যতে॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলের মূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তাম্রভস্ম, জায়ফল ও চিতা প্রত্যেক সমভাগ, সমুদয়ের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম জ্বর, সূতিকা, গ্রহণীদোষ, শূল, পাণ্ডুরোগ ও হস্তপদাদির দাহ নিশ্চয় উপশমিত হয়।

ডামরেশ্বরাভ্রম্।

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্রং ব্রহ্মযষ্টিকনকামৃতবাসাঃ।
কাসমর্দ্দবননিম্বকচব্যং গ্রন্থিকং দহনমূলসমেতম্॥
একশশ্চ পলিকৈরিহ সর্ব্বৈর্মর্দ্দিতং জয়তি তদ্ গুরুহিক্কাম্
শ্বাসকাসমুদরং চিরমেহান্ পাণ্ডুগুল্মযকৃতং গলরোগম্॥
শোথমোহনয়নাস্যজরোগং যক্ষ্মপীনসগরং বলসাদম্।
গণ্ডমণ্ডলবমিভ্রমিদাহং প্লীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্।
হন্তি বাতকফপিত্তমশেষং ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্।
হিক্কায়াং শ্বাসে চ প্রশস্তম্।

মারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, ভাবনার্থ বামুনহাটী ১ পল, জল ১ সের, শেষ ১ পল কাথ, ধুস্তুর পত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসক-পত্রের রস, কালকাসুন্দা পত্রের রস প্রত্যেক ১ পল, এবং ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চৈ, পিপ্পলী-মূল, চিতামূল, ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল স্বরসে (অভাবে উপর্য্যুক্ত বামুনহাটীর মূলের ন্যায় কাথ করিয়া ঐ কাথে) এক এক বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রবল হিক্কা, শ্বাস, কাস, উদর, পুরাতন মেহ, পাণ্ডু, গুল্ম, যকৃৎ, শোথ, মোহ, নয়নজ ও আস্যজ রোগ, যক্ষ্মা, শূল ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয় (মাত্রা—১ রতি হইতে ৩ রতি পর্য্যন্ত)। অনুপান—মধু প্রভৃতি।

* কেহ কেহ বলেন,—কাষ্ঠমার্জ্জারিকার অর্থ, রাখালশশা; কেহ বা বলেন,—কাঠবিল্লী নামক ওষধিবিশেষ, তাহারই মূলচূর্ণ ১ ভাগ; কিন্তু কাষ্ঠমার্জ্জারিকা শব্দের এ সকল অর্থের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকীদ্রাক্ষা-কোলাস্থিমধুশর্করা।
বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদুস্তরাম্।
হিক্কাং ছর্দ্দিং মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥

অত্র লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্। মধু যষ্টিমধু, পুষ্করং পুষ্কর-মূলম্। হিক্কায়ামতিপ্রশস্তমেতৎ।

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও পুষ্করমূল, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া (৫ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত অনুপান সহ এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং মহাশ্বাস নিবারিত হয়। ইহা হিক্কার মহৌষধ।

মহাশ্বাসারিলৌহম্।

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতাকর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধু কর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা পুষ্করকেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
ইদং শ্বাসারিলৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুল আঁটির শাস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ইহাদিগের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা। মধু সহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস এবং রক্তপিত্তাদি রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং শিলোষণকটুত্রিকম্।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা, বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আর্দ্রকরসানুপানম্॥

রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল, মরিচ এবং ত্রিকটু ইহাদিগের প্রত্যেকের সমান ভাগ; জলের সহিত মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্কণং সমনঃশিলম্।
এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্ট টঙ্কণাৎ॥
টঙ্কষট্কং ত্রিকটুকং খল্লে সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ॥
প্রতিশ্যায়ং ক্ষতক্ষীণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।
হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্॥
সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ।
গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ॥
ঘ্রাপয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকারণমুত্তমম্।
সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্॥
অনুপানং পর্ণরসমার্দ্রকস্য রসং তথা॥
টঙ্কণাদষ্টগুণং মরিচম্। ষড়্ গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী চ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল এই সকল প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপ্পলী ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা পানের রস কিংবা আদার রসের সহিত সেবন করিলে বিষম শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হৃদ্রোগ, সন্নিপাত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। সংজ্ঞা করিবার জন্য ইহার নস্য বিশেষ কার্য্যকর। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদ (আদকপালে) প্রভৃতি উৎকট শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাসভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্যচিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ।
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্॥
অত্রাপি মরিচস্য ভাগদ্বয়ম্।

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চৈ এবং চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে। জল সহ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ।

সূতকং গন্ধকো মর্দ্দ্যো * যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপাত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ॥
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যমাদায় চূর্ণয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসানুৎ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ম্।
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবৃত্তয়ে॥
(এতেষাং চূর্ণং যথাবলং লেহ্যং, কশ্চিন্মতে কাথঃ।)

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ (পাঠান্তরে গন্ধক পারদের অর্দ্ধভাগ) এই উভয় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া উহা দ্বারা ২ ভাগ পরিমিত তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। ঔষধ সেবনান্তে রাখালশসার মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা কাথ চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে ঊর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণিঃ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধমভ্রকম্।
তদর্দ্ধং পারদং ভাগ্যং পারদার্দ্ধেন মৌক্তিকম্॥
শাণমাত্রং হেমচূর্ণং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
কণ্টকারীরসেনাপি শৃঙ্গবেররসৈস্তথা॥
ছাগীক্ষীরেণ মধুকৈঃ ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ন্তাস্য বিভীতকসমন্বিতম্।
ভক্ষয়েৎ শ্বাসবান্ সার্দ্ধো রাজযক্ষ্মনিপীড়িতঃ॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বর্টিকা করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়া চূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মারোগে প্রযোজ্য।

হিংস্রাদ্যঘৃতম্।

হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতীক-ত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ।
দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং চতুর্গুণজলান্বিতম্॥
কোলমাত্রৈঃ পচেৎ তদ্ধি শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি।
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা॥
(হিংস্রা—কালাওকড়া।)

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কালাওকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটা-করঞ্জার মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে শ্বাস, কাস, অর্শ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয় প্রশমিত হয়।

তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতম্।

তেজোবত্যভয়া কুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী।
ভূতিকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকং শটী॥
সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেষিকা।
তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ।
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তোয়চতুর্গুণে॥
এতদ্ যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ।
শোথানিলার্শোগ্রহণী-হৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥

ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—চৈ, হরীতকী, কুড়, পিপুল, কট্কী, কত্তৃণ, পুষ্করমূল, পলাশ, চিতা, শটী, সৌবর্চ্চল,

* সূতার্দ্ধো গন্ধকো মর্দ্দ্য ইতি ইতি চিন্তামণৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে চ পাঠঃ।

ভূম্যামলকী, সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা; হিং ॥০ তোলা। যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতার্শ, গ্রহণীরোগ এবং হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা নিবারিত হয়।

কনকাসবঃ।

সংকুষ্য কনকং শাখামূলপত্রফলৈঃ সহ।
ততশ্চতুষ্পলং গ্রাহ্যং বৃষমূলত্বচস্তথা ॥
মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজম্।
ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণ্যৈষাং পলদ্বয়ম্ ॥
সংগৃহ্য ধাতকীপ্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা ॥
ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্র্য যত্নতঃ।
ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য চাবৃত্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্ ॥
নিহন্তি নিখিলান্ শ্বাসান্ কাসং যক্ষ্মাণমেব চ।
ক্ষতক্ষীণং জ্বরং জীর্ণং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্ ॥

শাখা মূল পত্র ও ফল সহিত কুট্টিত ধুস্তুর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৪ পল, যষ্টি-মধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুন-হাটী, তালীশপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি ১২॥০ সের ও মধু ৬৷০ সের, এই সমুদয় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ তোলা।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

হিক্কারোগে পথ্যানি।

স্বেদনং বমনং নস্যং ধূমপানং বিরেচনম্।
নিদ্রা স্নিগ্ধানি চান্নানি মৃদূনি লবণানি চ ॥
জীর্ণাঃ কুলত্থা গোধূমাঃ শালয়ঃ ষষ্টিকা যবাঃ।
এণতিত্তিরিলাবাদ্যা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ ॥
পক্বং কপিত্থং লশুনং পটোলং বালমূলকম্।
পৌষ্করং কৃষ্ণতুলসী মদিরা নলদম্বু চ ॥
উষ্ণোদকং মাতুলুঙ্গং মাক্ষিকং সুরভীজলম্।
অন্নপানানি সর্ব্বাণি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ ॥
শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ম্।
ক্রোধো হর্ষঃ প্রিয়োদ্বেগঃ প্রাণায়ামনিষেবণম্ ॥
দগ্ধসিক্তমৃদাঘ্রাণং কূর্চ্চে ধারাজলার্পণম্।
নাভ্যূর্দ্ধ্বপীড়নং দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া।
পাদয়োর্দ্ব্যঙ্গুলান্নাভেরূর্দ্ধ্বেহেষ্টানি হিক্কিনাম্ ॥

স্বেদক্রিয়া, বমন, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, নিদ্রা, স্নিগ্ধ অথচ লঘু অন্ন, সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কুলত্থ-কলায়, গোধূম, শালি ধান্য, ষষ্টিক ধান্য ও যব; এবং এণ (কৃষ্ণহরিণ), তিত্তিরি ও লাব পাখী, জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংস, পাকা কয়েৎবেল, রশুন, পটোল, কচিমূলা, পুষ্করমূল, কৃষ্ণতুলসী, মদ্য, নিম্ব, গরমজল, ছোলঙ্গ লেবু, মধু, গোমূত্র, কফ-বায়ুনাশক অন্নপানীয়, শীতল জল দ্বারা পরিষেক; হঠাৎ ত্রাস বিস্ময় ভয় ক্রোধ ও হর্ষ উৎপাদন; প্রিয়বিচ্ছেদাদি হেতুক উদ্বেগ, প্রাণায়াম এই সকল হিক্কারোগে হিতকর। জলসিক্ত পোড়ামাটির ঘ্রাণ, কূর্চ্চ-স্থানে জলের ধারা, নাভির ঊর্দ্ধদেশে পীড়ন এবং পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে ও নাভির দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে দীপদগ্ধহরিদ্রা দ্বারা দাহ, এই সমস্ত হিক্কারোগে হিতকর।

হিক্কারোগেঽপথ্যানি।

বাতমূত্রোদ্গারকাস-শকৃদ্বেগবিধারণম্।
রজোনিলাতপায়াসান্ বিরুদ্ধাশনানি চ ॥
বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রূক্ষাণি কফদানি চ।
নিষ্পাবং পিষ্টকং মাষং পিণ্যাকানূপজামিষম্ ॥
অবিদুগ্ধং দন্তকাষ্ঠং বস্তিং মৎস্যাংশ্চ সর্ষপান্।
অম্লং তুম্বীফলং কন্দং তৈলভৃষ্টমুপোদিকাম্ ॥
গুরু শীতঞ্চান্নপানং হিক্কারোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বায়ু মূত্র উদ্গার কাস এবং মলের বেগ-ধারণ; ধূলি বায়ু ও রৌদ্রসেবন, শ্রমজনক কার্য্য, বিরুদ্ধভোজন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য,

রুক্ষদ্রব্য, কফকর দ্রব্য, শিম, পিষ্টক, মাষ-কলায়, পিণ্যাক (তিলসর্ষপাদির কল্ক) ও অনূপদেশজাত মাংস, মেষীদুগ্ধ, দন্তধাবন, বস্তিক্রিয়া, মৎস্য, সর্ষপ, অম্লদ্রব্য, লাউ, কন্দ-শাক (আলু, ওল, প্রভৃতি), তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, পুঁইশাক এবং গুরু ও শীতল অন্নপানীয় এই সমস্ত হিক্কারোগে অহিতজনক।

শ্বাসরোগে পথ্যানি।

বিরেচনং স্বেদনধূমপানং প্রচ্ছর্দ্দনানি স্বপনং দিবা চ।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকরক্তশালি-কুলথগোধূমযবাঃ প্রশস্তাঃ॥
শশাহিভুক্তিত্তিরিলাবদক্ষ-শুকাদয়ো ধন্বমৃগদ্বিজাশ্চ।
পুরাতনং সর্পিরজাপ্রসূতং পয়ো ঘৃতঞ্চাপি সুরা মধূনি॥
নিদিগ্ধিকা বাস্তুকতণ্ডুলীয়ং জীবন্তিকামূলকপোতিকঞ্চ।
পটোলবার্ত্তাকুরসোনপথ্যা-জম্বীরবিম্বীফলমাতুলুঙ্গম্॥
দ্রাক্ষা ত্রুটিঃ পৌষ্করমুষ্ণবারি কটুত্রয়ং গোজনিতঞ্চ মূত্রম্
অন্নানি পানানি চ ভেষজানি কফানিলঘ্নানি চ যানি যানি॥
বক্ষঃপ্রদেশাদপি পার্শ্বযুগ্মে করস্থয়োর্মধ্যময়োর্দ্বয়োশ্চ।
প্রদীপ্তলৌহেন চ কণ্ঠকূপে দাহোঽপি চ শ্বাসিনি পথ্যবর্গঃ॥

বিরেচন, স্বেদ, ধূমপান, বমন, দিবানিদ্রা, পুরাতন ষষ্টিক ও রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, কুলত্থ-কলায়, যব, গম, শশক, ময়ূর, তিত্তিরি পাখী, লাবপাখী, কুক্কুট, শুকাদি পক্ষী, ধন্ব-দেশজ পাখী ও মৃগের মাংস, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, সুরা, মধু, কণ্টকারী, বেতুয়াশাক, ক্ষুদে-নটেশাক, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, নাটার পাতা, পটোল, বেগুণ, রশুন, হরীতকী, জাম্বীরলেবু, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ, কিস্‌মিস্‌, ছোটএলাচি, পুষ্করমূল, গরমজল, ত্রিকটু, গোমূত্র ও কফবায়ুনাশক অন্ন পানীয় এবং ভেষজ, বক্ষঃপ্রদেশ হইতে উভয় পার্শ্বে, হস্তদ্বয়ের মধ্যমাঙ্গুলীমূলে ও কণ্ঠকূপে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাহ, এই সমস্ত শ্বাসরোগে হিত-জনক।

শ্বাসরোগেঽপথ্যানি ;

মূত্রোদ্গারচ্ছর্দ্দিতৃট্‌কাসরোধো
নস্যং বস্তির্দন্তকাষ্ঠং শ্রমশ্চ।
অধ্বা ভারো রেণবঃ সূর্য্যপাদা
বিষ্টম্ভীনি গ্রাম্যধর্ম্মো বিদাহি॥
আনূপানামামিষং তৈলভৃষ্টং
নিষ্পাবঞ্চ শ্লেষ্মকারীণি মাষঃ।
রক্তস্রাবঃ পূর্ব্ববাতোঽম্বুপানং
মেষীসর্পির্দুগ্ধমস্তোঽপি দুষ্টম্॥
মৎস্যাঃ কন্দাঃ সর্ষপাশ্চান্নপানং
রুক্ষং শীতং গুর্ব্বপি শ্বাসমিত্রম্॥

মূত্রবেগ, উদ্গারবেগ, বমনবেগ, তৃষ্ণাবেগ এবং কাসবেগ ধারণ, নস্য, বস্তিক্রিয়া, দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, ধূলি ও রৌদ্রসেবন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, বিদাহিদ্রব্য, আনূপমাংস, তৈলভৃষ্টদ্রব্য, শিম, কফকারক দ্রব্য, মাষকলায়, রক্তমোক্ষণ, পূর্ব্ববায়ু সেবন, অনুপান (আহার বিহারাদির পর শীতলজলাদি পান), মেষীদুগ্ধ, মেষীঘৃত, দূষিত জল, মৎস্য, কন্দশাক (আলু, শূরণ প্রভৃতি), সর্ষপ, রুক্ষ শীতল ও গুরু অন্ন-পানীয় এই সকল শ্বাসরোগির অহিতজনক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ॥

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

অথ স্বরভেদনিদানম্।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত-
সন্দূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
স্রোতঃস্থ তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্বিধঃ সঃ॥
বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েণ চ॥
বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চা
ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ।
পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা
ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন॥
ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ
স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ।
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ
তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ॥
ধূপ্যেত বাক্ ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ
বাগেষ চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ।
অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ
মেদোঽন্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ॥

অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও বেদাদি-পাঠ এবং বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত এই সকল কারণে ও এবংবিধ অন্য কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে। ইহাতেই স্বর-ভেদ রোগ উৎপন্ন হয়। স্বরভেদ ছয় প্রকার; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

বাতিক স্বরভেদে, মল মূত্র নয়ন ও আনন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং গর্দ্দভের ন্যায় কর্ণোদ্বেজক স্বর অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্বরভেদে মল মূত্র নয়ন ও আনন পীতবর্ণ হয় এবং বাক্য-কথনের সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে, কণ্ঠদেশ সতত শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ থাকায় অতি অল্প অল্প বাক্য নিঃসৃত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা কফের মন্দীভাব হওয়াতে রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল-রূপ কথা কহিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উক্ত বাতাদি দোষ-ত্রয়েরই লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। এই স্বরভেদকে ঋষিরা অসাধ্য কহিয়া থাকেন।

ধাতুক্ষয়-জনিত স্বরভেদে বাক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগির বোধ হয়, যেন উহা ধূমের সহিত নির্গত হইতেছে, অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধূম-নির্গম কালে যেরূপ বেদনা অনুভব হয়, বাক্য কথনকালে তদ্রূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদরোগে রোগী হতবাক্ অর্থাৎ বাক্যকথনে অসমর্থ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ শ্লেষ্মা বা মেদ দ্বারা লিপ্ত হয়। সুতরাং রোগী কণ্ঠলগ্ন অস্পষ্ট বাক্য বিলম্বে উচ্চারণ করে ও পিপাসায় কাতর হয়।

অথ স্বরভেদ-চিকিৎসা।

বাতাদিজনিতশ্বাস-কাসঘ্না যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ॥

বাতাদি-দোষ-জনিত শ্বাসঘ্ন ও কাসঘ্ন যে সকল যোগ কথিত হইয়াছে, চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক দোষানুসারে স্বরভেদে সেই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥
গলে তাম্বুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাশু প্রসীদতি॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥

বাতজ স্বরভঙ্গে লবণের সহিত ঈষদুষ্ণ তৈল; পিত্তজ স্বরভেদে মধুর সহিত ঘৃত;

এবং কফজ স্বরভেদে মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটু মিলিত করিয়া কবল করিবে। তদ্দ্বারা গল তালু জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত ও স্বর বিশুদ্ধ হয়। মেদোজ স্বরভঙ্গে কফজ স্বরভেদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদ দুশ্চিকিৎস্য।

আস্থে কোষ্ণং জলং পেয়ং জগ্ধ্বা ঘৃতগুড়ৌদনম্।
ক্ষীরান্নপানং পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥

বাতপ্রধান স্বরভঙ্গে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক্য স্বরভেদে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং বাসাঘৃতাদি পান কর্ত্তব্য। কফজ স্বরভেদে পিপুল পিপুলমূল মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে।
পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা॥

স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির অথবা হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ কিংবা হরীতকী ও শুঁঠ চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ।
মধুসর্পির্য্যুতং লীঢ্বা স্বরভেদমপোহতি॥

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতা সমভাগে লইয়া বিচূর্ণিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রযোজয়েৎ॥

সৈন্ধবের সহিত কুলপাতা পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কল্ক বহুল ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত সহ আলোড়িত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ ও কাস প্রশমিত হয়।

শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্তোচ্চৈর্বদতোঽভিহতঃ স্বরঃ॥

উচ্চ কথা বলিতে যাহার স্বরভঙ্গ হয়, সেই ব্যক্তি কাকোল্যাদি গণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

মৃগনাভ্যাদিরবলেহঃ।

মৃগনাভিঃ সসূক্ষ্মৈলা লবঙ্গকুসুমানি চ।
ত্বক্ক্ষীরী চেতি লেহোঽয়ং মধুসর্পিঃসমাযুতঃ।
বাক্‌স্তম্ভমুগ্রং জয়তি স্বরভ্রংশসমন্বিতম্॥

মৃগনাভি, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে, বাক্‌স্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ নিবারিত হয়।

চব্যাদিচূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতসকটুত্রিকতিন্তিড়ীক-
তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়ৈর্বিমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্॥

চৈ, অম্লবেতস, ত্রিকটু, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহঃ।

নিদিগ্ধিকাতুলা গ্রাহ্যা তদর্দ্ধং গ্রন্থিকস্য তু।
তদর্দ্ধং চিত্রকস্যাপি দশমূলঞ্চ তৎসমম্॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং গৃহ্নীয়াদাঢ়কং ততঃ।
পূতে ক্ষিপেৎ তদর্দ্ধন্তু পুরাণস্য গুড়স্য চ॥
সর্ব্বমেকত্র কৃত্বা তু লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।
অষ্টৌ পলানি পিপ্পল্যাস্ত্রিজাতকপলং তথা॥
মরিচস্য পলৈকৈকং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্।
মধুনঃ কুড়বং দত্বা তদশ্নীয়াদ্ যথানলম্॥
নিদিগ্ধিকাবলেহোঽয়ং ভিষগ্‌ভির্নির্ম্মিতঃ।
স্বরভঙ্গহরো মুখ্যঃ প্রতিশ্যায়হরস্তথা।
কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যাদি-গুল্মমেহগলাময়ান্।
আনাহমূত্রকৃচ্ছ্রাণি হন্যাদ্ গ্রহ্যর্শুদানি চ॥

কণ্টকারী ১২॥০ সের, পিপুলমূল /৬।০ সের, চিতা /৩৴০ এবং দশমূল /৩৴০ এই সমস্ত একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তদনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত /৮ সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে উহাতে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র) চূর্ণ মিলিত ৮ পল ও মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে /॥০ অর্দ্ধসের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্বরভেদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

কল্যাণাবলেহঃ।

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ॥
জড়গদ্গদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া তাহা গব্যঘৃতে আলোড়িত করিয়া সেই ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে মনুষ্য শ্রুতিধর ও সুস্বর-বিশিষ্ট হয়।

ভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং মরিচং চব্যচিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ।
গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুস্তরম্॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতা এই সকল দ্রব্য একত্রিত করত আদার রসে মাড়িয়া তিন কুঁচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

ত্র্যম্বকাভ্রম্।

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রী বলা গোক্ষুরং
কন্যাপিপ্পলিমূলভৃঙ্গবৃষকাঃ পত্রং তথা বাদরম্।
ধাত্রীরাত্রিগুড়ূচিকাঃ পৃথগতঃ সর্বৈঃ পলাংশৈর্দ্রুতং
সংমর্দ্দ্যাতিমনোরমং সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম্॥
বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বরগতং যচ্চ ত্রিদোষাত্মকমত্যুচ্চৈর্বদতো হতং বহুবিধং পানীয়দোষোদ্ভবম্।
কাসং শ্বাসমুরোগ্রহং সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলামর্শাংসি গ্রহণীভবং বহুবিধং শোথং ক্ষয়কার্ব্বুদম্॥
হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমদ্ভুততরং বৃষ্যাতিবৃষ্যং পরং
বহ্নের্বৃদ্ধিকরং রসায়নবরং সর্ব্বাময়ধ্বংসি তৎ॥

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল পরিমাণে লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, উরোগ্রহ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ ও হিক্কা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও রসায়ন।

ব্যাঘ্রীঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরসবিপক্বং রাস্নাবাট্যালগোক্ষুরব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্॥
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

গব্য ঘৃত /৪ সের, কণ্টকারীর রস ১৬ সের; কল্কার্থ—রাস্না, বেড়েলা গোক্ষুর ত্রিকটু মিলিত /১ সের। কাঁচা কণ্টকারী না পাওয়া গেলে শুষ্ক কণ্টকারী /৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও ও কাস নিবারিত হয়।

সারস্বতঘৃতম্।

(ব্রাহ্মীঘৃতম্)।

সমূলপত্রামাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগাঞ্ছেষাণি কার্ষিকাণি চ॥
পিপ্পল্যোহথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
এতৎ-প্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শ্রুতমাত্রন্তু ধারয়েৎ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণামল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
(ইদানীন্তনৈরিদং ব্রাহ্মীঘৃতমুচ্যতে।)

মূল ও পত্র সহ ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে পেষণ করত তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের ; কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। (এক্ষণে ইহা ব্রাহ্মীঘৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।) সপ্তরাত্র ইহা সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় গীতশক্তি ; অর্দ্ধমাস সেবন করিলে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ; এবং ১ মাস সেবন করিলে স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত প্রাখর্য্য হয়। ইহা দ্বারা স্বরবিকৃতি, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লীবাসকদশমূলকাসমর্দ্দরসৈঃ।
সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিন্মধুনা॥

ঘৃত /৪ সের। ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসক, দশমূল ও কালকাসুন্দে ইহাদিগের কাথ ১৬ সের এবং পিপুলের কল্ক /১ সের। এই কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে /১সের মধু প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

স্বরভেদে পথ্যানি।

স্বেদোবস্তির্ধূমপানং বিরেকঃ কবলগ্রহঃ।
নস্যং ভালে শিরাবেধো যবা লোহিতশালয়ঃ॥
হংসাটবীতাম্রচূড়-কেকিমাংসরসাঃ সুরা।
গোকণ্টকঃ কাকমাচী জীবন্তী বালমূলকম্॥
দ্রাক্ষা পথ্যা মাতুলুঙ্গং লশুনং লবণার্দ্রকম্।
তাম্বূলং মরিচং সর্পিঃ পথ্যানি স্বরভেদিনাম্।

স্বেদ, বস্তিক্রিয়া, ধূমপান, বিরেচন, কবলধারণ, নস্য, কপালে শিরাবেধ এবং যব ও রক্তশালি, স্বরভেদরোগে পথ্য। হংস বন্যকুক্কুট ও ময়ূর মাংসের যূষ, সুরা (মদ্যবিশেষ), গোক্ষুর, কাকমাচী, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, কিস্‌মিস্, হরীতকী, ছোলঙ্গ লেবু, রসুন, সৈন্ধব, আদা, তাম্বুল, গোলমরিচ ও ঘৃত এই সমস্ত স্বরভেদরোগির পথ্য।

স্বরভেদেঽপথ্যানি।

আমং কপিত্থং বকুলং শালূকং জাম্ববানি চ।
তিন্দুকানি কষায়াণি বমিং স্বপ্নং প্রজল্পনম্।
অনুপানঞ্চ যত্নেন স্বরভেদী বিবর্জ্জয়েৎ॥

কাঁচা কয়েৎবেল, বকুল, শালূক (কুমুদাদির মূল), জামফল, গাব, কষায়দ্রব্য; বমন, নিদ্রা, অধিক বাক্যকথন এবং অনুপান (আহার বিহারাদির পর শীতল জলাদি পান) এই সকল স্বরভেদরোগে অহিতজনক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্বরভেদাধিকারঃ॥

অথারোচকাধিকারঃ।

অথারোচকনিদানম্।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধৈর্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন ॥
কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি
পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্।
মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্য-
বিবদ্ধসম্বদ্ধযুতং কফেন ॥
অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ।
স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ
ত্রিদোষজেনৈকরসং ভবেৎ তু ॥
হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ
তৃড়্‌দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকম্।
শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্-
বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ ॥

অরোচক পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ অরোচক এবং শোক, ভয়, অতিলোভ, অতিক্রোধ ও ঘৃণাজনক আহার, ঘৃণাজনক রূপ, ঘৃণাজনক গন্ধ এই সকল আগন্তুকারণে উৎপন্ন আগন্তুজ অরোচক।

তন্মধ্যে বাতজ অরোচকে, মুখ কষায়রসবিশিষ্ট এবং দন্ত অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক অরোচকে—মুখ তিক্ত, অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ ও উষ্ণ হয়; এবং শ্লৈষ্মিক অরোচকে মুখ লবণ, মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, আহারাক্ষম ও কফলিপ্ত হইয়া থাকে।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অহৃদ্য ও অপবিত্র গন্ধ এই সকল আগন্তুকারণজাত অরোচকে মুখ স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ আস্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু অরুচি হয়। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখ একরূপ রসবিশিষ্ট থাকে না, বাতজাদি-অরোচকোক্ত সকল প্রকার বিকৃত রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজনিত অরোচকে হৃদয় শূলবেদনাযুক্ত; পৈত্তিক অরোচকে তৃষ্ণা, দাহ ও চুষণবৎ পীড়া, শ্লৈষ্মিক অরোচকে কফপ্রসেক হয়; এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বাতজাদি ত্রিবিধ অরোচকেরই লক্ষণ সকল ঘটিয়া থাকে। আগন্তুজে অর্থাৎ শোকাদি আগন্তু-কারণ-জাত অরোচকে ব্যাকুল-চিত্ততা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হয়। *

অথারোচক-চিকিৎসা।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে ॥

বাতিক অরুচি রোগে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন, কফজে বমন, এবং মনোবিঘাতজনিত অরোচকে হৃদ্য ও অনুকূল ক্রিয়াসাধন কর্ত্তব্য।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
রোচনং দীপনং বহ্নের্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ ॥

প্রত্যহ দিবা-ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা একত্র ভক্ষণ করিলে আহারে রুচি, অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ঠের বিশোধন হয়।

বৃক্ষং সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীর-পিপ্পলীচন্দনোৎপলম্ ॥

---

* চরক সুশ্রুত গ্রন্থে অরোচক ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত আছে। যথা,—অরুচি, অনন্নাভিনন্দন ও ভক্তদ্বেষ। অরুচির লক্ষণ এই যে, উহাতে ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করিতে পারা যায় না। অনন্নাভিনন্দন রোগে খাদ্য অভিলষিত হইলেও খাইতে পারা যায় না। আর ভক্তদ্বেষে, আহারের শ্রবণ, স্মরণ, দর্শন, ঘ্রাণ ও স্পর্শেও বিরক্তি জন্মে।

লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা ॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্ ॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ। আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলোৎপল। লোধ, চৈ, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার। কচি দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি। এই চারি প্রকার যোগ (চূর্ণ) মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচঃ।
ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্যপি ॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদেরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ ॥

দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও ধনে। মুতা, আমলকী ও দারুচিনি। দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী। পিপুল ও চৈ। যমানী ও তেঁতুল। এই পাঁচটি যোগ মুখে ধারণ করিলে মুখের শুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার অরুচির শান্তি হয়।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্ ॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড়ের জলে দারুচিনি এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে, অরুচি রোগে বিশেষ উপকার হয়। দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণ এইরূপ মাত্রায় মিশাইবে, যাহাতে কিঞ্চিৎ কটুরস ও সুগন্ধ হয়।

কারব্যাজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্ ॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, মহার্দ্রক (বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি প্রশমিত হয়।

ত্রীণ্যূষণানি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি।
ক্ষৌদ্রান্বিতানি বিতরেন্মুখধারণার্থ-
মন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ অথবা অন্যান্য কটুতিক্ত দ্রব্য (দারুচিনি ও এলাইচ প্রভৃতি) মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি রোগ দূরীভূত হয়।

বিট্‌চূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ ॥

বিটলবণ ও মধু দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশান্ত হয়।

রাজিকাজীরকৌ পৃষ্টৌ ভৃষ্টং হিঙ্গু সনাগরম্।
সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ ॥
তাবন্মাত্রং ক্ষিপেৎ তক্রং যথা স্যাদ্রুচিরুত্তমা।
তক্রমেতদ্ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিবর্দ্ধনম্ ॥

রাইসর্ষপ জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণত্রয় এবং শুঁঠচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক এক এক ভাগ, গব্য দধি সর্ব্বসমান, এই সকল দ্রব্য একত্র আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে সর্ব্বসমষ্টির সমান গব্যতক্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সদ্য রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

দাড়িমাদি চূর্ণম্।

দ্বে পলে দাড়িমাদষ্টৌ গুডাদ্ ব্যোষং পলত্রয়ম্।
ত্রিসুগন্ধিপলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্।
দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ ॥

অম্ল দাড়িম চূর্ণ ২ পল, খাঁড়গুড় ৮ পল এবং ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) ১ পল, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা অরুচিনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং পীনস জ্বর ও কাস নিবারক।

যমানীষাড়বঃ।

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ।

ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজী-বরাঙ্গকার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈব দ্বে শতে মরিচস্য চ ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্।
হৃৎপীড়াপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥

যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল এই সমুদায়ের প্রত্যেকের ২ তোলা, ধনে, সচললবণ, জীরা, গুড়ত্বক্, প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ১০০ টা, মরিচ ২০০ টা, চিনি ৪ পল। এই সমুদায় একত্র করিয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সংগ্রাহী ও হৃদ্য। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে জিহ্বাশুদ্ধি, অন্নে রুচি এবং হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, আনাহ ও কাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

কলহংসম্।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি বিংশতিঃ পিপ্পল্যশ্চ।
আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থত্রয়মারনালস্য চ ॥
এতদ্ বিড়লবণসহিতং খজাহতং সুরভিগন্ধাঢ্যম্।
ব্যঞ্জনসহস্রবাতি জ্ঞেয়ং কলহংসকং নাম ॥

(খজাহতং মন্থনদণ্ড-মথিতম্। সুরভিগন্ধাঢ্যঃ চাতুর্জ্জাতগন্ধাঢ্যং, চাতুর্জ্জাতস্য মিলিত্বা পলম্। প্রত্যেকমিতি কেচিৎ। কলহংসবৎ কলস্বরজনকত্বাদস্য কলহংসসংজ্ঞা।)

সজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ, ১০ টা, পিপুল ২০টা, আদা ১ পল, গুড় ১ পল, কাঁজি ১২ সের, বিট্‌লবণ ১ পল, এই সমুদায় মন্থানদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত চাতুর্জ্জাত চূর্ণ (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কলহংসের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হয় বলিয়া ইহার নাম কলহংস। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

তিন্তিড়ীপানকম্।

ভাগাস্ত পক চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগশ্চাতুর্জ্জাতার্দ্ধভাগিকম্ ॥
দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্।
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্রপরিস্রুতম্ ॥
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্যুক্ত্যা সুযোজিতম্ ॥

বীজাদিরহিত সুপক্ক তেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, সুপিষ্ট ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ চূর্ণ ১ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ১ তোলা, এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা, জল ৫০ পল; এই সমুদায় নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও হস্ত দ্বারা আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অগুরু প্রভৃতি দ্বারা ধূপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে, পশ্চাৎ সেবনীয়। ইহা রাজযোগ্য পানীয়।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহঃ।

আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং তদর্দ্ধাংশং গুড়ং ক্ষিপেৎ।
কুড়বং বীজপুরাম্লং গালয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥
সর্ব্বং মন্দাগ্নিনা পক্ত্বা তত্রেমানি বিনিক্ষিপেৎ।
ত্রিজাতকং ত্রিকটুকং ত্রিফলা যাসমেব চ ॥
চিত্রকং গ্রন্থিকং ধান্যং জীরকদ্বয়মেব চ।
কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু মেলয়িত্বা তু ভক্ষয়েৎ ॥
অরোচকক্ষয়হরমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্।
কামলাপাণ্ডুশোফঘ্নং শ্বাসকাসহরং পরম্ ॥
আধ্মানোদরগুল্মানি প্লীহশূলে চ নাশয়েৎ ॥

আদার রস ৴৪ সের, গুড় ৴২ সের, টাবা লেবুর রস ৴॥০ সের; এই সমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরে ও কালজীরে। এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি, ক্ষয়, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, আধ্মান, জঠর, গুল্ম, প্লীহা ও শূল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

রসালা।

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্যুষিতস্য দধ্নঃ
খণ্ডস্য ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য।
সর্পিঃপলং মধুপলং মরিচদ্বিকর্ষং
শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধপলং চতুর্ণাম্॥
শুক্লোপলে ললনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টা
কর্পূরচূর্ণসুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা।
এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা
যাস্বাদিতা ভগবতা মধুসূদনেন॥
রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।
(অত্র দধ্নো ন বৈগুণ্যমিতি কেচিৎ।)

অম্ল দধি /৮ সের, নির্ম্মল চিনি /২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। কোন সুন্দরী রমণী কোমল হস্তে শ্বেত পাথরে এই সমুদায় একত্র প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে সংস্থাপন করিবেন। ইহার নাম রসালা। ইহা পুষ্টিকারক, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ ও রুচিকর।

সুলোচনাভ্রম্।

পলং সুজীর্ণং গগনস্য বজ্রকং
তেজোবতীকোলমুশীরদাড়িমম্।
ধাত্র্যম্ললোণীরুচকং পৃথগ্‌দশ-
পলোন্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতম্॥
অরোচকং বাতকফত্রিদোষজং
পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাম্।
কাসং স্বরাঘাতমুরোগ্রহং রুজং
শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরম্॥
প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থুং সমীরণং
মেহং ভৃশং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিম্।
শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগমুদ্ধতং
সরক্তপিত্তং বমিদাহমশ্মরীম্॥
নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নম্॥

অভ্রভস্ম ১ পল, কান্তলৌহ ১ পল, এবং চৈ, কুল আঁটির শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ছোলঙ্গ লেবু, প্রত্যেক দশ পল পরিমিত, একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরোচক, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ সকল নষ্ট হয়। ইহা বলকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

সুধানিধিরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীকাথেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরস্বরসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন চ॥
মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জরসেন চ।
পশ্চাদ্বিশোষ্য সর্ব্বাংশং টঙ্কণক্ষারতারয়েৎ॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতম্।
মাষমাত্রঞ্চ তং সেব্যং নাগরেণ গুড়েন বা॥
সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তিমামবাতং সুদারুণম্।
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণম্॥
রসো নিবারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা॥
(গ্রন্থান্তরেঽস্যামৃতসুন্দররস ইতি সংজ্ঞা।)

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক লইয়া তাহা দন্তীকাথে, জামীর লেবুর রসে, আদার রসে, ছোলঙ্গ লেবুর রসে ও ছোলঙ্গ-মজ্জার রসে ক্রমান্বয়ে এক এক বার ভাবনা দিবে। পরে তৎসহ ২ ভাগ সোহাগার খৈ এবং ৫ ভাগ লবঙ্গ চূর্ণ ও সিকিভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রতি দিবস এক এক বটী শুঁঠ চূর্ণ অথবা ইক্ষু-গুড় সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অরুচি, শূলবেদনা, আমবাত, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অরোচকে পথ্যানি।

বস্তির্বিরেকো বমনং যথাবলং
ধূমোপসেবা কবড়গ্রহস্তথা।
তিক্তানি কাষ্ঠানি চ দন্তঘর্ষণে
চিত্রান্নপানানি হিতৈঃ কৃতানি চ॥
গোধূমমুদ্গারুণশালিষষ্টিকা
মাংসং বরাহাজশশৈণসম্ভবম্।
চেঙ্গো ঝষাণ্ডং মধুরালিকেল্লিশঃ
প্রোষ্ঠী খলীশঃ কবরী চ রোহিতঃ॥

কর্কারু বেত্রাগ্রনবীনমূলকং
বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনমোচদাড়িমম্।
ভব্যং পটোলং রুচকং ঘৃতং পয়ো
বালানি তালানি রসোনশূরণম্॥
দ্রাক্ষা রসালং নলদং কাঞ্জিকং
মস্তুং রসালা দধি তক্রমার্দ্রকম্।
কক্কোলখর্জ্জুরপিয়ালতিন্দুকং
পক্বং কপিত্থং বদরং বিকঙ্কতম্॥
তালাস্থিমজ্জা হিমবালুকা সিতা
পথ্যা যমানী মরিচানি রামঠম্।
স্বাদ্বম্লতিক্তানি চ দেহমার্জ্জনা
বর্গোঽয়মুক্তোঽরুচিরোগিণে হিতঃ॥

বস্তিক্রিয়া, বিরেচন, রোগির বলানুসারে বমন, ধূমসেবন, কবলধারণ, তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ, নানা প্রকারে প্রস্তুত রুচিজনক হিতকর অন্নপানীয়, গোধূম, মুগ, রক্তশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, শূকর, ছাগল, শশক এবং কৃষ্ণহরিণের মাংস, চেঙ্গমাছ, মাছের ডিম, মৌরলামাছ, ইলিশমাছ, পুটীমাছ, খলিশামাছ, কয়ীমাছ, রুইমাছ, কুমুড়া, বেত্রাগ্র, কচিমূলা, বেগুণ, সজিনা, কলার মোচা, দাড়িম, চালতে, পটোল, ছোলঙ্গ, ঘৃত, দুগ্ধ, কচি তালের শস্য, রসুন, ওল, আম্র, দ্রাক্ষা, নিম্ব, কাঁজি, মস্তু, রসালা, দধি, তক্র, আদা, কাঁকলা, খর্জ্জুর, পিয়ালফল, গাব, পাকা কয়েৎবেল, বদরীফল, বিকঙ্কত (বৈঁচি), তাল আঁটির শাঁস, কর্পূর, চিনি, হরীতকী, যমানী, গোলমরিচ, হিঙ্গু, অম্লমধুরদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য ও শরীরমার্জ্জন, এই সকল অরুচিরোগে পথ্য।

অরোচকেঽপথ্যানি।

কাসোদ্গারক্ষুধানেত্র-বারিবেগবিধারণম্।
অহৃদ্যান্নস্যাশ্লোক্ষং ক্রোধং লোভং ভয়ং শুচম্।
দুর্গন্ধরূপসেবাঞ্চ ন কুর্য্যাদরুচৌ নরঃ॥

কাসবেগ, উদ্গারবেগ, ক্ষুধাবেগ এবং অশ্রুবেগ ধারণ, অহৃদ্য দ্রব্য ভোজন, রক্তমোক্ষণ, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, দুর্গন্ধ এবং দুর্দ্দর্শন (ঘৃণার্হ রূপ দর্শন), এই সকল অরুচিরোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽরোচকাধিকারঃ॥

অথ ছর্দ্দিরোগাধিকারঃ।

অথ ছর্দ্দিনিদানম্।

দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্বীভৎসালোচনাদিভিঃ।
ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে॥
অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরতি।
অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাঽসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ॥
শ্রমাদ্ভয়াৎ তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ॥
বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ।
ছাদয়ন্ত্যাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ॥
নিরুচ্যতে স্ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ॥
হৃল্লাসোদ্গাররোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ।
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্॥

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং বীভৎসালোচনাদি (বিকৃতিদর্শন, অপ্রিয়গন্ধাঘ্রাণ ও অপ্রিয়বস্তুভোজনাদি) এই পঞ্চবিধ হেতুতে পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি (বমিরোগ) উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ পরে বলিব। অতিদ্রব পান, অতিস্নিগ্ধ ভোজন, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে

ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য (দেহের অনমুকূল) ভোজন, দ্রুতভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা এবং অপরাপর নানাবিধ বীভৎস হেতু এই সকল কারণে দোষ, শীঘ্র উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ) ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়, ইহাকেই ছর্দ্দি কহে।

বমি হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস (বমনবেগ), উদ্গার-রোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব ও পানাহারে বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথ বাতজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্।

হৃৎপার্শ্বপীড়া মুখশোষশীর্ষ-নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ।
উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্।
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগেনার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্॥

বায়ুজনিত বমন রোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিস্থলে শূল, কাস, স্বরভেদ ও অঙ্গে সূচীবেধবদ্ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং রোগী অতিকষ্টে মহাবেগে প্রবল উদ্গার ও প্রবল শব্দ সহকারে সফেন, বিচ্ছিন্ন (মধ্যে মধ্যে বেগরহিত) পাতলা কষায়রসবিশিষ্ট অল্পমাত্র পদার্থ অতিকষ্টে বমন করিয়া থাকে।

অথ বাতজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বা-
শ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য
সংশোধনং বা কফপিত্তহারি॥

অত্র লঙ্ঘনমল্পদোষবিষয়ং, সংশোধনং বহুদোষবিষয়মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনমত্র বিরেচনম্।

আমাশয়ের উৎক্লেশ হেতু বমি হইয়া থাকে, অতএব বমন রোগে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতজ বমি ভিন্ন অন্য বমিরোগে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে কফপিত্তনাশক বিরেচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

হৃদ্যাং ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

সমাংশ জল ও দুগ্ধ কিংবা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত পান করিলে বাতপ্রধান বমন রোগ প্রশমিত হয়।

মুদ্গামলকযূষং বা সসর্পিষ্কং সসৈন্ধবম্।
যবাগুং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ॥

মুগ ও আমলকীর যূষ ঘৃতে সন্তলন করিয়া সৈন্ধবের সহিত, অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথে যবাগূ পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমন রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ পিত্তজচ্ছর্দ্দি লক্ষণম্।

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধ-
তাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ।
পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং
ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্॥

পিত্তজনিত বমি রোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং রোগী পীত হরিত বা ধূম্রবর্ণ (কৃষ্ণলোহিত) সতিক্ত অতি উষ্ণ পদার্থ বমন করে ও বমনকালে কণ্ঠাদি স্থান জ্বালা হয়।

অথ পিত্তজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

পিত্তাত্মিকাস্বনুলোমনার্থং
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ।
কফাশয়স্থন্ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং
পিত্তং হরেৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব॥
শুদ্ধস্য কালে মধুশর্করাভ্যাং
লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।
প্রদাপয়েন্মুদ্গরসেন বাপি
শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈ রসৈর্বা॥

পিত্তজ বমন রোগে অনুলোমার্থ দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত (কেহ বলেন,

ইহাদের কোন একটীর রসের সহিত) তেউড়ী চূর্ণ সেবন করিবে। এবং কফাশয়স্থ অতি বৃদ্ধ পিত্তের নাশার্থ দ্রাক্ষাদি মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য (তাহাতে মদন-ফলাদি প্রক্ষেপ দিয়া) দ্বারা বমন করাইবে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ রোগিকে অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত সময়ে মধু ও চিনি সহ লাজমণ্ড বা পেয়া অথবা মুদ্গযূষ কিংবা মাংসরস সহ শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করাইবে।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে॥
চন্দনকামৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষম্।
সতণ্ডুলোদকক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কল্কো বমিং জয়েৎ॥

শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকার রস ৮ তোলা, একত্র করিয়া মধুর সহিত অথবা চন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চালুনিজল ও মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ।

ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারণ হয়।

ক্বাথো ভৃষ্টমুদ্গানাং সলাজমধুশর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারতৃড়্‌দাহ-জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ॥

ভাজা মুগের ক্বাথে খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি দিয়া তাহা আহার করিলে ভেদ, বমি, পিপাসা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়।

হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্।
অধোভাগীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ত্ততে॥

মধুর সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বমি নিবারণ হয়।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্ট-পটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুতং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্।
(অত্র পিত্তাম্লসম্ভবামিত্যম্লপিত্তসম্ভবামিত্যর্থঃ।)

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্ত-জনিত বমন রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ কফজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক-
সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্বিশুদ্ধং
সরোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেৎ তু॥

কফজনিত বমন রোগে তন্দ্রা, মুখ-মাধুর্য্য, কফপ্রসেক, সন্তোষ (ভোজনে অনিচ্ছা), নিদ্রা, অরুচি ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং রোগী স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু ও শুক্লবর্ণ পদার্থ বমন করে। বমন কালে রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। কফজ বমিতে যাতনা অল্প হয়।

অথ কফজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

কফাত্মিকায়াং বমনং প্রশস্তং
সপিপ্পলীসর্ষপনিম্বতোয়ৈঃ।
পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধবসংপ্রযুক্তৈ-
শ্ছর্দ্দ্যাং কফামাশয়শোধনার্থম্॥

কফজ বমন রোগে কফপূর্ণ আমাশয়ের শোধনার্থ পিপুল, সর্ষপ ও নিমছালের চূর্ণ গরম জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে অথবা সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত মদনফল-চূর্ণ সেবন করাইবে।

বিড়ঙ্গত্রিফলাবিশ্বচূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ।
বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনামথবা শ্লেষ্মজাং বমিম্॥

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ও শুঁঠ চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গ কৈবর্ত্ত মুস্তক ও শুঁঠ চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমি নিবারিত হয়।

সজাম্ববং বা বদরস্য চূর্ণং মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্।
দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্॥

জামের আঁটীর ও কুলের আঁটীর শাঁস অথবা মুতা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী কিংবা দুরালভা, মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কফজ বমি নিগৃহীত হয়।

অথ ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্।

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা-
শ্বাসপ্রমোহপ্রবলা প্রসক্তম্।
ছর্দ্দিস্ত্রিদোষা লবণাম্লনীল-
সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

ত্রিদোষজ বমন রোগে, শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, এবং রোগী নিরন্তর অম্ললবণরসাক্ত, নীল বা লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ পদার্থ বমন করিয়া থাকে।

অথ ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং দ্রাক্ষাং শর্করাঞ্চ পলোন্মিতাম্।
দত্ত্বা মধুপলঞ্চাপি কুড়বং সলিলস্য চ।
বাসসা গালিতং পীতং হন্তি চ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাম্॥

আমলকী ফল, দ্রাক্ষা, চিনি ও মধু, প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া বাটিবে। পরে তাহা অর্দ্ধসের জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ দ্রব উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ত্রিদোষজ বমন রোগ নিবৃত্ত হয়।

গুড়ূচ্যা রচিতং হন্তি হিমং মধুসমন্বিতম্।
দুর্নিবারামপি চ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষজনিতাং বলাৎ॥

রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে ত্রিদোষজ দুর্নিবার বমিরও শান্তি হইয়া থাকে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পীতমাত্রং হি বান্তিং জয়তি দুর্জ্জয়াম্॥

অশ্বত্থ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিবা মাত্র দুর্জ্জয় বমনও নিবারিত হয়।

শ্রীফলস্য গুড়ূচ্যা বা কষায়ো মধুসংযুতঃ।
পেয়শ্ছর্দ্দিত্রয়ে শীতো মূর্ব্বা বা তণ্ডুলাম্বুনা॥

বিল্বমূলের বা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে অথবা মূর্ব্বার কাথ চাঁউনি জলের সহিত সেবন করিলে বাতজাদি ত্রিবিধ বমি প্রশমিত হয়।

জাতীরসঃ কপিথস্য পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাম্॥

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েত-বেলের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবল বমি নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারণ হয়।

লাজাকপিত্থমধুমাগধিকোষণানাং
ক্ষৌদ্রাভয়াত্রিকটুধান্যকজীরকাণাম্।
পথ্যামৃতামরিচমাক্ষিকপিপ্পলীনাং
লেহাস্ত্রয়ঃ সকলবম্যরুচিপ্রশান্ত্যৈ॥

খৈ, কয়েতবেল, মধু, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ। মধু, হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরক চূর্ণ। হরীতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুল চূর্ণ। এই তিন প্রকার অবলেহ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বমি ও অরুচি প্রশমিত হয়।

অথ বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

বীভৎসজা দৌর্হৃদজামজা চ
অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজা চ যা হি।
সা পঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ
দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ॥

বীভৎসজ (কুৎসিত ঘৃণাজনক হেতুজাত), দৌহৃদজ (গর্ভকালজ), আমজ (অজীর্ণজ), অসাত্ম্যজ (অনভ্যস্ত বা অননুকূল দ্রব্য-ভোজন জনিত) ও ক্রিমিজ এই পাঁচ প্রকার বমিই আগন্তু কারণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা আগন্তুজ বমন নামে অভিহিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ও এই আগন্তুজ এক প্রকার, সমুদায়ে পাঁচ প্রকার বমি নির্দ্দিষ্ট হইল। আগন্তুজ বমিরোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেই দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসা করিবে।

বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈরিষ্টৈর্দৌহৃদজাং ফলৈঃ।
লঙ্ঘনৈরামজাং ছর্দ্দিং জয়েৎ সাত্ম্যৈরসাত্ম্যজাম্॥
ক্রিমিহৃদ্রোগবন্নুক্ত্যাচ্ছর্দ্দিং ক্রিমিসমুদ্ভবাম্।
তত্র তত্র যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ॥
সোদ্গারায়াং ভৃশং ছর্দ্দ্যাং মূর্ব্বায়া ধান্যমুস্তয়োঃ।
সমধূকাঞ্জনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্॥
সৌবর্চ্চলমজাজী চ শর্করামরিচানি চ।
ক্ষৌদ্রেণ সহিতং লীঢ়ং সদ্যশ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

বীভৎসজ (কুৎসিত-ঘৃণাজনকহেতুজাত) বমি; হৃদয়গ্রাহি-দ্রব্য দ্বারা, দৌহৃদজ বমি; অভিলষিত বস্তু প্রদান দ্বারা; আমরসজ বমি, লঙ্ঘন দ্বারা; অসাত্ম্যজ বমি, সাত্ম্য দ্রব্য দ্বারা নিবারণ করিবে। ক্রিমিজ বমির চিকিৎসা ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসার ন্যায় জানিবে এবং এই সকল বমন রোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। প্রবল উদ্গারের সহিত বমন হইলে, মূর্ব্বা, ধনে, মুতা, যষ্টমধু ও রসাঞ্জন চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। সচললবণ, যোয়ান, চিনি ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্য বমির শান্তি হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জ-
লাজপ্রিয়ঙ্গুঘনচন্দনপিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়্বা
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাতাম্॥

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুল আটির শস্য, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বমি নিবারণ হয়।

রসেন্দ্রঃ।

অজাজীধান্যপথ্যাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ সেব্যো বান্তিপ্রশান্তয়ে॥

জীরা, ধনে, হরীতকী, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দুর সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বমির শান্তি হয়।

বমনামৃতরসঃ।

গন্ধকঃ কমলাক্ষশ্চ যষ্টিমধু শিলাজতু।
রুদ্রাক্ষটঙ্গণশ্চৈব সারঙ্গস্য চ শৃঙ্গকম্॥
চন্দনঞ্চ তবক্ষীরী গোরোচনমিদং সমম্।
বিল্বমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
মাত্রাঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বল্লস্যৈব প্রমাণতঃ।
নানাবিধানুপানেন ছর্দ্দিং হন্তি ত্রিদোষজাম্॥
বমনামৃতগোগোঽয়ং কমলাকরভাসিতঃ॥

'গন্ধক, পদ্মকেশর (কেহ বলেন, কমলা লেবুর খোসা), বহেড়ার শস্য, যষ্টিমধু, শিলাজতু, রুদ্রাক্ষ, সোহাগার খৈ, হরিণের শিং, শ্বেতচন্দন, গন্ধশঠী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বিল্বমূলের কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। যথোপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ বমন নিবারিত হয়।

বৃষধ্বজরসঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ লৌহমেব সমাংশিকম্।
মধুকং চন্দনং ধাত্রী সূক্ষ্মৈলা সলবঙ্গকম্॥
টঙ্গণং পিপ্পলী মাংসী তুল্যং পারদসম্মিতম্।
বিদারীক্ষুরসাভ্যাঞ্চ ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
সংশোষ্য মর্দ্দয়েদ্যামং ছাগীদুগ্ধেন যত্নতঃ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং বিদারীরসসংযুতম্॥
বাতাত্মিকাং পিত্তযুতাং ছর্দ্দিং হন্তি সশোণিতাম্।
বৃষধ্বজরসো নাম বৃষধ্বজেন নির্ম্মিতঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য সমভাগ; শালপাণী ও ইক্ষুর রসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগীদুগ্ধে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা। অনুপান—শালপাণীর রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদ্যং ঘৃতম্।

পদ্মকামৃতনিম্বানাং ধান্যচন্দনয়োঃ পচেৎ।
কল্কে কাথে চ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দ্দিনিবারণম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং দাহজ্বরহরং পরম্॥

পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিম, ধনে ও চন্দন ইহাদের কাথে এবং কল্কে ৴৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বর ও দাহ রোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ছর্দ্দিরোগে পথ্যানি।

বিরেচনচ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি
স্নানং মৃজা লাজকৃতশ্চ মণ্ডঃ।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিমুদ্গ-
কলায়গোধূমযবা মধূনি॥
শশাহিভুক্ তিত্তিরিলাবকাদ্যা
মৃগা দ্বিজা জাঙ্গলসাঙ্গতাশ্চ।
মনোজ্ঞনানারসগন্ধরূপা
রসাশ্চ যূষা অপি ষাড়বাশ্চ॥
রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাঃ সুরা চ
বেত্রাগ্রকুস্তুম্বুরুনারিকেলম্।
জম্বীরধাত্রীসহকারকোল-
দ্রাক্ষাকপিত্থানি পচেলিমানি॥
হরীতকী দাড়িমবীজপুরং
জাতীফলং বালকনিম্ববাসাঃ।
সিতা শতাহ্বা করিকেশরাণি
ভক্ষ্যা মনঃপ্রীতিকরা হিতাশ্চ॥
ভুক্তস্য বক্ত্রে শিশিরাম্বুসেকঃ
কস্তূরিকা চন্দনমিন্দুপাদাঃ।
মনোজ্ঞগন্ধান্যনুলেপনানি
পুষ্পাণি পত্রাণি ফলানি চাপি॥
রূপাণি শব্দাশ্চ রসাশ্চ গন্ধাঃ
স্পর্শাশ্চ যে যস্য মনোহনুকূলাঃ।
দাহশ্চ নাভেস্ত্রিযবোপরিষ্টা-
দিদং হি পথ্যং বমনাতুরেষু॥

বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীরমার্জ্জন, খৈএর মণ্ড, পুরাতন রক্তশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কলায়, গোধূম, যব; মধু, শশক, ময়ূর, তিত্তিরি ও লাব প্রভৃতি পক্ষী; নানাবিধ মনোজ্ঞ রূপরসগন্ধযুক্ত জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংসযূষ, ষাড়ব, রাগ, খড়যূষ, কাম্বলিক, সুরা, বেতাগা, ধনিয়া, নারিকেল, জামীরলেবু, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা প্রভৃতি স্বয়ংপক্ব কয়েৎবেল, হরীতকী, দাড়িম, ছোলঙ্গ, জাতীফল, বালা, নিম্ব, বাসক, চিনি, শতমূলী, নাগকেশর, হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য, ভুক্ত ব্যক্তির মুখে শীতল জল সেচন, কস্তুরী, চন্দন, চন্দ্রকিরণ (জ্যোৎস্না), সুগন্ধি অনুলেপন, সুগন্ধি পত্র পুষ্প ও ফল, যে ব্যক্তির যেরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ মনের প্রীতিকর, সেই ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ সেবন এবং নাভির ঊর্দ্ধে তিন যব অন্তরে দাহ, এই সকল ছর্দ্দিরোগির হিতকর।

ছর্দ্দিরোগেঽপথ্যানি।

নস্যং বস্তিং স্বেদনং স্নেহপানং
রক্তস্রাবং দন্তকাষ্ঠং নবান্নম্।
বীভৎসেক্ষাং ভীতিমুদ্বেগমুষ্ণং
স্নিগ্ধাসাত্ম্যাহৃদ্যবৈরোধিকান্নম্॥
শিম্বীবিম্বীকোষতক্যো মধূকং
চিত্রামেলাং সর্ষপান্ দেবদালীম্।
ব্যায়ামঞ্চ চ্ছত্রিকামঞ্জনঞ্চ
ছর্দ্দ্যাং সত্যাং বর্জ্জয়েদপ্রমত্তঃ॥

নস্য, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, ঘৃতাদি স্নেহ পান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলকৃত অন্ন, ঘৃণিত বস্তু দর্শন, ভয়, উদ্বেগ, উষ্ণদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অসাত্ম্যদ্রব্য, অহৃদ্যদ্রব্য, বিরুদ্ধদ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, কোষাতকী, মউলফল, চিতা, ছোট এলাইচ, সর্ষপ, দেবদালী লতা, ব্যায়াম, ছত্রিকা (ভূঁইছাতা), ও রসাঞ্জন, ছর্দ্দিরোগে এই সকল পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ছর্দ্দিরোগাধিকারঃ॥

অথ তৃষ্ণারোগাধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণানিদানম্।

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বা
উৰ্দ্ধং চিতং পিত্তবিবৰ্দ্ধনৈশ্চ।
পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং
তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাম্॥
স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু
দোষৈশ্চ তৃট্ সম্ভবতীহ জন্তোঃ॥
তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী
ক্ষয়াৎ তথাহ্যামসমুদ্ভবা চ।
ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং
নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূৰ্ব্বশস্তু॥

ভয়, শ্রম বা বলক্ষয়াদি বাতপ্রকোপণ হেতু দ্বারা অথবা কটু অম্ল ক্রোধ ও উপবাসাদি পিত্তবৰ্দ্ধক কারণে স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত বায়ুসহকারে উৰ্দ্ধপ্রসৃত এবং তালু ও ক্লোম নামক পিপাসা-স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণা-রোগ উৎপাদন করে। জলবাহি-স্রোত সকলও বাতাদিদোষ কর্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা সঞ্জনিত হয়। তৃষ্ণা সাত প্রকার; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অথ বাতজতৃষ্ণালক্ষণম্।

ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং
তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং
শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥

বাতজ তৃষ্ণায়, মুখের শুষ্কতা ও ম্লানত্ব, শঙ্খদেশে ও মস্তকে সূচীবেধবদ্‌বেদনা, রস ও অম্বুবাহী স্রোত সকলের নিরোধ এবং মুখে বিকৃতাস্বাদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জলপানে বাতজ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়।

অথ বাতজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা॥
বাতঘ্নমন্নপানঞ্চ মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণায়াম্॥

বায়ু জন্য তৃষ্ণারোগে গুড় সংযুক্ত দধি, শীতবীৰ্য্য পুষ্টিজনক মাংসের যূষ বা গুলঞ্চের রস এবং বাতঘ্ন অন্নপানীয় ও মৃদু, লঘু, শীতল দ্রব্য হিতকর।

অথ পিত্তজতৃষ্ণালক্ষণম্।

মূৰ্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ।
শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিদূয়নঞ্চ॥

পিত্তজ তৃষ্ণায়, মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তনেত্রতা, অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতেচ্ছা, মুখতিক্ততা ও অনুতাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ পিত্তজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

পিত্তজায়াস্তু তৃষ্ণায়াং পক্কোড়ুম্বরজো রসঃ।
তৎক্কাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বু বা।

পিত্তজ তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস কিংবা তাহার ক্বাথ বা তাহার শীতকষায় পেয়। বাভটোক্ত শারিবাদি গণেরও শীতকষায় পিত্তজ তৃষ্ণানাশক।

পিত্তোত্থিতাং পিত্তহরৈর্বিপক্বং
নিহন্তি তোয়ং পয় এব বাপি॥

কাকোল্যাদি পিত্তঘ্ন দ্রব্যের সহিত জল বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল বা দুগ্ধ পান করিলেও পিত্তজ তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্।
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ॥

পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে গাম্ভারী, শর্করা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু এই সকল ঔষধের শীত-কষায় পান করিবে। কাহার মতে ঐ সকল দ্রব্য বাটিয়া জলের সহিত পেয়।

স্বাদু তিক্তং দ্রবং শীতং পিত্ততৃষ্ণাপহং পরম্॥

পিত্তজ তৃষ্ণায় মধুর ও তিক্ত এবং তরল ও শীতল দ্রব্য হিতকর।

মুস্তপর্পটকোদীচ্য-চ্ছত্রাগোশীরচন্দনৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে॥
(ষড়ঙ্গপানীয়ম্)।

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের। ইহা শীতল করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। (ইহাকে ষড়ঙ্গপানীয় বলে।)

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ॥

খৈ অর্দ্ধ পোয়া /১ সের উষ্ণজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত গাম্ভারীফল চূর্ণ ৪ মাষা, মধু, ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

তদ্বদ্দ্রাক্ষাচন্দন-খর্জ্জুরোশীরমধুযুক্তং তোয়ম্॥

দ্রাক্ষা, চন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের শীত-কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

সশারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা।
কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্ মধূকপুষ্পাদিষু চাপরেষু॥

সুশ্রুতোক্ত শারিবাদি গণ; তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদি গণ বা মধুর গণ এই চতুর্ব্বিধ গণের অথবা মধূকপুষ্পাদির (মউলফুল, শোভাঞ্জনফুল, কোবিদারফুল ও প্রিয়ঙ্গুফুল) শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পিত্তজ তৃষ্ণায় পান করিতে দিবে।

অথ কফজ-তৃষ্ণালক্ষণম্।

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ
তৃষ্ণা বলাসেন ভবেৎ তথা তু।
নিদ্রাগুরুত্বং মধুরাস্যতা চ
তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্॥

(কফ, শীতল ও দ্রবপদার্থ, ইহা হইতে পিপাসার উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব যেরূপ কারণে কফ হইতে পিপাসা জন্মে, তাহা লিখিত হইতেছে।)

কফ কর্তৃক জঠরাগ্নি উপরিভাগে আচ্ছাদিত হইলে, জঠরোষ্মা অধোগত হইয়া, জলবহ স্রোতকে শুষ্ক করে, তাহাতেই পিপাসার উৎপত্তি হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিদ্রাধিক্য, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের অতিশয় শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথ কফজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

বিল্বাঢ়কীধাতকিপঞ্চকোল-
দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন॥

বিল্বমূলের ছাল, অরহরপত্র, ধাইফুল, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, ও শুঁঠ), কুশমূল (কাহারও মতে উলু) এই সকল দ্রব্য, ষড়ঙ্গ-পানীয়-বিধানানুসারে জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিমছালের বা নিমপাতার কিংবা নিম ফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইয়া বমন করাইলে কফজ তৃষ্ণায় উপকার হয়। (সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণাতেই পিত্তসম্বন্ধ আছে বলিয়া পঞ্চকোল দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় পঞ্চকোল স্থানে পঞ্চমূল (স্বল্প) পাঠ করিয়া থাকেন)।

আমলং কমলং কুষ্ঠং লাজাশ্চ বটরোহকম্।
এতচ্চূর্ণন্তু মধুনা গুটিকাং ধারয়েন্মুখে॥
তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং হন্ত্যেষা মুখশোষঞ্চ দারুণম্॥

আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি, ইহাদের চূর্ণ মধু-সংযোগে গুটিকাকার করিয়া সেই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে প্রবল তৃষ্ণা ও দারুণ মুখশোষ প্রশমিত হয়।

অথ ক্ষতজক্ষয়জামজান্নজ-তৃষ্ণালক্ষণম্।

ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং
তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু।
রসক্ষয়াদ্ যা ক্ষয়সম্ভবা সা
তয়াভিভূতশ্চ নিশাদিনেষু।
পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি
তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ॥
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি
তস্যামশেষেণ ভিষগ্‌ব্যবস্যেৎ।
ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ
হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী।
স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং
গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি॥

শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হেতু যে পিপাসা হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে।

রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জতৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি দিবারাত্র মুহুর্ম্মুহুঃ জলপান করে, তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ এইরূপ তৃষ্ণাকে সন্নিপাতোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প এবং শূন্যতা প্রভৃতি সুশ্রুত-নির্দ্দিষ্ট রসক্ষয়-লক্ষণ সকলও উপস্থিত হয়।

আমজ তৃষ্ণায় হৃচ্ছূল, নিষ্ঠীবন, অবসাদ এবং বাতাদিত্রিদোষজ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। কারণ আমনিবন্ধন অর্থাৎ অজীর্ণহেতু ত্রিদোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

ঘৃত-তৈলাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য, অম্ল লবণ ও কটুরস এবং গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে, শীঘ্র পিপাসা উপস্থিত হয়, ইহাকেই ভক্তোদ্ভবা অর্থাৎ অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

অথ ক্ষতজাদি-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্‌বিনিবারণেন
জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ।
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যা-
ন্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা॥
আমোদ্ভবাং বিল্ববচাম্বুতানাং
জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্॥

ক্ষতজনিত তৃষ্ণায় ক্ষতোদ্ভব বেদনার শান্তি, মাংসরস সেবন বা (এণ-হরিণাদির সদ্যোধৃত) রক্ত পান কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা মধু মিশ্রিত জল ও মাংসের রস হিতকর।

আমজন্য তৃষ্ণারোগে বেলশুঁঠ ও বচ সংযুক্ত দীপনীয় বর্গের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জ্জয়েৎ তু
ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্।

গুরু অন্ন ভোজন জনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ ভিন্ন অন্য সকল প্রকার তৃষ্ণায় বমন করান কর্ত্তব্য।

অতিরূক্ষদুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্নৃণামিহাশু পয়ঃ।
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ

অতিশয় রুক্ষদেহ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুগ্ধপান অথবা মধুরগণ-সংস্কৃত ঘৃতভ্রষ্ট হৃদ্য শীতল ছাগ মাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

আম্রজম্বুকষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

আম ও জামের পাতার বা আঁটির শস্যের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে বমি ও ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধন্যাকসম্ভবঃ।
জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং কুর্য্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্।

প্রাতঃকালে ধনের ক্বাথ অথবা শীত-কষায় পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নিবৃত্ত এবং স্রোতোবিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

বটশুঙ্গসিতালোধ্র-দাড়িমং মধুকং মধু।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন ছর্দ্দিতৃষ্ণানিবারণম্॥

বটের শুঙ্গা, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু, তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে, বমি ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

গোস্তনেক্ষুরসক্ষীর-যষ্টিমধুমধূৎপলৈঃ।
নিয়তং নস্ততঃ পানৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু বা সুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা নিয়ত পান করিলে, দারুণ পিপাসা প্রশমিত হয়।

ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসীধুগুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষনিবারণাঃ॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলফুলের মদ্য, মধু, সীধু, গুড়োদক, বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ও অন্যান্য অম্লের গণ্ডূষ ধারণ করিলে তালুশোষ নিবারণ হয়।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতম্।
ক্ষণমাত্রেণ দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ॥
দাহতৃষ্ণা-প্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণম্॥

টাবালেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম পেষণ করিয়া কবল করিলে দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণাও ক্ষণমাত্রে নিবারিত হয়। মধুর গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলেও দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

তালুশোষে পিবেৎ সর্পির্ঘৃতমণ্ডমথাপি বা।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষাদাহ-স্ত্রীমদ্যভৃশকর্ষিতাঃ॥
পিবেয়ুঃ শীতলং বারি রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে॥
পূর্ব্বাময়াতুরঃ সন্ দীনস্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং যাচন্।
লভতে নচেৎ তদায়ং মরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘরোগং বা।

তালুশোষরোগে ঘৃত বা ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ) পান করিবে। মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, মৈথুন ও মদ্যপানে অতিকর্ষিত ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। যদি রোগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতিদীনভাবে জল প্রার্থনা করে, তৎকালে জল না দিলে তৃষ্ণা দীর্ঘকালস্থায়িনী হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

ধান্যাম্লমাস্যবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যনাশনম্।
তদেবালবণং শীতং মুখশোষহরং পরম্॥

ধান্যাম্ল (কাঁজি-বিশেষ) মুখের বিরসতা ও মলের দৌর্গন্ধ্য নাশক। ইহা অলবণ (অল্প লবণ সহ) পান করিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা।
সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা॥

যে পরিমাণ তরল দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারা যায় না, তাহাকে গণ্ডূষ কহে। আর যে মাত্রায় গ্রহণ করিলে অনায়াসে চালনা করা যায়, তাহার নাম কবল। অর্থাৎ গণ্ডূষে মুখ সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিতে হয়; কবল-মাত্রা গণ্ডূষের অর্দ্ধেক।

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্ বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥
আকণ্ঠতোয়পানাদনু কিঞ্চিন্মধুপানমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।

পিত্তজ তৃষ্ণাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মধুসংযুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা দূর হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বলেন যে, আকণ্ঠ জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ মধু পান করিবে।

তৃষিতো মোহমাপ্নোতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্ বারি বার্য্যতে॥
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥
অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

তৃষ্ণা দ্বারা মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছা দ্বারা প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটে। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্ন ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জল ব্যতিরেকে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষণকালও বাঁচিতে পারে না। অধিক পরিমাণে জলপান করিলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আবার একবারে জলপান পরিত্যাগ করিলেও সেই দোষই ঘটে। অতএব প্রাণবর্দ্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান করাই ব্যবস্থেয়।

ক্ষুদ্রং সুমধুরং শীতং সেবেত তৃষয়ার্দ্দিতঃ।
উগ্রমুদ্বেগজননং ত্যজেৎ সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ॥

স্বস্থ মধুর ও শীতল দ্রব্য, তৃষ্ণারোগির সেব্য এবং উগ্র ও উদ্বেজনক বিষয় সমস্ত পরিত্যাজ্য।

রসাদি চূর্ণম্।

রসগন্ধককর্পূরৈঃ শৈলোশীরমরীচকৈঃ।
সসিতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈশ্চ সূক্ষ্মং কৃত্বা তুহর্মুখে ॥
ত্রিগুঞ্জাপ্রমিতং খাদেৎ পিবেৎ পর্য্যুষিতাম্বু চ।
ভৃশং তৃষাং নিহন্ত্যেবমশ্বিভ্যাঞ্চ প্রকাশিতম্ ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, উশীর ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, চিনি ৭ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান—বাসি জল। ইহা তৃষ্ণানাশক।

মহোদধিরসঃ।

তাম্রং চক্রিকয়া বঙ্গং সূতং তালং সতুত্থকম্।
বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাহৃদ্ বল্লমাত্রতঃ ॥
সক্ষৌদ্রমাম্রজম্বূত্থং পিবেৎ ক্বাথং পলোন্মিতম্।
সক্ষৌদ্রমধুনা কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষান্ শীতলে স্থিতঃ ॥
যত্র কেবল এব রসস্তত্র ভস্মসূতো বোধ্যঃ ॥

জারিত তাম্র বঙ্গ রসসিন্দুর হরিতাল ও তুঁতে এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহা বটের ঝুরির রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি বটিকা সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে অনুপানার্থ আমছাল ও জামছালের ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিবে এবং শীতল শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি করিয়া পিপুলচূর্ণ-মিশ্রিত মধু গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

যে যোগের মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই, অথচ কেবল রসের উল্লেখ আছে, সেখানে রস শব্দে রসসিন্দুর বুঝিতে হইবে।

কুমুদেশ্বরো রসঃ।

মৃততাম্রস্য দ্বৌ ভাগৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকম্।
যষ্টিমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভম্ ॥
সেব্যঞ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্।
চন্দনং শারিবা মুস্তং ক্ষুদ্রৈলানাগকেশরম্ ॥
সর্ব্বতুল্যাস্তথা লাজাঃ পচেৎ ষোড়শিকৈর্জ্জলৈঃ ॥
অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্রযুতস্তু তৎ।
ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং কুমুদেশ্বরঃ ॥

শোধিত তাম্র ২ ভাগ, বঙ্গভস্ম ১ ভাগ, যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করত আধ মাষা পরিমাণে নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত সেবন করিবে। অনুপান যথা—চন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান খৈ, একত্রিত করিয়া ষোল ভাগ জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; ইহা চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি আশু বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

—*—

তৃষ্ণারোগে পথ্যানি।

শোধনং শমনং নিদ্রাং স্নানং কবলধারণম্।
জিহ্বাধঃশিরয়োদাহো দীপদঙ্কহরিদ্রয়া ॥
কোদ্রবাঃ শালয়ঃ পেয়া বিলেপী লাজশক্তবঃ
অন্নমণ্ডো ধন্বরসাঃ শর্করা রাগষাড়বৌ ॥
ভৃষ্টৈর্মুদ্গৈর্মসূরৈর্বা চণকৈর্বা কৃতো রসঃ।
রক্তপুষ্পং তৈলকূর্চ্চং দ্রাক্ষাপর্পটপল্লবাঃ ॥
কপিত্থং কোলমল্লীকা কুষ্মাণ্ডকমুপোদিকা।
খর্জ্জূরং দাড়িমং ধাত্রী কর্কটী নলদম্বু চ ॥
জম্বীরং করমর্দ্দঞ্চ বীজপূরং গবাং পয়ঃ।
মধুকপুষ্পং হ্রীবেরং তিক্তানি মধুরাণি চ ॥
বালতালাম্বু শীতাম্বু পয়ঃপেটী প্রপাণকম্।
মাক্ষিকং সরসাং তোয়ং শতাহ্বা নাগকেশরম্ ॥
এলা জাতীফলং পথ্যা কুস্তুম্বুরু চ টঙ্গণম্।
ঘনসারো গন্ধসারঃ কৌমুদী শিশিরানিলঃ ॥
চন্দনার্দ্রপ্রিয়াশ্লেষো রত্নাভরণধারণম্।
হিমাম্বুলেপনঞ্চ স্যাৎ পথ্যমেতৎ তৃষাতুরে ॥

শোধন ঔষধ, শমন ঔষধ, নিদ্রা, স্নান, কবলধারণ এবং দীপদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা জিহ্বার অধোদেশের শিরাদ্বয় দাহ, কোদোধান্য, শালি ধান্য, পেয়া, বিলেপী, খৈএর ছাতু, অন্নমণ্ড, ধন্বদেশজাত-পশু-পক্ষির মাংসযূষ, চিনি, রাগ ও ষাড়ব, ভৃষ্ট মুগ মসূর এবং ছোলার যূষ, কলার মোচা, তৈলকূর্চ্চ, কিস্‌মিস্‌, ক্ষেত-পাপড়া, কয়েৎবেল, কুল, তেঁতুল, কুমড়া, পুঁইশাক, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাঁকুড়, নিম্ব, জামির লেবু, করঞ্জ, ছোলঙ্গ, গোদুগ্ধ, মউলফুল, বালা, তিক্তদ্রব্য, মধুরদ্রব্য; কচি তালশাঁসের জল, শীতল জল, ডাব, সরবৎ, মধু, সরোবরের জল, শতমূলী, নাগকেশর, এলাইচ, জাতীফল, হরীতকী, ধনে, সোহাগা, কর্পূর, চন্দন, জ্যোৎস্না, শীতল বায়ু, চন্দন-চর্চ্চিত প্রিয়ার আলিঙ্গন, রত্নাভরণ ধারণ ও শীতল প্রলেপন, এই সমস্ত তৃষ্ণারোগির পথ্য।

তৃষ্ণারোগেঽপথ্যানি।

স্নেহাঞ্জনস্বেদনধূমপান-
ব্যায়ামনস্যাতপদন্তকাষ্ঠম্।
গুর্ব্বম্লমন্নং লবণং কষায়ং
কটুং স্ত্রিয়ং দুষ্টজলানি তীক্ষ্ণম্॥
এতানি সর্ব্বাণি হিতাভিলাষী
তৃষ্ণাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ॥

স্নেহ (তৈল-ঘৃতাদি), অঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, ব্যায়াম, নস্য, রৌদ্র, দন্তধাবন, গুরুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরস-যুক্ত দ্রব্য, কষায়-দ্রব্য, কটুদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, দূষিত জল ও তীক্ষ্ণ-দ্রব্য, তৃষ্ণারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে তৃষ্ণারোগাধিকারঃ॥

অথ মূর্চ্ছাদিরোগাধিকারঃ।

অথ মূর্চ্ছানিদানম্।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বেগাঘাতাদভীঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ॥
করণায়তনেষূগ্রা বাহেষ্বাভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥
সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ॥
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ।
ষট্‌স্বপ্যেতাসু পিত্তন্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে॥
হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্ব্বল্যমেব চ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বঞ্চ বিভাবয়েৎ॥
নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণা চ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে॥
রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে॥
সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ।
সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে।
মেঘসঙ্কাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে॥
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ।
স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ॥
পৃথিব্যাপস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ॥
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি।
গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ॥

ত এব তস্মাৎ তাভ্যাস্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ।
স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসংজ্ঞো গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ॥
মদ্যেন বিলপংস্তেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ।
গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ॥
বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যু স্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ॥

বিরুদ্ধভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, লগুড়াদি দ্বারা অভিঘাত ও সত্ত্বগুণের অল্পতা এই সকল কারণে ক্ষীণ ও বহুদোষ-ব্যাপ্ত-দেহ ব্যক্তির, বাতাদি উগ্রদোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়ে ও মনোবহ আভ্যন্তর স্রোতঃ সকলে প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। অথবা মনঃ শিরা ধমনী স্রোতঃ প্রভৃতি যে সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সংজ্ঞাবহ নাড়ীও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, সুখদুঃখনাশক-অজ্ঞানহেতু তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সুখদুঃখের নাশ নিবন্ধন মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ইহা ছয় প্রকার; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তের আধিপত্য থাকে জানিবে।

মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, হৃদয়ে পীড়া, জৃম্ভা, গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছা রোগের ব্যক্তাবস্থায় যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষসম্বন্ধ বলিয়া জানিবে।

বাতমূর্চ্ছায়, রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে এবং কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (আলস্য ত্যাগ করা, গাভাঙ্গা), হৃদয়ের পীড়া, দেহের কৃশতা ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত পীত অথবা হরিত বর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাপনোদন কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ এবং রক্ত বা পীত বর্ণ নেত্র, ভাঙ্গা মল ও পীতবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী আকাশকে মেঘাভ বা মেঘাচ্ছন্ন, অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করে। সংজ্ঞা লাভ কালে আপন অঙ্গ সকল আর্দ্রচর্ম্মবেষ্টিতবৎ গুরু বলিয়া বোধ করে এবং তাহার মুখস্রাব ও বমন বেগ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সংঘটিত হয় এবং রোগী অপস্মারবৎ প্রবলবেগে পতিত ও দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপস্মারে যেরূপ ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবৈকৃত্য বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ জানিবে।

মৃত্তিকা ও জল উভয়ই তমোগুণ-বহুল, রক্তগন্ধও তদন্বয় অর্থাৎ পৃথিবী-জলাত্মক, সুতরাং উহাতেও তমোগুণের আধিক্য আছে; এবং মানবও তমোগুণ-ভূয়িষ্ঠ; তজ্জন্য রক্তগন্ধে তমোবহুল মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, স্বভাবই দ্রব্যের কারণ। যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়াও, কেবল মাত্র দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি স্বভাব যে, উহার ঘ্রাণে বা দর্শনেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্য-রস এই দশটী বিষের গুণ। এই গুণ সকল তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকলগুলি তীব্র-ভাবে নাই।

বিষ ও মদ্যে ঐ দশটী গুণই তীব্রতর-রূপে বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য তৈলাদি দ্বারা

মূর্চ্ছা হয় না, বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, বিষজ ও মদ্যজ মূর্চ্ছার বিষয় লিখিত হইতেছে।

রক্তজ মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হইয়া থাকে। অধিক মদ্যপান-জনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানরহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য যতক্ষণ না জীর্ণ হয়, ততক্ষণ মূর্চ্ছাপনোদন হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। বিষজ মূর্চ্ছায়, কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সকল লক্ষণ সুশ্রুতের কল্পস্থানে লিখিত আছে, তাহাও তীব্রতর ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি॥

সকল প্রকার মূর্চ্ছারোগেই শীতল জল-সেক, অবগাহন, চন্দ্রকান্তাদি মণিখচিত হার ধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, ব্যজন-বায়ু এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত ও শীতল পানীয় হিতকর।

সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সতীনমুদ্গাঃ॥
(সতীনো বর্ত্তুলকলায়ঃ)

কাকোল্যাদি মধুর বর্গের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, দাড়িম-রস মিশ্রিত জাঙ্গল পশুর মাংসের রস, যব, রক্তশালি, মটর ও মুগ মূর্চ্ছারোগে সুপথ্য।

যথাদোষং কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ।
রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াঃ হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ॥
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথাসুখম্।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ॥

বাতজাদি মূর্চ্ছারোগে বাতজাদি জ্বরঘ্ন কষায় প্রয়োগ করিবে। রক্তদর্শন ও রক্তের গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা উৎপন্ন মূর্চ্ছারোগে শীত-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছারোগে বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া রোগিকে স্বাস্থ্য লাভ পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে দিবে। বিষজ মূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কোলমজ্জোষণোশীর-কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্॥

কুল-আঁটির শস্য, মরিচ, বেণার মূল ও নাগেশ্বর এই সমুদায় শীতলজলে মর্দ্দন করিয়া পান, অথবা পিপুলচূর্ণ, মধুর সহিত লেহন করিলে মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা দূর হয়।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা-পৌষ্করগ্রন্থিকোদ্ভবম্।
পিবেৎ কণাযুতং ক্বাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে মূর্চ্ছা ও মদরোগ নিবারিত হয়।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছায়াস্তকরং পরম্॥

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছা-রোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

তাম্রভস্ম ॥০ রতি, বেণার মূল ॥০ রতি ও নাগেশ্বর ॥০ রতি একত্র শীতল জলের সহিত সেবন করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়।

মধুকসারসিন্ধুত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে

পেষণ করিয়া নস্য লইলে মূর্চ্ছারোগির সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে।

অথ ভ্রম-নিদ্রা-তন্দ্রালক্ষণম্।

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্‌ভ্রমঃ।
তমোবাতকফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা॥
চক্রবদ্‌ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা।
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

পিত্ত ও তমোগুণে মূর্চ্ছা, বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণযোগে ভ্রম, বায়ু, কফ ও তমোগুণযোগে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে নিদ্রা হইয়া থাকে।

ভ্রমরোগে নিজ শরীরকে বা বিশ্বস্থিত সমস্ত পদার্থকে ঘূর্ণ্যমান বোধ হয়, তজ্জন্যই রোগী দাঁড়াইতে পারে না, দাঁড়াইলে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

নিদ্রা ও তন্দ্রার লক্ষণ।—নিদ্রা ও তন্দ্রা অতি প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন, বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয়-মোহ ও ইন্দ্রিয়-বিষয় সকলে অসম্যগ্‌জ্ঞান ও নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা এবং দেহের গৌরব জৃম্ভা ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথ ভ্রম-চিকিৎসা।

শতাবরীবলামূল-দ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ।
সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা॥
পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা॥

শতমূলী, বেড়েলামূল ও কিস্‌মিসের সহিত দুগ্ধ পান করিবেন, অথবা বেড়েলাবীজচূর্ণ ও চিনি লেহন করিলে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। ঘৃতসংযুক্ত দুরালভার কাথ, ত্রিফলার কাথ বা দুগ্ধ ইহারাও ভ্রমরোগনাশক।

রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥
(রসায়নানাং শিলাজত্বাদিরসায়নপ্রয়োগাণাম্। কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্।)

ভ্রমরোগে (গাত্রঘূর্ণন রোগে) দশ-বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবন প্রশস্ত।

মধুনা হন্ত্যপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ।
সপ্তাহাৎ পথ্যাশী মদমূর্চ্ছাকাসকামলোন্মাদান্॥

রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ ও প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা এক সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলে মদ, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন কালে পথ্যভোজী হইবে অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগে যে সকল দ্রব্য হিতকর, তাহাই ভোজন করিবে।

শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলং পলম্।
গুড়স্য ষট্ পলান্যেষা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী।

শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং গুড় ৬ পল একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী সেবনে ভ্রম-রোগ নিবারিত হয়।

তাম্রং দুরালভাক্বাথৈঃ পীতস্য ঘৃতসংযুতম্।
নিবারয়েদ্ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

দুরালভা-ক্বাথের সহিত তাম্রভস্ম ঘৃত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই ভ্রম-রোগের শান্তি হয়।

অথ নিদ্রাতন্দ্রা-চিকিৎসা।

তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-
মনঃশিলামাগধিকামধূনি।
নিযোজ্য তাম্বক্ষ্ণি বিনিশ্চিতানি
তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি॥

ঘোড়ার লাল, সৈন্ধব, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে, তন্দ্রা ও নিদ্রা নিবারিত হয়।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারণ হয়।

তন্দ্রিণং সুখশয্যায়াং প্রকামং স্বাপয়েদ্ ভিষক্॥

তন্দ্রারোগিকে সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া যথেষ্ট নিদ্রা যাইতে দিবে।

শিরীষবীজং লশুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্।
মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষ্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ॥
তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ত্ততে॥

শিরীষবীজ, রসুন, পিপুল, সৈন্ধব ও মনছাল এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও নিদ্রা নাশ হয়।

অথ সন্ন্যাস-নিদানম্।

বাগ্‌দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ॥
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াম্॥

সন্ন্যাসরোগে বাতাদি দোষ সকল অতি কুপিত হইয়া প্রাণস্থান-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল মনুষ্যকে মূর্চ্ছিত করে। সেই সন্ন্যাস-পীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণ নস্যপ্রয়োগ ও আলকুশী-ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে রোগির শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে।

অথ সন্ন্যাস-চিকিৎসা।

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাশ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতমস্য প্রবোধনে॥

অবপীড়ঃ—কল্কীকৃতৌষধরসস্য নাসাপুটে দানম্। প্রধমনং—ঔষধচূর্ণস্য দ্বিমুখ্যা নাড়িকয়া মুখবাতেন নাসাপুটে দানম্।

সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছাবস্থায় অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, সূচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী-ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে রোগির সংজ্ঞা লাভ হয়। (কোন ঔষধ শিলায় পেষণ করিয়া তাহার রসের নস্য দেওয়াকে অবপীড় কহে। কোন ঔষধের চূর্ণ নলে পূরিয়া ফুৎকার দ্বারা নাসিকাভ্যন্তরে নস্য প্রদান করাকে প্রধমন বলে।)

কুর্য্যাচ্চৈরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ।
রেচনং শিশু-সন্ন্যাসে স্বেদমস্যোদরে হিতঃ॥

শিশুসন্ন্যাস রোগে এরণ্ড তৈল অথবা রসচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে, স্বেদ প্রদান করিবে।

ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমীণাং হরণং হিতম্॥

ক্রিমিজন্য শিশু-সন্ন্যাসে ক্রিমি-নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ।
শীতসেকাবগাহাদীন্ সর্ব্বাঙ্গে পীড়নং হঠাৎ।

মূর্চ্ছারোগে পিপুলচূর্ণ ও রসসিন্দুর, মধু সহ সেবন করিবে। শীতলজলের অবসেচন, শীতল জলে স্নান, এবং হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গে পীড়ন মদ ও মূর্চ্ছা রোগে প্রশস্ত।

মূর্চ্ছান্তকো রসঃ।

সিন্দূরং মাক্ষিকং হেম শিলাজিত্বয়সী তথা।
শতমূল্যা বিদার্য্যাশ্চ স্বরসেন বিভাবয়েৎ॥

শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা বল্লসম্মিতাঃ।
রসো মূর্চ্ছান্তকো হন্যাদসৌ মূর্চ্ছাঃ শিবোদিতঃ॥

রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়। (অনুপান,—শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল প্রভৃতি।)

অশ্বগন্ধারিষ্টঃ।

তুলার্দ্ধঞ্চাশ্বগন্ধায়া মুশল্যাঃ পলবিংশতিঃ।
মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্মধুকস্য চ॥
রাস্নাবিদারীপার্থানাং মুস্তকত্রিবৃতোরপি।
ভাগান্ দশ পলান্ দদ্যাদনন্তাশ্যাময়োস্তথা॥
চন্দনদ্বিতয়স্যাপি বচায়াশ্চিত্রকস্য চ।
ভাগানষ্টপলান্ ক্ষুণ্ণানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষে কষায়েঽস্মিন্ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্॥
ব্যোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতকচতুষ্পলম্।
চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্॥
মাসাদূর্দ্ধ্বং পিবেদেনং পলার্দ্ধপরিমাণতঃ।
মূর্চ্ছাপস্মৃতী শোষমুন্মাদমপি দারুণম্॥
কার্শ্যমর্শাংসি মন্দত্বমগ্নের্বাতভবান্ গদান্।
অশ্বগন্ধাদ্যরিষ্টোঽয়ং পীতো হন্যাদসংশয়ম্॥

অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ী প্রত্যেকে ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল, প্রত্যেকে ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ৫১২ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭৷৷০ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল ও নাগেশ্বর ২ পল, এই সমুদায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। এই অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করিলে মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কার্শ্য, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতজ রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

মূর্চ্ছাদিরোগে পথ্যানি।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
ধারাগৃহং শীতমরীচিরোচিঃ॥
ধূমোঽঞ্জনং নাবনমস্রমোক্ষো
দাহশ্চ সূচীপরিতোদনানি।
রোম্নাং কচানামপি কর্ষণানি
নখান্তপীড়া দশনোপদংশঃ॥
নাসামুখদ্বারমরুন্নিরোধো
বিরেচনচ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি।
ক্রোধো ভয়ং দুঃখকরী চ শয্যা
কথা বিচিত্রা চ মনোহরাণি॥
ছায়া নভোঽম্বুঃ শতধৌতসর্পি-
র্মৃদূনি তিক্তানি চ লাজমণ্ডঃ।
জীর্ণা যবা লোহিতশালয়শ্চ
কৌম্ভং হবির্মুদ্গমসূরযূষাঃ॥
ধন্বোদ্ভবা মাংসরসাশ্চ রাগাঃ
সখাড়বা গব্যপয়ঃ সিতা চ।
পুরাণকুষ্মাণ্ডপটোলমোচ-
হরীতকীদাড়িমনারিকেলম্॥
মধূকপুষ্পাণি চ তণ্ডুলীয়
উপোদিকান্নানি লঘূনি চাপি।
প্রকৃষ্টনীরং সিতচন্দনানি
কর্পূরনীরং হিমবালুকা চ॥
অত্যুচ্চশব্দোঽদ্ভুতদর্শনানি
গীতানি বাদ্যান্যপি চোৎকটানি।
শ্রমঃ স্মৃতিশ্চিন্তনমাত্মবোধো
ধৈর্য্যঞ্চ মূর্চ্ছাস্বিতি পথ্যবর্গঃ॥

পরিষেচন, অবগাহন স্নান, মণি ও হারধারণ, শীতল প্রলেপন, ব্যজনবায়ু, শীতল অথচ সুগন্ধযুক্ত পানীয়, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), চন্দ্রের কিরণ, ধূম, অঞ্জন, নস্য

রক্তমোক্ষণ, দাহ (অগ্নিকর্ম্ম), সূচিকাবেধ, লোম এবং চুল আকর্ষণ, নখের অন্তর্ভাগ পীড়ন, দন্তাঘাত, নাসিকা ও মুখের দ্বার-নিরোধ, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, ক্রোধ, ভয়, ক্লেশকর শয্যায় শয়ন, বিচিত্র মনোহর বাক্য, ছায়া, বৃষ্টির জল, শতধৌত ঘৃত, মৃদুদ্রব্য, তিক্ত-দ্রব্য, খৈএর মণ্ড, পুরাণযব, রক্তশালি, দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত, মুগের যূষ, মটর কলায়ের যূষ, ধন্বদেশ-জাত মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসযূষ, রাগ, ষাড়ব, গোদুগ্ধ, চিনি, পুরাতন কুমড়া, পটোল, মোচা, হরীতকী, দাড়িম, নারিকেল, মউলফুল, নটেশাক, পুঁইশাক, লঘুপাক অন্ন, উৎকৃষ্ট জল, শ্বেতচন্দন, কর্পূর-বাসিত জল ও কর, অতিশয় গম্ভীর শব্দ, অপূর্ব্ব দর্শন, উগ্রগান, তীব্রবাদ্য, পরিশ্রম, স্মৃতি, চিন্তা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধৈর্য্য, এই সমস্ত মূর্চ্ছাদিরোগির পথ্য।

মূর্চ্ছাদিরোগেঽপথ্যানি।

তাম্বূলং পত্রশাকানি দন্তঘর্ষণমাতপম্।
বিরুদ্ধান্নপানানি ব্যবায়ং স্বেদনং কটুম্॥
তৃড়্নিদ্রয়োর্বেগরোধং তক্রং মূর্চ্ছাময়ী ত্যজেৎ॥

তাম্বূল, পত্রশাক, দন্তধাবন, রৌদ্র, বিরুদ্ধ অন্নপান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, কটুরস, তৃষ্ণাবেগ রোধ, নিদ্রাবেগ ধারণ ও তক্র, মূর্চ্ছারোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূর্চ্ছাদিরোগাধিকারঃ॥

অথ মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ।

অথ মদাত্যয়াদিলক্ষণম্।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন
বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥
অত্যম্লভক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥
পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা।
পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্প-পার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদ-মোহাতিসারবিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস-তন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বলিঙ্গৈর্মদাত্যয়ঃ॥
শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ
বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ।
লিঙ্গং পরস্য চ মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ॥
আধ্মানমুগ্রমথ চোদ্গিরণং বিদাহঃ
পানেঽজরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি॥

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া অথবা ব্যায়াম, ভারবহন বা পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া কিংবা মল-মূত্রাদির বেগধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া বা অপরিমিত পান-ভোজনে পূর্ণোদর হইয়া, অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া কিংবা দুর্ব্বলাবস্থায় বা উত্তাপে তাপিত হইয়া মদ্যপান করিলে বিবিধ পীড়া অর্থাৎ পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও উৎকট পানবিভ্রম রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ ও বহু প্রলাপ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও দেহের হরিতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং কফোল্বণ মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমির বেগ, তন্দ্রা, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ জ্ঞান, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে, উল্লিখিত বাতোল্বণাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণ-সমূহ সংঘটিত হয়।

পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মাধিক্য (নাসাস্রাবাদি), দেহের ভার, মুখবৈরস্য, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ পীড়া, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ রোগে অতি উগ্র উদরাধ্মান, বমি বা উদ্গার, উদরে বিদাহ এবং পীত মদ্যের অপরিপাক, এই সকল লক্ষণ সঞ্জাত হয়।

অথ মদাত্যয়াদি-চিকিৎসা।

মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্।
যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্॥
মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি॥

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিস্বেদ হিতকর, সেইরূপ মদ্যপান-জনিত মদাত্যযাদি রোগে মদ্যই প্রধান ঔষধ। অতিযোগ, হীনযোগ বা মিথ্যাযোগ যুক্ত মদ্য দ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও যথাবিধি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মন্থখর্জ্জুরমৃদ্বীকা-বৃক্ষাম্লাম্লিকদাড়িমৈঃ।
পরুষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥
(দ্রবালোড়িতলাজশক্তুঃ খর্জ্জুরাদিভির্যুতে। মন্থ উচ্যতে। খর্জ্জুরাদীনাং দ্রবো গ্রাহ্য ইতি ভট্টঃ।)

খৈ জলে গুলিয়া তাহাতে পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, ফল্‌সা ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্যপান-জনিত রোগ উপশমিত হয়।

(খৈএর ছাতু জলে আলোড়িত করিয়া তাহাতে খর্জ্জুরাদি দ্রব্যের রস মিশ্রিত করিলে তাহা মন্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।)

চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপ্যকম্।
চূর্ণং মদ্যেন পাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহম্॥

চৈ, সচললবণ, হিং, টাবালেবুর খোলা, শুঁঠ ও যমানী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ নিবৃত্ত হয়।

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষ-যুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যযাপহম্॥

বাতিক মদাত্যয়ে জীর্ণমদ্য ব্যক্তিকে সচল লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ যুক্ত এবং কিঞ্চিৎ (কেহ বলেন, আট ভাগের ১ ভাগ) জল মিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিবে।

লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং বর্হিণশ্চ শিখিনামপি।
পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাং তথৌদনৈঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ।
স্নিগ্ধৈর্গোধূমকৈর্বান্নৈর্বাতপানাত্যযং মদাত্যযম্॥

লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট, ময়ূর, আনূপদেশোদ্ভব মৃগমাংস ও মৎস্য ইহাদের যূষ, স্নিগ্ধ উষ্ণ এবং লবণ ও অম্লরস যুক্ত অন্ন, মুখপ্রিয় বেশবার এবং গোধূম-কৃত লুচী প্রভৃতি স্নিগ্ধ খাদ্যের সহিত মদ্য পান করিলে বাতোল্বণ মদাত্যয় নিবারিত হয়।

মুদ্গাযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা জৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যযে যোজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ॥
মদ্যং পুরাতনং তত্র শীতবীর্য্যমথাপি বা।
দ্রাক্ষামলকতোয়াক্তং সিতয়া সহ শস্যতে॥

পৈত্তিক মদাত্যয়ে চিনি সংযুক্ত মুগের যূষ ও স্বাদু মাংসের যূষ হিতকর। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত পুরাতন বা শীতবীর্য্য মদ্য প্রশস্ত।

পিত্তাত্মকে ম ধুবর্গকষায়মিশ্রং
মদ্যং হিতং সমধুশর্করমিষ্টগন্ধম্।
পীত্বা চ মদ্যমপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ং
নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুল্লিখেচ্চ॥

পৈত্তিক মদাত্যয়ে মধুর বর্গের কাথ-মিশ্রিত মদ্য, চিনি ও মধু সংযুক্ত মদ্য এবং ইষ্টগন্ধ বিশিষ্ট মদ্য হিতকর। এই রোগে প্রচুর ইক্ষুরস যুক্ত মদ্য পান করিয়া ক্ষণকাল পরেই ঐ পীত মদ্য নিঃশেষে বমন করিলেও উপকার হয়।

মদ্যং খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-পরূষকরসৈর্যুতম্।
সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতম্॥
সশর্করং শার্করং বা মাধ্বীকমথবাপরম্।
দদ্যাদ্ বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে॥

খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্‌, ফল্‌সা ও দাড়িমের রস-যুক্ত শীতল এবং শক্তু দ্বারা প্রক্ষিপ্ত পৈষ্টিক মদ্য, অথবা শর্করাযুক্ত বা শার্কর (শর্করাকৃত) বা মাধ্বীক মদ্য, কিংবা বহু জল মিশ্রিত অন্য মদ্য পৈত্তিক-মদাত্যয়-রোগীকে কালে (পিপাসাকালে) পান করাইবে।

শীতানি চান্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ।
শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ॥
ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ॥

শীতল অন্ন ও পানীয়, শীতল স্থানে শয়ন এবং উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জল স্পর্শ, শীতল উপবনে বাস, পট্টবস্ত্র, পদ্ম, উৎপল, মণি, মুক্তা, চন্দননিষিক্ত শীতল জল স্পর্শ ও চন্দ্রকিরণ, এই সমস্ত পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে হিতকারক।

হৈমরাজতকাংস্যানাং পাত্রাণাং শীতবারিভিঃ।
পূর্ণানাং হিমপূর্ণানাং দৃতীনাং পবনাহতাঃ।
সংস্পর্শাশ্চন্দনার্দ্রাণাং স্ত্রীণাং পিত্তমদাত্যয়ে॥

শীতল জলপূর্ণ স্বর্ণ, রজত ও কাংস্যপাত্র স্পর্শ, শীতল জল অথবা হিম পূর্ণ পবনাহত দৃতি (চর্ম্মপুটক) স্পর্শ ও চন্দনচর্চ্চিত নারী-স্পর্শ, পৈত্তিক মদাত্যয়ে অত্যন্ত প্রশস্ত।

তৃষ্যতে সলিলকাম্যে দদ্যাদ্বীবেরসাধিতম্।
বলয়া পৃশ্নিপর্ণ্যা বা কণ্টকার্যাথবা শৃতম্।
সনাগরাভিঃ সর্ব্বাভিরাভিবা শৃতশীতলম্॥

এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের কোনটির সহিত কিংবা মিলিত এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে।

দুঃস্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পর্পটকেন বা।
জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনম্॥
এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥

কফজনিত মদাত্যয়ে দোষের পরিপাকার্থ দুরালভা ও মুতা অথবা ক্ষেতপাপড়া কিংবা কেবল মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। ইহা দোষের পাচক; সকল মদাত্যয়েই এই জল প্রদান করিবে। কারণ ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, অথচ পিপাসা ও জ্বরের শান্তি হয়।

ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্।
স্থাল্যামথ কপালে বা ভৃষ্টং কৃত্বা তু নীরসম্।
কটূম্ললবণং মাংসং খাদেৎ কফমদাত্যয়ে॥

রুক্ষ (ঘৃতাদিবিহীন) ছাগমাংস-রস বা অম্ল (দাড়িমের রস) মিশ্রিত জাঙ্গল-মাংস-রস পান করিলে কিংবা কটু (মরিচাদি), অম্ল (দাড়িমাদি) ও লবণমিশ্রিত মাংস স্থালী বা খাপড়ায় ভাজিয়া নীরস অবস্থায় ভোজন করিলেও শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় নষ্ট হয়।

বামকদ্রব্যযুক্তেন মদ্যেনোল্লেখনং মতম্।
মদাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্॥

শ্লৈষ্মিক-মদাত্যয়-রোগীকে বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন করাইবে এবং রোগীর বল অনুসারে যথোপযুক্ত উপবাস করাইবে।

অষ্টাঙ্গলবণম্।

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্।

হিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥

সৌবর্চ্চল (সচল লবণ), কৃষ্ণজীর, থৈকল, এবং অম্লবেতস, এই সমস্তের চূর্ণ সমভাগ; দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; চিনি ১ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া স্রোতোবিশোধনার্থ কফ-প্রধান মদাত্যয়ে প্রদান করিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং কফপিত্তং মদাত্যয়ে।
বিজ্ঞায় বহুদোষস্য তৃড়্বিদাহান্বিতস্য চ॥
মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ে দত্ত্বা তর্পণমেব বা।
নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্বিমুচ্যতে॥

মদাত্যয় রোগে রোগীর যদি বহু দোষের সঞ্চয়, তৃষ্ণা ও দাহ থাকে এবং আমাশয়স্থ কফ ও পিত্তের উৎক্লেশ অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগীকে মদ্য ও দ্রাক্ষারস-মিশ্রিত জল অথবা তর্পণ-দ্রব্য-সংযুক্ত জল আ-কণ্ঠ পান করাইয়া নিঃশেষে বমন করাইলে শীঘ্রই কফ-পিত্ত-মদাত্যয় রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অথ কোদ্রবাদি-মদ-চিকিৎসা।

সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু মদন-কোদ্রবজম্॥

কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে মদন (তৃণধান্য-বিশেষ) ও কোদ্রব জন্য মত্ততা সত্বর প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরজস্য দুগ্ধং সশর্করমাশু পানেন॥

চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে ধুতূরা জন্য মত্ততা নিবারিত হয়।

ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতিসারং মদং পূগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমা তৃপ্তের্বারি শীতলম্॥

সুপারী ফল ভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে। তাহা হইলে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসার সংযুক্ত সুপারীফলজাত মত্ততা সদ্যঃ দূরীভূত হইবে।

বস্তকরীষঘ্রাণাজ্জলপানাল্লবণভক্ষণাদপি চ।
শাম্যতি পূগফলোদ্ভবমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ॥
তৎক্ষণাম্মর্দিতং চূর্ণং সমাঘ্রাতং প্রণাশয়েৎ।
তাম্বূলোত্থং মদং পুংসামেকমেব স্বভাবতঃ॥
জাতীফলমদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা।
শীততোয়াবগাহশ্চ শর্করা দধিযোজিতা॥
বিভীতমদশান্ত্যর্থমেতদেব মতা পুনঃ॥

বস্ত শুষ্ক গোময়ের আঘ্রাণ বা শীতল জল পান, কিংবা লবণ ভক্ষণ দ্বারা সুপারী-ফলোদ্ভূত মত্ততা নষ্ট হয়। চিনি দ্বারা কবল করিলে চূর্ণভক্ষণ জন্য মুখপীড়া প্রশমিত হয়। চূর্ণ মর্দ্দন করত তৎক্ষণাৎ আঘ্রাণ লইলে তাম্বুল-ভক্ষণ জন্য মত্ততা নিবারণ হয়। হরীতকী সেবন করিলে জাতীফলোদ্ভূত মত্ততা নিবারণ হয়। বহেড়া ফল দ্বারা মত্ততা উপস্থিত হইলে শীতল জলে অবগাহন এবং চিনি সংযুক্ত দধি সেবন করিলে তাহা প্রশমিত হয়।

বদরীপল্লবোত্থাশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবাঃ।
ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তৈর্দাহে লেপনং শুভম্॥

কাঁজী সহ কুলের পল্লব বা নিম্বপত্র বা মদনফল বাটিয়া আলোড়িত করিবে। অনন্তর খজ দ্বারা মন্থন করিয়া ফেন তুলিয়া সেই ফেন শরীরে লেপন করিলে মদ্যজনিত দাহের শান্তি হয়।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্।
জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি॥

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃত-সংযুক্ত চিনি লেহন করে, তবে ঐ পীত মদ্য কিঞ্চিন্মাত্রও মত্ততা উৎপাদন করে না।

ফলত্রিকাদ্যচূর্ণম্।

ফলত্রিকং ত্রিবৃচ্ছ্যামা দেবদারু মহৌষধম্।
অজমোদা যমানী চ দার্ব্বী লবণপঞ্চকম্॥
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং বিড়ঙ্গকোলবালুকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য পিবেচ্ছীতেন বারিণা॥
পানাত্যয়াদিরোগাণাং হরণেঽগ্নেশ্চ দীপনে।
সংগ্রহগ্রহণীরোগেষ্বেতদেবৌষধং ক্ষমম্॥

ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুক প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পানাত্যয় ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। (মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত)।

এলাদ্যো মোদকঃ।

এলাং মধুকমগ্নিঞ্চ রজন্যৌ দ্বে ফলত্রিকম্।
রক্তশালিং কণাং দ্রাক্ষাং খর্জ্জুরঞ্চ তিলং যবম্॥
বিদারীং গোক্ষুরবীজং ত্রিবৃতাঞ্চ শতাবরীম্।
সংচূর্ণ্য মোদকং কুর্য্যাৎ সিতয়া দ্বিপ্রমাণয়া॥
ধারোষ্ণেনাপি পয়সা মুদ্গাযূষেণ বা সমম্।
পিবেদক্ষপ্রমাণাস্তু প্রাতর্নত্বাগ্নিকাং গদী॥
মদ্যপানসমুত্থানা বিকারা নিখিলা অপি।
সেবনাদস্য নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽন্যে চ দারুণাঃ॥

এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর বীজ, তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ চিনি; যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ অথবা মুদ্গযূষ। এই মোদক সেবন করিলে মদ্যপান-জনিত সর্ব্বপ্রকার বিকার ও অন্যান্য রোগও বিনষ্ট হয়।

মহাকল্যাণবটী।

হেমাভ্রঞ্চ রসং গন্ধময়ো মৌক্তিকমেব চ।
ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তিলক্ষৌদমধুপ্লুতাম্।
সিতাক্ষৌদ্রযুতাং বাপি নবনীতেন বা সহ॥
অযথাপানজা রোগা বাতজাঃ কফপিত্তজাঃ।
গদাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি ধ্রুবমস্য নিষেবণাৎ॥

স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ; আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তিল-চূর্ণ ও মধু, বা চিনি ও মধু, কিংবা নবনীত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মদাত্যয়াদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্।

পয়ঃপুনর্নবাক্কাথ-যষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্।
ঘৃতং পুষ্টিকরং পানান্মদ্যপানহতৌজসঃ॥

দুগ্ধ /৪ সের, পুনর্নবার কাথ ১২ সের বা ১৬ সের, ও যষ্টিমধুর কল্ক /১ সের, ইহাদের সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে মদ্যপান-হতৌজাঃ ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয়।

বৃহদ্ধাত্রীতৈলম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং শতমূলীরসং তথা।
বিদারীস্বরসপ্রস্থং প্রস্থং বস্তপয়ঃ পৃথক্॥
বলায়াশ্চাশ্বগন্ধায়াঃ কুলত্থস্য যবস্য চ।
পৃথক্ ক্বাথাংশ্চ মাষস্য তৈলপ্রস্থেন সংপচেৎ॥
জীবনীয়ো গণো মাংসী মঞ্জিষ্ঠা চেন্দ্রবারুণী।
শারিবাদ্বয়শৈলেয়-শতপুষ্পাপুনর্নবাঃ॥
চন্দনদ্বয়মেলা ত্বক্ কমলং কদলীফলম্।
বচাগুর্ব্বভয়াধাত্রীত্যেতান্ কল্কান্ পচেৎ তথা॥
মর্দ্দনাদস্য তৈলস্য গদাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।
পলায়ন্তে দূরং হি সিংহত্রস্তা মৃগা ইব॥

তিলতৈল /৪ সের। আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। বৈড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথকলাই, যব ও মাষকলাই প্রত্যেকের কাথ /৪ সের। কল্কার্থ,—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, [illegible], বৃদ্ধি, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিঃ জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল শশার [illegible] শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মমূল, সুপক্ক কদলীফল, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী। যথাবিধি তৈল পাক

করিয়া মর্দ্দন করিলে পানাত্যয়াদি রোগ সকল, সিংহত্রস্ত মৃগের ন্যায়, সুদূরে পলায়ন করে।

শ্রীখণ্ডাসবঃ।

শ্রীখণ্ডং মরিচং মাংসী রজন্যৌ চিত্রকং ঘনম্।
উশীরং তগরং দ্রাক্ষাং চন্দনং নাগকেশরম্॥
পাঠাং ধাত্রীং কণাং চব্যং লবঙ্গৈলবালুকম্।
লোধ্রকার্দ্ধপলোন্মানং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ॥
দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তত্র গুড়স্য চ তুলাত্রয়ম্।
ধাতকীং দ্বাদশপলাঙ্কৈকত্র পরিযোজয়েৎ॥
মাসং সংস্থাপ্য মৃদ্ভাণ্ডে বদ্ধপূতং রসং নয়েৎ।
পায়য়েন্মাত্রয়া বৈদ্যো বয়োবহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া॥
পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ।
পানবিভ্রমমত্যুগ্রং শ্রীখণ্ডাসব আশু চ॥

শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণার মূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকনাদি, আমলা, পিপুল, চৈ, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ৬০ পল দ্রাক্ষা, গুড় ৩৭॥০ সের ও ধাইফুল ১২ পল দিয়া আবৃতমুখ পাত্রের মধ্যে ১ মাস রাখিবে। তাহা হইলেই আসব প্রস্তুত হইবে। মাত্রা— ১ তোলা হইতে ৪ তোলা। ইহাতে পানাত্যয়, পরমদ ও পানাজীর্ণ প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

মদাত্যয়াদিরোগে পথ্যানি।

শোধনং সংশমনং স্বপনং লঙ্ঘনং শ্রমঃ।
সংবৎসরসমুৎপন্নাঃ শালয়ঃ ষষ্টিকা যবাঃ॥
মুদ্গা মাষাশ্চ গোধূমাঃ সতীনা রাগষাড়বৌ।
এণতিত্তিরিলাবাজ-দক্ষবর্হিশশামিষম্॥
বেশবারো বিচিত্রান্নং হৃদ্যং মদ্যং পয়ঃ সিতা।
তণ্ডুলীয়ং পটোলঞ্চ মাতুলুঙ্গং পরূষকম্॥
খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী নারিকেলঞ্চ গোস্তনী।
সর্পিঃ পুরাণং কর্পূরং প্রনীরং শিশিরানিলঃ॥
ধারাগৃহং চন্দ্রপাদা মণয়ো মিত্রসঙ্গমঃ।
ক্ষৌমাম্বরং প্রিয়াশ্লেষো গীতং বাদিত্রমুদ্ধতম্॥
শীতাম্বু চন্দনং স্নানং সেব্যমেতন্মদাত্যয়ে॥

সংশোধন ঔষধ, সংশমন ঔষধ, নিদ্রা, উপবাস, পরিশ্রম, একবৎসরের পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ, মাষকলায়, গোধূম, মটর কলায়, রাগ, ষাড়ব এবং এণ, তিত্তিরি, লাব, ছাগ, কুক্‌ড়া, ময়ূর ও শশকের মাংস, বেশবার, নানাবিধ হৃদ্য অন্ন, মদিরা, দুগ্ধ, চিনি, নটেশাক, পটোল, ছোলঙ্গ, ফল্‌সা, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, নারিকেল, কিস্‌মিস্, পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, উৎকৃষ্ট জল, শীতলবায়ু, ধারাগৃহ, চন্দ্রের কিরণ, মণিধারণ, সুহৃদ্ ব্যক্তির সহিত সমাগম, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র, প্রিয়ালিঙ্গন, তীব্র গান ও বাদ্য, শীতলজল, চন্দন ও স্নান এই সমস্ত মদাত্যয়াদি রোগীর পথ্য।

মদাত্যয়াদিরোগেঽপথ্যানি।

স্বেদোঽঞ্জনং ধূমপানং নাবনং দন্তঘর্ষণম্।
তাম্বূলঞ্চেত্যপথ্যং স্যান্মদাত্যয়বিকারিণাম্॥

স্বেদ, অঞ্জন, ধূমপান, নস্য, দন্তধাবন ও তাম্বূল, এই সমস্ত মদাত্যয়রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ॥

অথ দ্রব্যগুণ-প্রকরণম্।

অথ হরীতক্যাদিবর্গঃ।

অথ হরীতকী।

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা॥
বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ।

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা. চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী, এই-গুলি হরীতকীর নাম (পর্য্যায় শব্দ)।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ॥
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা॥
পঞ্চরেখাঽভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥

হরীতকী সাত জাতীয়; যথা,—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু-(লাউ)-সদৃশ গোলাকার। রোহিণী সম্পূর্ণ গোল। পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বৃহৎবীজযুক্ত। অমৃতা মাংসল অর্থাৎ শস্যবহুল ও ক্ষুদ্রবীজ-বিশিষ্ট। অভয়া পাঁচটী রেখা বিশিষ্ট; জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটী রেখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥
চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ।
ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা॥
কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥

বিজয়া সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ-রোপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্ষত পূরিয়া উঠে। প্রলেপ-কার্য্যে পূতনা প্রযোজ্য। অমৃতা হরীতকী, ভেদাদি সংশোধন-কার্য্যে ব্যবস্থেয়। অভয়া নেত্ররোগে প্রশস্ত, জীবন্তী সর্ব্বরোগ-বিনাশক, চেতকী হরীতকী চূর্ণার্থ ব্যবহার্য্য। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া, রোগ-বিশেষে হরীতকী-বিশেষ প্রয়োগ করিবে। চেতকী হরীতকী শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী ছয় অঙ্গুলী পরিমিত এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী এক অঙ্গুলি পরিমিত হইয়া থাকে। কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে ও কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ।
তাবদ্ ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥
তৃপার্ত্তং সুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী॥
সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা।
সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥

মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়।

এই হরীতকী যতক্ষণ হাতে করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ ইহার প্রভাবহেতু প্রবলবেগে ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধ-দ্বেষী ব্যক্তিগণের সুখ-বিরেচনার্থ এই চেতকী হরীতকী অত্যন্ত প্রশস্ত। এই সাত জাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়ানামিকা হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সুখসেব্য, সুখলভ্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর।

হরীতকী পঞ্চরসাঽলবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী ॥
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী।
শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন্ ॥
বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগ-বিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডূহৃদাময়ান্ ॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ ॥

হরীতকী পঞ্চরস-বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায়রসযুক্ত; ইহাতে লবণ রস নাই। ঐ পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর-বিপাক (পাকে মধুর রস), রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক)। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণীরোগ, মলবিবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান (পেট ফাঁপা), তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা।
কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা ॥
পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্বাতকৃন্ন কথং শিবা।
প্রভাবাদ্দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যৎ তৎ প্রকাশ্যতে ॥
হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং ন পূর্ব্বং ক্রিয়তেঽধুনা।
কর্ম্মানাত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ।
যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রীলকুচয়োর্যথা ॥

হরীতকী, স্বাদু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্তনাশক। কটু তিক্ত কষায় রস বিশিষ্ট বলিয়া কফনাশক, এবং অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কটু ও অম্ল রস থাকাতে হরীতকী কেন পিত্তজনক ও বাতকর না হয়? এতৎ-সম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রভাবরূপ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই হরীতকী উক্তবিধ ফল দর্শাইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তবে শিষ্যবোধের জন্য ইহা বলা যায় যে, কোন কোন দ্রব্য গুণে সমান হইয়াও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রদর্শন করে, যেমন আমলকী ও ডেলো মান্দার এই উভয় বস্তু রসাদিতে তুল্য হইয়াও কার্য্যে পার্থক্য দর্শাইয়া থাকে অর্থাৎ আমলকী ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু ডেলো মান্দার ত্রিদোষজনক।

পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থি তু তুবরো রসঃ ॥
নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা ॥
নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥

হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্ল রস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটু রস ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায় রস বিদ্যমান আছে। যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্ত নূতনাদি গুণবিশিষ্ট ও দুই কর্ষ ভারবিশিষ্ট, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ ॥
উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং
নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং
হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন ॥
অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা।
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা ॥

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়; পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়; সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জ্জন করিয়া (ভাজিয়া) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। আহারের সহিত হরীতকী খাইলে বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পিত্ত কফ ও বায়ুর নাশ এবং মূত্র পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহের বিনির্গম হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবন করিলে বায়ু পিত্ত কফ ও অন্নপানজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃত সহ সেবনে বাতজ রোগ ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

সিন্ধুশর্করাশুণ্ঠী-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিম্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনি সহ, হেমন্তকালে শুঁঠচূর্ণ সহ, শীতকালে পিপুল-চূর্ণ সহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড় সহ হরীতকী সেবন করিবেন। ইহাকে ঋতু-হরীতকী বলে।

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্শিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥

পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের হরীতকী-সেবন নিষিদ্ধ।

অথ বিভীতকঃ।

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলস্তু সঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্।
রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং ক্রিমিবৈস্বর্য্যনাশনম্॥
বিভীতমজ্জা তৃট্ছর্দ্দি-কফবাতহরো লঘুঃ।
কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্গুণঃ॥

বহেড়া।

বিভীতক শব্দ ত্রিলিঙ্গ; অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বিভীতক (বহেড়া) শব্দের পর্য্যায়। বহেড়া—মধুর-বিপাক, কষায়রস, কফ-পিত্ত-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিবারক, রুক্ষ, নেত্র ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ-প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা—পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায়রস ও মদকারক। আমলকীর মজ্জাও বহেড়া-মজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অথামলকম্।

ত্রিষ্বামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা।
হরীতকীসমং ধাত্রী-ফলং কিন্তু বিশেষতঃ॥
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ॥
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
মজ্জাস্য হরতি শ্রান্তিং তৃষাং দাহং বমিং ভ্রমম্॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥

আমলকী।

আমলক শব্দ ত্রিলিঙ্গ। আমলক, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এইগুলি আমলকীর নাম। ইহা হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা রক্তপিত্ত ও প্রমেহ নাশক, বৃষ্য এবং রসায়ন। আমলকী অম্লরস-বিশিষ্ট বলিয়া বায়ু, মধুর-রস ও শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায়-রস বলিয়া কফ নাশ করে। অতএব আমলকী ত্রিদোষ-নাশক। ইহার মজ্জা শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও ভ্রম নিবারক। যে যে ফলের যে যে গুণ, তাহাদের মজ্জারও সেই সেই গুণ আছে জানিবে।

অথ শুণ্ঠী।

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্।
ঊষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাস-শূলকাসহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনাহোদরমারুতান্॥
আগ্নেয়গুণভূয়স্ত্বাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ।
সংগৃহ্লাতি মলং তৎ তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা॥
বিবন্ধভেদিনী যা তু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ।
শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাদ্‌যতো ন মলপাতনে॥

শুণ্ঠী।

শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, ঊষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের, মহৌষধ, এইগুলি শুণ্ঠীশব্দের পর্য্যায়। শুঁঠ আমবাতনাশক, রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক, স্বরবর্দ্ধক, বমি শ্বাস শূল কাস হৃদ্রোগ শ্লীপদ শোথ অর্শঃ আনাহ উদররোগ ও বাত বিনাশক। আগ্নেয়-গুণবাহুল্য হেতু যে দ্রব্য আভ্যন্তরিক জলীয়াংশ শোষণ করিয়া মলপদার্থকে সংগ্রহ করে, তাহাকে গ্রাহী কহে, যেমন শুণ্ঠী প্রভৃতি। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শুণ্ঠী বিবন্ধঘ্ন অর্থাৎ মলরোধ বিনাশক হইয়া তাহা কি প্রকারে গ্রাহী হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে, শুণ্ঠীর বিবন্ধ নাশে শক্তি আছে, কিন্তু মল-নিঃসারণে শক্তি নাই।

অথার্দ্রকম্।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা॥
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ॥
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥

আদা।

আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এইগুলি আদার নাম। ইহা ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক। শুণ্ঠীর যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আর্দ্রকে আছে। ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ-ভক্ষণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎ কালে আর্দ্রক হিতকর নহে।

অথ পিপ্পলী।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥
পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্।
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃ প্লীহশূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিনী॥
পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী॥
জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাস-হৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ॥
দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ॥

পিপুল।

পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, ঊষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এইগুলি পিপুলের নাম। পিপ্পলী অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুর-বিপাক, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু, রেচক এবং ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত বিনাশক। আর্দ্র (কাঁচা) পিপ্পলী কফকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুররস,

গুরু ও পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তপ্রকোপক।

পিপ্পলী মধুসহ সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা গুড়ের সহিত সেবনে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এ স্থলে ভিষগ্‌গণ ২ ভাগ গুড় ও ১ ভাগ পিপ্পলীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

অথ মরিচম্।

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ।
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥

মরিচ।

মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এইগুলি মরিচের পর্য্যায়। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, রুক্ষ, শ্বাস শূল ও ক্রিমি বিনাশক। আর্দ্র মরিচ, পাকে মধুর-রস, ঈষদুষ্ণ, কটু, গুরু, কিঞ্চিৎ-তীক্ষ্ণগুণ-বিশিষ্ট ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহা পিত্তজনক নহে।

অথ পিপ্পলামূলম্।

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ।
দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু॥
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাসক্ষয়াপহম্॥

পিপুলমূল।

গ্রন্থিক, উষণ ও চটকাশিরঃ এইগুলি পিপুলমূলের নাম। ইহা অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, পাচন, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদক এবং ইহা কফ বাত উদর আনাহ প্লীহা গুল্ম ক্রিমি শ্বাস ও ক্ষয় বিনাশক।

অথ চতুরূষণম্।

ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্।
ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥

সুশ্রুতগণোক্ত ত্রিকটুর সহিত অর্থাৎ শুঁঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিপ্পলীমূল মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুরূষণ কহে। ত্রিকটু ও চতুরূষণ তুল্য গুণকারক, তবে ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণ প্রবল।

অথ চব্যম্।

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা।
কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম্॥

চৈ।

চব্য, চবিকা ও উষণা এই তিনটী চৈএর নাম। ইহা পিপুলমূলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগ বিনাশক।

অথ গজপিপ্পলী।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।
কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা॥
গজকৃষ্ণা কটুর্বাত-শ্লেষ্মনুদ্ বহ্নিবৰ্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসার-শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন॥

গজপিপ্পলী।

পণ্ডিতেরা চবিকাফলকে গজপিপ্পলী কহেন। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এইগুলি গজপিপ্পলীর নাম। ইহা কটু, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহা অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নিবারক।

অথ চিত্রকঃ।

চিত্রকোঽনলনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ।
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠ-শোথার্শঃক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥

চিতা।

চিত্রক, পীঠ, ব্যাল ও উষণ এবং অগ্নি-বাচক সমস্ত শব্দ, চিতার পর্য্যায়। ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও গ্রাহী। চিত্রক—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্ম ও পিত্তপ্রশমক।

অথ পঞ্চকোলম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥
পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ।
গুল্মপ্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটী দ্রব্য মিলিত হইয়া কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চকোল বলে। ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত পাচক, অগ্নি-দীপ্তিকারক, কফ বায়ু গুল্ম প্লীহা উদর আনাহ ও শূল প্রশমক এবং পিত্ত প্রকোপক।

অথ ষড়ূষণম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্।
পঞ্চকোলগুণং তৎ তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্॥

উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহে। ইহার গুণ পঞ্চকোলের তুল্য। অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য ও বিষনাশক।

অথ যবানী।

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্ যবসাহ্বয়া॥
যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুল্মপ্লীহক্রিমিপ্রণুৎ॥

যোয়ান্।

যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া, এই কয়েকটী যমানীর নাম। ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস, পিত্ত-জনক এবং ইহা শুক্র, শূল, বাতশ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশক।

অথাজমোদা।

অজমোদা খরাশ্বা চ মায়ূরী দীপ্যকং তথা।
তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা॥
অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ।
নেত্রাময়ক্রিমিচ্ছর্দ্দি-হিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ॥

বনযমানী।

অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্ম-কুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এইগুলি অজমোদার (বনযমানীর) নাম। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, দীপক, কফ ও বায়ু নাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকর, লঘু, এবং নেত্র-রোগ ক্রিমি বমি হিক্কা ও বস্তিরোগ নিবারক।

অথ পারসীক যবানী।

পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ।
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥

খুরাসানী যমানী।

পারসীক-যবানী যমানীসদৃশ গুণকারক। বিশেষতঃ ইহা পাচক, রুচিকর, ধারক, মাদক ও গুরু।

অথ শুক্লজীরঃ কৃষ্ণজীরঃ কালাজাজী চ।

জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।
কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ॥
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা॥
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি।
জীরকত্রিতয়ং রুক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু॥
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ।
জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান-গুল্মচ্ছর্দ্দ্যতিসারহৃৎ॥

জীরা।

জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক এইগুলি শুক্লজীরার নাম। কৃষ্ণজীরা, সুগন্ধ ও উদ্গারশোধন এইগুলি কৃষ্ণজীরার নামান্তর। কালাজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক এইগুলি বৃহজ্জীরার পর্য্যায়। এই তিন প্রকার জীরাই রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু, সংগ্রাহক, পিত্তকর, মেধাজনক, গর্ভাশয়বিশোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকর, বৃষ্য, রুচিকর, কফহর, চক্ষুষ্য, এবং ইহা বায়ুজন্য উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসার হারক।

অথ ধান্যাকম্।

ধান্যাকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা।
কুনটী ধেনুকা চ্ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্॥
ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণা দাহবমিশ্বাস-কাসকার্শ্যক্রিমিপ্রণুৎ।
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্॥

ধনে।

ধান্যাক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনিয়ার পর্য্যায়। ইহা কষায়রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পাচক, জ্বরনাশক, রুচিকর, ধারক, পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক এবং তৃষ্ণা দাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ও ক্রিমি নিবারক। কাঁচা ধনেও উক্ত প্রকার গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা স্বাদু এবং পিত্তনাশক।

অথ শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয়শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ।
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ॥
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ।
মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ॥
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌ক্রিমিশূলহৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-বমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥

শুল্‌ফা ও মৌরী।

শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা এইগুলি শুল্‌ফার নাম। ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরীর পর্য্যায় শব্দ। শুল্‌ফা লঘু, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু ও উষ্ণ। ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্ম, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক। মৌরীর গুণও শুল্‌ফার ন্যায় জানিবে। বিশেষতঃ ইহা যোনিশূল নিবারক, অগ্নিমান্দ্যনাশক, হৃদ্য, মলবদ্ধতা ক্রিমি ও শূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কাস বমি শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

অথ মেথিকা বনমেথিকা চ।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বোধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দ্রকা॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।

রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্তপ্রকোপিনী।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং যা তু পূজিতা॥

মেথী ও বনমেথী।

মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীন্দ্রকা এই-গুলি মেথীর নাম। ইহা বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নাশক, রুচিপ্রদ, অগ্নির দীপক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপক। বনমেথী ইহা অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। ইহা বাজীদিগের পক্ষে হিতকর।

অথ চন্দ্রশূরম্।

চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্।

হালিম্।

চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি চন্দ্রশূরের (হালিমের) নাম। ইহা হিক্কা, বায়ু শ্লেষ্মা ও অতিসাররোগে হিতকর, বল ও পুষ্টিবিবর্দ্ধক এবং বাতরক্ত-নাশক।

অথ হিঙ্গু।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ-ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥

হিং।

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক ও রামঠ এই কয়েকটি হিঙ্গুর নাম। হিং উষ্ণ, পাচন, রুচি-কারক ও তীক্ষ্ণ। ইহা বায়ু শ্লেষ্ম শূল গুল্ম উদর আনাহ ও ক্রিমি নাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ বচা।

বচোগ্রগন্ধা ষড়্‌গ্রন্থা গোলোমী শতপর্ব্বিকা।
ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা॥
বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী।
অপস্মারকফোন্মাদ-ভূতজন্তুনিলান্ হরেৎ॥

বচ।

বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শত-পর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের পর্য্যায় শব্দ। বচ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমন ও অগ্নিকারক। ইহা সেবনে বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু বিনষ্ট এবং মল মূত্র শোধিত হয়।

অথ পারসীক বচা।

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা।
হৈমবত্যুদিতা তদ্বদ্বাতং হন্তি বিশেষতঃ॥

খুরাসানী বচ।

খুরাসানী বচকে পারসীক বচ ও হৈমবতী বলে। ইহা শুক্লবর্ণ ও উক্ত বচের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা বায়ুনাশক।

অথ মহাভরী বচা।

যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্,—
সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ।
সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী॥
অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ, যস্যা লোকে মহাভরীতি নাম,—
স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধাস্যা ততো হীনগুণা স্মৃতা॥

মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জন বলে, ইহার অপর নাম সুগন্ধা। সুগন্ধা উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফকাসনাশক, সুস্বরকারক, রুচিকর এবং হৃদয় কণ্ঠ ও মুখ শোধক। স্থূল-গ্রন্থি-বিশিষ্ট সুগন্ধা বচকে মহাভরী বলে। ইহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট।

অথ দ্বীপান্তরবচা।

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিত্তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥
বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্।
ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী॥

তোপচিনী।

দ্বীপান্তরে উৎপন্ন হয় বলিয়া তোপচিনীকে দ্বীপান্তর বচ কহে। ইহা ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, বিবন্ধ উদরাধ্মান ও শূল নাশক, মল ও মূত্র বিশোধক, বাতব্যাধি অপস্মার উন্মাদ ও গাত্র বেদনা নিবারক এবং বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগ বিনাশক।

অথ হবুষাদ্বয়ম্।

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধম্, দ্বিতীয়-মশ্বত্থফলসদৃশং মৎস্যগন্ধম্। তয়োর্নামানি গুণাশ্চ—
হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা।
মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী॥
হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদুষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদরসমীরার্শো-গ্রহণীগুল্মশূলনুৎ॥
পরাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি॥

হবুষা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে প্রথম ফল মৎস্যের ন্যায় আমগন্ধ বিশিষ্ট, দ্বিতীয় ফল অশ্বত্থ ফল সদৃশ ও মৎস্যগন্ধান্বিত। ইহার প্রথম প্রকারের নাম হবুষা, বপুষা ও বিস্রা এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্য-গন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্ন ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। হবুষা অগ্নিদীপ্তিকারক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায়, গুরু এবং ইহা পিত্তোদররোগ, বাতার্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূল নাশক। শেষোক্ত হবুষারও এই গুণ, কেবল উভয়ের আকার বিভিন্ন।

অথ বিড়ঙ্গং।

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ।
তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥
বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ॥

বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ইহার অপর নাম ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা। বিড়ঙ্গ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ নাশক।

অথ তুম্বুরুফলম্।

তুম্বরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ।
তুম্বরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু॥
রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ।
বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠ শিরোরুগ্‌গুরুতাক্রিমীন্।
কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাস-প্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ॥

তুম্বুরু।

তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক এই কয়েকটী তুম্বুরুর পর্য্যায় শব্দ। ইহা তিক্ত কটু রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু ও বিদাহী এবং ইহা বাতশ্লেষ্মা, চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠ শিরো-রোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

অথ বংশরোচনা।

স্যাদ্বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা।
ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী॥
বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহন্নুদ্ বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥

বংশলোচন।

বংশরোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী এই সকল বংশলোচনের নাম। ইহা বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্বাদু, শীতল ও কষায় এবং ইহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস,

ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ পাণ্ডু, দাহ ও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক।

অথ সমুদ্রফেনঃ।

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ হিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা।
সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলঃ সরঃ।
কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্কফহৃল্লঘুঃ॥

সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম। ইহা চক্ষুর হিতকারক, লেখন, শীতল, সারক, কষায়, লঘু এবং বিষদোষ, পিত্ত, কর্ণরোগ ও কফহারক।

অথাষ্টবর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কাম-বলাসবলবর্দ্ধনঃ।
বাতপিত্তাস্রতৃড়্ দাহ-জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ॥

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটী দ্রব্যের সংযোগকে চরকাদি মুনিগণ অষ্টবর্গ বলিয়া থাকেন। অষ্টবর্গ—শীতল, মধুর, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্নসন্ধান-কারক, কামবর্দ্ধক, কফজনক, বলকারক এবং ইহা বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয় নাশক।

তত্র জীবকর্ষভকৌ।

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ॥
ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি।
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহাস্র-কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥

জীবক ও ঋষভক।

জীবক ও ঋষভক হিমালয়-শিখরে উদ্ভূত হয়। ইহাদের কন্দ রসোনের ন্যায় এবং পত্র সূক্ষ্ম ও সারহীন। জীবকের আকৃতি কূর্চ্চক সদৃশ। ঋষভের আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এই গুলি জীবকের পর্য্যায় এবং ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নামান্তর। এই দুই দ্রব্য বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফবর্দ্ধক, মধুররস এবং ইহা পিত্ত দাহ রক্তদুষ্টি কৃশতা বায়ু ও ক্ষয়রোগ প্রশমক।

অথ মেদামহামেদে।

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে॥
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসা তৎপরৈর্জনৈঃ॥
স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ॥
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥

মেদা ও মহামেদা।

মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। প্রধান প্রধান মুনিগণ কহেন যে, মহামেদাক্ষেত্রে মেদা জন্মিয়া থাকে। এই কন্দ শুক্ল আর্দ্রক সদৃশ, লতাজাত ও পাণ্ডুর-বর্ণ। মেদা শুক্লবর্ণ কন্দবিশেষ, ইহাকে নখ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর ন্যায় আটা নির্গত হয়। স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার এবং মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী ও দেবতা-মণি এইগুলি মহামেদার নামান্তর। মেদা ও মহামেদা গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল, রক্তপিত্তনাশক ও বাতজ্বরবিনাশক।

অথ কাকোলীক্ষীরকাকোল্যৌ।

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে॥
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে॥
যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিদ্ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি।
কাকোলী বায়সোলী চ ধীরা কায়স্থিকা তথা॥
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়ঃস্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র-পিত্তশোষজ্বরাপহম্॥

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী।

যে স্থলে মহামেদা জন্মে, কাকোলী ক্ষীরকাকোলীও সেই স্থলে জন্মিয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলী শতমূলী-কন্দের ন্যায়, ছেদ করিলে আটা নির্গত হয় এবং ইহা একপ্রকার মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলীর লক্ষণযুক্ত, কিন্তু ইহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ, এই মাত্র উভয়ের প্রভেদ। কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা এইগুলি কাকোলীর এবং ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী এইগুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম। এই উভয় দ্রব্য শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর, গুরু ও পুষ্টিকারক এবং ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর নাশক।

অথর্দ্ধিবৃদ্ধী।

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশনামলে।
শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে।
তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা॥
বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত-ফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
ঋদ্ধির্যোগ্যং সিদ্ধিলক্ষ্মৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া ইমে॥
ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা-রক্তপিত্তবিনাশিনী॥
বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা।
বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাসক্ষয়াপহা॥
রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্লভঃ।
তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্ণীয়াৎ তদ্গুণং ভিষক্॥

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশনামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বেতলোমযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, লতাজাত কন্দবিশেষ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির প্রভেদ এই যে, ঋদ্ধি তূলার গ্রন্থির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও ইহার ফল বামাবর্ত্ত, কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটী ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পর্য্যায়। ঋদ্ধি বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুর্বর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত বিনাশক। বৃদ্ধি গর্ভপ্রদ, শীতবীর্য্য, বৃংহণ, মধুর ও শুক্রকারক এবং ইহা রক্তপিত্ত ক্ষত কাস ও ক্ষয় প্রশমক। অষ্টবর্গ রাজগণেরও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহার প্রতিনিধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অথ যষ্টিমধু।

যষ্টীমধু তথা যষ্টির্মধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকং তৎ তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা॥
যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা॥

যষ্টীমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতনক ও মধূলিকা। যষ্টিমধু—শীতল, গুরু, মধুর-রস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রকারক, কেশ্য, স্বরবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদুষ্টি নিবারক, ব্রণশোথ বিষদোষ বমি তৃষ্ণা গ্লানি ও ক্ষয় প্রশমক।

অথ কাম্পিল্লঃ।

কাম্পিল্লঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ।
কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র-ক্রিমিগুল্মোদরব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মসুৎ॥

কমলাগুঁড়ি।

কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলাগুঁড়ির পর্য্যায়। কমলাগুঁড়ি—রেচক, কটু ও উষ্ণ, এবং ইহা কফ পিত্ত রক্তদুষ্টি ক্রিমি গুল্ম উদর ব্রণ মেহ আনাহ বিষ ও অশ্মরী নাশক।

অথারগ্বধঃ।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবেতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ॥
কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ।
জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র-বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ॥
তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্॥

সোন্দাল।

আরগ্বধ রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবেত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এই-গুলি সোন্দালের পর্য্যায় শব্দ। সোন্দাল—গুরু, মধুর, শীতল ও সুবিরেচক এবং ইহা জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত ও শূল নাশক। সোন্দাল-ফল—বিরেচক, রুচিকর, এবং কুষ্ঠ পিত্ত ও কফনাশক। ইহা জ্বরে বিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক

অথ কটুরোহিণী।

কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী॥
মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী।
কট্বী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ॥
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
প্রমেহশ্বাসকাসাস্র-দাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥

কটুকী।

কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী এইগুলি কটুকীর পর্য্যায়। ইহা কটুবিপাক, তিক্ত, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপন ও হৃদ্য। কটুকী কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে।

অথ কিরাততিক্তঃ।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ।
কাণ্ডতিক্তোঽনার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ॥
কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽর্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ।
কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ॥
সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাসশোথতৃষাকুষ্ঠ-জ্বরব্রণক্রিমিপ্রণুৎ॥

চিরতা।

কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার পর্য্যায়। নেপাল দেশে অপর এক প্রকার চিরতা জন্মে, তাহাকে অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরান্তক বলে। চিরতা—সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, কাস, শোথ, পিপাসা, জ্বর কুষ্ঠ, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

অথ যবতিক্তা।

যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুহ্না তু শঙ্খিনী।
সূক্ষ্মপুষ্পী তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী॥
তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনা চ বিষাস্রনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী॥

কালমেঘ।

যবতিক্তা, মহাতিক্তা, শ্বেতবুহ্না, শঙ্খিনী, সূক্ষ্মপুষ্পী, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যশস্বিনী এইগুলি কালমেঘের নাম। কালমেঘ—তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক। ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর

নাশ করে। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ সুফলপ্রদ।

অথেন্দ্রযবঃ।

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা।
কলিঙ্গঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি॥
ক্বচিদিন্দ্রস্তু নামৈব ভবেৎ তদভিধায়কম্।
ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্।
জ্বরাতীসাররক্তার্শঃ-ক্রিমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলাস্র-বাতাস্রশ্লেষ্মশূলজিৎ॥

কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব এইগুলি কুড়্চি-বীজের নামান্তর। কখন কখন ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত হয়। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষ-নাশক, সংগ্রাহী কটু, শীতল ও অগ্নিদীপক এবং ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শঃ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক।

অথ মদনঃ।

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকস্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃদ্বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ।
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ॥

ময়না।

মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি ময়নার পর্য্যায়। ময়না—মধুর, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমনকারক ও রুক্ষ, এবং ইহা বিদ্রধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মব্রণনাশক।

অথ রাস্না।

রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা॥
রাস্নামপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাসসমীরাস্র-বাতশূলোদরাপহা।
কাসজ্বরবিষাশীর্তি-বাতিকাময়সিধ্মজিৎ॥

রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নামান্তর। ইহা আমপাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য। রাস্না—কফ, বায়ু, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতি প্রকার বাতরোগ ও সিধ্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অথ নাকুলী (রাস্নাভেদঃ)।

নাকুলী সুরসা নাগ-সুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
ভোগিলূতাবৃশ্চিকাখু-বিষজ্বরক্রিমিব্রণান্॥

নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি নাকুলীর পর্য্যায় শব্দ। নাকুলী—কষায়-তিক্ত-কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য, এবং ইহা সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক ও ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ বিনাশক।

অথ মাচিকা।

মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা।
ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা॥
মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্বাতীসারপিত্তাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা॥

মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু। মাচিকা—পক্বাতীসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। ইহা হিন্দুস্থানে মোইয়া নামে প্রসিদ্ধ।

অথ তেজবতী।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজাহ্বা তেজনী তথা।
তেজস্বিনী কফশ্বাস-কাসাস্যাময়বাতহৃৎ।
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপিনী॥

তেজ্‌বল্‌।

তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজাহ্বা ও তেজনী এইগুলি তেজবতীর নামান্তর। তেজবতী—পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, রুচিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, শ্বাস, কাস, মুখ-রোগ ও বায়ু নাশক।

অথ জ্যোতিষ্মতী।

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ।
পারাবতপদী পণ্যা লতা প্রোক্তা ককুন্দনী॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥

লতাফট্‌কী।

জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যা ও ককুন্দনী এইগুলি লতাফট্‌কীর পর্য্যায়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ।

অথ কুষ্ঠম্‌।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ঞ্চাপ্যং পারিভব্যং তথোৎপলম্‌।
কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু॥
হন্তি বাতাস্রবীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎকফান্‌॥

কুড়।

কুষ্ঠ, আপ্য, পারিভব্য ও উৎপল এইগুলি এবং রোগবাচক সমস্ত শব্দ কুড়ের পর্য্যায়। কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত, লঘু এবং ইহা বাতরক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক।

অথ পুষ্করমূলম্‌।

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমং জগুঃ॥
পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্‌।
হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্‌ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥

পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের পর্য্যায়। ইহা কুড়বিশেষ। পুষ্করমূল—কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাস নাশক। পার্শ্বশূলে ইহা বিশেষ হিতকর।

অথ স্বর্ণক্ষীরী চোকঞ্চ।

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে॥
হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারিণী।
ক্রিমিকণ্ডুবিষানাহ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥

কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা এইগুলি স্বর্ণক্ষীরীর নাম। ইহার মূলকে চোক বলে। ইহা রেচক, তিক্তরস, ভেদক, উৎক্লেশজনক এবং ক্রিমি, কণ্ডু, বিষদোষ, আনাহ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক।

অথ কর্কটশৃঙ্গী।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা।
অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা॥
শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্‌।
শ্বাসোর্দ্ধবাততৃট্‌কাস-হিক্কারুচিবমীন্‌ হরেৎ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী।

শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজ-শৃঙ্গী ও চক্রা এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্য্যায় এবং কাঁকড়ার যে যে নাম প্রথিত আছে, ইহাও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাঁকড়াশৃঙ্গী কষায়, তিক্ত ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস,

উর্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে।

অথ কট্‌ফলঃ।

কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥
কট্‌ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃ-কাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

কায়ফল।

কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের নাম। কট্‌ফল—কষায় তিক্ত ও কটুরস, এবং ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি বিনাশক।

অথ ভার্গী।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা॥
ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্।

বামুনহাটী।

ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা এইগুলি বামুনহাটীর নাম। বামুনহাটী—রুক্ষ, কটু-তিক্তরস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকর, কষায়রস এবং ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ু নাশক।

অথ পাষাণভেদঃ।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিদ্ভিন্নযোজনী।
অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ॥
ভেদনো হন্তি দোষার্শো-গুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ।
যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ॥

হিমসাগর।

পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, এইগুলি হিমসাগরের নামান্তর। হিমসাগর—শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায়, বস্তিশোধক, ভেদক, এবং ইহা ত্রিদোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ নিবারক।

অথ ধাতকী।

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা॥
ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ॥

ধাইফুল।

ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পা, কুঞ্জরা সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা এইগুলি ধাইফুলের নামান্তর। ধাইফুল—কটু, শীতবীর্য্য, মদকারক, কষায়, লঘু, এবং ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প প্রশমক।

অথ মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা।
মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি॥
রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা।
ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ।
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্ম-শোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্-
রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্র-বিসর্পব্রণমেহনুৎ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী, এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্য্যায় শব্দ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য এবং স্বরবর্দ্ধক ও বর্ণকারক। মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহারে

বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয়।

অথ কুসুম্ভম্।

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।
কুসুম্ভং মধুরং রূক্ষং বহ্নিকৃদ্ রোচনং মতম্॥
বিণ্মূত্রদোষশমনং কটূষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
ক্রিমিঘ্নদ্ বাতলং কৃচ্ছ্র-রক্তপিত্তকফাপহম্॥

কুসুমফুল।

কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটী কুসুম-ফুলের পর্য্যায়। কুসুমফুল মধুর রস, রুক্ষ, অগ্নিকারক, রুচিকর, মলমূত্রের দোষ-নাশক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, পিত্তকর, বায়ু-জনক, এবং ইহা ক্রিমি, রক্তপিত্ত ও কফ-নিবারক।

অথ লাক্ষা।

লাক্ষা পলঙ্কষালক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ।
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ॥
অনুষ্ণা কফপিত্তাস্র-হিক্কাকাসজ্বরপ্রণুৎ।
ব্রণোরঃক্ষতবীসর্প-ক্রিমিকুষ্ঠগদাপহা॥
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ॥

লা।

লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এইগুলি লাক্ষার নামান্তর। ইহা বর্ণকর, শীতল, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা ব্যবহারে কফ, রক্তপিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। অলক্তকও লাক্ষাসদৃশগুণযুক্ত, বিশেষতঃ ব্যঙ্গ (মেচেতা) রোগনাশক।

অথ হরিদ্রা।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্না হলদী যোষিৎ-প্রিয়া হরবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্দোষমেহাস্র-শোথপাণ্ডুব্রণাপহা॥

হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী এইগুলি এবং রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার নাম। হরিদ্রা—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক, বর্ণকর এবং ইহা ত্বগ্দোষ, মেহ, রক্তদুষ্টি, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণরোগ নাশক।

অথ বনহরিদ্রা আম্রগন্ধিহরিদ্রা চ।

অরণ্যহলদী কন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ।
আম্রগন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা।
পিত্তহৃন্মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডুবিনাশিনী॥

বনহরিদ্রা ও আম আদা।

বন-হরিদ্রার কন্দ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবস্থেয়। আম্রগন্ধি হরিদ্রা অর্থাৎ আম আদা শীতবীর্য্য, বায়ুজনক, পিত্তনাশক, মধুরতিক্ত-রস এবং কণ্ডুনাশক।

অথ দারুহরিদ্রা।

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু কপীতকম্।
দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ॥

দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও কপীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর। দারুহরিদ্রা সাধারণ হরিদ্রার ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগ বিনাশক।

অথ রসাঞ্জনম্।

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্বা যদা ঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তন্নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥
রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্॥
রসাঞ্জনং কটুশ্লেষ্ম-বিষনেত্রবিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাঞ্জন কহে। রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এইগুলি রসাঞ্জনের পর্য্যায় শব্দ। ইহা নেত্রের পরম হিতকারক, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন, ব্রণদোষহারক এবং ইহা শ্লেষ্মা, বিষদোষ ও নেত্রবিকার নিবারক।

অথ বাকুচী।

অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা।
শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ॥
সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা।
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী॥
বিষ্টম্ভহৃদ্ধিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠ-মেহজ্বরক্রিমিপ্রণুৎ॥
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ-কফানিলহরং কটু।
কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ॥

সোমরাজী।

অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী, এইগুলি সোমরাজীর নাম। ইহা মধুর-তিক্তরস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রুচিকারক, সারক, রুক্ষ, হৃদ্য এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক। সোমরাজীবীজ, পিত্তবর্দ্ধক, কটুরস, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক এবং ইহা কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক।

অথ চক্রমর্দ্দঃ।

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি॥
চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদদ্রুক্রিমীন্ হরেৎ॥
হন্ত্যাকং তৎফলং কুষ্ঠ-কণ্ডুদদ্রুবিষানিলান্।
গুল্মকাসক্রিমিশ্বাস-নাশনং কটুকং স্মৃতম্॥

চাকুন্দে।

চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট, এইগুলি চাকুন্দের নাম। চাকুন্দে লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, হৃদ্য, হিম, এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও ক্রিমি বিনাশক। চক্রমর্দ্দের ফল—উষ্ণ, কটু, এবং তাহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস নিবারক।

অথাতিবিষা।

বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা॥
বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
কফপিত্তাতিসারাম-বিষকাসবমিক্রিমীন্॥

আতইচ।

বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা, এই সকল অতিবিষার প্রসিদ্ধ নাম। অতিবিষা—উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমি বিনাশক।

অথ লোধ্রঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ।

লোধ্রস্তিল্বস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা।
দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধ্রঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ।
জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ॥
লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ জ্বরাতীসারশোথহৃৎ॥

লোধ ও পটিয়া লোধ।

লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব এই কয়েকটী লোধ্রের প্রসিদ্ধ নাম। পট্টিকা-লোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র,

পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদন এই কয়েকটী পট্টিকা-লোধের প্রসিদ্ধ নাম। লোধ্র—ধারক, লঘু, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতীসার ও শোথবিনাশক।

অথ লশুনঃ।

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্।
অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ॥
পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ॥
কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ।
নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ॥
বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্গুণবেদিভিঃ।
রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ॥
রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ॥
বলবর্ণকরো মেধা-হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি॥
মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্।
ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়ো গুড়ম্॥
রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্ নিরন্তরম্॥

লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক, এই কয়েকটী রশুনের প্রসিদ্ধ নাম। রশুন—মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়, এই পঞ্চ রসযুক্ত; ছয় রসের মধ্যে কেবল ইহা অম্লরস-বিহীন; অতএব একটী রসে উন (হীন) বলিয়া দ্রব্য-গুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুররস আছে।

রশুন—পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটু-মধুর রস, কটু-বিপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠ-শোধক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন এবং ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক। রসোনসেবী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক। কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড়, এই সকল রসোনভোজী ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, সুতরাং উহা পরিত্যাজ্য।

অথ পলাণ্ডুঃ।

পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু বুধৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ॥
স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।
হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ॥

পেঁয়াজ।

পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এই সকল পেঁয়াজের প্রসিদ্ধ নাম। পলাণ্ডু—রসোনের ন্যায় গুণযুক্ত; বিশেষতঃ মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, কফকারক ও নাতি পিত্তকর। ইহা কেবল বায়ুনাশক। পেঁয়াজ বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ ভল্লাতকম্।

ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুষ্কোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ।
তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ॥
ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্ম-শোফানাহজ্বরক্রিমীন্॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা।
বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ॥
ভল্লাতকং কষায়োষ্ণং শুক্রলং মধুরং লঘু।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্।
হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্র-বহ্নিমান্দ্যক্রিমিব্রণান্॥

ভেলা।

ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী,

বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ, এই কয়েকটী ভল্লাতকের নামান্তর। ভল্লাতকের পাকাফল—মধুর-বিপাক, লঘু, কষায়মধুর-রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক, এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমিবিনাশক। ভল্লাতকের মজ্জা—মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক। ভল্লাতকবৃন্ত,—মধুররস, পিত্তঘ্ন, চুলের উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ভল্লাতক—কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, এবং ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণনাশক।

অথ ভঙ্গা।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ-মদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
মদনোদ্দীপনী নিদ্রা-জননী হর্ষদায়িনী॥
ধনুঃস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্।
প্রবৃত্তিং রক্তসো বহ্বীং হন্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ॥

সিদ্ধি।

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এই কয়েকটী সিদ্ধির পর্য্যায়। সিদ্ধি—কফনাশক, তিক্তরস, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, মোহজনক, মদকারক এবং স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক, আনন্দদায়ক এবং ধনুঃস্তম্ভ, জলত্রাস, বিসূচী, মদাত্যয়, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধা নিবারক।

অথ খাখসঃ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ।
তৎ খাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং শীতলং লঘু॥
গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ।
ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্বিবর্দ্ধনম্।
মুহর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্॥

ঢেঁড়ী।

তিলভেদ, খসতিল ও খাখস, এই কয়েকটী পোস্তফলের (ঢেঁড়ীর) নামান্তর। পোস্তফলের বল্কল—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত-কষায়-রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন, কাসনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, স্বরবর্দ্ধক, মোহজনক ও রুচিকারক। ইহা দীর্ঘকাল সেবনে পুরুষত্ব নাশ হয়।

অথাহিফেনম্।

উক্তং খসফলক্ষীরমাফূকমহিফেনকম্।
আফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্॥
আক্ষেপশমনং নিদ্রা-জননং মদকারি চ।
স্বেদনং বেদনাঘ্নঞ্চ মূত্রাতীসারনুৎ পরম্॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতিবারণম্।
তথা খসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়মিত্যপি॥

আফিং।

পোস্তফলের ক্ষীরকে (আটাকে) আফূক ও অহিফেন বলা যায়। আফিং—শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপ-নিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, স্বেদজনক, বেদনাশমক এবং ইহা মূত্রাতীসার, কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারক। খসফলের বল্কলও অহিফেন-তুল্য গুণকারী।

অথ খাখসবীজম্।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি।
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ।
শময়ন্তি কফং তানি জনয়ন্তি সমীরণম্॥

পোস্তদানা।

খসবীজ ও খসতিল, এই দুইটী পোস্তদানার নামান্তর মাত্র। পোস্তদানা—বল-

কারক, শুক্রবর্দ্ধক, অতিশয় গুরু, কফনাশক ও বায়ুজনক।

অথ সৈন্ধবম্।

সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্।
সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ॥

সৈন্ধব শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ, এই কয়েকটী সৈন্ধব লবণের নামান্তর। সৈন্ধব লবণ—মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষনাশক।

অথ রৌমকম্।

শাকম্ভরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকং তথা।
গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

শাম্ভারিলবণ।

শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমক, শাম্ভারি-লবণের এই কয়েকটী নাম প্রসিদ্ধ। শাম্ভারি-লবণ—লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

অথ সামুদ্রম্।

সামুদ্রং যৎ তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ।
সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্॥
সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ।
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতিশীতলম্॥

পাঙ্গালবণ।

সামুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব, এই সকল পাঙ্গালবণের নামান্তর। পাঙ্গালবণ—মধুরবিপাক, ঈষৎ তিক্ত-মধুর-রস, গুরু, নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, অগ্নিপ্রদীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহী, কফকারক, বাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ এবং অরুক্ষ।

অথ বিড়ম্।

বিড়ং পাক্যঞ্চ কতকং তথা দ্রাবিড়মাসুরম্।
বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনম্॥*
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভহৃদ্রুগ্‌গৌরবশূলনুৎ॥

বিট্‌লবণ।

বিড়, পাক, কতক, দ্রাবিড় ও আসুর, এই কয়েকটী বিট্‌লবণের নামান্তর। বিট্‌লবণ—ক্ষারযুক্ত, ঊর্দ্ধগত কফের ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূল নাশক।

অথ সৌবর্চ্চলম্।

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাক্যঞ্চ তন্মতম্।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্॥
সুস্নেহং বাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ॥

সচললবণ।

সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য, এই কয়েকটী সচললবণের নামান্তর। সচল-লবণ—রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতি-পিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধি-কারক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী এবং বিবন্ধ আনাহ ও শূলবিনাশক।

---

* ঊর্দ্ধং কফমধো বাতং সঞ্চারয়েদিত্যর্থঃ।

অথ ঔদ্ভিদম্।

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্।
ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শীতলং বাতনাশনম্॥

পাংশুলবণ।

পাংশুলবণ ভূমি হইতে স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদলবণ ইহার নামান্তর। ঔদ্ভিদলবণ—ক্ষারযুক্ত, গুরু, কটুরস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য এবং বায়ুনাশক।

অথ চণকাম্লম্।

চণকাম্লকমত্যুষ্ণং দীপনং দন্তহর্ষণম্।
লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ॥

চণকাম্লক—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপক, দন্তহর্ষজনক, ঈষৎ লবণরসযুক্ত, অম্লরস, রুচিকারক, এবং ইহা শূল অজীর্ণ ও বিবন্ধ নাশক।

নরসারঃ।

নরসারো নৃসারশ্চ নৃসাদর ইতি স্মৃতঃ।
পটুঃ প্রবৃত্তিশীলানাং স্রাবণঃ শোথহৃদ্ধিমঃ॥
যকৃদ্দোষে জ্বরে প্লীহ্নি শিরঃশূলেঽর্ব্বুদাদিষু।
স্তনরোগে রক্তপিত্তে কাসে ভগ্নাময়ে তথা।
যোনিব্যাপৎসু চ জ্ঞেয়ো নরসারঃ সুখাবহঃ॥

নিশাদল।

নরসার, নৃসার ও নৃসাদর এইগুলি নিশাদলের পর্য্যায়। নিশাদল লবণাস্বাদ। ইহা প্রবর্ত্তনশীল শারীরিক পদার্থসমূহের (কফ পিত্ত মল মূত্র স্বেদাদির) স্রাবক, শোথঘ্ন ও শীতল। যকৃৎ-দোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি, স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস, ভগ্নরোগ ও যোনিব্যাপৎ রোগে নিশাদল প্রয়োগ করিতে হয়।

অথ যবক্ষারঃ স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ, সুবর্চ্চিকশ্চ।

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ।
স্বর্জ্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ॥
কথিতঃ স্বর্জ্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকঃ।
যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ॥
নিহন্তি শূলবাতাম-শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
পাণ্ডু র্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্॥
স্বর্জ্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৃৎ।
সুবর্চ্চিকা স্বর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোরা।

পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই কয়েকটী যবক্ষারের নামান্তর। স্বর্জ্জিকাক্ষারকে ক্ষার, কপোত ও সুখবর্চ্চক বলে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, সুবর্চ্চিক স্বর্জ্জিকাক্ষারভেদমাত্র। যবক্ষার—লঘু, স্নিগ্ধ, অতিসূক্ষ্মস্রোতোগামী, অগ্নির দীপক এবং ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কফ, শ্বাস গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগবিনাশক। স্বর্জ্জিকাক্ষার—যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা গুল্ম এবং শূলবিনাশক। সুবর্চ্চিকা—সর্জ্জিকাক্ষারের তুল্য গুণযুক্ত জানিবে।

অথ টঙ্গণম্।

সৌভাগ্যং টঙ্গণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে।
টঙ্গণং বহ্নিকৃদ্রুক্ষং কফঘ্নদ্ বাতপিত্তকৃৎ।
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূঢ়গর্ভবিকর্ষণম্॥

সোহাগা।

সৌভাগ্য, টঙ্গণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক, এই কয়েকটী সোহাগার নামান্তর। সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্ত্তক, বলকারক, মূঢ়গর্ভাকর্ষক, এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক।

অথ ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ।

স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্।
টঙ্কণেন যুতং তৎ তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্॥
মিলিতস্তু গুণকৃদ্বিশেষাদ্ গুল্মহৃৎ পরম্॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষারদ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটী ক্ষারের যে যে গুণ পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, দুইটী অথবা তিনটী ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই সেই গুণকর হয় জানিবে, বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগ নাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

অথ ক্ষারাষ্টকম্।

পলাশবজ্রিশিখরি-চিঞ্চার্কতিলনালজাঃ।
যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্॥
ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্॥

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব, এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং স্বর্জ্জিকাক্ষার এই আটটীকে ক্ষারাষ্টক বলে। ক্ষারাষ্টক—অগ্নিগুণবিশিষ্ট, ইহা গুল্ম ও শূল বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অথ চুক্রম্।

চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্রসাম্লং শুক্তমিত্যপি।
চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্॥
শূলগুল্মবিবন্ধাম-বাতশ্লেষ্মহরং সরম্।
বমিতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-হৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যহৃৎ॥

অম্লবেতস।

চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত, চুক্রের এই কয়েকটী পর্য্যায়। চুক্র—অত্যন্ত অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিসন্দীপক, অতিশয় পাচক, সারক এবং ইহা শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কফ, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য বিনাশক।

ইতি হরীতক্যাদিবর্গঃ॥

অথ কর্পূরাদিবর্গঃ।

অথ কর্পূরঃ।

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥
আক্ষেপশমনো নিদ্রা-জননো ধর্ম্মবর্দ্ধনঃ।
বেদনাহারকঃ কাম-শান্তিকৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ॥
কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্কাপক্কপ্রভেদতঃ।
পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্॥

কর্পূর শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতাভ্র, হিমবালুক ও ঘনসার এইগুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায়। কর্পূর—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত-রস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, কামশান্তিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দুর্গন্ধ, আক্ষেপ, বেদনা ও শুক্রমেহ

নাশক। কর্পূর পক্ক ও অপক্ক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে পক্ক কর্পূর অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর অধিক গুণবিশিষ্ট।

অথ চীনাক-কর্পূরঃ।

চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।
কুষ্ঠকণ্ডুবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ॥

চীনাক নামক কর্পূর কফনাশক, তিক্ত-রস এবং ইহা কুষ্ঠ কণ্ডু ও বমি নাশক।

অথ কস্তূরী।

মৃগনাভির্মৃগমদঃ কথিতস্ত সহস্রভিৎ।
কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্।
কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরী হ্যধমা মতা॥
কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষহৃৎ॥
আক্ষেপহরণঃ স্বেদ-জননঃ কামদীপনঃ।
হিক্কাঘ্নো মূত্রলো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ॥

মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা, কস্তুরী ও বেধমুখ্যা, এই কয়েকটী কস্তুরীর প্রসিদ্ধ নাম। কামরূপী, নৈপালী এবং কাশ্মীরী ভেদে কস্তুরী তিন প্রকার। তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ, নৈপালী নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরী কস্তুরী কপিলবর্ণ। যে সকল কস্তুরী কামরূপে জন্মে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ; নেপাল প্রদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশে যাহা জন্মে, তাহা নিকৃষ্ট। কস্তুরী—কটু-তিক্ত-রস, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ-দোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ ও শোষরোগ নাশক। অধিকন্তু ইহা আক্ষেপনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কানিবারক, মূত্র-প্রবর্ত্তক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ মাদক।

অথ লতাকস্তূরিকা।

লতাকস্তুরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যা ছেদিনী শ্লেষ্ম-তৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ॥

লতাকস্তূরিকা—তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকারক, ছেদক, শ্লেষ্মঘ্ন, পিপাসানাশক এবং বস্তিগতরোগ ও মুখরোগ নাশক।

অথ খট্টাশী।

গন্ধমার্জ্জারবীজন্ত বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ।
কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ॥

খট্টাশী—বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, সুগন্ধি, এবং ইহা কফ বায়ু কণ্ডু কুষ্ঠ ঘর্ম্ম ও শরীরের দুর্গন্ধনাশক।

অথ চন্দনম্।

শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রীস্তৈলপর্ণিকঃ।
গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥
স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্।
গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোষবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

চন্দন শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈল-পর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি, এই কয়েকটী চন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। যে চন্দনের আস্বাদ তিক্ত, কষ পীতবর্ণ, যাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ ও উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটর সংযুক্ত, সেই চন্দন উৎকৃষ্ট। চন্দন—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদ-জনক, লঘু এবং ইহা শ্রান্তি শোষ বিষ শ্লেষ্মা তৃষ্ণা পিত্ত রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক।

অথ পীতচন্দনম্।

কালীয়কস্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্॥
কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনম্॥

কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক, এই-গুলি পীতচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। পীতচন্দন রক্তচন্দন তুল্য গুণদায়ক, বিশেষতঃ ব্যঙ্গ (মেচেতা) নাশক।

অথ রক্তচন্দনম্।

রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্॥
রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্॥

রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এই কয়েকটী রক্তচন্দ-নের প্রসিদ্ধ নাম। রক্তচন্দন—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-মধুর-রস, চক্ষুর হিতকর, শুক্র-বর্দ্ধক এবং ইহা বমি, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষ নাশক।

অথ পত্তঙ্গম্।

পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তূরঞ্চ কুচন্দনম্॥
পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দনবদ্বেত্তং বিশেষাদ্দাহনাশনম্॥
চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ।
গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ॥

বকম কাষ্ঠ।

পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন, এইগুলি বকমের পর্য্যায়। বকম—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্ত শ্লেষ্ম ব্রণ ও রক্ত নাশক; ইহা হরিচন্দনের তুল্য গুণ-দায়ক, বিশেষতঃ দাহনাশক।

সর্ব্বপ্রকার চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধে বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত চন্দন গুণেতে শ্রেষ্ঠ।

অথাগুরু।

অগুরু প্রবরং লোহং রাজার্হং যোগজং তথা।
বংশিকং ক্রিমিজং বাপি ক্রিমিজগ্ধমনার্য্যকম্॥
অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।
লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ॥
কৃষ্ণং গুণাধিকং তৎ তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি।
অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ॥

অগুরু, প্রবর, লোহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্য্যক, এই-গুলি অগুরুর নামান্তর। অগুরু—উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-রস, চর্ম্মের হিতকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত-বর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, শীত বায়ু ও কফ নাশক। কৃষ্ণ অগুরুই অধিক গুণবিশিষ্ট, ইহা জলে ফেলিয়া দিলে লৌহের ন্যায় মগ্ন হইয়া যায়। অগুরু হইতে উৎপন্ন স্নেহও কৃষ্ণ অগুরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অথ দেবদারু।

দেবদারু স্মৃতং দারু ভদ্রদার্ব্বিন্দ্রদারু চ।
মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ॥
দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মানশোথাম-তন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ।
প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-কাসকণ্ডুসমীরনুৎ॥

দেবদারু, দারু, ভদ্রদারু, ইন্দ্রদারু, মস্ত-দারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ, এইগুলি দেবদারুর পর্য্যায়। দেবদারু—লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নষ্ট করে।

অথ সরলঃ।

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাৎ তথা সুরভিদারুকঃ।
সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসো লঘুঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষি-রোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ।
কফানিলস্বেদদাহ-কাসমূর্চ্ছাব্রণাপহঃ॥

সরলকাষ্ঠ।

সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু, এই কয়েকটি সরলকাষ্ঠের প্রসিদ্ধ নাম। সরলকাষ্ঠ—মধুর তিক্ত কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, কফ, বায়ু, ঘর্ম্ম, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ বিনাশক।

অথ তগরম্।

কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং নহুষং নতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্॥
তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্।
বিষাপস্মারশূলাক্ষি-রোগদোষত্রয়াপহম্॥

তগরপাদুকা।

তগরপাদুকা দুই প্রকার। এক প্রকারের পর্য্যায়—কালানুসার্য্য, তগর, কুটিল, নঘুষ ও নত। অপর প্রকারের পর্য্যায়—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয় প্রকার তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা বিষ অপস্মার শূল অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ পদ্মকম্।

পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাৎ তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্।
পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু।
বীসর্পদাহবিস্ফোট-কুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ॥

পদ্মক ও পদ্মগন্ধি এবং পদ্মবাচক শব্দ এইগুলি পদ্মকাষ্ঠের নামান্তর। পদ্মকাষ্ঠ—কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচিকারক এবং ইহা বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তদোষ, পিত্ত, বমি, ব্রণ ও পিপাসা নাশক।

অথ গুগ্‌গুলুঃ।

গুগ্‌গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ।
কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ॥
মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ॥
ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ॥
কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মাণিক্যসন্নিভঃ।
হিরণ্যাখ্যস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্॥

গুগ্‌গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখল, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই কয়েকটী গুগ্‌গুলুর পর্য্যায়। ইহা পঞ্চ প্রকার; যথা,—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। তন্মধ্যে মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ভ্রমর ও অঞ্জনসদৃশ বর্ণ; মহানীল গুগ্‌গুলুর নামানুরূপ লক্ষণ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত নীলবর্ণ; কুমুদাখ্য গুগ্‌গুলু কুমুদের ন্যায় আভাবিশিষ্ট; পদ্মজাতীয় গুগ্‌গুলু মাণিক্য তুল্য আভাযুক্ত এবং হিরণ্যাখ্য গুগ্‌গুলু সুবর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট; পঞ্চপ্রকার গুগ্‌গুলুর এই পঞ্চপ্রকার লক্ষণ কথিত হইল।

মহিষাক্ষো মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ।
হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্ত্যারোগ্যকরৌ পরৌ॥
বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি॥

মহিষাক্ষ ও মহানীল, এই দুই জাতি গুগ্‌গুলু হস্তির পক্ষে হিতজনক। অশ্বদিগের পক্ষে কুমুদ ও পদ্ম এই দুই জাতি মঙ্গলকর ও আরোগ্যজনক এবং কনক (হিরণ্যাখ্য) গুগ্‌গুলু মনুষ্যগণের পক্ষে বিশেষ হিতকারক; কখন কখন মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলুও মনুষ্যের হিতকারী হয়।

গুগ্‌গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
কষায়ঃ কটুকঃ পাকে কটু রূক্ষো লঘুঃ পরঃ॥

ভগ্নসন্ধানকৃদ্বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ।
দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥
মেদোমেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্।
পিড়কাগ্রন্থিশোথার্শো-গণ্ডমালাক্রিমীন্ জয়েৎ॥
মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা।
তিক্তত্বাৎ কফজিৎ তেন গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্বদোষহা॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বতিলেখনঃ॥
স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্বজম্বুফলোপমঃ।
নূতনো গুগ্‌গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ॥
শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ।
পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলুর্বীর্য্যবর্জ্জিতঃ॥
অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্।
মদ্যং রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্‌গুণার্থী পুরসেবকঃ॥

গুগ্‌গুলু—বিশদ, তিক্ত-কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্বরপ্রসাদক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, বলকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি বিনাশক।

গুগ্‌গুলু মধুরতা দ্বারা বায়ু নষ্ট করে, কষায় রস দ্বারা পিত্ত নষ্ট করে এবং তিক্ত রস দ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং গুগ্‌গুলু ত্রিদোষনাশক। নূতন গুগ্‌গুলু—মাংস-বর্দ্ধক ও শুক্রজনক। পুরাতন গুগ্‌গুলু—অত্যন্ত লেখনগুণযুক্ত।

নূতন গুগ্‌গুলু স্নিগ্ধ, সুবর্ণবর্ণ, পক্বজম্বুফল সদৃশ, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকৃতবর্ণ ও বীর্য্যবিহীন।

যে ব্যক্তি গুগ্‌গুলু সেবনের ফল প্রার্থনা করেন, তিনি অম্ল দ্রব্য, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, অজীর্ণে ভোজন (বা অপক্ব দ্রব্য ভোজন), মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র, মদ্য ও ক্রোধ, সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবেন।

অথ সরলনির্য্যাসঃ।

শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ।
শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোঞ্চস্তুবরঃ সরঃ॥
পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষি-স্বররোগকফার্ত্তিহৃৎ।
রক্ষোঘ্নঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্য-যূককণ্ডুব্রণপ্রণুৎ॥

তার্পিণতৈল।

শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক, এই কয়েকটী সরলবৃক্ষরসের (তার্পিণ তৈলের) নামান্তর। তার্পিণ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বর-ভেদ, কফ, ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, যূক (উকুনাদি কীট), কণ্ডু ও ব্রণনাশক।

অথ রালঃ।

রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ।
দেবধূপো যক্ষধূপস্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ॥
রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্রস্বেদবীসর্প-জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ॥
গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাশ্রী-শূলাতীসারনাশনঃ॥

ধূনা।

রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ ও সর্ব্বরস, এইগুলি ধূনার নামান্তর। ধূনা—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক এবং ইহা বাতাদি দোষত্রয়, রক্তদুষ্টি, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধক্ষত, অলক্ষ্মী, নেত্রশূল ও অতীসার নাশক।

অথ কুন্দুরুঃ।

(সুগন্ধিদ্রব্যং শল্লকীনির্য্যাসঃ।)

কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি।
কুন্দুরুর্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ।
জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মী-মুখরোগকফানিলান্॥

(কুন্দুরু সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ইহা শল্লকী-নির্য্যাস)। কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ,

এই কয়েকটী কুন্দুরুর পর্য্যায়। কুন্দুরু—মধুর-তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, চর্ম্মের হিতকারক এবং ইহা জ্বর, ঘর্ম্ম, গ্রহদোষ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও বায়ুনাশক।

অথ শিহ্লকঃ।

শিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাদ্‌যতো যবনদেশজঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতস্তথা চ কপিনামকঃ॥
শিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ।
বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ স্বেদকুষ্ঠ-জ্বরদাহগ্রহাপহঃ॥

শিলারস, যবন দেশে উৎপন্ন হয়, এই-হেতু ইহাকে তুরুষ্ক বলে। শিহ্লক, কপিতৈল এবং কপিবাচক সমস্ত শব্দ শিলারসের নাম। শিলারস—কটু-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণ-বীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কণ্ঠশোধক এবং ইহা ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষ নাশক।

অথ জাতীফলম্।

জাতীফলং জাতিকোশং মালতীফলমিত্যপি।
জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু॥
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্॥
নিহন্তি মুখবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমিকাসবমিশ্বাস-শোষপীনসহৃদ্রুজঃ॥

জায়ফল।

জাতীফল, জাতিকোশ ও মালতীফল, এই কয়েকটী জাতীফলের পর্য্যায়। জায়ফল—তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, লঘু, অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক, স্বরপ্রসাদক এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণবর্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট করে।

অথ জাতীপত্রী।

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতিপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটুষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ।
কফকাসবমিশ্বাস-তৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা।
বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী॥

জৈত্রী।

চিকিৎসকগণ জাতীফলের ত্বক্‌কে জাতী-পত্রী (জয়িত্রী) বলিয়া থাকেন। জৈত্রী লঘু, তিক্ত-মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বর্ণপ্রসাদক, মুখ-বৈশদ্যকারক এবং ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি, বিষ ও দৌর্গন্ধ্য বিনাশক।

অথ লবঙ্গম্।

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্।
লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥

লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক এই কয়েকটি লবঙ্গের পর্য্যায়। লবঙ্গ—কটু-তিক্ত-রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে।

অথ স্থূলৈলা।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র-কণ্ডূশ্বাসতৃষাপহা॥
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্‌বমিকাসনুৎ॥

বড় এলাইচ।

এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি, এই কয়েকটী বড় এলাইচের নাম। বড় এলাইচ—কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ,

কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, বস্তিগত রোগ, মুখরোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে।

অথ সূক্ষ্মৈলা।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস-কাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ॥
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাইচ।

সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি, এই কয়েকটী ছোট এলাইচের প্রসিদ্ধ নাম। ছোট এলাইচ—কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক। ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য এবং লঘু।

সুরপ্রিয়ম্।

সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তথাযুশমনং মতম্।
শ্লেষ্মোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা॥
ঔপসর্গিকমেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্।
শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥

কাবাবচিনি।

সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল এই দুইটী কাবাব্-চিনির নামান্তর। ইহা বাতপ্রশমক, কফ-নিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্দ্ধক এবং ইহা দারুণ ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশক।

অথ ত্বক্‌পত্রম্।

ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটম্।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রূক্ষকম্॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃ-ক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ॥

তজ্।

ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট ও ত্বচ এই কয়েকটী তজের নাম। ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু-মধুর-তিক্ত-রস, রূক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, আমদোষ, অরুচি, হৃদ্রোগ, বস্তিগতরোগ, বাতজনিত অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্র-নাশক।

অথ ত্বক্।

ত্বক্ স্বাদ্বী তু গুড়ত্বক্ স্যাৎ তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥

দারুচিনি।

ত্বক্, স্বাদ্বী, গুড়ত্বক্ ও দারুসিতা, এই কয়েকটী দারুচিনির নামান্তর। দারুচিনি—মধুর-তিক্ত-রস, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, সুগন্ধি, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা মুখশোষ ও তৃষ্ণাবিনাশক।

অথ পত্রকম্।

পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্।
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু॥
নিহন্তি কফবাতার্শো-হৃল্লাসারুচিপীনসান্॥

তেজপত্র।

পত্র ও তমালপত্র এবং পত্রপর্য্যায়ক শব্দ তেজপত্রের পর্য্যায়। তেজপত্র—কিঞ্চিৎ মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস্ বিনাশক।

অথ নাগকেশরঃ।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥
নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রূক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদ-ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্॥
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্তবিষাপহম্॥

নাগেশ্বর।

নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চনাহ্বয় নাগ

নাগেশ্বরের পর্য্যায়। নাগেশ্বর—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক এবং ইহা জ্বর, কণ্ডূ, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দুর্গন্ধ, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষ নাশক।

অথ ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে।

ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জ্জাতকমুচ্যতে॥
তদ্দ্বয়ং রোচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ।
লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্॥

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক।

গুড়ত্বক্ এলাইচ ও তেজপত্র, এই তিনটী সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক বলা যায়। এই উভয়ই—রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ বায়ু ও বিষনাশক।

অথ কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকে যন্মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥

আখ্যান।

কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিতবাচক শব্দ কুঙ্কুমের পর্য্যায়। যে কুঙ্কুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি; এই কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট। যে কুঙ্কুম বাহ্লীক প্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুরবর্ণ, কেতকীপুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্মকেশর-বিশিষ্ট, এই কুঙ্কুম মধ্যম এবং পারস্যদেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ ও স্থূলকেশর সংযুক্ত; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কুঙ্কুম—তিক্ত-কটু-রস, স্নিগ্ধ, বর্ণপ্রসাদক এবং শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ গোরোচনা।

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা॥
বিষালক্ষ্মীগ্রহোন্মাদ-গর্ভস্রাবক্ষতাস্রহৃৎ॥

গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা, এইগুলি গোরোচনার প্রসিদ্ধ নাম। গোরোচনা—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বশীকরণ-ক্ষম, মঙ্গলজনক, কান্তিবর্দ্ধক এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ নিবারক।

অথ নখদ্বয়ম্।

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধং তচ্চক্রকারকম্।
নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্রজ্বরকুষ্ঠহৃৎ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্॥
অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধ্য-হৃৎ পাকরসয়োঃ কটু॥

নখ ও নখী।

নখকে ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এবং স্বল্পনখকে নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী বলে। নখ ও নখী এই উভয়ই—গ্রহদোষ কফ, বায়ু, রক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, অলক্ষ্মী ও মুখের দুর্গন্ধনাশক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণকারক, মধুর-কটু-রস এবং কটুবিপাক।

অথ বালকম্।

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ ॥
বালকং শীতলং রূক্ষং লঘু দীপনপাচনম্।
হৃল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ ॥

বালা।

বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ ও উদীচ্য এইগুলি এবং কেশবাচক ও অম্বুবাচক শব্দ, বালার নাম। বালা—শীতবীর্য্য, রূক্ষ, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক এবং ইহা হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ, আমদোষ ও অতীসারনাশক।

—

অথ বীরণম্।

স্যাদ্বীরণং বীরতরুবীরঞ্চ বহুমূলকম্।
বীরণং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্ ॥
মধুরং জ্বরমুদ্বান্তি-মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ্রদাহব্রণাপহম্ ॥

বেণা।

বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক, এই কয়েকটী বীরণের প্রসিদ্ধ নাম। বেণা—পাচক, শীতবীর্য্য, লঘু, স্তম্ভনকারক, মধুর ও তিক্তরস, এবং ইহা বমন, জ্বর, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্ত, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণ নাশক।

—

অথোশীরম্।

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ।
অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি ॥
উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তি-মদনুৎ কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-দাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্ ॥

বেণামূল।

বেণার মূলকে উশীর বলে। নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক, এই কয়েকটী উশীরের নামান্তর। বেণার মূল—পাচক, শীতবীর্য্য; স্তম্ভনকারক, লঘু, তিক্ত-মধুর-রস এবং ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ নাশক।

—

অথ জটামাংসী।

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।
মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা ॥
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
লেপনাদ্রূক্ষতাং হন্তি জ্বরং চর্ম্মোদ্ভবং গদম্ ॥

জটামাংসী।

জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা, তপস্বিনী ও মাংসী, এই কয়েকটী জটামাংসীর পর্য্যায়। জটামাংসী—তিক্ত-মধুর-কষায় রস, মেধাজনক, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা ত্রিদোষ, রক্তদুষ্টি, দাহ, বীসর্প ও কুষ্ঠরোগ নিবারক। জটামাংসী গাত্রে লেপন করিলে রূক্ষতা, জ্বর ও চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

—

অথ শৈলেয়ম্।

শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু ॥
কণ্ডুকুষ্ঠাশ্মরীদাহ-বিষহৃদ্গুদরক্তহৃৎ ॥

শৈলেয়।

শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক, এই কয়েকটী শিলাপুষ্পের প্রসিদ্ধ নাম। শিলাপুষ্প—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, লঘু এবং ইহা কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ এবং গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে।

—

অথ মুস্তকো নাগরমুস্তকশ্চ।

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্।
কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোঽপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ।
ভদ্রমুস্তঞ্চ গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ ॥
মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্।
কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড়্জ্বরারুচিজন্তুহৃৎ ॥

অনুপদেশে বজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্যতে।
তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্॥

মুতা ও নাগরমুতা।

মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসকলিঙ্গে এবং মুস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। মেঘ-পর্য্যায়ক শব্দসমূহ এবং কুরুবিন্দ মুস্তকের নামান্তর। নাগরমুতাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক বলে। মুতা—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, ধারক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি বিনাশক। যে মুস্তক অনুপদেশে জন্মে, তাহাই প্রশস্ত। অনুপদেশসম্ভূত নাগরমুস্তকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অথ শটী।

কর্চ্চূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ॥
উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যহৃৎ॥

শটী।

কর্চ্চূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী, এই কয়েকটী শটীর পর্য্যায়। শটী—অগ্নি-দীপক, রুচিকারক, কটু-তিক্ত রস, সুগন্ধযুক্ত, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ ও ক্রিমি-নাশক। ইহা দ্বারা গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নিবারিত হয়।

অথ মুরা।

মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা।
মুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
জ্বরাসৃগ্‌ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী॥

মুরামাংসী (একাঙ্গী)।

মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তাল-পর্ণিকা, এই কয়েকটী মুরামাংসীর নাম। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, রক্ষোঘ্ন এবং পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতাবেশ, কুষ্ঠ ও কাসরোগ বিনাশক।

অথ গন্ধপলাশী।

(সুগন্ধিদ্রব্যমিদং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধম্।)

শঠী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গান্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥
ভবেদ্গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকানুষ্ণাস্যমলনাশিনী॥
শোথকাসব্রণশ্বাস-শূলসিধ্মগ্রহাপহা॥

গন্ধপলাশী।

গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ। শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, ও পৃথুপলাশিকা, এই কয়েকটী গন্ধপলাশীর পর্য্যায়। গন্ধপলাশী—কষায়-তিক্ত-কটু-রস, মলসংগ্রাহক, লঘু, তীক্ষ্ণ, অনুষ্ণ, মুখমল-শোধক এবং ইহা শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল, সিধ্ম ও গ্রহদোষ নাশক।

অথ প্রিয়ঙ্গুর্গন্ধিপ্রিয়ঙ্গুশ্চ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গন্ধফলা শ্যামা বিষ্বক্সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥
প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্বেদদাহজ্বরাপহা॥
বান্তিভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্যবিনাশিনী।
গুল্মতৃড়্‌বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা॥
তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ॥

প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, বিষ্বক্সেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া এবং মহিলাবাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর নাম। প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, দাহ, জ্বর,

বমন, ভ্রান্তি, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহনাশক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত। প্রিয়ঙ্গুর ফল—মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, তবীর্য্য, গুরু, শীবলবর্দ্ধক, ধারক, বিবন্ধজনক, আধ্মানকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

অথ রেণুকা।

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥
রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী॥
বলাসবাতবৈক্লব্য-তৃট্‌কণ্ডূবিষদাহনুৎ॥

রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা, এই কয়েকটী রেণুকার পর্য্যায়। রেণুকা—কটু-বিপাক, তিক্ত কটু-রস, অনুষ্ণ, লঘু, পিত্ত-বর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, পাচক, গর্ভস্রাবক এবং কফ ও বায়ুর প্রকোপ নিবারক, তৃষ্ণা কণ্ডু, বিষ ও দাহনাশক।

অথ গ্রন্থিপর্ণম্।

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুষ্পন্ত গুচ্ছকম্।
নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥
গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
কফবাতবিষশ্বাস-কণ্ডূদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥

গেঁটেলা।

গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক, এই কয়েকটী গেঁটেলার নাম। গ্রন্থিপর্ণ—তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কণ্ডু ও দুর্গন্ধ নাশক।

অথ স্থৌণেয়কম্।

স্থৌণেয়কং বর্হির্বর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্।
শীর্ণং রোমশুকঞ্চাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥
স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ।
মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ॥
হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড়্‌দাহ-দৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্॥

স্থৌণেয়ক।

(স্থৌণেয়ক গ্রন্থিপর্ণের অপর জাতি, ইহা কিঞ্চিৎ সুগন্ধযুক্ত।) বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ, এই কয়েকটী স্থৌণেয়কের প্রসিদ্ধ নাম। স্থৌণেয়ক,—কটু-মধুর-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক ও রক্ষোঘ্ন এবং ইহা জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক নাশক।

অথ তালীশম্।

তালীশমুক্তং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচিগুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥

তালীশপত্র।

তালীশ, পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র, এইগুলি তালীশপত্রের নামান্তর। তালীশপত্র—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক।

অথ কক্কোলম্।

কক্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্।
কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্।
আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগ-কফবাতাময়ান্ধ্যহৃৎ॥

কাঁক্‌লা।

কক্কোল, কোলক ও কোষফল, এই কয়েকটী কাঁক্‌লার প্রসিদ্ধ নাম। কক্কোল—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, রুচিজনক, মুখ-দুর্গন্ধ-নিবারক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কফ, বায়ুরোগ ও অন্ধতা নষ্ট করে।

অথ গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ।

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা।
গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী।

গন্ধকোকিলা—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, কফঘ্ন ও সুগন্ধি। গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্য গুণযুক্ত।

অথ লামজ্জকম্।

লামজ্জকং সুনীলং স্যাদমৃণালং লবং লঘু।
ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্॥
লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ।
ত্বগামযস্বেদকৃচ্ছ্র-দাহপিত্তাস্ররোগনুৎ॥

লামজ্জক।

(লামজ্জক উশীরের ন্যায় পীতবর্ণ এক প্রকার তৃণ)। সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক, এই কয়েকটী লামজ্জকের নামান্তর। লামজ্জক—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, লঘু, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, ঘর্ম্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

অথ এলবালুকম্।

এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্।
এলাবালুকমেলালু কপিত্থপত্রমীরিতম্॥
এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তি কণ্ডুব্রণচ্ছর্দ্দি-তৃট্কাসারুচিহৃদ্রুজঃ।
বলাসবিষপিত্তাস্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্॥

এলবালুক।

(এলবালুক কঙ্কোল সদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট।) এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলাবালুক, এলালু ও কপিত্থপত্র, এই কয়েকটী এলবালুকের পর্য্যায়। এলবালুক—কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা কণ্ডু, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমি নাশ করে।

অথ কৈবর্ত্তমুস্তকম্।

কুটন্নটং দাসপুরং বালেয়ং পরিপেলবম্।
প্লবগোপুরগোনর্দ্দ-কৈবর্ত্তমুস্তকানি চ॥
মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্লাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্।
বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্।
কফপিত্তাস্রবীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষপ্রণুৎ।
(ইয়ন্তু বিতুন্নকনামো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ।)

কৈবর্ত্তমুস্তা।

কুটন্নট, দাসপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই কয়েকটী উহার প্রসিদ্ধ নাম। বিতুন্নক—মুস্তক সদৃশ কোমলাবরণ-বিশিষ্ট ও শুক্লবর্ণ। ইহা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-কটু-রস, কান্তিপ্রদ এবং কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ প্রশমক।

অথ স্পৃক্কা।

স্পৃক্কাসৃগ্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ।
সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটিবর্ষা লঙ্কাপিকেত্যপি॥
স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষনুৎ।
কুষ্ঠকণ্ডুবিষস্বেদ-দাহাশ্রীজ্বররক্তহৃৎ॥

পিড়িংশাক।

স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কাপিকা, এই কয়েকটী পিড়িংশাকের প্রসিদ্ধ নাম। পিড়িংশাক—মধুর-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ঘর্ম্ম, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তজ ব্যাধি বিনাশক।

অথ পর্পটী।

পর্পটী রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী।
জতুকৃষ্ণাগ্নিসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী॥
পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘুঃ।
বিষব্রণহরী কণ্ডু-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥

(পর্পটী একপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য; ইহা উত্তর প্রদেশে জন্মে।) পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী, পর্পটীর এই কয়েকটী নাম প্রসিদ্ধ। পর্পটী—কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, বলবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ বিনাশক।

অথ নলিকা।

নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা সুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তনুৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্র-কুষ্ঠকণ্ডুজ্বরাপহা॥

নালুকো।

(নলিকা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য; উত্তর-প্রদেশে প্রসিদ্ধ। ইহার আকৃতি প্রবাল সদৃশ।) নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী, এই কয়েকটী নলিকার নাম। নলিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, পিপাসা, রক্ত-দোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বর বিনাশক।

অথ প্রপৌণ্ডরীকম্।

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্।
পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্।
চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফপ্রণুৎ॥

পুণ্ডরিয়া।

প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ড-রীয়ক, এই কয়েকটী পুণ্ডরীয়কের প্রসিদ্ধ নাম। পুণ্ডরীয়ক—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, মধুর-বিপাক, বর্ণপ্রসাদক, পিত্তঘ্ন এবং কফহারক।

ইতিকর্পূরাদিবর্গঃ॥

অথ গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

অথ গুড়ূচী।

গুড়ূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতাঽমৃতবল্লরী।
ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥
জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী।
চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী।
চন্দ্রহাসা বয়ঃস্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা॥
গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী॥
দোষত্রয়ামতৃড়্দাহ-মেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলাকুষ্ঠবাতাস্র-জ্বরক্রিমিবমীন্ হরেৎ॥
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ॥

গুলঞ্চ।

গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্র-

লক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা, এইগুলি গুলঞ্চের পর্য্যায়।

গুলঞ্চ—কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগ নাশক।

অথ তাম্বূলম্।

তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্॥
বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু।
বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্॥

পান।

তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটি তাম্বূলের নামান্তর। তাম্বূল বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়-তিক্ত-কটু-রস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং ইহা কফ, মুখদুর্গন্ধ, মল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

অথ গাম্ভারী।

গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥
কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুমিকাপি চ।
কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ॥
দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষজিৎ।
দোষতৃষ্ণামশূলার্শো-বিষদাহজ্বরাপহা॥
তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্।
বাতপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রবিবন্ধনুৎ॥
স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লং বিশুদ্ধিকৃৎ।
হন্যাদ্দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্॥

গামার।

ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা, এই কয়েকটী গাম্ভারীর নামান্তর। গাম্ভারী—কষায়-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নির দীপক, পাচক, মেধাজনক, ভেদক এবং ইহা ভ্রান্তি, শোষ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শ, বিষ, দাহ ও জ্বর নাশক। গাম্ভারীফল—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কেশের হিতকারক, রসায়ন, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, শোধনকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদুষ্টি, ক্ষয়, মূত্রাবরোধ, দাহ, রক্তপিত্ত ও ক্ষত-বিনাশক।

অথ পাটলিঃ ঘণ্টাপাটলিশ্চ।

পাটলিঃ পাটলামোঘা মধুদূতী ফলেরুহা।
কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যলিবল্লভা॥
তাম্রপুষ্পী চ কথিতাপরা স্যাৎ পাটলা সিতা।
মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা॥
পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা।
অরুচিশ্বাসশোথাস্র-চ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী॥
পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ।
পিত্তাতিসারহৃৎ কণ্ঠ্যং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ॥
(কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে।)

পারুল ও ঘণ্টাপারুল।

পাটলা, পাটলি, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী বা কাচস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী, এই কয়েকটি পারুলের নামান্তর। অপর একজাতি পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ। মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা উহার পর্য্যায়। পারুল—কষায়-তিক্ত-রস, অনুষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং ইহা অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদুষ্টি, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণা নাশক।

পারুলের পুষ্প—কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতিসারনাশক এবং কণ্ঠশোধক। পারুলের ফল—হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক।

অথাগ্নিমন্থঃ।

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা॥
অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুঘ্নবীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
পাণ্ডুঘ্নৎ কটুকস্তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥

গণিয়ারা।

অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, এই কয়েকটী গণিয়ারির নামান্তর। গণিয়ারি—শোথঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু ও পাণ্ডুরোগ নিবারক।

অথ শ্যোনাকঃ।

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকট্বঙ্গটুণ্টুকাঃ।
মণ্ডূকপর্ণপত্রোর্ণ-শুকনাসকুটন্নটাঃ।
দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ॥
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাসপ্রণাশনঃ।
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্।
হৃদ্যং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্।
গুল্মার্শঃক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্॥

শোনা।

শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর, এই কয়েকটী শোনা-পর্য্যায়ক শব্দ। শ্যোনাক অগ্নিপ্রদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, ধারক এবং বায়ু কফ পিত্ত ও কাস নাশক।

শোনার অপক্ক ফল—রুক্ষ, বাতঘ্ন, কফ-হারক, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-মধুর-রস, রুচি-কারক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা গুল্ম, অর্শ ও ক্রিমি নাশক। পরিণতফল—গুরু ও বায়ুর প্রকোপ কারক।

অথ শালপর্ণী।

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা।
বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥
শালিপর্ণী গুরুচ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষদোষত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী।
তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

শালপাণী।

শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, এই কয়েকটী শালপাণীর পর্য্যায় শব্দ। শালপাণী—পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্তমধুর-রস। ইহা দূষীবিষসেবনজনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতীসার, শোষ, ত্রিদোষ, বিষ, ক্ষত, কাস ও ক্রিমি নাশক।

অথ পৃশ্নিপর্ণী।

পৃশ্নিপর্ণী পৃথকপর্ণী চিত্রপর্ণ্যঙ্ঘ্রিপর্ণ্যপি।
ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনির্গুহা॥
পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা।
হন্তি দাহজ্বরশ্বাস-রক্তাতীসারতৃড়্বমীঃ॥

চাকুলে।

পৃশ্নিপর্ণী, পৃথকপর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রি-পর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনি ও গুহা, এই কয়েকটী চাকুলের প্রসিদ্ধ নাম। চাকুলে ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, সারক এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতী-সার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

অথ বৃহতী।

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী।
হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোটী দুষ্প্রধর্ষিণী॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতহৃৎ॥
কটুতিক্তাস্যবৈরস্য-মলারোচকনাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥

বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও

হৃদ্ধর্ষিণী, এই কয়েকটী বৃহতীর পর্য্যায়। বৃহতী—ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশক।

অথ কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥
ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে।
শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা।
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী॥
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাসজ্বরকফানিলান্॥
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়াক্রিমিহৃদাময়ান্॥
তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ॥
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু॥
হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডূ কাসমেদক্রিমিজ্বরান্।
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥

কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী, কণ্টকারীর এই কয়েকটি পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতী-পদবাচ্য। শ্বেত-কণ্টকারীকে শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী বলে। কণ্টকারী—সারক, তিক্ত-কটু-রস, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক এবং ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

বৃহতীদ্বয়ের ফল—কটু-তিক্ত-রস, কটু-বিপাক, শুক্রস্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নি-কারক ও লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, মেদ, ক্রিমি ও জ্বর নাশক। শ্বেত-কণ্টকারীও উক্ত-রূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ।

অথ গোক্ষুরঃ।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপি স্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি॥
পলঙ্কষা শ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা।
গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ॥
মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ।
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ॥

গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্টক, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা, এই কয়েকটী গোক্ষুরের পর্য্যায়। গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, মধুররস, বল-কারক, মূত্রাশয়শোধক, অগ্নির দীপক, শুক্র বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বায়ু নাশক।

অথ জীবন্তী।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যনামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ॥

জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধু-স্রবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী, এই কয়েকটি জীবন্তীর পর্য্যায়। জীবন্তী—শীত-বীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক এবং লঘু।

অথ মুদ্গপর্ণী।

মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা।
কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা॥
মুদ্গপর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ।
দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ॥

মুগানী।

মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা, এই

কয়েকটী মুগানীর প্রসিদ্ধ নাম। মুগানী—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক, লঘু এবং ইহা ক্ষত, শোথ, জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শ ও অতীসার বিনাশক।

অথ মাষপর্ণী।

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
পাণ্ডুলোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোথ-বাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥

মাষাণী।

মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এই কয়েকটী মাষাণীর নামান্তর। মাষপর্ণী শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, ধারক এবং ইহা শোথ, বায়ু, পিত্ত জ্বর ও রক্তদোষ বিনাশক।

অথ শুক্লরক্তৈরণ্ডৌ।

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ।
পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ॥
বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে।
রক্তোঽপরো রুবুকঃ স্যাদুরুবুকো রুবুস্তথা।
ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ।
এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ।
শূলশোথকটীবস্তি-শিরঃপীড়োদরজ্বরান্॥
ব্রধ্নশ্বাসকফানাহ-কাসকুষ্ঠামমারুতান্॥
এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্।
বাতাগ্র্যগ্রদলং গুল্ম-বস্তিশূলহরং পরম্।
কফবাতক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি॥
এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্।
যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্।
তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ॥

শ্বেত ভেরেণ্ডা ও লাল ভেরেণ্ডা।

শুক্ল এরণ্ডকে (শ্বেত ভেরেণ্ডাকে) আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক বলে। রক্ত এরণ্ডকে (লাল ভেরেণ্ডাকে) রুবুক, উরুবুক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক কহে।

শুক্ল ও রক্ত এ উভয়বিধ এরণ্ডই মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহারা শূল, শোথ, কটিশূল, বস্তিশূল, জঠর, জ্বর, ব্রধ্ন, আনাহ, শ্বাস, কুষ্ঠ, আমদোষ ও বায়ু নাশ করিয়া থাকে।

এরণ্ডপত্র—বায়ু, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্র-নাশক এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। এরণ্ড বৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমলপত্র গুল্ম, বস্তি-শূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ, নাশক।

এরণ্ডফল—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, ও অগ্নির দীপক এবং ইহা গুল্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর ও অর্শোরোগ নাশক।

এরণ্ডের মজ্জা—মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও জঠররোগ নিবারক।

অথ শুক্লরক্তার্কৌ।

শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ সচালর্কঃ প্রতাপসঃ॥
রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ।
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলস্তথাস্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অর্কদ্বয়ং সরং বাত-কুষ্ঠকণ্ডুবিষব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ-শ্লেষ্মোদরশকৃৎক্রিমীন্॥
অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্।
অরোচকপ্রসেকার্শঃ-কাসশ্বাসনিবারণম্।
রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥
ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম্॥

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ।

শ্বেত আকন্দকে শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক ও প্রতাপস

বলে। রক্ত আকন্দকে অর্ক, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত কহে। শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক, এবং বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ ও পুরীষক্রিমি বিনাশক।

শ্বেত আকন্দের পুষ্প শুক্রজনক, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক এবং ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদি স্রাব), অর্শ, কাস ও শ্বাস নিবারক।

রক্ত আকন্দের পুষ্প মধুরতিক্ত-রস ও ধারক, ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শ, বিষ ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা গুল্ম ও শোথের পক্ষে হিতকারক।

আকন্দের আটা, তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক; আকন্দের আটা শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

অথ সেহুণ্ডঃ।

সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।
সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া॥
সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান-কফগুল্মোদরানিলান্॥
উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃ-শোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথজ্বরপ্লীহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ॥
উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্।
হিতমেতদ্বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ॥

মনসাসিজ।

সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধ, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া, এই কয়েকটী মনসা বৃক্ষের পর্য্যায়। মনসাবৃক্ষ (সিজবৃক্ষ) বিরেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, কটুরস ও গুরু এবং ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরাধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষনাশক। মনসাসিজের আটা উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। ইহা গুল্মরোগির, কুষ্ঠরোগির, উদররোগির ও চিররোগির পক্ষে হিতজনক বিরেচক ঔষধ।

অথ শাতলা (সেহুণ্ডভেদঃ)।

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা।
তথা নির্গন্দিতা ভুরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি॥
শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ॥
তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ॥

শাতলা, মনসার জাতিবিশেষ। সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভুরিফেনা ও চর্ম্মকষা, এই কয়েকটী শব্দ শাতলার পর্য্যায়। শাতলা—তিক্তরস, কটুবিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু, এবং ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক।

অথ লাঙ্গলী।

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি।
বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥
কলিহারী সরা কুষ্ঠ-শোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা কৃমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥

ঈশলাঙ্গলা।

কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পা, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বক্ত্রা ও গর্ভনুৎ, এই কয়েকটি ঈশলাঙ্গলার নামান্তর। ঈশলাঙ্গলা সারক, ক্ষারযুক্ত, তিক্ত-কটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ব্রণ, শূল, কফ, ক্রিমি ও গর্ভ নাশক।

অথ শ্বেতরক্তকরবীরৌ।

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ।
দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা॥
করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্র-কোপকুষ্ঠব্রণাপহম্॥
বীর্য্যোষ্ণং ক্রিমিকণ্ডূঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্॥

শ্বেতকরবী ও লালকরবী।

করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক, এই কয়েকটী শ্বেতকরবীর এবং রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়, এই কয়েকটী রক্তকরবীর নামান্তর। শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী এই উভয়ই তিক্ত-কষায়-কটু-রস, ব্রণের লঘুতা-সম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, ক্রিমি ও কণ্ডু বিনাশক। ইহা ভক্ষণ করিলে বিষের ন্যায় শরীরের অহিত সম্পাদন করে।

—

অথ ধুস্তূরঃ।

ধুস্তূরো ধূর্ত্তধুস্তূরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ।
দেবিকা কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ॥
মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ।
ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নি-বাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ।
উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্ম-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহঃ॥

ধুতূরা।

ধুস্তূর, ধূর্ত্ত, ধুস্তূর, উন্মত্ত, কনকনামা, দেবিকা, কিতব, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন, এই কয়েকটি ধুতূরার পর্য্যায়। ইহার ফলকে মাতুলপুত্র কহে। ধুতূরা—মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক, কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং ইহা যূকা ও লিক্ষা নামক ক্রিমি (উকুনাদি কীটবিশেষ), ব্রণ, কফ, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষনাশক।

—

অথ বাসকঃ।

বাসকো বাশিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদাটরূষোঽটরূষকঃ॥
আটরূষো বৃষো নাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ।
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥

বাসক, বাশিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, বৃষনামা ও সিংহপর্ণ, এই কয়েকটী বাসকের পর্য্যায়। বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়-রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

—

অথ পর্পটঃ।

পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ।
কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ॥
পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-ভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

ক্ষেতপাপ্ড়া।

পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক এবং পাংশুপর্য্যায় ও কবচ নামক শব্দ, ক্ষেতপাপ্ড়ার নামান্তর। ক্ষেতপাপ্ড়া—পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহ নাশক, ধারক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং লঘু।

—

অথ নিম্বঃ।

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি॥
নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্কাস-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ।
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ॥
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ॥
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ॥

নিম।

পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস, এই কয়েকটী নিম্বের পর্য্যায়। নিম—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক, অহৃদ্য এবং ইহা

শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও প্রমেহনাশক। নিম্বপত্র—চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক। নিম্বফল—তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘুপাক উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, ক্রিমি ও প্রমেহ নাশক।

অথ মহানিম্বঃ।

মহানিম্বঃ স্মৃতো দ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টির্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোঽক্ষীব ইত্যপি॥
মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ॥
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শো-মূষিকবিষনাশনঃ॥

ঘোড়ানিম।

দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব, এই কয়েকটী মহানিম্বের পর্য্যায়। মহানিম্ব—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়-রস ও ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, ভ্রম, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ ও ইন্দুরবিষ নাশক।

অথ পারিভদ্রঃ।

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্ম-শোথমেদঃক্রিমিপ্রণুৎ।
পত্রন্তু পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্॥

পালিধা।

পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক এই কয়েকটী পালিধার পর্য্যায়। পারিভদ্র—বায়ু, কফ, শোথ, মেদ ও ক্রিমি বিনাশক। পারিভদ্রপত্র—পিত্তজ রোগ ও কর্ণরোগ বিনাশক।

অথ কাঞ্চনারঃ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।
কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ।
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অশ্মন্তকঃ স্বল্পকেশরী॥
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ॥
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্।
রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ॥

লাল কাঞ্চন ও শ্বেত কাঞ্চন।

কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক, এই কয়েকটী লাল কাঞ্চনের নামান্তর। কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী এইগুলি শ্বেত কাঞ্চনের নাম। কাঞ্চনার—শীতবীর্য্য, ধারক, কষায়রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণ নাশক। শ্বেত কাঞ্চনও লাল কাঞ্চনের ন্যায় গুণযুক্ত। ঐ উভয়ের পুষ্প—লঘু, রুক্ষ, ধারক এবং পিত্ত, রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

অথ শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ।

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রুতীক্ষ্ণ-গন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ।
তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ স লোহিতঃ॥
শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ।
দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ॥
সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ।
চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুক্রিমীন্।
মেদোঽপচীবিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ॥
শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্দাহকৃদ্ভবেৎ।
প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ॥
মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্দীপনঃ সরঃ।
শিগ্রুবল্কলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিহৃৎ।
চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্।
অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

সজিনা।

শ্যাম শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে সজিনা তিন প্রকার। শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক ও

শোভাঞ্জন, এইগুলি সজিনার পর্য্যায়। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ বলে এবং রক্ত সজিনাকে মধুশিগ্রু বলিয়া থাকে। সজিনার গুণ যথা,—কটু-মধুর-তিক্ত-রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নির দীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্ত-প্রকোপক, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদোদোষ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গলগণ্ড ও ব্রণ নাশক।

শ্বেত-শোভাঞ্জনও উক্তগুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

রক্ত-শোভাঞ্জনও উক্তগুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিপ্রদীপক এবং সারক। সজিনার বল্কল ও পত্রের স্বরস বেদনা-প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

সজিনার বীজ—চক্ষুর হিতকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিষঘ্ন, অবৃষ্য এবং কফ ও বায়ু নাশক; ইহার নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ শ্বেতপুষ্পা নীলপুষ্পা অপরাজিতা।

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে॥
কুষ্ঠমূত্রত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে।
কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে॥

শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প ভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুক্রান্তা, এই কয়েকটী অপরাজিতার নামান্তর। শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা, এই উভয় প্রকার অপরাজিতাই তিক্তবিপাক, কষায়-কটুরস, মেধাজনক, শীতবীর্য্য, কণ্ঠশোধক, চক্ষুর প্রসন্নতাকারক, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশ করে।

অথ সিন্দুবারঃ।

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্ধুবারকঃ।
নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা॥
সিন্দুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ।
কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূলশোথামমারুতান্॥
ক্রিমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্ম-জ্বরান্ নীলাপি তদ্বিধা।
সিন্দুবারদলং জন্তু-বাতশ্লেষ্মহরং লঘু॥

নিসিন্দা।

শ্বেতনিসিন্দার নাম—সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্ধুবারক। নীল সিন্দুবারের নাম নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা। শ্বেত সিন্দুবার (নিসিন্দা)—স্মৃতিপ্রদা, তিক্ত-কষায়-কটু-রস, লঘু, কেশের ও চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা শূল, শোথ, আমদোষ, বায়ু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, কফ ও জ্বরনাশক। নীল সিন্দুবারও শ্বেত সিন্দুবার সদৃশ গুণদায়ক। সিন্দুবারপত্র—লঘু এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু ও কফ নাশক।

অথ কুটজঃ।

কুটজঃ কূটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি।
ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ॥
কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ।
অর্শোঽতিসারপিত্তাস্র-কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥

কুড়চি।

কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম, এই কয়েকটি কুড়চির সংস্কৃত নাম। কুড়চি—কটু-কষায়-রস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য এবং ইহা অর্শ, অতিসার, পিত্ত-রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠ নাশক।

অথ করঞ্জঃ।

করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্লকঃ।
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ॥
স চোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ।
করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ॥
কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শো-ব্রণক্রিমিকফাপহঃ।
তৎপত্রং কফবাতার্শঃ-ক্রিমিশোথহরং পরম্॥
ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু।
তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃক্রিমিকুষ্ঠজিৎ॥
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽপি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ॥

করঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ।

করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্লক, এই কয়েকটি করঞ্জের পর্য্যায়। ঘৃতপূর্ণ নামক অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে নাটাকরঞ্জ কহে। প্রকীর্য্য, পূতিকা, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক তাহার পর্য্যায়। করঞ্জ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, এবং যোনি-ব্যাপৎ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক। করঞ্জপত্র—কফ, বায়ু, অর্শ, ক্রিমি ও শোথ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। করঞ্জফল—কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ বিনাশক। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জও করঞ্জ সদৃশ গুণযুক্ত।

অথ করঞ্জী।

উদকীর্য্যস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্‌গ্রন্থা হস্তিবারুণী।
মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা॥
করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী।
বীর্য্যোষ্ণা বমিপিত্তার্শঃ-ক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ॥

ডহরকরঞ্জ।

অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে ভাষায় ডহরকরঞ্জ বলে। উদকীর্য্য, ষড়্‌গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা উহার পর্য্যায়। ডহরকরঞ্জ—স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি, পিত্ত, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ বিনাশক।

অথ গুঞ্জা শ্বেতা রক্তা চ।

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা।
রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা॥
কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাঙ্গারবল্লরী।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাদ্ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্।
নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডুব্রণং হরেৎ।
ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ॥

শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ।

শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে কুঁচ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ কুঁচকে উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এবং রক্তবর্ণ কুঁচকে কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও অঙ্গারবল্লী বলে। এই উভয় প্রকার গুঞ্জাই—কেশহিত, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠ রোগ নাশক।

অথ কপিকচ্ছুঃ।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী।
অজরা কণ্ডুরাঽব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥
লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
কপিকচ্ছূর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী।
তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্॥

আলকুশী।

কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী, এই কয়েকটী আলকুশীর পর্য্যায়। আলকুশী—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-তিক্ত-রস, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, বায়ুনাশক, বলকারক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। আলকুশীর বীজও—বায়ুনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ মাংসরোহিণী।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকষা কৃশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে।
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা॥

চামরকষা।

অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কৃশা, প্রহারবল্লী, বিকষা ও বীরবতী, এই কয়েকটী মাংসরোহিণীর পর্য্যায়। মাংসরোহিণী—বৃষ্য, সারক এবং ত্রিদোষঘ্ন।

অথ টঙ্কারী।

টঙ্কারী বাতজিৎ তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ॥
শোথোদরব্যথাহারী হিতা কোঠবিসর্পিণাম্।

টেপারী।

টঙ্কারী—বাতঘ্ন, তিক্তরসযুক্ত, কফনাশক, অগ্নির দীপক, লঘু, শোথ ও উদর রোগ নাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগে হিতকর।

অথ বেতসঃ।

বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বানীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
বেতসঃ শীতলো দাহ-শোথার্শোযোনিরুক্প্রণুৎ।
হন্তি বীসর্পকৃচ্ছ্রাস্র-পিত্তাশ্মরিকফানিলান্॥

বেত।

বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত, এই কয়েকটী বেতসের পর্য্যায়। বেতস—শীতবীর্য্য এবং ইহা দাহ, শোথ, অর্শ, যোনিব্যাপৎ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ুনাশক।

অথ জলবেতসঃ।

নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।
জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠঘ্নবাতকোপনঃ॥

নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ ও নাদেয়, এই তিনটী জলবেতসের পর্য্যায়। জলবেতস—শীতবীর্য্য, কুষ্ঠরোগঘ্ন এবং ইহা বায়ুপ্রকোপক।

অথেজ্জলঃ।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥

হিজল।

ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ, হিজলবৃক্ষের এই কয়েকটী পর্য্যায়। হিজ্জল—জলবেতসের তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা বিষঘ্ন।

অথাঙ্কোঠঃ।

অঙ্কোটো(ঠো) দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥
রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ।
বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ।
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

আঁকোড়।

অঙ্কোট (অঙ্কোঠ), দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক, এইগুলি আঁকোড়ের পর্য্যায়। অঙ্কোট—কটু-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক, এবং ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষ, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, ইন্দুরবিষ ও সর্পবিষ বিনাশক। অঙ্কোটফল—শীতবীর্য্য, মধুর-রস, কফঘ্ন, শরীরের পুষ্টিকারক, গুরু, বলকারক, রেচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

অথ বলাচতুষ্টয়ম্।

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যাজকাপি চ।
মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥
ততোঽন্যাতিবলা ঋষ্যা-প্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা।
গাঙ্গেরুকী নাগবলা হেবা হ্রস্বগবেধুকা॥

বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র-পিত্তাস্রক্ষতনাশনম্ ॥
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ ॥
হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্ ॥

বেড়েলা।

বলা চারি প্রকার; যথা,—বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা। বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালকা; মহাবলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী; অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা; এবং নাগবলাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা বলে। এই চতুর্ব্বিধ বলাই শীতবীর্য্য, মধুর-রস, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশক। বলামূলের ছালচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতীসার বিনষ্ট হয়। মহাবলা-চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত এবং বিপথ-গামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলা-চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ লক্ষ্মণা।

পুত্রকাকাররক্তাল্প-বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা।
লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেৎ।
কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

লক্ষ্মণা পুত্রকাকার অল্প অল্প রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত এবং বনযমানীর ন্যায় ইহার আকৃতি। ইহা নিশ্চয়ই পুত্রোৎপাদক বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

অথ স্বর্ণবল্লী।

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা ॥

স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী, এই কয়েকটী স্বর্ণবল্লীর পর্য্যায়। স্বর্ণবল্লী শিরোরোগ ও ত্রিদোষ নাশক এবং ইহা স্তন্যবর্দ্ধক।

অথ কার্পাসী।

কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে।
কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশনী ॥
তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্।
তৎ কর্ণপিড়কানাদ-পূয়স্রাববিনাশনম্ ॥
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু ॥

কার্পাস।

কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা, এই কয়েকটী কার্পাসের পর্য্যায়। কার্পাস—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসপত্র—বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং ইহা কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ-পূয়-স্রাবের শান্তিকারক। কার্পাসবীজ—স্তন্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক এবং গুরু।

অথ বংশঃ।

বংশস্ত্বক্সারঃ কর্ম্মারস্ত্বচিসারস্তৃণধ্বজঃ।
শতপর্ব্বা শতফলো বেণুর্মস্করতেজনাঃ ॥
বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ ॥
তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ ॥

বাঁশ।

বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, শতফল, বেণু, মস্কর ও তেজনা, এই কয়েকটী বংশের পর্য্যায়। বংশ (বাঁশ)—সারক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস, মূত্রাশয়-শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথনাশক। বংশাঙ্কুর—মধুর-কটু-কষায়-রস, কটু-বিপাক, রুক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং

কফ,বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। বাঁশের ফল—সারক, রুক্ষ, কষায়রস, কটুবিপাক,বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক।

অথ নলঃ।

নলঃ পোটগলঃ শূন্য-মধ্যশ্চ ধমনস্তথা।
নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ।
উষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তি-দাহপিত্তবিসর্পগ্নৎ॥

নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন, এই কয়েকটী নলের পর্য্যায়। নল—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, হৃদ্রোগ, বস্তিগত দোষ, যোনিব্যাপৎ, দাহ, পিত্ত ও বীসর্প নাশক।

অথ ভদ্রমুঞ্জো মুঞ্জশ্চ।

ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ।
মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ॥
মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা।
দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্র-মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষিরোগজিৎ।
দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলাসূপযুজ্যতে॥

রামশর ও শর।

ভদ্রমুঞ্জকে (রামশরকে) শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন বলে এবং মুঞ্জকে (শরকে) মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল কহে। এই উভয় প্রকার শরই মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য এবং দাহ, তৃষ্ণা, বীসর্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অথ কাশঃ।

কাশঃ কাশেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরসস্তথা।
ইক্ষালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ॥
কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র-ক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ॥

কেশে।

কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল, এই কয়েকটী কেশের পর্য্যায় শব্দ। কেশে—মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, সারক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিত্তজনিত রোগ বিনাশক।

অথ এরকা।

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবিগুন্দ্রা শরীতি চ।
এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী॥

হোগলা।

এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী, এই কয়েকটী এরকার পর্য্যায়। এরকা (হোগলা)—শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুর প্রকোপক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

অথ কুশদ্বয়ম্।

কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ॥
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্প্রদরাস্রজিৎ॥

কুশ।

কুশ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকারের পর্য্যায়—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ। অপর প্রকারের পর্য্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই উভয় প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষ বিনাশক।

অথ কতৃণম্।

কতৃণং রৌহিষং দেবজগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা।
ভূতিকং ধ্যাম পৌরক শ্যামকং ধূমগন্ধিকম্॥
রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি।
হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্র-শূলকাসকফজ্বরান্॥

রামকর্পূর।

কতৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক, এই কয়েকটী কতৃণের পর্য্যায়। কতৃণ (রামকর্পূর)—কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্তদোষ, শূল, কাস, কফ ও জ্বরনাশক।

—

অথ ভূস্তৃণম্।

গুহবীজন্ত ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্।
ভূস্তৃণন্ত ভবেচ্ছত্রো মালাতৃণকমিত্যপি॥
ভূস্তৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু।
বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্।
অবৃষ্যং বহুবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্॥

গন্ধতৃণ।

গুহবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূস্তৃণ, ছত্র ও মালাতৃণ, এই কয়েকটী গন্ধতৃণের পর্য্যায়। ভূস্তৃণ—কটু-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নির দীপক, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখশোধক, অবৃষ্য, মলবৰ্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত ও রক্তের দুষ্টিকারক।

—

অথ নীলদূৰ্ব্বা।

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীৰ্ত্তিতা॥
নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ।
কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্॥

নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী, এই কয়েকটী নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায়-রস এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগ নাশক।

—

অথ শ্বেতদূর্ব্বা।

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে।
শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী।
তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র-তৃট্‌পিত্তকফদাহহৃৎ॥

গোলোমী ও শতবীর্য্যা, এই দুইটী শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর। শ্বেতদূর্ব্বা—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, ব্রণনাশক, ওজোবৰ্দ্ধক, শীতবীর্য্য এবং ইহা বীসর্প রক্তদোষ তৃষ্ণা পিত্ত কফ ও দাহ নাশক।

—

অথ গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ॥
তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী।
দাহতৃষ্ণাবলাসাস্র-পিত্তকুষ্ঠজ্বরাপহা॥

গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক, এই কয়েকটী গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর। গণ্ডদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, বায়ুবৰ্দ্ধক, কটুবিপাক এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

—

অথ বারাহীকন্দঃ।

বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
অনূপে স ভবেদ্ দেশে বরাহ ইব লোমবান্॥
বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী।
বারাহবদনা গৃষ্টির্বদরেত্যপি কথ্যতে॥
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী॥

চামার আলু।

বারাহীকন্দ অনূপদেশে উৎপন্ন হয়। উহাতে শূকরের ন্যায় লোম থাকে। বিদারী, স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা,

এই কয়েকটী বারাহীকন্দের (চামার আলুর) পর্য্যায়। বারাহীকন্দ—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, স্তন্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, ওজোবর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও দাহনাশক।

অথ মুষলীকন্দঃ।(সফেদমুষলী)

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মুষলী পরিকীর্ত্তিতা।
মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলং তথা॥

তালমূলী।

মুষলী তালমূলীর পর্য্যায়। তালমূলী—মধুর-তিক্ত-রস, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকারক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা অর্শ ও বায়ুনাশক।

অথ শতাবরী মহাশতাবরী চ।

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরী।
নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী॥
মহাশতাবরী চান্যা শতমূল্যূর্দ্ধকণ্টিকা।
সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী॥
শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী।
মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ॥
শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ।
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী।
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শো-গ্রহণীনয়নাময়ান্॥

শতমূলী ও মহাশতমূলী।

শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী এই কয়েকটী শতমূলীর পর্য্যায়। শতমূলী, ঊর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী, এই কয়েকটী মহাশতাবরীর নামান্তর। শতাবরী—গুরু, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, রসায়ন, মেধা অগ্নি ও পুষ্টিজনক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বলকারক এবং ইহা গুল্ম অতীসার বায়ু পিত্ত রক্তদোষ ও শোথ-নাশক। মহাশতাবরী—শীতবীর্য্য, মেধাজনক, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন এবং অর্শ গ্রহণী ও নেত্ররোগ নাশক।

অথাশ্বগন্ধা।

গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্ম-শ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্ত-কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥

অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা, অশ্বাহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী, এইগুলি এবং যে সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধ শব্দ থাকিবে, সেই সমস্ত শব্দ অশ্বগন্ধার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা—বায়ু কফ শ্বিত্ররোগ শোথ ও ক্ষয়রোগ নাশক, বলকারক, রসায়ন, তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ পাঠা।

পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডূবিষশ্বাস-ক্রিমিগুল্মগরব্রণান্॥

আকনাদি।

পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা, এই কয়েকটী আকনাদির পর্য্যায়। আকনাদি—উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ, লঘু এবং ইহা বায়ু, কফ, শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডূ, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণ নাশক।

অথ শ্বেতত্রিবৃৎ।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ।
সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ॥
শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরহৃৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম-পিত্তশোথোদরাপহা॥

শ্বেত তেউড়ী।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী, এই কয়েকটী শ্বেত তেউড়ীর নামান্তর। শ্বেত তেউড়ী—বিরেচক, মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ এবং ইহা বায়ু পিত্তজ্বর কফ পিত্ত শোথ ও উদররোগ-নাশক।

অথ কৃষ্ণত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা।
মসূরবিদলা কালা কৈষিকা কালমেষিকা॥
শ্যামা ত্রিবৃৎ ততো হীনগুণা তীব্রবিরেচনী।
মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তি-কণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী॥

কৃষ্ণ তেউড়ী।

শ্যামা ত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও কালমেষিকা, এই কয়েকটী কৃষ্ণ তেউড়ীর পর্য্যায়। কৃষ্ণ তেউড়ী শ্বেত তেউড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ; কিন্তু ইহা তীক্ষ্ণবিরেচক এবং মূর্চ্ছা দাহ মত্ততা ভ্রান্তি ও কণ্ঠশোষ-কারক।

অথ লঘুদন্তী বৃহদ্দন্তী চ।

লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্যাদুদুম্বরপর্ণ্যপি।
তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণপ্রিয়া।
বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকূলকঃ॥
দ্রবন্তী সম্বরী চিত্রা প্রত্যক্‌পর্ণ্যর্কপর্ণ্যপি।
বৃষোপচিত্রা ন্যগ্রোধী প্রত্যক্‌শ্রেণ্যাখুপর্ণ্যপি॥
দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্।
গুদাঙ্কুরাশ্মশূলার্শঃ-কণ্ডুকুষ্ঠবিদাহনুৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র-কফশোথোদরক্রিমীন্॥
ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্র-গরশোথকফাপহম্॥

(দন্তী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে যাহার পত্র উডুম্বর-পত্র সদৃশ, তাহাকে লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ডপত্র সদৃশ, তাহাকে বৃহদ্দন্তী বলে)। বিশল্যা, উডুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকূলক, এইগুলি লঘুদন্তীর পর্য্যায়। দ্রবন্তী সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যক্‌পর্ণী, অর্কপর্ণী, বৃষা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যক্‌শ্রেণী ও আখুপর্ণী, এই কয়েকটী বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়।

দন্তীদ্বয়—সারক, কটুরস, কটু-বিপাক, অগ্নির দীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শো-বলি, অশ্মরী, শূল, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমি বিনাশক। লঘুদন্তীর ফল—মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং গরদোষ, শোথ ও কফ নাশক।

অথ জয়পালঃ।

জয়পালো দন্তীবীজং বিখ্যাতং তিন্তিড়ীফলম্।
জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ॥

জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিন্তিড়ীফল, এই কয়েকটী জয়পালের পর্য্যায়। জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং পিত্ত ও কফ নাশক।

অথেন্দ্রবারুণীদ্বয়ম্।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী।
বারুণী চাপরাপুক্তা সা বিশালা মহাফলা॥
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারু মৃগাদনী॥
গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্॥
শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠ-গুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ।
প্রমেহমূঢ়গর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্॥

রাখাল শশা।

ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী ও বারুণী, এইগুলি রাখাল শশার পর্য্যায়।

অপর এক প্রকার রাখাল শশা আছে, তাহার নাম—বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগের্ব্বারু ও মৃগাদনী। ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্র-বারুণীই—তিক্তরস, কটু-বিপাক, সারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা পিত্ত কফ প্লীহা উদর শ্বাস কাস কুষ্ঠ গুল্ম গ্রন্থি ব্রণ প্রমেহ মূঢ়গর্ভ আমদোষ গলগণ্ড ও বিষ নাশক।

অথ নীলী।

নীলী তু নীলিনী তূণী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা॥
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা॥
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্।
আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম্॥

নীল।

নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা এই কয়েকটী নীলের পর্য্যায়। নীলী—রেচক, তিক্তরস, কেশের হিতকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মোহ ভ্রম উদর প্লীহা বাতরক্ত কফ বায়ু আমবাত উদাবর্ত্ত মদরোগ ও উদ্ধত বিষ নাশক।

অথ শরপুঙ্খঃ।

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র-শ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ।

প্লীহশত্রু শরপুঙ্খার নামান্তর। ইহার আকৃতি নীলীবৃক্ষসদৃশ। শরপুঙ্খ—তিক্ত-কষায়-রস, লঘু এবং ইহা যকৃৎ প্লীহা গুল্ম ব্রণ বিষ কাস রক্তদোষ শ্বাস ও জ্বর নাশক।

অথ যবাসো দুরালভা চ।

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধম্বযাসঃ কুনাশকঃ।
দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী।
গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া দুরভিগ্রহা॥
যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তস্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ।
কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাসৃক্কুষ্ঠকাসজিৎ॥
তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্র-বমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা॥

যবাস ও দুরালভা।

যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধম্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও দুরভিগ্রহা এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। যবাস—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, সারক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং কফ মেদ মত্ততা ভ্রান্তি পিত্ত রক্ত কুষ্ঠ কাস তৃষ্ণা বিসর্প বাতরক্ত বমি ও জ্বরনাশক। দুরালভাও যবাসতুল্য গুণযুক্ত।

অথ মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ।

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা।
শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা॥
মহাশ্রাবণিকান্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা।
কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাতিতপস্বিনী॥
মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্র-ক্রিমিযোন্যার্ত্তিপাণ্ডুনুৎ॥
শ্লীপদারুচ্যপস্মার-প্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ।
মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈরুক্তা মহর্ষিভিঃ॥

মুণ্ডিরী ও ভূঁইকদম্ব।

মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা, এই কয়েকটি মুণ্ডীর পর্য্যায়। মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্ব-পুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি ভূঁইকদম্বের পর্য্যায়। মুণ্ডিতিকা—কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর-রস, লঘু, মেধাজনক এবং ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও

গুহ্যস্থ ব্যাধি বিনাশক। মহামুণ্ডীও মুণ্ডীর ন্যায় গুণযুক্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

অথাপামার্গঃ।

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ।
মর্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ।
পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দি-কফমেদোঽনিলাপহঃ॥
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মানার্শঃ-কণ্ডূশূলোদরাপচীঃ॥

আপাং।

অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী, এই কয়েকটী আপাঙ্গের পর্য্যায়। অপামার্গ—সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত-কটু-রস, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা বমি, কফ, মেদ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শ, কণ্ডু, শূল, উদর ও অপচী বিনাশক।

অথ রক্তাপামার্গঃ।

রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্ত-ফলো ধামার্গবোঽপি চ।
প্রত্যক্পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥
অপামার্গোঽরুণো বাত-বিষ্টম্ভী কফকৃদ্ধিমঃ।
রুক্ষঃ পূর্ব্বগুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥
অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্।
বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

লাল আপাং।

বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী, এই কয়েকটী রক্ত অপমার্গের পর্য্যায়। রক্ত অপামার্গ—বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক, কফকর, শীতবীর্য্য ও রুক্ষ। ইহা শ্বেত অপামার্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণযুক্ত।

আপাংবীজ—মধুররস, মধুর-বিপাক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তপিত্ত প্রসাদক।

অথ কোকিলাক্ষঃ।

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা॥
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লপিত্তলস্তথা।
তিক্তো বাতামশোথাশ্ম-তৃষ্ণারুচ্যনিলাস্রজিৎ॥

কুলেখাড়া।

কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা, এই কয়েকটী কোকিলাক্ষের পর্য্যায়। কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-অম্ল-তিক্ত-রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্ত নাশক।

অথাস্থিসংহারঃ।

গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্॥
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ।
রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ॥
কাণ্ডং ত্বগ্বিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া
মাষার্দ্ধং দ্বিদলমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্।
সম্পিষ্টং তদনু ততস্তিলস্য তৈলে
সম্পক্বং বটকমতীব বাতহারি॥

হাড়ভাঙ্গা।

গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা, এইগুলি হাড়ভাঙ্গার পর্য্যায়। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন অস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, ক্রিমিঘ্ন, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক। ইহার ত্বক্ ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ এক মাষা ও তুষরহিত দাইল অর্দ্ধমাষা একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈলে পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে, এই বটক অতিশয় বাতনাশক।

অথ গন্ধপ্রসারণী।

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী।
সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটম্ভরা ॥
প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা ॥

গন্ধ-ভাদুলে।

প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা, এই কয়েকটী গন্ধভাদুলের পর্য্যায়। গন্ধভাদুলে—গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন, তিক্তরস এবং ইহা বাতরক্ত ও কফ নাশক।

অথ শারিবাদ্বয়ম্।

(কৃষ্ণশারিবা।)

ইয়ং জম্বূকবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকা।
কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা ॥

(শুক্লশারিবা।)

ইয়মপি জম্বুকবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি।
ধবলা শারিবা গোপী গোপকন্যা কৃশোদরী ॥
স্ফোটা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা ॥

শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে, সা শ্বেতেন সারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ।

সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্ ॥
দোষত্রয়াস্রপ্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥
ঔপদংশিকরোগঘ্নং সর্ব্বচর্ম্মবিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

শ্যামালতা ও অনন্তমূল।

সারিবা দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শ্বেত। এই উভয়বিধ শারিবার সাধারণ নাম শ্যামা এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণ শারিবার পত্র জামপত্রের ন্যায়; ইহা সুগন্ধি। কলঘণ্টিকা, গোপী ও গোপবধূ ইহার পর্য্যায়।

শ্বেত শারিবার পত্রও জামপত্রের ন্যায়। এই লতার অভ্যন্তরে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থবিশেষ থাকে। ইহার পর্য্যায়—ধবলা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, গোপবল্লী, লতাস্ফোতা ও চন্দনা।

শারিবাদ্বয় স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, বিষঘ্ন, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ রোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতীসার, ঔপদংশিক-বিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি-পারদসেবন জাত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

অথ ঘৃতকুমারী।

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।
কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী ॥
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ।
গুল্মপ্লীহযকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ।
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্ ॥

কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা, এই কয়েকটী ঘৃতকুমারীর নামান্তর। ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, বিষ, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্ম্মরোগ নাশক।

অথ শ্বেতপুনর্নবা।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা।
কটুঃ কষায়ানুরসা পাণ্ডুঘ্নদীপনী পরা।
শোফানিলগরশ্লেষ্ম-হরী ব্রণোদরপ্রণুৎ ॥

পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা, এই কয়েকটী শ্বেত-পুনর্নবার নামান্তর। শ্বেত-পুনর্নবা—ঈষৎ কটু, কষায়ানুরস পাণ্ডুরোগঘ্ন, অগ্নির দীপক এবং ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, ব্রণ ও উদররোগ নাশক।

অথ রক্তপুনর্নবা।

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা।
শোথঘ্নী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বৃষকেতুঃ কঠিল্লকঃ॥
পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম-পিত্তরক্তবিনাশিনী॥

অপর এক প্রকার পুনর্নবা আছে, তাহা রক্তবর্ণ। রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক, এই কয়েকটি রক্ত-পুনর্নবার পর্য্যায়। রক্ত-পুনর্নবা—তিক্ত-রস, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, লঘু, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা কফ পিত্ত ও রক্তদুষ্টি বিনাশক।

অথ ভৃঙ্গরাজঃ।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ॥
ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ॥
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

ভীমরাজ।

ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন, এই কয়েকটী ভীমরাজের পর্য্যায়। ভীমরাজ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক, দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম-দোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক।

অথ শণপুষ্পী।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ।
শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ॥

শণপুষ্পীর অপর নাম ঘণ্টা ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়। শণপুষ্পী—কটু-তিক্ত-রস, বমনকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

অথ ত্রায়মাণা।

বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা।
ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা।
জ্বরহৃদ্রোগগুল্মার্শো-ভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ॥

বলাডুমুর

বলভদ্রা, ত্রায়মালা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অনুজা, এই কয়েকটী বলাডুমুরের পর্য্যায়। ত্রায়মাণা (বলাডুমুর)—কষায়-তিক্ত-রস, সারক, এবং ইহা পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ, ভ্রম, শূল ও বিষ প্রশমক।

অথ মূর্ব্বা।

মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা।
মধুলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি॥
মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ।
ত্রিদোষতৃষ্ণাহৃদ্রোগ-কণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা॥

মূর্ব্বা।

মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলু-পর্ণী, এই কয়েকটী মূর্ব্বার পর্য্যায়। মূর্ব্বা—সারক, গুরু, মধুর-তিক্ত-রস এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, প্রমেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক।

অথ কাকমাচী।

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী।
কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা॥
তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ।
কটুর্নেত্রহিতা হিক্কা-চ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী॥

কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী, এই কয়েকটী কাকমাচীর পর্য্যায়। কাকমাচী—ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটু-রস, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর, প্রমেহ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগ নাশক।

অথ কাকনাসা।

কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা।
কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ।
কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ॥

কাকঠুঁটী।

কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা, এই কয়েকটী কাকঠুঁটীর পর্য্যায়। কাকনাসা—কষায়-তিক্ত-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, কফনাশক, বমনকারক এবং ইহা শোথ, অর্শ শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

অথ কাকজঙ্ঘা।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা।
পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা॥
কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র-ব্রণকণ্ডূবিষক্রিমীন্॥

কেউয়াঠেঙ্গা।

কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এই কয়েকটি কাকজঙ্ঘার পর্য্যায়। কাকজঙ্ঘা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কণ্ডূ, বিষ ও ক্রিমি নাশক।

অথ নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা।
নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রিমীন্॥

নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। নাগপুষ্পা—রুচিকারক, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমি নাশক।

অথ মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা।
মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ॥
রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠ-ব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ।
মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ।
দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিব্রণবিষাপহম্॥

মেড়াশিঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। মেষশৃঙ্গী—তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, কটুবিপাক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও অক্ষিশূল নাশক। মেষশৃঙ্গীর ফল—তিক্তরস, অগ্নির দীপক, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

অথ হংসপদী।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্পদাহাতিসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণীঃ॥

গোয়ালে লতা।

হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা, ইহারা একার্থবাচক শব্দ। হংসপদী—গুরু, শীতবীর্য্য এবং রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, লূতাবিষ, ভূতাবেশ ও অগ্নিরোহিণীরোগ বিনাশক।

অথ সোমলতা।

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী॥

সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া, এই কয়েকটী সোমলতার নাম। সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটু-তিক্ত-রস এবং রসায়ন।

অথাকাশবল্লী।

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী।
ধবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা।
তুবরাগ্নিকরী হৃদ্যা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী॥

আলক লতা।

আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লরীও বলিয়া থাকেন। আকাশবল্লী (আলক লতা)—ধারক, তিক্ত-কষায়-রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, নেত্ররোগঘ্ন এবং পিত্ত, কফ ও আম নাশক।

অথ পাতালগরুড়ী।

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ॥

পাতালগরুড়ী।

ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড়ী এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। পাতালগরুড়ী—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অথ বন্দা।

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষ-ভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।
বন্দাকঃ শীতলস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে।
মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্র-রক্ষোব্রণবিষাপহঃ॥

বাঁদরা।

বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা, এই কয়েকটী বন্দার পর্য্যায়। বন্দাক (বাঁদরা)—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, মঙ্গলকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

অথ বটপত্রী।

বটপত্রী তু কথিতা মোহিন্যৈরাবতী বুধৈঃ।
বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা॥

বড় পাথরকুচি।

বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী এবং ঐরাবতী বলিয়া থাকেন। ইহা পাষাণভেদী-বিশেষ। বটপত্রী—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিব্যাপৎ ও মূত্ররোগ নাশক।

অথ হিঙ্গুপত্রী।

হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বিকা পৃথুকা পৃথুঃ।
হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃ-শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা॥

রাঁধুনী।

হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বিকা, পৃথুকা ও পৃথু এই কয়েকটী রাঁধুনীর নাম। হিঙ্গুপত্রী (রাঁধুনী)—রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরস এবং ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিগত রোগ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্ম ও বায়ু নাশক। (ইহার পত্র হিঙ্গুর পত্র সদৃশ।)

অথ বংশপত্রী।

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিণ্ডা হিঙ্গুশিবাটিকা।
হিঙ্গুপত্রীগুণৈস্তুল্যা বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা॥

বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। বংশপত্রী—হিঙ্গুপত্রীর তুল্য গুণদায়ক।

অথ মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্য-গন্ধা মৎস্যাদনীতি চ।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ।
লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী॥

মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। মৎস্যাক্ষী—মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক এবং ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ সর্পাক্ষী।

সর্পাক্ষী স্যাৎ তু গণ্ডালী তথা নাড়ীকপালকঃ।
সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা ক্রিমিনিকৃন্তনী।
বৃশ্চিকোন্দুরসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপিণী॥

গন্ধনাকুলী।

সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকপালক, এই কয়েকটী সর্পাক্ষীর পর্য্যায়। সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী)—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণরোপক, ক্রিমিঘ্ন এবং ইহা বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নাশক।

অথ শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খপুষ্পী তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপি চ।
শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ॥
রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা।
দোষাপস্মারভূতাশ্রী-কুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ॥

শঙ্খাহুলী।

শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা, এই কয়েকটী শঙ্খাহুলীর পর্য্যায়। শঙ্খপুষ্পী—সারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বলপ্রদায়ক, অগ্নির দীপক এবং ইহা মানসিক ব্যাধি, ত্রিদোষ, অপস্মার, ভূতদোষ, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক।

অথার্কপুষ্পী।

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্ম্মা পয়স্যা জলকামুকা।
অর্কপুষ্পী ক্রিমিশ্লেষ্ম-মেহচিত্তবিকারজিৎ॥

অর্কপুষ্পা, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা, এই কয়েকটী অর্কপুষ্পীর পর্য্যায়। অর্কপুষ্পী—ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনোবিকার নাশক।

অথ লজ্জালুঃ।

লজ্জালুঃ স্যাচ্ছমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা।
রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরিকেত্যপি॥
লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

লজ্জাবতী লতা।

লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। লজ্জালু—শীতবীর্য্য, তিক্তকষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনিরোগ নাশক।

অথ অলম্বুষা।

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা।
অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্তকফাপহা॥

ভুল শোলা।

অলম্বুষা, খরত্বক্ ও মেদোগলা, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। অলম্বুষা—লঘু, মধুররস এবং ইহা ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক।

অথ দুগ্ধিকা।

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
দুগ্ধিকোষ্ণা গুরু রুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী॥
স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥

ক্ষীরুই।

দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। দুগ্ধিকা—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, গর্ভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদুক্ষীর, কটু-তিক্ত-মধুর-রস, মলমূত্রসংগ্রাহক, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক।

অথ ভূম্যামলকী।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ।
বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যাজটাপি চ॥
ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডুক্ষতাপহা॥

ভূঁই-আমলা।

ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও বহুজটা, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। ভূঁই-আমলা—বায়ুবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত নাশক।

অথ ব্রাহ্মী মণ্ডূকপর্ণী চ।

ব্রহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী।
মণ্ডূকপর্ণী মণ্ডূকী ত্বষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী॥
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা।
কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী॥
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী॥

ব্রাহ্মী ও থুলকুঁড়ী।

ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী, এই কয়েকটী ব্রাহ্মীর পর্য্যায়। আর মণ্ডূকপর্ণী, মণ্ডূকী, ত্বষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী, এই কয়েকটী মণ্ডূকপর্ণীর নামান্তর। ব্রাহ্মী—সারক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, লঘু, মেধাজনক, স্পর্শে শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুস্কর, রসায়ন, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিপ্রদ এবং ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বর নাশক। মণ্ডূকপর্ণীও ব্রাহ্মীর ন্যায় গুণকারক।

অথ দ্রোণপুষ্পী।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা।
দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদু রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ॥
সতীক্ষ্ণলবণা স্বাদু-পাকা কট্বী চ ভেদিনী।
কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ॥

ঘলঘসিয়া।

দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা, এই কয়েকটী ঘলঘসিয়ার পর্য্যায়। দ্রোণপুষ্পী—গুরু, লবণ-মধুর-কটু-রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমি নাশক।

অথ সুবর্চ্চলা।

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাঽপরা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥
সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥
অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ।
নিহন্তি কফপিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্র-যোনিরুক্ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ।

হুড়হুড়ে।

সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা, এই কয়েকটী প্রথম প্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায়। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, সারক, গুরু, সক্ষার, কটুরস, বিষ্টম্ভী এবং কফ ও বায়ুনাশক; ইহা পিত্তকর নহে। দ্বিতীয় প্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায়—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা। ইহা তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোটক, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপৎ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নাশক।

অথ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা যোগেশ্বরীতি চ।
নাগারির্নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফনুদ্ ব্রণশোধিনী।
সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী॥

তিংকাঁকরোল।

বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী, এই কয়েকটী তিংকাঁকরোলের পর্য্যায়। বন্ধ্যা-কর্কোটকী—লঘু, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষ নাশক।

অথ মার্কণ্ডিকা।

মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী॥
মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরী ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী।
বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী॥

কাঁকরোল।

মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী, এই কয়েকটী মার্কণ্ডিকার পর্য্যায়। মার্কণ্ডিকা—বমন বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃকায় শোধন করে। ইহা কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম ও উদররোগ নাশক।

অথ দেবদালী।

দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরাগরী।
দেবতাড়ো বৃন্তকোশস্তথা জীমূত ইত্যপি॥
পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী॥
দেবদালী রসে তিক্তা কফ শংশোফপাণ্ডুতাঃ।
নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমিজ্বরান্॥
দেবদালীফলং তিক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মবিনাশনম্॥
স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্॥

ঘোষা।

দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃন্তকোশ ও জীমূত, এই কয়েকটী দেবদালীর পর্য্যায়। ইহা ঘোষাভেদ। অপর প্রকার পীতবর্ণ দেবদালী আছে, তাহার পর্য্যায়,—খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী। দেবদালী—তিক্ত-রস, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং ইহা কফ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, হিক্কা, ক্রিমি ও জ্বর নাশক।

দেবদালীফল—তিক্তরস, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কফ, ক্রিমি, শ্বাস, গুল্ম, শূল, অর্শ ও বায়ু নাশক।

অথ জলপিপ্পলী।

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা।
কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

কাঁচড়া ঘাস।

জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। জলপিপ্পলী—হৃদয়গ্রাহী, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কটু-কষায়-রস, কটুবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণ নাশক।

অথ গোজিহ্বা।

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্ব্বিকা খরপর্ণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ॥
হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ।
কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা॥

গোজিয়া শাক।

গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। গোজিহ্বা (গোজিয়া শাক)—বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ধারক, কফ-পিত্ত-নাশক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক এবং মেহ, কাস, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক।

অথ নাগদমনী।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥

বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্রব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥
উদরাধ্মানশমনী কোষ্ঠশোধনকারিণী।
সর্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী।
জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥

নাগদনা।

নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী, এই কয়েকটী নাগদনার পর্য্যায়। নাগদনা—কটু-তিক্ত-রস, লঘু, কফপিত্তনাশক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ ও জালগর্দ্দভ নিবারক, উদরাধ্মানপ্রশমক, কোষ্ঠবিশোধক, বিষনাশক। নাগদনা সর্ব্বত্র জয়কারক এবং ধন ও সুমতিপ্রদ।

অথ বেলন্তরঃ।

বেলন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ
শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ।
স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ
স্যাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ॥
বেলন্তরো রসে পাকে তিক্তস্তৃষ্ণাকফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ॥

বীরতরু।

বেলন্তর, ইহা জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ, গাঢ় লোহিত বা নীলবর্ণ হয়; আকৃতি জাতিপুষ্প সদৃশ; পত্র শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত, ইহা জলবিরহিত স্থানে জন্মে। বেলন্তর বৃক্ষ রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা, কফ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বায়ুরোগ নাশক।

অথ ছিক্কনী।

ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ।
বাতরক্তহরী কুষ্ঠ-ক্রিমিবাতকফাপহা॥

হাঁচুটী।

ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। হাঁচুটি—কটুরস, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বায়ু ও কফ নাশক।

অথ কুকুন্দরঃ।

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্কুরদ্রুম্ মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ॥
রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তঃ বদনে মুখশোষহৃৎ॥

কুকুর-শোঁকা।

কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রু ও মৃদুচ্ছদ, এই কয়েকটি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়। কুকুন্দর—কটু-তিক্ত-রস এবং জ্বর, রক্তদোষ ও কফ নাশক। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতিসার ও ঘোরদাহ প্রশমিত হয়। কুকুন্দরের কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ সুদর্শনা।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা।
সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোফাস্রবাতজিৎ॥

পদ্ম গুলঞ্চ।

সুদর্শনা সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। সুদর্শনা—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নাশক।

অথাখুপর্ণী।

আখুপর্ণী ত্বাখুকর্ণী পর্ণিকা ভূদরীভবা॥
আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ।
বিপাকে কটুকা মূত্র-কফামক্রিমিপ্রণুৎ॥

ইন্দুরকাণী।

আখুপর্ণী, আখুকর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। আখুকর্ণী কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, কটুবিপাক এবং ইহা মূত্র, কফ ও ক্রিমিরোগ নাশক।

অথ ময়ূরশিখা।

ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্ম্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥

ময়ূরশিখা, সহস্রাহি ও মধুচ্ছদা, এই কয়েকটী ময়ূরশিখার নাম। ময়ূরশিখা—লঘু; ইহা পিত্ত, কফ ও অতিসার নাশক।

ইতি গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ॥

অথ পুষ্পবর্গঃ।

অথ কমলম্।

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥
কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোট-বিষবীসর্পনাশনম্॥
বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্।
রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্॥
ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎপলাদিকম্॥

পদ্ম।

পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। কমল—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস এবং ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বীসর্প নাশক। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ এবং নীলপদ্মকে ইন্দীবর কহে। শ্বেতপদ্ম—শীতবীর্য্য, মধুর-রস এবং ইহা কফপিত্তনাশক। রক্তোৎপল প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত।

অথ পদ্মিনী।

মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা॥
পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী মধুরা লবণা চ সা।
পিত্তাসৃক্কফনুদ্রুক্ষা বাতবিষ্টম্ভকারিণী॥

মূল, নাল, পত্র ও ফল এই সমস্ত অংশ সংযুক্ত পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী ও কমলিনী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পদ্মিনী—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-লবণ-রস, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রুক্ষ। ইহা বাতবিষ্টম্ভকারক।

অথ পদ্মস্য নবপত্রাদি।

সংবর্ত্তিকা নবদলং বীজকোষস্তু কর্ণিকা।
কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ॥

পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিসমিতি স্মৃতম্॥
সংবর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্প্রণুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী॥
পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
মুখবৈশদ্যকৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ॥
কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ।
কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষশোথজিৎ॥
মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্‌গুরু।
দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্।
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালূকমপি তদ্‌গুণম্॥

পদ্মের নূতন পত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, পুষ্পরসকে মকরন্দ এবং নালকে মৃণাল ও বিস বলা যায়।

সংবর্ত্তিকা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস, এবং ইহা দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহ্যস্থ ব্যাধি ও রক্তপিত্তবিনাশক।

পদ্মের কর্ণিকা,—তিক্ত-কষায় মধুর-রস, শীতবীর্য্য, মুখবৈশদ্যকারক, লঘু, এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্ত নাশক।

কিঞ্জল্ক—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়-রস, ধারক, এবং ইহা কফ, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, রক্তার্শঃ, বিষ ও শোথ নাশক।

মৃণাল—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্যবর্দ্ধক, বায়ুজনক, কফকারক, মলসংগ্রাহক, মধুর-রস ও রুক্ষ এবং ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক। পদ্মের মূলও মৃণালতুল্য গুণযুক্ত।

অথ স্থলকমলম্।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা।
পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা॥

স্থলপদ্ম।

পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। স্থলপদ্ম—অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কফ, বায়ু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষ নাশক।

অথ কুমুদম্।

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।
কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্॥

শ্বেতকুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব কহে। কুমুদ—পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর-রস, আহ্লাদজনক এবং শীতবীর্য্য।

অথ কুমুদিনী।

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ।
সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈর্যুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ॥
পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥

কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। মূলাদি সর্ব্বাঙ্গের সহিত একত্র মিলিত কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায়। পূর্ব্বে পদ্মিনীর যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে।

অথ কহ্লারম্।

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং কহ্লকং রক্তগন্ধকম্।
কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্॥

সৌগন্ধিক, কহ্লার, কহ্লক ও রক্তগন্ধক, এই কয়েকটী কহ্লারের পর্য্যায়। কহ্লার—শীতবীর্য্য, ধারক, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুক্ষ।

অথ বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ।

বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাচ্ছৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ।
বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ॥
দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষহৃৎ।
শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু।
স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত-রক্তজ্বরহরং পরম্॥

পানা ও শেওলা।

জলকুম্ভীকে বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা বলে এবং শেওলাকে শৈবাল ও শৈবল বলা যায়। জলকুম্ভী (পানা)—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কটু-রস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ এবং

ইহা রক্তদুষ্টি, জ্বর ও শোথনাশক। শৈবাল (শেওলা)—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও জ্বর নাশক।

অথ শতপত্রী।

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা কৃষ্ণাতিমঞ্জুলা॥
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ্বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী॥

শ্বেত গোলাপ।

শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। শ্বেত-গোলাপ—শীতবীর্য্য হৃদয়গ্রাহী ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক রক্তদোষঘ্ন, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটু-রস এবং পাচক।

অথ বাসন্তী।

নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

নবমল্লিকা।

নেপালী সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী, এইগুলি নবমল্লিকার পর্য্যায়। বাসন্তী—শীতবীর্য্য, লঘু তিক্তরস এবং ইহা ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ বার্ষিকী।

শ্রীপদী ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা।
বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা।
কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্গুণং স্মৃতম্॥

বেলফুল।

শ্রীপদী, ষট্পদা আনন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা, এই কয়েকটী বেলফুলের পর্য্যায়। বেলফুল—শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগ নাশক। ইহার তৈলেরও উক্তরূপ গুণ জানিবে।

অথ জাতী স্বর্ণজাতী চ।

জাতির্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা।
চেতকী হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা॥
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ।
শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তি-বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ॥

জাতি (চামেলী)।

জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদ্যগন্ধা, এই কয়েকটী জাতীর নাম। পীতবর্ণ জাতীকে স্বর্ণজাতী বলে। উভয় প্রকার জাতীই—তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন এবং ইহা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, বায়ু ও রক্তদোষ নাশক।

অথ যূথিকা।

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।
যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু॥
মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্।
ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষি-শিরোরোগবিষাপহম্॥

যুঁইফুল।

যূথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা, এই কয়েকটী যূথীর নামান্তর। পীতবর্ণ যূথীপুষ্পকে স্বর্ণযূথী ও হেমপুষ্পিকা বলে। যূথীপুষ্পদ্বয়—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায়-রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক এবং ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষ নাশক।

অথ চম্পকঃ।

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধ-ফলীতি কথিতা বুধৈঃ॥

চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্র-কফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥

চাঁপা।

চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প, এই কয়েকটী চাঁপাফুলের নামান্তর। চাঁপার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধফলী বলিয়া থাকেন। চাঁপা—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর-রস ও শীতবীর্য্য। ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ বকুলঃ।

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরকস্তথা।
বকুলস্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ।
কফপিত্তবিষশ্বিত্র-ক্রিমিদন্তগদাপহঃ॥

বকুল, মধুগন্ধ ও সিংহকেশর, একপর্য্যায়ক শব্দ। বকুল—কষায়-রস, কটুবিপাক, অনুষ্ণ, গুরু এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগ নাশক।

অথ বকঃ।

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলা বকো বসুঃ।
বকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।
যোনিশূলতৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ॥

শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বক ও বসু, এই কয়েকটী বক-পুষ্পের নাম। বক-পুষ্প—ঈষদুষ্ণ, কটু-তিক্ত-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, পিপাসা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ কদম্বঃ।

কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।
কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ।
সরো বিষ্টম্ভকৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়, এই কয়েকটী কদম্বের পর্য্যায়। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণ-রস, শীতবীর্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, স্তন্য ও বায়ু জনক।

অথ মল্লিকা।

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ।
বাতপিত্তাস্যদৃগ্ব্যাধি-কুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্॥

মল্লিকা মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী, এই কয়েকটী মল্লিকার পর্য্যায়। মল্লিকা-পুষ্প—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটু-রস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণ নাশক।

অথ মাধবী।

মাধবী স্যাৎ তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ।
মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা॥

মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব, এই কয়েকটী মাধবীর পর্য্যায়। মাধবীপুষ্প—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু এবং ত্রিদোষ নাশক।

অথ কেতকঃ সুবর্ণকেতকী চ।

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী॥
কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী॥

কেয়াফুল।

কেতক সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ, এই কয়েকটী কেয়াফুলের পর্য্যায়। সুবর্ণকেতকী উহার ভেদমাত্র। লঘুপুষ্পা এবং সুগন্ধিনী সুবর্ণকেতকীর নামান্তর। কেতকী—কটু-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু এবং কফনাশক।

সুবর্ণকেতকী—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও চক্ষুর হিতকারক।

অথ কর্ণিকারঃ।

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।
কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ॥
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথ-শ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ॥

ছোট সোন্দাল।

কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল এই কয়েকটী ছোট সোন্দালের পর্য্যায়। কর্ণিকার—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শোধন (বমন-বিরেচনাদি) কারক, লঘু, রঞ্জক, সুখপ্রদ এবং ইহা শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠ নাশক।

অথাশোকঃ।

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ডিপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥
অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ॥

অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডীপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট, এই কয়েকটী অশোকের পর্য্যায়। অশোক—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক, বর্ণপ্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথাম্লাটনঃ।

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি।
কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ॥
অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ॥

আয়না (বাণপুষ্প, ঝাঁটিবিশেষ)।

অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এই কয়েকটী আয়নার পর্য্যায়। অম্লাটন—কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও স্নিগ্ধ।

অথ সৈরেয়ঃ।

সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহাচরঃ সহচরঃ স চ ঝিণ্ট্যপি কথ্যতে॥
কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্রক্তে কুরুবকঃ স্মৃতঃ।
নীলে বাণা দ্বয়োঃ প্রোক্তো দাসী আর্ত্তগলশ্চ সঃ॥
সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্র-কফকণ্ডূবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরোঽনম্লঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥

ঝাঁটি।

সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টী এই কয়েকটী ঝিণ্টীর পর্য্যায়। পীতঝিণ্টীকে কুরণ্টক, রক্তঝিণ্টীকে কুরুবক, নীলঝিণ্টীকে বাণা, এবং নীল ও পীত ঝিণ্টীকে দাসী ও আর্ত্তগল বলে। ঝিণ্টী—কুষ্ঠ, বায়ু, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডূ ও বিষ নাশক, তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ অম্ল, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

অথ কুন্দম্।

কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্বিষপিত্তহৃৎ॥

কুঁদ।

কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প, এই কয়েকটী কুন্দের নাম। কুন্দপুষ্প—শীতবীর্য্য, লঘু, এবং কফ, শিরোরোগ, বিষ ও পিত্তনাশক।

অথ মুচুকুন্দঃ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।
মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া-পিত্তাস্রবিষনাশনঃ॥

মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক, এই কয়েকটী মুচুকুন্দের পর্য্যায়। মুচুকুন্দ—শিরোরোগ, রক্তপিত্ত ও বিষ নাশক।

অথ বন্ধূকঃ।

বন্ধূকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।
বন্ধূকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ॥

বাঁধুলিফুল।

বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক, এই কয়েকটী বাঁধুলির পর্য্যায়। বন্ধুকপুষ্প—কফকারক, ধারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু।

অথ ওড্রপুষ্পম্‌।

ওড্রপুষ্পং জপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।
জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥

জবাফুল।

ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা, এইগুলি জবাফুলের পর্য্যায়। জবা দ্বিবিধ; শ্বেত ও লোহিত। জবাপুষ্প—ধারক, কেশের হিতকারক, কফ ও বায়ু নাশক।

অথাগস্তিঃ।

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ।
অগস্তিঃ পিত্তকফজিচ্চতুর্থকহরো হিমঃ।
রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

বকফুল।

অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম, এই কয়েকটি বকপুষ্পের পর্য্যায়। বকপুষ্প—পিত্ত, কফ, চতুর্থকজ্বর ও প্রতিশ্যায় নাশক। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও তিক্তরস।

অথ তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ।

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপেতরাক্ষসী গৌরী শূলঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র-পার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভি, এই কয়েকটী তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী—কটুতিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ু নাশক। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট।

অথ মরুবকঃ।

মারুতোঽরসো মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥
মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥
কটুপাকরসো রুচ্যস্তিক্তো রুক্ষঃ সুগন্ধিকঃ॥

মারুত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ, এই কয়েকটী মরুবক-পুষ্পের নাম। মরুবক-পুষ্প—অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু, কটুবিপাক, কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক, রুক্ষ ও সুগন্ধি এবং ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক।

অথ দমনকঃ।

উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ।
গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটো বিনীতঃ কুলপত্রকঃ॥
দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ।
গ্রহণীবিষকুষ্ঠাস্র-ক্লেদকণ্ডূত্রিদোষজিৎ॥

দোনা।

দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলপত্রক, এই কয়েকটী দমনক-পুষ্পের নাম। দোনা—কষায়তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, সুগন্ধি এবং ইহা গ্রহণী, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্লেদ, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক।

অথ বর্ব্বরী।

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা।
পর্ণাশস্তত্র কৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকৌ॥

কালমারঃ করালশ্চ মালূকঃ কৃষ্ণমল্লিকা।
তত্র শুক্লেঽর্জ্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্ততোঽপরঃ।
বর্ব্বরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ॥
তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্র-কণ্ডূক্রিমিবিষাপহম্॥

বাবুই তুলসী।

বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাস, এই কয়েকটি বর্ব্বরীর (বাবুই তুলসীর) নাম। কঠিঞ্জর, কুঠেরক, কালমার, করাল, মালূক ও কৃষ্ণমল্লিকা, এই কয়েকটী কৃষ্ণবর্ব্বরীর পর্য্যায়। অর্জ্জক শুক্লবর্ব্বরীর নাম। অন্যজাতীয় বর্ব্বরীকে বটপত্র কহে। এই ত্রিবিধ বর্ব্বরীই—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী অগ্নিদীপক, লঘুপাকী, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদুষ্টি, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষ নাশক।

ইতি পুষ্পবর্গঃ॥

অথ বটাদিবর্গঃ।

অথ বটঃ।

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥
বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ।

বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি, এই কয়েকটী বটের নাম। বট—শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, বর্ণপ্রসাদক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ ও যোনিদোষ নাশক।

অথ পিপ্পলঃ।

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ।
গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥

অশ্বত্থ।

বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন, এই কয়েকটী অশ্বত্থের নাম। অশ্বত্থ—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষ নাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনিবিশোধক।

অথ পিপ্পলভেদঃ।

পারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলুঃ।
গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনসুপার্শ্বকঃ।
পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ ক্রিমিশুক্রকফপ্রদঃ।
ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ।

পলাশপিপুল।

পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্শ্বক, এই কয়েকটী পলাশপিপুলের নাম। পারীষ—দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ এবং ইহা ক্রিমি, শুক্র ও কফ জনক। ইহার ফল অম্লমধুররস, মূল কষায়রস এবং মজ্জা মধুররস।

অথ নন্দীবৃক্ষঃ।

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্বনস্পতিঃ॥
নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদুস্তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ।
কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ॥

গয়া অশ্বত্থ।

নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি, এই কয়েকটী নন্দীবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ—লঘু, মধুর-তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটু-বিপাক, ধারক এবং ইহা বিষ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

অথোদুম্বরঃ।

উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ।
উদুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

যজ্ঞডুমুর।

উদুম্বর জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেমদুগ্ধক, এই কয়েকটী যজ্ঞডুমুরের সংস্কৃত নাম। যজ্ঞডুমুর—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক, মধুর-কষায়-রস, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

অথ কাকোদুম্বরিকা।

কাকোদুম্বরিকা ফল্গুর্মলপূর্জঘনেফলা।
মলপূঃ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্তব্রণশ্বিত্র-কুষ্ঠপাণ্ড্বর্শকামলাঃ॥

ডুমুর।

কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলপূ ও জঘনেফলা, এই কয়েকটী ডুমুরের নাম। ডুমুর—স্তম্ভনকারক, তিক্তকষায়রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলা নাশক।

অথ প্লক্ষঃ।

প্লক্ষো জটী পর্করী চ পর্কটী চ স্ত্রিয়ামপি।
প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ।
দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ॥

পাকুড়।

প্লক্ষ, জটী, পর্করী ও পর্কটী, এই কয়েকটী পাকুড়ের নাম। পাকুড়—কষায়-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ শিরীষঃ।

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ।
শুকপুষ্পঃ শুকতরুর্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ॥
শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ।
দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ॥

শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়, এই কয়েকটী শিরীষ বৃক্ষের নাম। শিরীষবৃক্ষ—মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, ঈষদুষ্ণ, লঘু, এবং ইহা দোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষ নাশক

অথ ক্ষীরিবৃক্ষাঃ পঞ্চবল্কলঞ্চ।

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্॥
ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ।
রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পাময়নাশনাঃ॥
শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ।
ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লঘু।
বিটস্তাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘু লেখনম্॥
(কেচিৎ তু পারীষস্থানে শিরীষং, বেতসমপরে পঠন্তি।)

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীশ (পলাশ-পিপুল) ও পাকুড়—এই পাঁচটীকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং ইহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলা যায়।

(পারীষস্থলে কেহ শিরীষ, কেহ বা বেতসও বলিয়া থাকেন।)

ক্ষীরিবৃক্ষ—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়রস, স্তন্যজনক, ভগ্নাস্থিসংযোজক এবং যোনিরোগ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

পঞ্চবল্কল—শীতবীর্য্য, ধারক, এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্প নাশক।

ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীর্য্য, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-রস, লেখন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, বিষ্টম্ভ ও উদরাধ্মান নাশক।

অথঃ শালঃ।

শালস্ত সর্জ্জকার্শ্যাশ্ব-কর্ণিকা শস্তসম্বরঃ।
অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্‌ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্।
ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ॥

শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্তসম্বর, এই কয়েকটী শালের পর্য্যায়। শালবৃক্ষ—কষায়রস এবং ইহা ব্রণ, ঘর্ম্ম, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন, বিদ্রধি, বাধির্য্য, যোনিরোগ ও কর্ণরোগ নাশক।

অথ শালভেদঃ।

সর্জ্জকোঽশ্বোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ।
অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি।
কফপাণ্ডুশ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্॥

সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচপত্রক, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। সর্জ্জক—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণ নাশক।

অথ শল্লকী।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা।
মহেরণা কুন্দুরুকী সল্লকী চ বহুস্রবা॥
শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা॥

শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরণা, কুন্দুরুকী, সল্লকী ও বহুস্রবা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। শল্লকী—কষায়-রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, অতীসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণ নাশক।

অথ শিংশপা।

শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ।
কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥
শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী।
উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃ-কুষ্ঠশ্বিত্রবমিক্রিমীন্।
বস্তিরুগ্‌ব্রণদাহাস্র-বলাসান্ গর্ভপাতিনী।

শিশু।

শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এই কয়েকটী এক-পর্য্যায়ক শব্দ। শিংশপা—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভস্রাবক এবং ইহা শোষ, মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

অথ ককুভঃ।

ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ॥
ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ।
মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ॥

অর্জ্জুন।

ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল এবং অর্জ্জুন-পর্য্যায়ক শব্দ, ককুভ বৃক্ষের নাম। অর্জ্জুন—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-রস, এবং ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ, ব্রণ, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথাসনঃ।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প-শ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥

পিয়াশাল।

বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন, এই কয়েকটী এক-পর্য্যায়ক শব্দ। পিয়াশাল—কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, গুহ্যক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক এবং ইহা চর্ম্মের হিতকারক, কেশের উপকারক ও রসায়ন।

অথ খদিরঃ।

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচিপ্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমিমেহজ্বরব্রণান্॥
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

খয়ের।

খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয়, এই কয়েকটী খদিরের পর্য্যায়। খদির—শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফরোগ, অগ্নি-মান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

অথ শ্বেতখদিরঃ।

খদিরঃ শ্বেতসারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্কলঃ।
কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ॥

পাঁপড়ি খয়ের।

খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কল, এই কয়েকটী পাঁপড়ি খয়েরের নাম। শ্বেত-খদির—বিশদ, বর্ণপ্রসাদক এবং মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

অথেরিমেদঃ।

ইরিমেদো বিট্খদিরঃ কালস্কন্ধোঽরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডূবিষশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠবিষব্রণান্।

গুয়ে-বাব্‌লা।

ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরি-মেদক, এইগুলি গুয়ে-বাব্‌লার নাম। ইরি-মেদ—কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মুখ-রোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষজ-ক্ষত নাশক।

অথ রোহিতকঃ।

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ।
রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ॥

রোড়া।

রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িম-পুষ্পক, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ রোহীতক—প্লীহনাশক, রুচিকারক এবং রক্ত-প্রসাদক।

অথ বব্বূলঃ।

বব্বূলঃ কিঙ্কিরালঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাতঃ সপীতকঃ।
স এব কথিতস্তজ্জ্ঞৈরাভা ষট্পদমোদিনী।
বব্বূলঃ কফঘ্নুদ্‌গ্রাহী কুষ্ঠক্রিমিবিষাপহঃ॥

বাব্‌লা।

বব্বূল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, পীতক, আভা ও ষট্পদমোদিনী, এই কয়েকটী বাব্‌লার পর্য্যায়। বাব্‌লা—ধারক। ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক।

অথারিষ্টকঃ।

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ।
অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্গর্ভপাতনঃ॥

রীটা।

অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন, এইগুলি রীটার সংস্কৃত নাম। অরিষ্টক (রীটা)—ত্রিদোষ-নাশক, গ্রহদোষঘ্ন এবং গর্ভস্রাবক।

অথ পুত্রজীবঃ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ॥
সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ॥

জিয়াপুতা।

পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টিপুষ্প ও অর্থসাধক, এই কয়েকটী জিয়াপুতার সংস্কৃত নাম। পুত্রজীব—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ, কফঘ্ন, বাতনাশক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য এবং মধুর-লবণ-কটু-রস।

অথেঙ্গুদঃ।

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহব্রণবিষক্রিমীন্।
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥

ইঙ্গুদী।

ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। ইঙ্গুদী—কুষ্ঠ, ভূতাদি গ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূল নাশক; ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস এবং কটুবিপাক।

অথ জিঙ্গিনী।

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্য্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী॥
কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ।
তমালশালবদ্বেদ্যো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ॥

জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী, এই কয়েকটী জিঙ্গিনীর নাম। (জিঙ্গিনী, শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ।) জিঙ্গিনী—মধুর-কষায়-কটু-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য ও ব্রণশোধক। ইহা ব্রণ, হৃদ্রোগ, বায়ু ও অতীসার নাশক। জিঙ্গিনী তমাল ও শালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং দাহ ও বিস্ফোট নাশক।

অথ তূণী।

তূণী তুন্নক আপীনস্তূণিকঃ কচ্ছপস্তথা।
কুঠেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ॥
তূণী রক্তঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ॥

তুঁদ।

তূণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছপ, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক, এই কয়েকটী তুঁদগাছের পর্য্যায়। তূণী—কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ ভূর্জ্জপত্রঃ।

ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জশ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ।
ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরুক্‌পিত্তরক্তজিৎ।
কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ॥

ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুলবল্কল, এই কয়েকটী ভূর্জ্জপত্রের নাম। ভূর্জ্জপত্র—কষায়-রস; ইহা ভূতগ্রহ, কফ, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, রাক্ষস, মেদোদোষ ও বিষ নাশক।

অথ পলাশো হস্তিকর্ণপলাশশ্চ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্ঞিয়ো রক্তপুষ্পকঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ॥

পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ।
কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুহ্যরোগজিৎ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষ-গ্রহণ্যর্শঃক্রিমীন্ হরেৎ।
তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিক্তং কষায়কম্॥
বাতলং কফপিত্তাস্র-কৃচ্ছ্রজিদ্‌গ্রাহি শীতলম্।
তৃড়্‌দাহশমকং বাত-রক্তকুষ্ঠহরং পরম্॥
ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃ-ক্রিমিবাতকফাপহম্।
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদরপ্রণুৎ॥
তদ্ভেদে স্যাৎ কিংশুলুকঃ কিংশুলো হস্তিকর্ণকঃ।
হস্তিকর্ণঃ পরং বৃষ্যো মেধায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ॥

পলাশ ও হস্তিকর্ণ পলাশ।

পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। পলাশ—অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণনাশক, গুল্মঘ্ন, কষায়-কটু-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, গুহ্যজাত-রোগনাশক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বাতাদিদোষ, গ্রহণী, অর্শ ও ক্রিমি নাশক।

পলাশপুষ্প—স্বাদু-তিক্ত-কষায়-রস, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশক।

পলাশফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং ইহা প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর-রোগ নাশক।

আর এক প্রকার বৃহৎ-পত্র পলাশ আছে, তাহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। কিংশুলুক, কিংশুল ও হস্তিকর্ণ এই তিনটী হস্তিকর্ণ পলাশের পর্য্যায়। ইহা অত্যন্ত বৃষ্য এবং মেধা আয়ু ও বল বর্দ্ধক।

অথ শাল্মলিঃ।

শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥
শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্র-হারিণী রক্তপিত্তজিৎ॥
শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

শিমুল।

শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ু, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী, এই কয়েকটী শিমুলের নাম। শিমুল—শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, রসায়ন, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক।

শিমুল-ফুল,—ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য প্রদর রোগ নষ্ট হয়। ইহা মধুর কষায় রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, সংগ্রাহী, বাত-জনক এবং কফ-পিত্তদুষ্টি ও রক্তদুষ্টির নাশক।

অথ মোচরসঃ।

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকোঽপি চ।
মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

মোচরস (শিমুলের আঠা)।

শাল্মলির নির্য্যাসকে মোচরস বলে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্য্যাস, এই কয়েকটী মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়-রস এবং ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহ নাশক।

অথ কূটশাল্মলিঃ।

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ।
কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ॥
ভেদ্যুষ্ণঃ প্লীহজঠর-যকৃদ্‌গুল্মবিষাপহঃ।
ভূতানাহবিবন্ধাস্র-মেদঃশূলকফাপহঃ॥

কুৎসিত শাল্মলিকে রোচন ও কূটশাল্মলি বলে। কূটশাল্মলি—তিক্ত-কটু রস, ভেদক,

উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, প্লীহা, উদর, যকৃৎ, গুল্ম, বিষ, ভূতগ্রহ, আনাহ, বিবন্ধ, রক্ত-দোষ, মেদ, শূল ও কফ নাশক।

অথ ধবঃ।

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃ-পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ।
মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্‌॥

ধাওয়া।

ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর, এই কয়েকটী ধববৃক্ষের পর্য্যায়। ধব—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস এবং ইহা প্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ নাশক। ইহার ফল—অল্প মধুর-রস।

অথ ধন্বঙ্গঃ।

ধন্বঙ্গস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ।
ধন্বঙ্গঃ কফপিত্তাস্র-কাসহৃৎ তুবরো লঘুঃ।
বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃদ্‌ ব্রণরোপণঃ॥

ধামনা গাছ।

ধন্বঙ্গ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও সুতেজন, এই কয়েকটী ধামনার পর্য্যায়। ধন্বঙ্গ—কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কাস নাশক, কষায়রস, লঘু, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, রুক্ষ, ভগ্নসন্ধানকারক ও ব্রণরোপক।

অথ করীরঃ।

করীরঃ ক্রকরোঽপত্রো গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ।
করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ।
দুর্নামকফবাতাম-গরশোথব্রণপ্রণুৎ॥

করীর, ক্রকর, অপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ, এই কয়েকটী এক পর্য্যায়। (ইহা মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় তীক্ষ্ণকণ্টকান্বিত বৃক্ষবিশেষ।) করীর—কটুতিক্তরস, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শ, কফ, বায়ু, আমদোষ, গরদোষ ও ব্রণ নাশক।

অথ শাখোটঃ।

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ।
শাখোটো রক্তপিত্তার্শো-বাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥

শেওড়া গাছ।

শাখোট, পীতফলক, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। শেওড়া—রক্তপিত্ত, অর্শ, বায়ু, কফ ও অতীসার নাশক।

অথ বরুণঃ।

বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকোঽগ্নিদীপনঃ।
বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্‌॥
নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-ক্রিমীংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥

বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও অগ্নিদীপন, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। বরুণ—পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, কষায়-মধুর-তিক্ত-কটু-রস, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত ও ক্রিমি নাশক।

অথ কটভী।

কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।
কটভী তু প্রমেহার্শো-নাড়ীব্রণবিষক্রিমীন্‌॥
হন্ত্যুষ্ণা কফকুষ্ঠঘ্নী কটু রুক্ষা চ কীর্ত্তিতা।
তৎফলং তদ্‌গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ॥

কাঁটা-শিরীষ।

কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর, এই কয়েকটী কাঁটা-শিরীষের পর্য্যায়। কটভী—প্রমেহ, অর্শ, নাড়ীব্রণ, বিষ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস এবং রুক্ষ। কটভীর ফলও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ কফ ও শুক্র নাশক।

অথ মোক্ষঃ।

মোক্ষস্তু মোক্ষকোঽপি স্যাদ্‌গোলীঢো গোলিহস্তথা।
ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ ক্ষারবৃক্ষো দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ॥
মোক্ষকঃ কটুকস্তিক্তো গ্রাহ্যুষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
বিষমেদোগুল্মকণ্ড-বস্তিরুক্‌ক্রিমিশুক্রনুৎ॥

ঘণ্টাপারুলি।

মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ়, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ ও ক্ষারবৃক্ষ, এই কয়েকটী ঘণ্টা-পারুলির নাম। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দুই প্রকার। মোক্ষক—কটু-তিক্ত-রস, ধারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, মেদ, গুল্ম, কণ্ডূ, বস্তিবেদনা, ক্রিমি ও শুক্র নাশক।

অথ জলশিরীষিকা।

শিরীষিকা টিণ্টিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শো-হরী বারিশিরীষিকা॥

জলশিরীষের পত্র শিরীষপত্রের ন্যায়, ইহা জলে জন্মে। শিরীষিকা, টিণ্টিণিকা, দুর্ব্বলা ও অম্বুশিরীষিকা উহার নামান্তর। অম্বুশিরী-ষিকা—ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শ বিনাশক।

অথ শমী।

শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী শিবাফলা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরঃ সাল্পিকা স্মৃতা।
শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ।
কফকাসভ্রমশ্বাস-কুষ্ঠার্শঃক্রিমিজিৎ স্মৃত॥

শাঁইগাছ।

শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবা-ফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী, এই কয়েকটী শমীর পর্য্যায়। ক্ষুদ্র শমীকে শমীর বলে। শমী—তিক্ত-কটু-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, রেচক, লঘু এবং ইহা কফ, কাস, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্রিমি নাশক।

অথ সপ্তপর্ণঃ।

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ।
সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ।
দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ॥

ছাতিম।

সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ, এই কয়েকটী ছাতিমের নাম। ছাতিম—ব্রণ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও গুল্ম নাশক, অগ্নিপ্রদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস এবং সারক।

অথ তিনিশঃ।

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রুর্বঞ্জুলস্তথা।
তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ।
তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডুকৃমিপ্রণুৎ॥

জারুল।

তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল, এই কয়েকটী জারুলের পর্য্যায়। তিনিশ—কষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমি নাশক।

অথ ভূমীসহঃ।

ভূমীসহো দ্বারদারুর্বরদারুঃ খরচ্ছদঃ।
ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ॥

ভূমীসহ, দ্বারদারু, বরদারু ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটী ভূমিসহের নামান্তর। ভূমিসহ—শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্ত-প্রসাদক।

ইতি বটাদিবর্গঃ॥

অথাম্রাদিফলবর্গঃ।

অথাম্রঃ।

আম্রঃ প্রোক্তো রসালশ্চ সহকারোঽতিসৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥
আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ।
অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্‌গ্রাহি বাতলম্॥
আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।
তরুণস্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ॥
আম্রমামং ত্বচাহীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্।
অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ॥
পক্বন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্।
গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্॥
কষায়ানুরসং বহ্নি-শ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্।
তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্॥
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপণম্।
আম্রং কৃত্রিমপক্বঞ্চ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্॥
রসস্যাম্লস্য হীনত্বামাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ।
উষিতং তৎ পরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু॥
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্বাতপিত্তহরং সরম্।
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ॥
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ।
তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ॥
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্।
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্॥
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ
রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা
করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ॥

এতদাম্রবিষয়ং মধুরাম্রপরং ন তু।
মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ॥
শুণ্ঠ্যম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ॥

আম্র, রসাল, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এই কয়েকটী আম্রের পর্য্যায়। আম্রপুষ্প (বৌল)—অতীসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

কচি আম—কষায়-অম্ল-রস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। তরুণ আম্র অর্থাৎ কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আম্রপেশী (আমচুর) বলে। আমচুর—অম্ল-মধুর-কষায়-রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

পাকা আম—মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীর্য্য, কষায়ানুরস এবং অগ্নি, কফ ও শুক্র বর্দ্ধক। ইহা পিত্তকর নহে। গাছপাকা আম—মধুরাম্লরস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কৃত্রিম পক্ব আম্র—অম্লরস-বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্তনাশক। পর্য্যুষিত আম্র অর্থাৎ পক্ব আম্র বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বায়ুপিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে। পক্ব আম্রের গালিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক। আম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, রুচিকারক, চিরপাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়), মধুর-রস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য ও বায়ুনাশক। দুগ্ধ-সংযুক্ত আম্র—শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুর-রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক।

অতিশয় আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি; বদ্ধ-গুদোদর ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, অতএব অত্যন্ত আম্র ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ অম্লরসযুক্ত আম্র-সম্বন্ধে জানিবে, মধুররস-যুক্ত আম্র সম্বন্ধে নহে; যেহেতু মধুর আম্রের চক্ষুর হিত-কারিতাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুণ্ঠীর কাথ পান অথবা সচল লবণের সহিত জীরা সেবন কর্ত্তব্য।

অথাম্রাবর্ত্তঃ।

পকস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দ্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥

আমট।

সুপক্ক আম্রের রস নেকড়ায় ছাঁকিয়া কোন কাপড়ে বিস্তারপূর্ব্বক লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে, শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপে লেপন করিবে, এই প্রকার পুনঃপুনঃ লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। যখন পুরু হইবে, তখন আম্রাবর্ত্ত প্রস্তুত হইল জানিয়া কাপড় হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে।

আম্রাবর্ত্ত (আমসত্ত্ব)—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক এবং রুচিকারক। ইহা সূর্য্যসন্তাপে পক্ক হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে।

অথাম্রবীজম্।

আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্।
ঈষদম্লং মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥

আম্রবীজ—ঈষৎ অম্লসংযুক্ত কষায়-মধুর-রস, ইহা বমি, অতীসার ও হৃদয়ের দাহ নাশক।

অথ নবপল্লবম্।

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্॥

নব আম্রপল্লব রুচিকারক এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

অথাম্রাতকঃ।

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ।
আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্॥
পকন্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্।
তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত-ক্ষতদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

আমড়া।

আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন, এই কয়েকটী আমড়ার সংস্কৃত নাম। অপক্ক আম্রাতক—অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকারক ও সারক। পক্ক আম্রাতক—কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তি-কারক, কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু, বলকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষ নাশক।

অথ রাজাম্রঃ।

রাজাম্রষ্টঙ্ক আম্রাতঃ কামাহ্বো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রং তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু।
গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্ম-বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ।

রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাহ্ব ও রাজ-পুত্রক, এই কয়েকটী রাজাম্রের নামান্তর। রাজাম্র—কষায়-মধুর-রস, বিশদ (অপিচ্ছিল), শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, রুক্ষ, বিবন্ধ ও আধ্মান জনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও পিত্ত-নাশক।

অথ কোশাম্রঃ।

কোশাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ ক্রিমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ।
কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্র-পিত্তব্রণকফাপহঃ।

তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্কন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ॥

কেওড়া।

কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমিবৃক্ষ ও সুকোশক, এই কয়েকটী কেওড়ার নাম। কোশাম্র—কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফ নাশক। কোশাম্রের অপক্ক ফল—ধারক, বায়ুনাশক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক। কোশাম্রের পক্ক ফল—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথ পনসঃ।

পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোঽতিবৃহৎফলঃ।
পনসং শীতলং পক্কং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥
তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্॥
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু।
দাহকৃন্মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্॥
পনসোদ্ভূতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ।
গুরূণি বদ্ধবিট্কানি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ॥
মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ॥

কাঁঠাল।

পনস, কণ্টকিফল, পনশ ও অতিবৃহৎফল, এই কয়েকটী কাঁঠালের সংস্কৃত নাম। পাকা-কাঁঠাল—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মধুর-রস, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। অপক্ক-কাঁঠাল (ইচোড়)—বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, কষায়-মধুর-রস, গুরু, দাহজনক, বলকারক এবং ইহা কফ ও মেদ বর্দ্ধক। কাঁঠালের বীজ—শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-রস, গুরু, মলরোধক ও মূত্র-নিঃসারক। কাঁঠালের মজ্জা—শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। গুল্মরোগাক্রান্ত ও মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কাঁঠাল অহিতকর।

অথ লকুচঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ডহুরিত্যপি।
আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃৎ তথা॥
মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয়রক্তকৃৎ।
শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্॥
সুপক্কং তৎ তু মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তকৃৎ।
কফবহ্নিকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ॥

ডেলো মান্দার।

লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু, এই কয়েকটী ডেলো মান্দারের নাম। অপক্ক ডেলো—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, মধু-রাম্লরস, ত্রিদোষজনক, রক্তকারক, শুক্রঘ্ন, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর অহিতকর। পাকা ডেলো—অম্ল-মধুর-রস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও বিষ্টম্ভ কারক, রুচিকর ও শুক্রজনক।

অথ কদলী।

কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা।
মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্গুরু॥
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃড্দাহ-ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ।
পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥
মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণাস্তেষধিকা ভবন্তি
নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্॥

কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা, এই কয়েকটি কদলীর নাম। কাঁচা-কলা—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, কফঘ্ন, গুরু, স্নিগ্ধ এবং ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ু নাশক। পাকাকলা—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংসবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহ নাশক।

মাণিক্য, মর্ত্ত্য, (মর্ত্ত্যমান), অমৃত ও চম্পকাদি জাতিভেদে কদলী অনেক প্রকার; সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বাহুল্য-

রূপে অবস্থিতি করে। তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘু।

অথ চির্ভিটম্।

চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্।
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পকন্তুষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥

কাঁকুড় ও ফুটী।

চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ ও গোরক্ষকর্কটী, এই কয়েকটী চির্ভিটের নাম। অপক্ক চির্ভিট (কাঁকুড়)—মধুররস, রুক্ষ, গুরু, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা চির্ভিট (ফুটী)—উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ নারিকেলঃ।

নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং
নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি
বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥
নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জূরস্য শিরাংসি তু।
কষায়স্নিগ্ধমধুর-বৃংহণানি গুরূণি চ॥

নারিকেল।

নারিকেল, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল, এই কয়েকটী নারিকেলের পর্য্যায়। নারিকেল-ফল—শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, বলকর এবং ইহা বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক। কোমল নারিকেল—পিত্ত জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক। নারিকেল পরিণত হইলে গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী হয়। ডাবের জল—শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসানাশক, পিত্তঘ্ন, মধুর-রস এবং বস্তিশোধক। নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক (মেথী)—কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু।

অথ কালিন্দম্।

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিন্দং গ্রাহি দৃক্‌পিত্ত-শুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু।
পক্কন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥

তরমুজ।

কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এই কয়েকটী তরমুজের নাম। অপক্ক তরমুজ—ধারক, শীতল, গুরু এবং ইহা দৃষ্টি পিত্ত ও শুক্র নাশক। পক্ক তরমুজ—ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথ খর্ব্বুজম্।

দশাঙ্গুলন্তু খর্ব্বুজং কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
খর্ব্বুজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু॥
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্।
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ॥
রক্তপিত্তকরং তৎ তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্॥

খরমুজ।

খর্ব্বুজকে দশাঙ্গুল বলে। খর্ব্বুজ মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক। যে সকল খর্ব্বুজ সক্ষার-অম্ল-মধুর-রস, তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র কারক।

অথ ত্রপুষম্।

ত্রপুষং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্।
ত্রপুষং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্‌ক্লমদাহজিৎ॥

স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্।
তৎ পক্কমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ।
তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ॥

শশা।

ত্রপুষ, কণ্টকিফল, সুধাবাস ও সুশীতল, এই কয়েকটী শশার পর্য্যায়। কচি শশা—নীলবর্ণ, লঘু, মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, ক্লম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্ত নাশক। পাকা শশা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ু নাশক। শশার বীজ—মূত্রকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ এবং ইহা পিত্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

অথ গুবাকঃ।

খপূরঃ পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু।
ফলং পূগীফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্॥
পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥
আর্দ্রং তদ্গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্॥

সুপারী।

খপূর, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এই কয়েকটি সুপারীর পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ বলা যায়। পূগীফল—গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়-রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক এবং মুখের বিরসতানাশক। অপক্ক সুপারীফল—গুরু, অভিষ্যন্দী এবং অগ্নি ও দৃষ্টি নাশক। স্বিন্ন পূগফল—ত্রিদোষনাশক। যে পূগফলের মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

অথাতৃপ্যম্।

আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজমপি স্মৃতম্।
আতৃপ্যং তৃপ্তিজননং বলপুষ্টিকরং পরম্।
শীতলং স্বাদু হৃদ্যঞ্চ বাতপিত্তপ্রণাশনম্।
রক্তদুষ্টিপ্রশমনং দাহঘ্নং রক্তবর্দ্ধনম্।
শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বান্ত্যুৎক্লেশনিশাতনম্॥

আতা।

আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ও বহুবীজ, এই কয়েকটী আতার পর্য্যায়। আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টি কারক, শীতল, মধুর-রস, হৃদ্য, রক্তবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক। ইহা বাত-পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও বমনবেগ নিবারক।

অথ পারেবতম্।

পারেবতন্তু রৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্।
মধুফলমমৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহ্বম্॥
পারেবতন্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি
বৃষ্যং তৃষাজ্বরবিদাহহরঞ্চ হৃদ্যম্।
মূর্চ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষবিনাশকারি
স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীর্য্যদায়ি॥
মহাপারেবতঞ্চান্যৎ স্বর্ণপারেবতং তথা।
সাম্রাণিজং খারিকঞ্চ রক্তরৈবতকঞ্চ তৎ॥
বৃহৎ পারেবতং প্রোক্তং দ্বীপজং দ্বীপখর্জ্জুরে।
মহাপারেবতং গৌল্যং বলকৃৎ পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং মূর্চ্ছাজ্বরঘ্নঞ্চ পূর্ব্বোক্তাদধিকং গুণৈঃ॥

পেয়ারা।

পারেবত, রৈবত, আরেবত, রৈবতক, মধুফল, অমৃতফল ও পারেবতক, এই সাতটী পেয়ারার পর্য্যায়-শব্দ। পেয়ারা—মধুর রস, বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও শুক্রজনক এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ বিনাশক। আর এক প্রকার পেয়ারা আছে, তাহা অতি বৃহৎ ও গোলাকার। মহাপারেবত, স্বর্ণপারেবত, সাম্রানিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎ পারেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখর্জ্জুর, এইগুলি বড় পেয়ারার পর্য্যায়। ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশক এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

অথ পারীশফলম্।

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্।
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্॥
পারীশক্ষীরযোগেণ প্লীহা গুল্মশ্চ নশ্যতি॥

পেঁপে।

পেঁপে—শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিদীপক, পাচক, সারক, মধুর-রস ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক। পেঁপের ২।১ ফোঁটা আটা কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পূরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

অথ বহুনেত্রম্।

বহুনেত্রফলঞ্চাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সরম্।
বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মলং তর্পণং গুরু॥

আনারস।

আনারসের সংস্কৃত নাম বহুনেত্র। আনারস—অম্ল-মধুর-রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক।

অথ তালঃ।

তালস্তু লেখ্যপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ।
পক্বং তালফলং পিত্ত-রক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্॥
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দি শুক্রদম্।
তালমজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ॥
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ।
তালজং তরুণং তোয়মতীব মাদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষহৃৎ॥

তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত, এই কয়েকটী তালের পর্য্যায়। পক্বতাল—পিত্ত, রক্ত ও কফ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্রজনক এবং ইহা তন্দ্রাজনক, অভিষ্যন্দী ও শুক্রবর্দ্ধক। তালের কোমল মজ্জা—কিঞ্চিৎ মদকারক, লঘু, কফবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং সারক। অম্লীভূত তালরস (তাড়ী)—অত্যন্ত মত্ততাজনক, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতদুষ্টিনাশক।

অথ বিল্বঃ।

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি।
বালং বিল্বফলং বিল্ব-কর্কটী বিল্বপেষিকা॥
গ্রাহিণী কফবাতাম-শূলঘ্নী বিল্বপেষিকা।
বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু॥
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্।
পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥

বেল।

বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। কচি-বেলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে। কচি-বেল—ধারক এবং ইহা কফ, বায়ু, আম-দোষ ও শূল নাশক। অন্যবচনোক্ত গুণ যথা, কচি-বেল—ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায় তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা বায়ু ও কফ নাশক। পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, পূতিবায়ু-জনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুর-রস ও অগ্নিমান্দ্যকর।

অথ কপিত্থঃ।

কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ।
কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥
কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্।
পক্বং গুরু তৃষাহিক্কা-শমনং বাতপিত্তজিৎ।
স্বাদম্লং তুবরং কণ্ঠ-শোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্॥

কয়েৎবেল।

কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধি-ফল ও দন্তশঠ, এই কয়েকটী কয়েৎবেলের সংস্কৃত নাম। অপক্ব কয়েৎবেল—ধারক; কষায়রস, লঘু ও লেখনগুণযুক্ত। পাকা কয়েৎবেল—গুরু, পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও

পিত্ত নাশক, অম্ল-কষায়-রস, কণ্ঠশোধক, ধারক এবং দুষ্পাচ্য।

অথ নারঙ্গঃ।

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাৎ ত্বক্‌সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ।
নারঙ্গং মধুরাম্লং স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।
অপরন্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্॥

নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়, এই কয়েকটী নারাঙ্গী-লেবুর নাম। নারাঙ্গী-লেবু—অম্ল-মধুর-রস, অগ্নির দীপক ও বায়ু-নাশক। অপর এক রকম নারাঙ্গী-লেবু আছে, তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

অথ তিন্দুকঃ।

তিন্দুকঃ স্ফূর্জ্জকঃ কাল-স্কন্ধশ্চ শিতিসারকঃ।
স্যাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু।
পক্বং পিত্তপ্রমেহাস্র-শ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরু॥

গাব।

তিন্দুক, স্ফূর্জক, কালস্কন্ধ ও শিতিসারক, এই কয়েকটী গাবের সংস্কৃত নাম। অপক্ক গাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পাকা গাব—মধুর-রস, গুরু এবং ইহা পিত্ত, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

অথ কুপীলুঃ।

তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ।
কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ॥
কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ।
কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥

কুঁচিলা।

তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক, এই কয়েকটী কুঁচিলার পর্য্যায়। কুঁচিলা—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ু-বর্দ্ধক, মদকারক, লঘু, বেদনানাশক, ধারক এবং ইহা কফ পিত্ত ও রক্ত নাশক।

অথ ফলেন্দ্রঃ।

ফলেন্দ্রঃ কথিতো নন্দো রাজজম্বুর্ম্মহাফলা।
তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা।
রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥

গোলাপজাম।

ফলেন্দ্র, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভি-পত্রা ও মহাজম্বু, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। রাজজম্বু (গোলাপজাম)—মধুর-রস, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুচিকারক।

অথ ক্ষুদ্রজম্বুঃ।

ক্ষুদ্রজম্বুঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা।
জম্বুঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্রদাহজিৎ॥

জাম।

ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা, এই কয়েকটী ক্ষুদ্রজম্বুর পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজম্বু—ধারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহ নাশক।

অথ বদরী।

পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধূর্বদরী কোলমিত্যপি।
ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ॥
অজপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা।
পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ॥
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্।
বৃংহণং পিত্তদাহাস্র-ক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্॥
সৌবীরং লঘু সম্পক্বং মধুরং কোলমুচ্যতে।
কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।
কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্॥
কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ।
অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্॥
স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ।

কুল।

কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোটা, সৌবীর ও বদর এইগুলি বড় কুলের এবং অজপ্রিয়া, কুহা, কোলী ও বিষমোভয়-কণ্টক, এই কয়েকটী ছোট কুলের পর্য্যায়।

কুল অনেক প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে,—

যে কুল পচ্যমান অবস্থাতেই মধুর-রস হয় এবং আয়তনে বৃহৎ, তাহাকে সৌবীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাষায় নারিকুলে কুল বলা যায়। নারিকুলে কুল—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক।

যে বদরী, সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং যাহা সম্যক্ পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহাকে কোল বলে। কোলাখ্য বদর—ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারক।

ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু বলা যায়। কর্কন্ধু—ঈষৎ-মধুর কষায়-তিক্ত-রসান্বিত, অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

শুষ্কবদরী—ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষ নাশক।

অথ পানীয়ামলকম্।

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্।
প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়জিজ্জ্বরঘাতি চ॥

প্রাচীনামলককে লোকে পানী আমলা বলে। প্রাচীনামলক—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন।

অথ লবলী।

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীফলমাশ্মর্শঃ-কফপিত্তহরং গুরু।
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥

নোয়াড়।

সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। লবলীফল—অশ্মরী অর্শ কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, বিশদ, রুচিকারক, রুক্ষ এবং অম্ল-মধুর-কষায়-রস।

অথ করমর্দ্দঃ।

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা।
তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা॥
করমর্দ্দদ্বয়ন্ত্বামমম্লং গুরু তৃষাহরম্।
উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্।
তৎ পক্বং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ॥

করমচা।

করমর্দ্দ, সুষেণ ও কৃষ্ণপাকফল, এই কয়েকটী করমচার সংস্কৃত নাম। অপর এক প্রকার করমর্দ্দ আছে, তাহার ফল, ইহা অপেক্ষা ছোট; তাহাকে করমর্দ্দিকা বলে। এই দ্বিবিধ করমর্দ্দই অপক্ব অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, পিপাসানাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফ জনক। পক্ব অবস্থায় মধুররস, রুচিকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক।

অথ পিয়ালঃ।

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ।
রাজাদনং তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্ধনুষ্পটঃ॥
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্॥
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ॥

পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। পিয়াল—পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। পিয়ালফল—মধুর-রস, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও পিপাসা নাশক। পিয়ালমজ্জা—মধুর-

রস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, হৃদয়-গ্রাহী, অতিশয় দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী এবং আমবর্দ্ধক।

অথ ক্ষীরিকা।

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ।
ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু।
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তি-ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্য ও ক্ষীরিকা, এই কয়েকটী উহার পর্য্যায়। ক্ষীরিকাফল—শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ বিকঙ্কতঃ।

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।
বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ॥

বৈঁচী।

বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাদ্, এই কয়েকটী বৈঁচীর সংস্কৃত নাম। পাকা বিকঙ্কতফল—মধুররস; ইহা বাতাদি সমস্ত দোষ নাশক।

অথ কমলবীজম্।

পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু॥
বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্।
কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পদ্মবীজ।

পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটী, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। পদ্মবীজ—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক, কফজনক, বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, ধারক এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

অথ মখান্নম্।

মখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি।
মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥

মাখ্না।

মখান্ন, পদ্মবীজাভ ও পানীয়ফল, এই তিনটী একপর্য্যায়ক শব্দ। মখান্ন—পদ্মবীজ সদৃশ গুণকারক।

অথ শৃঙ্গাটকম্।

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি।
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্ম-প্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পানীফল।

শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল, এই কয়েকটী পানীফলের সংস্কৃত নাম। পানীফল—শীতবীর্য্য, কষায়-মধুর-রস, গুরু, পুষ্টিকারক, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

অথ কুমুদবীজম্।

উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্।
ভবেৎ কুমুদ্বতীবীজং স্বাদু রুক্ষং হিমং গুরু॥

পণ্ডিতগণ, কুমুদবীজকে কৈরবিণীফল বলিয়া থাকেন। কুমুদবীজ—মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরু।

অথ মধূকঃ।

মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজে তু মধূলকঃ॥
মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্॥
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্॥

মৌল।

মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠীল, এই কয়েকটী মৌল বৃক্ষের নাম। জলজ মৌলকে মধূলক বলে। এই উভয়ের পুষ্প—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক। মৌলফল—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, অহৃদ্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক।

অথ পরূষকম্।

পরূষকন্তু পরুষমল্পাস্থি চ পরাপরম্।
পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু॥
তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র-জ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ॥

ফল্‌সা।

পরূষক, পরুষ, অল্পাস্থি ও পরাপর, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। অপক্ব পরূষ-ফল—অম্ল কষায়-রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। পক্ব পরূষক ফল—মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ু নাশক।

অথ তূদঃ।

তূদলস্তূশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ।
তূলং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্।
তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ॥

তূঁত।

তূদ, তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। পাকা তূঁতফল—গুরু, মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও বায়ু-নাশক। অপক্ব তূঁতফল—গুরু, সারক, অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্তপিত্তকারক।

অথ দাড়িমঃ।

দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ।
তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকম্॥
তং তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্দাহজ্বরনাশনম্।
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥

দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক, এই কয়েকটী দাড়িমের নাম। দাড়িম রস-ভেদে তিন প্রকার; যথা—মধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। তন্মধ্যে মধুর দাড়িম—বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখরোগ নাশক এবং তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায়রস, ধারক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলবর্দ্ধক। অম্লমধুর দাড়িম—অগ্নিদীপ্তি-কারক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্ল দাড়িম—পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ু নাশক।

অথ বহুবারঃ।

বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ।
শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ॥
বহুবারো বিষস্ফোট-ব্রণবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
মধুরস্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ॥
ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ।
তৎ পক্বং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু॥

চাল্‌তা।

বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক, এই কয়েকটী চাল্‌তার নাম। বহুবার—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, বীসর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস, ইহা কেশের হিতকারক। অপক্ব বহুবারফল—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ এবং পিত্ত কফ ও রক্তদোষ নাশক। পাকা বহুবার-ফল—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীর্য্য ও গুরু।

অথ কতকম্।

পয়ঃপ্রসাদি কতকং কতং কতফলঞ্চ তৎ।
কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরম্।
বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥

নির্ম্মলীফল।

পয়ঃপ্রসাদী, কতক, কত ও কতফল, এই কয়েকটি নির্ম্মলীফলের নাম। কতকফল চক্ষুর হিতকর, জলের নির্ম্মলতাকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায় রস ও গুরু।

অথ দ্রাক্ষা।

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহুরা চ গোস্তনী চাপি কর্ত্তিতা॥
দ্রাক্ষা পক্বা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্॥
কোষ্ঠমারুতকৃদ্‌বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাস-বাতবাতাস্রকামলাঃ॥
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসংমোহ-দাহশোষমদাত্যয়ান্।
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥
বৃষ্যা স্যাদ্‌গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ॥
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বী সাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ।
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা॥

কিস্‌মিস্—আঙ্গুর।

দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা ও গোস্তনী, এই কয়েকটি দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পাকাদ্রাক্ষা—সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, মধুরবিপাক, কষায়-মধুর-রস, স্বরপ্রসাদক, মলমূত্রনিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচি জনক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয়রোগ নাশক। অপক্ব দ্রাক্ষা—অপেক্ষাকৃত অল্প-গুণযুক্ত, ইহা অম্লরস ও রক্তপিত্তকারক। গোস্তনীদ্রাক্ষা অর্থাৎ মুনক্কা—শুক্রবর্দ্ধক, গুরু ও পিত্তনাশক।

অল্প-বীজসংযুক্ত ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে কিস্‌মিস্ বলে, উহা—মুনক্কার তুল্য গুণবিশিষ্ট।

পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা, লঘু, অম্লরস এবং কফ ও অম্লপিত্তকারক।

করমর্দ্দিকা পর্ব্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণকারক।

অথ ক্ষুদ্রখর্জ্জুরী পিণ্ডখর্জ্জুরী চ।

ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা।
তথা স্কন্ধফলা কাক-কর্কটী স্বাদুমস্তকা॥
পিণ্ডখর্জ্জূরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ।
খর্জ্জূরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্ত্যতে।
খর্জ্জূরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু।
তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ্‌বল্যং বান্তিবাতকফাপহম্।
জ্বরাতিসারক্ষুত্তৃষ্ণা-কাসশ্বাসনিবারকম্॥
মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।
মহত্তিশ্চ গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জূরিকা স্মৃতা॥
খর্জ্জূরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ॥

খেজুর, পিণ্ডখেজুর ও সোহারা।

ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এই কয়েকটী ক্ষুদ্র খর্জ্জূরীর নাম। অপর এক প্রকার খর্জ্জূর পশ্চিমপ্রদেশে জন্মে, উহাকে পিণ্ডখর্জ্জূরিকা বলে। আর এক প্রকার খর্জ্জূর দ্রাক্ষার ন্যায় আকৃতিমান্, উহা দ্বীপান্তর হইতে আগত, এখন পশ্চিম প্রদেশে জন্মে, যাহা হিন্দী ভাষায় সোহারা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিন প্রকার খর্জ্জূর—শীতবীর্য্য, মধুর-রস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, বায়ু, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা,

মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগ নাশক। ক্ষুদ্রখর্জ্জুরিকা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট। খর্জ্জুরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির দীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অথ সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুরীভেদঃ)।

সুনেপালী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা।
সুনেপালী শ্রমভ্রান্তি-দাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তহৃৎ॥

সুনেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুর-বিশেষ)—শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ বাতাদঃ।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্গুরুঃ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্॥

বাদাম।

বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল, এই কয়েকটী বাদামের নাম। বাদাম—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু। বাদামের মজ্জা—মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফকারক। ইহা রক্তপিত্তরোগির পক্ষে হিতজনক নহে।

অথ সেবম্।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ॥

সেউফল।

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকাফল, এই কয়েকটী সেউফলের পর্য্যায়। সেবফল—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অথামৃতফলম্।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্ হরেদ্ দোষান্।
দেশেষু মুদ্গলানাং বহুলং তজ্জাতে লোকৈঃ॥
(যেষ্বদক্সান-কাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষ নাসপাতি ইতি প্রসিদ্ধম্।)

নাসপাতি।

বদক্সান্ কাবুল প্রভৃতি দেশে অমৃতফল নাসপাতি নামে প্রসিদ্ধ। অমৃতফল—লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক। ইহা মোগলদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

অথ পীলুঃ।

পীলুর্গুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ॥

পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল, এই কয়েকটী একার্থবাচক শব্দ। পীলু—কফঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। মধুর-তিক্ত-রসান্বিত পীলু ত্রিদোষনাশক। তাহা অতি উষ্ণবীর্য্য নহে।

অথাক্ষোটঃ।

পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
অক্ষোটকোঽপি বাতাদ-সদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ॥

আখ্‌রোট।

অক্ষোট ও কর্পরাল এই দুইটি, পর্ব্বতজাত পীলুর (আখ্‌রোটের) নাম। আখ্‌রোট—বাদামের তুল্য গুণদায়ক, ইহা কফ ও পিত্ত কারক।

অথ বীজপূরঃ।

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্তহরং কণ্ঠ-জিহ্বাহৃদয়শোধনম্।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥

টাবালেবু।

বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক, এই কয়েকটী টাবাগাছের নাম। টাবালেবু—অম্ল-মধুর-রস, অগ্নির দীপক, লঘু, রক্তপিত্ত-নাশক, কণ্ঠ জিহ্বা ও হৃদয় শোধনকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা নাশক।

অথ মধুকর্কটী।

বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা॥

বাতাবি লেবু।

অন্য এক প্রকার বীজপূর আছে, তাহাকে মধুর ও মধুকর্কটী বলে। মধুকর্কটী (বাতাবি)—মধুররস, রুচিকারক, শীত-বীর্য্য, গুরু, এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম নাশক।

জম্বীরদ্বয়ম্।

স্যাজ্জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভ-জম্ভীর-জম্ভলাঃ।
জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ॥
শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ।
আস্যবৈরস্যহৃৎ-পীড়াবহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ॥
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারিণী॥

গোঁড়ালেবু।

জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল, এই কয়েকটী জম্বীরের নাম। জম্বীর (গোঁড়া-লেবু)—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস এবং বায়ু, কফ, বিবন্ধ, শূল, কাস, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক। ক্ষুদ্র জম্বীরও উক্ত প্রকার গুণদায়ক, ইহা তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

অথ নিম্বুঃ।

নিম্বুঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীর্ত্তিতম্।
নিম্বুকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু॥

অন্যচ্চ—

নিম্বুকং ক্রিমিসংহনাশনং তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহম্।
বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্॥
ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্।
গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

কাগজী ও পাতিলেবু।

নিম্বু, নিম্বুক ও নিম্বূক, এই তিনটী একার্থ-বাচক শব্দ। নিম্বু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং নিম্বুক ও নিম্বূক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ জানিবে। নিম্বুক—অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক ও লঘু।

নিম্বু—ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্লরস, উদর-রোগনাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল-রোগে হিতকর; যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিত-জনক। ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, বিষদুষ্ট, গলরোগ, বদ্ধগুদ ও বিসূচিকারোগে প্রযোজ্য।

অথ মিষ্টনিম্বুঃ।

মিষ্টনিম্বুফলং স্বাদু ও গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দি হরং বল্যং বৃংহণম্॥

কমলা লেবু।

মিষ্টনিম্বুফল—মধুররস, গুরু, কফোৎ-ক্লেশী এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমি নাশক। ইহা বলকারক ও পুষ্টিজনক।

অথ কর্ম্মরঙ্গম্।

কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালশ্চ বৃহদম্লো রুজাকরঃ।
কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ॥

কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর, এই কয়েকটী কামরাঙ্গার সংস্কৃত নাম। কামরাঙ্গা—শীতবীর্য্য, ধারক, অম্ল-মধুর-রস এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথাম্লিকা।

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী কাচতিন্তিড়ী॥
অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত-হরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্বা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

তেঁতুল।

অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী ও কাচতিন্তিড়ী, এই কয়েকটী তেঁতুলের সংস্কৃত নাম। কাঁচাতেঁতুল—অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক; ইহা রক্তপিত্ত ও কফজনক। পাকাতেঁতুল—অগ্নির দীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ ও বায়ু নাশক।

অথ ম্লেচ্ছাম্লিকা।

ম্লেচ্ছাম্লিকা পারসীকফলং তদ্রোচনং সরম্॥

আলুবোখারা।

ম্লেচ্ছাম্লিকা ও পারসীকফল, এই দুইটী আলুবোখারার নাম। আলুবোখারা রুচিকারক ও অল্প বিরেচক।

অথাম্লবেতসঃ।

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ।
অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥
হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্।
রুক্ষং বিণ্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্॥
হিক্কানাহারুচিশ্বাস-কাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ।
কফবাতাময়ধ্বংসি চ্ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ।
চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লোহসূচীদ্রবত্বকৃৎ॥

থৈকল।

অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধী ও সহস্রনুৎ, এই কয়েকটী অম্লবেতসের পর্য্যায়। অম্লবেতস—অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নির দীপক, পিত্তবর্দ্ধক, রোমহর্ষজনক এবং রুক্ষ। ইহা হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ ও বায়ুরোগ নাশক। ইহা ছাগমাংসের দ্রবত্বসম্পাদক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ছাগমাংস সহজে দ্রবীভূত হয়। অম্লবেতস চণকাম্ল সদৃশ গুণকারক; ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রবীভূত হয়।

অথ বৃক্ষাম্লম্।

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্॥
পক্বন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু।
অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ।
তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্ম-শূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ॥

মহাদা।

বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক, এই কয়েকটী মহাদার পর্য্যায়। অপক্ব বৃক্ষাম্ল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কফকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। পক্ব বৃক্ষাম্ল—গুরু, ধারক, কটু-কষায়-অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, কফজনক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা পিপাসা, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও ক্রিমি নাশক।

অথ চতুরম্লপঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্।

অম্লবেতসবৃক্ষাম্ল-বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ।
চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ॥

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহজ্জম্বীর ও কাগজী-লেবু, এই চারিটীর সংযোগকে চতুরম্ল এবং এই চতুরম্লের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলে।

ইতি ফলবর্গঃ॥

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ।

অথ স্বর্ণম্।

স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্।
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্॥
চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ।
জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি॥
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভম্
তারং শুল্বোজ্‌ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ॥
তচ্ছ্বেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহে ছেদেঽসিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্॥
সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্।
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তি-বাগ্‌বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ॥
বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণ-
মশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্‌যত্নতস্ততঃ॥

সোণা।

স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামী-কর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত, এই কয়েকটী সুবর্ণের পর্য্যায়। যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষে কুঙ্কুম সদৃশ; যাহা রূপা ও তামা বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও ভারযুক্ত, সেই স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত ও স্তরবৎ; যাহা দগ্ধ করিলে ও ছেদন করিলে অসিতবর্ণ, কষে শ্বেতবর্ণ, লঘু ও দলে পুরু থাকিলেও পাত করিবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য। সুবর্ণ—শীত-বীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পা-দক এবং ইহা স্থাবর-বিষ, জঙ্গম-বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও যক্ষ্মরোগ নাশক।

অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, গ্লানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অত-এব উহা শোধন ও জারণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

অথ রজতম্।

রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে চ্ছেদে ঘনক্ষমম্॥
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্।
কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু॥
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্॥
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্॥
তারং শরীরস্য করোতি তাপং
বিদ্ধং ঘনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্।
বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং
মহাগদান্ পোষয়তি হ্যশুদ্ধম্॥

রূপা।

রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ, এই কয়েকটী রূপার পর্য্যায়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ ও কোমল, যাহা দগ্ধ বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, যাহা আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিতে ফাটিয়া না যায়, যাহা চন্দ্রের ন্যায় বিপুল প্রভা সম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত, লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট। রূপা—শীতবীর্য্য, অম্ল-কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখনগুণযুক্ত। ইহা বায়ু, পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট করে।

অশোধিত রৌপ্য শরীরের তাপজনক; ইহা শুক্র, বল, বীর্য্য ও শরীরের পুষ্টি বিনাশক এবং মহৎ রোগসমূহের উৎপাদক।

অথ তাম্রম্।

তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতম্।
রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লৌহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।
কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লৌহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥
তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥
পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং ক্রিমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ।
একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেঽষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ।
বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা॥

তামা।

তাম্র, ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর রবিপ্রিয় ও ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্যপর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ তামের পর্য্যায়। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চিক্কণ, কোমল, ঘাতসহ এবং লৌহ ও সীসক বর্জ্জিত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যাহা কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্তব্ধ, লৌহ ও সীস মিশ্রিত এবং আঘাত লাগিলে যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা অপকৃষ্ট। তাম্র—কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্ল-রস, কটুবিপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, অল্প বৃংহণ; এবং ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূল প্রশমক। অশোধিত তাম্র—বিষ অপেক্ষাও অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক, যেহেতু বিষে একটী দোষ, অবিশুদ্ধ তাম্রে—ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, বমনবেগ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আটটি দোষ বিদ্যমান আছে। অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করিবে।

অথ বঙ্গম্।

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপুঃ প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি।
ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে॥
উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকন্ত্ববরং মতম্।
রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥
সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥

রাঙ্।

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট, এই কয়েকটী

বঙ্গের পর্য্যায়। বঙ্গ দুই প্রকার; যথা— ক্ষুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাস-রোগ নাশক। সিংহ যেরূপ হস্তিসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গ তদ্রূপ সমস্ত প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সুখদায়ক, ইন্দ্রিয়-গণের প্রবলতা-সম্পাদক ও নিশ্চয়ই মানবের পুষ্টিবিধায়ক।

অথ যসদম্।

যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।
যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

দস্তা।

দস্তাধাতু বঙ্গ সদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ। দস্তা—কষায়-তিক্ত-রস, শীত-বীর্য্য, চক্ষুর হিতসম্পাদক এবং ইহা কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

অথ সীসম্।

সীসং ব্রধ্নঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।
সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্॥
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি
ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ॥
পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ
কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্।
কণ্ডূং প্রমেহানিলসাদশোথ-
ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ॥
('নাগনামকম্' নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি।)

সীসক।

সীস, ব্রধ্ন, বপ্র ও যোগেষ্ট এবং নাগ বাচক সমস্ত শব্দ, সীসকের পর্য্যায়। সীসক— বঙ্গের তুল্য গুণকারক। ইহা প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। এই সীসক জারণপূর্ব্বক সতত সেবন করিলে শতনাগের তুল্য বল এবং রোগসমূহের নাশ, শরীরের উপচয়, অগ্নির দীপ্তি, কাম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে।

অজারিত বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে অতি কষ্টতম কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডু, প্রমেহ, বায়ু-রোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হয়।

অথ লোহম্।

লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী।
গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা।
অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু॥
লোহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ॥
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহকৃমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥
ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেদ্ হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্॥
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ॥

লৌহ।

লৌহ অস্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও ক্লীব-লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। লোহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স, এই কয়েকটী লৌহের পর্য্যায়। লৌহের সাতটী দোষ; যথা,— গুরুতা, কঠিনতা, উৎক্লেদকারিতা, মূর্চ্ছাজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ এবং দুর্গন্ধ। লৌহ—তিক্ত-মধুর-কষায়-রস, সারক, শীত-বীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ নাশক। লৌহের মল অর্থাৎ মণ্ডুর লৌহতুল্য গুণদায়ক। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব, কুষ্ঠ,

হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস, বিবিধ বেদনা ও বাতাদির প্রকোপ হয়। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

লৌহ-সেবী ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন।

অথ সারলোহম্।

ক্ষমাভৃচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপয়েৎ।
লোহে স্যুর্যত্র সূক্ষ্মাণি তৎ সারমভিধীয়তে॥
লোহং সারাহ্বয়ং হন্যাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যপোহতি॥

সারলৌহ।

অম্ললেপন করিলে যে লৌহাঙ্গগুলি পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র হয়, তাহাকে সারলৌহ বলা যায়। সারলৌহ,—গ্রহণী, অতীসার, অর্শ, অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস নাশক।

অথ কান্তলোহম্।

যৎপাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে
হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্বকল্কঃ।
তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং
কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলোহং তদুক্তম্॥
গুল্মোদরার্শঃশূলামমামবাতং ভগন্দরম্।
কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ॥
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্।
সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলোহং ন সংশয়ঃ॥
বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

কান্তলৌহ।

যে লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জলে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসৃত না হয় এবং যাহাতে হিঙ্গু ভাজিলে হিঙ্গু নিজ গন্ধ ত্যাগ করে, নিম্ববল্কল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ তপ্ত করিলে ফাঁপিয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না এবং যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে সেই ছোলা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কান্তলৌহ বলে।

কান্তলৌহ—গুল্ম, উদর, অর্শ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, শিরোরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনাশ করে। ইহা বল, বীর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নি কারক।

অথ মণ্ডূরম্।

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
লোহসিংহানিকা কিট্টং সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে।
যল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্॥

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর বলে। লোহসিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান, ইহারা মণ্ডূরের পর্য্যায়। মণ্ডূর—লৌহসদৃশ গুণযুক্ত। যে লৌহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডূরেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথোপধাতবঃ।

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণ-মাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্।
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু॥
উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি কিন্ত্বেষু তে গৌণাস্তত্তদংশাল্পভাবতঃ॥

উপধাতুও সাতটী; যথা,—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতিয়া, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর এবং শিলাজতু। যে যে ধাতুর যে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের উপধাতুরও সেই সেই গুণ জানিবে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অল্প, যেহেতু উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্প পরিমাণই থাকে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকম্।

স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ॥
কিঞ্চিৎস্বর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্।
উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎস্বর্ণগুণান্বিতম্॥
কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণাস্ততঃ।
ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে॥
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ।
সুবর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্॥
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ

তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু, ইহারা স্বর্ণমাক্ষিকের পর্য্যায়। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণধাতুর উপধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে। স্বর্ণমাক্ষিকে স্বর্ণের গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবস্থিতি করে, এ কারণ স্বর্ণের অভাবে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং স্বর্ণ অপেক্ষা অল্প গুণ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে যে, স্বর্ণের গুণমাত্র অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকা প্রযুক্ত অপরাপর গুণও ইহাতে আছে। স্বর্ণমাক্ষিক—মধুর-তিক্ত-রস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষ নাশক। অবিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক—মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অথ তারমাক্ষিকম্।

তারমাক্ষিকমন্যত্তু তস্তবেদ্রজতোপমম্।
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্।
অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণং স্মৃতম্।
ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ।
স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ-তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্॥
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ॥

তারমাক্ষিক রূপার উপধাতু, ইহা রূপার তুল্য গুণযুক্ত। কিঞ্চিৎ-রূপা সংশ্লিষ্ট থাকা প্রযুক্ত ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। রূপা অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও তাহা অপেক্ষা অপ্রধান। তারমাক্ষিকে যে কেবল রূপার গুণ সকল অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও আছে। তারমাক্ষিক—কিঞ্চিৎ-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক। অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক যেরূপ মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বলনাশক, বিষ্টম্ভী এবং নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে, অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিকও তদ্রূপ কার্য্যকারী জানিবে।

অথ তুত্থম্।

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।
তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ॥
কিঞ্চিত্তাম্রগুণং তদ্বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ।
তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তদ্গুণম্॥

তুঁতে।

তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক, ইহারা তুঁতিয়ার পর্য্যায়। তুঁতিয়া তাম্রের উপধাতু। কিঞ্চিৎ-তাম্রাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার গুণ তাম্রের তুল্য, কিন্তু অপ্রধানতা হেতু ইহাতে

তাম্রের গুণ সকল অতি অল্প পরিমাণে আছে এবং বক্ষ্যমাণ অপরাপর গুণ সকলও ইহাতে অবস্থিতি করে। তুঁতিয়া—সক্ষার, কটু-কষায়-রস, বমনকারক, লঘু, লেখনগুণ-যুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক। খর্পরও তুঁতিয়ার ন্যায় গুণকারক।

অথ কাংস্যম্।

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্।
উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ॥
কাংস্যস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
কাংস্যং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরং পরম্॥

কাঁসা।

তাম্র ও বঙ্গ, এই উভয় ধাতুর সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, এ কারণ উহাকে উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যাইতে পারে। কাংস্য, ঘোষ ও কংসক, এই কয়েকটী কাঁসার সংস্কৃত নাম। কাঁসার গুণ, তাহার উপাদান-কারণের তুল্য জানিবে, কিন্তু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ-প্রভাবে ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। কাঁসা—কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, রুক্ষ এবং ইহা কফপিত্তনাশক।

অথ পিত্তলম্।

পিত্তলন্ত্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতিব্র্ক্ষরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ॥
রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাৎ তাম্রস্য যসদস্য চ।
পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
রীতিকাযুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে।
শোধনং পাণ্ডুরোগঘ্নং কৃমিঘ্নং নাতিলেখনম্॥

পিত্তল, আরকূট, আর ও রীতি, এই কয়েকটী পিত্তলের পর্য্যায়। রাজপিত্তলকে কপিলা, ব্রহ্মরীতি ও পিঙ্গলা বলে। পিত্তল—তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু। পিত্তলের গুণ, তাহার উপাদান-কারণের তুল্য, কিন্তু সংযোগপ্রভাবে তাহাতে অপরাপর গুণও অবস্থিতি করে। উভয়বিধ পিত্তলই রুক্ষ, তিক্ত-লবণ-রস, শোধনকারক, পাণ্ডু-রোগ ও ক্রিমি নাশক। ইহা অতিশয় লেখন গুণযুক্ত নহে।

অথ সিন্দূরম্।

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজম্।
সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহম্।
ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্॥

সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ, এই কয়েকটী সিন্দূরের পর্য্যায়। ইহা সীসকের উপধাতু, এ কারণ উহার গুণ সীসকের ন্যায় এবং অপর দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। সিন্দূর—উষ্ণবীর্য্য, বীসর্পঘ্ন, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক, বিষাপ-হারক, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক এবং ব্রণরোপক।

অথ শিলাজতু।

নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্বিধম্।
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি॥
গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্।
শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্॥
ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেদাশ্মশর্করাঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্॥
অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরক্রিমীন্।
সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ॥
মধুরং কটু তিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ।
রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ॥

তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে।
লৌহং জটায়ুপক্ষাভং তৎ তিক্তং লবণং ভবেৎ।
বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্॥

গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত পর্ব্বত হইতে যে ধাতুর সার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলা যায়। শিলাজতু চারিপ্রকার, যথা—সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ, এই কয়েকটী শিলাজতুর পর্য্যায়। শিলাজতু—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং ইহা কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমি নাশক।

সৌবর্ণ-শিলাজতু—জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কটুতিক্তমধুররস, শীতবীর্য্য এবং কটুবিপাক। রাজত-শিলাজতু—শ্বেতবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুরবিপাক। তাম্র-শিলাজতু—ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। লৌহ-শিলাজতু—জটায়ুর পক্ষ সদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই লৌহ-শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ রসঃ।

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ॥
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।
চপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ॥
পারদঃ ষড়্‌রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদাদৃষ্টিবলপ্রদঃ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥

রসায়নার্থী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পারদ আস্বাদিত (সেবিত) হয় বলিয়া ইহাকে রস বলে। পারদকে ধাতুও বলা যায়। পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস ও সূত এবং শিব-বাচক যাবতীয় শব্দ পারদের পর্য্যায়। পারদ—মধুরাদি ছয় রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত শুক্রকারক, চক্ষুর বলপ্রদ ও সর্ব্বরোগনাশক। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক।

অথোপরসাঃ।

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঽঞ্জনং টঙ্কণং
রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্।
কাসীশং রসকং কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকং
সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্গুণৈঃ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঽঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, চুম্বক, ফট্‌কিরী, শঙ্খ, খড়ী, গেরিমাটী, হীরাকস, খর্পর, কড়ি, বালুকা, বোল, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্যে রসের কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলা যায়।

অথ হিঙ্গুলম্।

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং চিত্রাঙ্গং চূর্ণপারদম্।
দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ॥
হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্গুণবানুত্তরোত্তরম্॥
চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ স পীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥
ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্।
হিঙ্গুলং তস্য সূতস্ত শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ॥

হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ, এই গুলি হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার, যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ নামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক। চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাপুষ্পসদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

শোধিত হিঙ্গুল—তিক্ত-কষায়-কটু-রস এবং ইহা চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষ নাশক।

ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরু যন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তত হয়, তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ, সুতরাং পুনরায় তাহার শোধন করিবে না।

অথ গন্ধকঃ।

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি।
সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বলবসাপি চ॥
চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ॥
রক্তো হেমক্রিয়াসূক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে।
ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্লভঃ॥
গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবীসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ॥
অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং
করোতি তাপং বিষমং শরীরে।
সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ
শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্॥
("শ্রেষ্ঠঃ" হেমক্রিয়াদিষু সর্ব্বত্র প্রশস্ততরঃ।)

গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলবসা, এই কয়েকটী গন্ধকের নাম। গন্ধক বর্ণভেদে চারি প্রকার, যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিত-বর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ এবং ব্রণবিলেপন কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক, স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

গন্ধক—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, রসায়ন এবং ইহা কণ্ডূ, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ু নাশক। অপরিশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠজনক, দেহের সন্তাপকারক এবং ইহা সৌখ্য, রূপ, বল, ওজোধাতু, শুক্র ও রক্ত নাশক।

অথাভ্রম্।

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
মুঞ্চত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্।
অজ্ঞানাদ্ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্।
দর্দ্দুরস্ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম্॥
গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ॥
নাগস্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি।
তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্॥
বজ্রন্তু বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ।
সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ॥
অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্।
দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্।
অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-প্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ॥
রোগান্ হন্তি দৃঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব।
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥
পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং
কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্।
হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধ-
মভ্রন্ত্বসিদ্ধং গুরু তাপদং স্যাৎ॥

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অভ্র আছে। তন্মধ্যে পিনাক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দলসঞ্চয় হয় অর্থাৎ স্তবকাকারে সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠ-রোগ উৎপন্ন হয়। দর্দ্দুর নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা গোল গোল আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই জাতীয় অভ্র ভক্ষণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। নাগাভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎ-কার সদৃশ শব্দ হয়, উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দররোগ জন্মে। বজ্রাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অব-স্থিত করে, কোন প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। উহা অন্য সকল প্রকার অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্র—ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু নিবারক। উত্তরদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্র

অত্যন্ত সত্ত্ববান্ ও গুণদায়ক। দক্ষিণ পর্ব্বত-জাত অভ্র অল্পসত্ত্বসম্পন্ন ও অল্পগুণযুক্ত।

অভ্র—কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক এবং ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমি নাশক।

জারিত অভ্র নিত্যসেবিত হইলে, তাহা রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, অত্যন্ত কোমলতাজনক, পরমায়ুবর্দ্ধক, পুত্রজনক, অকাল-মৃত্যুনাশক ও রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

অশোধিত অভ্র—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদ্গত ও পার্শ্বগত বেদনা উৎপাদক। অশুদ্ধ অভ্র শরীরের গুরুতা ও সন্তাপ উৎপাদক।

অথ হরিতালম্।

হরিতালন্তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রঞ্চাভ্রপত্রবৎ।
পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্।
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথাগুরু॥
স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।
হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্॥
হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাং
সৃজতি চ বহুতাপানঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্।
বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যা-
দিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্॥

হরিতাল, তাল, আল ও তালক, এই কয়েকটী হরিতালের নাম। হরিতাল দুই প্রকার, পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল গুণে শ্রেষ্ঠ, পিণ্ডসংজ্ঞক হরিতাল উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। পত্রাখ্য হরিতাল সুবর্ণবর্ণ, ভারবহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডাখ্য হরিতাল স্তরহীন, পিণ্ডসদৃশ, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক। হরিতাল—কটু-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, কেশ ও ব্রণ নাশক। অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল শরীরের লাবণ্যনাশক, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং ইহা বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদক।

অথ মনঃশিলা।

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥
মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রমথ কুর্য্যাৎ॥

মনছাল।

মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি, এই কয়েকটী মনঃশিলার নাম। মনঃশিলা—গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, কটুতিক্তরস, স্নিগ্ধ এবং ইহা বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ ও রক্তদোষ নাশক। অবিশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি হয় এবং নিশ্চয়ই ক্রিমি, মলমূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অথ সৌবীরম্।

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কাপোতাঞ্জনমিত্যপি।
তৎ তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্॥
বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥
স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরং তৎ তু পাণ্ডুরম্।
স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ॥
কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি ছর্দ্দিবিষাপহম্।
সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ॥
স্রোতে ঽঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ।
কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥

অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন, এই তিনটী স্রোতোঽঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঞ্জন বল্মীকের শিখর তুল্য আকৃতি বিশিষ্ট ; ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরদেশে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। সৌবীরাঞ্জন স্রোতোঞ্জনের তুল্য, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ।

স্রোতোঞ্জন—মধুর-কষায়-রস, চক্ষুর হিত কারক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং ইহা বমি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক, সৌবীরাঞ্জনও স্রোতোঞ্জনসদৃশ গুণদায়ক, কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঞ্জনই উৎকৃষ্ট।

অথ টঙ্কণঃ।

টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ॥
(অয়মুপরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ।)

সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, বায়ু ও পিত্ত বিনাশক।

অথ স্ফটী।

স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা।
দৃঢ়রঙ্গা রঙ্গদা চ রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে॥
স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী॥

ফট্‌কিরী।

স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা ও রঙ্গাঙ্গা, এই কয়েকটী ফট্‌কিরীর নাম। ফট্‌কিরী—কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, যোনিসঙ্কোচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বীসর্পরোগ নাশক।

অথ রাজাবর্ত্তঃ।

রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ।
রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ॥

রাজাবর্ত্ত (স্ফটিকবিশেষ) কটুতিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং ইহা প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ চুম্বকঃ।

চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লোহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ॥

যে কান্ত দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কান্তপাষাণ ও চুম্বক বলে। চুম্বক—লেখন, শীতবীর্য্য এবং ইহা মেদ, বিষ ও গরদোষ নাশক।

অথ গৈরিকং সুবর্ণ-গৈরিকঞ্চ।

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা।
সুবর্ণ-গৈরিকন্ত্বন্যৎ ততো রক্ততরং হি তৎ॥
গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফহিক্কাবিষাপহম্॥

গেরিমাটী।

গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ, এই কয়েকটী গেরিমাটীর সংস্কৃত নাম। গৈরিক দুই প্রকার—সামান্য-গৈরিক ও সুবর্ণ-গৈরিক। সামান্যগৈরিক অপেক্ষা সুবর্ণ-গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ। এই উভয় প্রকার গৈরিকই—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা দাহ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, কফ, হিক্কা ও বিষ নাশক।

অথ খটী গৌরখটী চ।

খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।
খটিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ॥
লেপাদেতদ্গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা
খটী গৌরখটী দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে॥

খড়ী।

খটিকা, কঠিনী ও লেখনী, এই কয়েকটী খড়ীর সংস্কৃত নাম। খটিকা—মধুর ও শীতল। ইহা লেপনে দাহ বিষ ও শোথ নষ্ট করে। ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার ন্যায় গুণদায়ক হয়। খটিকা দুই প্রকার। সামান্য খটী ও গৌর-খটী, ইহারা উভয়েই তুল্য গুণ।

অথ বালুকা।

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম-শর্করা শীতলাপি চ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী॥

বালুকা, সিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা, এই কয়েকটী বালুকার নাম। বালুকা—লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত বিনাশক।

অথ খর্পরীতুত্থম্।

খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যৎ তদ্রসকং স্মৃতম্।
যে গুণাস্তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ॥

খর্পরীতুত্থক তুঁতিয়ার ভেদমাত্র। রসক, ইহার নামান্তর। তুঁতিয়ার যেরূপ গুণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথ কাশীশম্।

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি।
তদেব কিঞ্চিৎ পীতন্তু পুষ্পকাশীশমুচ্যতে॥
কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা।
বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডূবিষপ্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্র-নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

হীরাকস্।

কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ, এই কয়েকটী হীরাকসের সংস্কৃত নাম। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ কাশীশকে পুষ্পকাশীশ বলে। হীরাকস—অম্ল তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কেশের হিতকর এবং ইহা বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগ নাশক।

অথ সৌরাষ্ট্রী।

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাঙ্ক্ষী মৃত্তালকসুরাষ্ট্রজে।
আঢ়কী চাপি সা প্রোক্তা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা।
স্ফটিকায়া গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥

সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাঙ্ক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা, এই কয়েকটী সৌরাষ্ট্রীর নাম। ফট্‌কিরীর যে গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকাতেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে।

অথ কৃষ্ণমৃত্তিকা।

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্র-প্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥

কৃষ্ণমৃত্তিকা—ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ কর্দ্দমঃ।

কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তিশোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ॥

কর্দ্দম—দাহ, পিত্তজ রোগ ও শোথ-নাশক; শীতবীর্য্য এবং সারক।

অথ বোলম্।

বোলং গন্ধরসং প্রাণ-পিণ্ডগোপরসাঃ সমাঃ।
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্॥
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ দাহস্বেদত্রিদোষজিৎ।
জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥

বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস, এই কয়েকটী বোলের পর্য্যায়। বোল—রক্ত-নাশক, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, অগ্নির দীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্ত-রস, গর্ভাশয়-বিশোধক এবং ইহা দাহ, স্বেদ, ত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠ নাশক।

অথ কঙ্কুষ্ঠম্।

কঙ্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্।
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকম্।
কৃমিশোথোদরাধ্মান-গুল্মানাহকফাপহম্॥

কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক, এই কয়েকটী কঙ্কুষ্ঠের নাম। কঙ্কুষ্ঠ—রেচক, তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণপ্রদ এবং ইহা ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফ নাশক।

অথ রত্নস্য নিরুক্তিঃ।

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

ধনাভিলাষী সমস্ত লোকই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয়, এ কারণ শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন।

অথ রত্নানাং নিরূপণম্।

রত্নং গারুত্মতং পুষ্প-রাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

রত্ন নয়টী, যথা—হীরা, গারুত্মত (পান্না,) পুষ্পরাগমণি, মাণিক্য (পদ্মরাগ), ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি), গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল।

অথ হীরকঃ।

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ।
স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ॥
শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ॥
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ।
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ॥
তেঽপি স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ॥
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ॥
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা।
পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর, এই কয়েকটী হীরার নাম। হীরক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই চারি প্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং কৃষ্ণ-বর্ণ হীরক শূদ্র নামে কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ (শ্বেতবর্ণ হীরক) প্রশস্ত, ইহা সমস্ত ক্রিয়াতে সিদ্ধি-দায়ক; ক্ষত্রিয় জাতি (রক্তবর্ণ) হীরক রোগ-নাশক এবং জরা ও অকালমৃত্যু নিবারক; বৈশ্যজাতীয় (পীতবর্ণ) হীরক সম্পত্তি-প্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক এবং শূদ্র-জাতীয় (কৃষ্ণবর্ণ) হীরক রোগনাশক ও বয়ঃ-স্থাপক। স্ত্রী, পুং ও নপুংসকভেদেও হীরকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যথা—যে হীরক সুন্দর-গোলাকার, সম্পূর্ণফলপ্রদ, জ্যোতির্ম্ময়, বৃহত্তর এবং রেখা বা বিন্দুবিহীন, তাহাকে পুং-জাতি; যে হীরক রেখা বা বিন্দু সমন্বিত ও ষট্‌কোণ, তাহাকে স্ত্রীজাতি এবং যে হীরক তিনটী কোণ সমন্বিত ও সুদীর্ঘ, তাহাকে নপুংসক জাতি বলে। এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে রসবন্ধনকারীদিগের পক্ষে পুরুষজাতীয় হীরক উৎকৃষ্ট, স্ত্রীজাতি হীরক স্ত্রীদিগের শরী-রের শোভাসম্পাদক ও সুখপ্রদায়ক এবং নপুংসক-জাতীয় হীরক বীর্য্যবিহীন, সুতরাং

অকর্ম্মণ্য। স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীজাতীয় হীরক ও ক্লীবলোকদিগকে নপুংসক-জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক সকলেরই ব্যবহারোপযোগী ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অশোধিত ও অমারিত হীরক—কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব উৎপাদক; অতএব উহা শোধনপূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অথ মারিতবজ্রগুণাঃ।

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥

মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ু, শরীরের পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ হরিন্মণিঃ।

গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ॥

গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ এবং হরিন্মণি, এই কয়েকটী পান্নার নাম।

অথ মাণিক্যম্।

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্॥

মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, এই কয়েকটী মাণিক্যের পর্য্যায়।

অথ পুষ্পরাগঃ।

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্বাচস্পতিবল্লভঃ॥

পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ, এই কয়েকটী পুষ্পরাগ মণির নাম।

অথেন্দ্রনীলং গোমেদশ্চ।

নীলং তথেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্॥

নীল ও ইন্দ্রনীল, এই দুইটী ইন্দ্রনীলমণির, এবং গোমেদ ও পীতরত্ন, এই দুইটী গোমেদ মণির নাম।

অথ বৈদূর্য্যম্।

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্॥

বৈদূর্য্য, দূরজ রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ, এই গুলি বৈদূর্য্যমণির পর্য্যায়।

অথ মৌক্তিকম্।

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ॥
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।
মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদম্॥
মুক্তা কষায়া স্বাদ্বী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী॥
বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজ-যক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী।
স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাদ্ গ্রহপাপনুৎ॥

মুক্তা।

মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল, এই কয়েকটী মুক্তার পর্য্যায়। শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বেণু, এই কয়েকটী মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। মুক্তা—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলকর ও শরীরের পুষ্টিসম্পাদক এবং ইহা কষায়, স্বাদু, বল ও পুষ্টিকারক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, বিষ ও রাজযক্ষ্মা নাশক। ইহা স্ত্রীদিগের কান্তি ও রতি বৃদ্ধি করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ নাশ হয়।

অথ প্রবালঃ

প্রবালোঽস্ত্রী ভৌমরত্নং রক্তাকারো লতামণিঃ।
বিদ্রুমোঽঙ্গারকমণী রক্তাঙ্গাম্ভোধিবল্লভৌ॥
প্রবালো মধুরোঽম্লশ্চ কষায়শ্চ সরো হিমঃ।
চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তাদি-দোষঘ্নঃ কাসনাশনঃ॥
ধৃতোঽসৌ যোষিতাং বীর্য্য-কান্তিকৃদ্ধৃতিবর্দ্ধনঃ।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনো গ্রহদোষনিবর্হণঃ।

পলা।

ভৌমরত্ন, রক্তাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ ও অম্ভোধিবল্লভ, এই গুলি প্রবালের পর্য্যায়। প্রবাল—মধুর ও অম্ল, কষায়, বিরেচক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফ পিত্তাদি দোষনাশক ও কাসহর। প্রবাল অঙ্গে ধারণ করিলে স্ত্রীদের বীর্য্য, কান্তি ও রতি বর্দ্ধন করে। ইহা পাপ, অলক্ষ্মী এবং গ্রহদোষ নাশ করে।

—

অথ রত্নানাং গুণাঃ।

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্ম্মধুরাণি সরাণি চ।
চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ॥
মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ।
মাণিক্যন্তরুণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগো-
র্মাহেয়স্য তু বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্॥
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনে-
র্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে॥

শোধিত সমস্ত রত্নই ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য্য ও বিষনাশক। অঙ্গধৃত রত্ন—মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহ-দোষ নাশক।

রবিগ্রহের প্রতীকারার্থে মাণিক্য, সোম-গ্রহের প্রতীকার নিমিত্ত সুজাত ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলগ্রহের প্রতীকার নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের সন্তোষার্থ পান্না, বৃহস্পতির সন্তোষার্থ পুষ্পরাগ, শুক্রের সন্তোষার্থ হীরক, শনিগ্রহের সন্তোষার্থ ইন্দ্রনীলমণি, রাহুগ্রহের সন্তোষ নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের সন্তোষার্থ জন্য বৈদূর্য্য মণি ব্যবহার করিবে।

—

অথোপরত্নানাং নিরূপণম্।

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ।
মুক্তাশুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥
গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

কাচ, কর্পূরাশ্ম, মুক্তাশুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতি অনেক প্রকার উপরত্ন আছে। রত্নের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, উপ-রত্নেরও গুণ তদ্রূপ জানিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রত্ন অপেক্ষা উপরত্নে ঐ সকল গুণ কিছু ন্যূনভাবে অবস্থিতি করে।

—

অথ বিষাণি।

বিষস্তু গরলং ক্ষ্বেড়স্তস্য ভেদানুদাহরে।
বৎসনাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥

বিষ, গরল ও ক্ষ্বেড়, এই গুলি বিষের পর্য্যায়। বিষ নয় প্রকার, যথা—বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র।

—

অথ বৎসনাভঃ।

সিন্ধুবারসদৃক্পত্রো বৎসনাভাকৃতিস্তথা।
যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥

যে বিষবৃক্ষের পত্র নিসিন্দাপত্রের তুল্য ও যাহার আকৃতি বাছুরের নাভির ন্যায় হয় এবং যে বিষবৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বৎসনাভ বিষ বলা যায়।

—

অথ হারিদ্রঃ।

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ॥

যে বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূল সদৃশ, তাহার নাম হারিদ্র বিষ।

—

অথ সক্তুকঃ।

যদ্গ্রন্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ॥

যে বিষবৃক্ষের গ্রন্থিসমূহ সক্তুকতুল্য চূর্ণ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার নাম সক্তুক।

অথ প্রদীপনঃ।

বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ।
মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ॥

যে বিষ রক্তবর্ণ, দীপ্তিশীল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং যাহা সেবিত হইলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রদীপন বিষ বলে।

অথ সৌরাষ্ট্রিকঃ।

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে॥

সৌরাষ্ট্রিক বিষ সুরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়।

অথ শৃঙ্গিকঃ।

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥

দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন—যে বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিলে সেই গাভীর দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম শৃঙ্গিক বিষ।

অথ কালকূটঃ।

দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ॥
নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ॥

প্রবাদ আছে, দেব-দৈত্যের যুদ্ধে দেবতা কর্ত্তৃক আহত পৃথুমালী দৈত্যের যে রক্ত পতিত হইয়াছিল, ঐ রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষাকৃতি একটী বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষবৃক্ষের নির্য্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া থাকেন। উহা শৃঙ্গবের, কোকণ ও মলয় দেশে উৎপন্ন হয়।

অথ হালাহলঃ।

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ॥
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোকণেঽপি চ জায়তে॥

যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষা সদৃশ ও গুচ্ছাকার এবং যাহার পত্র তালপত্রবৎ, যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ বলে। ইহা কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয়, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি এবং কোকণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়।

অথ ব্রহ্মপুত্রঃ।

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাৎ তথা ভবতি সারতঃ।
ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥
ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ।
বৈশ্যঃ পীতোঽসিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে।
বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দদ্যাদ্বধায় হি॥
বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্যোগবাহি মদাবহম্।
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাবিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥

ব্রহ্মপুত্র নামক বিষবৃক্ষের বর্ণ এবং সারভাগ কপিলবর্ণ। উহা মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জাতিভেদে এই বিষ চারি প্রকার। যাহা পাণ্ডুবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ, যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়, যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য এবং যে বিষ কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র জাতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ রসায়ন কার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীর-পোষণে ও বৈশ্য কুষ্ঠবিনাশনে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।

বিষ—প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণযুক্ত (অগ্রে উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়), বিকাশিগুণান্বিত (ওজোধাতু শোষণানন্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়), অগ্নিগুণাধিক্যপ্রদ, বাতঘ্ন, কফনাশক, যোগবাহী (যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়,

তাহার গুণ গ্রহণ করে) এবং মত্ততাজনক (তমোগুণাধিক্য প্রযুক্ত বুদ্ধিবিনাশক)।

ঐ বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণপ্রদ, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বিষের তীব্রতর যে সকল অনিষ্টজনক দুর্গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শোধন করিলে তাহার বীর্য্য কমিয়া যায়। অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অথামৃতম্।

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী চামৃতং বিষনামকান্।
অমৃতং তিক্তকটুকং স্বেদ্যং মূত্রলমেব চ॥
আগ্নেয়ং বেদনাঘ্নঞ্চ সাদনং শূলনাশনম্।
অভিঘাতরুজং হন্তি বীসর্পং কফজান্ গদান্॥
বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোত্থং জ্বরম্।
আমবাতং মহাঘোরং হৃদ্রোগমপি দারুণম্॥

মিঠাবিষ।

নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃত ও বিষ-বাচক সমস্ত শব্দ মিঠাবিষের নামান্তর। মিঠাবিষ—তিক্তকটুরস, স্বেদজনক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বেদনানাশক, অবসাদক, শূলনাশক। ইহা দ্বারা অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কফজ ও বাতজ রোগসমূহ, সন্নিপাতজ জ্বর, উৎকট আমবাত ও দারুণ হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথোপবিষাণাং নিরূপণম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনো ধুস্তুরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥

আকন্দের আটা, মনসাসিজের আটা, ঈশলাঙ্গলা, করবীর, কুঁচ, অহিফেন ও ধুস্তুর এই সাতটী উপবিষ।

ইতি ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ॥

অথ ধান্যবর্গঃ।

অথ শালিধান্যস্য লক্ষণম্।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ॥

যে সকল হৈমন্তিক ধান্য কণ্ডন অর্থাৎ ছাঁটন ব্যতীতও শ্বেতবর্ণ, তাহাদিগকে শালিধান্য কহে।

অথ তেষাং গুণাঃ।

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ।
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ।
অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা॥

শালিধান্যের গুণ।

শালিধান্য মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতা কারক, লঘুপাকী, রুচিকর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু ও কফের কিঞ্চিৎ বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক ও মূত্রবর্দ্ধক।

অথ রক্তশালেগুণাঃ।

রক্তশালির্ব্রতেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড্জ্বরাপহঃ॥

বিষব্রণশ্বাসকাস-দাহনুদ্‌বহ্নিপুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥

দাউদখানির গুণ।

শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালিধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রকারক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্র-জনক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহ নিবারক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্য, রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত।

অথ যষ্টিকানাং লক্ষণং গুণাশ্চ।

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।
ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ॥

ষষ্টিক ধান্যসমূহের লক্ষণ ও গুণ।

গর্ভস্থ অবস্থাতেই যে ধান্য পক্ক হয়, তাহাকে ষষ্টিক ধান্য কহে। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং ইহা শালিধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

অথ যষ্টিকায়া গুণাঃ।

ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ।
স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী।
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে॥

ষাটিধান্যের গুণ।

ষষ্টিক-ধান্যসমূহের মধ্যে ষাটিধান্য শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, মৃদুবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং ইহা রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত।

অথ শূকধান্যগুণাঃ।

অথ যবঃ।

যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ।
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ।
বহুবাতমলোবর্ণ-স্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ॥
কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ্ম-পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ।
পীনসশ্বাসকাসোরু-স্তম্ভলোহিততৃট্‌প্রণুৎ॥

যবের গুণ।

যব—কষায়-মধুর-রস, শীতল, লেখন গুণ-যুক্ত, মৃদুবীর্য্য, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় হিতকর, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং ইহা কণ্ঠরোগ, চর্ম্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদঃ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণা নাশক।

অথ গোধূমস্য গুণাঃ।

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ॥
(কফপ্রদো নবীনো নতু পুরাণঃ।)

গোধূমের গুণ।

গোধূম,—মধুররস, শীতবীর্য্য, বাতপিত্ত-নাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণরোগে হিতকর, রুচিজনক এবং ইহা শরীরের স্থিরতা-সম্পাদক। (নূতন গোধূমই কফকারক, পুরাতন গোধূম কফকর নহে)।

অথ মুদ্গস্য গুণাঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥
মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষাস্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

মুগের গুণ।

মুদ্গ—রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফপিত্ত-হারক, শীতবীর্য্য, মধুররস, অল্পবায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। বনজ মুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানা প্রকার মুগ আছে। ইহারা পূর্ব্বানুক্রমে লঘু অর্থাৎ রক্তবর্ণ মুগ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মুগ লঘু, শ্বেতবর্ণ মুগ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। কিন্তু সুশ্রুত বলেন, হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি মুনিগণেরও সেই মত।

অথ মাষস্য গুণাঃ।

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥
ভিন্নমূত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥
কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ॥

মাষকলায়ের গুণ।

মাষকলায়,—গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূল নাশক। মাষকলায়, দধি, বেগুণ ও মৎস্য এই চারিটী দ্রব্যই কফপিত্ত-কারক।

অথ রাজমাষস্য গুণাঃ।

রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণঃ সরঃ।
রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যোভূরিবলপ্রদঃ॥
শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ॥

বরবটীর গুণ।

বরবটী—গুরু, মধুর-কষায়-রস, তৃপ্তি-কারক, সারক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, রুচিপ্রদ, স্তন্যজনক ও অতীব বলকারক। ইহা শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ ভেদে তিন প্রকার হয়। তাহার মধ্যে যে গুলির দানা বড়, সেই গুলিই উৎকৃষ্ট জানিবে।

অথ মসূরগুণাঃ।

মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ॥

মসূরের গুণ।

মসূর, মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, শীত-বীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর, এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক।

অথাঢ়কীগুণাঃ।

আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ।
গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ॥

অড়হরের গুণ।

অড়হর—কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

অথ চণকগুণাঃ।

চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ।
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ॥
স চাঙ্গারেণ সংভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্গুণঃ।
আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শুষ্কভৃষ্টোঽতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপনঃ।
স্বিন্নঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভকরো মতঃ

আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তঘ্নরক্তহরো হিমঃ।
কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ॥

ছোলার গুণ।

ছোলা,—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, কষায়রস, বিষ্টম্ভী, বাতজনক এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ কফ ও জ্বর নাশক। অঙ্গারভৃষ্ট এবং তৈলভৃষ্ট ছোলাও উক্তবিধ গুণযুক্ত। ছোলা জলে ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রুচিজনক হয়। শুষ্কভর্জ্জিত ছোলা অত্যন্ত রুক্ষ, বাতপ্রকোপক ও কুষ্ঠজনক। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফ নাশক। ছোলার সূপ অর্থাৎ ডাল উদরের ক্ষোভকারক। অপক্ক ও কোমলতর ছোলা, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ কলায়গুণাঃ।

কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ॥

মটরের গুণ।

মটর,—মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য।

অথ ত্রিপুটগুণাঃ।

ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্।
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ॥

খেসারীর গুণ।

খেসারী—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, অতীব রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য এবং ইহা খঞ্জতা ও পঙ্গুতা কারক অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

অথ কুলত্থগুণাঃ।

কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ।
লঘুর্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্॥
হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্রং দাহানাহান্ সপীনসান্॥
স্বেদসংগ্রাহকো মেদো-জ্বরক্রিমিহরঃ পরঃ॥

কুলথ কলায়ের গুণ।

কুলথকলায়—কটুবিপাক, কষায়রস, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্মরোধক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদোরোগ, জ্বর ও ক্রিমি নাশক।

অথ তিলগুণাঃ।

তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ।
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ॥
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ।
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্‌গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ॥
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্লো মধ্যমঃ সিতঃ।
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্‌জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥

তিলের গুণ।

তিল,—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর, গুরু, কটু ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তনাশক, বলকর, কেশ্য, শীতলস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, অল্পমূত্রকারী, মলসংগ্রাহক, বাতঘ্ন এবং অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রকর। শুক্লতিল মধ্যম গুণযুক্ত। রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত অল্প গুণযুক্ত।

অথাতসীগুণাঃ।

অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুর্ব্বী চোক্তা বলপ্রদা।
পাকে কট্বী চ তিক্তা চ কফবাতব্রণাপহা॥
পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ।
পর্ণমস্যাঃ কাসকফ-বাতনুদ্ বীজকং তথা॥

মসিনার গুণ।

মসিনা,—তিক্ত-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বলপ্রদ, কটুবিপাক এবং ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠশূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ

এবং ব্রণরোগ নাশক। ব্রণে মসিনার পুলটিশ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মসিনাপত্র, কাস কফ ও বায়ু নাশক। মসিনাবীজও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত।

অথ সর্ষপগুণাঃ।

সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠকোঠক্রিমিগ্রহান্।
যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ॥

সরিষার গুণ

সর্ষপ—তিক্ত-কটু-রস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফবাতবিনাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রমি ও গ্রহদোষ নাশক। রক্ত ও গৌর বর্ণ-ভেদে সর্ষপ দ্বিবিধ। উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্য গুণ, তবে রক্তসর্ষপ অপেক্ষা গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

অথ রাজিকাগুণাঃ।

রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডু কুষ্ঠকোঠক্রিমীন্ হরেৎ।
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা॥

রাইসর্ষপের গুণ।

রাইসর্ষপ—কফপিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকারক. কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিকারক এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমি নিবারক। কৃষ্ণসর্ষপও উক্তবিধ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা অতিতীক্ষ্ণ।

অথ নূতন-পুরাতন-ধান্য-যব-গোধূমাদীনাং গুণাঃ।

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্।
তৎ তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ॥
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
নতু ত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্॥
এতেষু যবগোধূম-তিলমাষা নবা হিতাঃ।
পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথাগুণকারিণঃ॥
(পুরাণা বর্ষদ্বয়াদুপরি-স্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বস্থান্ প্রতি হিতাঃ। পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ।)

নূতন ও পুরাতন ধান্য, যব ও গোধূম প্রভৃতির গুণ।

নূতন ধান্য—মধুররস, গুরু ও শ্লেষ্মকর। সংবৎসরোষিত ধান্য লঘু হয় বলিয়া সুপথ্য। সকল ধান্যই এক বৎসরের পুরাতন হইলে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বীর্য্য পরিত্যাগ করে না। কিন্তু একবৎসরের পর ক্রমশঃ বীর্য্য ত্যাগ করিতে থাকে।

যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতন হিতকর, পুরাণ অর্থাৎ দুই বৎসর অতিক্রম করিলে বিরস ও রুক্ষ হয় এবং পূর্ব্ববৎ গুণ থাকে না। (নূতন যব-গোধূমাদি সুস্থদেহী ব্যক্তির এবং পুরাতন যবগোধূমাদি পথ্য-ভোজিদিগের পক্ষে প্রশস্ত)।

অথ ক্ষুদ্রধান্যম্।

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্।
ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥
মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্।
বাতকৃদ্ বদ্ধবিটকঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥

ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য, এই তিনটী একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্রধান্য—ঈষদুষ্ণ, কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ নাশক।

ইতি ধান্যবর্গঃ।

অথ শাকবর্গঃ।

অথ শাকানাং গুণাঃ।

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূনি চ।
রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ॥
শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং
বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং
হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥
শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো দেহবিনাশনায়।
তস্মাদ্‌বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ॥

শাকের সাধারণ গুণ।

প্রায় সমস্ত শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলজনক এবং মলমূত্রনিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে; নেত্র, বর্ণ রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি বিনষ্ট করে। এবং ইহা অকালে বার্দ্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীরবিনাশের হেতু; অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন। অম্লেও প্রায় এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকে।

অথ বাস্তূকদ্বয়স্য গুণাঃ।

বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্।
সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃ-কৃমিদোষত্রয়াপহম্॥

বেতো শাকের গুণ।

বেতো শাক দুই প্রকার; উভয় প্রকার বেতো শাকই মধুররস, ক্ষারযুক্ত, কটু-বিপাক, অগ্নি-প্রদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং ইহা প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ পোতকীগুণাঃ।

পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ।
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রা-শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥

পুঁইশাকের গুণ।

পুঁইশাক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ু ও পিত্ত নাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত-নাশক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক।

অথ তণ্ডুলীয়গুণাঃ।

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

চাঁপানটে শাকের গুণ।

চাঁপানটে—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলমূত্র-প্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদুষ্টি ও বিষ নাশক।

অথ পালঙ্ক্যাগুণাঃ।

পালঙ্ক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস-পিত্তরক্তবিষাপহা॥

পালঙ্‌শাকের গুণ।

পালঙ্‌শাক—বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্ম-কর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং ইহা মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

অথ কালশাকগুণাঃ।

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ।
বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্॥

কালশাকের গুণ।

নাড়িক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক, এই তিনটী কালশাকের পর্য্যায়। কালশাক,—শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুচিকর, বায়ুনাশক, কফ, শোথ ও হৃদ্রোগ নাশক, বলকারক, মেধাবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তনাশী ও শীতবীর্য্য।

অথ পট্টশাকগুণাঃ।

নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥

পাটশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক।

অথ কলম্বীগুণাঃ।

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলমী শাকের গুণ।

কলমীশাক,—স্তনদুগ্ধজনক, মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ লোণীবৃহল্লোণীগুণাঃ।

লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ।
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী॥
ঘোটকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ।
ত্বগ্দোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ।
শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা॥

ছোট ও বড় মুণে শাকের গুণ।

ছোট মুণে—রুক্ষ, গুরু, অগ্নিদীপক, অম্ল-রস, লবণাস্বাদ এবং ইহা অর্শোরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ নাশক।

বড় মুণে,—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, এবং ইহা শোথ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহা দ্বারা কফ, পিত্ত, চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

অথ চাঙ্গেরীগুণাঃ।

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ-কুষ্ঠাতিসারনাশিনী॥

আমরুলের গুণ।

আমরুল,—অগ্নিদীপক, রুচিকর, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অম্লরস এবং ইহা কফ, বাত, গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতীসার নিবারক।

অথ চুক্রাগুণাঃ।

চুক্রা স্বল্পতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী॥

চুকাপালঙের গুণ।

চুকাপালঙ,—অম্ল-মধুর-রস, বাতঘ্ন, কফ-পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। ইহা বেগুণের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচি-জনক হয়।

অথ হিলমোচিকাগুণাঃ।

শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥

হেলেঞ্চাশাকের গুণ।

হেলেঞ্চাশাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ সুনিষণ্ণগুণাঃ।

শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে।
সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ॥
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ।
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ॥

সুষুণীশাকের গুণ।

সুষুণীশাক,—সজল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিটী দল, তজ্জন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে। সুষুণী—শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অবি-দাহী, লঘু, কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক,

বীর্য্যকারক, রুচিপ্রদ এবং ইহা মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রম নিবারক।

অথ মূলকপত্রগুণাঃ।

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্।
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তহৃৎ॥

মূলার পত্রের গুণ।

মূলার নূতন পত্র,—পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি স্নেহের সহিত সম্যক্‌রূপে পাক করা হইলে ত্রিদোষনাশক, কিন্তু সিদ্ধ না হইলে কফপিত্তবর্দ্ধক হয়।

অথ যবানীশাকগুণাঃ।

যবানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ॥

যোয়ান শাকের গুণ।

যোয়ান শাক,—অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, বায়ু ও কফ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, লঘু, পিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক।

অথ পটোলপত্রগুণাঃ।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ॥

পল্‌তার গুণ।

পল্‌তা,—পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগ নিবারক।

অথ কাসমর্দ্দগুণাঃ।

কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ।
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহারং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু॥

কালকাসিন্দের গুণ।

কাসমর্দ্দ পত্র,—রুচিজনক, বৃষ্য, কাস, বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ুর শান্তি কারক। ইহা পাচক, মধুররস, কণ্ঠশোধক, সংগ্রাহী ও লঘু এবং বিশেষতঃ কাস ও পিত্তদুষ্টি নাশক।

অথ চণকশাকগুণাঃ।

রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ্ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তমুদ্দন্তশোথহৃৎ॥

ছোলাশাকের গুণ।

ছোলাশাক,—রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফ-বাতবর্দ্ধক, অম্লরস, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত ও দন্তশোথ নিবারক।

অথ কলায়শাকগুণাঃ।

কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ।

মটরশাকের গুণ।

মটরশাক,—ভেদক, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ সর্ষপশাকগুণাঃ।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষজিৎ।
সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্॥

সরিষাশাকের গুণ।

সর্ষপশাক,—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, লবণ-কটু-মধুর-রস, মলমূত্রবর্দ্ধক, গুরু, অম্লবিপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষনাশক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। ইহা সমস্ত শাক হইতে নিকৃষ্ট।

অথ ভদ্রবল্লীগুণাঃ।

ভদ্রবল্লী শীতভীরুস্তু হিমগোহুৎপাদিকা।
ব্রণং ভগ্নাময়ং নাড়ী-ব্রণমেবা বিনাশয়েৎ॥

হাপরমালীর গুণ।

ভদ্রবল্লী, শীতভীরু, ভূমিমণ্ড ও অষ্টপাদিকা, এইগুলি হাপরমালীর পর্য্যায়। হাপরমালী— ভগ্ন, ক্ষত ও নাড়ীব্রণে প্রযুক্ত হয়।

অথ হস্তিশুণ্ডীগুণাঃ।

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা।
শুণ্ডী কট্বী তথোষ্ণা চ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ॥

হাতীশুঁড়ার গুণ।

হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা, এইগুলি হাতীশুঁড়ার পর্য্যায়। হাতীশুঁড়া— কটু, উষ্ণ ও সন্নিপাতজ্বর-নাশক।

অথ মুক্তবর্চোগুণাঃ।

মুক্তবর্চাস্তথা রুদ্রা বাস্তিকৃচ্ছ বিরেচনী।
কাসশ্বাসগরঘ্নী চ জ্বরহৃৎ কফবাতনুৎ॥
এতস্যাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ।
পায়ুলেপান্মলোৎসারী কক্ষো বালেষু যুজ্যতে॥

মুক্তবর্ষী, মক্তবরী বা বিড়ালহাঁচির গুণ।

মুক্তবর্চ্চা ও রুদ্রা এই দুইটী মুক্তবর্ষীর পর্য্যায়। মুক্তবর্ষী—বমনকারক, বিরেচক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষরোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার রস পান করিলে কফ নির্গত ও বমন হইয়া থাকে। গুহ্যদেশে মুক্তবর্ষী বাটিয়া লেপন করিলে বিরেচন হয়। শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

অথাগস্তিপুষ্পস্য গুণাঃ।

অগস্তিকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ।
পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্॥

বকপুষ্পের গুণ।

বকপুষ্প,—শীতবীর্য্য, চাতুর্থক-জ্বরনাশক, রাত্র্যান্ধ্য (রাতকাণা) নিবারক, তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক এবং ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাত প্রশমক।

অথ কদলীপুষ্পগুণাঃ।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥

মোচার গুণ।

মোচা—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, গুরু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নিবারক।

অথ শোভাঞ্জনপুষ্পগুণাঃ।

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথকৃৎ।
কৃমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ।
মধুশিগ্রোস্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

শজিনাপুষ্পের গুণ।

শজিনাপুষ্প,—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথকারক এবং ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

রক্তশজিনাপুষ্প,—চক্ষুর হিতকর এবং রক্তপিত্তেরও প্রসাদক।

অথ কুষ্মাণ্ডগুণাঃ।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতো-রোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

কুমড়ার গুণ।

কুমড়া—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক। কচিকুমড়া,—পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম (মাঝারি) কুমড়া,—কফকারক। পক্ক কুমড়া—নাতিশীতল, সক্ষার-মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্ব্বদোষ প্রশমক।

অথালাবুগুণাঃ।

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

লাউয়ের গুণ।

লাউ,—মধুররস, হৃদ্য, গুরু, শুক্রকারক, রুচিপ্রদ, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক।

অথ কটুতুম্বী।

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সা তুম্বী চ মহাফলা।
কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা।
তিক্তা কটুবিপাকা চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥

তিত লাউয়ের গুণ।

ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা, এই কয়েকটী তিতলাউয়ের সংস্কৃত নাম। তিত-লাউ—শীতবীর্য্য, অরুচিকারক, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং ইহা পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বর বিনাশক।

অথ কর্কটীগুণাঃ।

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ।
রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্কা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

বড় কাঁকুড়ের গুণ।

অপক্ক বড় কাঁকুড়,—শীতল, রুক্ষ, মল-সংগ্রাহক, মধুররস, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্ত-নাশক। পাকা কাঁকুড়,—তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নি কারক।

অথ চিচিণ্ডগুণাঃ।

চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণোঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্‌গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥

চিচিঙ্গের গুণ।

চিচিঙ্গেফল,—বাতপিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষরোগির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। চিচিঙ্গে পটোল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

অথ কারবেল্লগুণাঃ।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥

করেলা ও উচ্ছের গুণ।

করেলা,—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, তিক্ত এবং ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু ও ক্রিমি নাশক। ইহা বাতকারক নহে। উচ্ছের গুণ করেলার ন্যায়, বিশেষতঃ ইহা অগ্নি-দীপক ও লঘু।

অথ মহাকোশাতকী।

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

ধুঁধুলের গুণ।

মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ, এই কয়েককটী, মহাকোশাতকীর নাম। মহাকোশাতকী—স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক।

অথ ধামার্গবগুণাঃ।

রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ॥

ঘোষাফলের (ঝিঙ্গার) গুণ।

ঝিঙ্গা,—শীতল, মধুররস, কফবাতকারক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও কৃমি নিবারক।

অথ পটোলগুণাঃ।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়ক্রিমীন্।
পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ।
নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ।
দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বৎ তিক্তা পটোলিকা॥

পটোলের গুণ।

পটোল,—পাচক, হৃদ্য, শুক্রকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক। ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক, নাল (ডাঁটা)—কফঘ্ন এবং পত্র—পিত্তনাশক। তিক্তপটোলিকাও উক্তবিধগুণযুক্ত।

অথ বিম্বীফলগুণাঃ।

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরুপিত্তাস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্॥

কুন্দুরুকীর গুণ।

বিম্বীফল,—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু, রক্তপিত্তপ্রশমক, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ এবং বিবন্ধ ও আধ্মান কারক।

অথ শিম্বীগুণাঃ।

শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥

শিমের গুণ।

শিম,—দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুররস। শিম—শীতবীর্য্য, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক।

অথ বৃশ্চিকালীগুণাঃ।

বৃশ্চিকালী বৃশ্চিপত্রী বিষঘ্নী নাগদন্তিকা।
সর্পদংষ্ট্রামরা কালী চোষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা॥
কট্বী তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদ্বক্ত্রপরিশোধিনী।
বলকৃদ্রক্তপিত্তঘ্নী কাসশ্বাসপ্রণাশিনী।
বিষঘ্নী রোচনী বহ্নিমান্দ্যানুজ্জ্বরনাশিনী॥

বিছুটী।

বৃশ্চিকালী. বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরা, কালী ও উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, এই সকল বিছুটীর নাম। বিছুটী—কটুতিক্তরস, হৃদয়শোধন, মুখপরিষ্কারক, বলকারক, বিষঘ্ন ও রুচিপ্রদ। বিছুটী,—রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর নিবারক।

অথ শোভাঞ্জনফলগুণাঃ।

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলং কুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মঘ্নদ্দীপনং পরম্॥

শজিনা ডাঁটার গুণ।

ইহা মধুর-কষায়-রস, অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

অথ বৃন্তাকগুণাঃ।

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু॥
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু।
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্॥
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্॥
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥

বেগুণের গুণ।

বেগুণ,—মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুণ,—কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বেগুণ—পিত্তকারক ও গুরু। অঙ্গারদগ্ধ-বেগুণ—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তি কারক। দগ্ধবেগুণ (বেগুণ পোড়া) লবণ ও তৈল মিশ্রিত হইলে, গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আর এক প্রকার শ্বেত বেগুণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বেগুণ হইতে হীনগুণযুক্ত, কিন্তু অর্শোরোগে বিশেষ হিতকারক।

অথ ডিণ্ডিশশাকগুণাঃ।

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

ঢেঁড়শের গুণ।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক, শীতবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, মূত্রজনক ও অশ্মরীপ্রশমক।

অথ কর্কোটকীগুণাঃ।

কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী॥

কাঁকরোলের গুণ।

কাঁকরোল,—মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশক এবং ইহা কটু-বিপাক ও অগ্নিদীপক।

অথ বিদারীকন্দগুণাঃ।

বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী॥

ভূঁই কুমড়া।

ভূমিকুষ্মাণ্ড,—মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য শুক্র ও বলের বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনী-শক্তি বর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্ত-দোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।

অথ শূরণগুণাঃ।

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ॥

ওলের গুণ।

ওল,—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়-কটু-রস, কণ্ডুকারক, বিষ্টম্ভী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, লঘু এবং ইহা কফ, অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শোরোগে সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা হিত-কর নহে। সন্ধানযোগ-প্রাপ্ত শূরণ অধিক গুণদায়ক।

অথালুকগুণাঃ।

আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্॥

আলুর সাধারণ গুণ।

আলু,—শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরু, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্ত-নাশক, কফানিলবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

অথালুকীগুণাঃ।

আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী।
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা॥

লাল আলুর গুণ।

লাল আলু,—বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গতকফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।

অথ মূলকগুণাঃ।

লঘু মূলং কটূষ্ণং স্যাদ্রুচ্যং লঘু চ পাচনম্।
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্॥
নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরুদোষত্রয়প্রদম্।
স্নেহসিদ্ধং তদেব স্যাদ্ দোষত্রয়বিনাশনম্॥

মূলার গুণ।

মূলা ছোট ও বড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে ছোট জাতীয় মূলা,—কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বর-প্রসাদক এবং ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগ বিনাশক। বড়জাতীয় মূলা,—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। ইহা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষনাশক হয়।

—

অথ গৃঞ্জনগুণাঃ।

গৃঞ্জনং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো-গ্রহণীকফবাতজিৎ॥

গাজরের গুণ।

গাজর,—মধুর-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, কফ ও বায়ু নাশক।

—

অথ কদলীকন্দগুণাঃ।

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ।
বহ্নিকৃদ্দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ॥

কদলীকন্দের গুণ।

কদলীকন্দ,—বলকর, কেশ্য, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুররস ও রুচিকারক।

—

অথ কদলীদণ্ডগুণাঃ।

যোনিদোষহরো দণ্ডঃ কাদল্যোঽসৃগ্দরং জয়েৎ।
রক্তপিত্তহরঃ শীতঃ সুরুচ্যোঽগ্নিপ্রবর্দ্ধনঃ॥

থোড়ের গুণ।

থোড়,—শীতবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং ইহা যোনিদোষ, অসৃগ্দর ও রক্তপিত্ত নাশক।

—

অথ মাণকন্দগুণাঃ।

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ॥

মাণকচুর গুণ।

মাণকচু,—শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু, এবং ইহা পিত্ত ও রক্ত নাশক।

—

অথ কসেরুগুণাঃ।

কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্॥

কেশুরের গুণ।

কেশুর দুই প্রকার। দ্বিবিধ কেশুরই শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস, গুরু, মলসংগ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মা জনক, অরুচিকারক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, দাহ ও নেত্ররোগ নাশক।

—

অথ সংস্বেদজশাকানি।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছত্রং শিলীন্ধ্রকম্।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে।
গুরবশ্ছর্দ্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ॥
শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশগোবৃক্ষসম্ভবাঃ।
নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥

ভুঁইছাতা।

ভূমিতে, গোময়ে, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে স্বেদজশাক উৎপন্ন হয়। ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক, উহার পর্য্যায়। সকল প্রকার স্বেদজশাকই—শীতবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু এবং ইহা বমি, অতীসার, জ্বর ও কফরোগজনক। যে সকল ছত্রক শুচিপ্রদেশে, কাষ্ঠে, বংশে, গোময়ে ও বৃক্ষে সমুদ্ভূত হয় এবং যাহা শ্বেতবর্ণ, তাহা অতিশয় দোষকারক নহে, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত ছত্রকই দোষকর।

ইতি শাকবর্গঃ।

অথ মাংসবর্গঃ।

অথ মাংসস্য নামানি গুণাশ্চ।

মাংসন্তু পিশিতং ক্রব্যামিষং পললং পলম্।
মাংসং বাতঘ্নং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

মাংসের সাধারণ নাম ও গুণ।

মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল, এইগুলি মাংসের নামান্তর। সমস্ত মাংসই—বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিকারক, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

অথ মাংসভেদঃ।

মাংসবর্গো দ্বিধা প্রোক্তো জাঙ্গলানূপভেদতঃ॥

মাংসবর্গ দুই প্রকারে বিভক্ত, যথা—জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস।

অথ জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

মাংসবর্গেঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ।
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি।
প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ॥
জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরা লঘবস্তথা।
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ॥
মূকতাং মিন্মিনত্বঞ্চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা॥
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দি-প্রমেহমুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ন্ত্যনিলাময়ান্॥

জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ।

জাঙ্গলজাতি আট প্রকার,—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য। জাঙ্গল মাংস—কষায়-মধুররস, রুক্ষ, লঘু, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মূকতা, মিন্মিনত্ব, গদ্গদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত।

অথানূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপজাতয়ঃ॥
আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।
শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥

আনূপমাংসের লক্ষণ ও গুণ।

কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য, এই পাঁচ প্রকার আনূপ মাংস। আনূপ মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, মাংসবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী ও সুপথ্য।

অথ বর্ত্তকমাংসগুণাঃ।

বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ।
সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তকাল্পগুণা ততঃ॥

বটের-মাংসের গুণ।

বর্ত্তক,—অগ্নিকারক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষনাশক। স্ত্রীবর্ত্তক, উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

অথ লাবমাংসগুণাঃ।

লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্দ্ধা মতা বুধৈঃ।
পাংশুলো গৌরকো বাপি পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা॥
লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা গরঘ্না গ্রাহিকা হিতাঃ।
পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ।
গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ

পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিদ্গুর্বাতকফাপহঃ।
দর্ম্মরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদামযহরো হিমঃ॥

লাবমাংসের গুণ।

বিষ্কিরবর্গের মধ্যে লাবপক্ষী চারি প্রকার,—পাংশুল, গৌর, পৌণ্ড্রক ও দর্ম্মর। লাবমাংস—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন, সংগ্রাহী ও সুপথ্য।

পাংশুললাবের মাংস—শ্লেষ্মকর, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌরলাবের মাংস—অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষ নাশক। পৌণ্ড্রক লাবমাংস—পিত্তকারক, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক। দর্ম্মরমাংস—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগের নাশক।

অথ কৃষ্ণ-গৌর-তিত্তিরিগুণাঃ।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোঽঙ্গো গৌরতিত্তিরিঃ॥
তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসজ্বরহরস্তস্মাদ্ গৌরোঽধিকো গুণৈঃ॥

তিত্তিরি পক্ষী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্রবিচিত্রবর্ণ তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি কহে। তিত্তিরি—বলপ্রদ, মলসংগ্রাহক এবং ইহা হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারক। গৌর তিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

অথ চটকগুণাঃ।

কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্ম-চটকস্ত্বাতিশুক্রলঃ॥

চড়াই পক্ষীর গুণ।

চড়াই,—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রজনক, কফকারক ও সন্নিপাতপ্রশমক। গৃহচটক অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ কুক্কুট-বনকুক্কুট-গুণাঃ।

কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্ গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্ বল্যো রুক্ষঃ কষায়কঃ॥
আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তক্ষয়বমি-বিষমজ্বরনাশনঃ॥

মুরগী ও বন্যমুরগীর গুণ।

মুরগী,—পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, বলকর, রুক্ষ ও কষায়রস। বনজাত কুক্কুট—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নিবারক।

অথ পারাবতগুণাঃ।

পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥

পায়রার গুণ।

পায়রা,—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ।

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুর্ব্বণ্ডানি পক্ষিণাম্॥

পক্ষি-ডিম্বের গুণ।

পক্ষিডিম্ব,—অনতিস্নিগ্ধ, বলকর, মধুররস, মধুরবিপাক, বাতঘ্ন, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ ছাগমাংসগুণাঃ।

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।
অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্॥
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্।
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্॥
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্।
মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্গুরু॥

স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ।
বৃদ্ধস্য বাতলং রুক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
উর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্॥

ছাগমাংসের গুণ।

ছাগমাংস,—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুররস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস,—পীনসনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর। কচি ছাগমাংস,—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। খাসী ছাগের মাংস,—কফজনক, গুরু, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বৃদ্ধ এবং ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস—বাতজনক ও রুক্ষ। ছাগমুণ্ড—উর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিপ্রদ।

অথ মেষমাংসগুণাঃ।

মেষস্য মাংসং পুষ্ট্যৈ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু।
তচ্চৈবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্॥

মেষমাংসের গুণ।

মেষমাংস,—পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু। খাসী মেষের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

অথৈড়কগুণাঃ।

এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ।
মেদঃ পুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহম্।
পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্ বাতব্যাধিবিনাশনম্॥

দুম্বা মাংস গুণ।

দুম্বামাংস,—মেষমাংসসদৃশ গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছোদ্ভব মেদ ও মাংস—হৃদ্য, শুক্রজনক, শ্রমনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতব্যাধি নাশক।

অথ হরিণমাংসগুণাঃ।

হরিণঃ শীতলো বদ্ধ-বিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥

হরিণমাংসের গুণ।

হরিণমাংস—শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। (হরিণ—তাম্র বর্ণ)

অথ কুরঙ্গমাংসগুণাঃ।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ॥

কুরঙ্গমাংস—বৃংহণ, বলকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গুরুপাক, মধুররস, বাতনাশক, সংগ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফকারক। (ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎকায় হরিণকে কুরঙ্গ বলে)।

অথ ন্যঙ্কুমাংসগুণাঃ।

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্বলো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ।

ন্যঙ্কু মৃগমাংস—মধুররস, লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক। (অনেক-শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে ন্যঙ্কু বলে)।

অথ শশমাংসগুণাঃ।

শশঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদাহিতঃ।
বহ্নিকৃৎ কফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ।
জ্বরাতিসারশোষাস্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ॥

খরগোশমাংসের গুণ।

খরগোশ মাংস—শীতবীর্য্য, লঘু, সংগ্রাহক, রুক্ষ, মধুররস, সর্ব্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক, কফ, পিত্ত, সর্ব্ববিধ বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতীসার, শোষ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাস রোগ নাশক।

অথ কচ্ছপমাংসগুণাঃ।

কচ্ছপো বলদো বাত-পিত্তঘ্নঃ পুংস্ত্বকারকঃ॥

কচ্ছপমাংসের গুণ।

কচ্ছপমাংস,—বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং পুংস্ত্বকারক।

অথ সদ্যোহতস্য মাংসস্য গুণাঃ।

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্।
বয়স্থং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥

টাট্‌কা মাংসের গুণ।

সদ্যোহত জীবের মাংস অমৃতের ন্যায় ব্যাধিনাশক। ইহা বয়ঃস্থাপক, পুষ্টিকারক এবং সাত্ম্য। পর্য্যুষিত (বাসি) মাংস ত্যাজ্য।

অথ মাংসানাং স্থানভেদে গুণভেদঃ।

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু।
পরার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ॥
দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্।
পক্ষক্ষেপাদ্ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে॥
গুরূণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্।
উরঃ স্কন্ধোদরং কুক্ষী পাদৌ পাণী কটী তথা॥
পৃষ্ঠত্বগ্‌যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্।
লঘু বাতকরং মাংসং খগানাং ধান্যচারিণাম্॥
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্।
ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্॥
বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্।
তুল্যজাতিষ্বল্পদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ।
অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ॥

পক্ষিগণের মধ্যে পুরুষজাতির এবং চতুষ্পাদ প্রাণিদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ। পুরুষ-জাতীয়ের দেহের নিম্নার্দ্ধ ও স্ত্রীজাতির দেহের ঊর্দ্ধাংশ লঘু এবং প্রায় সমস্ত প্রাণিরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক হয়। কিন্তু পক্ষিজাতির দেহের মধ্যাংশ সর্ব্বদা পক্ষক্ষেপ হেতু লঘু হইয়া থাকে। পক্ষিগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু। প্রাণিদিগের বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পদ, হস্ত, কটী, পৃষ্ঠ, ত্বক্, যকৃৎ ও অন্ত্র এইগুলি উত্তরোত্তর গুরু। ধান্যভোজী পক্ষিদিগের মাংস লঘুপাক ও বাতজনক। মৎস্যাশী পক্ষীর মাংস পিত্তনাশক, বাতঘ্ন ও গুরুপাক। ফলভোজী পক্ষীর মাংস শ্লেষ্মকর, লঘুপাক ও রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীর মাংস বৃংহণ, গুরু ও বায়ুনাশক। বৃহৎকায় প্রাণিদিগের মধ্যে তজ্জাতীয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণির মাংস হিতকর এবং অল্পদেহ প্রাণিগণের মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় তাহার মাংস প্রশস্ত।

অথ মৎস্যসামান্যগুণাঃ।

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্যায়ামাধ্বরতানাঞ্চ বাতার্ত্তানাঞ্চ পূজিতাঃ।
মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগা বাতসমুদ্ভবাঃ॥

মৎস্যের সাধারণ গুণ।

সকল মৎস্যই সাধারণতঃ বীর্য্যজনক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও কফপিত্তজনক। ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত ও বাতার্ত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মৎস্য হিতকর। মৎস্যাশী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হন না।

অথ বৃহন্মৎস্যগুণাঃ।

মহাপ্রমাণা গুরবঃ শুক্রলা বদ্ধবর্চ্চসঃ॥

বড় মৎস্য,—গুরু, শুক্রজনক ও মল-রোধক।

অথ ক্ষুদ্রমৎস্যগুণাঃ।

ক্ষুদ্রমৎস্যাস্তু লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ॥

ক্ষুদ্র মৎস্য,—লঘু, মলসংগ্রাহক ও গ্রহণী রোগে হিতজনক।

অথ রোহিতমৎস্যগুণাঃ।

রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ॥
কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্দ্ধজক্রগতান্ রোগান্ হন্যাদ্রোহিতমুণ্ডকম্॥

রোহিতমৎস্যের গুণ।

সর্ব্বপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য শ্রেষ্ঠ। ইহা বৃষ্য, অর্দ্দিতরোগনাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত-মধুররস, বাতঘ্ন ও অনতিপিত্ত-কারক। রোহিতমুণ্ড,—ঊর্দ্ধজক্রগত রোগ নিবারক।

অথ কাতলমৎস্যগুণাঃ।

কাতলো গুরুপাকী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণস্ত্রিদোষনুৎ॥

কাৎলামাছের গুণ।

কাৎলামাছ—গুরুপাক, মধুররস ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহা ত্রিদোষনাশক।

অথ মৃদ্গিলমৎস্যগুণাঃ।

মৃদ্গিলস্তু গুণৈস্তৈস্তৈঃ প্রায়ো রোহিতমৎস্যবৎ॥

মিরগালমৎস্যের গুণ।

মিরগাল মাছও প্রায় রুইমাছের তুল্য গুণকারক।

অথ পাঠীনগুণাঃ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ॥

বোয়াল মাছের গুণ।

বোয়াল মাছ,—শ্লেষ্মকর ও বলবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা পিত্ত ও রক্ত দূষিত এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বোয়ালমাছ নিদ্রাশীল ও মাংস-ভোজী।

অথ শৃঙ্গীমৎস্যগুণাঃ।

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণা।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥

শিঙ্গি মাছের গুণ।

শিঙ্গি মাছ,—বাতশান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্ম-প্রকোপক, তিক্ত-কষায়-রস, লঘু ও রুচিকারক।

অথ ইল্লিশমৎস্যগুণাঃ।

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
পিত্তহৃৎ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্ব্বল্যোঽনিলাপহঃ॥

ইলিস মৎস্যের গুণ।

ইলিস,—মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, লঘু, বলকর ও বায়ুনাশক।

অথ ভাকুটমৎস্যগুণাঃ।

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।
আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ॥

ভেট্‌কী মাছের গুণ।

ভেট্‌কীমাছ,—মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্র-জনক, শ্লেষ্মকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচি-কারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক।

অথ সিলিন্দমৎস্যগুণাঃ।

সিলিন্দঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ॥

সিলন মৎস্যের গুণ।

সিলন মৎস্য,—শ্লেষ্মকর, বলবর্দ্ধক, মধুর-বিপাক, গুরু, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য ও আম-বাত কারক।

অথ শকুলীমৎস্যগুণাঃ।

শকুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা॥

শাল্ মাছের গুণ।

শাল্‌মাছ, মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও কষায়-মধুররস।

অথ গর্গরমৎস্যগুণাঃ।

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্ বাতজিৎ কফকোপনঃ॥

গাগর মৎস্যের গুণ।

গাগর মাছ,—কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, বাতনাশক ও কফপ্রকোপক।

অথ কবিকামৎস্যগুণাঃ।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎপিত্তকরী বাত-নাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

কইমাছের গুণ।

কই মাছ,—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফপ্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অথ বর্ম্মিমৎস্যগুণাঃ।

বর্ম্মিমৎস্যো গুরুর্বৃষ্যঃ কষায়ো রক্তপিত্তহা॥

বাইন মাছের গুণ।

বাইন মাছ,—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, ও রক্তপিত্তনাশক।

আড়িমৎস্যগুণাঃ।

আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপনঃ॥

আড় মাছের গুণ।

আড়মাছ,—গুরু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ মদ্গুরমৎস্যগুণাঃ।

মদ্গুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ।

মাগুর মাছের গুণ।

মাগুরমাছ,—মধুররস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, শুক্রকারক ও গুরু।

অথ ত্রিকণ্টকমৎস্যগুণাঃ।

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রুক্ষো দীপনঃ কফজিল্লঘুঃ॥

টেঙ্গ্‌ড়ামাছের গুণ।

টেঙ্গ্‌ড়া মাছ,—পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘু।

অথ প্রোষ্ঠীমৎস্যগুণাঃ।

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা কফবাতজিৎ।
স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা॥

পুঁঠীমাছের গুণ।

পুঁঠীমাছ,—তিক্ত-কটু-মধুর-রস, শুক্রজনক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগ নাশক, মুখরোচক ও লঘু।

অথ বৃহচ্ছফরীমৎস্যগুণাঃ।

স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী শ্রেষ্ঠা প্রোষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥

বড় পুঁঠীমাছের গুণ।

বড়পুঁটী,—স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক।

অথ ভল্লকীমৎস্যগুণাঃ।

ভল্লকী মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ॥

ভেলেমাছের গুণ।

ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ চিত্রফলমৎস্যগুণাঃ।

চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ॥

চিতলমাছের গুণ।

চিতলমাছ,—গুরু, মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

অথ কুলিশমৎস্যগুণাঃ।

কুলিশো মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ো দীপনো মতঃ।
বল্যঃ স্নিগ্ধো লঘুর্গ্রাহী হিতো বাতে চ রোচকঃ॥

বেলেমাছের গুণ।

বেলেমাছ,—কষায়-মধুর-রস, হৃদ্য, অগ্নি-দীপক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা বায়ুরোগে হিতকর ও রুচিজনক।

অথ বায়ুমমৎস্যগুণাঃ।

বায়ুমো মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধনঃ॥

কাল্‌বোস্‌মাছের গুণ।

কাল্‌বোস্‌মাছ,—মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক ও ধাতুবর্দ্ধক।

অথ শকুলমৎস্যগুণাঃ।

শকুলো মধুরো গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ॥

শোল্‌মাছের গুণ।

শোল্‌মাছ—মধুররস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্তপিত্ত-নাশক ও গুরু।

অথ চিঙ্গড়মৎস্যগুণাঃ।

চিঙ্গড়স্তু গুরুর্গ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ।
মেদঃপিত্তাস্রজিদ্ বৃষ্যো রোচনঃ কফবাতলঃ॥

চিঙ্গড়ীমাছের গুণ।

চিঙ্গড়ীমাছ—গুরু, মলসংগ্রাহক, মধুররস, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফবাতবর্দ্ধক এবং ইহা মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

অথ শকলীমৎস্যগুণাঃ।

শকলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।
গুর্ব্বী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষকোপনী॥

পিপ্‌লেশোল্‌মৎস্যের গুণ।

শকলী (পিপ্‌লেশোল্)—রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই মৎস্য গুরুপাক, মধুররস, ভেদক ও দোষপ্রকোপক।

অথ চন্দ্রকমৎস্যগুণাঃ।

চন্দ্রকস্ত্বনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ॥

চাঁদামাছের গুণ।

চাঁদামাছ,—অনভিষ্যন্দী, মধুররস ও বলবর্দ্ধক।

অথ চম্পকুন্দমৎস্যগুণাঃ।

চম্পকুন্দো গুরুর্বৃষ্যো মধুরো বাতপিত্তজিৎ।
শুক্রলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ॥

চাপিলা (খয়রা) মাছের গুণ।

খয়রামাছ—গুরু, পুষ্টিবর্দ্ধক, মধুররস, বাতপিত্তনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ দণ্ডিকমৎস্যগুণাঃ।

দণ্ডিকঃ কফজিৎ তিক্তো বাতপিত্তহরো লঘুঃ।

ডানকুনিমাছের গুণ।

ডানকুনিমাছ,—তিক্তরস, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

অথ মলঙ্গীমৎস্যগুণাঃ।

মলঙ্গী মধুরা হৃদ্যা বাতঘ্নী শ্লেষ্মলা গুরুঃ॥

মৌরলামাছের গুণ।

মৌরলা,—মধুররস, হৃদ্য, বাতনাশক, শ্লেষ্মকারক ও গুরু।

অথ ফলিমৎস্যগুণাঃ।

ফলিঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনঃ॥

ফলুইমাছের গুণ।

ফলুইমাছ,—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ খলিশমৎস্যগুণাঃ।

খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
রুক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ॥

খলিশ মাছের গুণ।

খলিশমাছ—বলকারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও আম বিনাশক।

অথ গড়কমৎস্যগুণাঃ।

গড়কো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ॥

গড়ই (ল্যাটা) মাছের গুণ।

ল্যাটামাছ,—কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও লঘু।

অথ পর্ব্বতমৎস্যগুণাঃ।

পর্ব্বতো বাতহা স্নিগ্ধঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ।

পাব্দামাছের গুণ।

পাব্দামাছ,—বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

অথ বাচমৎস্যগুণাঃ।

বাচঃ স্বাদুগুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মলো বাতপিত্তজিৎ॥

বাচামাছের গুণ।

বাচামাছ,—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর ও বাতপিত্তনাশক।

অথ গবাটীমৎস্যগুণাঃ।

গবাট্যজীর্ণজননী গুর্ব্বী শ্লেষ্মপ্রকোপিনী॥

পাঁকালমাছের গুণ।

পাঁকালমাছ,—অজীর্ণকারক, গুরু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ মৎস্যাণ্ডগুণাঃ।

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥

মাছের ডিমের গুণ।

মৎস্যডিম্ব,—অত্যন্ত শুক্রকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্দ্ধক, গ্লানিকারক, মেহনাশক এবং কফ ও মেদ বর্দ্ধক।

অথ শুষ্কমৎস্যগুণাঃ।

শুষ্কমৎস্যা নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড়্‌বিবন্ধিনঃ॥

শুক্‌টীমাছের গুণ।

নূতন শুক্‌টী মাছ, বলকারক, দুষ্পাচ্য ও মলবদ্ধতাকারক।

অথ দগ্ধমৎস্যগুণাঃ।

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনঃ॥

পোড়ামাছের গুণ।

পোড়া মাছ,—পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহা গুণে শ্রেষ্ঠ।

অথ কূপাদিজমৎস্যগুণাঃ।

কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্র-কুষ্ঠশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনাঃ।
সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ॥
নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ॥
রক্তপিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চ্চসঃ॥
চৌণ্ড্যাঃ পিত্তকরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ।
তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ।
তাড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্মতিদৃক্‌করাঃ॥

কূপাদিজ মৎস্যের গুণ।

কূপজাত মৎস্য—শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মজনক। সরোবরজাত মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকর ও বায়ুনাশক।

নদীজাত মৎস্য—বৃংহণ, গুরু, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও অল্প পুরীষজনক। চৌণ্ডজাত মৎস্য—পিত্তজনক, স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘু ও শীতবীর্য্য। তড়াগজাত মৎস্য—গুরুপাক, বৃষ্য, শীতল, বলজনক ও মূত্রকারক। নির্ঝরজাত মৎস্য—তড়াগজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা বল আয়ু বৃদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ইতি মাংসবর্গঃ॥

অথ বারিবর্গঃ।

অথ পানীয়গুণাঃ।

পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহং
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলং
লঘ্বচ্ছং রসকারণন্ত গদিতং পীযূষবজ্জীবিনাম্॥

জলের গুণ।

জল,—ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ ও নিদ্রানাশক, বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সর্ব্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ; ইহা মধুরাদি ছয় রসের কারণ। প্রাণিগণের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ।

অথ করকাজলস্য গুণাঃ।

দিব্যবায়ৃগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥
করকাজং জলং রূক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ।
কৃত্রিমা তু দৃষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ॥

করকাজলের ও বরফের গুণ।

দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে যে জল পাষাণখণ্ডবৎ সংহত হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা যায়। শিলাজল অমৃতের ন্যায় গুণকারক। ইহা রূক্ষ, বিশদ, গুরুপাক, স্থিরগুণ, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক ও কফবায়ুবর্দ্ধক। কৃত্রিম শিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

অথ বৃষ্টিজলস্য গুণাঃ।

বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টং ভূমিস্থমহিতং জলম্।
ত্রিরাত্রমুষিতং তৎ তু প্রসন্নমমৃতোপমম্॥

বর্ষাকালে সদ্যোবৃষ্ট ভূমিপতিত জল অহিতজনক। কিন্তু উহা তিন রাত্রি পরে নির্ম্মল ও অমৃততুল্য হইয়া থাকে।

অথ জলস্য পানবিধিঃ।

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

জলপান-বিধি।

অত্যধিক জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না করিলে অন্ন পরিপাক হয় না। অতএব আহারকালে বারংবার অল্প অল্প করিয়া জলপান করিবে। ইহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ।

মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণ্যদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেঽন্নে তমকে বমথৌ তথা।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে॥

শীতল জলপানের বিষয়।

মূর্চ্ছারোগ, পিত্তপ্রকোপ, তাপাদিহেতুক উষ্ণতা, দাহ, বিষদোষ, রক্তদোষ, মদাত্যয়, শ্রম, ভ্রম, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, বমি ও ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তে শীতল জল পান প্রশস্ত।

অথ শীতলজলপাননিষেধঃ।

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥
অরুচিগ্রহণীগুল্ম-শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শীতল জলপান নিষেধ।

পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গলগ্রহ, উদরাধ্মান, স্তিমিতকোষ্ঠ, সদ্যোবমনবিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পর, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি ও হিক্কা প্রভৃতি রোগে এবং ঘৃতাদি স্নেহপানের পর শীতল জল পান করিবে না।

অথাল্পজলপানস্য বিষয়াঃ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্॥

অল্প জলপানের বিষয়।

অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জ্বর, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

অথ জলপানস্যাবশ্যকতা।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
ততঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বারয়েৎ॥

জলপানের আবশ্যকতা।

অতি দুঃসহ প্রবল পিপাসা সদ্যঃপ্রাণঘাতিনী, অতএব তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষার্ত্ত ব্যক্তি পানীয় জল না পাইলে মোহপ্রাপ্ত হয় ও মোহ হইতে প্রাণত্যাগ করে। এই হেতু সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কখনও তাহা বারণ করিবে না।

অথ প্রশস্তং জলম্।

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

প্রশস্ত জলের লক্ষণ।

যে জলে কোন প্রকার গন্ধ নাই এবং মধুরাম্লাদি কোন রস ব্যক্ত নাই; যাহা অতিশয় শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও হৃদয়গ্রাহী, সেই জল গুণকারক।

অথ নিন্দিতজলম্।

পিচ্ছিলং কৃমিলং ক্লিন্নং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্॥
কলুষং ছন্নমম্ভোজ-পর্ণনীলীতৃণাদিভিঃ।
দুর্দ্দেশজমসংস্পৃষ্টং সৌরচান্দ্রমরীচিভিঃ॥
অনার্ত্তবং বার্ষিকন্তু প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্।
ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥
তৎ কুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্।
কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দ-কণ্ডূগণ্ডাদিকং তথা॥

নিন্দিত জল।

যে জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিশিষ্ট, পত্র শৈবাল ও কর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত; যাহা জলজ পত্র নীলিকা ও তৃণাদি

দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কলুষিত; যাহা কুদেশজাত, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট; যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাঘাদি কালে বৃষ্ট, সদ্যো ভূমিপতিত ও ব্যাপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ এই জল ত্রিদোষের প্রকোপক। ঐ প্রকার জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দনামক নেত্ররোগ, কণ্ডু ও গলগণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অথ দুষ্টজলস্য নির্দ্দোষীকরণোপায়ঃ।

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূরজাতিপুন্নাগ-পাটলাদিসুবাসিতম্॥
শুচিসান্দ্রপটস্রাবৈঃ ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতম্।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্॥
পর্ণমূলবিসগ্রন্থি-মুক্তাকনকশৈবলৈঃ।
গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্॥

দুষ্ট জলের নির্দ্দোষীকরণ।

দুষ্টজল অগ্নিতে সিদ্ধ বা রৌদ্রে তপ্ত করিবে কিংবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, বালুকা অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত তপ্ত করিয়া উক্ত জলে নিমজ্জিত করিবে। এইরূপ সাতবার করিবে। পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রিমি সকল বহির্গত হইয়া যাইবে। অনন্তর কনক-মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছ ও দোষবর্জ্জিত করিয়া লইবে। জলপ্রসাদক দ্রব্য যথা—পর্ণমূল, মৃণালগ্রন্থি, মুক্তা, স্বর্ণ, শৈবাল, গোমেদ (মণিবিশেষ) ও পরিষ্কৃত বস্ত্র।

কালবিশেষে বিহিতজলবিশেষঃ।

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তৎ তু তড়াগজম্।
ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌঞ্জং হিতং মতম্॥
বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথোদ্ভিদম্।
আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ॥
ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌঞ্জমেব চ॥
কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ।

পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌঞ্জের জল, বৈশাখে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদের জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে মেঘের জল, ভাদ্রে কূপের জল, আশ্বিনে চৌঞ্জের জল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল জলই প্রশস্ত।

অথ পীতস্য জলস্য পাককালঃ।

আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধমাত্রস্তু শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥

পীতজলের পাককাল।

কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং তাহা গরম অবস্থায় পান করিলে সিকি প্রহরে পরিপাক হয়। জল-পরিপাকের এই তিনটী কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইতি বারিবর্গঃ॥

—:*:—

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

অথ গোদুগ্ধস্য গুণাঃ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতুমলস্রোতঃ-কিঞ্চিৎক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

গব্যদুগ্ধের গুণ।

গব্যদুগ্ধ—মধুররস, মধুরবিপাক, শীত-বীর্য্য, স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃসমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতাকারক, গুরু এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

অথ মহিষীদুগ্ধগুণাঃ।

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মাহিষ দুগ্ধের গুণ।

মাহিষ দুগ্ধ,—গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভি-ষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

অথ ছাগীদুগ্ধগুণাঃ।

ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং বিদুঃ॥

ছাগীদুগ্ধের গুণ।

ছাগদুগ্ধ—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মল-সংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বর নাশক। ছাগের অল্প-কায়ত্বহেতু এবং তাহারা কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্প জল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

অথ মেষীদুগ্ধগুণাঃ।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রণুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥

ভেড়ার দুগ্ধের গুণ।

ভেড়ার দুগ্ধ,—লবণ-মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণ-বীর্য্য, অশ্মরীহারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কেশের হিতকারক, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ কাস ও বায়ু রোগে হিতকর।

অথ ঘোটকীদুগ্ধগুণাঃ।

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্।
অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা॥

ঘোটকীদুগ্ধের গুণ।

ঘোটকীদুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণ, বলকারক, শোষ-রোগ-শান্তিকর, বায়ুনাশক, অম্ললবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু। অখণ্ডিতক্ষুর বিশিষ্ট সমুদায় প্রাণীর দুগ্ধও এইরূপ।

অথ গর্দ্দভীদুগ্ধগুণাঃ।

শ্বাসবাতহরং সাম্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ।
কফকাসহরং বাল-রোগঘ্নং গর্দ্দভীপয়ঃ॥

গর্দ্দভী দুগ্ধের গুণ।

গর্দ্দভীদুগ্ধ—অম্ললবণরস, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বাল্যাবস্থার রোগনাশ করিয়া থাকে।

অথোষ্ট্রীদুগ্ধগুণাঃ।

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
ক্রিমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথোদরহরং সরম্॥

উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ।

উষ্ট্রীদুগ্ধ—লঘু, স্বাদু, লবণাস্বাদ ও দীপন। ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদর রোগ নিবারিত হয়।

অথ নারীদুগ্ধগুণাঃ।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্ব্বরম্॥

নারীদুগ্ধের গুণ।

নারীদুগ্ধ—লঘু, শীতল, দীপন, বায়ু পিত্ত এবং চক্ষুঃশূল ও অভিঘাত নাশক। ইহা নস্য ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠোপযোগী।

অথ ধারোষ্ণাদিদুগ্ধগুণাঃ।

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ॥
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরুশ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্ত গব্যমাহিষবর্জ্জিতম্॥
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিতম্।
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্ত পিত্তনুৎ॥
অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ।
জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্॥

ধারোষ্ণ দুগ্ধের গুণ।

ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ—বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ-নাশক। (গাভীদোহন কালে দুগ্ধ স্বভাবতঃ গরম থাকে, তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে।) ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধই প্রশস্ত, কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মাহিষ দুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয়, মেষীদুগ্ধ শৃতোষ্ণ অবস্থায় (জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ শীতল হইলে গুণকারক হয়। গব্য ও মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন সমস্ত কাঁচা দুধ,—অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মা ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য। নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা সিদ্ধ অহিতকর। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ, বীর্য্যকারক ও বলবর্দ্ধক হয়।

অথ সন্তানিকা-গুণাঃ।

সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্রলা॥

দুগ্ধের সরের গুণ।

দুগ্ধের সর,—গুরু, শীতবীর্য্য, রতিশক্তি-বর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা কফ, বল ও শুক্র-জনক।

অথ খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধগুণাঃ।

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্।
সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্।
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্॥

খণ্ডাদি-মিশ্রিত দুগ্ধের গুণ।

খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ,—কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিছরী সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক।

অথ দুগ্ধসেবনস্য সময়বিশেষে গুণাঃ ।

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো
মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্ ।
বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েঽক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং
রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতম্ ॥
বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্ ।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত সর্ব্বথা
ক্ষীরস্তু পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ ॥
বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্‌ক্তে হি যন্নরঃ ।
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ ॥
দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে ।
মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ ॥

সময়বিশেষে দুগ্ধপানের গুণ ।

পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধপান করিলে শরীরের পুষ্টি, ক্ষয়রোগে দুগ্ধপান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শুক্রের বর্দ্ধন এবং রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন, নানাদোষের নাশ ও চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া, কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিবে। অজীর্ণ-আশঙ্কায় কিছু ক্ষণ শয়ন করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া পাত্রে অবশেষ রাখা উচিত নহে। যে ব্যক্তি দিবসে বিদাহী অন্ন পান ভোজন করে, তজ্জনিত বিদাহশান্তির নিমিত্ত তাহার রাত্রিকালে কেবল দুগ্ধ পান করা উচিত। কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুগ্ধপ্রিয় ও দীপ্তানল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকারক; যেহেতু দুগ্ধ সেবনে সদ্যঃ শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ ।

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্ ॥

মথিত দুগ্ধের গুণ ।

মথিত ঈষদুষ্ণ গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ লঘু, বৃষ্য এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক।

অথ নিন্দিতং দুগ্ধম্ ।

বিবর্ণং বিরসকাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণ-যুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্ যতঃ ॥

যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও গ্রথিত (ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া) এবং যাহা অম্ল অথবা লবণরসসংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে; কারণ এতাদৃশ দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

ইতি দুগ্ধবর্গঃ ।

অথ দধিবর্গঃ।

অথ দধিগুণাঃ।

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥

দধির গুণ।

দধি—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অম্লবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফ বর্দ্ধক। দধি,—মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতক জ্বর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ গোদধিগুণাঃ।

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যং রুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্॥
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্।

গব্য দধির গুণ।

গব্যদধি,—অতি মধুররস, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ।

অথ মাহিষদধিগুণাঃ।

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষকম্॥

মাহিষ দধির গুণ।

মাহিষ দধি,—অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, বাতপিত্ত নাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রকারক, গুরু ও রক্তদূষক।

অথ ছাগদধিগুণাঃ।

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ-ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্॥

ছাগ দধির গুণ।

ছাগদধি—অত্যন্ত সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত।

অথ শর্করাদিসহিতদধিগুণাঃ।

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।
সগুড়ং বাতনুদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু॥

চিনি ও গুড় সংযুক্ত দধির গুণ।

চিনিমিশ্রিত দধি—শ্রেষ্ঠ এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক। গুড়যুক্ত দধি—বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক।

অথ রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ।

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন বাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা॥
শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বুঘৃতান্বিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈব তৎ॥

রাত্রিতে দধি ভোজন নিষেধ।

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। ভোজন করিতে হইলে ঘৃত, চিনি, মুদ্গযূষ মধু বা আমলকী ইহাদের কোন একটী মিশ্রিত না করিয়া বা উষ্ণ না করিয়া পান করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত বা উষ্ণ করিয়া দধিপান করিবে। গ্রন্থান্তরেও

উক্ত আছে, রাত্রিতে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জলসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোত্থ রোগে দধি সেব্য নহে।

অথ সরস্য মস্তুনশ্চ লক্ষণং গুণাশ্চ।

দধ্নস্তুপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্তিতি॥
সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
সোঽম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্।
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্॥

দধির সর ও মাতের গুণ।

দধির উপরিস্থ স্নেহসমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত বলে। দধির সর—মধুররস, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা বায়ু ও অগ্নিনাশক। ঐ সর অম্লরসান্বিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফের বর্দ্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, অন্নাভিলাষজনক, স্রোতঃসমূহের শোধনকারক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য ও প্রীতিজনক। ইহা শীঘ্রই সঞ্চিত মল বিরেচিত করিয়া থাকে।

ইতি দধিবর্গঃ॥

অথ তক্রবর্গঃ।

অথ তক্রম্।

ঘোলস্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্।
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিৎ ত্বর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা।
ঘোলস্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ॥
বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ।
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু॥
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্।
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ॥
কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্।
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্॥
ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥
উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাহরী।
বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥

ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা, এই পাঁচটী তক্রের ভেদ। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে; সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছপদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা যায়।

চিনিসংযুক্ত ঘোল রসালার ন্যায় গুণকারী।

ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, কষায়-অম্ল-মধুর রস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তি-জনক ও বায়ু নাশক। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর; পরন্তু তক্র লঘু বলিয়া ধারক, বিপাকে মধুর হয়, বলিয়া তাহা পিত্তপ্রকোপক নহে, কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, অবিকাশিত্ব এবং রুক্ষতা হেতু তক্র কফ নষ্ট করিয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্র সেবন করিলে কোন রোগগ্রস্তও হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্র পান মানব-গণের সুখপ্রদ হয়।

উদশ্বিং—কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ু নাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক হইয়া থাকে।

অথোদ্ধৃতঘৃতস্তোকোদ্ধৃতানুদ্ধৃত-ঘৃতানাং তক্রাণাং গুণাঃ।

সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্‌গুরু বৃষ্যং কফাবহম্‌।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্‌॥

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্‌ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা উহা অপেক্ষা গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় না, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফজনক হইয়া থাকে।

অথ দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে চ তক্রবিশেষাঃ।

বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্‌।
পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং সব্যোষমধিকে কফে॥
হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্‌।
ভবেদতীব বাতঘ্নমর্শোঽতিসারহৃৎ পরম্‌॥
রুচিদং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনম্‌।
মূত্রকৃচ্ছে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্‌॥

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী ও সৈন্ধব-সমন্বিত অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত। পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত মধুররসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য। কফ-উপশমের নিমিত্ত ত্রিকটু-সংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য। হিঙ্গু জীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল—অত্যন্ত বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, বস্তিগত শূল-নাশক, ইহা অর্শ ও অতীসার বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে গুড়ের সহিত এবং পাণ্ডুরোগে চিতামূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য।

অথামপক্বতক্রগুণাঃ।

তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ।
পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্বমেব প্রযুজ্যতে॥

অপক্বতক্র—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পক্ব তক্র—পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

অথ তক্রসেবননিমিত্তানি।

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্‌॥
তৎ তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দি-প্রসেকবিষমজ্বরান্‌।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো-মূত্রগ্রহভগন্দরান্‌॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্‌ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্‌॥

শীতকাল, মন্দাগ্নি, বায়ুরোগ, অরুচি, রোগে এবং স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। ইহা গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগতরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অথ তক্রস্যাবিষয়াঃ।

নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপিত্তজে॥

ক্ষতরোগে, গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে, মূর্চ্ছারোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে এবং রক্তপিত্তে তক্রপ্রয়োগ করিবে না।

অথ গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ।

যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ॥

গব্য দধি প্রভৃতি আট প্রকার দধির যেরূপ গুণ কথিত হইয়াছে, তত্তজ্জাত তক্রেরও সেই সেই গুণ জানিবে।

ইতি তক্রবর্গঃ॥

অথ নবনীতবর্গঃ।

অথ নবনীতস্য নামানি গুণাশ্চ।

মৃক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্।
নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥

মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ, মাখন ইহার প্রচলিত নাম।

গব্যনবনীত—হিতজনক, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্তঃ, ক্ষয়, অর্শ, অর্দ্দিত-বায়ু ও কাস নাশক। নবনীত বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী, ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।

অথ মাহিষনবনীতগুণাঃ।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

মাহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ইহা দাহ, পিত্ত ও শ্রম নাশক।

অথ পয়সো নবনীতস্য গুণাঃ।

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্॥

দুগ্ধোদ্ভূত নবনীত—চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীর্য্য।

অথ সদ্যঃসমুদ্ধৃতনবনীতগুণাঃ।

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ॥

সদ্য উদ্ধৃত নবনীত—মধুররস, ধারক, শীতবীর্য্য, লঘু ও মেধাজনক। অল্প তক্রাংশ-সংযুক্ত থাকায় এই নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্ল রস হইয়া থাকে।

অথ চিরন্তননবনীতগুণাঃ।

সক্ষারকটুকাম্লত্বাচ্ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্॥

বহুকালোৎপন্ন নবনীত—গুরু, কফ-কারক ও মেদোবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষারসংযুক্ত কটু-অম্লরস বলিয়া বমি, অর্শ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইতি নবনীতবর্গঃ॥

অথ ঘৃতবর্গঃ।

অথ ঘৃতস্য নামানি গুণাশ্চ।

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্॥
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্গুরু।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদ-শূলানাহব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ-ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ॥

ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। ঘৃত—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলজনক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক।

অথ গব্যঘৃতস্য গুণাঃ।

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

গব্যঘৃত—চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুক্র-জনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজো-ধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, অলক্ষ্মী-(দৌর্ভাগ্য)-বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ; ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ মাহিষঘৃতগুণাঃ।

মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে॥

মাহিষ ঘৃত—মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য, কফকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং বিপাকে মধুর।

অথ ছাগঘৃতগুণাঃ।

আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু॥

ছাগঘৃত—অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মরোগে হিতকর।

অথৌষ্ট্রঘৃতগুণাঃ।

ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষক্রিমিবিষাপহম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্॥

উষ্ট্রীঘৃত—কটুবিপাক, অগ্নিদীপ্তিকারক, এবং ইহা শোষ, ক্রিমি, বিষদোষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক।

অথাবিকঘৃতগুণাঃ।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্ব্বরোগবিনাশনম্।
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষনিবারণম্॥

মেষীঘৃত—লঘুপাক, সর্ব্বরোগঘ্ন, অস্থিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, জঠরাগ্নির উত্তেজক, এবং ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাতদোষ নাশক।

অথ নারীঘৃতগুণাঃ।

কফেঽনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্।
চক্ষুষ্যমাজ্যং স্ত্রীণাং বা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্॥

নারীদুগ্ধজাত ঘৃত—চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, বায়ু, যোনিব্যাপৎ, রক্তদুষ্টি ও পিত্তে হিতকারক; ইহা অমৃততুল্য গুণকারী।

অথাশ্বীঘৃতগুণাঃ।

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্ন্যোর্লঘু পাকে বিষাপহম্।
তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহহৃদ্বড়বাঘৃতম্॥

ঘোটকীজাতঘৃত—দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক, লঘুপাক, তৃপ্তিকর, এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগ নাশক। (গর্দ্দভ প্রভৃতি একশফ জন্তুর ঘৃতও উক্তবিধ গুণযুক্ত)।

অথ দুগ্ধঘৃতস্য গুণাঃ।

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগজিৎ।
নিহন্তি পিত্তদাহাস্র-মদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্॥

দুগ্ধমন্থনোদ্ভূত ঘৃত—ধারক, শীতবীর্য্য, ইহা নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ু নাশক।

অথ হ্যস্তনদধিজঘৃতগুণাঃ।

হবিহ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্।
বলকৃদ্বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্॥

গতদিবসীয় দুগ্ধোদ্ভব ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলা যায়। হৈয়ঙ্গবীন—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা জ্বরে অত্যন্ত উপকার করে।

অথ পুরাণঘৃতস্য গুণাঃ।

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্॥
যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্॥

সংবৎসরোষিত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলা যায়। পুরাতন ঘৃত—ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগ নষ্ট করিয়া থাকে। উপরি উক্ত সমস্ত

ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইবে।

অথ নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ।

যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥

ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

অথ ঘৃতপ্রয়োগস্যাবিষয়াঃ।

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে।
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহু মন্যতে॥

রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমজন্য রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দাগ্নি, এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে।

ইতি ঘৃতবর্গঃ॥

—:*:—

অথ মূত্রবর্গঃ।

অথ গোমূত্রগুণাঃ।

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ-ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ॥
শূলগুল্মোদরানাহ-কণ্ডক্ষিমুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতাম-বস্তিরুক্কুষ্ঠনাশনম্।
কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ॥
কণ্ডূকিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্
গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্।
কাসং সকুষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্
গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি॥
সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥
প্লীহোদরশ্বাসকাস-শোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্।
শূলগুল্মরুজানাহ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলমুৎ॥

গোমূত্র—সক্ষার, কটু-তিক্ত-কষায়-রস তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাসরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ,কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক।

গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে, গোমূত্র পান করিলে কণ্ডু, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতীসার, বাতরোগ, মূত্রাঘাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ, বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সকল মূত্র হইতে গোমূত্রই শ্রেষ্ঠ, অতএব যে স্থলে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কেবল "মূত্র" বলিয়া কথিত হইবে, সে স্থলে গোমূত্র প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে, গোমূত্র—কষায়-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরুদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক; গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে

ইতি মূত্রবর্গঃ॥

অথ তৈলবর্গঃ।

অথ তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্।

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তৎ তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্॥

তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়। সকল প্রকার তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল বায়ুনাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ তিলতৈলগুণাঃ।

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বলবর্ণকরং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্।
বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনম্।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃশূল-নাশনং লঘুতাকরম্।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥
ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতে ক্ষতপিচ্চিতে।
ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নি-দগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে॥
তথাভিহতনির্ভুগ্ন-মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে।
বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে॥
(ননু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ)
রুক্ষাদিদুষ্টপবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্‌যদা।
রসোঽসম্যগ্বহন্ কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্॥
তেষু প্রবেষ্টুং সরত্ব-সৌক্ষ্ম্যস্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ।
তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্॥
ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণ-সরত্বৈর্মেদসঃ ক্ষয়ম্।
শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্॥
দ্রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ।
গ্রাহকং সরকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্॥
ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলপক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্॥

তিলতৈল—গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সরগুণান্বিত, শুক্রজনক, বিকাশি-গুণযুক্ত, বিশদগুণান্বিত, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, বাতঘ্ন, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শশীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত-জনক, লেখন-গুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ী, ব্রণঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণ-শূল যোনিশূল ও শিরঃশূলাপহারক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক। তিলতৈলাভ্যঙ্গে চর্ম্মের, কেশের ও চক্ষুর হিতসাধন হয়, কিন্তু ভোজন দ্বারা অহিত হইয়া থাকে। উহা ছিন্ন, ভিন্ন, সন্ধিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহত ও নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিক্ষত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অক্ষিপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিলতৈল প্রশস্ত।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক বস্তুতে কিরূপে বৃংহণ ও লেখন এই বিরোধী গুণ থাকিতে পারে? তদুত্তরস্থলে বলা যাইতেছে যে, যৎকালে রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া স্রোতঃসমূহকে সঙ্কোচিত করে, তখন সম্যক্ প্রকারে রস প্রবাহিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তাদি বৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত শরীরের কৃশতা হইয়া থাকে। সরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্ব গুণ থাকা প্রযুক্ত তিলতৈল স্রোতোমার্গে প্রবেশ করিয়া রসবহন করিতে সমর্থ হয়, একারণ কৃশব্যক্তির পক্ষে তৈল পুষ্টিকারক হইয়া থাকে।

ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও সরগুণদ্বারা তৈল ক্রমে ক্রমে মেদোধাতুর ক্ষয় করিয়া থাকে, একারণ তৈলকে লেখন গুণসম্পন্ন বলা যায়।

তৈল ব্যবহার দ্বারা পুরীষ রুদ্ধ হয়, একারণ উহাকে গ্রাহী এবং স্খলিত মল বিরেচিত হয়, একারণ উহাকে সারক বলা যাইতে পারে।

পক্কঘৃত এক বৎসরের অধিক হইলে হীন-বীর্য্য হয়, কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, যত অধিক দিন স্থায়ী হইবে, ততই তাহার গুণাধিক্য হইবে।

অথ সার্ষপতৈলগুণাঃ।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকম্॥
কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহম্।
কণ্ডূকুষ্ঠকৃমিশ্বিত্র-কোঠদুষ্টব্রণপ্রণুৎ।
তদ্বদ্রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ॥

সর্ষপতৈল—অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, কৃশতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। ইহা কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণ-নাশক। কৃষ্ণ ও আরক্ত রাইসর্ষপ সম্ভূত তৈল উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

অথ তুবরীতৈলগুণাঃ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্বিষহৃৎ কণ্ডূ-কুষ্ঠকোঠকৃমিপ্রণুৎ।
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্॥

রাইসরিষার তৈল।

তুবরাতৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, মেদোদোষ, ব্রণ ও শোথ নাশক।

অথাতসীতৈলগুণাঃ।

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥
মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্দোষহৃদ্ঘনম্।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে।
অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে॥

মসিনাতৈল।

মসিনার তৈল—অগ্নিগুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, চক্ষুর অহিতকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্দ্ধক, মধুররস, ধারক, ত্বগ্দোষ-নাশক ও ঘন। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অনুপানে ও বায়ু-শান্তির নিমিত্ত ইহা প্রযোজ্য।

অথ কুসুম্ভতৈলগুণাঃ।

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদম্॥

কুসুমবীজের তৈল।

কুসুম্ভতৈল,—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিদাহী, চক্ষুর অহিতজনক, বলকারক, এবং রক্তপিত্ত ও কফ প্রদায়ক।

অথ খসবীজতৈলগুণাঃ।

তৈলন্তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্।
বাতহৃৎ কফহৃচ্ছীতং স্বাদুপাকরসঞ্চ তৎ॥

পোস্তদানার তৈল।

পোস্তের তৈল—বলজনক, পুষ্টিকারক, গুরু, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

অথৈরণ্ডতৈলগুণাঃ।

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্॥

কষায়ামধুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্।
বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরম্।
বিষমজ্বরহৃদ্রোগ-পৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলনুৎ ॥
হন্তি বাতোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাকটীগ্রহান্।
বাতশোণিতবিড়্বন্ধ-ব্রধ্নশোথামবিদ্রধীন্ ॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তায়মৈরণ্ডস্নেহকেশরী ॥

ভেরেণ্ডার তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, গুরু, পুষ্টিকারক, চর্ম্মের হিতসম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুর-তিক্ত কটুরস, সূক্ষ্ম, যোনি ও শুক্র-শোধক, পূতিগন্ধি, মধুরবিপাক, সারক এবং ইহা বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটি-গ্রহ, বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ ও অপক্ক বিদ্রধি নাশক। এই এরণ্ডতৈল-রূপ কেশরীই শরীর-বনচারি-আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা।

অথ রালতৈলগুণাঃ।

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্।
কুষ্ঠপামাক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ॥

ধুনার তৈল।

ইহা বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, খোশ পাঁচড়া, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্ম জন্য রোগ বিনাশ করে।

শীতাংশু-তৈলম্।

কর্পূরতৈলং দ্বৈপেয়ং সৌগন্ধিকমথৈলকম্।
শীতাংশুতৈলং পর্ণোত্থং শ্যাবতৈলমপি স্মৃতম্ ॥
শীতাংশুতৈলমাক্ষেপ-শমনং বায়ুনাশনম্।
স্বেদনং শূলহৃচ্চোগ্রং জ্বরঘ্নং কফনুৎ পরম্ ॥
আমবাতে তথাধ্মানে জ্বরে চ শিরসো গদে।
দন্তরোগে চ ভগ্নে চ দ্বৈপেয়ং পরিযুজ্যতে ॥

কাজিপুট তৈল।

কর্পূরতৈল, দ্বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, শীতাংশুতৈল, পর্ণোত্থ ও শ্যাবতৈল, এই গুলি কাজিপুট তৈলের সংস্কৃত নাম। কাজিপুট তৈল,—আক্ষেপনাশক, বায়ুশান্তিকর, স্বেদ-জনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য্য, জ্বরঘ্ন ও কফ নাশক। ইহা আমবাত, উদরাধ্মান, জ্বর, শিরঃপীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রযোজ্য।

অথ সর্ব্বতৈলগুণাঃ।

তৈলং স্বযোনিগুণকৃদ্বাগ্‌ভটেনাখিলং মতম্।
অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়া স্বযোনিবৎ ॥

বাগ্‌ভট বলেন, যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই তৈল তত্তৎ দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে, অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের গুণ উপাদান-কারণের তুল্য বুঝিতে হইবে।

ইতি তৈলবর্গঃ ॥

অথ সন্ধানবর্গঃ।

অথ মদ্যম্।

মদ্যং বহুবিধং প্রোক্তং তন্নাম মদিরা সুরা।
বারুণীরা মহানন্দা তত্ত্বকারণমাণিকাঃ॥
অমৃতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু।
হলিপ্রিয়া দেবসৃষ্টা কামিনী কপিশীত্যপি॥

মদ্য।

মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মাণিকা, অমৃতা, মাধবী, মত্তা, মদনী, মোদিনী, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী ও কপিশী প্রভৃতি শব্দ, মদ্যের পর্য্যায়। মদ্য অনেক প্রকার; তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

অথ গৌড়ী।

ধাতকী গুড়মুখ্যা যা গৌড়ী সা মদিরোচ্যতে।
তীক্ষ্ণোষ্ণা মধুরা গৌড়ী বাতঘ্নী বলপিত্তকৃৎ।
কান্তিতৃপ্তিকরী পথ্যা বহ্নিকামপ্রদীপনী॥

ধাইফুল ও গুড় প্রভৃতি দ্বারা সন্ধান-ক্রিয়োক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মদিরাকে গৌড়ী বলে। গৌড়ীমদিরা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বায়ুনাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তি-বর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, পথ্য, বহ্নিবর্দ্ধক ও কামো-দ্দীপক।

অথ মাধ্বী।

মধ্বাদিবিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে।
নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিলনিসূদনী।
কামলাপাণ্ডুগুল্মার্শঃ-প্রমেহপ্লীহঘাতিনী॥

মধু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায়। মাধ্বী—অনতি উষ্ণ, মধুর এবং বায়ু, পিত্ত, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ ও প্লীহা রোগ নাশক।

অথ পৈষ্টী।

কৃতা বহুবিধৈর্ধান্যৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে।
কট্বম্লা বাতকফহৃৎ তীক্ষ্ণা গৌড়ীসমা চ সা॥

বহুবিধ ধান্য দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে পৈষ্টী বলে। ইহা কটু ও অম্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গৌড়ীর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

অথ কাদম্বরী।

কাদম্বরীতি কথিতা নানাদ্রব্যকদম্বজা।
কাদম্বরী সুমধুরা শ্রমপিত্তপ্রণাশিনী॥

নানা দ্রব্যকৃত মদিরার নাম কাদম্বরী। ইহা সুমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তঘ্ন।

অথ মাধূকী।

মধূকপুষ্পজাতা যা মাধূকী সা নিগদ্যতে।
মাধূকী মাদিনী বল্যা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধনী॥

মউলফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধূকী বলে। ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকারক ও কামবর্দ্ধক।

অথ মৈরেয়ী।

মালূরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা।
মৈরেয়ী বাতহৃদ্ বল্যা জরঘ্নী বহ্নিদীপনী॥

বিল্বমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধান-ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে; মৈরেয়ী সুরা—বায়ুনাশক, বলকর, জরঘ্ন ও অগ্নিপ্রদীপক।

অথ মাৰ্দ্বীকম্।

মৃদ্বীকাভিঃ কৃতং মদ্যং মার্দ্বীকমিতি চোচ্যতে।
মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরান্বয়তস্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে॥
মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষ-বিষমজ্বরনাশনম্॥

মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা) কৃত যে মদ্য, তাহাকে মার্দ্বীক বলে। মার্দ্বীক—মধুররস, রুক্ষ, কষায়ানুরস, লঘু, লঘুপাকী, সারক, শোষ ও বিষমজ্বর নাশক। ইহা অবিদাহী ও মধুর-রসান্বিত বলিয়া পণ্ডিতেরা রক্তপিত্তরোগেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অথ সর্ব্বেষাং সুরাণাং সামান্যগুণাঃ।

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্‌বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ॥
বধবন্ধপরিক্লেশ-দুঃখানাঞ্চাবমোহনম্।
পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্॥
বহুদুঃখক্ষতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

মদ্যের সাধারণ গুণ।

মদ্য,—রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বর-পরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাদক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয় শোক শ্রান্তি নিবারক নষ্টনিদ্র-ব্যক্তিগণের নিদ্রাপ্রদায়ক, বাক্‌শক্তি-বিহীন-দিগের বাক্যপ্রবর্ত্তক, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তি-গণের নিদ্রা নিবারক, মলাদি-রোধ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবন্ধনাশক, বধ বন্ধ ও ক্লেশোৎপাদক-কার্য্যহেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর ও প্রীতিবর্দ্ধক। বহুদুঃখ ক্ষত ও শোকোপহত চিত্ত ব্যক্তির, যথাবিধি নিষেবিত মদ্যই, তত্তৎ-দুঃখের বিস্মারক ও কিয়ৎকাল বিশ্রামপ্রদ।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্ নিশাময়॥
প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ।
বাদ্যগীতপ্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥
ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন শক্তিহৃৎ।
সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ স সুখো মদঃ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎ সুখং প্রথমে মদে।
তস্যোপমা জগত্যত্র কচিদেব ন দৃশ্যতে॥
মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তা সজ্জতি বা মুহুঃ
যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলায়নমেব চ॥
স্থানপানান্নসাংকথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥
তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি॥
কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্।
মদবস্থো ন জানাতি কোঽবস্থাং তাং ব্রজেদ্ বুধঃ॥
মদ্যোপহতবিজ্ঞানো বিযুক্তঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥

পীয়মান-মদ্যকৃত মদাবস্থা তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহানি অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলা যায়। পীয়মান মদ্যের এই তিন প্রকার মদের (মত্ততাজননী শক্তির) বিষয় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পান ভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, বাদ্য গীত হাস্য ও বিবিধ কথার প্রবর্ত্তক, ইহা দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য্যসম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ইহাতে সুখনিদ্রা ও সুখ-প্রবোধ হয়। ফলতঃ প্রথম মদ অতিশয় সুখপ্রদ। অধিক কি প্রথম মদে যেরূপ সুখ সঞ্জাত হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদে মুহুর্ম্মুহুঃ স্মৃতি ও মুহুর্ম্মুহুঃ মোহ উপস্থিত হয়। কখন কখন ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুন-র্ব্বার লীন হইয়া যায়। যুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, স্খলিতভাবে চলিয়া বেড়ান এবং অবস্থান

পান ভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্য্যয় যোজনা এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়মদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃতচিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতসদৃশ হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তি রমণীয় বিষয় সমস্ত বা বন্ধুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে উদ্দেশে মদ্যপান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখদুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ-বিযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দূষ্য, নিন্দনীয় ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

মুখকর্ণাক্ষিরোগেষু বেদনায়াং স্তনাময়ে।
বৃদ্ধৌ ব্রণে তথা ভগ্নে বহির্ম্মদ্যং প্রযুজ্যতে॥

মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনরোগ, বৃদ্ধিরোগ, ব্রণরোগ ও ভগ্নস্থানে মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যায়।

অথ সীধুঃ।

ইক্ষোঃ পক্কৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥
বিবন্ধাধ্মানশোফার্শঃ-প্রমেহান্ শ্লৈষ্মিকাময়ান্।
তস্মাদল্পগুণঃ শীত-রসঃ পুষ্টিবলপ্রদঃ॥

সির্কা।

পক্ক ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পক্করস-সীধু ও অপক্ক ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস-সীধু বলা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পক্করস-সীধুই শ্রেষ্ঠ। উহা স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিকর, বলবর্দ্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ্য, সুস্নিগ্ধকারক ও রোচক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধিসমূহে উপকারক। শীতরস-সীধু, পক্করস-সীধু অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

অথ গুড়শুক্তম্।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষতে॥

গুড় মিশ্রিত জল, তিলতৈল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল এই সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহা যায়।

অথাসবারিষ্টয়োর্লক্ষণম্।

যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্ম্মানং পলোন্মিতম্॥
আপ্লাব্য সুরয়া সম্যগ্ দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
সপ্তাহান্তে পরিস্রাব্য রসং যত্নেন গালয়েৎ॥
এষোঽরিষ্টাভিধানেন ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ॥

আসব ও অরিষ্ট।

অপক্ক ঔষধ ও জল দ্বারা সিদ্ধ মদ্যকে আসব কহে এবং ক্বাথসিদ্ধ মদ্যের নাম অরিষ্ট। সুরাতে দ্রব্য সমস্ত আলোড়িত করিয়া সপ্তাহান্তে তাহা ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইতে হয়। সেই দ্রবাংশকে অরিষ্ট কহে। যে যে দ্রব্য সুরাতে মিশ্রিত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে পাওয়া যায়।

অথ কাঞ্জিকস্য সাধনং গুণাশ্চ।

তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলঞ্চ
প্রগৃহ্য চাম্লং বিধিবদ্ বিধায়।
দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামং
গুপ্তং সপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ॥
ততস্তু কল্কং সকলং নিরস্যেৎ
তৎ কাঞ্জিকং কথ্যত আরনালম্।
তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ
দাহজ্বরঘ্নং কফবাতনাশি॥

কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্।
ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র জালিঃ প্রদীয়তে॥

কাঁজি।

সাড়ে বার সের ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া একটী আচ্ছাদিত পাত্রে সাত দিন রাখিবে। পরে অন্ন সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিত ভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাঞ্জিক। কাঞ্জিকের অপর নাম আরনাল। ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বরনাশক, কফঘ্ন ও বায়ু-শান্তিকারক। কাঁজি—মুখরোচক, রুচিজনক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক, শূলঘ্ন, অজীর্ণনাশক, বিবন্ধাপহারক এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক। কাঁজি যে স্থানে অপ্রাপ্য হইবে, সেস্থলে তৎপরিবর্ত্তে জালি প্রদান করিবে।

অথ ধান্যাম্লম্।

প্রস্থং ষষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
আধারভাণ্ডং সংরুধ্য ভূমের্গর্ভে নিধাপয়েৎ॥
পক্ষাদপ্য সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু।
ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ॥
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্।
অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ॥

ধান্যাম্ল।

সতুষ আশুধান্য /২ সের কুট্টিত করিয়া একটী পাত্রে /৮ সের জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রটী আবৃত করত ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে পক্ষান্তে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম ধান্যাম্ল। শালি ও কোদ্রবাদি ধান্য হইতেও ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়।

ধান্যাম্ল ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া তৃপ্তি-প্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা অরুচি ও বাত-রোগে এবং আস্থাপনে প্রযোজ্য।

অথ শ্যামপর্ণীগুণাঃ।

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যাম-পর্ণ্যতন্দ্রী প্রিয়ামুতে।
শ্লেষ্মারিপত্রং কফঘ্নং স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রতিশ্যায়হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাসসংহরণং বহ্নিদীপনং জাড্যনাশনম্॥
ফাণ্টোঽস্য সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা।

চা।

শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী এইগুলি চা'র সংস্কৃত নাম। ইহার পত্র—কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায়-নিবা-রক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার ফাণ্ট চিনির সহিত সেবনীয়।

ইতি সন্ধানবর্গঃ॥

অথ মধুবর্গঃ।

অথ মধু।

মধুমাক্ষিকমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসারঘমীরিতম্।
মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বান্তপুষ্পরসোদ্ভবম্ ॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্ ॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রিমীন্।
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস- হিক্কাতীসারবিড়্‌গ্রহান্।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তৎ তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্ ॥

মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ্য, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্পরসোদ্ভব, এই কয়েকটী মধুর নামান্তর। মধু—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎকষায়সংযুক্ত মধুররস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, শরীরের কোমলতাসম্পাদক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতঃসমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।

অথ মধুভেদাঃ।

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥

জাতিভেদে মধু আট প্রকার, যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল।

অথ মাক্ষিকম্।

মক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ।
তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু।
কামলার্শঃক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্ ॥

পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মক্ষিকাকে মধুমক্ষিকা বলে; তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক বলা যায়। মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

অথ ভ্রামরম্।

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্‌পদেভ্যোঽলিভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥
ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎ পিচ্ছিলং হিমম্ ॥

কিঞ্চিৎসূক্ষ্ম প্রসিদ্ধ ষট্‌পদ-ভ্রমর দ্বারা সঞ্চিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর-মধু বলে। ভ্রামরমধু—রক্তপিত্তনাশক, মূত্ররোধক, গুরু, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য্য।

অথ ক্ষৌদ্রম্।

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ।
গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্ ॥

কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে; তৎকৃত মধুই ক্ষৌদ্র বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, ইহা কপিলবর্ণ। ক্ষৌদ্রমধু—মাক্ষিক-মধুর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা প্রমেহনাশক।

অথ পৌত্তিকম্ ।

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরা প্রায়ো মহাপীড়িকা
বৃক্ষাণাং তরুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে।
তাস্তজ্জ্ঞৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা
তুল্যং যন্মধু তদ্বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্ ॥
পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ।
বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ ॥

মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক এক প্রকার মধুমক্ষিকা বৃহৎ বৃক্ষের কোটরাভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত করে, পণ্ডিতগণ উহাকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন। তৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় মধুকে বনেচরগণ পৌত্তিক মধু বলিয়া থাকে। পৌত্তিক মধু—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তদূষক, দাহজনক, বাতবর্দ্ধক, বিদাহী, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতি ক্ষতশোষক।

অথ ছাত্রম্ ।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে।
কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্ ॥
ছাত্রং কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু।
স্বাদুপাকং কৃমিশ্বিত্র-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ।
ভ্রমতৃণ্মোহবিষহৃৎ তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্ ॥

কপিল ও পীতবর্ণ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা প্রায়ই হিমালয় প্রদেশের বনে ছত্রাকার মৌচাক প্রস্তুত করে; ঐ চাক্ হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়। ছাত্রমধু—কপিল-পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুরবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষ নাশক। ছাত্রমধু তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট।

অথার্ঘ্যম্ ।

মধূকবৃক্ষনির্য্যাসং জরৎকার্ব্বাশ্রমোদ্ভবম্।
প্রবক্ত্যার্ঘ্যং তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ।
আর্য্যাস্তাস্তৎকৃতং যৎ তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ ॥
আর্য্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ ॥

জরৎকারু মুনির আশ্রম-জাত মধূক বৃক্ষের নির্য্যাসকে আর্ঘ্য বলা যায়, মালবদেশে উহাকে শ্বেতক বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট পীতবর্ণ ষট্পদসদৃশ একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ্য কহে, তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত। আর্ঘ্যমধু—চক্ষুর অত্যন্ত হিতকারক, কফ ও পিত্ত বিনাশক, কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অথৌদ্দালকম্ ।

প্রায়ো বল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ।
কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্যাদৌদ্দালকং মধু ॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ ॥

কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বল্মীক (উইএর ঢিপী) মধ্যে বাস করে, এই মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ অল্প পরিমিত যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক বলা যায়। ঔদ্দালক মধু—রুচিকারক স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশক, অম্লকষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ দালম্ ।

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্যৎ তু পত্রোপরিস্থিতম্।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধু কীর্ত্তিতম্ ॥
দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্।
কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ।
অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকম্ ॥

যে মধু পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। দালমধু—অম্ল-মধুর-কষায়রস, কিন্তু তাহার কষায়রস অল্প ও মধুররস অধিক।

ইহা লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহ নাশক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক এবং ওজনে গুরু।

অথ পদ্মমধু।

অরবিন্দাদ্ভবঃ শীতো মকরন্দোঽতিবৃংহণঃ।
ত্রিদোষশমনঃ সর্ব্ব-নেত্রাময়নিসূদনঃ॥

পদ্মমধু,—শীতবীর্য্য, অতিশয় বৃংহণ, ত্রিদোষনাশক ও ইহা সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ নবপুরাণমধুগুণাঃ।

নবং মধু ভবেৎ পুষ্ট্যৈ নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্।
পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসংবৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥

নূতন মধু—পুষ্টিকারক ও সারক। ইহা তাদৃশ কফনাশক নহে। পুরাতন মধু—ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক ও অত্যন্ত কৃশতা-কারক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মধু চিনি ও গুড় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলেই পুরাণত্ব প্রাপ্ত হয়।

অথ মধুনঃ শীতলস্য গুণাধিক্য-মুষ্ণতায়া নিষেধঃ।

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ।
গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু॥
বিষান্বয়াৎ তদুষ্ণন্তু দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥

সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতেও রস আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, অতএব মধু শীতলই গুণকারক। বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণ মধু অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিবে না। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে মধু সেবন বা উষ্ণকালে মধু সেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের ন্যায় অপকার করে।

অথ মধূচ্ছিষ্টম্।

মদনস্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্।
মধ্বাধারো মদনকং মধুষিতমপি স্মৃতম্॥
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ॥

মোম্।

মদন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থ, মধ্বাধার, মদনক ও মধুষিত, এই কয়েকটী মোমের সংস্কৃত নাম। মোম—কোমল, স্নিগ্ধ, ভূতাপ-সারক, ব্রণরোপক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বায়ু, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তদোষ নাশক।

ইতি মধুবর্গঃ॥

অথেক্ষুবর্গঃ।

অথেক্ষুঃ।

ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ।
গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যাঃ কফপ্রদাঃ।
স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ॥

ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ, এই কয়েকটী শব্দ ইক্ষুর পর্য্যায়। ইক্ষু—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক এবং শীতবীর্য্য।

অথ বালযুববৃদ্ধেক্ষুগুণাঃ।

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ।
যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ।
রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ॥

কচি ইক্ষু—কফকারক, মেদোবর্দ্ধক ও প্রমেহজনক। মধ্যম ইক্ষু—বায়ুনাশক, মধুররস, ঈষৎতীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু—বল ও বীর্য্য বর্দ্ধক এবং ক্ষত ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ দন্তপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥

দন্তচর্ব্বিতইক্ষুরস—রক্তপিত্তনাশক, চিনির ন্যায় বীর্য্যবান্, অবিদাহী এবং কফবর্দ্ধক।

অথ যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

মূলাগ্রজন্তুগ্রন্থ্যাদি-পীড়নান্মলসঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎকালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্‌যান্ত্রিকো রসঃ॥

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—মূল, অগ্রভাগ, জন্তু ও গ্রন্থি প্রভৃতির সহিত ইক্ষু নিষ্পীড়িত হওয়ায় ও তাহাতে মলাদি সংযুক্ত থাকায় এবং কিছুকাল পাত্রে থাকাপ্রযুক্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একারণ যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, বিদাহী, বিষ্টম্ভী এবং গুরু হয়।

অথ পর্য্যুষিতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টো হ্যম্লো বাতাপহো গুরুঃ।
কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ॥

বাসি ইক্ষুরস—অহিতকারী, অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক, শোষজনক, ভেদক এবং অত্যন্ত মূত্রবর্দ্ধক।

অথ পক্কস্যেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

পক্কো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ॥

অগ্নিপক ইক্ষুরস—গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎপিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম ও আনাহনাশক।

অথেক্ষুরসবিকারাণাং গুণাঃ।

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড়দাহ-মূর্চ্ছাপিত্তাস্রনাশনাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ।
বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ॥

ইক্ষুবিকার—গুরুপাক, মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, সারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক, এবং ইহা পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, বায়ু, মোহ ও বিষদোষ নাশক।

অথ ফাণিতম্।

ইক্ষো রসস্তু যঃ পক্কঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ।
বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্॥

মাংগুড়।

কিঞ্চিৎ গাঢ় ও বহুদ্রব বিশিষ্ট পক্ক ইক্ষুরসকে ফাণিত কহে। ফাণিত—গুরু, অভিষ্যন্দী, পুষ্টিকারক, কফ ও শুক্র বর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শ্রমাপহারক এবং মূত্র ও বস্তিশোধন কারক।

অথ মৎস্যণ্ডী।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা॥

সারগুড়।

ঈষৎ দ্রবভাবাপন্ন গাঢ়তর পক্ক ইক্ষুরসকে মৎস্যণ্ডী (সারগুড়) বলে। ইহা ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষ নাশক।

অথ গুড়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দৃঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ॥
গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃ-কফক্রিমিবলপ্রদঃ॥

ইক্ষুরস অগ্নিসংযোগে পরিপাক পাইয়া লোষ্ট্র (মৃৎখণ্ড) সদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে, তাহাকে গুড় বলে, গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকেও গুড় বলিয়া থাকে। গুড়—শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক, ইহা অতিশয় পিত্তনাশক নহে এবং গুড় মেদ, কফ, ক্রিমি ও বলপ্রদায়ক।

অথ পুরাণগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং রক্তের প্রসন্নতাকারক।

অথ নবীনগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়ো নবঃ কফশ্বাস-কাসক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ॥
শ্লেষ্মাণমাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ
পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ।
শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং
দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায়॥

নূতন গুড়—কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি এবং অগ্নি বর্দ্ধক। আর্দ্রকের সহিত গুড় সেবন করিলে কফ নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুণ্ঠীর সহিত সেবিত হইলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব গুড় ত্রিদোষনাশক।

অথ খণ্ডগুণাঃ।

খণ্ডস্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্।
বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্॥

খাঁড়গুড়—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও পিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমন নাশক।

অথ শর্করাগুণাঃ।

খণ্ডস্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥

অতি শ্বেতবর্ণ বালুকাকার খণ্ডকে শর্করা অথবা সিতা বলে, প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চিনি বলা যায়। চিনি—অতিশয় মধুররস,

রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বর নাশক।

অথ পুষ্পসিতাসিতোপলয়োগু´ণাঃ।

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥

ফুলচিনি ও মিছরি।

পুষ্পসিতা (ফুলচিনি)-শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত-নাশক এবং লঘু। সিতোপলা (মিছরি)-সারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক।

ইতি ইক্ষুবর্গঃ॥

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

অথ ভক্তম্।

সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাংস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতকোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্॥

অন্ন।

তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া স্ফীত হইলে তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, ফেন গালিয়া ফেলিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়। ঈষদুষ্ণ অন্ন অধিক গুণবান্। অন্ন,—অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের মণ্ডযুক্ত অন্ন—শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকারক ও কফপ্রদ।

অথ দালী।

দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ॥
সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ।
নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥

দাইল্।

দাইল্ জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গু প্রভৃতির সহিত পাক করিলে, তাহাকে সূপ (দাইল্) কহে। দাইল্—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ। ইহা অতি শীতবীর্য্য। তুষ রহিত দাইল্ ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়।

অথ কৃশরাগুণাঃ।

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সলিলে সিদ্ধাঃ কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভ-মলমূত্রকরী স্মৃতা॥

খিচুরী।

চাউল ও দাইল্ একত্র লবণ, হিঙ্গু, আর্দ্রক প্রভৃতির সহিত পাক করিলে খিচুরী প্রস্তুত হয়। ইহা শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য এবং বুদ্ধি, বিষ্টম্ভ, মল ও মূত্র কারক।

অথ পায়সম্।

দুগ্ধেঽর্দ্ধপক্বে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ।
তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা॥
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্॥

পায়স।

নির্জ্জল দুগ্ধ অর্দ্ধপক্ব করিয়া তাহার সহিত ঘৃতম্রক্ষিত তণ্ডুল পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল

উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে তাহাতে চিনি এবং ঘৃত সংযুক্ত করিলে পায়স প্রস্তুত হয়। পায়স—দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, জঠরাগ্নি ও বায়ু বিনাশক।

অথ নারিকেলক্ষীরী।

নারিকেলং তনূকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ।
সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎ পচেন্মৃদুনাগ্নিনা॥
নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা।

অমৃতকেলি।

নারিকেল কুড়িয়া লইয়া তাহা গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী বলে। নারিকেলক্ষীরী—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

অথ লোপ্ত্রী।

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তচালনয়া তস্যা লোপ্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যৈতদ্ বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যাঃ সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে॥
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥
মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্।
পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ॥

শ্বেতগোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে তাহা ছাঁটিয়া যন্ত্রে পেষণ পূর্ব্বক চালিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা (ময়দা, সুজি) বলে। ময়দা জল দ্বারা কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার লোপ্ত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্ত চালনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে সেই দ্রব্য একটী অধোমুখ ঘটের উপরে বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহাকে মণ্ডক (লোপ্ত্রী) বলে। এই মণ্ডক দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষু বিকারের সহিত অথবা সুসিদ্ধ মাংস ও তক্রবটকের সহিত ভক্ষণ করিবে। মণ্ডক—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুরবিপাক, মলরোধক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

অথ পোলিকা।

কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ।
স্বেদয়েত্তপ্তকে তাস্তু পোলিকাং জগদুর্ব্বুধাঃ॥
তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ॥

পাত্‌লারুটির গুণ।

ময়দার অতি পাত্‌লা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাত্‌লা করিয়া বেলিয়া, তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া লইলে তাহাকে রুটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই রুটির গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

অথ লপ্সিকাগুণাঃ।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যসেল্লবঙ্গং মারচাদিকম্॥
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা।
স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্॥

মোহনভোগের গুণ।

ময়দা বা সুজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি মসলা প্রক্ষেপ দিলে মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্ত বিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরু, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

অথ রোটী।

শুষ্কগোধূমচূর্ণৈন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে।
রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধিনী ॥
বাতঘ্নী কফকৃদ্গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা ॥

শুষ্কগোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করত তপ্তকে (তাওয়ায়) সেকিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে সিদ্ধ দ্রব্যকে রোটী বলা যায়। রোটিকা—বলকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং গুরু। ইহা প্রবলাগ্নি-মানবগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অথাঙ্গারকর্কটী।

শুষ্কগোধূমচূর্ণন্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ।
বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ ॥
অঙ্গারকর্কটী হ্যেষা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফকৃদ্বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ ॥

শুষ্কগোধূমচূর্ণ অল্প জলের সহিত গাঢ়ভাবে মর্দ্দন এবং তাহা বটকাকৃতি করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে অল্পে অল্পে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে অঙ্গারকর্কটী বলে। উহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্নির দীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক এবং পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনাশক।

অথ বেষ্টনিকা।

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণগর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ।
রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বুধৈঃ ॥
ভবেদ্বেষ্টনিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যানিলাপহা।
উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্ ॥
ভিন্নমূত্রমলা স্তন্যমেদঃপিত্তকফপ্রদা।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাসপক্তিশূলানি নাশয়েৎ ॥

দালপুরী।

ময়দার মধ্যে মাষকলায়ের দাইল বাটা দিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেষ্টনিকা (দালপুরী) বলিয়া থাকেন। বেষ্টনিকা—বলকারক, ধাতুপোষক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিজনক, গুরু, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, ভেদক ও মূত্রপ্রবর্ত্তক, স্তনদুগ্ধজনক, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তকারক, কফপ্রদ এবং অর্শঃ অর্দ্দিত শ্বাস ও পরিণামশূলবিনাশক।

অথ পর্প্পটী।

ধূমসী রচিতা হিঙ্গুহরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ।
জীরকস্বর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তনুকৃত্য চ বেল্লিতাঃ ॥
পর্পটাস্তে সদাঙ্গারভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ।
দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ ॥
মৌদ্গাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ।
চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ ॥
স্নেহভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ।

পাঁপর।

ধূমসীর (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, জীরা ও স্বর্জ্জিকা মিলিত করত অতিশয় পাতলা করিয়া রোটী বেলিয়া উহাকে অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে পর্প্পটী বা পাঁপর বলা যায়। পাঁপর—অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। মুগের দাইলদ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত করা যায়, তাহাও ধূমসীকৃত পাঁপরের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে মুদ্গাকৃত পাঁপর উহা অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক। ছোলাদ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার গুণযুক্ত। উপরি উক্ত সর্ব্বপ্রকার পাঁপরই ঘৃতাদি স্নেহদ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহা মধ্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ পূরিকা।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্ত্যা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতপোলিকা॥
তপ্ততৈলেন পক্বা সা পূরিকা কথিতা বুধৈঃ॥
রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা।
চক্ষুস্তেজোহরী চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী॥
তথৈব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তহৃৎ।

কচুরী।

মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত করিবে, তৎপরে উহা ময়দার মধ্যে পূরিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈলদ্বারা পাক করিবে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পূরিকা বা কচুরী বলিয়া থাকেন। কচুরী—মুখরোচক, মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দূষক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। উহা তৈলদ্বারা না ভাজিয়া ঘৃতপক্ক করিলে চক্ষুর হিতকারক এবং রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে।

অথ মাষবটকাঃ।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্ত্যাং লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
কৃত্বা বিদধ্যাদ্বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ॥
বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহাঃ।
বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্মকারিণোঽত্যগ্নিপূজিতাঃ॥

বড়া।

মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে পেষণ করত, লবণ আদা ও হিঙ্গুমিশ্রিত করিয়া বড়া প্রস্তুত করিবে, অনন্তর তৈলদ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুষ্ক হইলে নামাইবে, ইহাকে বটক অথবা বড়া বলা যায়। বড়া—বলকারক, শরীরের উপচায়ক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্দিতবায়ুনাশক, বিবন্ধভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

অথ মাষবর্টী।

মাষাণাং পিষ্টিকা হিঙ্গুলবণার্দ্রকসংস্কৃতা।
তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ॥
ভর্জ্জিতাস্তপ্ততৈলেস্তা অথবাম্বুপ্রয়োগতঃ।
বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্যা রুচিদা ভৃশম্॥

বড়ী।

তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষিত এবং তাহা হিঙ্গু লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিয়া একখানা বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে, পরে সেই সকল বড়ী উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তপ্তঘৈতলে ভাজিয়া লইবে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই মাষবটক—বটক তুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকারক।

অথ কুষ্মাণ্ডকবটী।

কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকা গুণা।
বিশেষাৎ পিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ॥

কুমড়াবড়ী।

কুমড়াবড়ী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ীর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে উহা রক্তপিত্ত নাশক ও লঘু।

অথ মুদ্গবটী।

মুদ্গানাং বটিকা তদ্বদ্রচিতা সাধিতা হিতা।
পথ্যা রুচ্যা তথা লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা॥

মুগের বড়ী, পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে প্রস্তুত ও পাক করিবে। ইহা হিতকর, রুচিজনক, লঘু এবং মুগের দালের ন্যায় গুণদায়ক হয়।

অথ শুদ্ধমাংসগুণাঃ।

পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ।
তত্র হিঙ্গুহরিদ্রাঞ্চ ভর্জ্জয়েৎ তদনন্তরম্॥
ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎখণ্ডিতং ধ্রুবম্।
ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ।

সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণঞ্চ পচেৎ ততঃ।
সিদ্ধে জলেন সম্পিষ্য বেশবারং পরিক্ষিপেৎ॥
অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্।
শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্॥

একটী পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে। পরে ছাগাদির অস্থিবিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ধৌত করিবে। অনন্তর উহা নিংড়াইয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে বেশবার (বাঁট্‌না) জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ প্রস্তুত মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায়। শুদ্ধমাংস—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষপ্রশমক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতু-পোষক।

অথ তলিতমাংসম্।

শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্‌প্রসাধিতম্।
পুনস্তদাজ্যে সংভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
তলিতং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ।
তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্॥

শুদ্ধমাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই তলিতমাংস বলিয়া থাকেন। তলিত-মাংস—বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্র বৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক।

অথ শূল্যমাংসম্।

কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া।
ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ।
তৎ তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ॥
শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং হি তৎ॥

ছাগলাদির যকৃৎ প্রভৃতি কোমল মাংসে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা শলাকায় গ্রথিত করত ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাকে পাকবিদ্‌ব্যক্তিগণ শূল্য মাংস বলিয়া থাকেন। শূল্যমাংস—অমৃত তুল্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, বলকারক, কফঘ্ন, বায়ু-নাশক ও কিঞ্চিৎপিত্তজনক।

অথ মাংসশৃঙ্গাটকম্।

শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে।
লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্দ্রকসংযুতম্॥
এলাজীরকধান্যাক-নিম্বুরসসমন্বিতম্।
ঘৃতে সুগন্ধে তদ্‌ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণ পূরিতম্।
পুনঃ সর্পিষি সংভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ॥
মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্‌গুরু।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা, এলাচ, জীরা, ধনিয়া ও নেবুর-রস তাহাতে মিলিত করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণ বলেন। এই পূরণ অন্তর্নিহিত করত ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া) প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহাকেই মাংসশৃঙ্গাটক বলে। মাংস-শৃঙ্গাটক—রুচিপ্রদ, শরীরের উপচয়কারক, বলজনক, গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, কফাপহারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ মাংসরসঃ।

সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ।
প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্॥
বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্।
স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্।
শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্॥

মাংসরস—রুচিকারক, প্রীতিজনক এবং শ্রান্তি শ্বাস ক্ষয় বায়ু ও পিত্ত নাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্পশুক্রবিশিষ্ট বা ভগ্নসন্ধি অথবা বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছু-দিগের পক্ষে প্রশস্ত। যাহাদিগের স্মরণশক্তি ওজোধাতু ও বল হীন হইয়াছে; যাহারা জ্বর-রোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত, হীনস্বর এবং যাহারা দর্শন ও শ্রবণশক্তির প্রাথর্য্য ও দীর্ঘায়ু পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকারক।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ।
গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পূর্ব্বাচার্য্যগণ মাংসপাক করিবার বহুবিধ প্রকারভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এস্থলে সেই সকল প্রকারভেদ কথিত হইল না।

অথ মণ্ডঃ।

সমিতা মর্দ্দয়েদাজ্যৈর্জলেনাপি চ সন্নয়েৎ।
তস্যাস্তু বটকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে।
মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ॥
পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতঃ।
সমিতাশর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে।
প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেঽপি চেৎ তদ্গুণাঃ স্মৃতাঃ।

গজা।

প্রথমতঃ ঘৃত দ্বারা ময়দাকে মাখিয়া পশ্চাৎ অল্প জল দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক উহার বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃত দ্বারা পাক করিবে, তদনন্তর তাহা এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এইপ্রকারে সাধিত দ্রব্যকে মণ্ড (গজা) বলা যায়। মণ্ড—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্ত, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ময়দা, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের ন্যায় গুণদায়ক জানিবে।

অথ কর্পূর-নালিকা।

ঘৃতাঢ্যায়া সমিতয়া কৃত্বালম্বং পুটং ততঃ।
লবঙ্গোষণকর্পূর-যুতয়া সিতয়ান্বিতম্॥
পচেদাজ্যেন সিদ্ধেষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা।
মণ্ডেন সদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা॥

ঘৃতবহুল ময়দার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া (মুখবন্ধ করত) ঘৃতে পাক করিবে, ইহাকে কর্পূরনালি বলা যায়। কর্পূরনালি—মণ্ড-সদৃশ গুণকারক।

অথ ফেনিকা।

সমিতায়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তিং দীর্ঘাং সমাচরেৎ।
তাস্তু সন্নিহিতাং দীর্ঘাং পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ॥
বেল্লয়েদ্বেল্লনেনৈতা যথৈকা পর্পটী ভবেৎ।
ততশ্ছুরিকয়া তাস্তু সংলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ॥
ততস্তু বেল্লয়েদ্ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ।
শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ॥
ততঃ সংবৃত্য তল্লোপ্ত্রীং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্।
পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্ত্রীং যথা স্যান্মণ্ডলাকৃতিঃ॥
ততস্তাং সুপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃপুটাঃ।
সুগন্ধয়া শর্করয়া তদুদ্ধূলনমাচরেৎ॥
সিদ্ধেষা ফেনিকা নাম্নী মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ।
ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

খাজা।

ঘৃতবহুল ময়দাদ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাতি একখান পিঁড়ির উপরি স্থাপিত করিয়া বেলন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরী দ্বারা সংলগ্নভাবে কর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় বেলিতে হইবে, তৎপরে শট্টক দ্বারা (শালি-তণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্রে মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক বলে) ঐ রোটী লেপন করিয়া

সংবৃত করত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায় পৃথক্ ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া লইবে। পরে ঐ রোটী ঘৃতে পাক করিলে ফাটা ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে, উহাকে সুগন্ধ-যুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করত উদ্ধৃত করিয়া রাখিবে। এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফেনিকা বা খাজা বলে। ইহার গুণ মণ্ডকের তুল্য, বিশেষ এই যে মণ্ডক অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুগুণযুক্ত।

অথ শষ্কুলী।

সমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।
আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেনিকাগুণা॥

লুচী।

ঘৃতম্রক্ষিত ময়দার লোপ্ত্রী (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া উহাকে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে, এইরূপে সাধিত দ্রব্যকে শষ্কুলী (লুচী) বলা যায়। শষ্কুলী খাজার ন্যায় গুণকারী।

অথ মুদ্গমোদকঃ।

মুদ্গানাং ধূমসী সম্যক্ গোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা।
কটাহস্থ ঘৃতস্যোর্দ্ধং ঝর্ঝরং স্থাপয়েৎ ততঃ॥
ধূমসীন্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেজ্ঝর্ঝরোপরি।
পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপক্বান্ সমুদ্ধরেৎ॥
সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্।
লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো জ্বরহৃদ্বল্যস্তর্পণো মুদ্গমোদকঃ॥

মতিচুর।

মুদ্গকৃত ধূমসী (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাশিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে মুদ্গকৃত ধূমসী বলে) নির্ম্মল জল দ্বারা দ্রব করিয়া গুলিবে, পরে কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তাহার উপরি-ভাগে একখান ঝাঁঝরী ধারণ করিবে। তদ-নন্তর (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) ঐ দ্রবীভূত ধূমসী ঝাঁঝরীতে ফেলিবে, তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু অংশ কড়াতে পতিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে। তৎ-পরে ঐ ভর্জ্জিত পদার্থ, চিনির রসে ফেলিয়া হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মুদ্গমোদক বা মতিচুর বলে। মতি-চুর—লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরঘ্ন, বলজনক এবং তৃপ্তিকর।

অথ বেসন-মোদকঃ।

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যা বেশনমোদকাঃ।
তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা।
বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফাপহাঃ॥

বেশনের মিঠাই।

মুদ্গমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বেসন দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ। বেশনমোদক—বলকারক, লঘু, শীতল, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক।

অথ কুণ্ডলিনী।

নূতনং ঘটমানীয় তস্যান্তঃ কুশলো জনঃ।
প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্নাম্লেন প্রলেপয়েৎ॥
দ্বিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্।
ঘৃতমর্দ্ধশরাবঞ্চ গোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ॥
আতপে স্থাপয়েৎ তাবদ্যাবদ্যাতি তদম্লতাম্।
ততস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিদ্রে ভাজনে তু তৎ॥
পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎসন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ।
পুনঃপুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্॥
তাং সুপক্বাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তমুদ্দ্রবে।
কর্পূরাদিসুগন্ধঞ্চ স্থাপয়িত্বোদ্ধরেৎ ততঃ॥
এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা রুচ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী॥

জিলিপী।

পাকনিপুণ ব্যক্তি একটি নূতন হাঁড়ী আনাইয়া তাহার মধ্যদেশ, অর্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত অম্ল দধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, একপ্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসের ঘৃত একত্রে চট্কাইয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ

করিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে। লৌহসন্তাপে উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে একটা পাত্রে ঘৃত চাপাইবে, ঘৃত সম্যক্‌রূপে তপ্ত হইলে একটী ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্ল পদার্থ ঘুরা-ইয়া ঘুরাইয়া মণ্ডলাকৃতি করত ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। উহা সুপক্ব হইলে উত্তোলন করিয়া কর্পূরাদি-সুগন্ধীকৃত চিনির তরল রসে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিবে। তাহাকেই কুণ্ডলিনী বলে, ভাষায় জিলিপী বলা যায়। জিলিপী—পুষ্টিকারক, কান্তি-জনক, বলপ্রদ, ধাতুবর্দ্ধক, সুখজনক, রুচি-কারক এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসম্পাদক।

অথ জালিঃ।

আমমাম্রফলং পিষ্টং রাজিকালবণান্বিতম্।
ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরুচ্যতে।
জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধনী।
মন্দং মন্দন্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধনী॥

আচার।

অপক্ব আম্রফল পেষণ করত উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজাহিঙ্গু মিলিত করিয়া পবিত্র রূপে চট্‌কাইয়া লইলে তাহাকে জালি বলা যায়। জালি—জিহ্বার কুণ্ঠত্বনাশক ও কণ্ঠশোধক। ইহা অল্প অল্প করিয়া সেবন করিলে রুচিজনক এবং অগ্নিপ্রদীপক হইয়া থাকে।

অথ যবশক্তবঃ।

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥
কফপিত্তশ্রমক্ষুৎতৃড়্-ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ।
প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্॥

যবের ছাতু—শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, লঘু, সারক, কফ ও পিত্ত নাশক, রুক্ষ ও লেখন গুণযুক্ত। উহা তরল দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্র-বর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তি-কারক, মধুররস, রুচিকর ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল হয় এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগ বিনাশক হইয়া থাকে। রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামে পরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে যবের ছাতু বিশেষ উপকারী।

অথ চণকযবশক্তবঃ।

নিস্তুষৈশ্চণকৈর্ভৃষ্টৈস্তুল্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ॥

তুষরহিত ভাজা ছোলা ও ভাজা যব তুল্যাংশে লইয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্ম-কালে ভক্ষণ করিলে অতিশয় উপকার হয়।

অথ ধানা।

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্।
ধানাঃ স্যুর্দুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্‌প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেহকফচ্ছর্দ্দি-নাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তুষবিরহিত ভাজা যবকে ধানা বলে। ধানা—দুষ্পাচ্য, রুক্ষ, পিপাসাজনক, গুরু এবং প্রমেহ, কফ ও বমি নাশক।

অথ লাজাঃ।

যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানিতি মনীষিণঃ॥
লাজাঃ স্যুর্ম্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্র-মেহমেদস্তৃষাপহাঃ॥

খৈ।

যে সকল ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, সেই সকল সতুষধান্য ভর্জ্জন করিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ লাজ বলিয়া থাকেন; ইহাকে ভাষায় খৈ বলা

যায়। খৈ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নি-সন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসা নাশক।

অথ কুল্মাষঃ।

অর্দ্ধস্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ।
কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে সূদশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ।
কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ॥

গোধূম অথবা ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অর্দ্ধসিদ্ধ করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, সূদশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুল্মাষ বলিয়া থাকেন, ভাষায় ইহাকে ঘুঘুনী দানা বলা যায়। ঘুঘুনীদানা—গুরু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং মলভেদক।

অথ তিলপিষ্টম্।

পললন্তু সমাখ্যাতং সৈক্ষবং তিলপিষ্টকম্।
পললং মলকৃদ্‌বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
বৃংহণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং মূত্রাধিক্যনিবর্ত্তকম্॥

তিলকুটা।

তিলকল্ক এবং গুড়াদি ইক্ষুবিকার মিশ্রিত করত যে সকল ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পলল বা তিলকুট বলে। পলল—মলবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, স্নিগ্ধ এবং মূত্রাধিক্য নাশক।

অথ তণ্ডুলঃ।

তণ্ডুলো মেহহন্তুঘ্নঃ স নবস্তুতিদুর্জ্জরঃ॥

চাউল—মেহঘ্ন ও ক্রিমিনাশক, কিন্তু নূতন চাউল অতিশয় দুষ্পাচ্য।

ইতি কৃতান্নবর্গঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ দ্রব্যগুণ-প্রকরণম্।

অথ পরিভাষা-প্রকরণম্।

অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥

অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত অনুক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে।

অথ মানসূত্রম্।

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥
তৎ তু মতভেদান্নানাবিধং ভবতি॥

মানপরিজ্ঞান ভিন্ন কখনই ভেষজ দ্রব্যের যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রয়োগকার্য্যার্থ পারিভাষিক পরিমাণ লিখিত হইতেছে।

এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তন্মধ্যে যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে লেখা যাইতেছে।

অথ মানপরিভাষা।

ষট্‌সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ।
মাষস্তু পঞ্চভিঃ ষড়্‌ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ॥
দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্‌বিধো মতঃ।
চরকস্তু তু মাষস্তু দশগুঞ্জাভিরেব চ।
চরকস্তু তু চার্দ্ধেন সুশ্রুতস্তু তু মাষকঃ।
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে॥
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্বয়ং কোল উচ্যতে।
ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকঃ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা।
করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ॥
উডুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে॥
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিমাত্রং চতুর্থিকা।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে॥
পলাভ্যাং প্রসৃতিজ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্‌জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্।
ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণং কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানশ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ॥
দ্রোণাভ্যাং শূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
শূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥
গোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলাপলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কঃ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ॥
গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং সমম্॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানং তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্॥

অন্যচ্চ—

কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ।
পলোল্লেখগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥

অপরঞ্চ—

কুড়বেঽপি কচিদ্দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে॥
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্যতে।
শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥

অস্যাপবাদঃ।

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরা-
বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসং নাগবলা সহাচরপুরা হিঙ্গার্দ্রকে নিত্যশো
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ॥

৬ সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা (রতি), ৫ রতিতে ১ মাষা হয়, কিন্তু কোন মতে ৫, কোন মতে ৬, কোন মতে ৭, কোন মতে ৮, কোন মতে ১০ ও কোন মতে ১২ রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে। চরকের মতে ১০ রতিতে, সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে মাষা; কিন্তু এক্ষণে ১২ রতি অর্থাৎ ৵০ আনায় মাষা ধরা যায়। ৪ মাষায় ১ শাণ; শাণকে ধরণ ও টঙ্ক কহে। ২ শাণে ১ কোল (তোলা), কোলের অপর নাম ক্ষুদ্রক, বটক ও দ্রঙ্ক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ, কর্ষের নামান্তর—পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর। ২ কর্ষে অর্দ্ধপল, অর্দ্ধপলকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ শুক্তিতে ১ পল, পলের পর্য্যায়—মুষ্টি, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ পলে ১ প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ কুড়বে ১ মাণিকা, অর্থাৎ ১ শরাব বা অষ্টপল। ২ শরাবে ১ প্রস্থ। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ইহার অন্য নাম—ভাজন, কংস, পাত্র অর্থাৎ চতুঃষষ্টিপল। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, দ্রোণের পর্য্যায় যথা—কলস, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দ্রোণে ১ সূর্প বা কুম্ভ, অর্থাৎ চতুঃষষ্টি শরাব। ২ সূর্পে দ্রোণী বা বাহ বা গোণী। ৪ গোণীতে ১ খারী ৪০৯৬ পল। ২০০০ পলে ১ভার। ১০০ পলে ১ তুলা। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি চারি গুণ অধিক অর্থাৎ ৪ মাষায় ১ টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ অক্ষ ইত্যাদি।

গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব কি আর্দ্র (কাঁচা) কি শুষ্ক সকল দ্রব্যেরই পরিমাণ সমান সমান। কিন্তু প্রস্থ হইতে দ্রব ও আর্দ্র বস্তু দ্বিগুণ পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন দ্রব বা কাঁচা বস্তু ১ প্রস্থ লইতে বলিলে ১ প্রস্থ (২ সের) না লইয়া ২ প্রস্থ (৪ সের) লইতে হইবে; কিন্তু তুলা মানের দ্বিগুণ কখন গৃহীত হয় না।

শাস্ত্রান্তরোক্তি, যথা—কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পলের উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু কুড়ব পরিমাণেরও কখনও দ্বিগুণ গ্রহণ করা যায়। যেমন দন্তীঘৃতে দ্বিগুণ লওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং পরিভাষা অনিত্য, শাস্ত্রদর্শনানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নারিকেল গ্রহণে কুড়ব স্থলে ৮ পল লইতে হইবে।

শুষ্কদ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ বলিয়া আর্দ্রদ্রব্যের অর্দ্ধেক লওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার অপবাদ।—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদ্‌লে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষ চাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আদা ও ইক্ষুজাত গুড়াদি, ইহারা আমাবস্থাতেই গ্রহণীয়, অথচ ইহাদের দ্বৈগুণ্য লওয়া যায় না।

অথ দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বম্।

শুষ্কং নবীনং যদ্দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রস্থ দ্বিগুণং দদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
দ্রব্যাণ্যভিনবাস্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড়ঘৃতে ক্ষৌদ্র-ধান্যকৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ॥

ঔষধার্থ নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে, আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ লইতে হইবে। গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই, সকল কার্য্যে নূতনই প্রশস্ত।

স্নেহঃ সিদ্ধো গুড়াদিশ্চ গুণহীনোঽব্দতো ভবেৎ।
স্নেহাদ্যাঃ পূর্ণবীর্য্যাঃ স্যুরা চতুর্ম্মাসতঃ পরম্॥

অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৈলে বিপর্য্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ॥
(তৈলমত্র তিলভবং ন সর্ষপাদিস্নেহসামান্যপরম্।)

অন্যচ্চ—

গুণহীনং ভবেদ্ বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্।
মাসদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ॥
হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরাৎ পরম্।
হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা॥
ওষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্।
পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ॥
(হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যা ইতি তৈলমত্র কটুতৈলং তন্নিষ্পাদিতদশমূলতৈলাদি চ জ্ঞেয়ং নান্যৎ; অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বমিতিবচনাৎ।)

পক্ব স্নেহ পদার্থ ও পক্ব গুড়াদি এক বৎসরের পর গুণহীন হয়। স্নেহাদি পদার্থ (ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা) ১৬ মাস পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্ব ঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হয়। কিন্তু পক্ব বা অপক্ব তৈলে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এক বৎসরের পর ইহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে। তৈল শব্দে এখানে তিলতৈল বুঝিতে হইবে। স্নেহাদি সদৃশ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ সকল ২ দুই মাস এবং গুড়িকা লেহ ও লঘুপাক ওষধী সকল এক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্ব সার্ষপ তৈল ও তন্নিষ্পাদিত দশমূলাদি তৈল এক বৎসরের পর আর বীর্য্যবিশিষ্ট থাকে না। আসব, ধাতু দ্রব্য ও পারদ পুরাতন হইলেই ভাল হয়।

ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যুক্তং যদ্যোজয়েৎ তত্র তদ্বুধঃ॥

কোন গণের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ থাকে, তাহার মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে অযুক্ত হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহা ত্যাগ করিবেন এবং গণোক্ত না হইলেও যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন।

অথৌষধদ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্।

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্।
ফলন্তু দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্ছদন্তথা॥

যে স্থলে ঔষধ দ্রব্যাদি গ্রহণের বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, তথায় খদিরাদির সার, নিম্বাদির ছাল, দাড়িমাদির ফল ও পটোলাদির পত্র গ্রহণ করিবে।

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ।

ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাৎ ত্রিফলাদিতঃ॥

শার্ঙ্গধরও বলিয়াছেন,—বটাদি বৃক্ষের ত্বক্, বীজকাদির (সাল ও আসন প্রভৃতি বৃক্ষের) সার, তালীশাদির পত্র ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়।

অন্যচ্চ—

মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ।
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ॥
নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে তন্ত্রে দ্রব্যাণাং যত্র যাদৃশঃ।
তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ॥

যে সকল মূল বৃহৎ ও যাহাদের অভ্যন্তরে কাষ্ঠ আছে, সেই সকল মূলের কাষ্ঠভাগ ত্যাগ করিয়া ত্বকই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র মূল হইলে সকল অংশই লইবে। শাস্ত্রে অনুক্ত স্থলেই দ্রব্যাদি গ্রহণের ঐরূপ নিয়ম জানিবে, কিন্তু শাস্ত্রে যে যে দ্রব্যের যে যে অঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবে, সেই সেই অঙ্গই অবশ্য লইতে হইবে; যেমন অমৃতাদি পাচনে নিম্বপত্র লইবার উল্লেখ আছে, তথায় নিমের ছাল না লইয়া নিমের পত্রই গ্রহণীয়।

ফলেষু পরিপক্বং যদ্গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্॥
ফলেষু সরসং যৎ স্যাদ্গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্॥
ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।
ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাত-ব্যালকীটাদিদূষিতম্।
অকালজং কুভূমিজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ॥
(পাকাতীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্।)

বিল্ব ভিন্ন সমুদায় ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিল্বফল অপক্কই বিশিষ্ট গুণকারক।

সকল ফলের মধ্যে সরস ফলই গুণদায়ক, কিন্তু দ্রাক্ষা, বিল্ব ও শিবাদির অর্থাৎ হরীতকী আমলকী প্রভৃতির শুষ্ক ফলই গুণকর হইয়া থাকে।

যে যে ফলের যে যে গুণ উক্ত হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেই সেই গুণ জানিবে।

যে সকল ফল হিম, অগ্নি, দূষিত বায়ু, জল ও কীটাদিকর্ত্তৃক দূষিত, অথবা অকালজাত কিংবা কুভূমিতে জাত বা অতিশয় পক্কতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন, তাহা ভক্ষণ করিবে না।

গোপালতাপসব্যাধ-মালাকারবনেচরান্।
পৃষ্ট্বা নামানি জানীয়াদ্ভেষজানাঞ্চ শাস্ত্রতঃ॥

শাস্ত্রে যে সকল ভেষজের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম—রাখাল, তপস্বী, ব্যাধ, মালাকার ও বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

শরদ্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ

শরৎকালে সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত সরস ঔষধ সকল উদ্ধৃত করিবে। বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ সকল বসন্তের অবসানে আহরণীয়।

—

অথ ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষাবসন্তয়োঃ।
ত্বক্‌কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমৌষধ্যা গৃহ্লীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ত্বক্ কন্দ ও ক্ষীর (আটা), হেমন্তে সার এবং যে যে ঋতুতে যে যে ফল ও পুষ্প জন্মে, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিবে।

—

অথ সামান্যোক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্।

পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ॥
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।
স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ॥
জাঙ্গলানাং বয়ঃস্থানাং চর্ম্মলোমনখাদিকম্।
হিত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং সাস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম্॥
পক্তব্যমাত্মমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরসঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী চ্ছাগী বীর্য্যহীনাঃ স্বভাবতঃ॥
কাশিরাজমতেনৈব চ্ছাগমেব নপুংসকম্।
অভাবাদপ্রতীক্ষ্যাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ॥
বন্ধ্যা চ্ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ।
স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং নতু পুংসাং বিধীয়তে॥
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাস্তাঃ পুরুষা মতাঃ।
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ॥

যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, তথায় পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধব লবণ এবং মূত্র বলিলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রয়োগে গব্যই প্রশস্ত। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি, পক্ষীর মধ্যে পুংজাতি গ্রাহ্য। ঘৃত তৈল পাকে বয়ঃপ্রাপ্ত জাঙ্গল পশুদিগের চর্ম্ম রোম ও নখাদি ত্যাগ করিয়া খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংস সকল অস্থির সহিত গ্রহণ করিবে। সকল চতুষ্পদ পশুরই স্ত্রীজাতি গ্রাহ্য, কিন্তু ছাগলের নপুংসক গ্রহণীয়। এবং শৃগাল ও ময়ূরের মাংস পাক করিতে হইলে পুংজাতির মাংস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ময়ূরী, শৃগালী ও ছাগী ইহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা। নপুংসক ছাগল না পাইলে এবং অপেক্ষা করিবারও সময় না থাকিলে, বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গোমূত্র লইতে হইলে গাভীরই লইবে, কারণ স্ত্রীজাতি পিত্তাত্মিকা, পুংজাতি

সৌম্য, অতএব গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। যাহাদের দুগ্ধ মূত্র ও পুরীষ লইতে হইবে, তাহাদের আহার জীর্ণ হইবার পরে ঐ সকল দ্রব্য লইবে, অজীর্ণসত্বে লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অথানুক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্।

কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ।
ভাগেঽনুক্তে তু সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে তু মৃন্ময়ম্।
দ্রবেঽনুক্তে জলং বিদ্যাৎ সর্ব্বত্রৈবং বিনিশ্চয়ঃ॥

কালের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রভাত, উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা না থাকিলে মূল, দ্রব্যসমূহের ভাগ অনুক্ত হইলে সকলের সমান সমান ভাগ, পাত্রবিশেষের অনুক্তিতে মৃন্ময় পাত্র এবং দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিলে জল বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে।

অথাভাবে দ্রব্যগ্রহণম্।

কদাচিদ্ দ্রবমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণগুড়ো মতঃ॥
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্।
সংশুষ্কং নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতনগুড়ৈর্বিনা।
ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো রসো মাসুর এব বা॥
সিতাভাবে তু খণ্ডঃ স্যাচ্ছাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ।
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে॥
ন ভবেদ্ দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ।
সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী॥
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে সিংহলীজটা।
প্রয়োগে যত্র লৌহং স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যসর্ষপো মতঃ॥
চবিকা গজপিপ্পল্যো পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতে।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে॥
নিত্যং মুস্তকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবেঽপি নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্বরৈঃ॥
মুক্তাভাবে শুক্তিচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা।
(বজ্রে বৈক্রান্তমিষ্যতে।)
কর্কটশৃঙ্গিকাভাবে মাষাম্বু চেষ্যতে বুধৈঃ।
ধান্যকাভাবতো দগ্ধাচ্ছতপুষ্পাং ভিষগ্বরঃ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিন্যা ব্রুবতে সদা॥

ঔষধ প্রস্তুত করণে যদি কোন দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে তদ্গুণ-বিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যথা—মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুদ্গ বা মসুর যূষ, চিনির অভাবে খাঁড়, শালি ধান্যের অভাবে ষষ্টিক ধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারী ফল, দাড়িমের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাম্ল (মহাদা), সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সামান্য সরিষা, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণী, মুস্তকাস্থলে তালমাথী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুক চূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুনি কিংবা কড়ি), কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মাষাম্বু, ধনের অভাবে শুল্ফা, বারাহীকন্দের অভাবে চামর আলু ও মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনীর ত্বক্ গ্রহণীয়।

সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে।
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ।
পুষ্পাভাবে ফলকামং বিড়ভেদে বিবৃতঃ ফলম্।
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে॥
রাস্নাভাবে চ বন্দাকো জীরাভাবে চ ধান্যকম্।
কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে॥
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্বাথং প্রযোজয়েৎ।
মেদাভাবেঽশ্বগন্ধা স্যান্মহামেদে চ শারিবা॥
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী চ বিদারিকা।
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা॥
কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্।
রোহিতকস্বচোঽভাবে পিচুমর্দস্য গৃহ্যতে।
দেয়া মৃগমদাভাবে পূতিকা তদ্গুণা বুধৈঃ।
কপোতং সর্ব্বমাংসানাং তুল্যং গুণতঃ স্মৃতম্॥
মাংসকাথাপরিপ্রাপ্তৌ যূষো মৌদ্গাঃ প্রদীয়তে।

ধেন্বাঃ প্ররূঢ়বৎসায়াঃ ক্ষীরং কুৎস্নপয়োগুণম্॥
যত্র যদ্ যদ্ যমপ্রাপ্তৌ ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ।
গ্রাহ্যং তদ্‌গুণসাম্যাৎ তু ন তত্র কাপি দূষণম্॥

এইরূপ সুবর্ণ অথবা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধব লবণের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিট্‌লবণ, পুষ্পাভাবে কচিফল, উদরাময়ে বিল্বফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, রাস্নার অভাবে বাঁদরা (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুতা, রসাঞ্জনের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার ক্বাথ, মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধি স্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, মৃগনাভির পরিবর্ত্তে খটাশী, সকল মাংসের স্থলে কপোত মাংস, (যেহেতু কপোত মাংস সমস্ত মাংসের গুণপ্রদ), মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ, এবং সকল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্ররূঢ়-বৎসা গাভীর দুগ্ধ প্রদান করা যাইতে পারে। কোন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে কোনটীর অভাব হইলে তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

অন্যচ্চ—

লবণে সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনে রক্তচন্দনম্।
চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ॥
কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্।
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব হি গৃহ্যতে॥
শকৃদ্রসে গোময়জং মূত্রে গোমূত্রমিষ্যতে।

এইরূপ লবণ বলিলে সৈন্ধব লবণ এবং চন্দন বলিলে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। কিন্তু চূর্ণ, লেহ, আসব ও স্নেহে শ্বেতচন্দন এবং কষায় ও প্রলেপে রক্তচন্দন প্রযোজ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, পুরীষ-রস ও মূত্র উক্ত হইলে তত্তদ্‌-দ্রব্য গব্য বুঝিতে হইবে।

অথ পঞ্চ কষায়াঃ।

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

কষায় পাঁচ প্রকার। যথা,—স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পর পরটী যথাক্রমে লঘুতর।

অথ স্বরসঃ।

সদ্যঃকৃষ্টার্দ্রদ্রব্যাত্তু বস্ত্রযন্ত্রাদিপীড়নাৎ।
যো রসস্তন্নির্য্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সদ্য আকৃষ্ট আর্দ্র দ্রব্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্র কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে স্বরস কহে।

অন্যচ্চ—

আদায় শুষ্কং দ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে।
জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে॥

অথবা যদি কাঁচা দ্রব্যের স্বরস পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট গ্রহণ করিবে। ইহা স্বরসের তুল্য।

অপরঞ্চ—

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ ভবেদ্ বা রস উত্তমঃ॥

কিংবা অর্দ্ধসের পরিমিত চূর্ণ দ্বিগুণ জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক অহোরাত্র রাখিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাও উত্তম স্বরস সদৃশ গুণকর।

অথ স্বরসভেদাৎ পুটপাকবিধিঃ।

পুটপকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া॥
দ্রব্যমাপোথিতং জম্বু-বটপত্রাদিসম্পুটে।

বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা॥
মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্।
দহেৎ পুটাস্তরা ত্বগ্নৌ যাবল্লেপস্তু রক্ততা॥

পুটপক্ব কল্কের স্বরস গৃহীত হয় বলিয়া পুটপাকের নিয়ম বলা যাইতেছে। ঔষধ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে এবং অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে অগ্নির তাপে মৃত্তিকা-লেপ লোহিতবর্ণ হইলেই পুটপাক সিদ্ধ হইয়াছে, জানিবে।

অথ কল্কঃ।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্।
তদেব সূরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে॥
আবাপস্তথ প্রক্ষেপস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে।
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতাং গুড়সমাং দদ্যাদ্ দ্রবা দেয়াশ্চতুর্গুণাঃ॥

কাঁচা অথবা সজল শুষ্ক দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটী কল্কের পর্য্যায়। কল্কে ঘৃত মধু ও তৈল দিতে হইলে দ্বিগুণ, চিনি ও গুড় দিতে হইলে কল্কের সমান এবং দ্রবপদার্থ দিতে হইলে চারিগুণ দিতে হয়।

অথ ক্বাথবিধিঃ।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুন্নে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্।
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্।
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥

কুট্টিত এক পল দ্রব্য ষোল গুণ জল সহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে জলের পরিমাণ ষোলগুণ, পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ এবং কুড়বের পর প্রস্থ পর্য্যন্ত ৪ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবার বিধি। শৃত, কষায় ও নির্য্যূহ এই তিনটী শব্দ ক্বাথের পর্য্যায়।

পানে ক্বাথ্যাদিদ্রব্যব্যবস্থা।

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ম্।
দদ্যাত্তঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

পানীয় পাচনের নিয়ম।

দশ রতিতে যে মাষা, তাহারই আট মাষায় তোলা ধরিয়া সেইরূপ দুই তোলা ঔষধ দ্রব্য ১৬ গুণ অর্থাৎ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। (কিন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকগণ ১ তোলা ও ১ টাকার ওজন সমান করিবার নিমিত্ত ১২ রতিতে মাষা ধরিয়া থাকেন)।

ক্বাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ।
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্॥
জীরকং গুগ্‌গুলুং ক্ষারং লবণঞ্চ শিলাজতু।
হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চৈব ক্বাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ॥
ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রঞ্চান্যদ্ দ্রবং তথা।
কল্কং চূর্ণাদিকং ক্বাথে নিক্ষিপেৎ কর্ষসংমিতম্॥
তত্রোপবিশ্য বিশ্রান্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
ঔষধং হেমরজত-মৃত্তাজনোপরিস্থিতম্॥
পিবেৎ প্রসন্নহৃদয়ঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্।
বিধায়াচম্য সলিলং তাম্বুলাদ্যুপযোজয়েৎ॥

ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাতজনিত রোগে চারি অংশের এক অংশ, পিত্তজনিত রোগে আট অংশের এক অংশ ও কফজনিত রোগে ১৬ অংশের একাংশ চিনি ব্যবহার করিবে, কিন্তু মধু প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিত রোগে ষোল অংশের এক অংশ, পিত্তজনিত রোগে আট অংশের এক অংশ এবং কফজনিত রোগে চারি অংশের এক অংশ মধু প্রয়োগ করিবে।

জীরা, গুগ্‌গুলু, যবক্ষার, সৈন্ধব, শিলাজতু, হিঙ্গু ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ)

এই কয়েকটি, কাথে প্রয়োগ করিতে হইলে এক শাণ (৷৷৹ তোলা) মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র অথবা অন্য কোন প্রকার দ্রবপদার্থ, কিংবা কল্ক ও চূর্ণ প্রভৃতি কাথে প্রক্ষেপ দিতে হইলে এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণে দিবে।

প্রশস্ত ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্র ও বদনের বিকৃতি না করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সুবর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ সেবন করিবে, তদনন্তর ঔষধের পাত্রটীকে অধোমুখে রাখিয়া জল দ্বারা মুখ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক তাম্বূলাদি মুখশোধক দ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

অথ হিমবিধিঃ।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতং হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ॥

কুট্টিত এক পল দ্রব্য ছয় পল জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে, তাহাকে হিম বা শীতকষায় কহে।

প্রসঙ্গান্মন্থবিধিঃ।

জলে চতুষ্পলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

মৃত্তিকাপাত্রে ১ পল কুট্টিত দ্রব্য চারি পল জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে মন্থন করিয়া লইলে মন্থ প্রস্তুত হয়। ইহাও শীতকষায় তুল্য। মাত্রা—২ পল।

অবান্তরভেদাৎ তণ্ডুলোদকম্।

তণ্ডুলং কণ্ডিতঃ কৃত্বা পলং গ্রাহ্যং হি তণ্ডুলাৎ।
চতুর্গুণং জলং দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি।
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা॥

এক পল পরিমিত আতপতণ্ডুল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৪ পল জলে ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। ইহার মাত্রা—শীতকষায়ের ন্যায়।

অথ ফাণ্টঃ।

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎ পটাৎ।
সোঽয়ং চূর্ণো দ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্ভিরভিধীয়তে॥

কুট্টিত ১ পল দ্রব্য মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধসের উষ্ণ জলে কিয়ংক্ষণ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।

প্রসঙ্গাদুষ্ণোদকম্।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা কথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ।
শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥

অগ্নিসন্তাপে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ কিংবা অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে অথবা কেবল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে, তাহাকে উষ্ণোদক বলা যায়। ইহা শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদোরোগনাশক এবং অগ্নি-দীপক। রাত্রিকালে ইহা পান করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

ক্বাথাদেরবান্তরভেদাল্লেহাদিকমাহ।

ক্বাথাদের্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ।
দ্রবং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
সুপক্কে তন্তুমত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রা গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥

ক্বাথাদিকে পুনঃ পাক করিলে যে ঘন পদার্থ জন্মে, তাহাকে অবলেহ, লেহ ও প্রাশ বলে। চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি, গুড় সংযোগে প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় ও

দ্রবপদার্থের সহিত প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বত্র চূর্ণের চতুর্গুণ দ্রবপদার্থ দিয়া পাক করিবে। অবলেহ সুপক্ক হইলে তন্তুবিশিষ্ট হয়, জলে নিক্ষেপ করিলে স্থির হইয়া থাকে, (গলিয়া যায় না), চাপিলে মুদ্রাবৎ চিহ্ন এবং উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়।

অথ চূর্ণবিধিঃ।

অত্যন্তশুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে॥

অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। রজঃ ও ক্ষোদ, চূর্ণের পর্য্যায়।

চূর্ণস্য পাকনিষেধমাহ।

প্রায়ো ন পাকশ্চূর্ণানাং ভূরিচূর্ণস্য তেন হি।
আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বল্পস্য পাকমাগতে॥

(আসন্নপাকে উপস্থিতপাকে নতু পাকমাপন্নে, তথা অতিপ্রচুরচূর্ণানাং প্রবেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বল্পস্য চূর্ণস্য পাকান্তে কদুষ্ণদশায়াং প্রক্ষেপ ইতি।)

চূর্ণ ঔষধের পাক করা উচিত নহে, কারণ পাক দ্বারা চূর্ণ ঔষধ নির্ব্বীর্য্য হয়। কিন্তু চূর্ণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে মোদকাদি দ্রব্যের আসন্নপাকে অর্থাৎ পাক-সমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রক্ষেপ দিবে, কারণ তাহা না হইলে চূর্ণ সকল ঔষধের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইবে না। চূর্ণপদার্থ যদি অল্প হয়, তবে পাক সমাপ্ত হইলে মোদকাদির সহিত মিশ্রিত করিবে।

অথ বটকাবিধিঃ।

বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নাম বটকা বটী।
মোদকো গুড়িকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করা তথা।
গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥
(তত্র বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ)
কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন কচিদ্ গুগ্‌গুলুনা বটীম্।
দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ॥
সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ।
চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুর্ম্মধু তৎসমম্।
দ্রবস্তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ॥

এক্ষণে বটকার বিষয় বলা যাইতেছে। তাহার পর্য্যায়,—বটকা, বটী, মোদক, গুড়িকা, পিণ্ডী ও গুড়বর্ত্তি। মোদকপাকের নিয়ম প্রায় অবলেহের ন্যায়। প্রথমতঃ গুড়, শর্করা অথবা গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক করিয়া আসন্ন পাকে চূর্ণ ঔষধ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কখন কখন গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক না করিয়া কেবল কোন দ্রব্য বা মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করা যায়। মোদকে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি ও দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়। গুগ্‌গুলু ও মধু, চূর্ণের সমান এবং দ্রবপদার্থ চূর্ণের দ্বিগুণ।

অথাণুবটিকাবিধিঃ।

ধাত্বাদীনামুদ্ভিদাং বা চূর্ণমুক্তে দ্রবৈঃ প্লুতম্।
অনুক্তে তোয়যোগেন বিমর্দ্দ্য বিদধীত চ॥
যবসর্ষপগুঞ্জাদি-প্রমাণা বটিকা ভিষক্।
অনির্দ্দিষ্টবটী সিদ্ধৌ প্রায়ো গুঞ্জাত্মিকা মতা॥
তৎসেবনং যথাদোষমনুপানেন চেষ্যতে॥

ধাতু, উপধাতু ও উদ্ভিদের চূর্ণ শাস্ত্রোক্ত দ্রবপদার্থ দ্বারা অথবা অনুক্ত স্থলে কেবল জল দ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দন করিয়া যব, সর্ষপ ও গুঞ্জা পরিমিত বটী করিবে। কিন্তু যে স্থলে বটীর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না থাকিবে, তথায় প্রায় গুঞ্জা-(রতি)-পরিমিত বুঝিতে হইবে। ইহা দোষ বিবেচনা করিয়া যথা-যোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই বটিকাকে অণুবটিকা বা বটী কহে।

অথ ভাবনাবিধিঃ।

দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বপ্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥
ভাব্যদ্রব্যসমং কাথো কাথাদষ্টগুণং জলম্।
অষ্টাংশশেষিতঃ কাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা।

দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ।
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ॥

যে পরিমিত দ্রবে চূর্ণ সকল সিক্ত হয়, চূর্ণের ভাবনাক্রিয়ায় দ্রব্যের তাহাই পরিমাণ জানিবে। ক্কাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ক্কাথ্য দ্রব্য ভাব্য দ্রব্যের (যাহাকে ভাবনা দিতে হইবে) সমান পরিমাণে লইয়া অষ্টগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। চূর্ণ দ্রব্য জল বা ক্কাথাদি দ্রবপদার্থে ভিজাইয়া প্রতিদিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং প্রতি রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করাকে ভাবনা কহে। বিশেষ বিধি না থাকিলে ৭ দিন ঐরূপ ভাবনা দেওয়া বিধি।

—

অথ মাত্রাবিধিঃ।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥
উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন লেহক্কাথৌষধেষু চ॥
(পলমত্র সৌশ্রুতমিতি গুরবঃ। সৌশ্রুতপলং চরকস্যার্দ্ধপলম্। ত্রিভিরক্ষৈরিতি চরকস্য ত্রিভিস্তোলৈঃ॥ পলার্দ্ধেনেতি চরকে কর্ষেণৈকেন, যুগপ্রভাবাজ্জঘন্যা এব সর্ব্বে, অতএব জঘন্যা মাত্রা সর্ব্বেষাং দাতব্যা।)

মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; বাতাদি দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগ করিবে। তবে স্নেহপদার্থ, ক্কাথ্যপদার্থ, স্বরস, গুড়িকা ও কাঞ্জিকাদি ঔষধে সাধারণতঃ যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রবলাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—মাত্রা ১ পল, মধ্যমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—৩ তিন অক্ষ এবং অধমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—অর্দ্ধপল নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধবৈদ্যগণ এই স্থলে সৌশ্রুত মান ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সুশ্রুতের ১ পল চরকের অর্দ্ধপল, অতএব এস্থলে সুশ্রুতের একপল চারি তোলা। তিন অক্ষ তিন তোলা, অর্দ্ধপল ২ তোলা। কারণ সুশ্রুতে ৫ রতিতে মাষা এবং চরকে ১০ রতিতে মাষা; অতএব সুশ্রুতের পরিমাণ অপেক্ষা চরকের পরিমাণ দ্বিগুণ। কলিযুগে সকলেরই অগ্নি ও বল অতি অল্প, তজ্জন্য সকলের পক্ষেই জঘন্য অর্থাৎ অল্প মাত্রা প্রযোজ্য।

গুঞ্জামাত্রং রসং দেবি হেম জীর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
তারং ত্রিগুঞ্জকং প্রোক্তং রবিজীর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্॥
লৌহাভ্রনাগবঙ্গানাং খর্পরস্য শিলাজতোঃ।
ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতা মাত্রা মলোপরসমাষিকম্॥
কাংসপিত্তলয়োর্মানং ভক্ষয়েৎ তাম্রজীর্ণবৎ।
যবমাত্রং বিষং দেবি গুঞ্জামাত্রস্তু কুষ্ঠিনে॥
বজ্রং যবদ্বয়মিতং তালকং যবসপ্তকম্।
ততো বুদ্ধা ভিষগ্‌দদ্যাৎ প্রায়ো মাত্রেতি কীর্ত্তিতা॥

এস্থলে শোধিত এবং জারিত ধাত্বাদির মাত্রাও সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। শোধিত পারদ ও জারিত স্বর্ণের মাত্রা ১ রতি, রৌপ্যের মাত্রা ৩ রতি, তাম্রের মাত্রা ২ রতি এবং লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, খর্পর ও শিলাজতুর মাত্রা ৬ রতি। মলধাতু ও উপরসের মাত্রা ১ মাষা। কাঁসা ও পিতলের মাত্রা ২ রতি। বিষের মাত্রা ১ যব, কিন্তু কুষ্ঠ রোগীকে ১ রতি পরিমিত দেওয়া যাইতে পারে। হীরক ২ যব মাত্রায় এবং হরিতাল ৭ যব মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে ইহাদের মাত্রা কথিত হইলেও বিবেচক ভিষক্ বল, বয়স ও অগ্ন্যাদি লক্ষ্য করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন।

—

অথ ভৈষজ্যসেবনকালবিধিঃ।

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং * ভক্তস্তেবান্তরেঽপি চ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্মুহুরিতি স্মৃতাঃ।
কালা দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ॥

* সামুদগং ভেষজং বিদ্যাদন্নস্যাদ্যাবসানয়োঃ।

বলিনো মহতো ব্যাধেরভুক্তে ভেষজং হিতম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্।
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ॥
সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্॥
ভক্তোপরিষ্টাচ্ছস্তঞ্চ উর্দ্ধজত্রুবিকারিণাম্।
সম্বন্ধে বর্চ্চসাং মুদ্গাং দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্॥
ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ॥
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্।
গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাজ্যাসক্তধিয়ামপি॥
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্।
মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বাসকাস-তৃষ্ণার্ত্তিচ্ছর্দ্দিরোগিণাম্॥

অভক্ত, পূর্ব্বভক্ত, মধ্যভক্ত, সভক্তক, ভক্তানন্তর, সামুদ্গ *, ভোজনমধ্যবর্ত্তী, প্রতিগ্রাস, গ্রাসান্তর ও মুহুর্ম্মুহুঃ এই দশ প্রকার ঔষধসেবনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগী বলবান্ এবং ব্যাধি প্রবল হইলে অভক্ত অর্থাৎ অনাহারে ঔষধসেবন হিতকারী। পূর্ব্বভক্ত অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে সেবিত ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক ও হিতজনক। মধ্যভক্ত (ভোজনের মধ্যকালে সেবিত) ঔষধ মধ্য-দেহগত রোগনাশক, সভক্ত (অন্নের সহিত সেবিত) ঔষধ সুকুমার-প্রকৃতি, ঔষধদ্বেষী বালকদিগের পক্ষে হিতকর। ভক্তানন্তর অর্থাৎ ভোজনের পর সেবিত ঔষধ উর্দ্ধ-জত্রুরোগে প্রশস্ত। কোষ্ঠগত বিবদ্ধ রোগে এবং দীপ্তাগ্নি ও বলবান্ রোগীর পক্ষে সামুদ্গ ঔষধ হিতকর। মধ্যদেহ সম্বন্ধীয় রোগে ভোজনদ্বয়ের মধ্যে ঔষধসেবন হিতকর। হীনাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে প্রতিগ্রাসে ঔষধসেবন উপকারী। কুষ্ঠ ও মেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ঔষধ প্রশস্ত। শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও বমি রোগে বারংবার ঔষধসেবন আবশ্যক।

অন্যচ্চ—

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি॥

* ভোজনের আদি ও অন্তে সেবিত ঔষধকে সমুদ্গ কহে।

শাস্ত্রান্তরে ঔষধ-সেবনের কাল পাঁচ প্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবা-ভোজন-কালে, সায়ং-ভোজন-কালে, মুহুর্ম্মুহুঃ ও রাত্রিকালে।

—

তত্র প্রথমঃ কালঃ।

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ।
লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ॥

পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এবং বিরেচন বমন ও লেখনার্থে প্রাতঃকালে আহার না করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয়।

—

দ্বিতীয়ঃ কালঃ।

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ॥
সমানবাতে বিগুণে মন্দেঽগ্নাবগ্নিদীপনম্।
দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্॥
ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ॥

অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। অরুচিতে নানা প্রকার খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচি-জনক ঔষধ সেবনীয়। সমান বায়ু দূষিত এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজন-ক্রিয়ার মধ্যে সেবন করিবে। ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে ভোজনের শেষে এবং হিক্কা, আক্ষেপক ও কম্পে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধসেবন করিতে হয়।

—

তৃতীয়ঃ কালঃ।

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সায়ংভোজনে॥
প্রাণে প্রদুষ্টে সাঙ্গ্যন্তু ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥

স্বরভঙ্গাদিকারক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংভোজনের প্রতিগ্রাসান্তরে ঔষধ

সেবনীয়। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে সান্ধ্য-ভোজনের পর ঔষধ সেব্য।

—

চতুর্থঃ কালঃ।

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্ছর্দ্দি-হিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ॥

তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাসরোগ ও বিষদোষে মুহুর্মুহুঃ অন্নের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য।

—

পঞ্চমঃ কালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমনার্থে রাত্রিতে ঔষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়।

—

অথ ক্ষীরাদিপাকঃ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥
ক্ষীরমস্তারনালানাং পাকো নাস্তি বিনাম্ভসা।
সম্যক্ পাকং ন গচ্ছন্তি তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্॥

(এতৎ তু বচনং কেবলক্ষীরাদিপকপাচনাদৌ ক্ষীরপক্বমূল্যাদৌ নান্যত্র; ঘৃততৈলতাদিপাকে তত্র দ্রব্যান্তরমস্ত্যেব। তৈলাদিপাকে যত্র চতুর্গুণং ক্ষীরমেবাস্তি ন তত্র দ্রব্যান্তরমস্তি তত্র কঠোরত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে যথা অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ।)

যে দ্রব্যের সহিত ক্ষীর পাক করিতে হইবে, তাহার ৮ গুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জল ব্যতিরেকে দুগ্ধ, দধি, মস্ত ও কাঁজির পাক হয় না, তজ্জন্য চারিগুণ জল দিয়া পাক করা বিধি। ঘৃত তৈলাদিতে যে দুগ্ধ পাক করিতে হয়, সে স্থলে এ নিয়ম নহে; কেবল ক্ষীরাদিসিদ্ধ পাচন অর্থাৎ ক্ষীর-পঞ্চমূল্যাদি পাচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে।

ঘৃত তৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
জ্ঞাতব্যং তদিহাচার্য্যৈর্ভাগতো দ্বিগুণেন হি॥

ঘৃত, তৈল অথবা অপর যোগাদিতে যদি কোন দ্রব্য দুই বার উক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের দুই ভাগ লইতে হইবে।

—

অথ মাংসরসসাধনম্।

দ্রব্যাত্তো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতো দ্বিগুণং পয়ঃ।
পাদস্থং সংস্কৃতং স্নেহ ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে॥
পলানি দ্বাদশপ্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্।
মাংসস্য বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে॥

ঔষধ দ্রব্যের সহিত মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে, দ্রব্যের দ্বিগুণ মাংস ও মাংসের দ্বিগুণ জল দিয়া একত্র পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে মাংসরস প্রস্তুত হয়। মাংসরস ঘন করিতে হইলে ১ প্রস্থ জলে ১২ পল মাংস; তরল করিতে হইলে ৬ পল মাংস পাক করিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাংসের বটক প্রস্তুত করিয়াও স্বচ্ছতর রস প্রস্তুত করা যায়। তাহার নিয়ম যথা,—১ পল সিদ্ধ মাংস পেষণ করিয়া বটিকা করিবে, পরে সেই বটিকা সকল ঘৃতাদিতে ভাজিয়া পূর্ব্ববৎ জলে পাক করিয়া স্বচ্ছতর রস প্রস্তুত করিবে।

—

অথ স্নেহপাকস্য সাধারণো বিধিঃ।

আদৌ সংস্কারয়েৎ ক্বাথং দুগ্ধং কল্কং ততঃ পরম্।
ততোঽন্তং সুরভি দ্রব্যমেষ স্নেহবিধির্মতঃ॥

স্নেহপাক করিতে হইলে প্রথমে ক্বাথ, তৎপরে দুগ্ধ ও তারপর কল্ক সহ তৈলাদি পাক করিবে। শেষে ছাঁকিয়া গন্ধদ্রব্য সহ পাক করিবে।

—

অথ তৈলমূর্চ্ছা-বিধিঃ।

তত্রাদৌ তিল-তৈলমূর্চ্ছা।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ
পক্বং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ তু যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব।
মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈর্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ
সূচীপুষ্পাজ্বিনীরৈরুপহিতমখিলৈর্গন্ধযোগং জহাতি॥
তৈলস্যেন্দুকলাংশি কস্তবিকসাভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ
যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনীহ্রীবেরলোধ্রান্বিতাঃ।
সূচীপুষ্পবটাবরোহনলিকাস্তস্যাশ্চ পাদাংশিকা
দুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈলমরুণং সদ্গন্ধমাকুর্ব্বতে॥

দৃঢ়তর লৌহকটাহে মন্দ মন্দ অগ্নি দ্বারা তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈল নিষ্ফেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে দিবে। পরে পেষিত সজল মঞ্জিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার ঝুরি ও বালা এই সকল দ্রব্য জল সহ শিলাপিষ্ট করিয়া তৈলে দিবে। পুনরায় ঐ তৈলে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহকে মূর্চ্ছাদ্রব্য কহে।

উক্ত দ্রব্যের পরিমাণ এই, তৈলের ষোড়শাংশ মঞ্জিষ্ঠা এবং অপরাপর দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ; অর্থাৎ যদি তৈল ১৬ সের হয়, তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠা ১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য এক পোয়া করিয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়। তৈলের সহিত কাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত ছাঁকিয়া ফেলিবে।

অথ কটুতৈলমূর্চ্ছা।

বয়ঃস্থারজনীমুস্ত-বিল্বদাড়িমকেশরৈঃ।
কৃষ্ণজীরকহ্রীবের-নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ॥
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
অরুণাদ্বিপলং তত্র তোয়ঞ্চাঢ়কসংমিতম্।
কটুতৈলং পচেৎ তেন হ্যামদোষহরং পরম্॥

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কটুতৈলও মূর্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমে হরিদ্রা, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে আমলা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুক ও বহেড়া এই সকল মূর্চ্ছনদ্রব্য পূর্ব্ববৎ দিবে। /৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া ও অন্যান্য প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে।

অথৈরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা।

বিকসা মুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা।
হ্রীবেরবনখর্জ্জুর-বটশুঙ্গানিশাযুগম॥
নলিকা ভেষজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্।
প্রস্থে দেয়ং শুক্তিমিতং মূর্চ্ছনে দধি কাঞ্জিকম্॥

এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য যথা,—মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নলিকা, কেয়ার ঝুরি, দধি ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা, তৈল চারি সের। মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা করিবে।

অথ ঘৃতমূর্চ্ছা।

পথ্যাধাত্রীবিভীতৈর্জলধররজনীমাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ
দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলকপরিমিতৈর্মন্দমন্দানলেন॥
আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজ-
স্তস্মাদামোপদোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি॥

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে ঘৃত পাক করিলে ঘৃত যখন নিষ্ফেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে লেবুর রস, তদনন্তর

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মুতা এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। চারি সের ঘৃতের মূর্চ্ছন করিতে হইলে মূর্চ্ছাদ্রব্য সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের।

স্নেহসাধনে ক্বাথ্যজলাদেঃ পরিমাণম্।

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েৎ তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ॥
চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্।
মৃদ্বাদি ক্বাথ্যসংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্॥

অনুক্তস্থলে স্নেহপাকার্থ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা—ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল হইলে চারি গুণ জলে, নাতিমৃদু ও নাতিকঠিন হইলে আট গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে স্নেহ পাক করিবে। ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হয়, এইরূপ হিসাব করিয়া ক্বাথ্য দ্রব্য লইবে।

অন্যচ্চ—

কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবত্তবেদষ্টগুণং পয়ঃ॥
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্।
তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা॥

অপরে বলেন—কর্ষ হইতে পল পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্যে ১৬ গুণ জল, তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ জল এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত চারি গুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। আর অনুক্ত স্থলে তুলাপরিমিত দ্রব্যে অর্থাৎ ১২॥০ সের ক্বাথ্যে দ্রোণ পরিমিত অর্থাৎ ৬৪ সের জল দিবে। এইরূপ যে স্থলে কেবল ৬৪ সের জলের উল্লেখ থাকিবে, তথায় ১২॥০ সের ক্বাথ্য দ্রব্য দিতে হইবে, ইহা বুঝিবে।

অনির্দ্দিষ্টপ্রমাণানাং স্নেহানাং প্রস্থ ইষ্যতে।
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্॥
তত্র স্যাদৌষধং স্নেহঃ স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহসিদ্ধৌ দ্রবেঽনুক্তে সর্ব্বত্রাম্বুশ্চতুর্গুণম্।
গন্ধদ্রব্যাণি চেচ্ছন্তি কল্কস্যার্দ্ধাংশিকানি চ॥

কি পরিমাণে স্নেহ পাক করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, চারি সের পরিমাণে স্নেহ পাক করা বিহিত এবং জল, স্নেহ ও কল্ক দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ স্নেহ ও স্নেহের চতুর্গুণ জল লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কল্ক দ্রব্য যত হইবে, তাহার ষোলগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তদ্দ্বারা সমান পরিমিত স্নেহ পাক করিবে। আর কোন্ দ্রবপদার্থ দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে, তাহা লিখিত না থাকিলে, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বত্রই ৪ গুণ জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে। স্নেহপাকে কল্কের অর্দ্ধেক গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতে হয়।

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকন্তু কথ্যতে।
তোয়াদীনামনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে তু ক্ষীরং স্নেহসমং বিদুঃ॥

স্নেহপাক বিষয়ে যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল একমাত্র দুগ্ধেরই উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যদি কেবল দুগ্ধ দিয়াই স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে স্নেহের চারিগুণ দুগ্ধ দিতে হইবে। আর যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকে, তবে স্নেহের সমান দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যচ্চ—

স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যোঃ পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ।
জলং চতুর্গুণং তত্র বীর্য্যাধানার্থমাবপেৎ॥
ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্।
সম্যক্ পাকো ন জায়েত তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্॥

কেহ বলেন, যে স্থলে স্বরস, দুগ্ধ বা দধি দিয়া স্নেহ পাক করিতে বলা থাকে, তথায় জলের উল্লেখ না থাকিলেও, স্নেহের বীর্য্যা-

ধানার্থ উক্ত দুগ্ধাদির সহিত চতুর্গুণ জল দিয়া স্নেহ পাক করা কর্ত্তব্য। কারণ কেবল দুগ্ধাদি দ্বারা স্নেহ পাক করিলে, তাহাদের গাঢ়তা প্রযুক্ত কল্কদ্রব্যের রস ভালরূপ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং স্নেহের পাক সম্যক্ প্রকারে নিষ্পন্ন হয় না। অতএব অমুক্ত স্থলেও চারিগুণ জল দেওয়া অতি আবশ্যক।

পঞ্চপ্রভৃতি যত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসংবিধৌ।
তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

স্নেহপাক বিষয়ে যেখানে চারির অধিক দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকিবে, তথায় প্রত্যেক দ্রবপদার্থ স্নেহের সমান, আর এক হইতে চারি পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রবপদার্থ স্নেহের চারি-গুণ দিতে হইবে।

অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্॥

জল দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ ও ক্বাথ দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে, কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ।
কল্কাচ্চ সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্॥
(কল্কাৎ কল্কদ্রব্যাচ্চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থম্।)

দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে, কল্কদ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ এবং কল্কদ্রব্য-পেষণার্থ কল্কের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রোদিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে।
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে।
(কেবলে দ্রবে ক্বাতেতরেস্মিন্ স্বরসাদিরূপে।)

কেবল ক্বাথ দ্বারা যেখানে স্নেহপাকের বিধি থাকে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, ঐ ক্বাথ্যেরই কল্ক দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে। কল্ক ব্যতিরেকেও স্নেহ পাক করা যায়, তথায় কেবল দ্রব্য দ্বারা অর্থাৎ স্বরসাদি দ্বারা পাক করিতে হইবে।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কং প্রযুজ্যতে॥

স্নেহপাকে পুষ্প যদি কল্কদ্রব্য হয়, তাহা হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে এবং পুষ্প-কল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

আদৌ কল্কঃ প্রদাতব্যো গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম্।
তৈলমুত্তার্য্য দাতব্যং শিল্লকং কুঙ্কুমং নখম্॥
গন্ধচন্দনকর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্॥

অগ্রে কল্ক পাক, তদনন্তর গন্ধদ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া তৈল নামাইবে। পরে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ এই গন্ধদ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে।

অথ স্নেহপাকস্য কালনিয়মঃ।

মূর্চ্ছা স্যাৎ সপ্তভিঃ সিদ্ধা রাত্রিভির্ব্বুধসম্মতা।
ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গয়োঃ পাকঃ সদ্যঃ সিধ্যতি নান্যথা॥
স্যাৎ পাকঃ পয়সো দ্বাভ্যাং স্বরসাদেস্তু তিসৃভিঃ।
দধিকাঞ্জিকতক্রাণাং সিদ্ধো ভবতি পঞ্চভিঃ॥
মূত্রাদীনামেকরাত্রাৎ ততঃ কল্কস্য সপ্তভিঃ।
গন্ধানাং পঞ্চভির্জ্ঞেয়ঃ স্নেহপাকে ক্রমোঽপ্যয়ম্॥

তৈলাদির মূর্চ্ছাক্রিয়া ৭ দিবসে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত পাকানন্তর ৭ রাত্রির পর ছাঁকিয়া ফেলিবে। অনন্তর ব্রীহি প্রভৃতির ক্বাথ সহ ও তৎপরে মাংসাদির ক্বাথের সহিত স্নেহপাক কর্ত্তব্য। ইহাদের সহিত এক এক দিবসের মধ্যেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। পরে দুগ্ধ সহ দুই দিন, স্বরস ও ক্বাথের সহিত ৩ দিন, দধি কাঁজি ও তক্রের সহিত ৫ দিন এবং মূত্রাদির সহিত ১ দিন পাক করা নিয়ম। তৎপরে কল্কপাক, ইহা ৭ সাত দিনে সম্পন্ন করিতে হয় অর্থাৎ কল্ক-পাকের ৭ দিন পরে উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে

হয়। সর্ব্বপশ্চাৎ গন্ধপাক, গন্ধদ্রব্যের সহিত পাক পাঁচ দিনে সম্পন্ন হয়।

অথ স্নেহপাকপরিজ্ঞানম্।

বর্ত্তিবৎ স্নেহ কল্কঃ স্যাদ্ যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ।
শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা॥
যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা॥
স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
ঈষৎস্বরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ।
মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে।
ঈষৎকঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ॥
তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাদ্দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ।
আমপক্কশ্চ নির্ব্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ॥

কল্কপদার্থ অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দহীন হয়, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। যখন তৈলে ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে ফেন নিবৃত্ত হয় এবং যথোপযুক্ত গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়, তখন জানিবে স্নেহপাক নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্নেহপাক তিন প্রকার ;—মৃদু, মধ্য ও খর। কল্কদ্রব্য ঈষৎ স্বরস থাকিলে মৃদু, নীরস অথচ কোমল থাকিলে মধ্য ও ঈষৎ কঠিন থাকিলে খর পাক জানিবে। তাহার অতিরিক্ত পাককে দগ্ধপাক কহে, দগ্ধপাক দাহকর ও নিষ্প্রয়োজন। আমপক্ক স্নেহ নির্ব্বীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর ও গুরু।

নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্॥

নস্যার্থ মৃদু পাক, অভ্যঙ্গার্থ খর পাক, এবং মধ্যপাক সকল কর্ম্মেরই উপযোগী।

ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে।
প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতাস্তেতে বিশেষাদ্ গুণসঞ্চয়ম্॥

ঘৃত, তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিবসে সমাপন করিবে না। ঘৃতাদি উষিত অর্থাৎ অধিক দিন সিদ্ধ হইলে বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

অথ ধাতূনাং সংখ্যা নিরুক্তিশ্চ।

স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥
বলীপলিতখালিত্য-কার্শ্যাবল্যজরাময়ান্।
নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, দস্তা, সীসক ও লৌহ এই সাতটী ধাতু পার্ব্বত্যপ্রদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বলী পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ বা রক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে।

(সকল ধাতুই জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমতঃ স্বর্ণের শোধনবিধি কথিত হইতেছে। স্বর্ণশোধনের নিয়মানুসারে রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এবং মাক্ষিক প্রভৃতি উপধাতু সকলও শোধন করিয়া লইবে।)

অথ সুবর্ণস্য শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতূনাং শোধনং ভবেৎ॥

স্বর্ণশোধনের নিয়ম যথা,—স্বর্ণের অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তপ্ত তপ্তই উহা যথাক্রমে তৈলে, তক্রে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলত্থ কলায়ের কাথে নিষিক্ত করিবে। অর্থাৎ এক এক বার পোড়াইবে, আর এক এক বার তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিন বার করিলেই সুবর্ণ শোধিত হইয়া থাকে।

অথ সুবর্ণস্য মারণবিধিঃ।

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্লে কৃত্বা তু গোলকম্।
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ।

ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃপুনঃ॥

শোধিত স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা উত্তমরূপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমান পারদ দিয়া একত্র মাড়িয়া একটী গোলক করিবে। একখানি কটোরিয়ায় ঐ গোলক স্থাপন করিয়া গোলকের নীচে ও উপরে তৎপরিমিত গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং আর একখানি কটোরিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া উভয় মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ৩০ খানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পারদ সহ মর্দ্দিত ও গন্ধক দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া পুটপাক দিবে। ১৪ বার এইরূপ ক্রিয়া করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে।

অথ সুবর্ণভস্মানুপানম্।

মৎস্যপিত্তস্য যোগেন স্বর্ণং তৎকালদাহজিৎ।
ভৃঙ্গযোগাচ্চ তদ্‌বৃষ্যং দুগ্ধযোগাদ্ বলপ্রদম্॥
পুনর্নবাযুতং নেত্র্যং ঘৃতযোগে রসায়নম্।
স্মৃত্যাদিকৃদ্ বচাযোগাৎ কান্তিকৃৎ কুঙ্কুমেন চ॥
পয়সা রাজযক্ষ্মঘ্নং নির্বিষ্যা চ বিষং হরেৎ।
শুণ্ঠীলবঙ্গমরিচৈস্ত্রিদোষোন্মাদনাশকৃৎ॥

স্বর্ণভস্ম, মৎস্যপিত্ত সহ সেবিত হইলে তৎকাল-দাহনাশক, ভীমরাজ রসের সহিত সেবিত হইলে বীর্য্যকর, দুগ্ধযোগে বলপ্রদ ও রাজযক্ষ্মনাশক, পুনর্নবারসযোগে দৃষ্টি-বর্দ্ধক, ঘৃতযোগে রসায়ন, বচযোগে বুদ্ধি স্মৃতি ও মেধাকর, কুঙ্কুমযোগে কান্তিকারক, নির্ব্বিষী (মুস্তক সদৃশ তৃণবিশেষ) যোগে বিষহারক এবং শুঁঠ লবঙ্গ ও মরিচের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষ ও উন্মাদনাশক হয়।

অথ রৌপ্যস্য মারণবিধিঃ।

বিধায় পিষ্টিং সূতেন রজতস্যাথ মেলয়েৎ।
তালং গন্ধং সমং পশ্চান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
বিত্রিপুটৈর্ভবেদ্ ভস্ম যোজ্যমেবং রসাদিষু॥

রৌপ্যের অতি পাতলা পাত পারদের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে রৌপ্যের সমপরিমিত হরিতাল ও গন্ধক একত্র লেবুর রসে মাড়িয়া উহা দ্বারা উক্ত রৌপ্যপিণ্ড স্বর্ণমারণের বিধি অনুসারে পুটপাক দিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যাইবে।

অথ রৌপ্যভস্মানুপানম্।

সিতয়া হন্তি দাহাদ্যং বাতপিত্তং ফলত্রিকাৎ।
ত্রিসুগন্ধ্যা প্রমেহাদি রজতং হন্ত্যসংশয়ম্॥

রজতভস্ম চিনিসহ সেবিত হইলে দাহাদি-নাশক, ত্রিফলাযোগে বাতপিত্তহর, ত্রিসুগন্ধি (এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র) যোগে প্রমেহাদি রোগ নিবারক হয়।

অথ তাম্রম্।

ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রং বিষমুচ্যতে।
একো দোষো বিষে তদ্বৌ দোষাস্তাম্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ভ্রমো মূর্চ্ছা বিদাহশ্চ উৎক্লেদঃ শোষবান্তয়ঃ।
অরুচিশ্চিত্তসন্তাপ এতে দোষা বিষোপমাঃ॥

বিষকেই কেবল বিষ বলে না, অশুদ্ধ তাম্র একটী ভয়ঙ্কর বিষ। কারণ বিষে কেবল একটী দোষ আছে, অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ, বমন, শোষ, বমনবেগ, অরুচি ও চিত্তসন্তাপ এই আটটী বিষোপম দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ তাম্রস্য মারণবিধিঃ।

জম্বীররসসংপিষ্ট-রসগন্ধকলেপিতম্।
তাম্রপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈর্ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
সূতাভাবে ভিষগ্ মুক্ত্বা বাত্র হিঙ্গুলমর্পয়েৎ॥

কজ্জলীকৃত পারদ ও গন্ধক গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দিত করিয়া তাম্রপত্রে লেপ দিয়া শরাব মধ্যে তিনবার পুটপাক দিবে, তাহাতে তাম্র জারিত হইবে। রসগন্ধকের অভাবে

চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে অর্থাৎ লেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল মাড়িয়া তাম্রপত্রে লেপ দিয়া পুটপাক দিবেন। তাহাতেও তাম্র জারিত হইবে।

মারিততাম্রস্যামৃতীকরণম্।

অথ সংমারিতং তাম্রময়েনৈকেন মারয়েৎ।
তদ্ গোলং শূরণস্যান্তঃ কৃত্বা সর্ব্বত্র লেপয়েৎ॥
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ।
বান্তিং ভ্রান্তিং বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন॥

জারিত তাম্রের অমৃতীকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে কখন বমি, ভ্রম ও বিরেক হইবে না এবং উহা সর্ব্বরোগহর হইবে। অমৃতীকরণের নিয়ম এই,—উক্ত প্রকারে জারিত তাম্র কোন একটী অম্ল রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং সেই গোলক একটী ওলের গর্ভে নিহিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে।

অথ বঙ্গস্য মারণবিধিঃ।

বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ।
দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিংশ্চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ॥
প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকাম্।
তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবম্*॥
অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিক্ষিপেৎ।
এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

খোলায় বা লৌহকটাহে প্রয়োজন মত বঙ্গ দিয়া অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিবে। পরে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালভস্ম ও অশ্বত্থছালভস্ম ক্রমশঃ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ক্রমাগত হাতা দ্বারা নাড়িবে। এইরূপে বঙ্গ ভস্ম হইলে ধৌত করিয়া তাহাকে অঙ্গারশূন্য করিবে।

* চিঞ্চাত্বগুদ্ভবমিতি চিঞ্চয়াস্তগ্ভস্ম এবমশ্বত্থবল্কলোত্থং ক্ষারং প্রদেয়মিতি রসেন্দ্র টীকা।

অথ বঙ্গভস্মানুপানম্।

কর্পূরসার্দ্ধং মুখগন্ধনাশং
জাতীফলৈঃ পুষ্টিকরং নরাণাম্॥
তুলসীপত্রসংযুক্তং প্রমেহং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
ঘৃতেন পাণ্ডুরোগঞ্চ টঙ্কণৈর্গুল্মনাশকম্॥
হরিদ্রয়া রক্তপিত্তং মধুনা বলবৃদ্ধিকৃৎ।
খণ্ডয়া সহ পিত্তঘ্নং নাগবল্ল্যা চ বন্ধনম্॥
পিপ্পল্যা চাগ্নিমান্দ্যঘ্নং নিশয়া চোর্দ্ধশ্বাসহৃৎ।
চম্পকস্বরসেনৈব দুর্গন্ধং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥
নিম্বকস্বরসেনাদ্যং দেহে দহনশান্তয়ে।
কস্তূরীসহ বঙ্গস্য ভক্ষণাদ্ বীর্য্যস্তম্ভনম্॥
খদিরক্বাথযোগেন চর্ম্মরোগবিনাশকৃৎ।
পূগীফলস্য সার্দ্ধেন চাজীর্ণং নাশয়েৎ ক্ষণাৎ॥
লশুনৈর্বাতরুক্পীড়াং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
সমুদ্রফলসংযোগান্নির্গুণ্ডা সহ ভক্ষণাৎ॥
কুষ্ঠং নাশয়তে ক্ষিপ্রং সিংহনাদে মৃগা ইব।
আঘাটজটিকাযোগাৎ ষণ্ডত্বং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

বঙ্গভস্ম, কর্পূরের সহিত সেবিত হইলে মুখদৌর্গন্ধ্য, তুলসীপত্রের সহিত প্রমেহ, ঘৃতের সহিত পাণ্ডু, সোহাগার খৈয়ের সহিত গুল্ম, হরিদ্রার সহিত রক্তপিত্ত ও ঊর্দ্ধশ্বাস, খাঁড়ের সহিত পিত্তদুষ্টি, পানের সহিত মলমূত্র বিবন্ধ, পিপুলের সহিত অগ্নিমান্দ্য, চম্পকরসের সহিত দুর্গন্ধ, লেবুর রসের সহিত দেহতাপ, খয়েরের কাথের সহিত চর্ম্মরোগ, সুপারির সহিত অজীর্ণ, রশুনের সহিত বাতব্যাধি, সমুদ্রফল ও নিসিন্দার সহিত কুষ্ঠরোগ এবং অপামার্গের সহিত সেবিত হইলে ক্লৈব্য নাশ করে। ইহা জায়ফলের সহিত সেবিত হইলে পুষ্টিকর, মধুর সহিত বলবর্দ্ধক এবং কস্তুরী সহ সেবিত হইলে, বীর্য্যস্তম্ভকর হয়।

অথ মহাসেতুঃ।

একঃ সূতো দ্বিধা বঙ্গং সর্ব্বাদ্দ্বিগুণগন্ধকঃ।
কূপীপক্বো মহাসেতুর্বঙ্গস্থানেঽথবা বিধুঃ॥

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ বঙ্গ ও ছয় ভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিলে,

মহাসেতু প্রস্তুত হয়। বঙ্গের অভাবে কর্পূর দেওয়া যাইতে পারে। (ইহা মেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

অথ যশদস্য স্বরূপম্।

যশদং গিরিজং তস্য দোষাঃ শোনধমারণে।
বঙ্গস্যেব হি বোদ্ধব্যা গুণাংস্তু গণয়ামাথ ॥
যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥

দস্তা ধাতু পর্ব্বতজ। ইহার দোষ এবং শোধন মারণ বঙ্গের ন্যায়। জারিত দস্তা কষায়, তিক্ত, শীতল, কফপিত্তনাশক, চক্ষুর বিশেষ উপকারক এবং ইহা মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

অথ যশদস্যানুপানম্।

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ।
অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরং ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ ॥

দস্তা, পুরাতন গব্য ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে নেত্রের হিতকর, তাম্বূলের সহিত সেবিত হইলে মেহনাশক, গণিয়ারীর সহিত সেবিত হইলে অগ্নিকর, ত্রিসুগন্ধ অর্থাৎ এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষহর হয়।

অথ সীসকস্য শোধনবিধিঃ।

তস্য সাহজিকা দোষা বঙ্গস্যেব নিদর্শিতাঃ।
শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্ভির্গদিতং পুরা ॥

সীসকের স্বাভাবিক দোষ এবং শোধন-বিধি বঙ্গের ন্যায়।

অথ সীসকস্য মারণবিধিঃ।

সীসকং সযবক্ষারং লৌহপাত্রে বিপাচিতম্।
ক্ষারং পুনঃপুনর্দেয়ং যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।
রক্তবর্ণং ভবেদ্ যাবৎ তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥

লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র পাক করিবে। সীসক যে পর্য্যন্ত ভস্ম না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ যবক্ষার দিবে এবং যতক্ষণ রক্তবর্ণ না হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে ভস্ম সকল জল দ্বারা ধৌত করিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সীসকভস্ম পীতবর্ণ হইবে।

অথাস্যৈবাপরো বিধিঃ।

নাগং খর্পরকে নিধায় কুনটীচূর্ণং দদীত দ্রুতে
নিম্বূনীরসুগন্ধকেন পুটতং ভস্মীভবেৎ সত্বরম্ ॥

কোন পাত্রে সীসক রাখিয়া তাহাকে অগ্নিসন্তাপে গলাইবে। দ্রবীভূত হইলে উহাতে মনঃশিলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইবে। পরে শীতল অবস্থায় উহার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া পুটপাক দিবে। তাহাতে সীসক কৃষ্ণবর্ণ ভস্মরূপে পরিণত হইবে।

অথ লৌহস্য নিষেকবিধিঃ।

যথোদিতেন বিধিনা লৌহপত্রং বিশোধ্য চ।
নিষিঞ্চেল্লৌহদোষাণাং বিনাশায় ভিষগ্বরঃ ॥
ক্ষীরারনালগোমূত্র-ত্রিফলাক্বাথবারিণি।
লৌহমুষ্ণং মনাক্তপ্তং ত্রেধা ত্রেধা বিধানতঃ ॥
নিষেকে ত্রিফলা লৌহাৎ কর্ত্তব্যাষ্টগুণা সদা।
চতুর্গুণং যলাৎ তোয়মর্দ্ধভাগাবশেষিতম্।
ক্ষীরাদিত্রয়মানন্তু লৌহাদ্ দ্বিগুণমিষ্যতে ॥

যথোক্তপ্রকারে লৌহপত্র বিশোধিত করিয়া তাহার নিষেকক্রিয়া কর্ত্তব্য। শোধিত লৌহ বারংবার ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঞ্জিক, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। নিষেক কার্য্যে ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এইরূপ,—লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা এবং ত্রিফলার চতুর্গুণ জল, একত্র সিদ্ধ করিয়া

অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে নিষেকার্থ গ্রহণ করিবে।

অথ লৌহস্য মারণবিধিঃ।

বিশোধিতময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেন বিমর্দ্দয়েৎ।
শতশস্তৎ পুটেদ্বহ্নৌ মৃতমেবং ভবেদ্ ধ্রুবম্।

বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্রসহ মর্দ্দন করিয়া ১০০ এক শতবার গজপুটে পাক করিবে; ইহাতেই লৌহ ব্যবহারোপযোগী ভস্ম হইবে।

অথ লৌহস্য পুটবিধিঃ।

শতাদিস্থ সহস্রান্তঃ পুটো দেয়ো রসায়নে।
দশাদিশতপর্য্যন্তো গদে পুটবিধির্মতঃ।
বাজীকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চপঞ্চশতাধিকঃ।
পুটাদ্দোষবিনাশঃ স্যাৎ পুটাদেব গুণোদয়ঃ॥
ম্রিয়তে চ পুটাল্লৌহং পুটাংস্তস্মাৎ সমাচরেৎ।
যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহবো যদি।
তথা তথা বিবর্দ্ধন্তে গুণাঃ শতসহস্রশঃ॥

রসায়নের জন্য একশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত লৌহের পুটপাক দিবে। রোগ-নিবারণের জন্য দশ হইতে একশত পর্য্যন্ত এবং বাজীকরণার্থ সহস্রাধিক পুট প্রশস্ত। (কিন্তু কোন মতে বাজীকরণের জন্য দশ হইতে পাঁচশত পুট দিবারও বিধি আছে।) পুট-পাকেই লৌহের দোষ বিনাশ, পুটপাকেই গুণের উদয় এবং পুটপাকেই জারণ হইয়া থাকে, অতএব অধিক সংখ্যক পুটপাক দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যত পরিমাণে পুটপাক দিবে, লৌহের শক্তিও তত পরিমাণে অর্থাৎ শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

অথ লৌহভস্মানুপানম্।

শূলে হিঙ্গুঘৃত ঘিতো মধুযুক্তো কৃষ্ণা পুরাণজ্বরে,
বাতে সাজ্যরসোনকঃ শ্বসনকে ক্ষৌদ্রান্বিতং ত্র্যূষণম্।
শীতে ব্যালদলং সমরিচং মেহে বরা সোপলা,
দোষাণাং ত্রিতয়েঽম্বুপানমুদিতং সক্ষৌদ্রমার্দ্রোদকম্॥
ঘৃতেন বাতকে দেয়ং মধুনা পিত্তকে জ্বরে।
শ্লেষ্মপিত্তে চার্দ্রকেণ নির্গুণ্ডী শীতবাতকে॥
শুণ্ঠী বাতে সিতা পিত্তে কফে কৃষ্ণা ত্রিজাতকম্।
সন্ধিরোগে বরা মেহে প্রোক্তং লোহানুপানকম্॥

শূলরোগে লৌহভস্মের অনুপান হিং ঘৃত ও মধু। পুরাণ জ্বরে পিপ্পলী। বাতরোগে ঘৃত ও রসুন। শ্বাস রোগে মধু ও ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ)। শীতে ব্যালপত্র (বিছুটী) ও মরিচ। মেহে ত্রিফলা ও চিনি। সন্নিপাতে মধু ও আদার রস। বাতজ্বরে ঘৃত। পিত্তজ্বরে মধু। শ্লেষ্মপিত্তজ্বরে আদার রস। শীতবাতরোগে নিসিন্দা। বাতে শুণ্ঠী। পিত্তে চিনি। কফে পিপুল। সন্ধিরোগে ত্রিজাতক (মিলিত এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি)। মেহ রোগে ত্রিফলা।

অথ মণ্ডূরম্।

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতিবর্ষকম্।
অধমং ষষ্টিবর্ষীয়মতোহীনং বিষোপমম্॥
ভস্ত্রাগ্নৌ তপ্তমণ্ডূরং সপ্তধা গোজলে ক্ষিপেৎ।
চূর্ণীকৃত্য প্রযোক্তব্যং পুটাদ্ বহুগুণং ভবেৎ॥

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে। শতাধিক বর্ষের মণ্ডূর শ্রেষ্ঠ, অশীতিবর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম, ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর নিকৃষ্ট এবং ইহা অপেক্ষা অল্প দিনের মণ্ডূর বিষোপম। ভস্ত্রা (হাপর, আগুনকরা জাঁতা) দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে মণ্ডূর পোড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া পুটপাক করিবে।

অন্যচ্চ—

গোমূত্রে ত্রিফলা কাথে তৎকাথে সেচয়েচ্ছনৈঃ।
লৌহকিট্টং সুতপ্তন্ত যাবজ্জীর্ণাতি তং স্বয়ম্॥
তজ্জীর্ণং গ্রাহয়েৎ পেষ্যং মণ্ডূরঞ্চ প্রযোজয়েৎ।

যল্লৌহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্॥
স্বর্ণাদ্যভাবে লৌহং স্যাত্মণ্ডূরং তদভাবতঃ।
যে গুণা মারিতে লৌহে তে গুণা মণ্ডকিট্টকে।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ॥

গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই কাথে সুতপ্ত মণ্ডূর পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা মণ্ডূর জীর্ণ হইলে তাহা পেষণ করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে। যে লৌহের যে গুণ, তাহার মলেরও সেই গুণ জানিবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ এবং লৌহের অভাবে মণ্ডূর প্রয়োগ করিবে। জারিত লৌহের যে গুণ জারিত মণ্ডূরেরও সেই গুণ; অতএব রোগশান্তির জন্য সর্ব্বত্র লৌহ-স্থানে মণ্ডূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অথ স্বর্ণাদিলৌহান্তানাং ধাতূনাং সাধারণো মারণোপায়ঃ।

শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা॥

স্বর্ণ হইতে লৌহ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতুর মারণের সাধারণ উপায় এই,—মনঃশিলা, গন্ধক ও আকন্দের আঠার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া গজপুটে ১২ দ্বাদশবার পাক করিবে।

অথ জারিতধাতূনাং বর্ণানি।

স্বর্ণং চম্পকবর্ণাভং কৃষ্ণত্বং তারতাম্রয়োঃ।
কাংস্যং ধূসরবর্ণং স্যাৎ্সীসং পারাবতপ্রভং॥
বঙ্গং শুভ্রত্বমায়াতি তীক্ষ্ণং জম্বুফলোপমম্।
অভ্রকং চেষ্টিকাভং স্যাদ্ধাতূনাং বর্ণনির্ণয়ঃ॥

জারিত ধাতুবর্ণ।

জারিত স্বর্ণ চম্পকপুষ্প সদৃশ, রৌপ্য ও তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, কাংস্য ধূসরবর্ণ, সীসক পারাবতবর্ণতুল্য, বঙ্গ শুভ্রবর্ণ, লৌহ জম্বুফলসদৃশ অর্থাৎ স্নিগ্ধ কৃষ্ণ এবং অভ্র ইষ্টকবর্ণ সদৃশ হয়।

অথোপধাতূনাং শোধনমারণপ্রকারঃ।

—:০:—

অথ স্বর্ণমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ।

মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ॥
চালয়েল্লৌহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্।
ভবেৎ ততস্তু সংশুদ্ধিং স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি।

তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধব লবণ, টাবা অথবা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া লৌহ পাত্রে পাক করিবে। পাককালে ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহ পাত্র যখন লোহিতবর্ণ হইবে, তখন জানিবে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকমারণবিধিঃ।

কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ।
তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্॥

কুলথ কলাইএর কাথে বা তিল তৈলে অথবা তক্রে কিংবা ছাগমূত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে জারিত হইবে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকভস্মানুপানম্।

অনুপানং বরা ব্যোষং বেল্লং সাজ্যং হি মাক্ষিকম্।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও মধু এই সকল স্বর্ণমাক্ষিকের অনুপান।

অথ তারমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ।

কর্কোটমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জম্বীরজৈর্দিনম্।
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্॥

কাঁকরোল, মেড়াশিঙ্গী ও গোঁড়ালেবুর রসে ভিজাইয়া এক একদিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হয়।

অথাস্য মারণবিধিঃ।

স্বর্ণমাক্ষিকবদ্ বৈদ্যৈ। মারয়েৎ তারমাক্ষিকম্‌।

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় ইহার মারণক্রিয়া জানিবে।

অথ বিমলশুদ্ধিঃ।

জম্বীরস্য রসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসৈস্তথা।
রম্ভাতোয়ে বিপাচ্যো বা যন্ত্রং বিমলশুদ্ধয়ে॥

লেবুর রসে বা মেষশৃঙ্গীরসে কিংবা কদলীমূলরসে দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিলে বিমলের বিশুদ্ধি হয়।

অথ বিমলভস্মানুপানম্‌।

বিষব্যোষবরাজ্যেন বিমলঃ সেবিতো যদি।
ভগন্দরাদিকা রোগা নৃণাং গচ্ছন্তি দুস্তরাঃ॥

পদ্মকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ঘৃতের সহিত বিমল সেবিত হইলে ভগন্দরাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগ সকল নাশ করে।

অথ তুত্থস্য শোধনবিধিঃ।

জম্বীরজরসৈঃ পিষ্টং তুত্থং লঘুপুটে পচেৎ।
ত্রিদিনং মস্তুনা ভাব্যং ততো যোগেষু যোজয়েৎ॥

গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন ও লঘুপুটে পাক করিয়া তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলে তুঁতে বিশোধিত হয়।

অথ কাংস্যস্য রীতেশ্চ শোধন-মারণবিধিঃ।

কাংস্যপিত্তলয়োঃ শুদ্ধির্মৃতিশ্চ তাম্রবদ্ ভবেৎ।

কাঁসা ও পিত্তলের শোধন ও মারণ-প্রণালী তাম্রের ন্যায় জানিবে।

অথ সিন্দূরস্য শোধনবিধিঃ।

দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, দুগ্ধ ও অম্ল রসে ভাবনা দিলে সিন্দুরের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ শিলাজতু-শোধনবিধিঃ।

শিলাজতু সমানীয় সূক্ষ্মং খণ্ডং বিধায় চ।
নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্নীয়াদ্ বস্ত্রগালিতম্‌।
স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥
উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎ ক্ষিপেদন্যপাত্রকে।
এবং পুনঃ পুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু॥
ভবেৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমং ভবেৎ।
নির্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

শিলাজতু অতি সূক্ষ্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া এক প্রহর কাল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া কোন মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে এবং সেই জলের উপর যে পদার্থ ভাসমান হইবে, তাহা অন্য পাত্রে রাখিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গৃহীত শিলাজতু দুই মাসে কার্য্যক্ষম হইবে। বিশুদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে লিঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত হয় এবং উহা হইতে ধূম নির্গত হয় না। এইরূপ শিলাজতু সর্ব্ব কার্য্যে প্রযোজ্য।

অথ শিলাজতুমেহানুপানম্‌।

এলাপিপ্পলীসংযুক্তং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্ররোধং হন্তি মেহং তথা ক্ষয়ম্‌॥

এলাইচ ও পিপ্পলীসংযুক্ত ১ মাষা পরিমিত শিলাজতু সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মেহ ও ক্ষয় রোগ নিবারিত হয়।

অথ সত্ত্ববিনির্গমবিধিঃ।

লাক্ষামীনাপয়স্ত্যাগং টঙ্কনং মৃগশৃঙ্গকম্‌।
পিণ্যাকং সর্ষপাঃ শিগ্রুগুঞ্জোর্ণা গুড়সৈন্ধবম্‌॥
যবতিক্তাঘৃতং ক্ষৌদ্রং যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ।
এভির্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ধাতবো গাঢ়বহ্নিনা॥
মূষাধ্মাতাঃ প্রজায়ন্তে মুক্তসত্ত্বা ন সংশয়ঃ।

লাক্ষা, গণ্ডদুর্ব্বা, ছাগদুগ্ধ, সোহাগা, হরিণশৃঙ্গ, তিলকল্ক, সর্ষপ, সজিনাবীজ, কুঁচ, উর্ণা, গুড়, সৈন্ধব লবণ, যব, তিক্তালতা, ঘৃত ও মধু ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় একত্র চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত ও মূষামধ্যগত করিয়া তীব্র অগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে, তাহা হইতে খাদ সমস্ত পৃথগ্‌ভূত হইয়া যায়।

অথ রসপ্রকরণম্।

অথ রসলক্ষণম্।

অন্তঃ সুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিম-প্রকাশঃ॥
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ
চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধ্যৈ॥

যে পারদের অন্তর্ভাগ নীলাভ এবং বহির্ভাগ মধ্যাহ্ন সূর্য্যসম উজ্জ্বল, ঔষধকার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। যাহা ধূম্র বা পাণ্ডুর, অথবা বিবিধ-বর্ণ বিশিষ্ট, তাহা পরিত্যাজ্য।

অথ পারদস্য নিসর্গা দোষাঃ।

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥
ব্রণং কুষ্ঠং তথা মূর্চ্ছাং দাহং বীর্য্যস্য নাশনম্।
মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমান্নৃণাম্॥
তস্মাদস্য সংশুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ ভিষজাং বরঃ॥
শুদ্ধোঽয়মমৃতং সাক্ষাদ্দোষযুক্তো রসো বিষম্॥

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি এই আটটী পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই অষ্টবিধ দোষ যথাক্রমে ব্রণ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, দাহ, বীর্য্যনাশ, মরণ, জড়তা ও স্ফোটক এই সকল রোগ উৎপাদন করে অর্থাৎ নাগ দোষে ব্রণ, বঙ্গ দোষে কুষ্ঠ ইত্যাদিক্রমে ৮টী দোষে আটটী রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব পারদ শোধিত না করিয়া কদাচ ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে না। শোধিত পারদ সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ ও দোষযুক্ত পারদ বিষবৎ অনিষ্টকারী জানিবে।

অস্য সপ্ত কঞ্চুকাঃ।

পর্পটী পাটলী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা।
অন্ধকারী তথা ধ্বাংক্ষী বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত কঞ্চুকাঃ॥

পর্পটী, পাটলী, ভেদী, দ্রাবী, মলকারী, অন্ধকারী ও ধ্বাংক্ষী এই সাতটী পারদের কঞ্চুক দোষ।

অথ পারদস্য শোধনবিধিঃ।

সোর্ণৈর্নিশেষ্টকাধূমজম্বীরাম্বুভিরাদিনম্।
মর্দ্দিতঃ কাঞ্জিকৈ র্ধৌতো নাগদোষং রসস্ত্যজেৎ॥
বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং বিমুঞ্চতি।
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্॥
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তুরস্ত্রিফলা বিষনাশিনী।
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি অসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ॥
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্।
উদ্ধৃত্যোঞ্চারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
এবং সংশোধিতঃ সূতঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ॥

পারদের আট প্রকার দোষের প্রত্যেক দোষ নিবারণার্থ যে যে পদার্থ উল্লিখিত হইতেছে, তাহাদের সহিত প্রত্যেক বার ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিতে হইবে। প্রত্যেক বারের পদার্থ-পরিমাণ যেন ঘৃতকুমারীর সহিত পারদের ষোড়শাংশ হয়। যদিও পারদের এক এক দোষ দূরীকরণার্থ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ দ্বারা এক এক দিন মর্দ্দন করিবার বিধান আছে, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ প্রত্যেক বারে সাত সাত দিন করিয়া মর্দ্দন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেকবার মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এক্ষণে যে দোষ পরিহারার্থ যে দ্রব্যের দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। মেষ লোম, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ,

ঝুল ও গোঁড়া লেবুর রস দ্বারা মর্দ্দনে নাগ দোষ; রাখাল শশা ও ধলা আঁকড়ার মূলের ছাল চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বঙ্গদোষ; সোঁদাল ফলের মজ্জা দ্বারা মর্দ্দনে মলদোষ; চিতা-মূলের চূর্ণদ্বারা মর্দ্দনে বহ্নিদোষ; কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা মর্দ্দনে চাঞ্চল্য দোষ; ত্রিফলাকাথ দ্বারা মর্দ্দনে বিষদোষ; ত্রিকটু দ্বারা মর্দ্দনে গিরি-দোষ ও ত্রিকণ্টক (কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর) দ্বারা মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পারদের অষ্ট দোষ ও সপ্ত কঞ্চুক দূরীকৃত হয়।

অথ মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ।

মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ।
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলাগ্নিং চিত্রকো বিষং হন্তি।
তস্মাদেভির্মিশ্রৈর্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত ॥

পারদের যে আট প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মলদোষ অগ্নিদোষ ও বিষদোষ এই তিনটীই প্রধান অর্থাৎ বিশেষ অনিষ্টকারী। অতএব অন্ততঃ এই তিন দোষের শান্তি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঘৃত-কুমারীদ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতাদ্বারা বিষদোষ নষ্ট হয়। অতএব উক্ত দোষত্রয় নিবারণের জন্য ঘৃতকুমারী, ত্রিফলাচূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা সাতবার করিয়া পারদ মর্দ্দন করিবে

অথ সর্ব্বদোষহরঃ সংক্ষিপ্তশোধনবিধিঃ।

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ
কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ ॥
ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো
দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে ॥

ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে পারদ তিন দিন মর্দ্দিত হইলে সর্ব্বদোষবিমুক্ত হয়।

অথ রসস্যাষ্টকর্ম্মাণি।

স্বেদনং মর্দ্দনঞ্চৈব মূর্চ্ছনোত্থাপনং তথা।
পাতনং বোধনঞ্চৈব নিয়ামনমতঃ পরম্।
দীপনঞ্চেতি সংস্কারাঃ সূতস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, উর্দ্ধাদি-পাতন, বোধন, নিয়ামন ও দীপন এই আট প্রকার পারদের সংস্কার। শোধনানন্তর পার-দের এই অষ্টবিধ সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্বেদনম্।

রসং চতুর্গুণে বস্ত্রে বদ্ধা দোলাকৃতং পচেৎ।
দিনং ব্যোষবরাবহ্নি-কন্যাকল্কে সকাঞ্জিকে।
দোষশেষাপনুত্ত্যৈবমিদং স্বেদনমুচ্যতে ॥

একখানি ন্যাকড়া চারিভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে বাঁধিবে এবং একটী হাঁড়ী কাঞ্জিক-পূর্ণ করিয়া তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চিতা ও ঘৃত-কুমারীর কল্ক স্থাপন করিবে। পরে ঐ হাঁড়ীর মুখে একটী কাষ্ঠিকা রাখিয়া তাহাতে উক্ত পারদপোট্টলী বাঁধিয়া হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে পারদের শোধনানন্তর যে দোষ থাকে, তাহা নিবারিত হয়।

মর্দ্দনম্।

গৃহধূমেষ্টকাজাজী-দগ্ধোর্ণাগুড়সৈন্ধবৈঃ।
সকাঞ্জিকৈঃ ষোড়শাংশৈর্ম্মর্দ্দনং ত্রিদিনং শুভম্ ॥

ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোম ভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঞ্জিক এই সকল দ্রব্য মিলিত পারদের ষোড়শাংশ লইয়া তদ্দ্বারা উক্ত পারদ মর্দ্দন করিবে।

মূর্চ্ছনম্।

অব্যভিচরিত-ব্যাধি-ঘাতকত্বং মূর্চ্ছনা।
ত্র্যূষণত্রিফলাবন্ধ্যা-কন্দৈঃ কুমারিকায়ান্বিতৈঃ ॥

চিত্রকোর্ণানিশাক্ষার-কন্যার্ককনকদ্রবৈঃ।
সূতং কৃতেন যুষেণ বারান্ সপ্তাভিমর্দ্দয়েৎ ॥
ইত্থং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎ সপ্তাপি কঞ্চুকান্।

যে ক্রিয়া দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বন্ধ্যাকর্কোটকীমূল, কণ্টকারী ও বৃহতী ইহাদের কাথ, মেষলোম এবং চিতা, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপত্র ও ধুতূরা ইহাদের রস দ্বারা ৭ বার মর্দ্দন করিলে পারদের কঞ্চুকদোষ বিদূরিত হয়।

উত্থাপনম্।

মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈশ্চূর্ণৈস্তৈরাত্রিপাদিকৈঃ।
পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে ইত্থমুত্থাপনং মতম্ ॥

পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী-রস এই উভয় দ্রব্য দ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিয়া পাতনযন্ত্রে নিহিত করিবে। ইহাকে পারদের উত্থাপন কহে।

অথ ত্রিবিধপাতনম্।

—৵ ৵—

ঊর্দ্ধপাতনম্।

ভাগাস্ত্রয়ো রসস্যার্কভাগমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
জম্বীরদ্রবযোগেন যাবদায়াতি পিণ্ডতাম্ ॥
তৎ পিণ্ডং তলভাণ্ডস্থমূর্দ্ধভাণ্ডে জলং ক্ষিপেৎ।
কৃত্বালবালং কেনাপি ততঃ সূতং সমুদ্ধরেৎ ॥
ঊর্দ্ধপাতনমিত্যুক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতশোধনে ॥

তিনভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্রে গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ঐ পিণ্ড একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া আর একটী হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখে তাহার উপর চাপা দিবে এবং উভয়ের সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা এরূপভাবে লিপ্ত করিবে, যেন তাহার অভ্যন্তর হইতে ধূম বহির্গত না হয়। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া নিম্নভাণ্ডে অগ্নিসন্তাপ ও ঊর্দ্ধভাণ্ডে জল দিবে। জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল প্রদান করিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নভাণ্ডস্থ পারদ ঊর্দ্ধভাণ্ডের তলদেশে সংলগ্ন হইবে। ইহাকে ঊর্দ্ধপাতন কহে।

অধঃপাতনম্।

ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ।
নষ্টং পিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্ ॥
ততো দীপ্তৈরধঃপাতমুপলৈস্তস্য কারয়েৎ।
যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি ॥

ত্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতা, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ ইহাদের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যখন উহা পঙ্কবৎ হইবে, তখন তদ্দ্বারা ভূধরযন্ত্রের ঊর্দ্ধস্থ স্থালী লিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র ভূগর্ত্তে নিখাত করিয়া উপরিভাগ প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধভাণ্ড সংলগ্ন পারদ নিম্নপাত্রস্থ জলে পতিত হইবে। ইহার নাম অধঃপাতন।

তির্য্যক্পাতনম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ ॥
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ ॥

একটী ঘটে শোধিত পারদ ও অপর ঘটে জল রাখিয়া উভয় ঘটের মিলিত মুখদ্বয়ে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। পরে যে ঘটে পারদ আছে, তাহার নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে ঐ পারদ অপর ঘটস্থ জলে পতিত হইবে। ইহাকে তির্য্যক্পাতন কহে।

বোধনম্।

কদর্থনেনৈব নপুংসকত্বমেবং ভবেদস্য রসস্য পশ্চাৎ।
বীর্য্যপ্রকর্ষায় চ ভূমজাতে স্বেদ্যো জলে সৈন্ধবচূর্ণগর্ভে

উর্দ্ধাদি পাতনের দ্বারা পারদ ষণ্ডভাবাপন্ন হয়। পরে বীর্য্যাধিক্যের জন্য পারদকে ভূর্জ্জপত্রে বদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাতে পারদের ষণ্ডভাব দূরীভূত হইয়া বীর্য্যবত্তা জন্মে। ইহাকে পারদের বোধন কহে।

নিয়ামনম্।

সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যাভৃঙ্গজাকনকাম্বুভিঃ।
ত্রিদিনং মর্দ্দিতঃ সূতো নিয়মাৎ স্থিরতাং ব্রজেৎ॥

গন্ধনাকুলী (রাস্নাভেদ), তেঁতুল ছাল, তিৎকাঁকরোল, বামনহাটী ও কনকধুতুরা, ইহাদের কাথে নিয়মপূর্ব্বক ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই নিয়ামন কহে।

দীপনম্।

কাসীসং পঞ্চলবণং রাজিকা মরিচানিচ।
ভূশিগ বীজমেকত্র টঙ্গনেন সমন্বিতম্॥
আলোড্য কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাকাদ্দিনৈস্ত্রিভিঃ
দীপনং জায়তে সম্যক্ সূতরাজস্য জারণে॥
অথবা চিত্রকদ্রাবৈঃ কাঞ্জিকে ত্রিদিনং পচেৎ।

হীরাকস, পঞ্চলবণ, রাইসর্ষপ, মরিচ, সজিনাবীজ ও টঙ্গন ইহাদিগকে মর্দ্দিত ও কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া নিয়মানুসারে তিনদিন পারদকে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। অথবা চিতার কাথ ও কাঁজি একত্রিত করিয়া তৎসহ দোলাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ইহাকে দীপন কহা যায়।

অনুবাসনম্।

দীপিতং রসরাজন্তু জম্বীররসসংযুতম্।
দিনৈকং ধারয়েদ্ ঘর্ম্মে মৃৎপাত্রে বা শিলোদ্ভবে॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দীপিত পারদকে গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকা কিম্বা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এক দিন রৌদ্রে রাখিলে তাহাকেই পারদের অনুবাসন কহে।

বিড়কথনম্।

বিড়মত্র প্রবক্ষ্যামি সাধয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
শঙ্খচূর্ণং রবিক্ষীরৈশ্চাতপে ভাবয়েদ্দিনম্॥
তদ্বজ্জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দিনৈকং ধূমসারকম্।
সুবর্চ্চলমজা মূত্রৈঃ ক্বাথাং যামচতুষ্টয়ম্॥
কণ্টকারীচ সংক্বাথ্য দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ।
সজ্জিক্ষারাস্তিন্তিড়ীকং কাসীসঞ্চ শিলাজতু॥
জম্বীরোত্থদ্রবৈর্ভাব্যং পৃথক্ যামচতুষ্টয়ম্।
জৈপালবীজং ত্বগ্‌হীনং মূলকানাং দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
সৈন্ধবং টঙ্গণং গুঞ্জা শিগ্রুঃ লদ্রবৈর্দ্দিনম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাংশস্তু মর্দ্দ্যং জম্বীরজৈদ্র্রবৈঃ॥
তদ্গোলং রক্ষয়েদ্ যত্নাদ্ বিড়োঽয়ং বাড়বানলঃ।
অনেন মর্দ্দয়েৎ সূতং গ্রসতে তপ্তখল্লকে।
স্বর্ণাভ্রাদীনি লোহানি যথেষ্টানি চ মারয়েৎ॥

বিড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে। শঙ্খচূর্ণ আকন্দ আঠায় ও ঝুল গোঁড়ালেবুর রসে এক দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। সৌবর্চ্চল লবণ ছাগ মূত্রে ৪ প্রহর, ও কণ্টকারী নরমূত্রে একদিন সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সাচিক্ষার, তেঁতুলছাল, হীরাকস ও শিলাজতু ইহাদিগকে গোঁড়ালেবুর রসে ৪ প্রহরকাল পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। জয়পালবীজের শাঁস, মূলার রসে এবং সৈন্ধব লবণ, সোহাগার খৈ ও গুঞ্জা সজিনামূলের ছালের রসে একদিন ভাবনা দিবে; পরে এই সমস্ত দ্রব্য সমাংশ লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। এই গোলক যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয়। তপ্তখল্লে ইহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে সেই মর্দ্দিত পারদ যথেষ্ট স্বর্ণ লৌহ ও অভ্রাদি ধাতু সকলকে গ্রাস করিয়া জারিত করে।

অথ হিঙ্গুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ।

নিম্বপত্ররসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ব্বাথ পাত্যং পাতনযন্ত্রকে॥
তং সূতং যোজয়েৎ পশ্চাৎ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্॥

(নিম্বপত্ররসৈরথবা জম্বীররসৈঃ হিঙ্গুলং যামমাত্রকং মর্দ্দয়িত্বা তদ্ হণ্ডিকামধ্যে নিধায় তদুপরি উত্তানং শরাবং দত্বা লেপয়িত্বাচ তত্র শরাবে ত্রিংশদ্বারং জলং দেয়ং। উষ্ণং হেয়ং। এবম্প্রকারেণ সূতঃ শরাবপৃষ্ঠে লগ্নঃ দূষণগণবিনির্ম্মুক্তশ্চ ভবেৎ, স নির্ম্মলঃ সূতঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজ্যঃ।

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা গোঁড়ালেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং সেই হাঁড়ির মুখে একখানি শরাব উত্তান ভাবে চাপা দিয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। অনন্তর শরার উপর কিঞ্চিৎ জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিবে শরার জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে। এইরূপে ত্রিশ বার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাতে হিঙ্গুলস্থ পারদ উর্দ্ধে উঠিয়া শরার পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইবে। সেই পারদ নাগাদি অষ্টদোষ ও সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বকর্ম্মে প্রযোজ্য।

অথ ষড়্গুণবলিজারণবিধিঃ।

সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে
দত্বা বলিং মৃন্ময়ভেষজভাণ্ডে।
তৈলাবশেষেঽত্র রসং নিদধ্যান্-
মণ্ডূর্দ্ধিকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ॥
আষড়্গুণং গন্ধকমল্পমল্পং
ক্ষিপেদসৌ জীর্ণবলির্বলী স্যাৎ।
রসেষু সর্ব্বে নিয়োজিতোঽয়—
মসংশয়ং হন্তি গদং জবেন॥

বালুকাযন্ত্র মধ্যে একটী মৃণ্ময় পাত্রে পারদের সম পরিমিত গন্ধক রাখিয়া পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে উহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে পুনরায় তাহাতে গন্ধক চূর্ণ দিবে। এবং ঐ গন্ধক গলিয়া গেলে আর কিঞ্চিৎ গন্ধক দিবে। এইরূপে পারদের ছয়গুণ গন্ধক প্রদত্ত হইলে পর বালুকাযন্ত্র নামাইয়া ভাণ্ডটী তুলিয়া লইবে এবং তাহাতে একটী ছিদ্র করিয়া পারদ নিষ্কাশিত করিবে। এই রূপ প্রক্রিয়ার নাম ষড়্গুণবলি (গন্ধক) জারণ। এইরূপে বিশোধিত পারদ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বরোগঘ্ন। এই ষড়্গুণবলিজারণ পারদের বিশেষ মূর্চ্ছা জানিবে।

অথ রসস্য মারণবিধিঃ।

পৃথক্ সমং সমং কৃত্বা পারদং গন্ধকন্তথা।
নরসারং ধূমসারং স্ফটকং যামমাত্রকম্॥
নিম্বুরসেন সংমর্দ্দ্য কাচকূপ্যাং নিবেশয়েৎ।
মুখে শরাবখণ্ডকাং দত্বা মুদ্রাং প্রলেপয়েৎ॥
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈঃ পৃথক্ সংশোধ্য বেষ্টয়েৎ।
সচ্ছিদ্রায়াং মৃদঃ স্থাল্যাং কূপিকাং তাং নিবেশয়েৎ॥
পূরয়েৎ সিকতাপূরৈরাগলং মতিমান্ ভিষক্।
নিবেশ্য চুল্ল্যাং দহনং মন্দং মধ্যং খরং ক্রমাৎ॥
প্রজ্বাল্য দ্বাদশং যামং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
স্ফোটয়িত্বাতু মুক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বলিং ত্যজেৎ॥
অধঃস্থং রসসিন্দূরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
ইতি রসসিন্দূরম্।

সমান সমান পরিমাণে পারদ, গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও ফটকিরি লেবুর রসে এই সকল দ্রব্য এক প্রহর মাড়িয়া কাচকূপী অর্থাৎ বোতল মধ্যে রাখিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সেই বোতলটি প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে ক্রমশঃ সাতবার ঐ প্রকার লিপ্ত করিবে। অনন্তর একটী ছিদ্র বিশিষ্ট হাঁড়ীর মধ্যভাগে ঠিক ঐ ছিদ্রের উপরেই ঐ বোতল স্থাপন করিয়া বালুকা দ্বারা বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। এবং বোতলের মুখ খড়ি দ্বারা বদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া তাহাকে ১২ প্রহর ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও খর অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। এইরূপে পাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধলগ্ন গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। এই রসসিন্দুর সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

অথান্যঃ প্রকারঃ।

নাগবল্লীরসৈর্ম্মর্দ্দিতঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ।
মৃন্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্॥

পানের রসে পারদ মর্দ্দিত করিয়া কাঁকরোল মূলের গর্ভে স্থাপন পূর্ব্বক এক মৃন্ময় মূষায় পুট পাক করিলেই ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

অথ কর্পূররসস্য বিধিঃ

শুদ্ধসূতং সমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ।
ইষ্টিকা খটিকা তদ্বৎ স্ফটিকা সিন্ধুজন্ম চ॥
বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকা।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ॥
এভিশ্চূর্ণৈর্ম্মর্দ্দিতং সূতং যাবদ্ যামচতুষ্টয়ম্।
তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ॥
তস্যাঃ স্থালীমুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমম্।
সবস্ত্রকুট্টিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্ম্মুখম্।
সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ ভূয়ো ভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ।
সম্যগ্ বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ।
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্ যত্নং রক্ষেদ্ যত্নাদহর্নিশম্॥
শনৈরুদ্ঘাটয়েদ্ যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্।
কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্ গুণবত্তরম্॥
তদেব কুসুমচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমৈর্যুতম্।
খাদন্ হরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি॥
বিন্দতি বহ্নের্দ্দীপ্তিং পুষ্টিং বীর্য্যং বলং বিপুলম্।
রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্॥

কর্পূর রস প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে পারদের সংক্ষিপ্ত শোধন করা কর্ত্তব্য। পারদের সমপরিমাণে গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ী, ফট্‌কিরি, সৈন্ধব লবণ, উঁয়ীমৃত্তিকা, খাড়ীলবণ, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা অর্থাৎ লালমাটী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এবং এই সকল চূর্ণ দ্বারা পারদকে ৪ প্রহর কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ সম্বলিত পারদ একটী স্থালীর মধ্যে রাখিয়া সেই স্থালীর মুখে আর একটি স্থালী উপুড় করিয়া চাপা দিবে। উভয় মুখের মিলন স্থল কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া শুকাইয়া লইবে, এইরূপে দুই তিন বার লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া উহাকে চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে এবং চারি দিন নিরন্তর অগ্নিসন্তাপ দিয়া পঞ্চমদিনে অহোরাত্র অঙ্গারোপরি স্থাপন করিয়া রাখিবে। পরে অগ্নি-নির্ব্বাণ হইলে উর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ শুভ্র রস গ্রহণ করিবে। ইহার গুণ অতি উৎকৃষ্ট, ইহা কুসুম চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমের সহিত সেবন করিলে সোপদ্রব ফিরঙ্গব্যাধি (গরমী রোগ) সত্বর প্রশমিত হয় এবং ইহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি, বল বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ সিন্দূররসঃ।

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াদ্ ভিষগ্ ভাগচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ কৃত্রিমগন্ধকম্॥
অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি।
তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতিযত্নতঃ।
তয়া বারত্রয়ং সম্যক্ কাচকূপীং প্রলেপয়েৎ॥
মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ।
তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ॥
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্॥

শোধিতপারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক ১ ভাগ (অথবা পারদের অৰ্দ্ধ ভাগ শুদ্ধ গন্ধক) একদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এবং কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা একটী কাচকূপী লিপ্ত করিবে। লেপ শুষ্ক হইলে পুনরায় উহা দ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে তিন বার লেপ দিয়া উহার মধ্যে ঐ মর্দ্দিত পারদ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্বক নিরন্তর ৪ চারিদিন অগ্নিসন্তাপ দিবে, এইরূপে পাক সমাপ্ত হইলে কূপীর উর্দ্ধসংলগ্ন সিন্দূরসদৃশ রস গ্রহণীয়।

অথ পীতভস্মনো বিধিঃ।

মর্দ্দয়েদ্ রসগন্ধৌ চ হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ম্।
ভূধাত্রিকারসৈর্বাপি পর্য্যন্তং দিনসপ্তকঃ॥
বিশুষ্যা বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ।
দিনমেকং দহেদগ্নৌ মন্দং মন্দং নিশাবধি॥
এবং নিষ্পদ্যতে পীতঃ পীতঃ সূতস্তু গৃহ্যতে।
পর্ণখণ্ডেন তদ্‌গুঞ্জাং ভক্ষয়েৎ শ্রূয়তাং মম॥
ক্ষুদ্বোধং কুরুতে পূর্ব্বমুদরাণি বিনাশয়েৎ।
জ্বরাণাং নাশনঃ শ্রেষ্ঠস্তদ্বৎ শ্রীসুখকারকঃ॥
হৃদয়োৎসাহজননঃ স্বরূপতনয়প্রদঃ।
বলপ্রদঃ সদা দেহে জ্বরানাশনতৎপরঃ॥
অঙ্গভঙ্গাদিকং দোষং সর্ব্বং নাশয়তি ক্ষণাৎ।
এতস্মান্নাপরঃ সূতো রসাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাৎ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া হাতী-শুঁড়ার অথবা ভূঁই আমলার রসে সাতদিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া একটী মূষায় স্থাপন পূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে একদিন মন্দ মন্দ অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। তাহাতে পারদ ভস্মীভূত ও পীতবর্ণ হইবে। ইহা পানের সহিত গুঞ্জাপরিমাণে সেব্য। এই পীতভস্ম ক্ষুধাকারক, উদর ও জ্বর রোগের মহৌষধ, শ্রী ও সুখদায়ক, হৃদয়োৎসাহজনক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং অঙ্গভঙ্গাদিরোগের আশু নিবারক। ইহা অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসও কহে।

অথ কৃষ্ণরসঃ।

লৌহপাত্রেঽথবা তাম্রে পলৈকং শুদ্ধগন্ধকম্।
মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতে তস্মিন্ শুদ্ধসূতপলত্রয়ম্॥
ক্ষিপ্ত্বাথ চালয়েৎ কিঞ্চিল্লৌহদর্ব্ব্যা পুনঃপুনঃ।
গোময়ে কদলীপত্রং তস্যোপরি চ চালয়েৎ।
ইত্যেবং গন্ধবদ্ধস্তু সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

লৌহ অথবা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে ১ পল শুদ্ধ গন্ধক রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে, তাহাতে ৩ পল শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতা দ্বারা পুনঃপুনঃ নাড়িবে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোময়ের উপর স্থাপিত একখানি কদলীপত্রে উহা ঢালিয়া অপর একটী কদলীপত্র-বেষ্টিত গোময়পুটুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবে, এইরূপে কৃষ্ণরস প্রস্তুত হইবে।

শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
লক্ষণং ভস্মসূতানাং শ্রেষ্ঠং স্যাদুত্তরোত্তরম্॥

শ্বেতভস্ম (রসকর্পূর), পীতভস্ম রক্তভস্ম (রসসিন্দুর) ও কৃষ্ণভস্ম এই চতুর্ব্বিধ পারদ-ভস্ম যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

অথ রসতালকস্য বিধিঃ।

রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশল্মী সমাংশতঃ।
সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
পীতাভং জায়তে পাকাদ্ রসতালকসংজ্ঞিতম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং বহ্নের্বীর্য্যস্তম্ভনমুত্তমম্॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বিবিধং বাতশোণিতম্।
বলমায়ুষ্করং মেধ্যং পরমেতদ্রসায়নম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লাল-দারুমুজ এই চারি দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটী কাচকূপীর ভিতর পূরিয়া (রসসিন্দুরপাকের ন্যায়) বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ায় পীত-বর্ণ রসতালক নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা পাককালে অতি অল্প অংশ বোতলের গলদেশে লগ্ন হয় এবং অবশিষ্ট সমস্তই বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। রসতালক জ্বরঘ্ন, অগ্নিসন্দীপক, বীর্য্যস্তম্ভক, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক, বলকারক, আয়ুষ্কর, মেধা-জনক ও রসায়ন। ইহা এক যব মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

অথ কজ্জলীকরণবিধিঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্।
নিশ্চন্দ্রং কজ্জলীভূতং ততো যোগেষু যোজয়েৎ॥
পৃথগ্ যোগেষু যত্রোক্তৌ সমৌ পারদগন্ধকৌ।
তত্র ভাগদ্বয়ং যোজ্যং কজ্জলস্যেতি নিশ্চয়ঃ॥
যাবান্ স্যাদধিকঃ সূতাৎ তাবন্তং গন্ধকং পুনঃ।
ক্ষিপেদ্ যোগে বিধানজ্ঞো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

যত্র সূতোঽধিকো যোগে গন্ধপাষাণতো ভবেৎ।
তত্র তন্মানতঃ কুর্য্যাদাদাবেব হি কজ্জলম্॥

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমান পরিমাণে লইয়া উভয়কে একদিন উত্তম-রূপে মর্দ্দন করিবে, পারদকণা অদৃশ্য হইয়া উহা কজ্জলসদৃশ হইলে ঔষধ-কার্য্যে প্রযোজ্য হইবে। কোন ঔষধে যখন সমপরিমাণে পারদ ও গন্ধক লইবার ব্যবস্থা থাকিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুইভাগ কজ্জলী গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে ঔষধে পারদ অপেক্ষা গন্ধকের ভাগ অধিক উক্ত থাকিবে, তথায় পূর্ব্ববৎ কজ্জলী লইয়া অতিরিক্ত গন্ধকাংশ যোগ করিলেই চলিবে।

মনে কর, কোন ঔষধে একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক লইবার বিধান আছে, তথায় দুই ভাগ কজ্জলী ও এক-ভাগ গন্ধক লইলেই চলিবে। কিন্তু যেখানে গন্ধক অপেক্ষা পারদের ভাগ বেশী থাকিবে, সেখানে অগ্রে সেই পরিমিত পারদ ও গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

অথ গন্ধকস্য শোধনবিধিঃ।

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ॥
বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

একখানি লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে উহা দুগ্ধে ঢালিবে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধক বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ বিশুদ্ধ গন্ধকই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

অথ গন্ধকস্য তৈলম্।

অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লেপ্যন্তু সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং প্রলেপয়েৎ॥
তদ্বর্ত্তির্জ্জ্বলিতা দণ্ডে ধৃতা ধার্য্যা ত্বধোমুখী।
তৈলং পতত্যধঃপাত্রে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ॥

অন্যচ্চ—

আবর্ত্তমানে পয়সি দত্ত্বা গন্ধকজং রজঃ।
তজ্জাতদধিজং সর্পির্গন্ধতৈলং বদন্তি হি।
গন্ধতৈলং গলৎকুষ্ঠং হন্তি লেপাচ্চ ভক্ষণাৎ॥

গন্ধক হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম,—আকন্দ অথবা সিজের আঠায় এক খণ্ড বস্ত্র সাতবার সিক্ত করিবে এবং নবনীতের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া সেই গন্ধক দ্বারা উক্ত বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে গন্ধক-লিপ্ত বস্ত্র কোন কাষ্ঠের দণ্ডে জড়াইয়া একটী বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া কোন ভাণ্ডের উপর অধোমুখে ধরিবে। তাহা হইলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু তৈল ভাণ্ড মধ্যে পতিত হইবে। ইহারই নাম গন্ধকতৈল।

অন্য প্রকার—

দুগ্ধ আবর্ত্তন করিবার সময় উহাতে গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং সেই দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃতকেও গন্ধক-তৈল বলিয়া থাকে। গন্ধক-তৈল লেপন বা পান করিলে গলৎকুষ্ঠও নিবারিত হয়।

অথ গন্ধকানুপানম্।

মোচাফলেন ত্বগ্‌দোষং চিত্রকেন মহাবলম্।
আটরূষকষায়েণ ক্ষয়কাসান্ জয়েদ্ ধ্রুবম্॥
মন্দানলত্বং জয়তি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্।
ঊর্দ্ধগান্ সকলান্ রোগান্ হন্তি শীঘ্রং সুগন্ধকঃ॥

শুদ্ধ গন্ধক সেবনের অনুপান। বিশুদ্ধ গন্ধক, কদলীর সহিত সেবিত হইলে চর্ম্ম-রোগ, চিতার সহিত সেবিত হইলে বলহীনতা, বাসকক্বাথের সহিত সেবনে সুদারুণ ক্ষয় ও কাস, ত্রিফলাক্বাথের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য ও ঊর্দ্ধদেহগত যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়।

অথ হিঙ্গুল-শোধনবিধিঃ।

অম্লবর্গদ্রবৈঃ পিষ্টা দরদো মাহিষেণ চ।
দুগ্ধেন সপ্তধা পিষ্টঃ শুদ্ধীভূতো বিশুধ্যতি॥

অন্যচ্চ—

মেষীদুগ্ধেন দরদমম্লবর্গৈর্বিভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্॥

অম্লবর্গ ও মাহিষ দুগ্ধ দ্বারা অথবা অম্লবর্গ ও মেষীদুগ্ধ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

অথাভ্রশোধন-বিধিঃ।

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্ বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রন্তু তৎ কৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ।
ভাবয়েদষ্টযামং তদেবমভ্রং বিশুধ্যতি॥

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নটেশাকের ও কোন প্রকার অম্ল দ্রব্যের রসে আট প্রহর ভাবনা দিলে অভ্র বিশুদ্ধ হয়।

অথ ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ।

পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে।
ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ॥
কম্বলাদ্গালিতং সূক্ষ্মং বালুকাসদৃশঞ্চ যৎ।
তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে॥

যে পরিমিত শোধিত অভ্র, তাহার চতুর্থাংশ শালিধান্য লইয়া উভয়কে একত্র কম্বলে বদ্ধ করিয়া তিনদিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা সদৃশ যে অভ্রকণা নির্গত হইবে, তাহারই নাম ধান্যাভ্র, তাহাই মারণযোগ্য।

অথাভ্রমারণবিধিঃ।

গব্যাং মূত্রেণ ধান্যাভ্রং মর্দ্দয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
শরাবসংপুটে রুদ্ধা পুটেদ্ যত্নাৎ সহস্রশঃ॥

ধান্যাভ্র গোমূত্রে মর্দ্দিত ও শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃ পুটপাক করিলে ভস্ম হইবে। সহস্রপুটিত অভ্র বিশেষ গুণকারক এবং ইহাই ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

অথাভ্রকস্যামৃতীকরণম্।

ত্রিফলায়াঃ কষায়স্য পলান্যাদায় ষোড়শ।
গোঘৃতস্য পলান্যষ্টৌ মৃতাভ্রস্য পলান্ দশ॥
একীকৃত্য লৌহপাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
তদেব জীর্ণমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল, গব্য ঘৃত ৮ পল, জারিত অভ্র ১০ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র লৌহ-পাত্রে মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সেই অমৃতীকৃত অভ্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে ব্যবহার করিবে।

অথাভ্রভস্মানুপানানি।

অভ্রকস্তু নিশাযুক্তং পিপ্পলীমধুনা সহ।
বিংশতিঞ্চ প্রমেহাণাং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
অভ্রকং হেমসংযুক্তং ক্ষয়রোগবিনাশনম্।
রৌপ্যহেমাভ্রকঞ্চৈব ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্॥
অভ্রকঞ্চ হরীতক্যা গুড়েন সহ যোজিতম্।
এলাশর্করয়া যুক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলাঞ্চৈব চাতুর্জ্জাতং সশর্করম্।
মধুনা লেহয়েৎ প্রাতঃ ক্ষয়ার্শঃপাণ্ডুনাশনম্॥
গুড়ূচীসত্বখণ্ডাভ্যাং মিশ্রিতং মেহনাশনম্।
এলাগোক্ষুরভূধাত্রী-সিতাগব্যেন মিশ্রিতম্॥
প্রাতঃসংসেবনান্নিত্যং মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তং ভ্রমজীর্ণজ্বরাপহম্॥
মধুত্রিফলয়া যুক্তং দৃষ্টিপুষ্টিকরং মতম্।
মুষলীমধুযুতং ব্যোম ব্রণানাঞ্চ বিনাশনম্॥
গোক্ষীরক্ষীরকন্দাভ্যাং বলবৃদ্ধিকরং পরম্।
ভল্লাতকযুতং ব্যোম অর্শোদোষনিবারণম্॥
নাগরং পৌষ্করং ভার্গী গগনং মধুনা সহ।
অশ্বগন্ধাযুতং খাদেদ্বাতব্যাধিনিবারণম্॥
চাতুর্জ্জাতং সিতা চাভ্রং পিত্তরোগনিবারণম্।
কট্‌ফলং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রং শ্লেষ্মরোগনিবারণম্॥
সর্জ্জক্ষারযুতঞ্চাভ্রমগ্নিবৃদ্ধিকরং পরম্।
মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীমপি নাশয়েৎ॥
বিজয়ারসসংযুক্তং শুক্রস্তম্ভকরং পরম্।
লবঙ্গমধুসংযুক্তং ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্॥

গোক্ষীরশর্করাযুক্তং পিত্তরোগবিনাশনম্‌।
অভ্রকং বিধিসংযুক্তং পথ্যযোগেন যোজিতম্‌॥
বেল্লব্যোষসমন্বিতং ঘৃতযুতং বল্লোন্মিতং সেবিতং
দিব্যাভ্রং ক্ষয়পাণ্ডুসংগ্রহণিকাশূলঞ্চ কুষ্ঠাময়ম্‌।
সর্ব্বশ্বাসগদং প্রমেহমরুচিং কাসাময়ং দুর্দ্ধরং
মন্দাগ্নিং জঠরব্যথাং পরিহরেচ্ছেষাময়ান্‌ নিশ্চিতম্‌॥
বলীপলিতনাশঃ স্যাজ্জ্বেক্ষে শরদাং শতম্‌।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জরামৃত্যুবিনাশনম্‌॥

হরিদ্রাচূর্ণ পিপুল ও মধু সহ অভ্রভস্ম সেবন করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, স্বর্ণভস্ম সহ সেবিত হইলে ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়। ইহা রৌপ্যভস্ম ও স্বর্ণভস্ম সহ সেবিত হইলে ধাতুপোষক হইয়া থাকে। হরীতকীচূর্ণ ও গুড় সহ কিংবা এলাইচচূর্ণ ও চিনি সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, চাতুর্জ্জাত, চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে ক্ষয়, অর্শ ও পাণ্ডু রোগ নষ্ট করে। মেহ রোগে গুলঞ্চের সার ও চিনি সহ, মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে প্রাতঃকালে এলাচ, গোক্ষুর, ভূঁই আমলা, চিনি ও গব্য দুগ্ধ সহ; ভ্রম ও জীর্ণ-জ্বরে পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ; দৃষ্টিহীনতারোগে ত্রিফলার কাথ ও মধু সহ, ব্রণরোগে মূর্ব্বা-কাথ সহ; অর্শোরোগে ভেলার মুটি সহ; বাত-ব্যাধিতে শুঁঠ, পুষ্করমূল, বামুনহাটী ও অশ্ব-গন্ধা ইহাদের কাথ ও মধু সহ; পিত্তদুষ্টিতে চাতুর্জ্জাত ও চিনি সহ; শ্লেষ্মজরোগে কায়ফল, পিপুল ও মধু সহ এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও অগ্নিমান্দ্যরোগে সমস্ত ক্ষারের সহিত, অভ্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। ইহা ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও গব্য দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বলবর্দ্ধক, সিদ্ধির রস বা কাথ সহ সেবনে শুক্রস্তম্ভ, লবঙ্গ ও মধু সহ ধাতুবর্দ্ধক এবং গব্য-দুগ্ধ ও চিনি সহ পিত্তরোগ নাশক হয়। ইহা যথোপযুক্ত পথ্য সহ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে বিবিধ রোগ নষ্ট করে। বিড়ঙ্গচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃত সহ ২ রতি মাত্রায় অভ্রভস্ম সেবন করিলে ক্ষয়াদি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বলী, পলিত, জরা ও মৃত্যু নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ তালকস্য শোধনবিধিঃ।

শুদ্ধং স্যাৎ তালকং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ।
চূর্ণোদকে তত্তৈলে ভস্মীভূতো ন দোষকৃৎ॥

হরিতাল দোলাযন্ত্রে প্রথমতঃ কুষ্মাণ্ডের জলে, তদনন্তর চূণের জলে, তৎপরে তৈলে ক্রমশঃ এক প্রহর কাল পাক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধিত হরিতাল চূর্ণ দোষকর নহে।

অন্যচ্চ—

তালকং বংশপত্রাখ্যং চূর্ণোদকবিভাবিতম্‌।
সপ্তভির্বাসরৈঃ শুদ্ধং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে॥

বংশপত্রাখ্য হরিতাল চূণের জলে সাত দিন ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে শোধিত হরিতাল জারণার্থ প্রয়োগ করা যায়।

অথ তালকস্য মারণবিধিঃ।

সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন তু।
খল্লে বিমর্দ্দয়েদেকং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ॥
ততঃ পুনর্নবাক্ষারৈঃ স্থাল্যা অর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ।
তত্র তদ্গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ॥
আকণ্ঠং পিঠরং তস্যাপিধানং ধারয়েন্মুখে।
স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদ্বহ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥
দিনান্যহরণৃত্যানি পঞ্চ বহ্নিং প্রদাপয়েৎ।
এবং তন্ম্রিয়তে তালং মাত্রা তস্যৈব রক্তিকা।
অনুপানান্যনেকানি যথাযোগ্যং প্রযোজয়েৎ॥

শোধিত বংশপত্রাখ্য হরিতাল পুনর্নবা-রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক ও গোলা-কৃতি করিয়া লইবে এবং একটী স্থালীর অর্দ্ধ ভাগ পুনর্নবাক্ষার দ্বারা পূর্ণ করত তাহাতে ঐ হরিতালপিণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ক্ষাররাশি নিক্ষেপ করিয়া স্থালীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। পরে স্থালীর মুখে একখানি শরাব স্থাপনপূর্ব্বক লেপ দিয়া রুদ্ধ

করিবে এবং ঐ স্থালী চুল্লিকার উপর স্থাপন করিয়া নিরন্তর পাঁচদিন তাহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। অগ্নি যেন ক্রমশঃ তীব্রতর হয়, এই প্রক্রিয়া দ্বারা হরিতাল জারিত হইবে। ইহার মাত্রা—১ রতি। ব্যাধি ও অবস্থানুসারে নানাবিধ অনুপানের সহিত সেব্য।

অথ রসমাণিক্যম্।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্না চাম্লেন বা পুনঃ॥
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েৎ তণ্ডুলাকৃতি।
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বদরীপল্লবোত্থেন কল্কেন লেপয়েদ্ভিষক্।
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভং ভবেদ্ধ্রুবম্।
তদ্রক্তিদ্বিতয়ং খাদেদ্ ঘৃতভ্রামরমন্বিতম্।
সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে।
স্ফুটিতং গলিতং যচ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্॥
নাড়ীব্রণং ব্রণং কুষ্ঠমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্।
নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্তি সুদারুণান্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্রাখ্য শোধিত হরিতাল কুমড়ার জলে সাত বার কিংবা তিন বার ভাবনা দিবে এবং দধি বা কোন অম্লরসেও পুনর্ব্বার সাত বার কিংবা তিন বার ভাবনা দিতে হইবে; পরে তাহা শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে. তদনন্তর ঐ হরিতাল ১ খানি শরাবে স্থাপিত ও অপর একখানি শরাব দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উভয় শরাবের সন্ধিস্থান কুলপত্রের কল্ক দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরাব-পুট বালুকাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া যে পর্য্যন্ত পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত উহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। শীতল হইলে দেখিবে, উহা মাণিক্যাভ হইয়াছে। ইহার নাম রস-মাণিক্য। দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত এই রসমাণিক্য ২ রতি মাত্রায় সেবিত হইলে দলিত গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, বিচর্চ্চিকা, মুখরোগ, নাসারোগ, দারুণ ক্ষত, পুণ্ডরীক, চর্ম্মাখ্যরোগ, বিস্ফোটক ও মণ্ডল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

অথ হরিতালভস্মানুপানম্।

সর্ব্বরক্তবিকারেষু দেয়মাদ্রহরিদ্রয়া।
সুহালাহলজীরাভ্যামপস্মারহরং পরম্॥
সমুদ্রফলযোগেন দকোদরবিনাশনম্।
দেবদালীরসৈর্যুক্তং ভগন্দরহরং পরম্॥
ফিরঙ্গদোষজং রোগং জাতং হন্তি সুদুস্তরম্।
বিসর্পমণ্ডলং কণ্ডুং পামাবিস্ফোটকং তথা।
বাতরক্তকৃতান্ রোগানন্যানপি বিনাশয়েৎ॥

হরিতালভস্ম আম-আদার সহিত সেবিত হইলে সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার, মদ্য অথবা জীরার সহিত সেবিত হইলে অপস্মার, সমুদ্র-ফলযোগে জলোদর এবং ঘোষালতা যোগে ভগন্দর, ফিরঙ্গরোগ (গরমী), বিসর্পমণ্ডল, কণ্ডু (চুলকোনা), পামা (খোসপাঁচড়া), বিস্ফোটক ও বাতরক্তকৃত বিবিধ রোগ নাশ করিয়া থাকে।

অথ হরিতালাচ্ছেতবীর্য্যাকর্ষণবিধিঃ।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রেণ তালে ভস্মীকৃতে ততঃ।
লভ্যতে শ্বেতবীর্য্যং যৎ তন্মাত্রা সর্ষপোন্মিতা।
তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টবলপ্রদম্॥

তির্য্যক্-পাতনযন্ত্রে হরিতাল ভস্ম করিলে তাহা হইতে এক প্রকার শ্বেত বীর্য্য পাওয়া যায়, চলিত ভাষায় ইহাকে সেঁকো বলে। ইহার মাত্রা—১ সর্ষপ। ইহা ব্যবহার করিলে জ্বর ও অজীর্ণ বিনষ্ট এবং কান্তি পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অথ মনঃশিলা-শোধনবিধিঃ।

চূর্ণতোয়ৈর্ম্মনোগুপ্তা সপ্তকৃত্বো বিভাবিতা।
শুদ্ধিমায়াতি নিতরাং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে॥

মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া চুণের জলে ৭ বার ভাবনা দিলে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়।

অথাঞ্জনস্য শোধনবিধিঃ।

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দিনৈকমাতপে শুষ্কং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

সুর্ম্মাকে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে ভাবিত করিয়া একদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়।

অন্যচ্চ—

ত্রিফলাবারিণা শোধ্যং তদ্দ্বয়ং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
ভৃঙ্গরাজরসৈর্বাপি স্রোতঃ সৌবীরকং শুচি॥

ত্রিফলার ক্বাথে অথবা ভীমরাজের রসে ভাবনা দিলে স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়।

অথ টঙ্কণশুদ্ধিঃ।

গোময়েনাবৃতষ্টঙ্কঃ শুদ্ধিমায়াত্যসংশয়ম্।
অথবা বহ্নিযোগেন স্ফুটিতঃ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ॥

সোহাগা গোময়ে আবৃত করিয়া রাখিলে অথবা অগ্নিতে পোড়াইয়া খৈ করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। শেষোক্ত নিয়মই প্রচলিত। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক এবং বায়ু ও পিত্ত জনক।

অথ রাজাবর্ত্ত-শোধনবিধিঃ।

গোবিন্দো মাতুলুঙ্গার্দ্র-শৃঙ্গবেররসেন চ।
বিশুধ্যতে ম্রিয়তে চ পুটতো নাত্র সংশয়ঃ॥

টাবালেবু ও আদার রসে গোবিন্দমণি অর্থাৎ রাজাবর্ত্ত ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয় এবং বিশোধিত রাজাবর্ত্ত পুটপাকে জারিত হইয়া থাকে।

অথ সর্ব্বোপরসানাং সাধারণ-শোধনবিধিঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেবদালিকা।
শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্॥
এষামেকরসেনৈব ক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ।
ভাবয়েদুপবর্গশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ॥
ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলায়ন্ত্রে দিনং সুধীঃ।
এবং শুধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তা উপরসা হি যে॥

সমুদায় উপরস শোধনের সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে। হুড়হুড়ে, শকরকন্দ আলু, কদলীমূল, ঘোষালতা সজিনা, ঝিঙ্গা, তিক্ত কাঁকরোল, কাকমাচী ও বালা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর রস এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, পঞ্চলবণ ও অম্লবর্গ। এই সমুদায় দ্বারা একদিন ভাবনা দিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, সকল উপরস বিশুদ্ধ হয়।

অথ চুম্বক-শোধন-মারণ-বিধিঃ।

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবয়েল্লোহকর্ষকম্।
দোলাযন্ত্রে পচেদ্ যুক্ত্যা ত্রিফলাসলিলে ততঃ॥
গোমূত্রেণ ততঃ পিষ্ট্বা বরাক্বাথেন বা ভিষক্।
পুটেৎ তং সপ্তধা তেন মৃতস্তস্য প্রজায়তে॥
এবং শুদ্ধো মৃতো বল্যঃ পুষ্টিকৃদ্ বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
জ্বরঘ্নো রক্তজননো রক্তপিত্তং ক্ষয়ং তথা॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসান্ শ্বাসান্ সুদারুণান্।
শুক্রদোষং রজোদোষং ক্লৈব্যং হৃদয়বেপনম্॥

চুম্বককে অগ্রে বকপত্রের রসে ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। অনন্তর গোমূত্র বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৭ সাত বার পুটপাক করিবে। ইহাতে চুম্বক ভস্ম হইবে। এইরূপে শোধিত ও মৃত চুম্বক, বল ও পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, রক্তজনক এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বিংশতিপ্রকার মেহ, সুদারুণ কাস ও শ্বাস, শুক্রদোষ, রজোদোষ, ক্লৈব্য ও হৃৎকম্প নিবারক।

অথ স্ফটিকশোধনবিধিঃ।

স্ফটিকা নির্ম্মলা শ্বেতা শ্রেষ্ঠা স্যাচ্ছোধনং কচিৎ।
ন দৃষ্টং শাস্ত্রতো লোকা বহ্নাবুৎফুল্লয়ন্তি হি॥

নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ ফট্‌কিরী শ্রেষ্ঠ ; ইহার শোধনবিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লোকে ইহাকে অগ্নিতে স্ফুটিত করিয়া ব্যবহার করে।

অথ শঙ্খশোধনবিধিঃ।

অম্লৈঃ সকাঞ্জিকৈঃ শঙ্খো দোলাস্বিন্নঃ সুশুধ্যতি॥

অম্লবর্গ ও কাঁজি দিয়া দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে শঙ্খ বিশুদ্ধ হয়।

অথ মৌক্তিকশুক্তের্জলশুক্তেশ্চ শোধনবিধিঃ।

শোধনং শঙ্খবৎ তস্যা মৃতিঃ প্রোক্তা কপর্দ্দবৎ॥

মৌক্তিক-শুক্তি ও জল-শুক্তির শোধন শঙ্খের ন্যায় এবং মারণ কপর্দ্দকের ন্যায় জানিবে।

অথ সমুদ্রফেনশুদ্ধিঃ।

সমুদ্রফেনঃ সংপিষ্টো নিম্বুতোয়েন শুধ্যতি॥

সমুদ্রফেন কাগজী লেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলে বিশোধিত হয়।

অথ খটিকা।

খটিকা দ্বিবিধা জ্ঞেয়া শ্বেতা চ মলিনা তথা।
মৃদুপাষাণসদৃশী খটী শুভ্রাধিকা মতা॥

খড়ি দুই প্রকার, একপ্রকার শ্বেত ও অপর প্রকার মলিন। শ্বেত খড়ী মৃদুপাষাণ-সদৃশী ও উৎকৃষ্টা।

অথ গৈরিক-শোধনবিধিঃ।

গৈরিকন্তু গবাং দুগ্ধৈর্ঘর্ষিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
অথবা কিঞ্চিদাজ্যেন ভৃষ্টং শুদ্ধং প্রজায়তে॥

গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিলে অথবা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইলে গৈরিক বিশোধিত হয়।

অথ কাসীস-শোধনবিধিঃ।

সকৃদ্‌ভৃঙ্গাম্বুনা সিদ্ধং কাসীসং নির্ম্মলং ভবেৎ॥

ভৃঙ্গরাজরসে একবার সিদ্ধ করিলে হিরাকস বিশোধিত হয়।

অথ খর্পর-শোধনবিধিঃ।

দোলাযন্ত্রেঽপি গোমূত্রে সপ্তাহং খর্পরং পচেৎ।
তস্য শুদ্ধির্ভবেদেবং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

দোলাযন্ত্রে গোমূত্র সহ সাত দিন পাক করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয়। এইরূপ বিশোধিত খর্পরই মারণযোগ্য। (খর্পর, তুঁতের প্রকারভেদ)।

অথ খর্পরমারণবিধিঃ।

খর্পরং লৌহপাত্রস্থং চুল্ল্যাং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।
গলিতে সৈন্ধবং চূর্ণং দত্ত্বা দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
ভূয়ঃ পলাশদণ্ডেন যাবদ্‌ভস্মীভবেৎ তু তৎ॥

লৌহপাত্রে করিয়া চুল্লীর উপরে অগ্নি-জ্বালে খর্পর পাক করিবে। গলিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিবে এবং ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পলাশ-দণ্ড দ্বারা উহা আলোড়িত করিবে। ইহাতে খর্পর ভস্ম হইবে। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহাতে ভূঁইকদম্বের রস দিতে বলেন।

অথ খর্পরস্যানুপানম্।

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ।
অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরঃ ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ॥

খর্পর পুরাতন ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে চক্ষুর হিতকর, তাম্বূলের সহিত প্রমেহ-নাশক, গণিয়ারীর সহিত অগ্নিকর ও ত্রিসুগন্ধির (এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি) সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষনাশক হয়।

অথ কপর্দ্দক-শোধনবিধিঃ।

বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

কাঁজিতে এক প্রহর সিদ্ধ করিলে কপর্দ্দক (কড়ি) বিশোধিত হয়।

অথ কপর্দ্দক-মারণবিধিঃ।

অঙ্গারাগ্নৌ স্থিতা ধ্মাতা সম্যক্ প্রোৎফুল্লিতা যদা।
স্বাঙ্গশীতা মৃতা সা তু পিষ্ট্বা সম্যক্ প্রযোজয়েৎ ॥

অঙ্গারাগ্নিতে কপর্দ্দক দগ্ধ করিলে যখন তাহা পুড়িয়া খৈয়ের মত হইবে, তখন জানিবে উহা জারিত হইয়াছে। ঐ জারিত কপর্দ্দক শীতল হইলে সম্যক্ প্রকারে পেষণ করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে।

অথ কঙ্কুষ্ঠ-শোধনবিধিঃ।

কঙ্কুষ্ঠং কাঞ্জিকে স্বিন্নং যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

কাঁজিতে এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে কঙ্কুষ্ঠ বিশোধিত হয়।

অথ সৌরাষ্ট্রী-শোধনবিধিঃ।

ঘর্ষিতা গব্যদুগ্ধেন সৌরাষ্ট্রী শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥

গব্য দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া লইলে সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা শোধিত হয়।

অথ সর্ব্বরত্নানাং শোধনবিধিঃ।

শুধ্যত্যম্লেন মাণিক্যং জয়ন্ত্যা মৌক্তিকং তথা।
বিদ্রুমং ক্ষীরবর্গেণ তার্ক্ষ্যং গোদুগ্ধতঃ শুচি ॥
পুষ্পরাগং সৈন্ধবে চ কুলত্থক্বাথসংযুতে।
তণ্ডুলীয়জলে বজ্রং নীলং নীলীরসেন চ ॥
রোচনাভিশ্চ গোমেদং বৈদূর্য্যং ত্রিফলাজলৈঃ।
এতান্যেতেষু সংস্বিন্নান্যাশু শুধ্যন্তি দোলয়া ॥

অম্লরসে মাণিক্য (পদ্মরাগ), জয়ন্তীর রসে মৌক্তিক, ক্ষীরবর্গে প্রবাল, গোদুগ্ধে গারুত্মত, সৈন্ধবযুক্ত কুলত্থক্বাথে পুষ্পরাগ, নটেশাকের রসে হীরক, নীলের রসে নীলকান্তমণি, গোরোচনার জলে গোমেদ, ত্রিফলার ক্বাথে বৈদূর্য্যমণি, দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে এই সকল রত্ন আশু বিশোধিত হয়।

অথ রত্নমারণবিধিঃ।

কুলত্থদ্রবসংপিষ্টৈঃ শিলাতালকগন্ধকৈঃ।
বজ্রং বিনান্যরত্নানি ম্রিয়ন্তেহষ্টপুটৈঃ খলু ॥

মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক ইহাদিগকে কুলত্থক্বাথে পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নকে আটবার পুটপাক দিলে নিশ্চয়ই জারিত হয়।

অথ হীরকস্য বিশেষশোধনবিধিঃ।

কুলত্থকোদ্রবক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্ বিশুধ্যতি ॥

হীরককে কণ্টকারীমূলের অন্তর্নিহিত করিয়া কুলত্থ কলাই ও কোদধান্যের ক্বাথে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিলে উহা বিশোধিত হয়।

অথ হীরকমারণবিধিঃ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্বাথে কৌলত্থজে ক্ষিপেৎ।
তপ্ততপ্তং পুনর্বজ্রং ভবেদ্ ভস্ম ত্রিসপ্তধা ॥

হিঙ্গু ও সৈন্ধব সংযুক্ত কুলত্থকলায়ের ক্বাথ একটী পাত্রে রাখিবে, এবং হীরক অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে উক্ত ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ একুশবার করিলেই হীরক জারিত হইবে।

অথ শেষরত্নানাং সাধারণ-শোধন-মারণবিধিঃ।

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ।
মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকং শোধনং ভবেৎ।

কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচয়েৎ।
প্রত্যেকং সপ্তবেলঞ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ॥
মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ।
ক্ষণাদ্ বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নের শোধন ও মারণের সাধারণ নিয়ম এই—দোলাযন্ত্রে জয়ন্তীপত্রের রসে এক প্রহর পাক করিয়া লইলে মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন সকল বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধনানন্তর তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত ঘৃতকুমারীর রসে, নটে শাকের রসে ও স্তন্য দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিলে জারিত হয়।

অথোপরত্নানি।

বৈক্রান্তং পেরোজশ্চৈব কাচঃ স্ফটিকমেব চ।
নীলপীতাদিমণয়োঽপ্যন্যে বিষহরা হি যে॥
বহ্ন্যাদিস্তম্ভকা যে চ তে সর্ব্বেঽপি পরীক্ষকৈঃ।
উপরত্নেষু গণিতা মণয়ো লোকবিশ্রুতাঃ॥

বৈক্রান্ত, পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও নীল পীতাদি বর্ণের কোন কোন মণি এবং যাহারা বিষহর, যাহারা অগ্ন্যাদির স্তম্ভকারক, সেই সকল লোকবিখ্যাত মণিকে রত্নপরীক্ষকেরা উপরত্ন মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন।

অথোপরত্নানাং সাধারণ-শোধন-মারণবিধিঃ।

রত্নবচ্চোপরত্নানি শোধয়েন্মারয়েৎ তথা॥

উপরত্নের সাধারণ শোধন ও মারণ রত্নের ন্যায় জানিবে।

তত্র বৈক্রান্তস্য বিশেষশোধনং মারণঞ্চ

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং মারণঞ্চৈব তন্ত তৎ।
হয়মূত্রেণ তৎ সেচ্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা॥
ততশ্চোত্তরবারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গপিণ্ডকে ক্ষিপেৎ।
কৃত্বা মূষাপুটে পাচ্যমুদ্ধৃত্য পিণ্ডকৈঃ পুনঃ॥
লিপ্ত্বা রুদ্ধা পুটে পাচ্যং সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ॥

(বৈক্রান্তশোধনমারণাদিকমাহ বৈক্রান্তমিতি। বৈক্রান্তং দগ্ধহীরকং, তদ্ বজ্রবচ্ছোধনীয়ং মার্য্যঞ্চ। মতান্তরে তু একবিংশতিবারং ধ্মাতং তদ্ হয়মূত্রেণ সেচয়েৎ, ততঃ উত্তরবারুণ্যা মূলপত্রফলপুষ্পবল্কলরূপং পঞ্চাঙ্গং নিষ্পিষ্য গোলকং কৃত্বা তন্মধ্যে তৎ সংশুদ্ধং বৈক্রান্তং নিধায় মূষাপুটে পচেৎ। এবং বারং বারং কুর্য্যাৎ, যাবদ্ ভস্মতাং যাতি।)

বৈক্রান্তের (দগ্ধ হীরকের) শোধন ও মারণ হীরকের ন্যায় জানিবে। মতান্তরে—বৈক্রান্তকে একুশবার পোড়াইবে এবং প্রত্যেক বার অশ্বমূত্রে নিষিক্ত করিবে। অনন্তর রাখালশশার মূল পত্র পুষ্প ফল ও বল্কল এই পঞ্চাঙ্গকে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং পিণ্ডমধ্যে ঐ শোধিত বৈক্রান্ত নিহিত করিয়া মূষাপুটে পাক করিবে। যে পর্য্যন্ত না ভস্মীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত বার বার এই প্রণালীতে পাক করিবে।

অথ বিষশোধনবিধিঃ।

কৃত্বা চণকসংস্থানং গোমূত্রৈর্ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
অথবা ত্রৈফলে ক্বাথে বিষং শুধ্যতি পাচিতম্॥
দোলায়াং ত্রিফলাক্বাথে ছাগীক্ষীরে চ পাচিতম্।
গোমূত্রপূর্ণপাত্রে চ দোলাযন্ত্রে বিষং পচেৎ॥
দশতোলকমানেন চাদৌ বৈদ্যো দিবানিশম্।
বিষভাগাংশ্চণকবৎ স্থূলান্ কৃত্বা তু ভাজনে॥
তত্র গোমূত্রকং দত্ত্বা প্রত্যহং নিত্যনূতনম্।
শোষয়েৎ ত্রিদিনা দ্ধং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ।
প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেন তদ্বিধম্॥

বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়। কিংবা দশ তোলক পরিমিত বিষ ত্রিফলার ক্বাথে বা ছাগীদুগ্ধে বা গোমূত্রে দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিয়া লইলেও বিশোধিত হয়। অথবা বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া, মৃৎপাত্রে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, কিন্তু প্রতিদিন নূতন নূতন গোমূত্র দিতে হইবে। তিন দিনের পর উহা উদ্ধৃত করিয়া

প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে,এইরূপে শোধিত বিষ উপযুক্ত পরিমাণে প্রযোজ্য।

অথ তেষাং মারণবিধিঃ।

সমটঙ্কণসংপিষ্টং মৃতমিত্যুচ্যতে বিষম্‌॥

সমপরিমিত সোহাগার সহিত পিষ্ট উক্ত বিষকে জারিত বিষ বলে।

প্রসঙ্গাৎ কৃষ্ণসর্পবিষ-শোধনম্‌।

বিষেষু জঙ্গমাখ্যেষু গ্রাহ্যং নাগোদ্ভবং বিষম্‌।
ইতি চৈব মহাশ্রেষ্ঠং ত্রিদোষক্ষপণং ক্রমাৎ॥
দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নিসমোপমম্‌।
সন্নিপাতপ্রতীকার-প্রভাবপ্রভুরুচ্যতে॥
নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্‌।
আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যধৃগ্‌ ভবেৎ॥

জঙ্গম বিষের মধ্যে কৃষ্ণসর্পোদ্ভব বিষই গ্রাহ্য। এই বিষ ত্রিদোষনাশক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সন্নিপাত-বিনাশক। কৃষ্ণসর্প-বিষ গোমূত্র সংযুক্ত করত তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ ও বীর্য্যকর হয়।

মতান্তরম্‌—

যুনো বলবতো গ্রাহ্যং কৃষ্ণসর্পাদ্‌ বিষং নবম্‌।
ততঃ সার্ষপতৈলেন সংপ্লুতং পরিশোষয়েৎ॥
পর্ণতোয়ৈর্মুনিতরোস্তলসীপত্রজৈ রসৈঃ।
কাথেনাপি চ কুষ্ঠস্য ভাবয়েৎ তৎ ত্রিধা ত্রিধা॥
তদেব সর্ব্বথা যোজ্যং নাবিশুদ্ধং কদাচন।
বিষমপ্যমৃতঞ্চৈবং মৃতসঞ্জীবনং পরম্‌॥

যুবা ও বলবান্‌ কৃষ্ণসর্পের নূতন বিষ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ যাহার বিষ এক বার গৃহীত (ভাঙ্গা) হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার বিষ লইবে না। সর্পবিষকে প্রথমতঃ সার্ষপ তৈলে আপ্লুত করত শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে পানের রসে, বকবৃক্ষের ছালের বা পত্রের রসে ও কুড়ের কাথে যথাক্রমে ৩ তিন বার করিয়া ভাবনা দিলে উহা বিশুদ্ধ হইবে। এইরূপে বিশোধিত বিষই সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অবিশুদ্ধ বিষ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে। বিষত্ব থাকিলেও শোধিত বিষ অমৃত স্বরূপ এবং সন্নিপাতাদি জ্বরে মৃতকল্প ব্যক্তিও ইহা দ্বারা জীবিত হইয়া থাকে।

অথোপবিষাণাং শোধনবিধিঃ।

পঞ্চগব্যেষু শুদ্ধানি দেয়ান্যুপবিষাণি চ॥

উপবিষ সকল পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অথ জৈপালাদীনাং কতিপয়ানাং বিশেষশোধনম্‌।

জৈপালং নিস্তুষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ।
অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুজ্যাচ্চ রসকর্ম্মণি॥

তুষরহিত জয়পাল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তদন্তর্গত জিহ্বাসদৃশ পাতলা পত্র বাহির করিয়া ফেলিবে এবং দোলাযন্ত্রে গোদুগ্ধ সহ পাক করিয়া লইবে। ইহাতে জয়পাল বিশোধিত হয়।

অথ লাঙ্গলী-শুদ্ধিঃ।

লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং গোমূত্রভাবিতা॥

একদিন গোমূত্রে ভাবনা দিলে লাঙ্গলী বিশোধিত হয়।

অথ ধুস্তূর-শোধনবিধিঃ।

ধুস্তূরবীজং গোমূত্রে চতুর্যামোষিতং পুনঃ।
খণ্ডিতং নিস্তুষং কৃত্বা যোগেষু বিনিযোজয়েৎ॥

ধুতুরার বীজকে নিস্তুষ ও খণ্ডিত করিয়া চারিপ্রহর গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে বিশোধিত হয়।

অথাহিফেন-শোধনবিধিঃ।

অহিফেনং শৃঙ্গবের-রসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা।
শুদ্ধং যুক্তেষু যোগেষু যোজয়েৎ তদ্বিধানতঃ॥

আদার রসে একুশবার ভাবনা দিলে অহিফেন শোধিত হয়, এইরূপে শোধিত অহিফেন যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

অথ মাতুলানী-শোধনবিধিঃ।

বব্বূলত্বক্কষায়েণ ভঙ্গাং সংস্বেদ্য শোষয়েৎ।
গোদুগ্ধৈর্ভাবনাং দত্বা শুষ্কাং সর্ব্বত্র যোজয়েৎ॥

বাবলার ক্বাথে মাতুলানী (সিদ্ধিকে) স্বিন্ন ও শুষ্ক করিয়া তদনন্তর গোদুগ্ধে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই বিশোধিত হয়। বিশোধিত বিজয়া ঔষধার্থ প্রযোজ্য।

অথ বিষমুষ্টি-শোধনবিধিঃ।

কিঞ্চিদাজ্যেন সংভৃষ্টো বিষমুষ্টির্বিশুধ্যতি॥

কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে কুঁচিলা বিশোধিত হয়।

অথ দারুমুষাদীনাং শোধনবিধিঃ।

দারুমুষারক্তশঙ্খ্যাদীনাং শোধনং হরিতালবদেব জ্ঞেয়ম্।

দারুমুজ ও লাল দারুমুজ প্রভৃতির শোধন হরিতালের ন্যায়।

অথ গোদন্ত-শোধনবিধিঃ।

গোদন্তং ডমরৌ যন্ত্রে গোময়োপরি সংস্থিতে।
নাগবল্লীদলে ক্ষিপ্ত্বা পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
অনেন বিধিনা চূর্ণং গৃহীত্বা পরিশোধিতম্।
মন্দেহগ্নাবতিসারে চ জ্বরে জীর্ণে বলক্ষয়ে॥
কুষ্ঠেষু কফরোগেষু পীনসেঽপি চ বৃদ্ধিষু।
যথাব্যাধ্যনুপানেন মাত্রয়া চ প্রযোজয়েৎ॥

ডমরুযন্ত্রে কিছু গোময় ও ঐ গোময়োপরি একটী পান রাখিয়া, তদুপরি গোদন্ত স্থাপন পূর্ব্বক ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রকারে বিশোধিত গোদন্ত-চূর্ণ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, জীর্ণজ্বর, দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, কফরোগ, পীনস ও বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

অথ ভল্লাতকস্য শোধনবিধিঃ।

ভল্লাতকানি পক্কানি সমানীয় ক্ষিপেজ্জলে।
মজ্জন্তি যানি তত্রৈব শুদ্ধ্যর্থং তানি যোজয়েৎ।
ইষ্টকাচূর্ণনিকরৈর্ঘর্ষণান্নির্ব্বিষং ভবেৎ॥

পক্ক ভল্লাতকের ফল সকল জলে নিক্ষেপ করিলে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেইগুলিই শোধনযোগ্য। ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিলে তাহারা নির্ব্বিষ হইয়া বিশুদ্ধ হইবে।

অথান্যেষাং বীজানাং সাধারণ-শোধনবিধিঃ।

বীজমাদৌ সমাদায় রৌদ্রযন্ত্রে বিশোধয়েৎ।
ঈষৎসৈন্ধবযুক্তেন দ্রবেণ যত্নতঃ সুধীঃ।
অপামার্গস্য বা তোয়ৈর্বাদ্ধক্যাং বীজশোধনম্॥

মতান্তরম্—

বৃদ্ধদারকবীজন্তু পক্কং দোলাকৃতং পচেৎ।
দুগ্ধপূর্ণেষু পাত্রেষু ততঃ শুধ্যতি নিশ্চিতম্॥
অপামার্গকষায়েণ নিম্বুবীজং বিশোধয়েৎ।
শিগ্রুকার্পাসবীজানি চাপামার্গস্য বীজকম্॥
ঘর্ম্মেণ শোধনং তেষাং ন দদ্যাৎ সৈন্ধবং ততঃ।
তিক্তা কোষাতকী দন্তী পটোলী চেন্দ্রবারুণী॥
কটুতুম্বী দেবদালী কাকতুণ্ডী চ শোধয়েৎ।
ধাত্রীফলরসেনৈব মহাকালস্য শোধনম্॥
করঞ্জযুগ্ময়োর্বীজং ভৃঙ্গরাজেন শোধয়েৎ।
গুঞ্জাদিসর্ব্ববীজানাং নরমূত্রৈঃ পটুং বিনা॥

বিদ্ধড়কের বীজ ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে অথবা অপামার্গের ক্বাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। অথবা দুগ্ধপূর্ণপাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বিদ্ধড়কবীজ শোধিত করিবে। লেবুর বীজ, সজিনাবীজ, কার্পাসবীজ ও অপামার্গবীজ

অপামার্গের ক্বাথে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহারা বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে লবণ দিতে হইবে না। কট্‌কী, শ্বেত ঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখাল শসার বীজ, তিতলাউবীজ, ঘোষাবীজ, কাক-ঠুঁটীবীজ ও মাকালফল, ইহারা আমলকীর রসে এবং ডালকরমচাবীজ ও লাটাকরমচা-বীজ, ভীমরাজের রসে শোধিত হইয়া থাকে। আর গুঞ্জাদি সর্ব্ব প্রকার বীজকে কেবল নরমূত্র দ্বারা শোধন করিতে হয়; লবণ দিতে হয় না।

অথ গুগ্‌গুলু-শোধনবিধিঃ ।

ক্বাথে হি দশমূলস্য চোষ্ণে প্রক্ষিপ্য গুগ্‌গুলুম্ ।
আলোড্য বস্ত্রপূতং তং চণ্ডাতপবিশোষিতম্ ।
ঘৃতাক্তং পিণ্ডিতং কুর্য্যাচ্ছুদ্ধিমায়াতি গুগ্‌গুলুঃ ॥

অন্যচ্চ—

অমৃতায়াঃ কষায়েণ শোষয়িত্বাথ গুগ্‌গুলুম্ ।
গৃহ্লীয়াদাতপে শুষ্কং তথাবকরবর্জ্জিতম্ ॥

অন্যচ্চ—

দুগ্ধে বা ত্রিফলাক্বাথে দোলাযন্ত্রবিপাচিতঃ ।
বাসসা গালিতো গ্রাহ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গুগ্‌গুলুঃ ॥

গুগ্‌গুলুর কেশ ও মলাদি বিক্ষেপপূর্ব্বক উহাকে উক্ত দশমূলের ক্বাথে নিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যাতপে শুকাইয়া ঘৃতাক্ত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ইহাতে গুগ্‌গুলু বিশোধিত হয়। অথবা গুলঞ্চক্বাথে নিষিক্ত করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইলেও ইহা শুদ্ধ হয়। কিংবা গুগ্‌গুলুকে, গোদুগ্ধ বা ত্রিফলা ক্বাথে দোলা-যন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

অথ নখী-শোধনবিধিঃ ।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলৈঃ ।
নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃন্ময়েন তু ॥
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ ।
গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

(চণ্ডী মহিষী। উক্তং হি—মহিষী সোচ্যতে চণ্ডী সৌরভী চ নিগদ্যতে ইতি। অস্যা গোময়ং মলমিত্যর্থঃ। কিন্তু গোময়েনাপ্যুৎস্বেদ উক্তঃ, যথাহ—গোবিট্‌কাঞ্জিক-চিঞ্চি ক্বাম্বুস্বিন্নেতি। তিন্তিড়ীজলৈরিতি তিন্তিড়ীফল-সেলিলৈরিত্যর্থঃ। অলাভে মৃন্ময়েনেতি কৃষ্ণমৃত্তিকা-মিশ্রিতজলেচনত্যর্থঃ।)

মহিষের পুরীষ-নিঃসৃত রসে, বা কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা কৃষ্ণ-মৃত্তিকা-জলে কিংবা গোময়-রসে নখী সিদ্ধ করণানন্তর ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই ইহা বিশুদ্ধ হয়।

অথ হিঙ্গু-শোধনবিধিঃ ।

অঙ্গারস্থে লৌহপাত্রে সঘৃতে রামঠং ক্ষিপেৎ ।
চালয়েৎ কিঞ্চিদারক্ত-বর্ণং যোগেষু যোজয়েৎ ॥

প্রদীপ্ত অঙ্গারের উপর লৌহপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ভাজিয়া লইবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন ঈষৎ রক্তবর্ণ হইবে, তখনই নামাইতে হইবে। এইরূপে শোধিত হিঙ্গু ঔষধার্থ প্রযোজ্য।

অথ নরসার-শোধনবিধিঃ ।

নরসারো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ ।
দোলাযন্ত্রেণ যত্নেন ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে ॥

চুণের জলে দোলাযন্ত্রে নিষাদলকে পাক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়।

অন্যচ্চ—

নরসারং বিনিক্ষিপ্য তোয়েঽত্যুষ্ণে বিমর্দ্দ্য চ ।
পৃথুনা বাসসা চাথ স্রাবয়েদখিলং জলম্ ॥
শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্লীয়াৎ তমধোগতম্ ।
এবং বিশোধিতং সর্ব্ব-কার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ ॥

নিষাদল উষ্ণজলে মর্দ্দন করিয়া মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ঐ জল কোন পাত্রে রাখিবে। জল শীতল হইলে দেখিবে, উহার

তলায় নিষাদল দানা দানা রূপে সংযত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বিশোধিত নিষাদলই প্রযোজ্য।

অথ রসাঞ্জনশোধনবিধিঃ।

তোয়েঽত্যুষ্ণে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্য্যাদ্ রসাঞ্জনম্।
বাসসা স্রাবয়িত্বাথ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা॥
এবং বিশোধিতং সর্ব্ব-কার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ।
বিশুদ্ধং নাশয়েদ্ ব্যাধীন্ নাবিশুদ্ধং কদাচন॥

অত্যুষ্ণ জলে রসাঞ্জন দ্রব করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ রসাঞ্জনই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

যবক্ষারঃ।

যবশূকভবে ক্ষারে ক্ষিপ্ত্বা প্রস্থোন্মিতে জলম্।
দ্রোণমানমথাস্তস্তৎ সক্ষারং পৃথুবাসসা॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ তীব্রেণ বহ্নিনা।
নিঃশেষে সলিলে তস্মিন্ যবক্ষারোঽবশিষ্যতে॥

যবের শূক (শুঁয়া) দগ্ধ করিয়া তাহার /২ সের পরিমিত ভস্ম লইয়া ৬৪ সের জলে গুলিবে এবং একখানি মোটা কাপড় দ্বারা ঐ জল একুশবার ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাকপাত্রে যবক্ষার অবশিষ্ট থাকিবে।

মতান্তরম্—

গঙ্গাতীরমৃদং বিলোড্য সলিলে সংস্রাব্য বস্ত্রেণ চ
তোয়েঽস্মিংস্তৃণরাশিভস্মনিখিলং নিক্ষিপ্য তৎ তাপয়েৎ।
ভূয়োঽস্মিন্ পরিগালিতে চ বিধিনা গাঢ়ীকৃতে বহ্নিনা
যাবক্ষারকণাঃ পরস্পরযুতা জায়ন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥
অন্যস্থা অপি মৃত্তিকাঃ সলবণা ভূমের্বিগৃহ্যাম্বুনা
সংলোড্যোদ্ভিদভস্মভিঃ পরিপচেদ্ বিস্রাব্য যত্নাৎ ততঃ।
এতেনাপি চ লভ্যতে সুবিমলঃ প্রাগ্বদ্ যবক্ষারকস্তং সংশোধ্য বিধানতো বিমলধীর্যোগেষু দদ্যাদ্ ভিষক্॥

গঙ্গাতীরের কিংবা অন্যস্থানের লবণাক্ত মৃত্তিকা জলে গুলিয়া তাহার সহিত তৃণ অথবা অন্য কোন উদ্ভিদ্ভস্ম মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। কিয়ৎক্ষণ পাকের পর তাহা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে যবক্ষারের কণা সকল নিম্নে সঞ্চিত হইবে। কেহ কেহ ইহাকে সোরা বলিয়া থাকেন।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

অত্যুষ্ণসলিলে ক্ষারং দ্রবীকুর্য্যাদ্ বিমর্দ্দ্য তম্।
শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্নীয়াৎ তমধোগতম্॥
এবং সংশোধিতঃ ক্ষারঃ শীতলো জ্বরবেগহৃৎ।
ঔপসর্গিকমেহে চ শ্বাসকৃচ্ছ্রে সুদারুণে॥
মসূরিকায়াং রোমান্তি-জ্বরে শোথে স্রুতেঽসৃজি।
আমবাতে চ পিত্তাস্রে কৃচ্ছ্রাদিষ্বপি শস্যতে॥

অত্যুষ্ণ জল সহ উক্ত যবক্ষার মর্দ্দন করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিবে। পরে জল শীতল হইলে তাহার নিম্নসঞ্চিত যবক্ষার গ্রহণ করিবে। যবক্ষার শীতবীর্য্য ও জ্বরবেগনাশক। ইহা ঔপসর্গিক মেহ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মসূরিকা, রোমান্তিজ্বর, শোথ, রক্তস্রাব, আমবাত, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ পুটপাকবিধিঃ।

—*—*—

মহাপুটম্।

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পূরিতে পুটনৌষধম্॥
কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি ধারয়েৎ।
বনোপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ॥
বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুটমিতি স্মৃতম্॥

সংপ্রতি ধাত্বাদির মারণোপযোগী পুটবিধি কথিত হইতেছে।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুইহস্ত পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ১০০০ খানি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর পুটনৌষধগর্ভ মূষা স্থাপন

করিয়া তদুপরি আর ৫০০ খানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নি প্রদান করিবে। গর্ত্তস্থ সমুদায় ঘুঁটে যখন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে, তখন উহা হইতে মূষা বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ পুটকেই মহাপুট কহে।

গজপুটম্।

সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনো লসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ।
পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।
অধোহর্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধান্যুপরি নিক্ষিপেৎ॥
এতদ্ গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্।
সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ॥

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই ৩০ অঙ্গুলি পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহাতে ৫০০ খানি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর পূর্ব্ববৎ পুটনৌষধবিশিষ্ট মূষা স্থাপন করিয়া তদুপরি আর ৫০০ খানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নি প্রদান [illegible]রিবে। যখন সমুদায় ঘুঁটে পুড়িয়া ছাই [illegible]ব, তখন তাহা হইতে ঔষধ বাহির করিয়া [illegible]। এইরূপ পুটের নাম গজপুট। এস্থলে গজের পরিমাণ, প্রমাণ ব্যক্তির ৩০ অঙ্গুলের পরিমাণের সমান।

অন্যচ্চ—

গজপ্রমাণগম্ভীরং শুষিরং ক্রমশস্ততম।
বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা॥
এবং বিধায় যত্নেন বিশিরস্ককরীরবৎ।
তস্য পাদত্রয়ং সম্যক্ পূরয়িত্বা বনোপলৈঃ।
ভৈষজ্য কোষ্ঠিকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
বনোপলৈঃ সংবৃণুয়াদেতদ্ গজপুটং স্মৃতম্॥
(অত্র পাদোনহস্তদ্বয়প্রমাণো গজঃ॥)

আর একপ্রকার গজপুট লিখিত হইতেছে। একগজ অর্থাৎ ১৸০ হস্ত পরিমিত গভীর এমন একটী গর্ত্ত করিবে, যেন তাহার মুখভাগের ব্যাস ২ বিতস্তি এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তল ভাগের ব্যাস ৩ বিতস্তি হয়। অর্থাৎ একটা বাঁশের কোঁড়ের মস্তকটা কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, এই গর্ত্তের আকৃতিও সেইরূপ হইবে। গর্ত্তের তিনভাগ বিলঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঔষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার কতকগুলি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া গর্ত্তের অবশিষ্ট সিকিভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে উহাতে অগ্নিপ্রদান করিবে। এস্থলে ১৸০ পোণে দুই হস্তে ১ গজ ধৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গজপুটই এতদ্দেশে প্রচলিত।

বরাহপুটম্।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বরাহমুচ্যতে॥

যে গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ এক অরত্নি মাত্র (মুটম হাত), সেই গর্ত্তে যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটম্।

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎ কৌক্কুটং পুটম্॥

যে গর্ত্তের সকল দিকের পরিমাণই ১৬ অঙ্গুলি, তাহাতে যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে কৌক্কুটপুট বলা যায়।

কপোতপুটম্।

যৎ পুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ।
কপোতপুটমেতৎ তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ।
(এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্।)

যে গর্ত্তে ৮ খানি বিলঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা তাহা ক কপোতপুট কহেন। ইহাই লঘুপুট নামে খ্যাত।

গোবরপুটম্।

বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্যদ্বা গোবরৈর্দীয়তে পুটম্।
তদ্ গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতভস্মকৃৎ

গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কচূর্ণিতগোময়ম্।
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥

একটি বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে ঔষধযন্ত্র স্থাপন করিয়া গোবর দ্বারা পুটপ্রদান করিবে। ইহাকেই গোবরপুট কহে। এই পুটে পারদ ভস্ম করা যায়। গোষ্ঠমধ্যস্থ যে সকল গোময় গরুর খুরে কুট্টিত হয়, তাহা শুষ্ক ও চূর্ণিত করিলেই তাহাকে গোবর কহা যায়। রস-সাধন বিষয়ে এই গোবরই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ভাণ্ডপুটম্।

বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ ভাণ্ডং তদ্ ভাণ্ডপুটমুচ্যতে॥

তুষপূর্ণ একটী বৃহৎ হাঁড়ীতে মূষা স্থাপন ও অগ্নি প্রদান করিয়া হাঁড়ীটি মুদ্রিত করিবে। ইহাকেই ভাণ্ডপুট কহে।

ইতি পুটবিধিঃ।

অথ যন্ত্রবিধিঃ।

কবচীযন্ত্রম্।

নাতিহ্রস্বাং কাচকূপীং ন চাতিমহতীং দৃঢ়াম্।
বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃত্য সমন্ততঃ॥
সংলিপ্য মৃত্মৃৎস্নাভিঃ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা।
নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছাদয়েৎ ততঃ॥
কঠিন্যা দৃঢ়য়া বাপি পচেদ্ যন্ত্রে বিধানতঃ।
কবচীযন্ত্রমেতদ্ধি রসাদিপচনে মতম্॥

নিতান্ত ছোটও না হয়, অত্যন্ত বড়ও না হয়, এইরূপ একটি মাঝারি শক্ত বোতলের সর্ব্বাবয়ব কর্দ্দমাক্ত নেকড়া দ্বারা বেষ্টিত এবং কোমল মৃত্তিকা দ্বারা পরিলিপ্ত করিয়া সূর্য্যোতপে শুষ্ক করিবে। পরে ইহার অভ্যন্তরে ঔষধদ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকাদি যন্ত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। আবশ্যক হইলে বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম কবচীযন্ত্র। ইহা দ্বারা পারদাদির পাকক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

বালুকাযন্ত্রম্।

ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥

এক বিতস্তি গভীর, এমন একটি হাঁড়ীর মধ্যে ঔষধগর্ভ কূপিকা স্থাপন করিয়া সেই হাঁড়ীতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। যখন বালুকা দ্বারা কূপিকার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, তখন ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া ঔষধ পাক করিবে। ইহারই নাম বালুকাযন্ত্র।



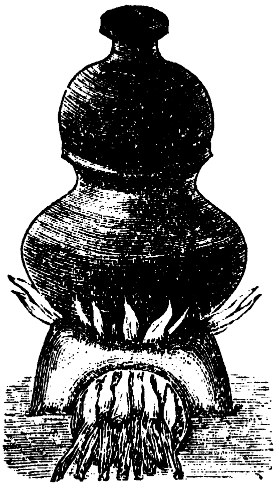
(বালুকাযন্ত্রের প্রতিরূপ)

অথ লবণযন্ত্রম্।

অন্তঃকৃতরসালেপাৎ তাম্রপাত্রমুখস্য চ।
লিপ্ত্বা মৃল্লবণেনৈব সন্ধিং ভাণ্ডতলস্য চ॥
তদ্ভাণ্ডং পটুনাপূর্য্য ক্ষারৈর্ব্বা পূর্ব্ববৎ পচেৎ।
এবং লবণযন্ত্রং স্যাৎ রসকর্ম্মণি শস্যতে।

একটি তাম্র নির্ম্মিত হাঁড়ীর অভ্যন্তর ভাগ পারদ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাঁড়ীর মুখে অন্য একটি হাঁড়ী স্থাপন করিয়া উভয়ের

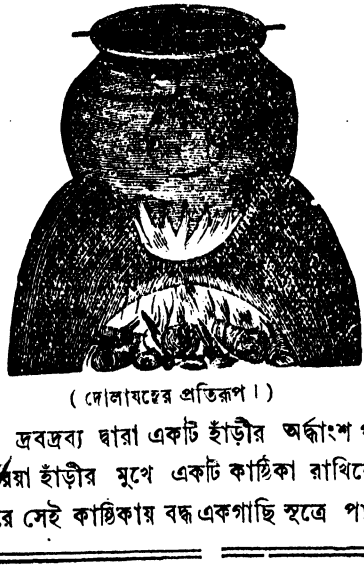
সন্ধিস্থলে মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা লেপ দিবে। পরে উপরিস্থ হাঁড়ি লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূরণ করিয়া জ্বাল দিবে। ইহার নাম লবণযন্ত্র।



(লবণযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দোলাযন্ত্রম্।

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্য পূরয়িত্বার্দ্ধমাত্রকম্।
সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধা ভেষজপোট্টলীম্।
স্বেদয়েচ্চান্তরগতাং দোলাযন্ত্রমিদং স্মৃতম্॥

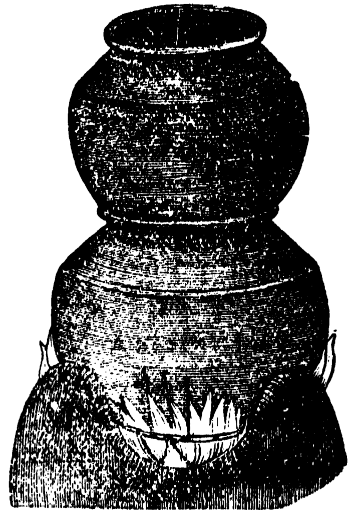


(দোলাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দ্রবদ্রব্য দ্বারা একটি হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া হাঁড়ীর মুখে একটি কাষ্ঠিকা রাখিবে। পরে সেই কাষ্ঠিকায় বদ্ধ একগাছি সূত্রে পাচ্য ঔষধ পোট্টলী বান্ধিয়া হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে দোলাযন্ত্র কহে।

বিদ্যাধরযন্ত্রম্।

অধঃস্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্ নিরুধ্য মৃদুমৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্॥
সাঙ্গশীতং ততো যন্ত্রাদ্‌গৃহ্লীয়াদ্রসমুত্তমম্।
বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতৎ তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতম্॥



(বিদ্যাধরযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী হাঁড়ীর মধ্যে পারদ রাখিয়া ঐ হাঁড়ীর উপর অপর একটি হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখ করিয়া বসাইয়া, উভয়ের সন্ধিস্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, উহা চুল্লীর উপর বসাইবে। উপরের হাঁড়ীতে জল থাকিবে। নিম্নে ক্রমাগত ৫ প্রহর জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইলেই ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল দিবে। এইরূপ বারংবার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পরে

অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যখন সমুদায় শীতল হইবে, তখন উপরের হাঁড়ীর তলসংলগ্ন পারদ অতি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্রই বিদ্যাধর যন্ত্র নামে অভিহিত। (গ্রন্থান্তরে ইহা পাতালযন্ত্র নামে অভিহিত।)

স্বেদনযন্ত্রম্।

সাম্বুস্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ।
পিধায় পচ্যতে যস্মিং তদ্‌যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্॥



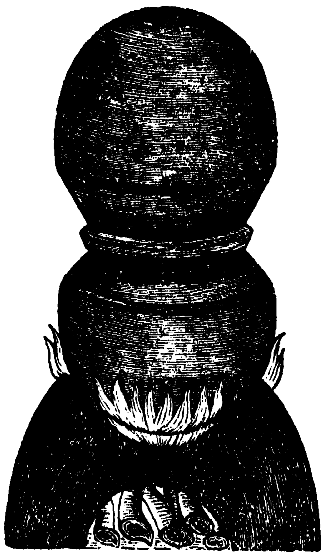
(স্বেদনযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী জলপূর্ণ স্থালীর মুখ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া সেই বস্ত্রের উপর স্বেদ্য দ্রব্য রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদন যন্ত্র বলে।

ডমরুযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাৎ তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে॥

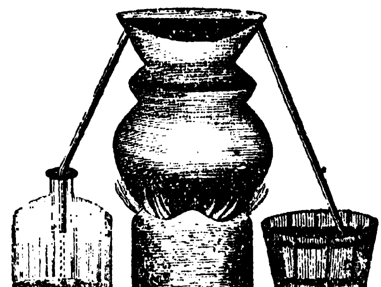
ডমরুযন্ত্রও বিদ্যাধর যন্ত্রের ন্যায়, তবে ইঁহাতে উপরিস্থ হাঁড়ী অধোমুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুইটী হাঁড়ীর মুখই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে।



(ডমরুযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

বকযন্ত্রম্।

ভাণ্ডে চার্দ্ধপ্রমাণেন দ্রব্যং স্থাপ্যং প্রযত্নতঃ।
তন্মুখে দ্বিনলীযন্ত্রং সংস্থাপ্য চ নিরোধয়েৎ॥
পশ্চান্মন্দাগ্নিং প্রজ্বাল্য জলং দদ্যোর্দ্ধঘট্টকে।
তৎ তপ্তং নলিকাদ্বারা নিঃসার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥
নীচস্থনলিকাবক্ত্রে ভাণ্ডং স্থাপ্যং দ্বিতীয়কম্।
তস্মিন্নর্কশ্চ সংধার্য্যো গৃহ্নীয়াৎ তং বিশেষতঃ॥
বকযন্ত্রমিদং খ্যাতং তেজোযন্ত্রাভিধঞ্চ তৎ॥



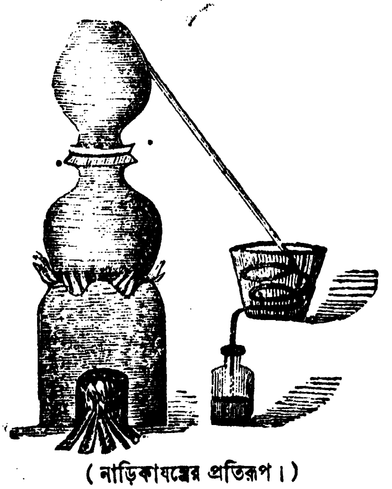
(বকযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধভাগ ভেষজদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে অপর একটী দ্বিনল

বিশিষ্ট পাত্র স্থাপিত এবং উহাদের সংযোগ-স্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ পাত্রের যে নলটী দ্বারা বাষ্প পরিচালিত হইবে, সেই নলটী নিম্নে ও যেটি দ্বারা জল নিঃসারিত হইবে, সেইটি উপরে সংযোজিত করিবে এবং তাহাদের প্রান্তদ্বয় এক একটি পাত্রমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। তৎপরে উপরিস্থ পাত্রে জল রাখিয়া নিম্নস্থ হাঁড়ীতে মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে। অগ্নিসন্তাপে জল উষ্ণ হইলেই তাহাতে শীতল জল ঢালিয়া উষ্ণ জল নল দ্বারা পুনঃপুনঃ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ভেষজদ্রব্যের বাষ্প সকল উত্থিত এবং তাহা শৈত্যসংযোগে অর্ক অর্থাৎ আরকরূপে পরিণত হইয়া নল দ্বারা আসিয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ইহাকেই বকযন্ত্র বা তৈজোযন্ত্র বলা যায়।

নাড়িকাযন্ত্রম্।

বিনিধায় ঘটে দ্রব্যং কনীয়াংসমধোমুখম্।
ঘটমন্যং মুখে তস্য স্থাপয়িত্বোভয়োর্মুখম্॥
মৃদুমৃদ্ভিঃ সমালিপ্য নাড়িকাং বিনিবেশয়েৎ।
যন্ত্রাৎ কুণ্ডলিতাং ভিত্ত্বা জলদ্রোণীং মহত্তমাম্॥
আধারভাণ্ডপর্য্যন্তং ততশ্চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদ্ বহ্নিং যাবদ্ বাষ্পো বিশেদধঃ॥
গৃহ্নীয়াদাধারগতং নির্ম্মলং রসমুত্তমম্।
নাড়িকাযন্ত্রমেতদ্ধি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

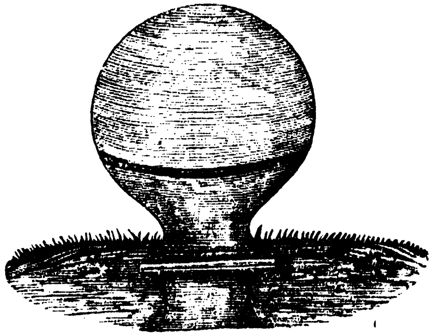


(নাড়িকাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটি ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং কলসদ্বয়ের পরস্পর সংলগ্ন মুখদ্বয় কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র হইতে একটি কুণ্ডলী-কৃত নল, শীতল জল পূর্ণ একটি বৃহৎ দ্রোণী ভেদ করিয়া গিয়া আধারভাণ্ডে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চুল্লীর উপর যন্ত্র বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে কলসস্থ ভেষজ-দ্রব্যের বাষ্প নল পরিবেষ্টন করিয়া এবং জলদ্রোণীর নিকট শৈত্যসংযোগে ঘনীভূত হইয়া আধার-ভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ঐ পরিস্রুত রস গ্রহণীয়। এই যন্ত্র দ্বারা মৌরী গোলাপ প্রভৃতি আরক চোঁয়াইয়া থাকে। ইহার নাম নাড়িকাযন্ত্র।

পাতালযন্ত্রম্।

হস্তপ্রমাণং নিম্নঞ্চ গর্ত্তং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
তস্মিন্ ভাণ্ডঞ্চ সংস্থাপ্য তথান্যৎ পাত্রমাহরেৎ॥
তস্মিন্নৌষধবর্গঞ্চ দত্ত্বান্যঞ্চ শরাবকম্।
মুখে সংস্থাপ্য ছিদ্রাণি কৃত্বা চৈব শরাবকে॥
শরাবসহিতং পাত্রং গর্ত্তস্থে ভাজনে ন্যসেৎ।
সন্ধিলেপং ততঃ কৃত্বা গর্ত্তমাপূর্য্য মৃৎস্নয়া॥
পশ্চাদগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
পশ্চাৎ তৎপাত্রমধ্যস্থং পাত্রং মুক্ত্বা সমাহরেৎ॥
তদন্তঃস্থঞ্চ তৎ তৈলং গৃহ্নীয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
পাতালাখ্যমিদং যন্ত্রং ভাষিতং শম্ভুনা স্বয়ম্॥



(পাতালযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে একটী ভাণ্ড স্থাপন করিবে এবং

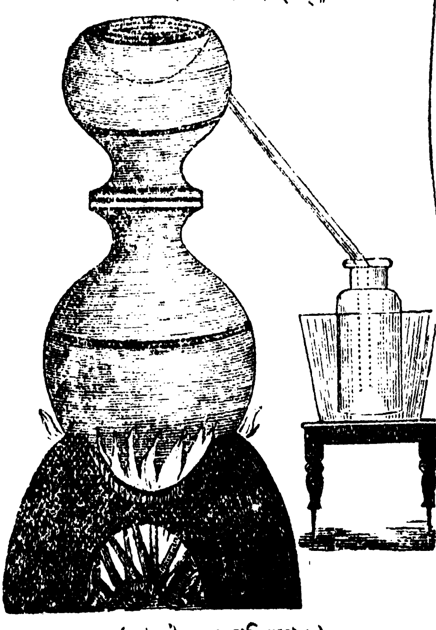
অপর একটি হাঁড়ী ঔষধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একখানি সচ্ছিদ্র শরাব চাপা দিবে। পরে এই হাঁড়ীটি গর্ত্তস্থিত ভাণ্ডের উপর উপুড় করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উভয়ের মুখ, মধ্যস্থিত শরাবের সহিত মিলাইয়া তাহাদের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তাহার পর মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া উপরিস্থ হাঁড়ীর উপর অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে, গর্ত্তস্থ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহার মধ্যস্থিত ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহাকে পাতাল-যন্ত্র কহে।

বারুণীযন্ত্রম্।

উর্দ্ধে তোয়সমাযুক্তং জলদ্রোণী-বিবর্জ্জিতম্।
তোয়সংবেষ্টিতাধারমূর্দ্ধনাড়ীসমন্বিতম্।
যন্ত্রং তদ্‌বারুণীসংজ্ঞং সুরাসাধনকর্ম্মণি॥

অন্যচ্চ—

বীজং দ্রব্যং ঘটে দত্ত্বা সংস্থাপ্যানেন তন্মুখম্।
মৃদা মুখং বিলিপ্যাথ নাড়ীং বংশাদিসম্ভবাম্॥
যন্ত্রাদাধারগাং কৃত্বা স্রাবয়েদ্‌বিধিনা রসম্।
বারুণীযন্ত্রমেতদ্ধি সুরাসংসাধনে সুখম্॥



(বারুণীযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

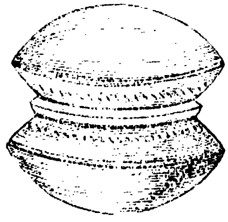
উল্লিখিত নাড়িকাযন্ত্র, ঊর্দ্ধে জলসংযুক্ত ও সরল নল বিশিষ্ট হইলে তাহাকে বারুণীযন্ত্র কহে। বারুণীযন্ত্রে নাড়িকা-যন্ত্রের ন্যায় দ্রোণী থাকে না। এই যন্ত্রের আধার-ভাণ্ড জলপাত্রের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা সুরা প্রস্তুত করা যায়।

অন্যপ্রকার বারুণীযন্ত্র—

একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটি ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া চাপা দিয়া উভয়ের মুখ-সন্ধি মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে এবং বাঁশ প্রভৃতি কোন দ্রব্যের নলের এক মুখ ঐ কলসে ও অন্য মুখ আধারভাণ্ডে সংযোজিত করিয়া ঐ আধারভাণ্ড কোন জলপাত্রে স্থাপন করিবে। এইরূপ যন্ত্র দ্বারা সহজে সুরা চোঁয়ান যায়।

ভূধরযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুবদ্‌বাথ তুল্যং বিদ্যাধরেণ বা।
ভূগর্ত্তে তং সমাধায় চোর্দ্ধমাকীর্য্য বহ্নিনা॥
অধঃস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা সূতকং তত্র পাতয়েৎ।
এতদ্ ভূধরযন্ত্রং স্যাৎ সূতসংস্কারকর্ম্মণি॥



(ভূধরযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

ভূধরযন্ত্র, ডমরু বা বিদ্যাধর যন্ত্রের ন্যায়। ইহার নিম্ন স্থালীতে জল থাকে। এই যন্ত্র ভূগর্ত্তে নিহিত করিয়া ঊর্দ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ইহা দ্বারা পারদের অধঃপাতন-ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ॥
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ॥

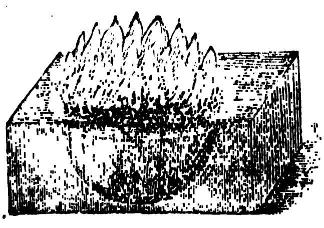


(তির্য্যক্পাতনযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দুইটি ঘট তির্য্যগ্‌ভাবে রাখিয়া উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঘটদ্বয়ের একটিতে পারদ ও অপরটিতে জল থাকে। পারদাধার-ঘটের নিম্নে জ্বাল দিতে হয়। অগ্নি-সন্তাপে পারদ দ্বিতীয় ঘটে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকেই তির্য্যক্‌পাতন কহে, এবং এই যন্ত্রকে তির্য্যক্পাতনযন্ত্র কহা যায়।

ইষ্টকাযন্ত্রম্।

মধ্যে গর্ত্তসমাযুক্তামিষ্টকাং কারয়েৎ ভিষক্।
গর্ত্তে চৈব সমাদায় তস্যাং সূতাদিকং ন্যসেৎ॥
দত্ত্বোপরি শরাবঞ্চ সন্ধিং মৃল্লবণৈর্লিপেৎ।
তদূর্দ্ধে সিকতাং কিঞ্চিদ্ দত্ত্বা দেয়ং পুটং লঘু॥
ইষ্টকাযন্ত্রমেতদ্ধি জারয়েদ্ গন্ধকাদিকম্॥

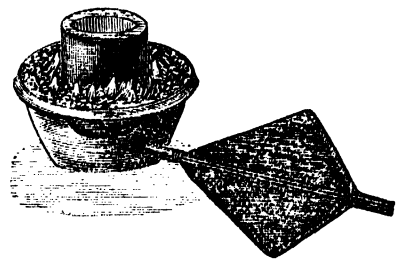


(ইষ্টকা যন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একখানি ইষ্টকের মধ্যাংশে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পারদাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ইষ্টকখানি ভূগর্ত্তে স্থাপন করিয়া সেই ইষ্টকের গর্ত্তে একখানি শরা চাপা দিবে। শরা ও ইষ্টকের সংযোগ স্থানে লবণযুক্ত মৃত্তিকার লেপ দিবে। পরে শরার উপরে কিঞ্চিৎ বালুকা দিয়া লঘু পুট দিবে। ইহার নাম ইষ্টকাযন্ত্র। এই যন্ত্রে গন্ধকাদি জারিত হয়।

কোষ্ঠিকযন্ত্রম্।

ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণং হস্তমাত্রায়তং সমম্।
ধাতুসত্ত্বনিপাতার্থং কোষ্ঠিকং পরিকীর্ত্তিতম্॥
বংশখাদিরমাধূক-বদরীদারুসম্ভবৈঃ।
পরিপূর্ণং দৃঢ়াঙ্গারৈরধোবাতেন কোষ্ঠকে।
মাত্রয়া জ্বালমার্গেণ জ্বালয়েচ্চ হুতাশনম্॥



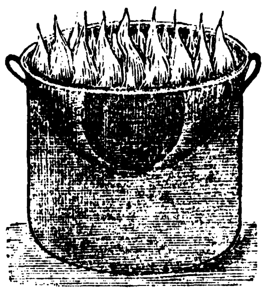
(কোষ্ঠিকযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

কোষ্ঠিকযন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও এক হস্ত আয়তন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্র-সাহায্যে ধাতু সকলের মলাদি দূরীকৃত করা যায়। বংশ, খদির, মৌল বা কুলকাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা এই যন্ত্রের উপরিভাগ পূর্ণ করিয়া ভস্ত্রাদি দ্বারা অধোভাগে বায়ু সঞ্চালনে উপরিস্থিত অঙ্গার উদ্দীপ্ত করা যায়।

কচ্ছপযন্ত্রম্।

জলপূর্ণপাত্রমধ্যে দত্ত্বা খর্পরস্তু বিস্তীর্ণম্।
তদুপরি রসবিড়িঃ স্থাপ্যঃ সূতো মৃদঃ কুণ্ড্যাম্॥

লঘুলোহকোটিবিকয়া কৃতপটুম্‌’ৎসন্ধিলেপমাস্থায়।
দেয়া তদুপরি সিকতা চৈকাঙ্গুলিপরিমাণাপি।
তং খর্পরং পূর্য্যাঙ্গারকবনোপলেনোপচিতম্‌॥



(কচ্ছপযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটী বিস্তীর্ণ খর্পর বা পাত্র ভাসাইয়া, তাহার উপর একটী মূষা স্থাপন করিয়া, তাহাতে পারদাদি রাখিবে। পরে সেই মূষাটী একটী লৌহ-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা আবরিত করিবে। সন্ধি স্থানে লেপ দিয়া সেই পাত্রকে বালুকা দ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমাণে আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পর যে পাত্রটী ভাসান হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট ভাগ বিলঘুঁটের অঙ্গারে আবৃত করিবে। এই যন্ত্রকে কচ্ছপযন্ত্র বলে।

তপ্তখল্লযন্ত্রম্‌।

লৌহো নবাঙ্গুলঃ খল্লো নিম্নত্বে চ ষড়ঙ্গুলঃ।
মর্দ্দকোঽষ্টাঙ্গুলশ্চৈব তপ্তখল্লাভিধোঽপ্যয়ম্‌॥
কৃত্বা খল্লাকৃতিং চুল্লীমঙ্গারৈঃ পরিপূরিতাম্‌।
তস্যাং নিবেশিতং খল্লং পার্শ্বে ভস্ত্রিকয়া ধমেৎ॥

অন্যচ্চ—

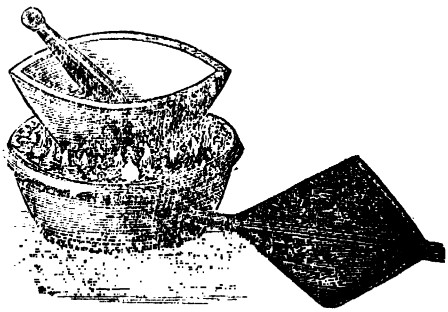
অজাশকৃৎ তুষাগ্নিঞ্চ ভূগর্ত্তে ত্রিতয়ং ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি স্থিতং খল্লং তপ্তখল্লমিতি স্মৃতম্‌॥



(তপ্তখল্লযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

তপ্তখল্ল—লৌহনির্ম্মিত নয় অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল গভীর হইবে। ইহার ঘর্ষণীর (নৌকার) পরিমাণ আট অঙ্গুল। খল্লাকৃতি একটী চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অঙ্গারাগ্নি রাখিবে, পরে তদুপরি খল্ল স্থাপন করিয়া ভস্ত্রিকা (জাঁতা) দ্বারা অগ্নি প্রদান করিবে। ইহার নাম তপ্তখল্ল।

মতান্তর—একটী গর্ত্ত ছাগবিষ্ঠা ও তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া তদুপরি খল্ল স্থাপন করিবে।



(অন্যবিধ—তপ্তখল্লযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

অথ মূষা-নিরূপণম্‌।

অন্ধমূষা তু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা।
সৈব চ্ছিদ্রান্বিতা মধ্যে গম্ভীরা সারণোচিতা॥
দ্বৌ ভাগৌ তুষদগ্ধস্য একা বল্মীকমৃত্তিকা।
লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগিকম্‌॥
নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং তেন মূষাং সুসম্পুটাম্‌॥
শোষয়িত্বা রসং ক্ষিপ্ত্বা তৎকল্কৈঃ সংনিরোধয়েৎ।
বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সম্যক্‌ পারদসাধিতা॥

অন্ধমূষা যন্ত্র গোস্তনাকৃতি করিতে হয়। এই মূষাই মধ্যে সচ্ছিদ্র হইলে গম্ভীরা সারণা-যন্ত্রের কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। (সারণা—পারদশোধনের যন্ত্রবিশেষ)। তুষ ভস্ম ২ ভাগ, উইমৃত্তিকা ১ ভাগ, মণ্ডুর ১ ভাগ ও শ্বেত প্রস্তর ১ ভাগ, এই সকল উপাদানের সহিত কিছু মনুষ্যকেশ মিশ্রিত করিয়া ছাগ-

দুগ্ধে ২ প্রহর কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মূষা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উহা শুকাইয়া লইবে। মূষার মধ্যে পারদ রাখিয়া তাহার উপর অপর একটি মূষা (মূচী) চাপা দিয়া উভয়ের সংযোগস্থল, ঐ মূষা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বোক্ত উপাদান দ্রব্য দ্বারাই সংরুদ্ধ করিবে। এই অন্ধ মূষাই বজ্রমূষা নামে খ্যাত।

ইতি যন্ত্রবিধিঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রব্যগুণপ্রকরণম্‌।

—oo—

অথ রোগিপরীক্ষা-প্রকরণম্‌।

সাধারণপরীক্ষাবিধিঃ।

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্‌।
আয়ুরাদি দৃশা স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম্‌॥
(তত্র দর্শনং নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্ত্তব্যম্‌।)

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই তিন প্রকারে রোগীকে পরীক্ষা করিবে। দর্শন দ্বারা রোগীর আয়ুঃ ও রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতোষ্ণ, মৃদু কাঠিন্যাদি ও নাড়ী-পরীক্ষণ; এবং প্রশ্ন দ্বারা উদরের লাঘব বা গৌরব, তৃষ্ণা বা অতৃষ্ণা, ক্ষুধা বা অক্ষুধা ও বলাবলাদি পরীক্ষা করিবে। নেত্র জিহ্বা ও মূত্রাদির দর্শন কর্ত্তব্য।

—

তত্রাদৌ নাড়ীপরীক্ষামাহ—

—oo—

অথ নাড়ীপর্য্যায়াঃ।

স্নায়ুর্নাড়ী রসা হিংস্রা ধমনী ধামনী ধরা।
তন্তুকী জীবনজ্ঞানা শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ॥

স্নায়ু, নাড়ী, রসা, হিংস্রা, ধমনী, ধামনী, ধারা, তন্তুকী ও জীবনজ্ঞানা এই শব্দগুলি নাড়ীর নামান্তর জানিবে।

—

অথ পরীক্ষাপ্রকারঃ।

নাড়ীমঙ্গুষ্ঠমূলাধঃ স্পৃশেদ্দক্ষিণগে করে।
জ্ঞানার্থং রোগিণো বৈদ্যো নিজদক্ষিণপাণিনা॥

চিকিৎসক, রোগজ্ঞানার্থ নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, পুরুষরোগীর দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের ঠিক নিম্নভাগে নাড়ী স্পর্শ করিবে।

স্ত্রীণাং ভিষগ্‌বামহস্তে বামে পাদে চ যত্নতঃ।
শাস্ত্রেণ সম্প্রদায়েন তথা স্বানুভবেন চ।
পরীক্ষেদ্‌যত্নবচ্চাসাবভ্যাসাদেব জায়তে॥

স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও বামপদে নাড়ী পরীক্ষণীয়া। পরীক্ষাকালে শাস্ত্রোপদেশ, ও রোগী কিরূপ সম্প্রদায়ের লোক, ইহা বিবেচনা করিয়া স্বকীয় অনুমান দ্বারা অতি যত্ন পূর্ব্বক রোগ নিশ্চয় করিবে। পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা যেমন রত্ন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, নাড়ীপরীক্ষাও তদ্রূপ অভ্যাসায়ত্ত জানিবে।

নপুংসকস্য তু স্ত্রীপুংসয়োরন্যতরাকারপ্রকটত্বমপেক্ষ্য পরীক্ষা কার্য্যা। স্ত্রীনপুংসকশ্চেদ্‌ বামে, পুংনপুংসকশ্চেদ্‌ দক্ষিণে ইত্যর্থঃ।

নপুংসকদিগের আকার-ভেদানুসারে নাড়ী পরীক্ষা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নপুংসক, স্ত্রীর আকৃতি বিশিষ্ট হইলে বাম হস্তে; পুরুষের আকৃতি বিশিষ্ট হইলে দক্ষিণ হস্তে পরীক্ষা করিবে।

অঙ্গুষ্ঠস্য তু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তস্যা গতিবশাদ্বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্॥

অঙ্গুষ্ঠমূলে যে জীবসাক্ষিণী ধমনী আছে, তাহারই গতিবিশেষ দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য জানিবে।

প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ॥
সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশালিনঃ।
ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যঙ্ নাড়ী ন বুধ্যতে॥
তৈলাভ্যঙ্গে রতেরন্তে ভোজনান্তে তথৈব চ।
উদ্বেগাদিষু নাড়ী চ ন সম্যগববুধ্যতে॥

প্রাতঃকালে নাড়ীপরীক্ষার্থ চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইবেন। প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত কাল। (এই কালে নাড়ী স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন থাকে। মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণতান্বিতা হয়, সুতরাং জ্বরবেগ-সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আর সায়াহ্নে নাড়ী ধাবমানা হয়, তজ্জন্য নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না)। সদ্যঃস্নাত, সুপ্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, আতপক্লান্ত ও ব্যায়াম দ্বারা শ্রান্তদেহ ব্যক্তির নাড়ীও সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তৈলাভ্যঙ্গকালে, রতিক্রিয়ার পর, ভোজনান্তে ও উদ্বেগাদির সময়ে নাড়ীর প্রকৃত গতির বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

সব্যেন সাচিধৃতকূর্পরভাগভাজা
পীড্যাথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিকাত্রয়েণ।
অঙ্গুষ্ঠমূলমধি পশ্চিমভাগমধ্যে
নাড়ী প্রভঞ্জনগতিঃ সততং পরীক্ষ্যা॥

নাড়ীপরীক্ষাকালে পরীক্ষক স্বীয় বাম-কর দ্বারা রোগীর কূর্পরভাগের অর্থাৎ কনুয়ের মধ্যস্থিত নাড়ীটি আপীড়ন করিয়া, রোগীর পরীক্ষণীয় হস্তটী বক্ররূপে ধারণপূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা, রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে (যে স্থলে ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে, তাহার প্রান্তভাগ হইতে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থলে) নাড়ী পরীক্ষা করিবে। (রোগ হইবে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত সুস্থ অবস্থাতেও নাড়ী পরীক্ষা করা বিধেয়। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করা সাধারণ নিয়ম, তবে নিজের নাড়ী নিজে পরীক্ষা করিতে হইলে বামহস্ত দ্বারা, স্ত্রীলোক পরীক্ষক হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারা যায়। যৎকালে নাড়ী পরীক্ষা করা যায়, সেই সময়েও যেন নাড়ীর আপীড়ন না থাকে, এতদ্‌বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।)

বারত্রয়ং পরীক্ষেত ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুক্তয়েৎ।
বিমৃশ্য বহুধা বুদ্ধ্যা রোগব্যক্তিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

একবার দেখিলে নাড়ীপরীক্ষা ভালরূপ হয় না। তজ্জন্য অতি বিবেচনা পূর্ব্বক এক একবার নাড়ী পরীক্ষা করিবে ও ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ তিনবার করিয়া রোগের তত্ত্ব নিরূপণ করিবে।

অঙ্গুলীত্রিতয়ৈঃ স্পৃষ্ট্বা ক্রমাদ্দোষত্রয়োদ্ভবাম্।
মন্দাং মধ্যগতিং তীক্ষ্ণাং ত্রিভির্দ্দোষৈস্তু লক্ষয়েৎ॥

ক্রমান্বয়ে, তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা, দোষজ্ঞাপক এই তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা নাড়ী স্পর্শ করিয়া, দোষভেদানুসারে তাহার মন্দ, মধ্য ও তীক্ষ্ণ গতি লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ নাড়ীর মন্দ গতি দ্বারা কফপ্রকোপ, মধ্যগতি দ্বারা বাতপ্রকোপ এবং তীক্ষ্ণগতি দ্বারা পিত্ত-প্রকোপ বিবেচনা করিবে।

পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে।
বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে॥

পিত্তকোপে নাড়ীর গতি মধ্যমাঙ্গুলিতে, কফকোপে অনামিকায়, এবং বাতকোপে তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

অথ স্বস্থস্য নাড়ীগতিলক্ষণম্।

ভুলতাগমনপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিরা।
প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেঽপ্যুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা॥

ভূ-লতার (কেঁচোর) গতির ন্যায় সুস্থ-নাড়ীর গতি। স্বভাবতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়াহ্নে ধাবমান ও রাত্রিতে বেগবিবর্জ্জিত থাকে।

অথ নাড়ীস্পন্দন-সংখ্যা।

ষষ্ট্যা স্পন্দাস্তু মাত্রাভিঃ ষট্‌পঞ্চাশদ্ ভবন্তি হি।
শিশোঃ সদ্যঃপ্রসূতস্য পঞ্চাশৎ তদনন্তরম্॥
চত্বারিংশৎ ততঃ স্পন্দাঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ যৌবনে ততঃ।
প্রৌঢ়ত্বেকোনত্রিংশৎ স্যুর্বার্দ্ধক্যেঽষ্টৌ চ বিংশতিঃ॥
পুংসোঽতিস্থবিরস্য স্যুরেকত্রিংশদতঃপরম্।
যোষিতাং পুরুষাণাঞ্চ স্পন্দাস্তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রৌঢ়ানাং রমণীনাস্তু দ্ব্যধিকাঃ সম্মতা বুধৈঃ।
দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চার-কালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকৈঃ॥
তৈঃ পলং স্যাৎ তু তৎষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥

এক্ষণে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা লিখিত হইতেছে। ৬০টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎপরিমিত কালে অর্থাৎ ১ পলে সদ্যঃপ্রসূত বালকের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ৫৬ বার। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে উহার হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমে ৫০ ও ৪০ বার হইয়া যৌবনকালে ৩৬ বার হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় ২৯ ও বার্দ্ধক্যে ২৮ বার মাত্র হইয়া থাকে। পরে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন স্পন্দন-সংখ্যা ৩১ বার। বয়সভেদে যে সকল স্পন্দন-সংখ্যা লিখিত হইল, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই বিষয়ে জানিবে। উভয় জাতির স্পন্দন-সংখ্যা সমান, কেবল প্রৌঢ়াবস্থায় স্ত্রীজাতির নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা পুরুষদিগের অপেক্ষা ২ বার অধিক, অর্থাৎ প্রৌঢ় পুরুষদিগের স্পন্দনসংখ্যা প্রতিপলে ২৯ বার ও প্রৌঢ়া স্ত্রীদিগের ৩১ বার জানিবে।

একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা বা নিমেষ বলা যায়। ১০ মাত্রায় এক প্রাণ, ৬ প্রাণে ১ পল ও ৬০ পলে ১ দণ্ড হয়। অতএব ১ মাত্রা কাল এক পলের ৬০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ এক বিপল।

অথ দোষজনাড়ীগতি-লক্ষণম্।

বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দ্বং সন্নিপাতং তথৈব চ।
সাধ্যাসাধ্যবিবেকঞ্চ সর্ব্বং নাড়ী প্রকাশয়েৎ॥

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক এবং সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি যাবতীয় রোগভেদ, নাড়ীগতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতাদ্বক্রগতির্নাড়ী পিত্তাদুৎপ্লুত্য গামিনী।
কফান্মন্দগতির্জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতম্॥

অন্যচ্চ—

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ॥

বাতকোপে নাড়ীর বক্রগতি, পিত্তকোপে লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়ার ন্যায় চঞ্চল গতি, শ্লেষ্মকোপে মন্দগতি এবং দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ-প্রকোপে তত্তদ্‌দোষানুসারে মিশ্রগতি হয়। সন্নিপাতেও দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনে নাড়ীম্।
পিত্তে চ কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ॥
রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদের্গতিং ধত্তে ধমনী কফসঙ্গিনী॥

বায়ু দ্বারা নাড়ীর গতি সর্প ও জোঁকাদির গতির ন্যায় বক্র, পিত্ত দ্বারা কাক লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমানা, এবং শ্লেষ্ম দ্বারা রাজহংস ময়ূর পারাবত কপোত ও কুক্কুটাদির ন্যায় দোলায়মানা ও মৃদুমন্দ হইয়া থাকে

মুহুঃ সর্পগতির্নাড়ী মুহুর্ভেকগতিস্তথা।
তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতপিত্তেঽধিকে স্ফুটা।
বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ॥

বাতপিত্তাধিক্যে নাড়ী মুহুর্ম্মুহুঃ সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে ও মুহুর্ম্মুহুঃ ভেকের ন্যায়

উল্লম্ফনগতিতে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিস্থলে স্ফুটতরভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সর্পহংসগতিং তদ্বদ্বাতশ্লেষ্মবতীং বদেৎ।
অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ।
বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকত্বতঃ॥

বাতশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী, কখন সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে, কখন হংসের ন্যায় মন্দগতিতে, অনামিকা ও তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

মণ্ডূকাদিগতিং নাড়ীং ময়ূরাদিগতিং তথা।
পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ॥
মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে।
উৎপ্লুত্য মন্দং চলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে॥

পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী, কখন মণ্ডূকাদির ন্যায় উল্লম্ফন-গতিতে, কখন ময়ূরাদির ন্যায় মন্দমন্দ-গতিতে, মধ্যমা ও অনামিকায় প্রব্যক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়।

কাষ্ঠকুট্টো যথা কাষ্ঠং কুট্টতে চাতিবেগতঃ।
স্থিত্বা স্থিত্বা তথা নাড়ী সন্নিপাতে ভবেদ্ধ্রুবম্।
অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সন্নিপাততঃ॥

কাট্‌ঠোকরা পক্ষী যেমন থাকিয়া থাকিয়া অতিদ্রুতবেগে কাষ্ঠ কুট্টন করে, তদ্রূপ সান্নিপাতিক নাড়ী থাকিয়া থাকিয়া তিন অঙ্গুলিতেই দ্রুতবেগে আঘাত করিতে থাকে।

কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগা ভবেৎ।
ত্রিদোষপ্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিষগ্‌বরৈঃ॥

সান্নিপাতিক রোগে নাড়ী কখন মন্দ মন্দ, কখন শীঘ্র শীঘ্র গমন করে।

যদা যং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ।
তথা হি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বুধ্যতে॥

নাড়ী যখন যে ধাতু প্রাপ্ত হয়, তখন যদি সেই ধাতুর প্রকৃতি অনুসারে গমন করে, তাহা হইলে ব্যাধি সুখসাধ্য জানিবে।

স্পন্দতে চৈকমানেন ত্রিংশদ্বারং যদা ধরা।
স্বস্থানেন তদা নূনং রোগী জীবতি নান্যথা॥

নাড়ী যদি স্বস্থানে থাকিয়া এক প্রকার গতিতে ত্রিশবার স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগী রক্ষা পাইবে।

ভুক্তস্য বান্তস্য চ মেদুরস্য নিদ্রারুন্ধস্যাতি তথা রিরংসোঃ।
কফাকুলস্যাতিসুখে রতস্য স্থৌল্যং দধানা শিথিলং প্রয়াতি॥

মেদস্বী ব্যক্তির এবং আহারান্তে, বমনান্তে, নিদ্রান্তে, রমণান্তে ও সুখভোগান্তে নাড়ী স্থূল হইয়া শিথিল ভাবে গমন করে। বহুকফবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীও ঐরূপ জানিবে।

অথ জ্বরপূর্ব্বরূপে।

অঙ্গগ্রহেণ নাড়ীনাং জায়ন্তে মন্থরাঃ প্লবাঃ।
প্লবঃ প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে॥

জ্বরোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ অঙ্গে বেদনা উপস্থিত হইলে, নাড়ী ভেকাদির ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া মন্থরভাবে ২।৩ বার গমন করে। দাহ জ্বর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নাড়ীর ঐ প্রকার গতি ধারাবাহিক হইতে থাকে।

জ্বরবেগে চ ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।

জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হয়।

বাতজ্বরে।

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে॥

বায়ুর সঞ্চয় কালে বাতজ্বর হইলে নাড়ী সৌম্যা (অকঠিন), সূক্ষ্মা স্থিরা (অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে ইহার স্পন্দন উপলব্ধ হয়), মন্দা অর্থাৎ স্পন্দন উপলব্ধ হইলেও অস্পন্দগতি হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ কালে বাতিক জ্বর হইলে নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্রগতি হয়।

বক্রা চ চপলা শীত-স্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ॥

বাতজ্বরে ধমনী শীতল এবং সর্প জলৌকাদির ন্যায় বক্র অথচ চপল গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরে।

ভৃতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ।
শীঘ্রমাহননং নাড্যাঃ কাঠিন্যাচ্চ চলা তথা॥

পিত্তের সঞ্চয় কালে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী পরিপূর্ণা, সরলা (গ্রন্থিশূন্য অর্থাৎ জাড্যাদি-রহিত), দীর্ঘা ও শীঘ্রগামিনী হয়। পিত্তের প্রকোপকালে পৈত্তিকজ্বর হইলে নাড়ী কঠিনা হইয়া এরূপ দ্রুতবেগে গমন করে, বোধ হয় যেন উহা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে স্পন্দন করিতেছে।

কফজ্বরে।

নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মকোপতঃ॥

কফের প্রকোপকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, মরালাদির ন্যায় মন্থরগতি ও উষ্ণোদক-সিক্ত রজ্জুর ন্যায় শীতল হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্বর-সম্বন্ধহেতু নিতান্ত শীতল হয় না।

মন্দা চ সুস্থিরা শীতা পিচ্ছিলা শ্লেষ্মলে ভবেৎ॥

কফজ জ্বরে নাড়ী, শীতল ও পিচ্ছিল হয়, এবং স্থিরভাবে মন্দ মন্দ গমন করে।

বাতপিত্তজ্বরে।

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা॥

বাতপিত্ত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল (অর্থাৎ বানরের ন্যায় সদা অস্থিরগতি), তরল (অর্থাৎ কদাচিৎ দোলায়মানগতি) এবং স্থূল ও কঠিন হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

বক্রা চ ঈষচ্চপলা কঠিনা বাতপিত্তজা॥

অপর লক্ষণ।

বাতপৈত্তিক নাড়ী বক্র ও ঈষচ্চপল ও কঠিন হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে।

ঈষচ্চ দৃশ্যতে তুষ্ণা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা।
নিরন্তরং খরং রূক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলা।
রূক্ষবাতভবে তস্য নাড়ী স্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা॥

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে নাড়ী ঈষদুষ্ণ ও মন্দগতি হয়, কিন্তু যদি শ্লেষ্মার ভাগ অল্প এবং বায়ুর ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে নিরন্তর খরবেগ ও রূক্ষ হইয়া থাকে। আর রূক্ষ বাতে নাড়ী পিণ্ডাকৃতি অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতিপ্রায় হয়।

পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে।

সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবা॥

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও মন্দবেগ হয়।

প্রসঙ্গাদাহ।

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা ধ্রুবম্।
তদা নূনং মনুষ্যস্য রুধিরাপুরিতা মলাঃ॥

নাড়ী যদি সন্তাপিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলি-স্থলে বহন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, রুধিরকোপে বাতাদি দোষ পূর্ণ হইয়াছে।

অথ মৃত্যুনাড়ীপরীক্ষা।

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা।
নিত্যং স্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্ যা
ভাবৈরেবংবিধবহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥

যে সান্নিপাতিক নাড়ী কখন মন্দ মন্দ ভাবে, কখন শিথিল শিথিল ভাবে, কখন ত্রস্তব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুলভাবে, কখন থাকিয়া থাকিয়া, কখন অদৃশ্যভাবে, কখন বা অতি সূক্ষ্মভাবে গমন করে এবং যাহা স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুমূল হইতে কখন চ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার তৎস্থান স্পর্শ করে, তাহা মৃত্যুনাড়ী জানিবে।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মাণমাবিভ্রতীং
সন্তানভ্রমণং মুহুর্বিদধতীং চক্রাদিরূঢ়ামিব।
তীব্রত্বং দধতীং কদাচিদপি বা সূক্ষ্মত্বমাতন্বতীং
নো সাধ্যাং ধমনীং বদন্তি মুনয়ো নাড়ীগতিজ্ঞানিনঃ॥

নাড়ী যদি প্রথমে পিত্ত-গতি, পরে বায়ু-গতি, তৎপরে শ্লেষ্ম-গতি ধারণ করে, এবং চক্রাদিস্থিত বস্তুর ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ ভ্রাম্যমাণা হয়, এবং কখন তীব্রভাবে ও কখন সূক্ষ্মভাবে গমন করে, তাহা হইলে সেই নাড়ী প্রাণ-ঘাতিনী জানিবে।

মহাদাহেঽপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা।
নানাবিধগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥

যাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ, কিন্তু নাড়ী শীতল এবং যাহার দেহ শীতল, অথচ নাড়ী উষ্ণ, কিংবা যাহার নাড়ীর গতি নানাপ্রকার, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণান্নাড়ী।
সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে॥
পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
শাম্যতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্॥

ক্রমাগত ভারবহন ও মূর্চ্ছা ভয় শোক ইত্যাদি আগন্তু কারণে নাড়ী অতি নিঃস্পন্দ হইলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ঐ নাড়ী পুনর্ব্বার উদিত হইয়া চেতনা আনয়ন করে। আর উচ্চ স্থান হইতে পতন, ভগ্নাস্থির সন্ধান (হাড় বসান), মলভেদ ও অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রক্ষয়, এই সকল কারণে নাড়ী স্পন্দহীন হইলেও তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিবে না।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদাঃ।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিৎ তত্র দূষণম্।

উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত, শোক বা হিম দ্বারা অভিভূত হইলে, নীরোগ নাড়ীও স্পন্দহীন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই।

ক্ষণাদ্ গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যস্যাঙ্গং শোথবর্জ্জিতম্॥

যাহার নাড়ী দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ আবার শান্তবেগ হয়, তাহার জীবন একসপ্তাহ কাল জানিবে। কিন্তু তাহার অঙ্গে শোথ থাকিলে এ নিয়ম খাটিবে না।

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাম্।
ত্রিদোষস্পর্শং ভজতাং তদা মৃত্যুর্দিনত্রয়াৎ॥

সান্নিপাতিক জ্বরদাহে সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ী যদি তুষারের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে তিন দিনের পর তাহাদের মৃত্যু জানিবে।

নিরীক্ষ্যা দক্ষিণে পাদে তথা চৈষা বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততো দিনচতুষ্টয়ম্॥

পুরুষের দক্ষিণপদে ও দক্ষিণ করে, সুতরাং স্ত্রীর বামপদে ও বামকরে যে নাড়ী পরীক্ষণীয়া, তাহা যদি উভয় স্থানেই মুখে অর্থাৎ তর্জ্জনীনিবেশস্থলে বহন করে, তবে রোগী চারিদিন মাত্র জীবিত থাকিবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাড়িকা।
ন স জীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিম্॥

যাহার নাড়ী যবার্দ্ধমাত্র স্বস্থান ত্যাগ করে, সে রোগী রক্ষা পায় না। তিনদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

গতিং ভ্রমরকস্যেব বহেদেকদিনেন তু॥

যাহার নাড়ীর গতি ভ্রমরের ন্যায়, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন উড়িবার সময় ক্ষণকাল এক স্থানে স্থির থাকিয়া গুন্ গুন্ করিয়া চলিয়া যায়, পরক্ষণেই আবার সেই স্থানে আসিয়া গুন্ গুন্ করিতে থাকে, তদ্বৎ যাহার নাড়ী পুনঃপুনঃ ঐ ভাবে যাতায়াত করে, তাহার জীবন এক দিন মাত্র।

কন্দে ন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্লগতি চাঙ্গুলৌ।
মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার নাড়ী তর্জ্জনীনিবেশ স্থলে সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় না, এক একবার মাত্র অঙ্গুলিতে লাগে, তাহার মৃত্যু দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে জানিবে।

স্থিত্বা নাড়ী মুখে যস্ত বিদ্যুদ্দ্যুতিরিবেক্ষ্যতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্ত দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥

যাহার নাড়ী মূলস্থানে মধ্যে মধ্যে এক একবার বিদ্যুজ্জ্যোতির ন্যায় নিরীক্ষিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র জানিবে, দ্বিতীয় দিনে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয়।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা নবা।
জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধিস্থিতিঃ।

যাহার নাড়ী স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার স্পন্দিত হয়, বা না হয়, এবং হৃদয়ে তীব্র জ্বালা থাকে, তাহার জীবনের স্থিতি সেই জ্বালাবধি জানিবে, অর্থাৎ তাহার জ্বালা-নিবৃত্তি ও মৃত্যু এক সময়েই হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্বাঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধাদ্ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ।

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল অর্থাৎ তর্জ্জনীনিবেশ স্থল ত্যাগ করিয়া, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিদ্বয়ে উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ-প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু জানিবে।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্ বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরৈকাদ্ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ।

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে ২॥০ অঙ্গুলি অন্তরে, অর্থাৎ কেবল অনামিকার শেষার্দ্ধ-ভাগে স্পন্দিত হয়, তবে একপ্রহরের পর রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি।
ত্রিভিস্তু দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

যদি নাড়ী সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম অংশমাত্র ব্যাপিয়া চঞ্চলভাবে স্পন্দিত হয়, এবং মধ্যমার অবশিষ্ট পাদত্রয়ে ও অনা-মিকার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থাকে, তবে তিন দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী কোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

নাড়ী যদি ঈষদুষ্ণ ও বেগবতী হইয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমার একচতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে চারি দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী মন্দমন্দা যদা ভবেৎ।
পঞ্চভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা॥

যাহার নাড়ী পূর্ব্ববৎ সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমার একচতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া মন্দ মন্দ ভাবে স্পন্দিত হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই পাঁচ দিবসের মধ্যে হইবে জানিবে।

স্বস্থানচাবনং যাবদ্ ধমন্যা নোপজায়তে।
তৎস্থচিহ্নস্য সত্ত্বেঽপি নাসাধ্যত্বমিতি স্থিতিঃ॥

নাড়ী যে পর্য্যন্ত স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল ত্যাগ না করে, কিংবা যে পর্য্যন্ত স্বস্থানে থাকার চিহ্নমাত্রও উপলব্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত অসাধ্য মনে না করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ভূতজ্বরে সেক ইবাতিবেগা
ধাবন্তি নাড্যো হি যথাব্ধিগামাঃ॥

ভূতজ্বরে নাড়ীর গতি সমুদ্রগামিনী স্রোত-স্বতীর ন্যায় বেগবতী হইয়া থাকে। অপিচ সন্তাপ থাকায়, উষ্ণজলসিক্ত রজ্জুর ন্যায় নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়।

ঐকাহিকেন ক্বচন প্রদূরে ক্ষণান্তগামা বিষমজ্বরেণ।
দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যে গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ॥

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কখন অঙ্গুষ্ঠ-মূল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করে, আবার ক্ষণকাল পরেই স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ক, তৃতীয়ক কিংবা চতুর্থক জ্বরে নাড়ী সন্তপ্ত হইয়া ক্রমে ভ্রমির ন্যায় গমন করে। এইরূপ অসাধ্য লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলেও অসাধ্য মনে করিবে না, কারণ এই অবস্থায় নাড়ী উষ্ণ থাকে; অসাধ্য হইলে উষ্ণ থাকে না।

ক্রোধজে সঙ্গলগ্নাঙ্গী সমাঙ্গী কামজে জ্বরে।
উষ্ণা বেগধরা নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে॥

ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীতে সংলগ্ন হইয়া গমন করিয়া থাকে। কামজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত একীভূত

হইয়া ধাবিত হয়। এবং জ্বরপ্রকোপ বশতঃ উহা উষ্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে।

উদ্বেগক্রোধকালেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ।
ভাবে ক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্যসত্তমৈঃ॥

উদ্বেগ, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা, শ্রম ও অভিলাষাদি অবস্থাবিশেষে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী।
জ্বরে কামার্ত্তিরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরাঃ॥

জ্বরের অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মন্দগতি এবং কামাতুর হইলে বিকলা হয়, অর্থাৎ ইষ্টবস্তু প্রাপ্ত না হইলে লোকে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে, জ্বরে কামাতুর হইলে নাড়ীও তেমনই চঞ্চলভাবে ধাবিত হইয়া থাকে।

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ।
নানাপ্রভাবগমনা শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে॥

শ্রমজনক কার্য্যে, ভ্রমণে, অধ্যয়নাদি চিন্তায় ও ধননাশ জন্য শোকে, বিজ্বর অবস্থাতেও নাড়ীর গতি নানা প্রকার হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাদাহ।

পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে চ লগুড়াকৃতিঃ।
ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্‌গতিঃ॥
রম্ভাগুড়বটাহারে রূক্ষশুষ্কাদিভোজনে।
বাতপিত্তার্ত্তিরূপেণ নাড়ী বহতি নিশ্চমম্॥
মধুরে বর্হিগমনা তিক্তে স্যাদ্ ভূলতাগতিঃ।
অম্লে কোষ্ণা প্লবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা॥
কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রুতা।
এবং দ্বিত্রিচতুর্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা॥
অম্লৈশ্চ মধুরাম্লৈশ্চ নাড়ী শীতা বিশেষতঃ।
চিপিটৈর্ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ॥
কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দা চ নাড়িকা।
মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধে শীতা বলীয়সী॥
গুড়েঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ।
দ্রবেঽতিকঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে॥
দ্রবদ্রব্যস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপি চ।
ক্ষুদ্রে পৃথগ্‌গ্রন্থিলেব পুষ্টে পুষ্টেব জায়তে॥

তৈলাদি স্নেহ পদার্থ ও গুড় খাইলে নাড়ী স্থূল হয়। মাংসাহারে নাড়ী লগুড়ের ন্যায় কঠিন ও উঁচু হইয়া স্পন্দন করে। দুগ্ধপানে মন্দগতি; শর্করাদি মধুর দ্রব্য ভোজনে ভেকবৎ প্লবগতি হয়। রম্ভা গুড় ও বড়া এবং রূক্ষ (নিঃস্নেহ) ও চিপিটকাদি শুষ্ক দ্রব্য ভোজনে, নাড়ী বাতপৈত্তিক রোগের ন্যায় কখন সর্পগতি, কখন বা ভেকগতি হইয়া থাকে। মিষ্ট রসে নাড়ী ময়ূরের ন্যায়, তিক্তরসে কেঁচোর ন্যায়, অম্লরসে ঈষদুষ্ণ হইয়া ভেকের ন্যায়, এবং কটুরসে ফিঙ্গার ন্যায় গমন করিয়া থাকে। কষায় রসে নাড়ী কঠিন ও ম্লান (জড়বৎ), লবণরসে সরল ও দ্রুতগতি হয়। এইরূপ দুই তিন বা চারি প্রকার দ্রব্য যুগপৎ সেবন করিলে নাড়ী নানাবিধ গতি বিশিষ্ট হয়। অম্ল ও মধুরাম্ল দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী অত্যন্ত শীতল, চিপিটক ও ভৃষ্ট ভাজা) দ্রব্য খাইলে স্থিরা ও মন্দগতি হয়। কুষ্মাণ্ড ও মূলা ভোজনে নাড়ী মন্দগতি হইয়া থাকে। দুগ্ধপানে শীতল ও বলবতী এবং গুড় ক্ষীর ও পিষ্টকাহারে নাড়ী স্থির ও মন্দগতি হইয়া থাকে। দ্রবদ্রব্যে নাড়ী অতি কঠিন ও কঠিন দ্রব্যে কোমল হয়, এবং দ্রবদ্রব্যের কাঠিন্য থাকিলে নাড়ী কোমলও হয়, কঠিনও হয়। ক্ষুদ্র দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী পৃথক্ ও গ্রন্থিযুক্ত হয়। পুষ্টিকর দ্রব্যে নাড়ী পুষ্ট হইয়া থাকে।

অজীর্ণে তু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে॥
পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেৎ তু যা।
লঘ্বী ভবতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা॥

অপক্ব ও পক্ব উভয়বিধ অজীর্ণ রোগেই নাড়ী কঠিন হয়, এবং উভয় পার্শ্বে মন্দ মন্দ গমন করে। সুজীর্ণ হইলে নাড়ী কোমল, জড়তাশূন্য ও দ্রুতগামিনী হয়। পক্কাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীন হয়, এবং মন্দ মন্দ গমন

করে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যধাতুক্ষয়জ্ঞানম্।

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।
মন্দেঽগ্নৌ শীততাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতিস্তথা॥

অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় হইলে ধমনী অতিশয় মন্দগামিনী হয়। অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী শীতল ও হংসের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাদাহ।

লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বলবতী মতা॥

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী বলবতী এবং লঘু, অর্থাৎ পুষ্টও নহে ক্ষীণও নহে।

পাদেন হংসগমনা করে মণ্ডূকসংপ্লবা।
তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহে হ্যথবা গ্রহণীগদঃ॥

যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ন্যায় এবং করস্থ নাড়ী ভেকের ন্যায় গমন করে, তাহার অগ্নিমান্দ্য বা গ্রহণীরোগ বুঝিতে হইবে।

ভেদেন শান্তা গ্রহণীগদেন নির্ব্বীর্য্যরূপা হ্যতিসারভেদে।
বিলম্বিকায়াং প্লবগা কদাচিদামাতিসারে পৃথুলা জড়া চ॥

সংগ্রহগ্রহণীরোগে ভেদান্তে নাড়ী শান্তবেগ, অতিসারে ভেদের পর নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ অতি মন্দগামিনী, বিলম্বিকারোগে ভেদ হইলে ভেকের ন্যায় প্লবগামিনী, এবং আমাতিসারে ভেদান্তে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

নিরোধে মূত্রশকৃতোর্বিড়্‌গ্রহে স্থিতরাশ্রিতে।
বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎ ক্রমাঃ॥

কেবল মল বা মূত্র, অথবা মলমূত্র উভয়ই রুদ্ধ হইলে, কিংবা ইচ্ছা পূর্ব্বক রুদ্ধ করিলে, অথবা বিসূচিকা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি দ্বারা উদর বিষ্টব্ধ হইলে, নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয়, এবং বিষ্টম্ভ হেতু নাড়ী বক্র ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ীগরিষ্ঠতা॥

আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী গুরু (ভার) ও কঠিন হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্রবেশ
সদাতিবক্রা হি শিরা বহন্তী।
জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন
সামেন শূলেন চ পুষ্টিরূপা॥

বাতশূলে বায়ুর প্রখরতা বশতঃ ধমনী সর্ব্বদাই বক্রগতিতে গমন করে। পিত্তশূলে উহা জ্বালাময়ী অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণা হয় এবং আমশূলে নাড়ী পুষ্টযুক্তা হইয়া থাকে।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপা সা সুতপ্তা চামদূষিতা।

প্রমেহ রোগে নাড়ী গ্রন্থিরূপা অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে গাঁইটের ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহাতে আমদোষ থাকিলে নাড়ী সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে।

উৎপিৎসুরূপা বিষরিষ্টকালে
বিষ্টম্ভগুল্মেন চ বক্ররূপা।
অত্যর্থবাতেন অধঃ স্ফুরন্তী
উত্তানভেদিন্যসমাপ্তিকালে॥

বিষভক্ষণ করিলে অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, বিষ যখন শরীরমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ করে, তখন নাড়ী অপরিনিগুরূপে অর্থাৎ চঞ্চলভাবে গমন করে। বিষ্টম্ভ ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়, কিন্তু বাতাধিক্য বশতঃ অধোদিকে স্পন্দিত হইয়া তির্য্যগ্‌ভেদিনী হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নাড়ী উত্তান-ভেদিনী হইয়া (চিং হইয়া) লতার ন্যায় ঊর্দ্ধগামিনীও হয়। কখন কখন বা তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধাধোভাবেও গমন করে।

গুল্মেন কম্পোঽথ পরাক্রমেণ
পারাবতস্যেব গতিং করোতি॥
(উন্মাদাদাবপ্যেবমেব ক্রমঃ)।

গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল হয় এবং পারাবতের ন্যায় প্রবলবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। উন্মাদাদিরোগেও নাড়ীর গতি এই রূপই হইয়া থাকে।

ব্রণেঽতিকঠিনে দেহে প্রয়াতি পৈত্তিকং ক্রমম্।
ভগন্দরানুরূপেণ নাড়ীব্রণনিবেদনে।
প্রয়াতি বাতিকং রূপং নাড়ী পাবকরূপিণী॥

ব্রণরোগের অপক্কাবস্থায় নাড়ীর পৈত্তিক গতি হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ রোগে ধমনী অতিশয় উষ্ণ হয় এবং বাতিকনাড়ীর ন্যায় গমন করে।

বান্তস্য শস্ত্রাভিহতস্য জন্তো-
র্ব্বেগাবরোধাকুলিতস্য ভূয়ঃ।
গতিং বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র-
মরালমালেব কফোল্বণেন॥

বমন করিলে, কিংবা শস্ত্রাদি দ্বারা আহত হইলে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণে কাতর হইলে, নাড়ীর গতি, কফপ্রকোপ হেতু গজেন্দ্র ও মরালাদির ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ নাড়ী স্থূল ও মন্দগামিনী হইয়া থাকে।

দোষসাম্যাচ্চ সাদৃশ্যাদনুক্তাসু রুজাস্বপি।
জ্ঞাতব্যা ধমনীধর্ম্মা যুক্তিভিশ্চানুমানতঃ॥

জ্বরাদি কতকগুলি রোগে নাড়ীর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বলা হইল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া ভিষক্ যুক্তি ও অনুমান দ্বারা অনুক্ত রোগস্থলেও নাড়ীর কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বুঝিয়া লইবেন, অর্থাৎ কথিত রোগের বা দোষের সহিত অনুক্ত যে রোগের বা দোষের সাদৃশ্য থাকিবে তাহাতেও নাড়ীর অবস্থা তদ্রূপই হইবে জানিবে।

যো রোগিণঃ করং স্পৃষ্ট্বা স্বকরং ক্ষালয়েদ্ যদি।
রোগাস্তস্য বিনশ্যন্তি পঙ্কঃ প্রক্ষালনে যথা॥

প্রক্ষালন দ্বারা পঙ্ক যেরূপ অপনীত হয়, সেইরূপ বৈদ্য যদি রোগীর হস্ত দেখিয়া নিজ হস্ত ধৌত করেন, তাহা হইলে রোগীর রোগও অপনীত হইয়া থাকে।

উপসংহারমাহ।

কচিৎ প্রকরণোল্লেখাৎ কচিদৌচিত্যমাত্রতঃ।
কচিদ্দেশাৎ কচিৎ কালাৎ সঙ্কীর্ণগদনির্ণয়ঃ॥

নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে।
তেন ধার্ষ্ট্যান্ময়োক্তং যৎ তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে প্রসিদ্ধা যস্য যা গতিঃ।
সৈবোপমানমত্র স্যাৎ প্রসিদ্ধগুণযোগতঃ॥
ন শাস্ত্রপঠনাদ্বাপি শশ্বদধ্যাপনাদপি।
স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগভ্যাসেনৈব গম্যতে।
নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্ যোগাভ্যাসবদেকতঃ।
নান্যথা শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি॥

কোন স্থলে শাস্ত্রলিখিত প্রকরণানুসারে, কোথাও বা উপযুক্ততানুসারে, কখন বা দেশ এবং কাল অনুসারে সঙ্কীর্ণ রোগ সকল নির্ণয় করিতে হয়।

নাড়ীপরীক্ষার উপায় অতিসূক্ষ্ম, অতএব ধৃষ্টতা পূর্ব্বক আমি যাহা বলিলাম, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাতে সমাধান করিবেন।

জলচর, স্থলচর ও খেচর গণের, জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাহার যেরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই গতিই এই নাড়ীপরীক্ষার উপমানস্থল হইবে কেবল নিরন্তর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা নাড়ীজ্ঞান হয় না, পুনঃপুনঃ নাড়ীস্পর্শনরূপ অভ্যাস দ্বারাই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে।

সম্যক্ প্রকারে নাড়ীজ্ঞান, কেবল অভ্যাস দ্বারাই জন্মে, তথাপি নাড়ীজ্ঞান অতি পুণ্যসাপেক্ষ।

যোগাভ্যাসের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া নাড়ীজ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়, নতুবা বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ হইলেও নাড়ীজ্ঞান-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় না।

অথ নেত্রপরীক্ষা।

নেত্রং স্যাৎ পবনাদ্রূক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্।
কোটরান্তঃপ্রবিষ্টঞ্চ তথা শুষ্কবিলোকনম্॥
হরিদ্রাভঞ্চ বর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা।
দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎ পিত্তকোপতঃ॥

চক্ষুর্বলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎ সলিলপ্লুতম্।
তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্॥
নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্।
ত্রিদোষলিঙ্গসদ্ভেন তন্মারয়তি রোগিণম্॥
তন্দ্রামোহাকুলে শ্যামে নিভুর্গ্নে চাতিরূক্ষকে।
রক্তবর্ণে চ সততং বিকৃতে ঘোরতারকে॥
ক্ষণাদুন্মীলিতে চৈব ক্ষণাদেব নিমীলিতে।
বিলুপ্তকৃষ্ণতারে চ বহুবর্ণে চ তৎক্ষণাৎ।
ভবতো নয়নে চেত্থং সন্নিপাতে বিশেষতঃ॥

বায়ুপ্রকোপ হইলে চক্ষু রূক্ষ, ধূম্র বা অরুণ বর্ণ, কোটরগত ও শুষ্কদৃষ্টি; পিত্তপ্রকোপে, চক্ষু রক্ত, হরিত বা হরিদ্রা বর্ণ, দীপালোকদ্বেষী ও দাহবিশিষ্ট; কফাধিক্যে স্নিগ্ধ, জলপ্লুত, শ্বেতবর্ণ, জ্যোতির্হীন ও বলান্বিত; দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয়লক্ষণযুক্ত এবং সন্নিপাতে (ত্রিদোষ-প্রকোপে) চক্ষুর্দ্বয় তন্দ্রাকুলিত, মোহযুক্ত, শ্যামবর্ণ, কোটরগত, অতি রূক্ষ, রক্তবর্ণ, সতত বিকৃত, ঘোরতারাবিশিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত, ক্ষণে ক্ষণে নিমীলিত, বিলুপ্তকৃষ্ণতার এবং ক্ষণে ক্ষণে বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট হয়।

অথ জিহ্বাপরীক্ষা।

শাকপত্রপ্রভা রূক্ষা স্ফুটিনা রসনানিলাৎ।
রক্তা শ্যাবা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।
সৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণা॥

বায়ুর প্রকোপে, জিহ্বা শাকপত্রপ্রভ, রূক্ষ ও স্ফুটন (ফাটা ফাটা) হয়। পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা শ্যাববর্ণ; কফপ্রকোপে লিপ্ত, আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ; দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয়লক্ষণযুক্ত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও কণ্টকবৎ খরস্পর্শ হয়।

অথাস্যপরীক্ষা।

বাতে লবণমাস্যং স্যাৎ পিত্তে তিক্তং কফে মধু।
দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং জ্ঞেয়ং সন্নিপাতে ত্রিলিঙ্গকম্॥

মুখ, বাতদোষে লবণ, পিত্তদোষে তিক্ত, কফদোষে মধুর এবং দ্বিদোষপ্রকোপে তত্তদ্দোষানুসারে দুই রস ও ত্রিদোষ-প্রকোপে তিন রসের অনুভব বিশিষ্ট হয়।

অথ মূত্রপরীক্ষা।

পাশ্চাত্যরজনীযামে ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
উত্থাপ্য রোগিণং বৈদ্যো মূত্রোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ॥
আদ্যধারান্তু সন্ত্যজ্য মধ্যধারাসমুদ্ভবম্।
শুভে কাচময়ে পাত্রে কৃতং মূত্রং পরীক্ষয়েৎ॥
ভাস্করোদয়বেলায়াং প্রকাশস্থানকে ধৃতম্।
লোলয়িত্বা পুনঃ সম্যক্ ততো মূত্রং পরীক্ষয়েৎ॥
তৃণেনাদায় তৈলস্য বিন্দুং মূত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
জায়ন্তে বুদ্বুদা যত্র বিকারঃ সোঽস্তি পিত্তজঃ॥
স্নিগ্ধং শ্যাবারুণচ্ছায়ং বাতান্মূত্রং প্রজায়তে।
তাবদূর্দ্ধঞ্চ যাতি তৈলবিন্দুযুতং তথা।
মূত্রং শ্লেষ্মণি জায়েত সমং পল্বলবারিণা॥

অন্যচ্চ—

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং সফেনং কফরোগিণাম্।
রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে মিশ্রিতং ভবেৎ॥
সিদ্ধার্থতৈলসদৃশং মূত্রং স্যাদামপিত্তজে।
তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ শ্যাববুদ্বুদসংযুতঃ॥
বাতপিত্তোদ্ভবং মূত্রং জ্ঞাতব্যঞ্চ ভিষগ্বরৈঃ।
তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তশ্চতুর্দিক্ষু বিসর্পতি॥
শ্লেষ্মবাতোদ্ভবং মূত্রং সৌবীরেণ সমং তথা।
পাণ্ডুরং শ্লেষ্মপিত্তে চ পিত্তে চৈব পরীক্ষয়েৎ॥
সন্নিপাতেন কৃষ্ণঞ্চ বহুবর্ণঞ্চ জায়তে।
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং নিত্যং সহজপিত্তজম্॥
কফাৎ পল্বলপানীয়তুল্যং মূত্রং প্রজায়তে।
সহবাতোদ্ভবং মূত্রং শ্বেতং রক্তং প্রজায়তে॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং মূত্রং ঘনং শ্বেতং প্রজায়তে।
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥
রক্তবাতেন রক্তং স্যাৎ কৌসুম্ভং পিত্ততো ভবেৎ।
অধো বহুলমারক্তং মূত্রমালোক্যতে যথা॥
বদন্তি তদতীসারলিঙ্গং তল্লিঙ্গবেদিনঃ।
জলোদরভবং মূত্রং ভবেদ্ ঘৃতকণোপমম্॥
অজামূত্রসমং মূত্রং জীর্ণজ্বরসমুদ্ভবম্।
মূত্রঞ্চ কৃষ্ণতাং যাতি ক্ষয়রোগো যদা ভবেৎ॥
ক্ষয়রোগান্তবে শ্বেতমসাধ্যং তচ্চ নির্দ্দিশেৎ।
প্রবর্ত্ততে যদা মূত্রং স্নিগ্ধং তৈলসমপ্রভম্॥
আহার উদরস্থশ্চ জীর্ণং যাতি তদা কিল।
ঊর্দ্ধং পীতমধো রক্তং মূত্রং চেদ্রোগিণো ভবেৎ॥
পিত্তপ্রকৃতিসম্ভূত-সন্নিপাতস্য লক্ষণম্।
বাতাধিকে সন্নিপাতে কৃষ্ণমধ্যং ভবেৎ তথা॥

কফাধিকে সন্নিপাতে শুক্লমধ্যং ভবেৎ তদা।
যস্তেক্ষুরসসংকাশং মূত্রং নেত্রে চ পিঙ্গরে।
রসাধিক্যং বিজানীয়ান্ নির্দ্দিশেৎ তত্র লক্ষণম্।

মূত্রপরীক্ষা।

বৈদ্য, চারিদণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে রোগীকে উত্থাপিত করিয়া মূত্র ত্যাগ করাইবে। প্রথম মূত্রধারা গ্রহণ করিবে না। মধ্য অবস্থায় যে মূত্র নির্গত হইবে, তাহা নির্ম্মল কাচপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিবে।

সূর্য্যোদয় হইলে, প্রকাশ্য স্থানে ধৃত ঐ মূত্র সম্যক্‌রূপে পুনঃপুনঃ আলোড়িত করিয়া পরীক্ষা করিবে।

একবিন্দু তৈল তৃণ দ্বারা উঠাইয়া মূত্রে নিক্ষেপ করিবে, যদি উহাতে বুদ্বুদ জন্মায়, তবে ঐ রোগ পিত্তজনিত জানিবে।

বাতিক দোষে মূত্র স্নিগ্ধ, শ্যাব (কৃষ্ণপীত), ও অরুণবর্ণ হইয়া থাকে এবং মূত্রের মধ্যে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, মূত্র তৈলবিন্দুযুক্ত হইয়া, বিন্দু বিন্দু আকারে উপরিভাগে উঠিতে থাকে।

শ্লেষ্মদোষে মূত্র পল্বলজলের (ডোবার জলের) তুল্য অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে।

প্রমাণান্তর—

বাতদোষে মূত্র পাণ্ডরবর্ণ, শ্লেষ্মদোষে ফেনাযুক্ত, পিত্তদোষে রক্তবর্ণ ও দ্বন্দ্বজদোষে মিশ্রবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমপিত্ত জনিত রোগে মূত্র শ্বেতসর্ষপ তৈলের তুল্য হইয়া থাকে।

তৃণ দ্বারা তৈলবিন্দু মূত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, যদি তৈল শ্যাববর্ণ বুদ্বুদ যুক্ত হয়, তবে চিকিৎসাবিশারদ পণ্ডিতগণ উক্ত মূত্রকে বাত পিত্ত দোষে দূষিত বলিয়া জানিবেন।

তৈলবিন্দু উক্তরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া যদি সৌবীরের (কাঁজির) ন্যায় দৃষ্ট হয়, তবে মূত্র বাতশ্লেষ্মদোষে দূষিত বলিয়া জানিবে।

পিত্ত বা শ্লেষ্মপিত্তদোষে মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক দোষে মূত্র, কৃষ্ণ অথবা বহুবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির মূত্র সর্ব্বদা তৈলতুল্য হয়। কফপ্রকৃতির মূত্র পল্বলজলের তুল্য আবিল হয়। বাতপ্রকৃতির মূত্র শ্বেত এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র ঘন এবং শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র তৈলতুল্য হয়। রক্তবাতপ্রকৃতির মূত্র রক্তবর্ণ হয়, রক্তপিত্ত প্রকৃতির মূত্রের বর্ণ কুসুম ফুলের ন্যায় হয়। যখন কোন ব্যক্তির মূত্র অধিক এবং অধোভাগে আরক্ত দৃষ্ট হয়, তখন অতীসার-চিহ্ন-বেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকে মূত্রাতিসার বলিয়া থাকেন।

জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতকণার ন্যায় হয়।
জীর্ণ জ্বরে মূত্র অজামূত্রের ন্যায় হয়।

ক্ষয়রোগ কালে মূত্রের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়রোগে মূত্র যদি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা অসাধ্য জানিবে।

উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের তুল্য প্রভাযুক্ত হয়।

যদি কোন রোগীর মূত্র উর্দ্ধভাগে পীত এবং অধোভাগে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতের লক্ষণ জানিবে।

বাতাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের বর্ণ মধ্যে কৃষ্ণ হয়। কফাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের মধ্য ভাগ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। যাহার মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ হয়, তাহার রসাধিক্য জানিবে।

অথ মলপরীক্ষা।

বাতস্য চ মলং কৃষ্ণং তত্তঃ পিত্তস্য পিত্তবিট্।
রক্তবর্ণং মলং কিঞ্চিন্মলং শ্বেতং কফোত্তবম্।
আমং বা শ্লেষ্মজং প্রাহুর্মিশ্রিতং দ্বন্দ্বজং বদেৎ।
অপক্বং স্যাদজীর্ণে তু পক্বং স্বচ্ছমলং ভবেৎ।

অত্যগ্নৌ পীড়িতং শুষ্কং মন্দাগ্নৌ তু দ্রবীকৃতম্ ।
দুর্গন্ধং চন্দ্রিকাযুক্তমসাধ্যং মললক্ষণম্ ॥

মলপরীক্ষা ।

বায়ুপ্রকোপে মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে পীত বা ঈষৎ রক্ত বর্ণ এবং কফপ্রকোপে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। এই কফোদ্ভব মলের অপর নাম আম। দুই দোষের লক্ষণবিশিষ্ট মলকে দ্বন্দ্বজ কহে। অজীর্ণে অপক্ক, জীর্ণে স্বচ্ছ, অত্যগ্নি রোগে শুষ্ক এবং অগ্নিমান্দ্যে মল পাত্‌লা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা চন্দ্রিকা-(ময়ূর পিচ্ছাবৎ)-যুক্ত হইলে রোগীকে অসাধ্য জানিবে।

অথ শব্দপরীক্ষা ।

গুরুস্বরো ভবেৎ শ্লেষ্মা স্ফুটবক্তা চ পিত্তলঃ ।
উভাভ্যাং রহিতো বাতঃ স্বরতশ্চৈব লক্ষয়েৎ ॥

শ্লেষ্মায় স্বর গুরু, পিত্তে স্পষ্ট এবং বায়ুতে নাতিগুরু ও নাতিস্পষ্ট হয়।

অথ স্পর্শপরীক্ষা ।

পিত্তরোগী ভবেদুষ্ণো বাতরোগী চ শীতলঃ ।
আর্দ্রতঃ স ভবেৎ শ্লেষ্মা স্পর্শতশ্চৈব লক্ষয়েৎ ॥

পিত্তরোগী উষ্ণস্পর্শ, বাতরোগী শীতল-স্পর্শ এবং কফরোগী আর্দ্রস্পর্শ হয়। এই গুলি স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিবে।

বৈদ্যাদি-পাদ-চতুষ্টয়ম্ ।

ভিষগ্‌দ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্ ।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে ॥

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী এই চারিটি চিকিৎসা-ব্যাপারের অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা ।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্ ॥

আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শিতা, বহুদর্শিতা, ক্রিয়া-নৈপুণ্য ও পবিত্রতা, বৈদ্যের এই চারিটী গুণ থাকা আবশ্যক।

প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্ ।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ॥
উদ্ভিজ্জমপরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা ।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ প্রাহুঃ পরমমৌষধম্ ॥

প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্পপরিমিত, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, গন্ধ বর্ণ রস বিশিষ্ট ও কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ, উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতু প্রভৃতি যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি ।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে ॥

শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচি ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত হয়।

স্মৃতির্নির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণা মতাঃ ॥

যে রোগী আপনার পীড়ার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং যিনি রোগের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতে সমর্থ ও যে রোগী হীনসাহস না হন, সেই রোগীই প্রকৃত চিকিৎসাযোগ্য।

দৃষ্টকর্ম্মা চ শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈদ্যঃ সিদ্ধিভাজনঃ ।
একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্য একপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥

দৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ ; এই উভয়ের কোন একটীর অভাব হইলে বৈদ্য, একপক্ষ বিহীন পক্ষীর ন্যায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ ॥

যে বৈদ্য নিয়মিত গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ বৈদ্য ; অন্যকে তস্কর বলিয়া জানিবে।

আয়ুর্ব্বেদং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ম্ ।
বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে।

কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি॥

মলিন-বসন-পরিধায়ী, কর্কশভাষী, স্তব্ধ, কুগ্রামবাসী এবং স্বয়ং আগত (বিনা আহ্বানে সমাগত) এই পঞ্চ প্রকার বৈদ্য চিকিৎসা-বিষয়ে ধন্বন্তরিকল্প হইলেও কথনই সম্মানার্হ হইতে পারে না।

উৎসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন বৈদ্যং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেনঞ্চ পালয়েদাতুরং ভিষক্॥

রোগী স্বয়ং চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিবেন, এবং বৈদ্যকে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। সেই হেতু চিকিৎসকও রোগীকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥

আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায়, ব্যাধি সেই চতুর্ব্বর্গপ্রদ আরোগ্যকে এবং ঐহিক মঙ্গল ও জীবনকে বিনষ্ট করে।

ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসাস্তথা।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ॥

ব্যাধি দুই প্রকার, যথা,—শারীরিক ও মানসিক। জ্বর বা কুষ্ঠ প্রভৃতিকে শারীরিক এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক ব্যাধি বলে।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥

বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সমতার নামই আরোগ্য এবং ইহাদের বৈষম্যই ব্যাধি বলিয়া কথিত হয়। আরোগ্যের নামান্তর সুখ, ব্যাধির নামান্তর দুঃখ।

সাধ্যোঽসাধ্য ইতি ব্যাধির্দ্বিধাতোঽপি পুনর্দ্বিধা।
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাপ্যো যশ্চাপ্রতিক্রিয়ঃ॥

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ঐ ব্যাধি দুই প্রকার, এই সাধ্য ও অসাধ্য প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ হইয়া থাকে, যথা সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, এই দুই প্রকারই সাধ্য। যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা অপ্রতিকার্য্য এই উভয়কেই অসাধ্য কহা যায়।

যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যস্তু যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥

উপেক্ষিত হইলে সাধ্য ব্যাধিও যাপ্য এবং যাপ্যও অসাধ্য হয়। অসাধ্য ব্যাধি জীবন হরণ করে।

অথোপদ্রবলক্ষণম্।

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে।
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ॥

রোগোৎপাদকদোষের অধিকতর প্রকোপ জনিত যে সকল অন্যান্য বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ উপদ্রব বলিয়া থাকেন।

অথারিষ্টলক্ষণম্।

রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে॥

যে লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু স্থির নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অরিষ্ট অথবা রিষ্ট বলা যায়।

অথ চিকিৎসালক্ষণম্।

যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে।
দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ॥

(ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। ব্যাধির্হ্রিয়তেঽনয়েতি ব্যাধিহরণী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি সূত্রেণ করণার্থে ল্যুট্।)

তথা চ—

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥
যা তূদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ॥
(ক্রিয়াত্র চিকিৎসা।)

যে ক্রিয়া ব্যাধিবিনাশিনী এবং দোষ

ধাতু ও মলের শমতাকারিণী, সেই ক্রিয়াকে চিকিৎসা বলা যায়।

যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসমূহ শমতা প্রাপ্ত হয়, সেই ক্রিয়াকেই ব্যাধির চিকিৎসা বলে, এবং ঐরূপ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত।

যে চিকিৎসা দ্বারা উৎপন্ন রোগ নষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার রোগ-উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, সেই ক্রিয়াই চিকিৎসা শব্দের বাচ্য। কিন্তু যে ক্রিয়া দ্বারা এক রোগ প্রশমিত হইয়া অন্যরোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। এ স্থলে 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ চিকিৎসা বলিয়া জানিবে।

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥

যেরূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বেও উহা নির্ব্বাণ হইতে পারে, তদ্রূপ আয়ুঃসত্ত্বেও কারণবশতঃ মনুষ্যের প্রাণ নাশ হয়।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥

ব্যাধির স্বরূপ অবগত হওয়া এবং বেদনা অর্থাৎ উপস্থিত কষ্টের নিবারণ করাই চিকিৎসকের চিকিৎসকত্ব, ইহারা আয়ুঃ-প্রদাতা নহেন।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজামনিয়ম্যশ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তি-বিহীন, বৈরী, বৈদ্যদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত ও চিকিৎসকের অবাধ্য, এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে বৈদ্যের চিকিৎসা করা বিধেয় নহে। কারণ ইহাদিগকে চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে নিন্দাভাগী হইতে হয়।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশস্ত্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥
যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতিপ্রযত্নতঃ॥

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা করিবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না, কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইলেও মহান্ বিকার উপস্থিত করিতে পারে। যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্পায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি-প্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ব্যাধিদিগের পক্ষেও তদ্রূপ।

অথ চিকিৎসাসূত্রম্।

অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মানবঃ।
তমেব কারয়েদ্ বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্॥

যে উপায় দ্বারা অস্বস্থ মানব স্বাস্থ্য লাভ করে, চিকিৎসক সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। কারণ স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই অভীপ্সিত।

অথ দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধিনিদানম্।

তত্তদ্বৃদ্ধিকরাহার-বিহারাতিনিষেবণাৎ।
দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥

যে সকল আহার ও বিহার বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু এবং মলের বৃদ্ধি করে, সেই সকল আহার বিহারের অযথা উপযোগই উহাদের বৃদ্ধির কারণ।

অথাতিবৃদ্ধানাং দোষাণাং লক্ষণানি।

বাতে বৃদ্ধে ভবেৎ কার্শ্যং পারুষ্যঞ্চোষ্ণকামিতা।
গাঢ়ং মলং বলঞ্চাল্পং গাত্রস্ফূর্ত্তির্বিনিদ্রতা॥
বিণ্মূত্রনেত্রগাত্রাণাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্।
শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তে বৃদ্ধেঽল্পমূত্রতা॥
বিড়াদিশৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা।
সন্ধিশৈথিল্যমুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে॥

বায়ু অধিক বর্দ্ধিত হইলে শরীর কৃশ ও পরুষ (খরস্পর্শ), উষ্ণাভিলাষ, মলের গাঢ়তা, দৌর্ব্বল্য, গাত্রস্ফূর্ত্তি (লোমাঞ্চ) ও নিদ্রাহীনতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্ত অধিক বর্দ্ধিত হইলে মল মূত্র নেত্র ও ও গাত্র পীতবর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষীণ, শীতাভিলাষ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রাল্পতা এই সকল লক্ষণ এবং কফ অতিবর্দ্ধিত হইলে মলমূত্রাদির শুক্লতা, শৈত্য, গাত্রগৌরব, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিসমূহের শৈথিল্য, উৎক্লেদ ও মুখপ্রসেক, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথাতিবৃদ্ধানাং ধাতূনাং লক্ষণম্।

রসে বৃদ্ধেঽন্নবিদ্বেষো জায়তে গাত্রগৌরবম্।
মুখপ্রসেকশ্ছর্দ্দিশ্চ মূর্চ্ছা সাদো ভ্রমঃ কফঃ॥
প্রবৃদ্ধং রুধিরং কুর্য্যাদ্ গাত্রমারক্তবর্ণকম্।
লোচনঞ্চ তথা রক্তং শিরাঃ পূরয়তেঽপি চ॥

অন্যচ্চ—

রক্তন্তু কুরুতে বৃদ্ধং বিসর্পপ্লীহবিদ্রধীন্।
কুষ্ঠং বাতাস্রকং গুল্মং শিরাপূর্ণত্বকামলে॥
গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মদো দাহশ্চ জায়তে।
ব্যঙ্গাগ্নিসাদসংমোহ-রক্তত্বঙ্নেত্রমূত্রতাঃ॥
গুদমেঢ্রাস্যপাকার্শঃ-পিড়কামশকাস্তথা।
ইন্দ্রলুপ্তাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দরাস্তাপঃ করাঙ্ঘ্রিষু॥
শময়েদ্রক্তবৃদ্ধ্যুত্থান্ রক্তস্রুতিবিরেচনৈঃ।
মাংসবৃদ্ধস্তু গণ্ডৌষ্ঠ-স্ফিগুপস্থোরুবাহুষু॥
জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে বৃদ্ধিং তথা গাত্রস্য গৌরবম্।
উদরে পার্শ্বয়োর্বৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদয়স্তথা।
দৌর্গন্ধ্যং স্নিগ্ধতা গাত্রে মেদোবৃদ্ধৌ ভবেদিতি॥

অন্যচ্চ—

প্রবৃদ্ধং কুরুতে মেদঃ শ্রমমল্পেঽপি চেষ্টিতে।
তৃট্স্বেদগলগণ্ডৌষ্ঠ-রোগমেহাদিজন্ম চ॥
শ্বাসং স্ফিগ্জঠরগ্রীবা-স্তনানাং লম্বনং তথা।
বৃদ্ধান্যস্থীনি কুর্ব্বন্তি অস্থীনান্যানি চাস্থিষু।
আচরন্তি তথা দন্তান্ বিকটান্ মহতস্তথা॥
মজ্জবৃদ্ধৌ সমস্তাঙ্গ-নেত্রগৌরবমাচরেৎ।
শুক্রাশ্মরী শুক্রবৃদ্ধৌ শুক্রস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্॥

অন্নবিদ্বেষ, গাত্রের গুরুত্ব, মুখপ্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অবসাদ, ভ্রম, কফাধিক্য এইগুলি অতিবৃদ্ধ রসের লক্ষণ। রক্ত অতিবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শরীর ও নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, শিরা সকল রক্তপূর্ণ, এবং বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, কামলা, গাত্রগৌরব, নিদ্রা, মত্ততা, দাহ, ব্যঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, মোহ; ত্বক্, নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা, গুহ্যদেশেপাক্, মেঢ্রপাক, আস্যপাক, অর্শঃ, পিড়কা, মশক, ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, হস্ত ও পদে সন্তাপ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগ সকল রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। মাংস অতি বর্দ্ধিত হইলে গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ, উরু, বাহু ও জঙ্ঘা এই সকল স্থান মাংসল ও গাত্রগৌরব এবং মেদ অতিবর্দ্ধিত হইলে উদর ও পার্শ্বদ্বয়ের বৃদ্ধি, কাসশ্বাসাদিপীড়া, গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও স্নিগ্ধতা হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মেদ বর্দ্ধিত হইলে অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, গলগণ্ড, ওষ্ঠরোগ, মেহাদি ও শ্বাস রোগ জন্মে, এবং স্ফিক্, জঠর, গ্রীবা ও স্তনদ্বয় লম্বিত হয়। অস্থি বর্দ্ধিত হইলে অস্থিসমূহে অন্য অস্থির উৎপত্তি হয় এবং দন্ত সকল বৃহৎ ও বিকট হইয়া থাকে। মজ্জবৃদ্ধি হইলে সমস্ত অঙ্গ ও নেত্রদ্বয় ভার বোধ হয়। শুক্রবৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী ও শুক্রের অতিস্রাব হইয়া থাকে।

অথাতিবৃদ্ধানাং মলাদীনাং লক্ষণানি।

মলপ্রবৃদ্ধ্যাটোপো জায়তে জঠরে ব্যথা।
মূত্রে বৃদ্ধে মুহুর্ম্মূত্রমাধ্মানং বস্তিবেদনা॥
স্বেদে বৃদ্ধে তু দৌর্গন্ধ্যং ত্বচি কণ্ডূশ্চ জায়তে।
আর্ত্তবাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চার্ত্তবে ভবেৎ॥
অঙ্গমর্দ্দশ্চ জায়েত লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
স্তনয়োরতিপীনত্বং ক্ষীরস্রাবো মুহুর্ম্মুহুঃ॥
তোদশ্চ তত্র ভবতি স্তন্যাধিক্যস্য লক্ষণম্।
উদরাদিপ্রবৃদ্ধিস্তু বৃদ্ধে গর্ভেঽভিজায়তে।
স্বেদস্তু গর্ভবত্যাঃ স্যাৎ প্রসবে ব্যসনং মহৎ॥

মল বর্দ্ধিত হইলে আটোপ (উদরে

বেদনার সহিত গুড়গুড় শব্দ) ও পেটে ব্যথা; মূত্র বর্দ্ধিত হইলে বারংবার মূত্রত্যাগ আধ্মান ও বস্তিদেশে বেদনা; স্বেদ বর্দ্ধিত হইলে গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও কণ্ডু; আর্ত্তব বর্দ্ধিত হইলে আর্ত্তবের অতিস্রাব, তাহাতে দুর্গন্ধ, এবং অঙ্গমর্দ্দ; স্তন্যাধিক্যে স্তনদ্বয়ের অতিপীনতা, বারংবার দুগ্ধস্রাব ও স্তনদ্বয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা; গর্ভ বর্দ্ধিত হইলে উদরাদির বৃদ্ধি, গর্ভিণীর স্বেদ ও প্রসবে বিপত্তি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

অথাতিবৃদ্ধানাং দোষাদীনাং হ্রাসনম্‌।

তত্তদ্‌ হ্রাসকরাহার-বিহারপরিসেবনৈঃ॥
দোষধাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্‌।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্‌ বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরম্‌।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতুনাং হ্রসনং হিতম্‌॥

যে সকল আহার বিহার দ্বারা দোষ ধাতু ও মলসমূহের হ্রাস হয়, সেই সকল আহার বিহার সেবন করিবে। পূর্ব্বপূর্ব্ব দোষাদি অতি বর্দ্ধিত হইলে পর পর দোষাদিকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, তজ্জন্য অতিপ্রবৃদ্ধ দোষাদির হ্রাস করা শ্রেয়ঃ।

দোষধাতুমলানাং ক্ষয়স্য নিদানানি।

অসাত্ম্যান্নসদাক্রোধ-শোকচিন্তাভয়শ্রমৈঃ।
অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি॥
বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভিঘাততঃ।
দোষাণামথ ধাতুনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ॥

অসাত্ম্য অন্নভোজন, সর্ব্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি সংশোধন, বেগধারণ, সাহস ও অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মলসমূহের ক্ষয় হয়।

তেষাং ক্ষীণানাং লক্ষণানি।

বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা।
পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ॥
সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে।
হৃৎপীড়া কণ্ঠশোষশ্চ ত্বক্‌ শূন্যা তৃড়্‌ রসক্ষয়ে॥
শিরা শ্লথা হিমাম্লেচ্ছা ত্বক্‌পারুষ্যং ক্ষয়েঽসৃজঃ।
গণ্ডৌষ্ঠকক্ষ-রাস্কন্ধবক্ষোজঠরসন্ধিষু॥
উপস্থশোথপিণ্ডীষু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা।
তোদো ধমন্যঃ শিথিলা ভবেয়ুর্মাংসসংক্ষয়ে॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনাং শূন্যতা তনুরুক্ষতা।
প্রার্থনা স্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে॥
অস্থিশূলং তনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তক্ষতিস্তথা।
অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্‌ বৈদ্যৈঃ সর্ব্বৈরুদাহৃতম্‌॥
শুক্রাল্পত্বং পর্ব্বভেদস্তোদঃ শূন্যত্বমস্থিনি।
লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে॥
শুক্রক্ষয়ে রতেঽশক্তির্ব্যথা শেফসি মুষ্কয়োঃ।
চিরেণ শুক্রসেকঃ স্যাৎ সেকে রক্তাল্পশুক্রতা॥

বায়ু ক্ষয় হইলে আলস্য, বাক্যাল্পতা ও সংজ্ঞাহীনতা; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মার আধিক্য, অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাহীনতা এবং কফক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, শরীর রুক্ষ, দাহ ও সন্ধি সকল শিথিল হয়। রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কণ্ঠশোষ, ত্বক্‌রাহিত্য ও পিপাসা; রক্তক্ষয়ে শিরাসমূহ শ্লথ, শীতল দ্রব্যে ও অম্ল দ্রব্যে ইচ্ছা এবং ত্বকের পরুষতা হয়। গণ্ড, ওষ্ঠ, গলদেশ, স্কন্ধ, বক্ষঃ, উদর, সন্ধিস্থল, উপস্থ, শোথ ও পিণ্ডীতে (পায়ের ডিম) শুষ্কতা, গাত্রের রুক্ষতা, সূচীবেধবদ্‌ বেদনা এবং ধমনী সকলের শিথিলতা এই গুলি মাংসক্ষয়ের লক্ষণ। প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, শরীরের রুক্ষতা, স্নিগ্ধমাংসে অভিলাষ, এই গুলি মেদঃক্ষয়ের লক্ষণ। অস্থিসমূহে শূল, শরীরের রুক্ষতা, নখ ও দন্তের ক্ষয়, এই গুলি অস্থিক্ষয়ের লক্ষণ। শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, তোদ, অস্থিসমূহে শূন্যতাবোধ, এইগুলি মজ্জক্ষয়ের এবং রমণকার্য্যে অসামর্থ্য, লিঙ্গ ও কোষে বেদনা, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং অল্প রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব, এই সকল শুক্রক্ষয়ের লক্ষণ।

অথ মলাদীনাং ক্ষয়লক্ষণানি।

পুরীষস্য ক্ষয়ে পার্শ্বে হৃদয়ে চ ব্যথা ভবেৎ।
সশব্দস্যানিলস্যোর্দ্ধগমনং কুক্ষিসংবৃতিঃ॥
মূত্রক্ষয়েঽল্পমূত্রত্বং বস্তৌ তোদশ্চ জায়তে।
স্বেদনাশস্ত্বচো রৌক্ষ্যং চক্ষুষোরপি রূক্ষতা॥
স্তব্ধাশ্চ রোমকূপাঃ স্যুর্লিঙ্গং স্বেদক্ষয়ে ভবেৎ।
আর্ত্তবস্য স্বকালে চাভাবস্তস্যাল্পতাথবা॥
জায়তে বেদনা যোনৌ লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবক্ষয়ে।
অভাবঃ স্বল্পতা বা স্যাৎ স্তন্যস্য ভবতস্তথা॥
ম্লানৌ পয়োধরাবেতল্লক্ষণং স্তন্যসংক্ষয়ে।
অনুন্নতো ভবেৎ কুক্ষির্গর্ভস্যাস্পন্দনং তথা॥
ইতি গর্ভক্ষয়ে প্রাজ্ঞৈর্লক্ষণং সমুদাহৃতম্॥

মলক্ষয় হইলে পার্শ্বদ্বয় ও হৃদয়ে বেদনা, বায়ুর সশব্দে উর্দ্ধগমন ও উদরের সঙ্কোচ; মূত্রক্ষয় হইলে মূত্রের অল্পতা ও বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা; স্বেদক্ষয়ে ঘর্ম্মাভাব, ত্বক্ ও চক্ষুর্দ্বয়ের রূক্ষতা ও রোমকূপ সমূহের স্তব্ধতা; আর্ত্তবক্ষয়ে ঋতুকালে ঋতু না হওয়া বা অল্প হওয়া ও যোনিতে বেদনা; স্তন্যক্ষয়ে স্তন্যের অভাব বা অল্পতা ও স্তনদ্বয় ম্লান; এবং গর্ভক্ষয় হইলে কুক্ষিদেশের অনুন্নতি ও গর্ভের অস্পন্দন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ ক্ষীণানাং দোষাদীনাং বর্দ্ধনোপায়ঃ।

দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি মানবঃ।
তত্তৎসংবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি॥
যদ্যদাহারজাতন্তু ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ॥
তস্য তস্য স লাভেন তত্তৎক্ষয়মপোহতি॥
ওজস্তু বর্দ্ধতে নৃণাং সুস্নিগ্ধৈঃ স্বাদুভিস্তথা।
বৃষ্যৈরন্যৈর্বিশেষাৎ তু ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ॥

দোষ ধাতু মল বা বল ক্ষীণ হইলে তত্তৎদোষাদির বর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং তত্তৎ দোষ ও ধাতু প্রভৃতির বর্দ্ধক অন্নপান প্রদান করিলে তাহাদের ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্নিগ্ধ ও মধুররস দ্রব্য এবং ক্ষীর ও মাংসরস প্রভৃতি বৃষ্যদ্রব্য সেবনে ওজঃ বর্দ্ধিত হয়।

অথ স্বস্থলক্ষণম্।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
(সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা। আত্মাত্র শরীরম্।)

যাহাদের বাতাদি দোষ, অগ্নি ও ধাতু সকলের সমতা আছে, যাহারা সমক্রিয় অর্থাৎ শরীরের অনুরূপ কার্য্যকারী, এবং যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাদিগকে সুস্থ বলে।

তন্ত্রান্তরেঽপি—

বিণ্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতাকাঙ্ক্ষান্নপানে রুচি-
র্ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাববোধৈঃ সুখম্।
গৃহ্ণীতে বিষয়ান্ যথাস্বমুচিতান্ বৃত্তিং মনোবৃত্তিতঃ
স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তোরিদং লক্ষণম্॥
(রুচিঃ শরীরকান্তিঃ।)

মল, মূত্র, বাতাদি দোষ ও রসাদি ধাতুসমূহের সমতা, অন্ন ও পানীয়ে অভিলাষ, শরীরের কান্তি, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, পুষ্টি, সুখে নিদ্রা ও জাগরণ, ইন্দ্রিয় সকলের যথোপযুক্ত বিষয় গ্রহণ ও মনোযোগের সহিত কার্য্য, স্বস্থব্যক্তির লক্ষণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রোগিপরীক্ষা প্রকরণম্।

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বার্দ্ধম্।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহঃ।

পূর্ব্বার্দ্ধম্।

আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

ব্রহ্মদক্ষদিবোদাসানশ্বিনৌ চ শচীপতিম্।
চরকাদীন্ মুনীন্ সর্ব্বান্ গ্রন্থাদৌ প্রণমাম্যহম্॥

অথায়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণমাহ।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

যে শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর হিতাহিত এবং রোগসমূহের নিদান ও প্রশান্তির উপায় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ বলেন।

আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিমাহ।

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

শরীরজীবয়োর্যোগো জীবনং, তেনাবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদদ্বারায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা, তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যেণায়ুর্বিন্দতি তেনৈব হেতুনা পরস্যাপ্যায়ুর্বেত্তি চ।

এই শাস্ত্র দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ হয় এবং আয়ুর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে বলিয়া, মুনিগণ ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা আয়ুষ্কর ও অনায়ুষ্কর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইয়া তাহাদের সেবন ও ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ আয়ুষ্কর দ্রব্যাদি সেবন ও অনায়ুষ্কর দ্রব্যাদি পরিত্যাগ দ্বারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই উপায়ে অপরেরও আয়ু জানিতে পারা যায়। শরীর ও জীবের যোগকে জীবন কহে এবং যোগাবচ্ছিন্ন কালকে আয়ু কহা যায়।

ক্রমমাহ—

তত্রাদৌ ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ।

বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু।
বিধির্ধীনীরধিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥

ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বনামে (ব্রহ্ম-সংহিতা নামে) লক্ষ-শ্লোকবিশিষ্ট একখানি আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সকলকর্ম্মদক্ষ এবং অপ্রতিম-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন দক্ষ প্রজাপতিকে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করেন।

অথ দক্ষপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।
বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥

তৎপরে কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি, সূর্য্যাংশ-সম্ভূত, বিদ্বান্, সুরসত্তম অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

অথাশ্বিনীসুত-প্রাদুর্ভাবঃ।

দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকলচিকিৎসকলোক-প্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্॥

দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক-সমূহের জ্ঞান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বনামে (অশ্বিনীকুমার-সংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাথ তৎ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাৎ তৌ জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥
দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ।
অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভৈরব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ ছিন্ন মস্তক পুনঃসংযোজিত করেন; এ কারণ তদবধি তাঁহারা যজ্ঞাংশ-ভাগী হন। আর এক মহৎ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে, দেবাসুর-যুদ্ধে যে সকল দেবতা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অসাধারণ ক্ষমতার প্রভাবে সত্বই তাঁহাদিগকে অক্ষত করিয়াছিলেন।

বজ্রিণোঽভূদ্ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ।
সোমান্নিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ॥

বজ্রধারী ইন্দ্র ভুজস্তম্ভরোগগ্রস্ত এবং চন্দ্র সোমমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রপীড়িত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া এই উভয়কে সুস্থ করিয়া দেন।

বিশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
শশিনো রাজযক্ষ্মাভূদশ্বিভ্যাং তে চিকিৎসিতাঃ॥

সূর্য্যের দন্তরোগ, ভগদেবের নেত্ররোগ এবং চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হইয়াছিল। ইঁহারাও অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্য্যুবা॥

ভৃগুপুত্র বৃদ্ধ চ্যবন অতিশয় ইন্দ্রিয়াশক্তি-বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া বল বর্ণ ও স্বর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্ত হন।

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজাং বরৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥

এতাদৃশ বহুবিধ অসাধারণ কার্য্য দ্বারা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদি দেবতা-গণের অত্যন্ত পূজনীয় হইয়াছিলেন।

অথেন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ।

সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্।
আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥
নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ।
আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥

নাসত্যাভ্যামধীতৈষ আয়ুর্ব্বেদঃ শতক্রতুঃ ।
অধ্যাপয়ামাস বহুনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্ ॥

শচীপতি ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়জনক কার্য্য সকল দর্শন করিয়া অতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাচিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। পরে ইন্দ্রদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণকে উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অথাত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ ।

একদা জগদালোক্য গদাকুলমিতস্ততঃ ।
চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ ।
ভবন্তি সাময়ানেতান্ ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্ ॥
দয়ালুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ।
এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্ ॥
আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য গতবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্ ॥
তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ ।
সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ ॥
ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমং ত্বিষা ।
আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্ ॥
শক্রস্তু তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ ।
তদগ্রে পূজয়ামাস ভৃশং ভূরিতপঃকৃশম্ ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্ ।
স মুনির্বক্তুমারেভে নিজাগমনকারণম্ ॥
দেবরাজ ন রাজাসি দিব এব যতো ভবান্ ।
বিধাত্রা বিহিতো যত্নাৎ ত্রিলোকীলোকপালকঃ ॥
ব্যাধিভির্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ ।
ভূতলে সন্তি সন্তাপং তেষাং হন্তং কৃপাং কুরু ॥
আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাম্ ।
তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্ ॥
মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ ।
অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্মহীম্ ॥
অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ ।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া ॥
ততোঽগ্নিবেশং ভেলঞ্চ জতূকর্ণং পরাশরম্ ।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ ॥
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা ।
ততো ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ ॥
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্ ।
শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ ॥
যথাবৎসূত্রিতং তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্ ।
দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্ ॥

একদা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আত্রেয়, জগতের লোককে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া, কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে লোক সকল রোগমুক্ত হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন—আমি যেরূপ দয়ালু-স্বভাব, তাহাতে আমি কখনই ইহাদিগকে ব্যাধিপীড়িত দেখিতে পারিব না, ইহাদের দুঃখ দেখিয়া আমায় হৃদয় অধিকতর দুঃখিত হইতেছে। অতএব দেহীদিগের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত আমি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। তিনি ইহা স্থির করিয়া সুরলোকে গমন-পূর্ব্বক ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, দেবর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান সূর্য্যপ্রতিম তেজোময় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুরশিরোমণি ইন্দ্র দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র প্রভূততপঃকৃশ সেই মুনিপুঙ্গব আত্রেয়কে দর্শন করিবামাত্র সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তদনন্তর কুশলবার্ত্তা এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়মুনি স্বকীয় আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে ত্রিলোকাধিপতি দেব! আপনি কেবল স্বর্গের রাজা নহেন, বিধাতা যত্নের সহিত আপনাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল এই ত্রিলোকেরই প্রতিপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্ষিতিতলে মানব সকল ব্যাধিপীড়িত ও শোকাভিভূতচিত্ত হইয়া অতিদুঃসহ সন্তাপ

ভোগ করিতেছে। অতএব আপনি কৃপাবলোকনপুরঃসর মানবমণ্ডলীর সন্তাপাপহরণরূপ উপকারের নিমিত্ত আমাকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করুন। দেবরাজ স্বীকৃত হইয়া আত্রেয় মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট পাঠসমাপনানন্তর আশীর্ব্বচন দ্বারা দেবরাজকে অভিনন্দন করিয়া পুনরায় ভূতলে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিপ্রবর করুণা-নিদান ভগবান্ আত্রেয় প্রজাসমূহের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বনামে (আত্রেয়-সংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর তিনি অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীতকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। ইহাঁরাও প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম অগ্নিবেশ, তৎপরে ভেলাদি মুনিগণ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেই সকল তন্ত্র, ঋষিগণের স্তবনীয় আত্রেয়মুনিকে শ্রবণ করাইলেন। আত্রেয় মুনি সেই সকল তন্ত্র শ্রবণ করিয়া "যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিলেন এবং স্বর্গে দেবর্ষি ও দেবতাগণও তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অগ্নিবেশাদিমুনিগণ পরম আহ্লাদিত হইলেন।

অথ ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগতা সঙ্গতাঃ।
মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহম্॥
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরাস্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ॥
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বসিষ্ঠঃ সপরাশরঃ।
হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনস্তথা॥
জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ।
নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিষ্ঠলঃ॥
শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিল্যঃ শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ।
অশ্বলায়ন-সাঙ্কৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষিতঃ॥
দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাম্য-কাত্যায়নাবুভৌ।
কাঙ্কায়নো বৈজবাপঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ॥
হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষিঃ শরলোমা চ গোভিলঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবাঞ্চে মহর্ষয়ঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ।
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ॥
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরম্॥
তচ্চ সর্ব্বার্থসংসিদ্ধ্যৈ ভবেদ্যদি নিরাময়ম্।
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্।
হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ॥
রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরা
দৃষ্টাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ
প্রাণানা হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ প্রাণিনাম্॥
তৎ তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্বুধৈযোঁগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিং তেঽব্রুবন্।
ত্বং যোগ্যো ভগবন্! সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং ক্রমাদায়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা ভবামো বয়ম্॥
ইত্থং স মুনিভির্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ।
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্॥
তত্রেন্দ্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্।
দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্॥
দৃষ্ট্বৈব স মুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা।
ধর্ম্মজ্ঞ স্বাগতং তেঽস্ত মুনিং তং সমপূজয়ৎ॥
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্।
ঋষীণাং বচনং সম্যক্ শ্রাবয়ন্ মুনিসত্তমঃ॥
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥
তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি দেহী নীরুঙ্ নিশম্য যম্॥
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ॥
তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ঃ।
অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ॥
ততস্তজ্জনিতজ্ঞান-চক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ।
গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ॥
আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখসংযুতম্।
আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধিনান্যেঽপি স্যুর্মুনয়ো যথা॥

দৈবযোগে এক দিবস বহুসংখ্যক মহর্ষি হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সমাগত ও মিলিত হইয়াছিলেন। প্রথমে মুনিবর ভরদ্বাজ

আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাংকৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাম্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষি, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের নিদান, যম ও নিয়ম গুণের আধার এবং তপস্তেজে হুয়মান অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। মহর্ষিগণ সুখোপবিষ্ট হইয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলই দেহ; দেহ যদি নীরোগ থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হইতে পারে। যেহেতু রোগ-প্রভাবে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও পরমায়ু সমস্তই বিনষ্ট হয়। রোগ সকল দেহের কৃশতাকারক, বলনাশক, শারীরিক-চেষ্টাপহারক, দর্শনাদি-ইন্দ্রিয়শক্তি-বিনাশক, সার্ব্বাঙ্গিক পীড়াজনক এবং ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ ও আশু প্রাণ-বিনাশক। এক্ষণে এই বিশেষ অনিষ্টকারী রোগ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে। যদি ইহা থাকে, তাহা হইলে প্রাণিদিগের মঙ্গল কোথায়? আপনারা সকলেই যোগ্য ও পণ্ডিত, যাহাতে রোগের শান্তি হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা করুন। অনন্তর সভাস্থ সকলেই ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন ভগবন্! আপনি যোগ্য, আপনি সুরপুরে গমন পূর্ব্বক সহস্র-লোচন ইন্দ্র-দেবের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসুন, তাহা হইলে আমরাও ক্রমে সেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাধিভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। বিনয়াবনত মুনিগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনি-সত্তম ভরদ্বাজ সুরপুরে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দেবর্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া, দীপ্যমান অগ্নির ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। ভগবান্ ইন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিবামাত্র সানন্দে তদীয় আগমন-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মুনিসত্তম ভরদ্বাজ জয়সূচক আশী-র্ব্বচন দ্বারা ইন্দ্র-দেবকে অভিনন্দন করিয়া ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, পৃথিবীতে সর্ব্ব-প্রাণি-ভয়ঙ্কর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল ব্যাধির প্রশমনোপায় বলিতে আপনিই যোগ্য, অতএব কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করুন। শতমুতু (ইন্দ্র) মুনিবাক্যে প্রীত হইয়া, যাহা শ্রবণ করিলে অর্থাৎ যাহার বিধান সকল প্রতিপালন করিলে জীব নীরোগ হইয়া সহস্রবর্ষ জীবন লাভ করিতে পারে, সেই সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, মুনিবরকে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহামতি ভরদ্বাজমুনি তন্মনা হইয়া ত্রিস্কন্ধ (হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞান বিষয়ক) অপার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সমস্তই অচিরে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দ্বারা স্বয়ং নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হন এবং অন্যান্য মুনিগণকেও নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করেন। ঋষিগণ সকলেই ভরদ্বাজতন্ত্র-জনিতজ্ঞান-নেত্রে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সকল দর্শন করিয়া এবং তদ্বিধানানুসারে চলিয়া আরোগ্য ও সুখকর দীর্ঘায়ু লাভ করেন, অন্যান্য মুনি-গণও আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালনে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন।

অথ চরকপ্রাদুর্ভাবঃ।

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥
তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥
সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হি।
প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ॥
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্যতঃ।
তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥
স ভাতি চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা দিবি।
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম্॥
তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতঃ।
চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥

যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ) বেদ এবং অথর্ব্ববেদান্তর্গত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। একদা অনন্তদেব ভূতলের অবস্থা দর্শনার্থ চররূপে পৃথিবীতে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, ভূমণ্ডলের লোক সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় পরিপীড়িত হইতেছে এবং নানা স্থানে মনুষ্যগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি মানবগণকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া অতিশয় কৃপান্বিত ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্যাধি প্রশমনোপায় চিন্তা করিয়া, সম্যক্ চিন্তার পর বেদ-বেদাঙ্গবেদী সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মুনির পুত্ররূপে স্বয়ং পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। ইনি যে চররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; এ কারণ তাঁহার নাম চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তের অংশসম্ভূত চরকাচার্য্য মানবমণ্ডলীর ব্যাধি বিনষ্ট করিয়া স্বর্গস্থ সুরগুরু বৃহস্পতিতুল্য পূজ্য হইলেন এবং আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণ স্বনামে যে সকল তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর চরকমুনি সেই সমস্ত তন্ত্রের সংস্কার ও সমাহার করিয়া স্ব নামে (চরকসংহিতা নামে) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অথ ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হি॥
ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্॥
তস্মাৎ ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব।
প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥
অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহৎ তপঃ॥
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্।
ততো ধন্বন্তরির্লোকৈঃ কাশিরাজোঽভিধীয়তে।
হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥

একদা দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি ভূমণ্ডলে পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন, তথায় মনুষ্যগণ ব্যাধিসমূহ দ্বারা অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়াছে। মনুষ্যগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া দয়াবশতঃ ইন্দ্রদেবেরও হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তখন দয়ার্দ্রহৃদয় ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরে! আপনি যোগ্যপাত্র, অতএব

যাহাতে ব্যাধিপীড়িত মানবগণ ব্যাধিবিমুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তৎপর হউন। পরোপকারের নিমিত্ত কোন্ মহাত্মা কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোকহিতার্থ স্বয়ং মৎস্যাদি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি ভূর্লোকে গমন পূর্ব্বক কাশীধামে রাজা হইয়া রোগপ্রতীকারার্থ তথায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করুন। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকহিতৈষী সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট প্রত্যক্ষফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভূমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষিতিমণ্ডলে তিনি দিবোদাস নামে অভিহিত হন। দিবোদাস বাল্যাবধি বিষয়বাসনায় বিরক্ত থাকিয়া অতি কঠোর তপশ্চাচরণে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই বিষয়বিরক্ত দিবোদাসকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি তিনি কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হন। পরে দিবোদাস কাশিরাজ প্রজাহিতার্থ স্বনামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া সেই সংহিতা বিদ্যার্থী লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অথ সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্র-প্রভৃতয়োঽবিদন্।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে॥
বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে।
সর্ব্বপ্রাণিদয়তীর্থমুপকারো মহামখঃ॥
পিতুর্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিস্নুশতং যযৌ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্।
ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্বহুভিঃ স্তুতম্॥
কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্ বিস্ময়ান্বিতাঃ।
স্বাগতঞ্চ ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্।
ততস্তে সুশ্রুতদ্বাবা কথয়ামাসুরুত্তরম্।
ভগবন্ মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা।
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ॥
ব্যাখ্যাতং তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্ম্মুনয়ো মুদা।
কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ॥
সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গৃহং স্বকং স্বকম্।
প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্॥
সুশ্রুতস্য সখাযোঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।
সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভিযতঃ॥
তস্মাৎ তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে॥

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে বারাণসীধামে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তথায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই মুনিগণের মধ্যে বিশ্বমিত্র নিজ পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি হরবল্লভস্থান বারাণসীধামে গমন কর, তথায় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত কাশিরাজ-দিবোদাস অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি আয়ুর্ব্বেদবিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি। অতএব তুমি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হও। যে হেতু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াই তীর্থ এবং পরোপকারই মহাযজ্ঞ। সুশ্রুত পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত একশত মুনিকুমারও আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিতনয়গণ সকলে বিনয়াবনত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমস্থিত ঋষিগণবন্দিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দিবোদাস কাশিরাজকে দর্শন

করিলেন। যশোধন দিবোদাস মুনিকুমারদিগকে স্বাগত (শুভাগমন-বিবরণ) জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের কুশল ও আগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে মুনিতনয়গণ সুশ্রুত দ্বারা এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধিপীড়িত দুঃখার্ত্ত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা রোগপ্রশমনের উপায় অবগত হইবার জন্য ভবৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। কাশিরাজ তাঁহাদের বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন। মুনিতনয়গণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া অতিযত্নপূর্ব্বক কাশিরাজব্যাখ্যাত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সফল মনোরথ হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা কাশিরাজকে অভিনন্দন করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। গৃহগমনানন্তর প্রথমে সুশ্রুত ঋষি স্বনামে এক খানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার সখাগণও প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক এক খানি করিয়া তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্রখানি বহু লোকের সুশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া তাহা ক্ষিতিমণ্ডলে সুশ্রুত নামে অভিহিত হইয়াছে।

অথ বাগ্‌ভটপ্রাদুর্ভাবঃ।

ততঃ কালে ব্যতীতে তু বাভটো ভিষজাং বরঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব ধরণৌ ধন্বন্তরিরিবাপরঃ॥
আসীদ্রাজাধিরাজস্য সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ।
জ্ঞানিনঃ পাণ্ডবাগ্রস্য সভায়াং সুচিকিৎসকঃ॥
প্রবন্ধা বহবস্তেন প্রণীতা হিতকাম্যয়া।
তেষামষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা প্রথিতা ভুবি॥
সা বাভটাভিধানেন খ্যাতা ধরণিমণ্ডলে।
চরকাৎ সুশ্রুতাচ্চৈব তথ্যেভ্যোঽন্যেভ্য এব চ॥
সংগৃহীতা প্রযত্নেন লোকানুগ্রহহেতবে।
বিচিত্রং কৌশলঞ্চাস্যাং চিকিৎসায়া প্রদর্শিতম্॥
অনয়োপকৃতং সর্ব্বং জগদেতন্ন সংশয়ঃ।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দ্বিতীয় ধন্বন্তরিসদৃশ ভিষগ্বর বাভট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় চিকিৎসকপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহা চরক-সুশ্রুতাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থে অতি সুন্দর চিকিৎসা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বাভট ইহা প্রণয়ন করিয়া জগতের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

অথ শারীর-প্রকরণম্।

তত্র গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ।

চিকিৎসায়াং শরীরী হ্যধিকৃতঃ। স শরীরী যথোৎপদ্যতে, তদ্বোধয়িতুং গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ। গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী।

দেহীই চিকিৎসাতে অধিকৃত, অতএব সেই দেহী যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত গর্ভোৎপত্তিক্রম বর্ণন করা যাইতেছে। ঋতুমতী স্ত্রী গর্ভোৎপত্তির ভূমিস্বরূপা, এ কারণ প্রথমতঃ ঋতুমতী স্ত্রীর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

রজস্বলাস্বরূপমাহ।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমা পঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময় স্মৃতঃ॥

স্ত্রীলোকের দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বভাবতই প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া আর্ত্তব (রজঃ) যোনিমুখ দ্বারা প্রস্রুত হয়; সেই রজঃস্রাবারম্ভ দিবসাবধি ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, এই কালকে গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত কাল বলিয়া জানিবে।

গর্ভাশয়স্য স্বরূপমাহ।

শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥

অয়মর্থঃ। গর্ভশয্যায়া মুখং রোহিতমৎস্যস্যেব ভবতি। যথা চ রোহিতমৎস্যস্য স্থিতির্জলে ভবতি, তথা পিত্তাশয়পক্বাশয়মধ্যে গর্ভশয্যায়াঃ স্থিতির্ভবতি; রূপমপি তস্যেব ভবতি। যথা রোহিতস্য মুখং স্বল্পমাশয়স্তু মহানিত্যর্থঃ।

যোনির আকৃতি শঙ্খনাভির আকৃতিসদৃশ তিনটী আবর্ত্তবিশিষ্ট, এ কারণ ইহাকে ত্র্যাবর্ত্তা বলা যায়। এই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা অবস্থিতি করে। পণ্ডিতগণ সেই গর্ভাশয়ের সংস্থিতি এবং আকৃতি রোহিত মৎস্যের তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। রোহিত মৎস্যের মুখের তুল্য ইহার মুখ ও রোহিত মৎস্য যেরূপ জলমধ্যে অবস্থিতি করে, গর্ভকোষও তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে অবস্থান করে এবং রোহিত মৎস্যের যেরূপ মুখ স্বল্পায়ত কিন্তু মুখ-গহ্বর বিস্তৃত, সেইরূপ গর্ভাশয়েরও মুখের দ্বার অল্প, মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

গর্ভাবতরণক্রমমাহ।

কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে॥

কামাভিভূত স্ত্রীপুরুষের সংযোগে শুদ্ধার্ত্তব ও শুদ্ধ শুক্র স্খলিত হইলে তাহা হইতেই শুদ্ধ গর্ভ সঞ্জাত হয়। সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বালক বলা যায়।

ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ।
বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে॥

তৎ সংস্কৃত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ ॥

ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে কামবেগবশতঃ শিশ্ন ও যোনি পুনঃপুন সংঘর্ষিত হইলে পুরুষের সমস্ত শারীরিক তেজ, বায়ুকর্ত্তৃক আহত হইয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী শুক্রকে বিগলিত করে। অনন্তর সেই বিগলিত শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক শিশ্নদ্বার দিয়া রমণীর যোনিতে পতিত হইলে তাহা বিবৃতমুখ গর্ভাশয়ে গমন করিয়া তথায় শুক্রবদাগত আর্ত্তবের সহিত একীভূত হয়।

দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্ত যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ॥

ঋতৌ রাজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাত্মকে কালে। যোনিরত্র ধরাদ্বারম্।

যেমন দিবসাবসান হইলে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ ঋতুকাল (ষোড়শনিশাত্মক কাল) অতিক্রান্ত হইলে নারীগণের যোনিও (জরায়ুর দ্বার) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

বীজেঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ ॥

ধর্ম্মস্তদিতরোঽধর্ম্মস্তৌ পুরঃসরৌ যয়োঃ। এতেন যমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভবত ইত্যর্থঃ।

অভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা বীজ (রেতঃ) বিভক্ত হইলে স্ত্রীলোকের কুক্ষিদেশে দুইটী জীবের উৎপত্তি হয়। তাহাদিগকে যমজ কহে। এই যমজ জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে যথেচ্ছা পারমেশ্বরী ॥

গর্ভাশয়ে শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে এবং শুক্র আর শোণিতের সাম্যে নপুংসক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা পরমেশ্বরের অভিলাষানুসারে সম্পন্ন হয়।

সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লক্ষণমাহ।

শুক্রশোণিতয়োর্যোনেরস্রাবোঽথ শ্রমোদ্ভবঃ।
সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃ স্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ ॥

সদ্যোগৃহীতগর্ভা নারীর লক্ষণ বলা যাইতেছে। যথা—যোনি হইতে শুক্র-শোণিতের স্রাবরোধ, শ্রান্তিবোধ, উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনির স্ফূর্ত্তি হয়।

অথ তস্যা এবোত্তরকালীনলক্ষণমাহ।

স্তনয়োর্মুখকার্ষ্ণ্যং স্যাদ্রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ ॥
ছর্দ্দয়েৎ পথ্যভুক্ চাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনঞ্চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে ॥

অতঃপর গর্ভবতী স্ত্রীর উত্তরকালীন লক্ষণ সকল বলা যাইতেছে। যথা,—স্তন-মুখের কৃষ্ণ-বর্ণতা, রোমরাজির উদ্গম, অক্ষিপক্ষ্মের সম্মীলন, সুপথ্যসেবনেও বমন, সুগন্ধ আঘ্রাণেও উদ্বেগ, মুখের প্রসেক (জল-উঠা) এবং শরীরের অবসন্নতা।

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ।

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবম্।
তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি ॥
মরুৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।
কললঞ্চ মহাভূত-সমুদায়ো ঘনো ভবেৎ ॥
তৃতীয়ে মাসি শিরসো হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।
পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ সিধ্যন্তি সূক্ষ্মাঙ্গাবয়বাস্তনোঃ ॥
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানি হি।
হৃদয়ব্যক্তভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ ॥
তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্ত নানা বস্তুনি বাঞ্ছতি।
তাতো দ্বিহৃদয়ী যৎ স্যান্নারী দৌহৃদিনী মতা ॥
দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিং খঞ্জঞ্চ বামনম্।
বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে ॥
যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্।
পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্যৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভবাধাভয়াৎ তাসাং ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥
(ভোক্তুমুপভোক্তুমিত্যর্থঃ।)
যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে সাবমানিতে।
প্রসূয়তে সুতং সার্ত্তিং তস্মিংস্তস্মিংস্তদিন্দ্রিয়ে ॥
পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতিপ্রবুধ্যতে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্তানি সপ্তমে ॥
ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ।
তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি।
ন জীবত্যষ্টমে জাতস্তত্রৌজো ন স্থিরং যতঃ ॥
নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ ॥

গর্ভ, মাসে মাসে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্র ও শোণিত গর্ভাশয়ে যেরূপ নিপতিত হয়, প্রথম মাসে ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে। তৎপরে দ্বিতীয় মাসে সেই শুক্রশোণিত, বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক পচ্যমান হইয়া কলল অর্থাৎ ঘন হয়। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটী অবয়বের পাঁচটী পিণ্ড জন্মে; সেই পিণ্ডে অঙ্গের অবয়ব সকল সূক্ষ্মভাবে থাকে। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ পরিস্ফুট হয়। এই মাসে হৃদয়ের ব্যক্তভাব হেতু চেতনাও প্রকাশ পায়। সেই জন্যই গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। তৎকালে গর্ভিণী দ্বিহৃদয়া হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী কহে। (গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আহার বিহারাদিতে যে অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহা যায়।) দৌহৃদিনীর দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে সন্তান কুব্জ কুণি (নুলো) খঞ্জ বামন বিকৃতনেত্র বা নেত্রহীন হয়। দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণী বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু সন্তান প্রসব করে, অতএব তাহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবে। দৌহৃদিনী নারীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বা শব্দ ইহাঁদের যে কোন বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।

পঞ্চম মাসে মন জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু (সর্ব্বধাতুসার) জন্মে; সেই ওজঃ ক্রমান্বয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ মাতা ও পুত্রে সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ মাতার ওজঃ কখন সন্তানে এবং সন্তানের ওজঃ কখন মাতায় সঞ্চরণ করে। সেই জন্যই গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান কখন ম্লান কখন প্রফুল্ল হয় অর্থাৎ গর্ভিণীর ওজোধাতু যখন গর্ভস্থ সন্তানে সঞ্চরিত হয়, তখন গর্ভিণী ম্লান ও গর্ভস্থ সন্তান প্রফুল্ল এবং সন্তানের ওজঃ যখন গর্ভিণীতে সঞ্চরিত হয়, তখন সন্তান ম্লান ও গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে ওজোধাতুর স্থিরতা না থাকা প্রযুক্ত ঐ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই বাঁচে না (কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার কালে যদি ওজোধাতু সন্তানে থাকে, তাহা হইলে সন্তান বাঁচিতে পারে)। নবম দশম একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহার অধিক বিলম্ব হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে না।

গর্ভে যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ।

শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ শৌনকঃ।
শিরস্যেবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়াণি যৎ ॥
হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽবদন্মুনিঃ।
বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতম্ ॥
পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবঃ।
প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যম্বসংযুতঃ ॥
পাণিপাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়মুনের্ম্মতম্।
দেহিনঃ সকলাশ্চেষ্টাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পাণিপাদাশ্রয়া যতঃ ॥
প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভবঃ।
এতৎ তু কথয়ামাস গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ ॥
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তি হি।
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদম্ ॥

আত্রেয়ত্বাণুকূলে ভবন্তি যুগপন্মাংসাস্থিমজ্জাদয়ো
লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাঃ।
এবং গর্ভসমুদ্ভবে ত্বরয়বাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যেকদা
লক্ষ্যাঃ সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিং গতাঃ॥

মজ্জাদয় ইত্যাদিশব্দেন ত্বক্‌কেশরমজ্জত্বগঙ্কুরবৃন্তানি গৃহ্যন্তে।

শৌনক বলেন, গর্ভে অগ্রে মস্তক হয়, কারণ মস্তকই প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের স্থান। কৃতবীর্য্য মুনি কহেন, অগ্রে হৃদয় জন্মে, যেহেতু হৃদয়ই মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া কল্পিত আছে। পরাশরনন্দন বলেন, অগ্রে নাভি উৎপন্ন হয়, কারণ প্রাণ নাভিদেশে থাকিয়া ও উষ্মযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহকে বর্দ্ধিত করে। মার্কণ্ডেয় মুনির মত এই যে, মানবের সমস্ত ক্রিয়ার সাধক বলিয়া অগ্রে হস্ত পদই জন্মে। মুনিপুঙ্গব গৌতম বলেন, শরীরের মধ্যদেশ হইতেই সকল অঙ্গের উৎপত্তি হয়, অতএব কোষ্ঠ (শরীরের মধ্য-দেশ) অগ্রে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ধন্বন্তরির মত এই যে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এককালে জন্মে, সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া প্রথম অব-স্থায় বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অত্যন্ত কচি-আমের ত্বক্ কেশর মজ্জা ত্বক্-অঙ্কুর ও বোঁটা প্রভৃতি এককালে জন্মাইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম বিধায় পৃথক্ অনুভূত হয় না; কিন্তু পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়, গর্ভও সেইরূপ পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়।

অথ গর্ভস্য জীবনোপায়মাহ।

গর্ভস্য নাভিনাড্যা তু নাড়ী রসবহা স্ত্রিয়াঃ।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ॥

গর্ভিণীর রসবহা নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভীনাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই জন্যই গর্ভিণীর আহাররস দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শরীর দিন দিন বাড়িতে থাকে।

মলাল্পত্বাদযোগোচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্য চ।
বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি॥

মলের অল্পত্ব হেতু এবং পক্বাশয়স্থ বায়ুর অল্পযোগ বশতঃ গর্ভস্থ সন্তানের মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গত হয় না।

জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্ম্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি॥

গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠদেশ কফ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় ও বায়ুর মার্গনিরোধ হেতু গর্ভস্থ সন্তান রোদন করিতে পারে না।

নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভ-স্বপ্নান্ গর্ভোঽধিগচ্ছতি।
মাতৃনিশ্বসিতোচ্ছ্বাস-সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্॥

মাতার নিশ্বাস-প্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা দ্বারাই গর্ভস্থ সন্তান নিশ্বাস-প্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মাতা নিশ্বাসাদি যে যে ক্রিয়া করেন, গর্ভস্থ সন্তানও সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।

সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্ভবৌ।
তলেষসম্ভবো যশ্চ রোম্নামেতৎ স্বভাবতঃ॥

হস্ত পদাদি শরীরাবয়বের যে সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনাবিশেষ, দন্ত সকলের পতন ও উদ্ভব এবং হস্ত-পদ-তলে রোমের অনুৎপত্তি, এই সকল স্বভাবতঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের কোন নিমিত্ত-কারণ নাই জানিবে।

অথ গর্ভবতীকৃত্যাকৃত্যানি।

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরধরা গুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা॥
ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রব্যং লঘু।
সংস্কৃতং দীপনীয়ন্ত নিত্যমেবোপযোজয়েৎ॥

গর্ভিণী গর্ভগ্রহণের প্রথম দিন হইতেই প্রহৃষ্টচিত্ত, ভূষণে ভূষিত, শৌচাচারে পবিত্র-দেহ, শুক্লবস্ত্রধারিণী এবং গুরু ও ব্রাহ্মণগণের

সেবায় রত হইবে। আর প্রত্যহ মধুররস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, দ্রববহুল, লঘুপাক, সুসংস্কৃত ও অগ্নির দীপ্তিকারক ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিবে।

গুর্ব্বিণী ন তু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্।
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্॥
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্থারোহণং তথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্॥

গর্ভবতী স্ত্রী ব্যায়াম, উপবাসাদি অপতর্পণ, মৈথুন বা রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও উৎকটাসন (উঁচু হইয়া উপবেশন) করিবে না।

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥

বাতাদি দোষ দ্বারা বা কোনরূপ অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ প্রপীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অঙ্গ প্রপীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ম্।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ম্॥
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত কুথিতং ন চ॥
চৈত্যশ্মশানবৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্।
বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

গর্ভবতী স্ত্রী, মলিনা বিকৃতাঙ্গী বা হীনাঙ্গী কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না; কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিবে না; নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না; শ্রবণকটু কোন বাক্য শুনিবে না; পর্য্যুষিত (বাসি) শুষ্ক বা পচা বস্তু ভোজন করিবে না; এবং চৈত্য * ও শ্মশান বৃক্ষ, সর্ব্বপ্রকার অযশস্কর ভাব, বহির্নিষ্ক্রমণ (বাটীর বহির্দ্দেশে গমনাগমন), ক্রোধ ও জনশূন্য গৃহ বর্জ্জন করিবে।

নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি॥
নাবৃদ্ধাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চৈঃ শয়নাসনম্
এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী॥

গুর্ব্বিণী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার বা এমন কোন কার্য্য করিবে না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে। অত্যর্থ তৈলাভ্যঙ্গ বা হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন করিবে না। কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত এবং অত্যুচ্চ শয্যা ও আসনে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। গুর্ব্বিণী স্ত্রী অতি যত্ন পূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

অথ সূতিকা-গৃহাকৃতিঃ।

অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকম্।
প্রাচীদ্বারমুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহম্॥

দীর্ঘ ৮ হাত, প্রস্থ ৪ হাত এবং পূর্ব্ব বা উত্তরে দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সুচারু সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিবে।

(মতান্তরে)
দশহস্তায়তং চারু পঞ্চহস্তবিশালকম্।
প্রাগ্‌দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বা কুর্য্যাৎ সূতিকাগৃহম্॥

মতান্তরে;—সূতিকাগৃহ ১০ হাত দীর্ঘ, ৫ হাত প্রস্থ এবং তাহা পূর্ব্ব বা দক্ষিণদ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করিবে।

অথাসন্নপ্রসবায়া লক্ষণমাহ।

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে।
সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোৎসুকা॥
আসন্নপ্রসবায়াস্তু কটীপৃষ্ঠস্তু সব্যথম্।
ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্য চ মলস্য চ॥

যখন গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ শিথিল, হৃদয় বন্ধনমুক্ত *, জঘন কটী ও পৃষ্ঠদেশ ব্যথাযুক্ত

* পত্রফলান্বিত যে বৃক্ষ দেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামে সুপূজিত হয়, তাহাকে চৈত্য বলে। বৌদ্ধদিগের দেবালয়বিশেষকেও চৈত্য বলা যায়।

* গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ী মাতার হৃদয়ে বদ্ধ থাকে, প্রসবকালে উহা খসিয়া যায়।

হয় এবং মল ও মূত্রের মুহুর্ম্মুহুঃ প্রবর্ত্তন হইতে থাকে, তখনই জানিবে, তাহার প্রসব-কাল নিকটবর্ত্তী।

তৈলেনাভ্যক্তগাত্রাং তাং সংস্নাতামুষ্ণবারিণা।
যবাগূং পায়য়েৎ কোঞ্চাং মাত্রয়া ঘৃতসংযুতাম্॥

আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া এবং উষ্ণ জলে স্নান করাইয়া তাহাকে ঘৃতসংযুক্ত যবাগূ পান করাইবে।

কৃতোপধানে মৃদুভির্ব্বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ।
অভুগ্নসক্থী চোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্ব্যথান্বিতা॥

বিস্তীর্ণ কোমল শয্যায় বালিশ পাতিয়া তাহাতে প্রসববেদনান্বিতা গর্ভিণীকে শোয়াইবে এবং তাহার উরুদ্বয় অভুগ্ন (অসংকোচিত) করিয়া তাহাকে উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) রাখিবে।

অথ জনয়িত্রী।

চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ প্রাবণে কুশলা হিতাঃ।
বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাঃ সম্যক্‌ছিন্ননখাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
অপত্যমার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ।
একা তু তাং সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ॥
অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি।
প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরম্॥
ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বারমুপাগতে।
অপরাসহিতো গর্ভো যাবৎ পততি ভূতলে॥

প্রসব-করান কার্য্যে দক্ষ সাহসী ও হিতাকাঙ্ক্ষী এরূপ চারি জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে অর্থাৎ যাহারা অনেকবার প্রসব করাইয়াছে এবং অনেকবার প্রসব করাইতে দেখিয়াছে তাহাদিগকে, গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিতে দিবে। পরিচর্য্যাকালে ঐ সকল স্ত্রীলোকের নখ কাটিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন গর্ভিণীর যোনিদ্বার উত্তমরূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া বলিবে, সুভগে! কুন্থন কর; কিন্তু যদি ব্যথা না থাকে, তাহা হইলে কুন্থন করিও না। যখন ব্যথা উপস্থিত হইবে, তখনই কুন্থন করিবে এবং প্রথমে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প বেগ দিবে, পরে প্রগাঢ় বেগ দিতে থাকিবে। সন্তান যখন যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন যতক্ষণ না অপরা-(গর্ভবেষ্টক চর্ম্ম)-সহিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততক্ষণ প্রগাঢ়তর বেগ দিবে।

অথ ব্যথারহিতায়াঃ প্রবাহণাদ্ বৈগুণ্যমাহ।

মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাসকাসক্ষয়ান্বিতম্।
সূতে প্রস্তুতনুং বালমকালে তু প্রবাহণাৎ॥

গর্ভিণী অকালে অর্থাৎ প্রসববেদনা যখন না থাকিবে তখন কুন্থন করিলে সন্তান বোবা, কালা, কুব্জ, শিথিলতনু এবং শ্বাস-কাস-ক্ষয়ান্বিত হয়।

অথ বালস্য জন্মোত্তরবিধিঃ।

অথ বালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা।
যথৈব কুলবৃদ্ধস্ত্রী-ব্যবহারপরম্পরা॥

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে, বৃদ্ধ কুলস্ত্রীগণ কুল-ক্রমানুসারে যে সকল আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সকল কার্য্য করিবে।

অথ প্রসূতায়া নিয়মানাহ।

প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
স কৃচ্ছ্রাৎ সাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেৎ তৎ পথ্যমাচরেৎ

প্রসবানন্তর প্রসূতা হিতকর আহার বিহার সমাচরণ করিবে। শ্রমজনক কার্য্য, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতসেবন পরিবর্জ্জন করিবে। কারণ অনুচিত আহার-বিহারাদি দ্বারা প্রসূতার যে কোন ব্যাধি জন্মে, তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য

বা অসাধ্য হয়, অতএব প্রসূতার হিতকর আহার-বিহারাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

অথ প্রসূতায়া নিয়মসময়াবধিমাহ।

সর্ব্বতঃপরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা॥
(সর্ব্বতঃপরিশুদ্ধা অনবস্থষ্টদুষ্টরুধিরা।)

প্রসূতা স্ত্রী সাবধান হইয়া অল্পপরিমাণে সুপথ্য স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন করিবে। একমাস কাল প্রতিদিন স্বেদ ও অভ্যঙ্গপরায়ণ হইবে এবং সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ প্রস্রুত দুষ্ট রুধির ধৌত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে।
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥

প্রসবের দেড়মাস পরে অথবা প্রসবের পরে যখন পুনর্ব্বার রজোদর্শন হইবে, তখন প্রসূতা সূতিকা-নামক-বর্জ্জিতা হইবে অর্থাৎ তখন আর তাহাকে সূতিকা নামে অভিহিত করা যাইবে না।

ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঙ্গ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ॥

প্রসূতা স্ত্রী উপদ্রবরহিত ও বিশুদ্ধশরীর হইয়াছে বুঝিতে পারিলে চারিমাসের পর প্রসূতোপযোগী নিয়ম পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তখন ইচ্ছানুরূপ আহার-বিহারাদি করিবে।

অথ ধাত্রীলক্ষণমাহ।

পীতায় যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরম্।
সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীম্॥
সবর্ণাং মধ্যবয়সং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশং শিশৌ॥

বালককে স্তন্যপান করাইতে যদি ধাত্রী অর্থাৎ উপমাতা নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপে দোষ গুণ বিচার করিয়া এইরূপ গুণান্বিতা ধাত্রী নিয়োগ করিবে অর্থাৎ ধাত্রী যেন স্বজাতীয়া, মধ্যবয়স্কা (যুবতী), সাধুশীলা, সদা প্রফুল্লচিত্তা, শুদ্ধ-দুগ্ধা (যাহার স্তন্য বাতাদিদুষ্ট নহে), বহুদুগ্ধা, সবৎসা (সন্তানবতী), অতিবৎসলা, স্বাধীনা, অল্পেই সন্তুষ্টা, সৎকুলজাতা, সৎলোকের কন্যা, কাপট্যহীনা এবং শিশুর প্রতি পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহকারিণী হয়।

অথ নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ।

শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা॥
গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা।
অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা॥
আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যে তু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ।
এতাসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ॥

শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, পরিশ্রান্তা, সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্তা, অতি লম্বাকৃতি বা অতিখর্ব্বাকৃতি, অতি স্থূলাঙ্গী বা অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বর-পীড়িতা, লম্বোন্নতপয়োধরা, অজীর্ণভোজিনী, সুপথ্যবর্জ্জিতা, ক্ষুদ্রকার্য্যে আসক্তা, দুঃখার্ত্তা ও চঞ্চলচিত্তা; এইরূপ ধাত্রীর স্তন্যপান করিলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়।

অথ বালস্য স্তন্যপানবিধিঃ।

তত্রা মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যগ্ দক্ষিণস্তনমগ্রনা॥
প্রক্ষাল্যেষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতম্।
উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈঃ সন্ধার্য্য পায়য়েৎ॥
(মাতেত্যুপলক্ষণং ধাত্রী চ।)

বালককে স্তন্যপান করাইবার বিধি।— বালকের মাতা বা উপমাতা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী ও পূর্ব্বাভিমুখী

হইয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া তাহার দুগ্ধ কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলিবে। তদনন্তর শাস্ত্র-বিহিত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শিশুকে উত্তরাভিমুখে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্যপান করাইবে।

অন্যথাত্বে বৈগুণ্যমাহ।

অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবন্ স্তন্যেন ভূয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাস-কাসৈর্ভবতি পীড়িতঃ॥

স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে যদি স্তন্যদুগ্ধ কিঞ্চিৎ পরিস্রাবিত না করিয়া শিশুকে স্তন্য-পান করান হয়, তাহা হইলে শিশুর মুখে একবারে অধিক দুগ্ধ প্রবেশ করায় বালকের বমি, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়।

অথ জনন্যাঃ ক্ষীরাভাবে ধাত্র্যাশ্চালাভে প্রকারমাহ।

ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপি বা।
দদ্যাদা স্তন্যপর্য্যাপ্তের্বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া॥

ক্ষীরসাত্ম্যতয়েতি—যতঃ শিশোঃ স্তন্যমেব সাত্ম্যং ভবতি নত্বন্নাদিকম্। আ স্তন্যপর্য্যাপ্তেরিতি—যাবৎ স্তন্যপানস্য যোগ্যতা তাবদিতি।

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না থাকে এবং উপযুক্ত ধাত্রীও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, শিশু যে পর্য্যন্ত স্তন্যপানের যোগ্য থাকে, সে পর্য্যন্ত, তাহাকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ উপ-যুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। যেহেতু দুগ্ধ-পোষ্য. শিশুর দুগ্ধই দেহানুকূল, অন্নাদি তাহাদের সাত্ম্য নহে।

অথ বালস্যান্নপ্রাশনসময়ঃ।

যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি চ।
অন্নং সম্প্রাশয়েৎ কিঞ্চিৎ ততস্তদ্বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ॥

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানানু-সারে বালকের অন্নপ্রাশন করাইবে অর্থাৎ তাহাকে অতি অল্পমাত্রায় অন্ন ভোজন করা-ইবে। পরে বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে অন্নের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিবে।

অথ বালস্য পরিচর্য্যাবিধিঃ।

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্ন চৈনং তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যামুপবেশয়েৎ॥
(অযোগ্যামুপবেশনাসমর্থম্।)
নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্ন ক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা॥
(আবশ্যকো বিধিঃ ভেষজদানতৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিঃ।)
তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
সংসেবিতমনা এবং নিত্যমেবাভিবর্দ্ধতে॥
বাতাতপতড়িদ্‌বৃষ্টি-ধূমানিলজলাদিতঃ।
নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥

বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ করিবে, যেন তাহার কোন কষ্ট না হয়। তাহাকে কদাচ তর্জ্জন করিবে না। নিদ্রিত থাকিলে হঠাৎ জাগাইবে না। যত দিন বসিতে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাকে বসা-ইবে না। সহসা আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন অথবা অতি শীঘ্র শয্যায় শয়ন করাইবে না। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অর্থাৎ ঔষধদানাদি কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে কখন কান্দাইবে না। তাহার চিত্তের অনুরূপ কার্য্য করিবে। তাহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে তাহার শরীরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বায়ু সূর্য্যাতপ বিদ্যুৎ বৃষ্টি ধূম অগ্নি জল এবং উচ্চ ও নিম্ন স্থান হইতে বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

বাল্যস্য স্বভাবাদ্ধিতান্যাহ।

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা।
বসনং মৃদু যৎ তস্য তথা মৃদ্বনুলেপনম্।
জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা॥

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (তৈলাভ্যঙ্গের পরে গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন), স্নান এবং নেত্রে অঞ্জনধারণ, কোমল বস্ত্র পরিধান ও চন্দনাদি মৃদু অনুলেপন, এই গুলি, জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বাল্যাদেরবধিমাহ।

বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকং তথা।
ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে॥
ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্।
দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্দ্বয়ম্॥
তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ।
মধ্যে ষোড়শসপ্তত্যোর্ম্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ॥
চতুর্দ্ধা মধ্যমো বৃদ্ধির্য্বা পূর্ণঃ ক্ষয়ান্বিতঃ।
ভবেদা বিংশতের্বৃদ্ধির্যুবা ত্বা ত্রিংশতো মতঃ।
চত্বারিংশৎসমা যাবৎ তিষ্ঠেদ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ।
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাদ্ যাবদ্ ভবতি সপ্ততিঃ॥
ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ।
ক্ষীয়মাণেন্দ্রিয়বলঃ ক্ষীণরেতা দিনে দিনে॥
বলীপলিতখালিত্য-যুক্তঃ কর্ম্মসু চাক্ষমঃ।
কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ॥

বয়স ত্রিবিধ, যথা—বাল্য মধ্যবয়স ও বার্দ্ধক্য। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বালক নামে অভিহিত হয়। আহারভেদে বালক আবার তিন প্রকার হইয়া থাকে, যথা—দুগ্ধপায়ী দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক দুগ্ধপায়ী; ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী; তৎপরে অন্নভোজী। ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য মধ্যমবয়স্ক বলিয়া অভিহিত হয়। এই মধ্যমবয়স্ক ব্যক্তি আবার চারিভাগে বিভক্ত; যথা—বর্দ্ধনশীল, যুবা, পূর্ণবীর্য্য এবং ক্ষয়ান্বিত। তন্মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বর্দ্ধনশীল থাকে অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্ত বাড়িতে থাকে; ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য (এইকালে মনুষ্যের রসরক্তাদি সর্ব্বপ্রকার ধাতু, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহ পরিপূর্ণ থাকে)। তৎপরে সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য ক্রমে ক্ষীণ অর্থাৎ এইকালে তাহাদের রসরক্তাদি সমস্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহাদি ক্ষীণ হইতে থাকে। রসাদি ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও শুক্রের দিন দিন ক্ষয় হওয়ায় সত্তর বৎসরের পর মাংসের শিথিলতা, কেশের পক্বতা ও মস্তকে টাক হয়। বৃদ্ধ মানব কাসশ্বাসাদি পীড়ায় পীড়িত ও সকল কার্য্যে অসমর্থ হইয়া থাকে।

বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং স্যান্মধ্যমেঽধিকম্।
বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিচার্য্য তদুপক্রমেৎ॥

বাল্যবয়সে শ্লেষ্মা, মধ্যবয়সে পিত্ত এবং বার্দ্ধকে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। অতএব বাল্যাদি বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

বাল্যং বৃদ্ধিশ্ছবির্মেধা ত্বগ্ দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥

বাল্য, বৃদ্ধি, কান্তি, মেধা, ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং জীবন; প্রতি দশবৎসরে যথাক্রমে ইহাদের হ্রাস হইয়া থাকে অর্থাৎ দশবৎসর বয়সের পর বাল্যের হ্রাস, বিশবৎসরের পর বৃদ্ধির হ্রাস, ত্রিশবৎসরের পর কান্তির হ্রাস, চল্লিশ বৎসরের পর মেধার হ্রাস, পঞ্চাশ বৎসরের পর ত্বকের হ্রাস, ৬০ বৎসরের পর দৃষ্টির হ্রাস, সত্তর বৎসরের পর শুক্রের হ্রাস, আশি বৎসরের পর বিক্রমের হ্রাস, নব্বই বৎসরের পর বুদ্ধির হ্রাস, একশত বৎসরের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের হ্রাস, ১১০ বৎসরের পর মনের হ্রাস এবং ১২০ বৎসরের পর জীবনের হ্রাস হয়।

অথাতঃ শরীরসংখ্যাব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি, তেজঃ এনং পচতি, আপঃ ক্লেদয়ন্তি, পৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বর্দ্ধয়তি। এবং বর্দ্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।

অতঃপর আমরা শরীরসংখ্যাবিবরণ নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

জীবাত্মা ও মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের * সহিত গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত, সংমূর্চ্ছিত হইয়া গর্ভ নামে অভিহিত হয়। বায়ু সেই চেতনাবস্থিত শুক্রশোণিতকে দোষ ধাতু মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগে বিভক্ত করে, তেজ তাহাকে পাক করে অর্থাৎ এক রূপ হইতে অন্য রূপে পরিণত করে, জল তাহাকে আর্দ্র রাখে, পৃথিবী তাহাকে সংহতাবয়ব অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট করে এবং আকাশ তাহাকে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়া গর্ভ যখন হস্ত পদ জিহ্বা ঘ্রাণ কর্ণ ও নিতম্বাদি অঙ্গবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে শরীর নামে অভিহিত করা যায়।

তস্য ত্বঙ্গান্যুপাঙ্গানি জ্ঞাত্বা সুশ্রুতশাস্ত্রতঃ।
মস্তকাদভিধীয়ন্তে শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ॥
আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তস্যোপাঙ্গানি কুন্তলাঃ।
তস্যান্তর্মস্তলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগং তথা॥
নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্ব্বির্ত্তেতে দ্বে কনীনিকে।
দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌ চ বর্ত্মনী॥
পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌ চ কর্ণৌ তচ্ছষ্কুলীদ্বয়ম্।
পালিদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
ওষ্ঠাধরৌ চ সৃক্কিণ্যৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ম্।
দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টৌ চ রসনা চিবুকং গলঃ॥

সুশ্রুত শাস্ত্রানুসারে সেই শরীরির অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল অবগত হইয়া মস্তক হইতে সমস্ত অবয়ব বর্ণন করিতেছি, শিষ্যগণ! যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যথা—শরীরির আদ্য অঙ্গ মস্তক। মস্তকের উপাঙ্গ যথা—কেশ, মস্তিষ্ক, ললাট, ভ্রূদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নেত্রদ্বয়ের অন্তবর্ত্তী কনীনিকাদ্বয় (অক্ষিতারা), কৃষ্ণগোলকদ্বয়, দৃষ্টিদ্বয়, শুক্লমণ্ডলদ্বয় (চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতবর্ণ ভাগ), বর্ত্মদ্বয় (নেত্রচ্ছদদ্বয়), অক্ষিপক্ষ্ম, নেত্রকোণদ্বয়, শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি) এবং কর্ণদ্বয়, শষ্কুলিদ্বয় (কর্ণের ছিদ্র), কর্ণপালিদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কিণীদ্বয় (ওষ্ঠের প্রান্ত ভাগ), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (গণ্ডস্থলের উপরি ভাগ), দন্ত, দন্তবেষ্ট, জিহ্বা, চিবুক (অধরের অধোভাগ) ও গলদেশ।

দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবা তু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে।
তৃতীয়ং বাহুযুগলং তস্যোপাঙ্গান্যথ ব্রুবে॥
তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্ত্বধঃ।
কফোণিযুগ্মং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলং তথা॥
মণিবন্ধৌ তলে হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়ো দশ।
নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশ চ্ছেদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা, যাহা দ্বারা মস্তক ধৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় অঙ্গ বাহুযুগল। তাহার উপাঙ্গ বলা যাইতেছে,—বাহুর উপরিভাগে স্কন্ধদ্বয়, স্কন্ধের নিম্নভাগে প্রগণ্ডদ্বয় (স্কন্ধ হইতে কূর্পর পর্য্যন্ত বাহুভাগ), প্রগণ্ডদ্বয়ের অধোদেশে কূর্পরদ্বয় (কনুই), কূর্পরদ্বয়ের নিম্নে প্রকোষ্ঠদ্বয় (কূর্পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ), মণিবন্ধদ্বয় (করগ্রন্থিদ্বয়), করতলদ্বয়, হস্তদ্বয়, এই হস্তদ্বয়ে পাঁচটী করিয়া দশটী অঙ্গুলি, অঙ্গুলি দশটীতে নখ দশটী ও ছেদ্য নখ (নখের যে অংশ ছেদন করিবার যোগ্য) দশটী।

চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্ত তস্যোপাঙ্গান্যথ ব্রুবে।
স্তনৌ পুংসস্তথা নার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ম্॥
যৌবনাগমনে নার্য্যাঃ পীবরৌ ভবতঃ স্তনৌ।
গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ॥

* চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা,—মূলপ্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোলটি বিকৃতি; এই সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্ ।
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্ত নিমীলতি ॥
আশয়স্তৎ তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্ ।
অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি ॥

চেতনাস্থানমুত্তমমিতি অয়ভিপ্রায়ঃ—
"চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ ।
কেশলোমনখাগ্রান্ন-মলদ্রবগুণৈর্বিনা ॥"
ইত্যুক্তবতা চরকেণ সকলং শরীরং চেতনাস্থানমুক্তম্ । তদপেক্ষয়া হৃদয়ং বিশেষতশ্চেতনাস্থানমিতি ।

কক্ষয়োর্বক্ষসঃ সন্ধী জত্রুণী সমুদাহৃতে ।
কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ স্যাতাঞ্চ বঙ্ক্ষণৌ ॥

চতুর্থ অঙ্গ বক্ষ। তাহার প্রত্যঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে,—পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই দুইটি করিয়া স্তন; কিন্তু নারীগণের বিশেষ এই যে, যৌবনকালে তাহাদের স্তনদ্বয় স্থূলতর হয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতা নারীগণের স্তনদ্বয় ক্ষীর-(স্তন্য দুগ্ধ)-পূরিত হইয়া থাকে, এরূপ পুরুষের হয় না। হৃদয়—এই উপাঙ্গটী অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। এই আশয়টী জীবগণের উৎকৃষ্ট (বিশেষ) চেতনাস্থান, এ কারণ ইহা তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। হৃদয়কে উৎকৃষ্ট চেতনাস্থান বুলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শরীরই চেতনার স্থান বটে, চরকমুনিও বলিয়াছেন যে, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত দেহই চেতনার স্থান; কেবল কেশ, লোম, নখাগ্র ও মলমূত্রের গুণ চেতনার স্থান নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিশেষ-চেতনাস্থান। কক্ষদ্বয় (বাহুমূল) ও বক্ষ ইহাদের মধ্যসন্ধিদ্বয়, জত্রু (কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়), কক্ষদ্বয় (বগলদ্বয়) ও বঙ্ক্ষণদ্বয়।

উদরং পঞ্চমঞ্চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতম্ ।
সপৃষ্ঠবংশং পৃষ্ঠন্ত সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্ ॥
উপাঙ্গানি চ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ ॥
শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ ।
হৃদয়াদ্বামতোঽধশ্চ ফুপ্‌ফুসো রক্তফেনজঃ ॥
অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ ।
তৎ তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্ ॥
অধস্ত দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি ।
জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্ ।
ক্লোম তিলকম্ । এতৎ তু বাতরক্তজম্ । অত্র বৃদ্ধবাগ ভটঃ ॥
"রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ ॥" ইতি

পঞ্চম অঙ্গ উদর। ষষ্ঠ অঙ্গ পার্শ্বদ্বয়। সপ্তম অঙ্গ পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। তাহাদের উপাঙ্গ সকল বলা যাইতেছে। যথা,—রক্ত হইতে উৎপন্ন প্লীহা হৃদয়ের অধোভাগে বামপার্শ্বে অবস্থিতি করে। মুনিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, এই প্লীহা রক্তবাহিশিরা-সকলের মূল। হৃদয়ের অধোদেশে বামপার্শ্বে শোণিতফেনজাত ফুপ্‌ফুস্ অবস্থিতি করে। হৃদয়ের অধোদেশে দক্ষিণপার্শ্বে শোণিতজাত যকৃৎ অবস্থিত, ঐ যকৃৎ রঞ্জকনামক পিত্তের স্থান। হৃদয়ের অধোদেশে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্লোম থাকে, এই ক্লোমই জলবাহি-শিরাসমূহের মূল, ইহা তৃষ্ণানিবারক। বায়ু ও রক্ত হইতে ক্লোম জন্মে। এ বিষয়ে বৃদ্ধ ভাগ্‌ভটও বলেন যে, বায়ুসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক (ক্লোম) উৎপন্ন হয়।

মেদঃশোণিতয়োঃ সারাদ্বৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ ।
তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ ॥
উক্তাঃ সার্দ্ধাস্ত্রয়ো ব্যামাঃ পুংসামন্ত্রাণি সূরিভিঃ ।
অর্দ্ধব্যামেন হীনানি যোষিতোঽন্ত্রাণি নির্দ্দিশেৎ ॥

মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় জন্মে। সেই বৃক্ক দুইটী হইতে উদরস্থ মেদের পোষণ হইয়া থাকে। অন্ত্রনাড়ী পুরুষের সারে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের তিন ব্যাম।

উণ্ডুকশ্চ কটী চাপি ত্রিকং বস্তিশ্চ বঙ্ক্ষণৌ
কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স্যুর্মেঢ্রোঽধ্বা বীর্য্যমূত্রয়োঃ ॥
স এব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাদ্গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়ঃ ।
শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা ॥
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ।
বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্‌মাংসমেদসাম্ ॥
বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ মতৌ তৌ পৌরুষাবহৌ ।
গুদস্য মানং সর্ব্বস্য সার্দ্ধং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্ ॥

তত্র স্থূলান্ত্রলগ্নাস্তিস্রঃ শঙ্খাবর্ত্তনিভাস্তু তাঃ।
প্রবাহিণী ভবেৎ পূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা ॥
উৎসর্জ্জনী তু তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা।
তস্যা অধঃ সংবরণী স্যাদেকাঙ্গুলসম্মিতা ॥
অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণস্তু বুধৈর্গুদমুখং মতম্।
মলোৎসর্গস্য মার্গোঽয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ ॥

উণ্ডুক (মলাশয়), কটী, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন দেশ), বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়, এবং কণ্ডরাসমূহের মূল, যাহা বীর্য্য ও মূত্রের স্থান এবং যাহা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়ে গর্ভের অধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী আবর্ত্তবিশিষ্ট, সেই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। কফ, রক্ত, মাংস ও মেদের সার অংশ হইতে মুষ্কদ্বয় (অণ্ডকোষদ্বয়) উৎপন্ন হয়, ঐ মুষ্কদ্বয়ই বীর্য্যবাহিশিরার আধার এবং উহা পুরুষত্বকারক। সমস্ত গুদনাড়ীর পরিমাণ সাড়ে চারি অঙ্গুলি, তাহাতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট তিনটী বলি আছে। তন্মধ্যে প্রথম বলির নাম প্রবাহিণী, দেড় অঙ্গুলি ইহার প্রমাণ। তাহার অধোভাগে উৎসর্জ্জনী নামক দ্বিতীয় বলি, ইহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার অধোদেশে সংবরণী নামক তৃতীয় বলি, ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। গুদোষ্ঠ অর্দ্ধ-অঙ্গুলিপ্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই গুহ্যদেশ মলত্যাগ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে।

পুংসঃ প্রোথৌ স্মৃতৌ যৌ তু তৌ নিতম্বৌ চ যোষিতঃ।
তয়োঃ কুকুন্দরে স্যাতাং সক্থিনী ত্বঙ্গমষ্টমম্ ॥
তদুপাঙ্গানি চ ক্রমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ম্।
জঙ্ঘে দ্বে ঘুণ্টিকে পার্ষ্ণী তলে চ প্রপদে তথা।
পাদাবঙ্গুলয়স্তত্র দশ তাসাং নখা দশ ॥

পুরুষের প্রোথদ্বয়, স্ত্রীলোকের নিতম্বদ্বয়; পুরুষের যে উপাঙ্গকে প্রোথ বলা যায়, তাহাকেই স্ত্রীলোকের নিতম্ব বলা গিয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রোথদ্বয়ের বা নিতম্বদ্বয়ের মধ্যে কুকুন্দর (নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়) অবস্থিত। অষ্টমাঙ্গ সক্থিদ্বয়। তাহার উপাঙ্গ সকল বলা হইতেছে, যথা—জানুদ্বয় (হাঁটু), পিণ্ডিকাদ্বয় (জানুর অধঃস্থ মাংসল প্রদেশ), জঙ্ঘাদ্বয় (গুল্ফাবধি জানু পর্য্যন্ত স্থান), ঘুণ্টিকাদ্বয় (গুল্ফদ্বয়), পার্ষ্ণিদ্বয় (গুল্ফের অধোদেশ), পদতলদ্বয়, প্রপদদ্বয় (পাদাগ্র), দুই পদে পাঁচটী করিয়া দশটী অঙ্গুলি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে একটী করিয়া দশটী নখ।

বিস্তারোঽত ঊর্দ্ধম্। তস্য খল্বেবংপ্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি। তাসাং প্রথমাবভাসিনী নাম, যা সর্ব্ববর্ণানবভাসয়তি, পঞ্চবিধাঞ্চ চ্ছায়াং প্রকাশয়তি, সা ব্রীহেরষ্টাদশভাগপ্রমাণা সিধ্মপদ্মকণ্টকাধিষ্ঠানা; দ্বিতীয়া লোহিতা নাম ষোড়শভাগপ্রমাণা তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গাধিষ্ঠানা; তৃতীয়া শ্বেতা নাম দ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা; চতুর্থী তাম্রা নামাষ্টভাগপ্রমাণা বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠানা; পঞ্চমী বেদিনী নাম ব্রীহিপঞ্চভাগপ্রমাণা কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা; ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহিপ্রমাণা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদশ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা; সপ্তমী মাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোঽধিষ্ঠানা। সপ্তাপি ত্বচঃ সমুদিতাঃ বিংশতিতমভাগোনষড়্যবপ্রমাণাঃ। ষড়্যবপ্রমাণন্তু অঙ্গুষ্ঠোদরম্। যদেতৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং তন্মাংসলেষবকাশেষু ন ললাটসূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু।

অতঃপর আমরা ত্বক্, কলা ও ধাতু প্রভৃতির বিস্তার বর্ণন করিব। দুগ্ধ পাক করিলে তাহার উপর যেমন সন্তানিকা (সর) জন্মে, গর্ভাশয়স্থ শুক্র-শোণিতও দেহাকারে পরিণত হইবার কালে বাতাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পচ্যমান হওয়ায়, তাহাতে সন্তানিকাবৎ ত্বক্ জন্মিয়া থাকে।

ত্বক্ সপ্তসংখ্যক, তন্মধ্যে প্রথমা ত্বক্ অবভাসিনী নামে অভিহিত; এই ত্বকেই ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা গৌরাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ অবভাসিত হয় এবং পঞ্চবিধ ছায়া ও প্রভা *

* ছায়া ও প্রভা একই, তবে উভয়ের প্রভেদ এই—নিকটে যে কান্তি লক্ষ্য হয়, তাহাকে ছায়া এবং দূর হইতে যে কান্তি লক্ষ্য হয়, তাহাকে প্রভা কহা যায়।

প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বেধ একটি যবের বিংশতিভাগের অষ্টাদশ ভাগ। ইহা সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের অধিষ্ঠান-ভূমি। দ্বিতীয়া ত্বক্ লোহিতা নামে অভিহিত; ইহার স্থূলতা একটি যবের বিশংতিভাগের ষোড়শ-ভাগ। ইহা তিলকালক ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ রোগের জন্মভূমি। তৃতীয়া ত্বক্ শ্বেতা নামে অভিহিত; ইহার বেধ যববিশংতিভাগের দ্বাদশ ভাগ। ইহা চর্ম্মদল অজগল্লী ও মশক রোগের উৎ-পত্তিস্থান চতুর্থী ত্বক্ তাম্রা নামে অভি-হিত; ইহার স্থৌল্য যব-বিংশতিভাগের অষ্ট-ভাগ। ইহা বিবিধ কিলাস কুষ্ঠের অধিষ্ঠান-ভূমি। পঞ্চমী ত্বক্ বেদিনী নামে অভিহিত; ইহার বেধ যব-বিংশতিভাগের পঞ্চভাগ। ইহা কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগের জন্মস্থান। ষষ্ঠী ত্বক্ রোহিণী নামে অভিহিত; ইহা যববৎ স্থূল। এই ত্বক্ গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের আশ্রয়ভূমি। সপ্তমী ত্বক্ মাংসধরা নামে খ্যাত; ইহা যবদ্বয়বৎ স্থূল। এই ত্বক্ ভগন্দর বিদ্রধি ও অর্শোরোগের উৎপত্তিস্থান। উক্ত সপ্ত ত্বকের মিলিত স্থৌল্য, বিংশতিতম-ভাগোন ছয় যব অর্থাৎ পাঁচ যব এবং এক যবের বিংশতিভাগের ঊনিশভাগ। অঙ্গুষ্ঠো-দরেরও এই পরিমাণ, সুতরাং সমস্ত ত্বকের স্থূলতা অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্য। অবভাসিনী প্রভৃতি সাত প্রকার ত্বকের যে প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা মাংসল স্থানের ত্বকেরই জানিবে, ললাটে বা অঙ্গুল্যাদিতে যে ত্বক্ আছে, তাহাদের স্থূলতা ওরূপ নহে।

কলাস্বরূপমাহ।

স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা।
শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংশ্চ তান্ বিদুঃ॥
ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোর্যঃ ক্লেদস্ত্বধিতিষ্ঠতি।
দেহোষ্মণাভিপক্কস্তু সা কলেত্যভিধীয়তে॥
কলাঃ খল্বপি সপ্ত সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ান্তরমর্য্যাদাঃ।

সপ্ত ধাতুর আশয় অর্থাৎ আশ্রয়স্থান সাতটী; কলা সেই প্রত্যেক আশয়ের সীমা-ভূত বলিয়া কলার সংখ্যাও সাত। কলার স্বরূপ,—শরীরে রসরক্তাদি যে সপ্ত প্রকার ধাতু আছে, সেই সপ্ত ধাতুর প্রত্যেক-টির অবস্থান-স্থানের অন্তভাগে কলা নামক পদার্থ অবস্থিতি করে। সেই কলা উভয় ধাতুর সীমাস্বরূপ। কলার লক্ষণ—ধাত্বা-শয়ের সীমাভূত যে পদার্থ স্নায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ুবৎ (গর্ভবেষ্টকস্থলীসদৃশ) পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকেই কলাভাগ বলিয়া জানিবে; অর্থৎ ধাতুর যে ক্লেদ পদার্থ দেহোষ্মা দ্বারা পক্ক হইয়া ধাত্বাশয়প্রান্তে অবস্থান করে, তাহাই কলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাসং প্রথমা মাংসধরা নাম, যস্যাং মাংসে শিরাস্নায়ু-ধমনীস্রোতসাং প্রতানা ভবন্তি।
যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে শিরাদয়ঃ॥

সেই সপ্তপ্রকার কলার মধ্যে প্রথমা কলা মাংসধরা নামে অভিহিত। যে কলাধিষ্ঠিত-মাংসে শিরা স্নায়ু ধমনী ও স্রোতঃসমূহের প্রতান অর্থাৎ বিস্তার হইয়া থাকে।

অধারভূমিতে পঙ্কোদকস্থ বিসমৃণাল যেমন চতুর্দ্দিকে বিবর্দ্ধিত হয়, মাংসেও শিরাদির সেইরূপ প্রতান হইয়া থাকে। (পদ্ম প্রভৃতির ডাঁটার সাধারণ নাম বিস, সেই বিসের পঙ্কান্তর্গত অংশকে মৃণাল কহা যায়)। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রসধাতু প্রথম, রক্তধাতু দ্বিতীয়, মাংসধাতু তৃতীয়, অতএব মাংসধরা কলা তৃতীয়া না হইয়া কিরূপে প্রথমা কলা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? ইহার উত্তর—মাংস, রসাদির আধার, বলিয়া আধারত্ব-হেতু এইরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয়া রক্তধরা নাম মাংসস্যাভ্যন্তরতস্তস্যাং শোণিতং বিশেষতশ্চ শিরাসু যকৃৎপ্লীহ্নোশ্চ ভবতি।

দ্বিতীয়া কলা রক্তধরা নামে অভিহিত। রক্তধরা কলা মাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই মাংসাভ্যন্তরস্থ কলায় বিশেষতঃ যকৃৎ প্লীহা-ন্তর্গত শিরা সকলে রক্ত অবস্থান করে।

তৃতীয়া মেদোধরা নাম, মেদো হি সর্ব্বভূতানাম্
উদরস্থমণ্বস্থিষু চ মজ্জা ভবতি।
ভবতি চাত্র।
স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরাশ্রিতঃ।
অথেতরেষু সর্ব্বেষু সরক্তং মেদ উচ্যতে॥
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতে॥

তৃতীয়া কলা মেদোধরা নামে অভিহিত। মেদ প্রাণীদিগের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিতি করে। স্থূলাস্থিরঅভ্যন্তরে যে স্নেহ-পদার্থ থাকে, তাহাকে মজ্জা কহা যায়।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, মজ্জাও অস্থিতে অবস্থিতি করে, তবে কেন উহা মেদ বলিয়া অভিহিত না হয়? এই আপত্তি-খণ্ডনার্থই গদ্যোক্ত অর্থ, শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, এবং মেদ ও মজ্জার অনুকারী বলিয়া উপধাতু-বসারও স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—স্থূলাস্থিসমূহের অভ্যন্তরে যে স্নেহপদার্থ অবস্থিতি করে, তাহাকে মজ্জা এবং সূক্ষ্মাস্থি সকলে যে স্নেহপদার্থ থাকে, তাহাকে মেদ কহে। মেদ সরক্ত পদার্থ আর শুদ্ধ মাংসের যে স্নেহভাগ তাহাই বসা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা নাম, সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি।
স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥

চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা নামে খ্যাত। ইহা প্রাণিগণের সন্ধিস্থান সকলে অবস্থিতি করে। অক্ষ অর্থাৎ চক্রচ্ছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ (ধুর) তৈলাদি-স্নেহাভ্যক্ত হইলে, শকটচক্র যেমন সুন্দর কার্য্যকারী হয়, শ্লেষ্মা দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকায় সন্ধি সকলও সেইরূপ বিশিষ্ট-কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমী পুরীষধরা নাম, যান্তঃকোষ্ঠে মলমভি-বিভজতে পক্বাশয়স্থা।

যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা।
উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা॥

পঞ্চমী কলা পুরীষধরা নামে খ্যাত। যাহা পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া কোষ্ঠাভ্যন্তরে মল-পদার্থকে বিভক্ত করে, অর্থাৎ মূত্রপুরীষরূপে বিভাগ করিয়া থাকে। এই পুরীষধরা কলা যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, উণ্ডুক (মলাশয়) ও গুদ-নাড়ী প্রভৃতি সমস্ত কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা উণ্ডুক হইতে মলকে পৃথক্ করে।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম, যা চতুর্ব্বিধমপি অন্নপানমুপযুক্ত-মামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি।
অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্।
তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোষিতং পিত্ততেজসা॥

ষষ্ঠী কলা পিত্তধরা নামে খ্যাত। যাহা পিত্তস্থানে থাকিয়া আমাশয়প্রচ্যুত, পক্বাশয়-গমনার্থ উপস্থিত, পিত্তস্থানপ্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভুক্ত দ্রব্যকে ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়াদি কোষ্ঠগত তাবৎ খাদ্য পিত্ততেজে শোষিত হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে (গ্রহণীতে) পিত্তধরা কলা অবস্থিতি করে।

সপ্তমী শুক্রধরা নাম, যা সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্বশরীরব্যাপিনী।
যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ ভিষগ্বরঃ॥
দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে॥
কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাৎ তৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥

সপ্তমী কলা শুক্রধরা নামে কথিত। ইহা প্রাণিগণের সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। দৃষ্টান্ত—দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে যেমন ঘৃত এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড় অবস্থিতি করে, মনুষ্যদিগের সর্ব্বশরীরে শুক্রও তেমনি অবস্থান করিয়া থাকে। শুক্রের ক্ষরণমার্গ—প্রসন্নমনা হইয়া সানন্দে স্ত্রীসঙ্গম করিলে হর্ষহেতু সর্ব্বদেহাশ্রিত শুক্র, বস্তিদ্বারে

অধোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুল অন্তরে মূত্র-মার্গে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে ক্ষরিত হয়।

গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ, তস্মাদ্ গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তবং ন দৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহতমূর্দ্ধমাগতমপরঞ্চোপচীয়মানমপরেত্যভিধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে, তস্মাদ্ গর্ভিণ্যঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি।

গর্ভিণীদগের আর্ত্তববহ স্রোতঃ সকলের মুখ গর্ভ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহাদিগে। রজোনিঃসরণ হয় না। তৎকালে সেই আ ' অধঃপ্রতিহত হইয়া অর্থাৎ মার্গ-রোধ হে নিঃসৃত হইতে না পারিয়া উর্দ্ধগত হয়। াহার অপর অংশ (এক ভাগ) উপচীয়মান হইয়া অপরা (গর্ভবেষ্টকস্থলী) নামে অভিহিত হয়; শেষ অংশ উর্দ্ধতর প্রদেশে স্তনে গিয়া উপস্থিত .হয়, তজ্জন্যই গর্ভিণীদিগের স্তন পীনোন্নত হইয়া থাকে।

অসৃজঃ শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরো মতঃ।
তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি ॥
ততোঽস্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিনঃ।
উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ ॥
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে।
যথার্থমূষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ ॥
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা।
মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
শিরাণাঞ্চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনাঞ্চ ততঃ খরঃ।
আশয্যাভ্যাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবম্ ॥

রক্ত ও শ্লেষ্মার সারভাগ পিত্তকর্ত্তৃক পচ্যমান এবং বায়ু কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া অন্ত্র গুদনাড়ী ও বস্তিরূপে পরিণত হয়। বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত অগ্নি কর্ত্তৃক পচ্যমান কফ, শোণিত ও মাংসের সারভাগ হইতে জিহ্বা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা মলবিমুক্ত স্বর্ণসারবৎ পদার্থ। পিত্তসংযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণ পূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া সেই মাংসকে পেশীর আকারে অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছাকারে পরিণত করে। তাহা-কেই পেশী কহে। বায়ু মেদের স্নেহপদার্থ দ্বারা শিরা ও স্নায়ু নির্ম্মাণ করে। মৃদুপাকে শিরা ও খরপাকে স্নায়ু জন্মিয়া থাকে। বায়ুর অভ্যাসযোগেই অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অবস্থান বশতঃই ধাত্বাদির আশয়োৎপত্তি হয়।

রক্তমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃক্কৌ, মাংসাসৃক্কফমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃষণৌ, শোণিতকফপ্রসাদজং হৃদয়ং, যদাশ্রয়া হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। অস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ। তদ্ হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানমত-স্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি।

রক্ত ও মেদের সার হইতে বৃক্ক; মাংস রক্ত কফ ও মেদ পদার্থের সার হইতে বৃষণ এবং রক্ত ও কফের সার হইতে হৃদয় জন্মে। প্রাণবহ ধমনী সকল এই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। হৃদয়ের বাম দিকে ফুস্ফুস্ ও প্লীহা; দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিত। হৃদয়ই চেতনার বিশেষ স্থান। অতএব হৃদয় তমোবৃত হইলে প্রাণি-গণ নিদ্রিত হইয়া থাকে।

আশয়াস্তু—বাতাশয়ঃ পিত্তাশয়ঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ রক্তাশয়ঃ আমাশয়ঃ পক্বাশয়ঃ মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাং গর্ভাশয়োঽষ্টম ইতি।

আশয় ৮ আটটি, যথা—বাতাশয়, পিত্তা-শয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় ও স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়।

নাভের্বিতস্তিমাত্রঞ্চ কণ্ঠদেশাৎ ষড়ঙ্গুলম্।
উরস্তু তদ্বিজানীয়াচ্ছেষে তু হৃদয়ং মতম্ ॥
উরো রক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ।
আমাশয়স্তু তদধস্তল্লিঙ্গং চরকোঽবদৎ ॥
তদ্ যথা।
নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ।
আমাশয়াদধঃ পক্বাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা।
গ্রহণী নামিকা সৈব কথিতঃ পাচকাশয়ঃ ॥
ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্বামভাগে ব্যবস্থিতঃ।
তস্যোপরি বিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ ॥
পক্বাশয়স্তু তদধঃ স এব তু মলাশয়ঃ।
তদধঃ কথিতো বস্তিঃ স হি মূত্রাশয়ো মতঃ ॥

কণ্ঠদেশ হইতে ৬ অঙ্গুলি নিম্নে ও নাভি হইতে এক বিতস্তি উর্দ্ধে যে স্থান, তাহাকে উরঃ কহে। উরোদেশ ভিন্ন অপর অংশকে হৃদয় বলে। উরঃস্থল রক্তের আশয়, রক্তা-শয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয়; শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে

আমাশয়; পণ্ডিতেরা বলেন, নাভি ও স্তনের মধ্যস্থলে আমাশয় অবস্থিত। আমাশয়ের নিম্নে ও পক্বাশয়ের ঊর্দ্ধে গ্রহণীনামে যে কলা আছে, তাহাই পাচকাশয় (পাচকপিত্তাশয়), ইহাই অগ্ন্যাশয় নামে অভিহিত। অগ্ন্যাশয় নাভির ঊর্দ্ধদেশে বামভাগে অবস্থিত। ইহার উপরে একটি ছিদ্র আছে। অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পবনাশয়, পবনাশয়ের নিম্নে পক্বাশয়, এই পক্বাশয়ই মলাশয় নামে খ্যাত অর্থাৎ পক্বাশয়ের নিম্নভাগকে মলাশয় বা উণ্ডুক কহা যায়। মলাশয়ের নিম্নে বস্তি, বস্তিই মূত্রাশয় নামে অভিহিত।

নব স্রোতাংসি (রন্ধ্রাণি)।

নেত্রশ্রবণনাসনাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে।
মুখমেহনপায়ুনামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥
দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ।
স্ত্রীণামন্যানি চ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি॥

নেত্র কর্ণ ও নাসিকায় দুই দুইটী করিয়া ছয়টি রন্ধ্র; মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশে এক একটী করিয়া তিনটী এবং মস্তকে একটি; সমুদায়ে পুরুষের এই ১০টি রন্ধ্র আছে। স্ত্রীলোক-দিগের এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে, যথা—স্তনদ্বয় ও গর্ভবর্ত্ম।

অথ স্রোতাংসি।

মনঃপ্রাণান্নপানীয়-দোষধাতূপধাতবঃ।
ধাতুনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়স্তনৌ॥
সঞ্চরন্তি হি যৈর্ম্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সঞ্জগুঃ।
বহূনি তানি সংখ্যায় শক্যন্তে নৈব ভাষিতুম্॥

মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র ও মল, এই সকল পদার্থ যে সকল মার্গ দ্বারা শরীরে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই স্রোত কহা যায়। শরীরে বহুসংখ্যক স্রোত আছে, সুতরাং তাহাদের সংখ্যাকথন অসম্ভব।

মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ।
স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনীবর্জ্জিতম্॥

হৃদয়গর্ভ হইতে যাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রসৃত এবং যাহা অভিবহনশীল অর্থাৎ মন, প্রাণ, দোষ ও ধাত্বাদি অভিবহন করে, তাহাই স্রোত। শিরাধমনীও অভিবহনশীল, কিন্তু স্রোত, শিরাধমনী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।

অথ কণ্ডরাঃ।

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্॥
চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ।
গ্রীবায়ামপি তাবত্যস্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ॥
তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবানিবন্ধনানামধোগতানাং প্ররোহো মেঢ্রঃ, পৃষ্ঠ-নিবন্ধনীনামধোভাগগতানাং বিম্বঃ (নিতম্বমণ্ডলম্), নিতম্ব মূর্দ্ধোরুবক্ষোঽংশস্তনপিণ্ডাঃ।

স্থূলতর স্নায়ু সকলকে কণ্ডরা কহে। কণ্ডরা দ্বারাই আকুঞ্চন-প্রসারণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কণ্ডরা ১৬টী, তন্মধ্যে ৪টী হস্তদ্বয়ে, ৪টী পদদ্বয়ে, ৪টী গ্রীবাতে এবং ৪টী পৃষ্ঠদেশে। হস্তপদগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নখ; গ্রীবার সহিত হৃদয়বন্ধনকারী অধোগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ লিঙ্গ; কটির সহিত পৃষ্ঠবন্ধনকারী অধোভাগগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নিতম্ব-মণ্ডল। তদ্ভিন্ন মূর্দ্ধা, ঊরু, বক্ষঃ ও বাহুমূলাদির মণ্ডলও ঊর্দ্ধভাগগত কণ্ডরার প্ররোহ জানিবে, অর্থাৎ পাদাশ্রিত ঊর্দ্ধগত চারিটী কণ্ডরার প্ররোহ ঊরুমণ্ডল; পৃষ্ঠাশ্রিত ঊর্দ্ধগত চারিটি কণ্ডারার প্ররোহ বক্ষোমণ্ডল ও স্তনমণ্ডল; হস্তাশ্রিত ঊর্দ্ধগত ৪ চারিটী কণ্ডরার প্ররোহ বাহুশির ও মস্তকপিণ্ড।

অথ জালানি ।

নিরন্তররন্ধ্রনিকরকলিতানি সমূহিতানি চ জালানীব জালানি ।

জালানি তু শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থ্যমুদ্ভবন্তি হি ।
তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ ॥

তানি মণিবন্ধগুল্ফসংশ্রিতানি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংসৃষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্ ।

অয়মর্থঃ । একস্মিন্ মণিবন্ধে একং জালং শিরায়াঃ, অপরং স্নায়োঃ, তৃতীয়ং মাংসস্য, চতুর্থমস্থ্নঃ; এবং চত্বারি জালানি । এতেনেতরমণিবন্ধগুল্ফৌ চ ব্যাখ্যাতৌ । গবাক্ষিতং বিরচিতং নিরন্তরজালাকাররন্ধ্রনিকরপরিকলিতমিত্যর্থঃ ।

শিরাদি কোন পদার্থ ওতপ্রোতভাবে অর্থাৎ টানাপড়েনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, ঘন ঘন ছিদ্রসমূহবিশিষ্ট জালবৎ যে আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জাল কহা যায় । শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থি এই চারিটী পদার্থের জাল উৎপন্ন হয় । ঐ শিরাদি প্রত্যেক পদার্থের চারিটী চারিটী করিয়া সমুদায়ে ষোলটী জাল হইয়া থাকে । এই সকল জাল মণিবন্ধদ্বয় ও গুলফদ্বয় সংশ্রিত, পরস্পর নিবদ্ধ, পরস্পর সংসৃষ্ট ও পরস্পর গবাক্ষিত (রন্ধ্রীকৃত), এই মণিবন্ধ-গুল্ফ-সংশ্রিত জাল দ্বারাই সমস্ত শরীর গবাক্ষিত অর্থাৎ নিরন্তর জালাকার রন্ধ্রবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । ইহার অর্থ এই,—এক একটী মণিবন্ধে ও এক একটী গুল্ফে একটী করিয়া শিরাজাল, একটী করিয়া স্নায়ুজাল, একটী করিয়া মাংসজাল ও একটী করিয়া অস্থিজাল ; সুতরাং সমুদায়ে ষোলটী জাল অবস্থিত আছে এবং সেই জাল দ্বারাই শরীর গবাক্ষিত হইয়া রহিয়াছে ।

অথ কূর্চ্চাঃ ।

কূর্চ্চাঃ স্যুর্হস্তয়োর্দ্বৌ তু তাবন্তৌ পাদয়োরপি ।
গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেঽপি ষট্ স্মৃতাঃ ॥
কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থিপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥

কূর্চ্চ ছয়টী । যথা—দুই হস্তে ২টী, দুই পদে দুইটী, গ্রীবায় একটী ও লিঙ্গে একটী । কূর্চ্চও শিরা স্নায়ু মাংস এবং অস্থি হইতে উৎপন্ন হয় । কুঁচীর ন্যায় বলিয়া ইহাদিগকে কূর্চ্চ কহে ।

অথ রজ্জবঃ ।

পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ ।
চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়োজনম্ ॥

পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে চারিটি (অর্থাৎ দুইটী বাহ্য ও দুইটী আভ্যন্তর মাংসরজ্জু আছে, তাহাদের দ্বারা মাংস-পেশী সকলের বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয় ।

অথ সেবন্যঃ ।

সেবন্যঃ সপ্ত তাসাস্তু ভবেয়ুঃ পঞ্চ মস্তকে ।
একা শেফসি জিহ্বায়ামেকা বিধ্যেন্ন তাঃ কচিৎ ॥

সেবনী ৭টী । যথা—মস্তকে পাঁচটী, লিঙ্গে একটী ও জিহ্বাতে একটী । কদাচ সেবনী বিদ্ধ করিবে না । সেলাই করা স্থানের ন্যায় আকৃতি বলিয়া ইহার নাম সেবনী ।

অথ সংঘাতাঃ ।

চতুর্দ্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাঃ । তেষাং ত্রয়ো গুল্ফজানু-বঙ্ক্ষণেষু । এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ । ত্রিক-শিরসোরেকৈকঃ । অত্র তু ত্রিকপদেন বাহুগ্রীবাস্থি-ত্রয়সংঘাতস্ত্রিক উচ্যতে ।

অস্থিসংঘাত চতুর্দ্দশটি । যথা—দুই গুল্ফে দুইটী, দুই জানুতে দুইটী, দুই বঙ্ক্ষণে দুইটী, দুই মণিবন্ধে দুইটী, দুই কূর্পরে দুইটী ও দুই কক্ষে (বগলে) দুইটী, এই ১২টী এবং ত্রিকে একটী ও মস্তকে একটী ; সমুদায়ে এই ১৪ টী অস্থিসংঘাত । এ স্থলে ত্রিকপদে বাহুদ্বয় ও গ্রীবাস্থির সন্ধিস্থল বুঝিতে হইবে ।

অথ সীমন্তাঃ।

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সংঘাতাঃ সীবিতা যৈস্তু সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সীমন্ত চতুর্দ্দশটি। যে সকল অস্থি দ্বারা অস্থিসংঘাত সকল সীবিত থাকে, তাহাদিগকে সীমন্ত কহে। অস্থিসংঘাত চতুর্দ্দশটী, সুতরাং তাহাদের সংযোজক সীমন্তও চতুর্দ্দশসংখ্যক।

অথাস্থ্নাং সংখ্যামাহ।

শল্যতন্ত্রেঽস্থিখণ্ডানাং শতত্রয়মুদাহৃতম্।
তান্যেবাত্র নিগদ্যন্তে তেষাং স্থানানি যানি চ॥
সবিংশতিশতন্ত্বস্থ্নাং শাখাসু কথিতং বুধৈঃ।
পার্শ্বয়োঃ শ্রোণিফলকে বক্ষঃপৃষ্ঠোদরেষু চ॥
জানীয়াদ্ ভিষগেতেষু শতং সপ্তদশোত্তরম্।
গ্রীবায়ামূর্দ্ধগাং বিদ্যাদস্থ্নাং ষষ্টিং ত্রিসংযুতাম্॥

শল্যতন্ত্রে অস্থিখণ্ড তিন শত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই সকল অস্থিখণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। হস্তে ও পদে ১২০ একশত বিংশতি খণ্ড, পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিফলকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে ও উদরে ১১৭ একশত সতর খণ্ড, এবং গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৬৩ ত্রিষষ্টি খণ্ড অস্থি আছে জানিবে।

তানি শাখাগতান্যাহ।

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ, পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাস্তদাধারভূতমেকমস্থি এবং ষট্, কূর্চ্চে দ্বে, গুল্ফে দ্বে, পার্ষ্ণাবেকং, জঙ্ঘায়োর্দ্বে, জানুন্যেকমূরাবেকম্, এবং ত্রিংশদেকস্মিন্ সক্থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

এক একটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া সমুদায়ে ১৫টী অস্থি খণ্ড; পাঁচটি অস্থিশলাকা ও তাহাদের আধারভূত এক খানি অস্থিখণ্ড, পদতলে এই ৬ খানি; এবং কূর্চ্চে দুই খানি, গুল্ফে দুই খানি, পার্ষ্ণিদেশে এক খানি, জঙ্ঘায় দুই খানি, জানুতে এক খানি ও উরুতে ১ খানি অর্থাৎ ১টী পদে সমুদায়ে ত্রিশ খানি অস্থি থাকে। হস্তের অস্থিসংখ্যাও এইরূপ জানিবে। সুতরাং দুই পদে ও দুই হস্তে অস্থির সংখ্যা ১২০ একশত বিংশতি।

অথ পার্শ্বাদিগতান্যাহ।

পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েঽপ্যেবং, শিশ্নভাগে চ একং, গুদে একং, নিতম্বয়োরেকৈকং, ত্রিকে একং, বক্ষস্যষ্টৌ, পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ, অক্ষকসংজ্ঞে দ্বে।

এক পার্শ্বে ৩৬ খানি, অপর পার্শ্বে ৩৬ খানি * লিঙ্গ বা যোনিদেশে এক খানি, গুহ্যদেশে এক খানি, দুই নিতম্বে দুই খানি, ত্রিকস্থানে এক খানি, বক্ষঃস্থলে আট খানি, পৃষ্ঠদেশে ত্রিশ খানি এবং দুই বাহুশিরে দুই খানি।

অথগ্রীবোর্দ্ধগতান্যাহ।

গ্রীবায়াং নব, কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি, হন্বোরেকৈকং, দন্তাঃ দ্বাত্রিংশৎ, নাসায়াং ত্রীণি, তালুন্যেকং, গণ্ডয়োরেকৈকং, কর্ণয়োরেকৈকং, ভ্রুবোরেকৈকং, শিরসি ষট্।

গ্রীবায় ৯, কণ্ঠনালীতে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্ত ৩২, নাসায় ৩, তালুতে ১, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, ভ্রূদ্বয়ে ২ এবং মস্তকে ৬ খানি অস্থিখণ্ড আছে।

এতান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি, তানি যথা—
তরুণানি কপালানি রুচকানি ভবন্তি হি।
বলয়ানীতি তানি স্যুর্নলকানি চ কানিচিৎ॥

এই সকল অস্থি পাঁচ প্রকার, যথা—তরুণ, কপাল, রুচক, বলয় ও নলক।

* এক এক পার্শ্বে ৩৬ খানি করিয়া উভয় পার্শ্বে যে ৭২ খানি অস্থিসংখ্যা ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ১২ খানি করিয়া ২৪ খানি। কারণ এক এক খানি অস্থিই পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও সম্মুখ এই তিন দিকেই অবস্থিত বলিয়া এক এক খানিকে তিন তিন খানি করিয়া গণনা করা হইয়াছে।

তেষাং স্থানান্যাহ।

অক্ষিকোষশ্রুতিঘ্রাণ-গ্রীবাসু তরুণানি চ ॥
শিরঃশঙ্খকপোলেষু তাল্বংসপ্রোথজাদিষু।
কপালানি ভবন্ত্যেষু দন্তেষু রুচকানি চ ॥
পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু।
পাদয়োর্বলয়ানি স্যুর্নলকানি ব্রুবেঽধুনা ॥
হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চে চ মণিবন্ধকে।
বাহুজঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানি তু ॥

অক্ষিকোষ, কর্ণ, নাসিকা ও গ্রাবাস্থিত অস্থিকে তরুণাস্থি; মস্তক, শঙ্খ, কপোল, তালু, স্কন্ধ ও প্রোথ (পাছা) এই সকল স্থানের অস্থিকে কপাল; দন্তাস্থিকে রুচক; হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, জঠর, পায়ু (গুহ্য) ও পদদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয়; এবং হস্তপদাঙ্গুলি, কূর্চ্চ, মণিবন্ধ, বাহু ও জঙ্ঘাদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে নলক কহিয়া থাকে।

অথাস্থ্নাং প্রয়োজনমাহ।

মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন দীর্য্যন্তে পতন্তি চ ॥

শিরা ও স্নায়ু দ্বারা মাংস সকল অস্থিতে নিবদ্ধ থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া মাংস সকল দেহ হইতে খসিয়া পড়ে না।

সন্ধয়ঃ।

সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ।
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া হি স্থিরা বুধৈঃ ॥

সন্ধি দুই প্রকার—চেষ্টাবান্ ও নিশ্চেষ্ট। হস্ত, পদ, হনু ও কটি এই সকল স্থানের সন্ধি চেষ্টাবান্, অবশিষ্ট সন্ধি সকল নিশ্চেষ্ট।

কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়োদ্বে শতে দশ।
শাখাসু তেঽষ্টষষ্টিশ্চ কোষ্ঠে ত্বেকোনষষ্টিকাঃ ॥
গ্রীবায়া উর্দ্ধদেশে তু ত্র্যশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রথমং পরিগণ্যন্তে তেষু শাখাগতা ইহ ॥

দেহিদিগের দেহে ২১০ টি সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্তে ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯ ও গ্রাবার উর্দ্ধদেশে ৮৩। এস্থলে হস্তপদের সন্ধি প্রথমে পরিগণিত হইতেছে। যথা—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে তে চতুর্দ্দশ। গুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণেষ্বেকৈকঃ। এবং সপ্তদশৈকস্মিন্ সক্‌থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। এবমষ্টষষ্টিঃ শাখাসু। ত্রয়ঃ কটিকপালেষু, চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে, তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ, অষ্টাবুরসি এবমেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে। অষ্টৌ গ্রীবায়াং, ত্রয়ঃ কণ্ঠে, নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমফুস্‌ফুসনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ, দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু, একঃ কণ্ঠেমণৌ (ঘুণ্টিকেতি প্রসিদ্ধে), নাসিকায়াঞ্চ একঃ, দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ, গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকঃ, দ্বৌ হনুসন্ধৌ, দ্বাবুপরিষ্টাদ্ ভ্রুবোঃ, দ্বৌ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ, পঞ্চ শিরঃকপালেষু, একো মূর্দ্ধনীতি।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে (বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন) তিনটি করিয়া ১২টি, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি, সমুদায়ে ১৪ টি; গুল্‌ফে ১টি; জানুতে ১টি ও বঙ্ক্ষণে ১টি; এইরূপে একটি পায়ে ১৭টি সন্ধি থাকে। সুতরাং দুই পায়ে ৩৪টি। হাতেও এইরূপ ১৭টি করিয়া ৩৪টি সন্ধি আছে। অতএব শাখায় অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ৬৮টি সন্ধি থাকে। কটীর কপালাস্থিতে ৩টী, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪টি, উভয় পার্শ্বে ২৪টি, বক্ষঃস্থলে ৮টি, এইরূপে কোষ্ঠে ৫৯ টি সন্ধি থাকে। গ্রাবাতে ৮টি, কণ্ঠে অর্থাৎ গলনলিকায় ৩টি, এবং হৃদয় ক্লোম ও ফুস্‌ফুস্ নিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮টি, দন্তমূলে ৩২ টি, কণ্ঠমণি অর্থাৎ গলঘুণ্টিকায় ১টি, নাসিকাতে ১টি, নেত্রসংশ্রিত বর্ত্মমণ্ডলে ২টি এবং গণ্ড কর্ণ ও শঙ্খদেশে এক একটি, সুতরাং দুই গণ্ডে ২টি, দুই কর্ণে ২টি, ও দুই শঙ্খে ২টি। হনুসন্ধিতে ২টি, ভ্রূর উপরিভাগে ২টি, শঙ্খের উপরিভাগে ২টি, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫টি এবং মূর্দ্ধায় ১টি। এই ৮৩টি সন্ধি গ্রাবার উর্দ্ধভাগে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত দেহে ২১০ টি সন্ধি আছে।

এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধা ভবন্তি। তে যথা—
কোরোদূখলসামুদ্গাঃ প্রতরস্তুণসেবনী।
কাকতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শঙ্খাবর্ত্তোঽষ্ট সন্ধয়ঃ ॥

* কোরঃ গর্ত্তঃ, কলিকেত্যন্যে। উদূখলঃ প্রসিদ্ধঃ। সামুদ্গাঃ সম্পুটঃ, সমুদ্গ এব সামুদ্গঃ; স্বার্থে অণ্। প্রতরত্যনেনেতি প্রতরো বেলকঃ। তুণস্ত তূণীরস্য সেবনী স্যূতিস্তুণসেবনী। কাকতুণ্ডং কাকমুখম্। মণ্ডলং প্রসিদ্ধম্। শঙ্খস্যাবর্ত্তঃ শঙ্খাবর্ত্তঃ। এতে যথানামপ্রকৃতয়ঃ সন্ধয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ।

আকৃতিভেদে ঐ সকল সন্ধি অষ্টবিধ। যথা কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তূণ-সেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। কোর অর্থাৎ গর্ত্ত; যাহা গর্ত্তাকার, তাহাকে কোর কহে, কেহ কেহ ইহাকে কলিকা (তদাকৃতি) কহিয়া থাকেন। উদূখল ইহা প্রসিদ্ধ, সকলেই জানেন। সামুদ্গ অর্থাৎ সম্পুট, যাহা ঠোঙ্গার ন্যায়। প্রতর অর্থাৎ বেলক, যাহা দ্বারা অস্থি খেলিতে পারে। তূণ-সেবনী অর্থাৎ তূণীর সেলাইএর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কাকতুণ্ড—কাকমুখসদৃশ। মণ্ডল—গোলাকার। শঙ্খাবর্ত্ত—শঙ্খের আবর্ত্তবৎ।

এষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবঙ্ক্ষণদন্তেষু উদূখলাঃ। অংশপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োস্ত প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তূণসেবন্যঃ। হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ। কণ্ঠহৃদয়ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ। শিরঃশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরে কোর সন্ধি; কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ ও দন্তে উদূখল সন্ধি; স্কন্ধপীঠ, গুদ (গুহ্য), ভগ ও নিতম্বে সামুদ্গ সন্ধি; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর সন্ধি; শির ও কটীর কপালাস্থিতে তূণ-সেবনী সন্ধি; হনুদ্বয়ে কাকতুণ্ড সন্ধি; কণ্ঠ হৃদয় ও ক্লোম নাড়ীতে মণ্ডল সন্ধি; শির ও শৃঙ্গাটকে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি অবস্থিত।

অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশীস্নায়ুশিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

এস্থলে কেবল অস্থি সকলেরই সন্ধি পরিকীর্ত্তিত হইল। পেশী স্নায়ু ও শিরাসমূহের সন্ধি অসংখ্য, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না।

স্নায়বঃ।

স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহমাংসাস্থিমেদসাম্।
সন্ধীনামপি যৎ তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ॥

স্নায়ু দ্বারা দেহের মাংস অস্থি মেদ ও সন্ধি সকলের বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং ইহা শিরা অপেক্ষা সুদৃঢ় পদার্থ।

স্নায়ুসংখ্যামাহ।

শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্।
তাসাং বিবরণং ক্রমাৎ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ॥
শাখাসু ষট্শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতা॥

মানবদেহে ৯০০ শত স্নায়ু আছে, তাহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হস্তে ও পদে ৬০০ শত, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে ৭০ সংখ্যক স্নায়ু অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ।

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ ষট্ তাস্ত্রিংশৎ; তাবত্য এব তলকূর্চ্চগুল্ফেষু; তাবত্য এব জঙ্ঘায়াং; দশ জানুনি; চত্বারিংশদূরৌ; দশ বঙ্ক্ষণে; এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন্ সক্থনি ভবন্তি, এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ছয় ছয়টি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলিতে ৩০টি; তল কূর্চ্চ ও গুল্ফ দেশে ৩৪টি, জঙ্ঘাতে ৩০টি, জানুতে ১০টি উরুদেশে ৪০টি, বঙ্ক্ষণে ১০টি, এইরূপে ১৫০টি স্নায়ু এক পায়ে থাকে। অপর পায়েও ১৫০ দেড়শত, এবং হস্তদ্বয়েও দেড়শত করিয়া ৩০০ স্নায়ু আছে। সুতরাং দুই পাদে ও দুই হস্তে সমুদায়ে ৬০০ স্নায়ু অবস্থিত।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ।

ষষ্টিঃ কট্যাম্, অশীতিঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বয়োঃ ষষ্টিঃ, উরসি ত্রিংশৎ।

কটিদেশে ৬০, পৃষ্ঠে ৮০, পার্শ্বদ্বয়ে ৬০ এবং বক্ষোদেশে ৩০ সংখ্যক স্নায়ু আছে।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ।

ষট্ত্রিংশদ্ গ্রীবায়াং, মূর্দ্ধ্নি চতুস্ত্রিংশৎ। এবং নব স্নায়ুশতানি ব্যাখ্যাতানি।

গ্রীবাতে ৩৬ ও মস্তকে ৩৪ সংখ্যক স্নায়ু আছে। এই প্রকারে ৯০০ স্নায়ু ব্যাখ্যাত হইল।

অথ পেশ্যঃ।

মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চ শতানি হি।
তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ॥
কোষ্ঠে ষড়ুত্তরা ষষ্টিঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধগাস্তাস্ত্র চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মনুষ্যের মাংসপেশী ৫০০ পাঁচ শত। তন্মধ্যে দুই হস্তে ও দুই পায়ে ৪০০, কোষ্ঠে ৬৬, গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৪০ সংখ্যক পেশী অবস্থিত।

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ, দশ প্রপদে, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্টা দশ, গুল্ফতলয়োর্দশ, গুল্ফজান্বোরন্তরে বিংশতিঃ, জানুনি পঞ্চ, উরৌ বিংশতিঃ, বঙ্ক্ষণে দশ, এবমেকস্মিন্ সক্থনি শতং ভবতি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলে ১৫; প্রপদে ১০; পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০; পাদতলে ও গুল্ফদেশে ১০; গুল্ফ ও জানুর মধ্যে ২০, জানুতে ৫, উরুতে ২০ এবং বঙ্ক্ষণদেশে ১২; সমুদায়ে ১০০ পেশী এক পায়ে অবস্থিত আছে। সুতরাং দুই পায়ে ২০০ শত পেশী। হস্তদ্বয়েরও পেশীর সংখ্যা ও অবস্থান ঠিক পদদ্বয়ের ন্যায় জানিবে অর্থাৎ প্রত্যেক হস্তে এক এক শত করিয়া ঐরূপে ২০০ দুই শত পেশী আছে।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ।

তিস্রঃ পায়ৌ, একা মেঢ্রে, সেবন্যামেকা, বৃষণয়োর্দ্বে, স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ, বস্তিমূর্দ্ধনি দ্বে, উদরে পঞ্চ, নাভ্যামেকা, পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টা উভয়তঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ, পার্শ্বয়োঃ ষট্, দশ বক্ষসি, অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত, দ্বে হৃদয়ামাশয়য়োঃ, ষট্ যকৃৎপ্লীহোণ্ডুকেষু।

পায়ুদেশে (গুহ্যে) ৩, মেঢ্রে ১, সেবনীতে ১, মুষ্কদ্বয়ে ২, দুই নিতম্বে পাঁচটি করিয়া ১০টি, বস্তিশিরে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘাকৃতি পাঁচটি করিয়া ১০টি, পার্শ্বদ্বয়ে ৬টি, বক্ষঃস্থলে ১০টি, বাহুশির ও স্কন্ধের চতুর্দ্দিকে ৭টি, হৃদয় ও আমাশয়ে ২টি এবং যকৃৎ প্লীহা ও উণ্ডুক প্রত্যেক স্থানে দুই দুইটি করিয়া ৬টি। এই ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে অবস্থিত।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ।

গ্রীবায়াং চ তস্রঃ, হন্বোরষ্টৌ, একৈকা কাকলকগলয়োঃ, দ্বে তালুনি, একা জিহ্বায়াম্, ওষ্ঠয়োর্দ্বে, ঘোণায়াং দ্বে, দ্বে নেত্রয়োঃ, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ, কর্ণয়োর্দ্বে, চতস্রো ললাটে, একা শিরসীত্যেবমেতানি পঞ্চ পেশীশতানি।

গ্রীবাতে ৪, হনুস্থানে ৮, কণ্ঠমণিতে ১, গলদেশে ১, তালুতে ২, জিহ্বায় ১, ওষ্ঠদ্বয়ে ২, নাসিকায় ২, নেত্রদ্বয়ে ২, গণ্ডদ্বয়ে ৪, কর্ণদ্বয়ে ২, ললাটে ৪ এবং মস্তকে ১; এই ৩৪টি, পেশী গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত।

শিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ॥

শিরা স্নায়ু অস্থিপর্ব্ব ও সন্ধি সকল পেশী দ্বারা সংবৃত থাকে। তজ্জন্যই ইহারা বলবান্ হয়।

স্ত্রীণান্ত বিংশতিরধিকা। যথা—গর্ভাশয়ে তিস্রঃ, গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিতাঃ শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ, যোনাভ্যন্তরতো মুখাশ্রিতে প্রসৃতে দ্বে, যোনাবেব বস্তিগর্ভে স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিতে বর্ত্তুলে (যোনিকর্ণিকে যাবৎ) দ্বে, স্তনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ, যৌবনে তাসাং পরিবৃদ্ধির্ভবতি।

স্ত্রীলোকদিগের উক্ত পাঁচ শত পেশীর অধিক আর ২০টি পেশী আছে। যথা—গর্ভাশয়ে ৩টি, গর্ভচ্ছিদ্রসংস্থিত শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিনী ৩টি, যোনির অভ্যন্তরমুখে প্রসৃত ২টি, যোনির বহির্ম্মুখে যোনিপথের উভয়পার্শ্বস্থ কর্ণিকাদ্বয়ে দুইটি এবং স্তনদ্বয়ে পাঁচটি করিয়া দশটি পেশী আছে; এই দশটি পেশী যৌবনকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্ যাঃ প্রোক্তা মেহনমুষ্কজাঃ।
স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতা হি তাঃ॥

গয়দাসস্ত্বাহ।

স্ত্রীণাং মাংসপেশ্যস্ত্রিভির্হীনানি পঞ্চশতানি।

তথা চ ভোজঃ।

পঞ্চপেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধি ভূমিপ।
অতশ্চ তিস্রো হীয়ন্তে স্ত্রীণাং শেফসি মুষ্কয়োঃ॥

পুরুষদিগের লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে যে ৩টি পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লিঙ্গ ও কোষের অভাবে সেই ৩টি পেশী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু গয়দাস ও ভোজের মতে স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বোক্ত পাঁচ শত পেশীর মধ্যে ঐ ৩টি পেশী কম।

অথ মর্ম্মাণি।

সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ু-সন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ।
মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥

শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস ও অস্থি ইহাদের সম্পাতস্থানকে মর্ম্ম কহে। সেই মর্ম্মস্থানেই জীবের জীব বিশেষরূপে অবস্থিতি করে।

তেষাং সংখ্যামাহ।

সপ্তোত্তরশতং সন্তি দেহে মর্ম্মাণি দেহিনাম্।
তান্যেকাদশ মাংসে স্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তি হি॥
সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ূনাংসপ্তবিংশতিঃ।
[illegible]ত্বারিংশৎ তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি তত্র তু॥
[illegible]শতিঃ সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে।
[illegible] কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধ[illegible] তু সপ্তত্রিংশন্মতানি হি॥

মনুষ্যদেহে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে মাংসমর্ম্ম ১১টি, অস্থিমর্ম্ম ৮টি, সন্ধিমর্ম্ম ২০টি, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭টি এবং শিরামর্ম্ম ৪১টী; এই ১০৭টি মর্ম্মের ২২টি পদদ্বয়ে, ২২টি হস্তদ্বয়ে, ১২টি বক্ষঃস্থলে ও কুক্ষিদেশে, ১৪টি পৃষ্ঠে এবং ৩৭টি গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত।

তান্যেতানি পঞ্চবিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা—সদ্যঃপ্রাণহরাণি, কালান্তরপ্রাণহরাণি, বিশল্যঘ্নানি, বৈকল্যকরাণি, রুজাকরাণীতি।

সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুর্ম্মর্ম্মাণ্যেকোনবিংশতিঃ।
মর্ম্মদেশাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্যুঃ কালান্তরমারকাঃ॥
চত্বারিংশচ্চ চত্বারি বৈকল্যং জনয়ন্তি হি।
মর্ম্মাষ্টকং রুজাকারি বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্॥

মর্ম্ম পাঁচ প্রকার। যথা—সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তরপ্রাণহর, বিশল্যঘ্ন, বৈকল্যকর ও রুজাকর। যে মর্ম্ম আহত হইলে সদ্য (৭ দিনের মধ্যে) প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে সদ্যঃপ্রাণহর; যে মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে কালান্তরপ্রাণহর; যে মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত হইবা মাত্র প্রাণত্যাগ হয়, কিন্তু শল্য যতক্ষণ নিহিত থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, সেই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম; যে মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা জন্মে, তাহাকে বৈকল্যকর মর্ম্ম এবং যে মর্ম্ম আহত হইলে বিশেষ বিশেষ রুজা (যন্ত্রণা) উপস্থিত হয়, তাহাকে রুজাকর মর্ম্ম কহে।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম ১৯টি; কালান্তরপ্রাণহর মর্ম্ম ৩৩টি; বৈকল্যকর মর্ম্ম ৪৪টী, রুজাকর মর্ম্ম ৮টী; এবং বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম ৩টী।

সদ্যোমারকাণি মর্ম্মাণি।

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরাগুদম্।
হৃদয়ং বস্তিনাভী চ সদ্যো ঘ্নন্তি হতানি চেৎ॥

শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, কণ্ঠশিরা, গুদ, হৃদয়, বস্তি ও নাভি, এই সকল মর্ম্ম আহত

হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হয়। শৃঙ্গাটকাদি সদ্যোমারক মর্ম্ম সকলের অবস্থান লিখিত হইতেছে।

শৃঙ্গাটকানি।

ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখাণাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানং তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুল প্রমাণানি, হতানি সন্তি সদ্যোমারকাণি ভবন্তি।

নাসিকা কর্ণ নেত্র ও জিহ্বা, ইহাদের সন্তর্পক শিরা-সমূহের মুখ, মস্তকের মধ্যে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে যে চারিটী শিরামর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক মর্ম্মের পরিমাণ চারি অঙ্গুল। সেই স্থান আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অধিপতিঃ।

মস্তকস্থাভ্যন্তরোপরিষ্টাচ্ছিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তঃ স একঃ। সন্ধিমর্ম্মেদমর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং সদ্যোমারকম্।

মস্তকের অভ্যন্তরে উপরিভাগে শিরা ও সন্ধির যে সংযোগস্থান, যাহার বহির্ভাগে রোমাবর্ত্ত আছে, তাহাকে অধিপতি কহে। অধিপতি সন্ধিমর্ম্ম, ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল। ইহা সদ্যোমারক।

শঙ্খৌ।

ভ্রুবোরন্তোপরি কর্ণললাটয়োর্ম্মধ্যে তৌ দ্বৌ, অস্থিমর্ম্মণী সার্দ্ধাঙ্গুলে মারকে।

ভ্রূপ্রান্তদ্বয়ের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে শঙ্খনামক দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে। তাহা সদ্যোমারক।

কণ্ঠশিরা শিরামাতৃকা।

গ্রীবায়া উভয়পার্শ্বয়োশ্চতস্রশ্চতস্রঃ শিরাস্তা অষ্টৌ শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি সদ্যোমারকাণি।

গ্রীবার উভয় পার্শ্বে যে চারিটি চারিটি করিয়া আটটি শিরা আছে, তাহারা শিরামর্ম্ম, সেই শিরামর্ম্মের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি, তাহারা সদ্যোমারক।

গুদমর্ম্ম।

গুদং প্রসিদ্ধম্ একং মাংসমর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে গুদ নামক যে নাড়ী আছে, তাহাই গুদমর্ম্ম। ইহা চারি অঙ্গুল পরিমিত মাংসমর্ম্ম। গুদমর্ম্ম, সদ্যোমারক।

হৃদয়ম্।

স্তনয়োর্ম্মধ্যমামাশয়দ্বারমেকং শিরামর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আমাশয়ের যে দ্বার আছে, তাহাই হৃদয়মর্ম্ম ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ চারি অঙ্গুল, হৃদয়মর্ম্ম সদ্যোমারক।

বস্তিমর্ম্ম।

বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটী-গুদবঙ্ক্ষণশেফসাম্।
মধ্যে বস্তিস্তনুত্বক্ চ একদ্বারো হ্যধোমুখঃ॥
স্নায়ুমর্ম্মেদং চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুদ, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যস্থলে বস্তি (মূত্রাশয়) অবস্থিত, ইহার চর্ম্ম পাতলা, দ্বার একটি এবং মুখ অধোদিকে। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম, চতুরঙ্গুলপরিমিত ও সদ্যোমারক।

নাভিমর্ম্ম।

নাভিঃ প্রসিদ্ধা। শিরামর্ম্মেদং চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি কি সকলেই জানেন, ইহা শিরামর্ম্ম, চারি অঙ্গুলি পরিমিত, সদ্যোমারক।

কালান্তরপ্রাণহরাণি মর্ম্মাণি।

বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ত-তলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ।
বৃহত্যৌ পার্শ্বয়োঃ সন্ধী কটীকতরুণে চ যে।
নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু॥

বক্ষোমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, বৃহতী, পার্শ্বসন্ধি, কটীক, তরুণ ও নিতম্ব, এই সকল মর্ম্ম কালান্তরপ্রাণহর।

বক্ষোমর্ম্মাণি।

স্তনমূলস্তনরোহিতাপলাপাপস্তম্ভাঃ এতানি বক্ষোমর্ম্মাণি কালান্তরমারকানি।

স্তনমূলদ্বয়, স্তনরোহিতদ্বয়, অপলাপদ্বয় ও অপস্তম্ভদ্বয়, এই আটটী বক্ষোমর্ম্ম। ইহারাই কালান্তরমারক।

স্তনমূলে।

স্তনমূলে স্তনয়োধরস্তাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ দ্বে শিরামর্ম্মণী, কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনমূলমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ কফপূর্ণ হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

স্তনরোহিতে।

স্তনরোহিতে স্তনয়োরুপরি দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ দ্বে মাংসমর্ম্মণী, রক্তপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনরোহিতমর্ম্ম নামে অভিহিত। সেই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ শোণিতপূর্ণ হওয়ায় কালান্তরে মৃত্যু হয়।

অপলাপৌ।

অপলাপৌ অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বয়োরুপরি দ্বে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, রক্তেন পূযতাং গতেন কালান্তরমারকে।

স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে, পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা অপলাপ। ইহা আহত হইলে পূয হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

অপস্তম্ভৌ।

অপস্তম্ভৌ উভয়তোরসো নাড্যৌ বাতবহে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে।

বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বস্থ বাতবহ নাড়ীদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত স্থান অপস্তম্ভমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই শিরামর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায় কাস ও শ্বাস রোগে রোগির কালান্তরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সীমন্তাঃ।

সীমন্তাঃ শিরসি পঞ্চ সন্ধয়ঃ সন্ধিমর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি উন্মাদভয়চিত্তবিনাশৈঃ কালান্তরমারকাঃ।

মস্তকে যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহাদিগকে সীমন্তমর্ম্ম কহে। এই সীমন্ত নামক সন্ধিমর্ম্ম সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। এই সীমন্তমর্ম্ম আহত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তলানি।

তলানি [মধ্যাঙ্গুলিমনুক্রম্য হস্তস্য মধ্যং তলম্, এবমপরস্য হস্তস্য পাদয়োশ্চ। চত্বারি তলানি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি রুজাভিঃ কালান্তরমারকাণি।

মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রে হস্ততলের মধ্যভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত স্থান তলমর্ম্ম

নামে অভিহিত। এই তলমর্ম্ম চারিটি ; যথা—দুই হস্ততলে দুইটি ও দুই পদতলে দুইটি। তলমর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ক্ষিপ্রাণি।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যং ক্ষিপ্রম্। তচ্চ হস্তয়োর্দ্বে, পাদয়োর্দ্বে, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্যাক্ষেপকেণ কালান্তরমারকাণি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত ক্ষিপ্র নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। সেই ক্ষিপ্রমর্ম্ম চারিটি। যথা—দুই হস্তে দুইটি, দুই পদে দুইটি। ক্ষিপ্রমর্ম্ম আহত হইলে আক্ষেপরোগ উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ প্রকোষ্ঠয়োর্মধ্যে দ্বে, জঙ্ঘয়োর্মধ্যে দ্বে এবং চত্বারি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি; শোণিতক্ষয়েণ কালান্তরমারকাণি।

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ও প্রত্যেক জঙ্ঘার মধ্যস্থলে এক একটি করিয়া যে চারিটি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহা ইন্দ্রবস্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রবস্তির পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

বৃহত্যৌ।

বৃহত্যৌ স্তনমূলাদুভয়তঃ সপৃষ্ঠবংশং যাবৎ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলাবৃত্তে; শোণিতাতিপ্রবৃত্তৈরুপদ্রবৈঃ কালান্তরমারকে।

স্তনমূল হইতে ঠিক সমসূত্রে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, সেই মর্ম্মদ্বয়ই বৃহতী-মর্ম্ম নামে অভিহিত। বৃহতীমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অতিশয় রক্তস্রাব হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

পার্শ্বসন্ধী।

পার্শ্বসন্ধী জঘনপার্শ্বয়োঃ সন্ধী শিরামর্ম্মণী; অর্দ্ধাঙ্গুলে শোণিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

উভয় জঘন ও উভয় পার্শ্বের সন্ধিস্থলে যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই পার্শ্ব-সন্ধিমর্ম্ম। এই মর্ম্ম আহত হইলে কোষ্ঠ রক্ত-পূর্ণ হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কটীকতরুণে।

কটীকতরুণে ত্রিকসন্ধানে উভয়তঃ শ্রোণিকাণ্ডং লক্ষ্যীকৃত্যাশ্রিতে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুবিবর্ণরূপং কৃত্বা কালান্তরমারকে।

ত্রিকস্থানের (মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তের) নিকটে উভয় দিকে শ্রোণিকাণ্ডে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই কটীকতরুণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু রোগী পাণ্ডু ও বিবর্ণ হইয়া কালান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিতম্বৌ।

নিতম্বৌ প্রসিদ্ধৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ; অধঃ-কায়শোষেণ দৌর্ব্বল্যেন চ কালান্তরমারকৌ।

নিতম্ব কি তাহা সকলেই জানেন, এই নিতম্বদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটী অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই নিতম্বমর্ম্ম নামে কথিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অধঃকায়ের শোষ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়ায় কালা-ন্তরে প্রাণ-বিয়োগ হয়।

বৈকল্যকরাণি।

লোহিতাক্ষাণিজানূর্ব্বী-কূর্চ্চাবিটপকূর্পরাঃ।
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে॥
অংসাংসফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণে তথা।
বৈকল্যকরণাস্ত্বাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ॥

লোহিতাক্ষ, আণি, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দর, কক্ষধর, বিধুর, কৃকা-

টিকা, অংস, অংসফলক, অপাঙ্গ, নীলা, মন্যা, ফণ ও আবর্ত্ত, ইহারা বৈকল্যকর মর্ম্ম। ইহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

লোহিতাক্ষাণি।

উর্ব্ব্যা উর্দ্ধমধো বঙ্ক্ষণসন্ধেরূরুমূলে লোহিতাক্ষং নাম। তচ্চ দ্বে বাহ্বোঃ, দ্বে উর্ব্বোঃ, এবং তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি; তত্র শোণিতক্ষয়েণ পক্ষাঘাতঃ সক্থিসাদো বা।

উর্ব্বী নামক মর্ম্মের উপরে এবং বঙ্ক্ষণ-সন্ধির নিম্নে লোহিতাক্ষ নামক বৈকল্যকর মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। লোহিতাক্ষমর্ম্ম ৪টী। যথা—দুই বাহুতে ২টী, দুই উরুতে ২টী। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হওয়ায় পক্ষাঘাত বা পায়ের অবসাদ হইয়া থাকে।

আণয়ঃ।

আণয়ঃ জানুন উর্দ্ধম্ উভয়োঃ পার্শ্বয়োস্ত্র্যঙ্গুলম্ একস্মিন্ জানুনি দ্বে, অপরস্মিন্ দ্বে, এবং চত্বারঃ, তানি স্নায়ুমর্ম্মাণি অর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি; তত্র শোথাভিবৃদ্ধিঃ সক্থিস্তম্ভশ্চ।

জানুদ্বয়ের তিন আঙ্গুল উর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত এক একটী করিয়া চারিটি আণি নামক বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত শোথ ও পায়ের স্তব্ধতা হয়।

জানুনী।

জানুনী জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধৌ সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র খঞ্জতা।

জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থানে দুই অঙ্গুল পরিমিত জানু নামক বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জতা (খোঁড়া) হয়।

উর্ব্ব্যঃ।

উর্ব্ব্যঃ দ্বে উর্ব্বোর্মধ্যে, দ্বে প্রগণ্ডয়োর্মধ্যে, এবং চতুস্রঃ শিরামর্ম্মাণি একাঙ্গুলপ্রমাণা বৈকল্যকারিণ্যঃ; তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্থিবাহ্বোঃ শোষঃ।

উরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটী এবং প্রগণ্ড-(কনুই হইতে বগল পর্য্যন্ত)-দ্বয়ের মধ্যে দুইটী, সমুদয়ে চারিটী শিরামর্ম্ম আছে, এই শিরা-মর্ম্ম উর্ব্বী নামে অভিহিত। ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিত-ক্ষয় হেতু পায়ের ও বাহুর শোষ হইয়া থাকে।

কূর্চ্চাঃ।

পাদয়োরঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে দ্বয়োরূর্দ্ধমধশ্চ এবং চত্বারঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি বৈকল্যকরাণি; তত্র পাদয়োর্ভ্রমণবেপনৌ ভবতঃ। (ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্টাদুভয়তঃ কূর্চ্চো নাম)।

পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্থাৎ ক্ষিপ্রমর্ম্মের উর্দ্ধ ও অধোদিকে এক একটী করিয়া চারিটী বৈকল্যকর কূর্চ্চ নামক স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পাদ-ভ্রমণ (পা ঘুরিয়া যাওয়া) ও পাদকম্প হয়।

বিটপে।

বিটপে দ্বে বঙ্ক্ষণবৃষণয়োর্মধ্যে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা।

বঙ্ক্ষণ (কুঁচকিস্থান) ও বৃষণ-(অণ্ড-কোষ)-দ্বয়ের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমিত বিটপ নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহা আহত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রাল্পতা হয়।

কূর্পরৌ।

কূর্পরৌ কফোনিজৌ দ্বৌ সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ; তত্র বাহুমধ্যে সঙ্কোচঃ।

কনুই দ্বয়ে দুই অঙ্গুলি পরিমিত কূর্পর নামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, ইহা আহত হইলে বাহুর সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

কুকুন্দরে।

কুকুন্দরে নিতম্বকূপকে দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়স্য চেষ্টোপঘাতশ্চ।

নিতম্বকূপে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কুকুন্দরমর্ম্ম নামে অভিহিত। দুই নিতম্বে দুইটী কুকুন্দর। ইহা আহত

হইলে স্পর্শশক্তির লোপ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি হইয়া থাকে।

কক্ষধরে।

কক্ষধরে বক্ষঃকক্ষকয়োর্ম্মধ্যে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র পক্ষাঘাতঃ।

বক্ষঃ ও কক্ষা (বগল) এই উভয়ের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমিত কক্ষধর নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম দুই দিকে আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

বিধুরে।

বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাধির্য্যম্।

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত বিধুরমর্ম্ম নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাধির্য্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয়।

কৃকাটিকে।

কৃকাটিকে শিরোগ্রীবয়োরুভয়তঃ সন্ধী দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র শিরঃকম্পঃ।

মস্তক ও গ্রীবার সন্ধি স্থলে উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কৃকাটিকা নামে অভিহিত। কৃকাটিকামর্ম্ম আহত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

অংসৌ।

অংসৌ স্কন্ধৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহুস্তম্ভঃ।

অংসে অর্থাৎ স্কন্ধদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহাই অংসমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়।

অংসফলকে।

অংসফলকে পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিকসম্বন্ধে (গ্রীবায়াম্ অংসদ্বয়স্য চ সংযোগো যত্র তৎ ত্রিকম্) অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহ্বোঃ শূন্যতা শোষশ্চ।

পৃষ্ঠের উপরিভাগে মেরুদণ্ডে যে ত্রিকসন্ধি আছে (গ্রীবার যে স্থানে স্কন্ধদ্বয়ের সংযোগ হইয়াছে), সেই ত্রিকসন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই অংসফলকমর্ম্ম নামে কথিত। সেই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুদ্বয়ের শূন্যতা ও শোষ উপস্থিত হয়।

অপাঙ্গৌ।

অপাঙ্গৌ নেত্রয়োরন্তৌ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা।

নেত্রদ্বয়ের প্রান্তকে অপাঙ্গ কহে, সেই অপাঙ্গই অপাঙ্গমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্যকর অপাঙ্গ নামক শিরামর্ম্মদ্বয় অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। ইহা আহত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত হয়।

নীলে মন্যে চ।

নীলে মন্যে চ কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ, দ্বে নীলে দ্বে মন্যে। তত্র একা মন্যা একা নীলা একস্মিন্ পার্শ্বে, অন্যা মন্যা অন্যা নীলা অপরস্মিন্ পার্শ্বে। দ্বে দ্বে শিরামর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র মূকতা বিকৃতস্বরতা রসাগ্রাহিতা চ।

কণ্ঠনালীর উভয় দিকে চারিটি ধমনী আছে, তাহাদের দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা। এক পার্শ্বে একটি নীলা ও একটি মন্যা, অপর পার্শ্বে একটি নীলা ও একটি মন্যা আছে। নীলা কণ্ঠনালীর দিকে, মন্যা গ্রীবার দিকে অবস্থিত। এই ধমনীচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে দুই অঙ্গুল পরিমিত যে চারিটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই নীলামর্ম্ম ও মন্যামর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্যকর চারিটি মর্ম্ম আহত হইলে মূকতা, স্বরের বিকৃতি ও রসগ্রহণ শক্তির নাশ হয়।

ফণে।

ফণে ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্তরতঃ শিরামর্ম্মণী বৈকল্যকরে; তত্র গন্ধাজ্ঞানম্।

নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই ফণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়।

আবর্ত্তৌ।

আবর্ত্তৌ ভ্রুবোরুপরিনিম্নয়োঃ সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতশ্চ।

ভ্রূর উপরে ও নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই আবর্ত্তমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির উপঘাত হয়।

রুজাকরাণি।

গুল্‌ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ তথা কূর্চ্চশিরাংসি চ।
রুজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্॥

দুইটি গুল্‌ফ, দুইটি মণিবন্ধ এবং চারিটি কূর্চ্চশিরঃ, এই আটটি রুজাকর মর্ম্ম। ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

গুল্‌ফমর্ম্ম।

গুল্‌ফৌ ঘুণ্টিকে সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ; তত্র রুজা পাদস্তম্ভঃ খঞ্জতা বা।

ঘুণ্টিকা অর্থাৎ গুল্‌ফদ্বয়ে দুই অঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি রুজাকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই গুল্‌ফমর্ম্ম নামে খ্যাত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় যন্ত্রণা, পাদস্তম্ভ বা খঞ্জতা জন্মে।

মণিবন্ধৌ।

মণিবন্ধৌ হস্তপ্রকোষ্ঠসন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ; তত্র হস্তয়োঃ ক্রিয়ারাহিত্যম্।

হস্ত ও প্রকোষ্ঠের মধ্যে মণিবন্ধ (কব্জি) নামক স্থানে দুই অঙ্গুল পরিমিত পীড়াকর যে মর্ম্ম আছে, তাহাই মণিবন্ধমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা আহত হইলে হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়।

কূর্চ্চশিরাংসি।

কূর্চ্চশিরাংসি পাদসন্ধেরধঃ উভয়তঃ, একস্মিন্ পাদে দ্বে, দ্বে চ দ্বিতীয়ে এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যেকাঙ্গুলানি রুজাকরাণি; তত্র রুজা শোকশ্চ।

পাদসন্ধির (গুল্‌ফসন্ধির) নিম্নে উভয় দিকে এক একটি করিয়া এক অঙ্গুল পরিমাণে যে দুইটি পীড়াদায়ক স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম এক পায়ে দুইটি অপর পায়ে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি। ইহা আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়।

বিশল্যঘ্নানি।

উৎক্ষেপৌ স্থাপনী চৈব বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্॥

উৎক্ষেপমর্ম্ম দুইটী এবং স্থাপনীমর্ম্ম একটি, সমুদায়ে তিনটি বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম।

উৎক্ষেপৌ।

উৎক্ষেপৌ শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ যাবৎ। স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ। তয়োর্বিদ্ধয়োঃ সশল্যো জীবেৎ পাকাৎ পতিতশল্যো বা; উদ্ধৃতশল্যস্তু ম্রিয়েত। অতএব বিশল্যমুদ্ধৃতশল্যং হন্তীতি বিশল্যঘ্নম্।

শঙ্খদ্বয়ের উপরে কেশ স্থান পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই উৎক্ষেপ নামক বিশল্যঘ্নমর্ম্ম। এই মর্ম্ম শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইলে যতক্ষণ তাহাতে শল্য থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, শল্য উদ্ধৃত হইলেই মরিয়া যায়, কিন্তু যদি বিদ্ধস্থান পাকাতে শল্য আপনা হইতে খসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বাঁচে। বিশল্য অর্থাৎ উদ্ধৃতশল্য ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করে বলিয়া এই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্নমর্ম্ম কহে।

স্থাপনীমর্ম্ম।

স্থাপনীমর্ম্ম. একা ভ্রুবোর্মধ্যে-শিরামর্ম্মৈদম্ অর্দ্ধাঙ্গুলং বিশল্যঘ্নম্।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্থাপনী নামক বিশল্যঘ্ন শিরামর্ম্ম অবস্থিত। প্রবিষ্ট শল্য ইহা হইতে উদ্ধৃত হইলে প্রাণবিয়োগ হয়।

মর্ম্মবেধনফলমাহ।

সপ্তরাত্রান্তরে হন্যুঃ সদ্যঃপ্রাণহরাণি হি।
কালান্তরপ্রাণহরং পক্ষে মাসে চ মারকম্॥

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হয়। কালান্তর-প্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহরন্ত্বান্তে বিদ্ধং কালেন মারয়েৎ।
কালান্তরে প্রাণহরমন্তে বিদ্ধন্তু দুঃখদম্॥

যে সকল মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর, তাহারা যদি অন্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সদ্যঃ প্রাণ-নাশ না করিয়া কালান্তরে অর্থাৎ এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে প্রাণসংক্ষয় করে। আর যাহারা কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্ম, তাহারা যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কালা-ন্তরমারক না হইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা মূর্চ্ছন্তিকায়ে বিবিধানরাণাম্
প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি বৈদ্যেন যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ

যে সকল রোগ মানবগণের মর্ম্মস্থান আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা বৈদ্যকর্ত্তৃক সযত্নে চিকিৎসিত হইলেও অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

অথ শিরামাহ।

সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥

সন্ধিবন্ধনকারিণী এবং দোষ ও ধাতু-বাহিনী সমস্ত শিরা নাভিতে সম্বদ্ধ। তাহারা সেই নাভি হইতে শাখা প্রশাখা দ্বারা সর্ব্বা-য়বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শরীরং সকলৈস্তচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।
প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ॥

জলপ্রণালী দ্বারা যেমন উদ্যানের বৃক্ষ সকল পরিপুষ্ট হয়, কুল্যা অর্থাৎ কৃত্রিম খাত দ্বারা যেমন ক্ষেত্রের ধান্য সকল বর্দ্ধিত হয়, ঐ সকল শিরা দ্বারাও সেইরূপ সমস্ত শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

প্রসারণাকুঞ্চনাদি-ক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ।
শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু॥

মনুষ্যশরীরে সাত শত শিরা আছে। সেই শিরা দ্বারাই সতত দেহের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

যথা ক্রমদলে সাক্ষাদ্ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ।
তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলাঃ শিরাঃ॥

বৃক্ষপত্রে শিরা সকল যেমন সেবনী হইতে শাখা প্রশাখা দ্বারা সর্ব্বাবয়বে প্রতত হইয়া থাকে, দেহির দেহে শিরা সকলও সেইরূপ ভাবে অবস্থিতি করে।

নাভিস্থাঃ প্রণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥

প্রাণিগণের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভ্যা-বরক শিরাসমূহে অবস্থিত। (শিরাসমূহের প্রাণ-ধারকত্ব শক্তি বিশেষরূপে আছে বলিয়াই এস্থলে শিরাসমূহকে প্রাণ বলিয়া উদ্দেশ করা হইয়াছে।) নাভিও সেই প্রাণকে অর্থাৎ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া আছে। চাকার নাভি যেমন অর অর্থাৎ পাখি সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত, মনুষ্যের নাভিও সেইরূপ শিরাসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে।

তদ্ যথা—তাসাং খলু মূলশিরাশ্চত্বারিংশৎ। তাসাং দশ বাতবহাঃ, দশ পিত্তবহাঃ, দশ শ্লেষ্মবহাঃ, দশ রক্ত-বহাঃ। তাসাং খলু বাতবহানাং বাতস্থানগতানাং সপঞ্চ-সপ্ততিশতানি ভবন্তি। তাবত্য এব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থান-

গতাঃ, শ্লেষ্মবহাস্তাঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ, রক্তবহাঃ যকৃৎ-প্লীহগতাঃ। এবং শিরাঃ সপ্তশতানি ভবন্তি।

শরীরে যে সাত শত শিরা আছে, তাহাদের মূল শিরা ৪০টী। তাহাদের ১০ টি বাতবহ, ১০টী পিত্তবহ, ১০টি শ্লেষ্মবহ এবং ১০টি রক্তবহ। বাতস্থানগত বাতবহ ঐ ১০টি মূলশিরা শাখা প্রশাখা দ্বারা ১৭৫ সংখ্যক এবং পিত্তস্থানগত পিত্তবহ ১০ টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক; শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহ ১০টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক; ও যকৃৎ প্লীহা গত রক্তবহ ১০টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক অর্থাৎ ৪০টি মূলশিরা হইতে সমুদয়ে ৭০০ সংখ্যক শিরা হইয়াছে।

তত্র বাতবহা একস্মিন্ সক্থনি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্থিবাহ্বু চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ, তাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাদিসংশ্রিতা অষ্টৌ, দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্ পৃষ্ঠে, তাবত্য এব উদরে, দশ বক্ষসি, একচত্বারিংশৎ জত্রুণ ঊর্দ্ধং—তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, চতস্রঃ কর্ণয়োঃ, নব জিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াম্, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবং বাতবহানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। এবং বিভাগঃ পিত্তবহানামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবহা নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে, এবং রক্তবহা অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং, কর্ণয়োর্দ্বে। এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি।

প্রত্যেক পায়ে ২৫টি করিয়া ৫০ টি, এবং প্রত্যেক হাতেও ২৫টি করিয়া ৫০টি বায়ুবহ শিরা আছে। কোষ্ঠদেশে ৩৪টি, তন্মধ্যে নিতম্বদ্বয়ে, গুহ্যে ও লিঙ্গে ৮টি, দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া ৪টি, পৃষ্ঠদেশে ৬টি, উদরে ৬টি এবং বক্ষঃস্থলে ১০টি। জত্রুর উর্দ্ধভাগে ৪১টি, তন্মধ্যে গ্রীবাতে ১৪ টি, কর্ণদ্বয়ে ৪টি, জিহ্বায় ৯টি, নাসিকায় ৬টি এবং নেত্রদ্বয়ে ৮ টি। এইরূপে ১৭৫টি বাতবহ শিরা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এইরূপ বিভাগানুসারে পিত্তবহ শ্লেষ্মবহ ও রক্তবহ শিরা সকলও দেহে অবস্থিত আছে। তবে বিশেষ এই, পিত্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ১০টি ও কর্ণদ্বয়ে ২টি; রক্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ৮টি ও কর্ণদ্বয়ে ৪টি এবং শ্লেষ্মবহ শিরা গ্রীবাদেশে ১৬ টি ও কর্ণদ্বয়ে ২টি, ইহাদের এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ৭০০ শত শিরার বিষয় কথিত হইল।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্॥

"ক্রিয়াণাং" প্রসারণাকুঞ্চনাদীনাম্ "অমোহং বুদ্ধিকর্ম্মাণাং" বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাম্। মনসঃ বুদ্ধেশ্চ স্বে স্বে বিষয়ে জ্ঞানং করোতীত্যর্থঃ। "অন্যান্ গুণান্" রসাদিব্যাপনদ্বারা শরীরপোষণাদীন্।

যদা তু কুপিতো বায়ুঃ শিরাঃ স্বাঃ প্রতিপদ্যতে॥
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত বায়ু শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে; বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞানোৎপাদন করে; তদ্ভিন্ন রসাদি-পরিচালন দ্বারা শরীরের পোষণাদি ক্রিয়া সকল করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বায়ু কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিলে বাতজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাস্বশিরাশ্চরৎ॥

"অরোগতাং" পৈত্তিকরোগানুৎপত্তিম্। "অন্যান্ গুণান্" মেধাবুদ্ধিদর্শনাদীন্।

যদা তু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত পিত্ত শরীরের ঔজ্জ্বল্য, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি এবং মেধা বুদ্ধি ও দর্শনাদি গুণ সকল উৎপাদন করে, কিন্তু ঐ পিত্ত কুপিত হইয়া যখন স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শরীরে নানাবিধ পিত্তজনিত রোগ আনয়ন করিয়া থাকে।

স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্।

"অরোগতাং" শ্লৈষ্মিকরোগানুৎপত্তিম্। "অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্।

যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত শ্লেষ্মা শরীরের

চিক্কণতা, সন্ধি সকলের দৃঢ়তা, শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎপত্তি এবং বলপুষ্ট্যাদি গুণ সকল উৎপাদন করে। কিন্তু শ্লেষ্মা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে।

ধাতুনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্।
স্বশিরাসু চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি॥
"অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্।
যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত রক্ত, ধাতুসমূহের পূর্ণতা, দেহের সুন্দর বর্ণ, স্পর্শজ্ঞানের পটুতা এবং শরারের বল-পুষ্ট্যাদি গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু রক্ত যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন রক্ত-দুষ্টিজনিত বিবিধ রোগ আনয়ন করে।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ।
পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ।
অসৃগ্বহাস্তু তা রক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ॥

বাতবহ শিরাসমূহ বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহা দেখিতে অরুণবর্ণ। পিত্তবহ শিরা সকল উষ্ণস্পর্শ এবং তাহা নীলবর্ণ। কফ-বহ শিরা সকল শীতস্পর্শ শুক্লবর্ণ ও কঠিন। রক্তবহ শিরা সকল নাত্যুষ্ণ নাতিশীতল ও রক্তবর্ণ হয়।

অথ ধমন্যঃ।

ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া।
দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্মৃতাঃ॥

তত্রোর্দ্ধগাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিত-ক্ষুতহসিতকথিতরুদিতগীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ, তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ। অষ্টাভিঃ শব্দরসরূপগন্ধান্ গৃহ্লাতি পুরুষঃ। দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাং জাগর্ত্তি, দ্বে চাশ্রুবাহিন্যৌ, দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ, স্তন-সংশ্রিতে তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ; তাস্ত্বেতাস্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ। এতাভি-রূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাবাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

ধমনী নাভিদেশে উৎপন্ন, তাহা ২৪টি। তন্মধ্যে ১০টি ঊর্দ্ধগামী, ১০টি অধোগামী এবং ৪টি তির্য্যগ্‌গামী।

ঊর্দ্ধগত ১০টি ধমনী দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের পরিগ্রহ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস জৃম্ভা হাঁচী হাস্য বাক্যকথন ও রোদনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ধমনী ১০টি নাভি হইতে হৃদয়ে গিয়া তথায় তিন তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হই-য়াছে। এই ৩০টী ধমনীর মধ্যে ১০টী ধমনী বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ও রসকে বহন করে অর্থাৎ ইহাদের দুইটী ধমনী বায়ুকে, দুইটী ধমনী পিত্তকে, দুইটী কফকে, দুইটী রক্তকে এবং দুইটী রসকে বহন করিয়া থাকে; এই-রূপে ৮টী ধমনী শব্দ রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণ করে। দুইটী দ্বারা বাক্যকথন, দুইটী দ্বারা শব্দনিঃসারণ, দুইটী দ্বারা নিদ্রা, দুইটী দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ, দুইটী দ্বারা অশ্রুবহন, স্ত্রীলোকের স্তনাশ্রিত দুইটী দ্বারা স্তন্যবহন, এবং ঐ দুইটী ধমনী দ্বারা পুরুষের শুক্রবহন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই যে ৩০টী ধমনী ব্যাখ্যাত হইল, ইহাদের দ্বারাই নাভির উপরিস্থিত উদর পার্শ্ব পৃষ্ঠ বক্ষঃ স্কন্ধ গ্রাবা ও বাহু ধৃত এবং চালিত হইয়া থাকে।

অধোগতাঃ প্রাহ।

অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ। তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ। দ্বে অন্নবহে অন্ত্রাশ্রিতে, দ্বে তোয়বহে, দ্বে বস্তিগতে মূত্রবহে, দ্বে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, দ্বে তদ্বিসর্গায়, তে এব নারীণাম্ আর্ত্তবং প্রাদুর্ভাবয়তঃ বিসৃজতশ্চ। দ্বে স্থূলান্ত্র-প্রতিবদ্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্বেদমপতর্পয়ন্তি; এতাস্ত্রিংশৎ। এতাভিরধো নাভেঃ

পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষবস্তিগুদমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

অধোগত ধমনী ১০টী বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ও আর্ত্তবাদি বহন করে। এই ১০টী ধমনী নাভি হইতে পিত্তাশয়ে গিয়া তথায় তিন তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎ-সংখ্যক হইয়াছে। এই ৩০টী ধমনীর মধ্যে ১০টী ধমনী বাত পিত্ত কফ শোণিত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ ইহাদের দুইটী বায়ুকে, দুইটী পিত্তকে, দুইটী কফকে, দুইটী শোণিতকে এবং দুইটী রসকে বহন করিয়া থাকে। অন্ত্রাশ্রিত দুইটী ধমনী অন্নকে ও দুইটী জলকে, বস্তিগত দুইটী মূত্রকে বহন করে, দুইটী শুক্রের উদ্ভব ও দুইটী শুক্রের ক্ষরণ করে এবং তাহারাই স্ত্রীদিগের ঋতু শোণিতের উদ্ভব ও ঋতু-শোণিতের ক্ষরণ করিয়া থাকে। স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধ দুইটী ধমনী পুরীষকে নিঃসারণ করে। এবং অবশিষ্ট ৮টি তির্য্যগ্‌গত হইয়া স্বেদকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে। এই ৩০টী ধমনী দ্বারা নাভির অধঃস্থিত পক্বাশয় কটী মূত্র পুরীষ বস্তি গুহ্য লিঙ্গ ও সক্থি ধৃত এবং চালিত হয়।

তির্য্যগ্‌গতাঃ প্রাহ।

তির্য্যগ্‌গতানান্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে, তাস্ত্বসংখ্যেয়াস্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং* বিবদ্ধমাততঞ্চ; তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি, যৈঃ স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ। তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্বান্তঃ প্রবেশয়ন্তি। তৈরেব স্পর্শং সুখমসুখং বা গৃহ্লাতি।

তির্য্যগ্‌গত চারিটি ধমনীর এক একটি শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্যেয় হইয়াছে। সেই সকল ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীর গবাক্ষিত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ গবাক্ষে যেমন বহুসংখ্যক ছিদ্র থাকে, সেইরূপ এই দেহে ঐ শিরা সকল জালের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ঐ সকল ধমনীর মুখ রোমকূপে প্রতিবদ্ধ। ইহাদের দ্বারা স্বেদ অভিবাহিত এবং অভ্যন্তরে রস ও বাহিরে ত্বক্ সন্তর্পিত হয়। আর অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও আলেপন, ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা ত্বকে পক্ব হইয়া তাহাদের বীর্য্য ইহাদের দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এবং ইহাদের দ্বারাই কর্ম্মাত্মা সুখজনক বা অসুখজনক স্পর্শ প্রতীতি করেন।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥

যেমন পদ্মের মৃণালে ও বিসে স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, ধমনীর অভ্যন্তরেও সেইরূপ ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। (পদ্মনালের পঙ্কস্থ নিম্ন ভাগকে মৃণাল এবং উপরিভাগকে বিস কহে)। (রস প্রধানভূত বলিয়া এ স্থলে রসেরই উল্লেখ হইয়াছে, অতএব অভ্যঙ্গ, পরিষেকাদির বীর্য্যও ইহাদের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।)

অথ প্রকৃতিলক্ষণমাহ।

সপ্ত প্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তথা।
সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তি ভিষজাং মতে॥
শুক্রশোণিতসংযোগে যো দোষস্তূৎকটো ভবেৎ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে॥

মনুষ্যের সপ্ত প্রকৃতি। যথা—বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতপিত্তপ্রকৃতি, পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি এবং সন্নিপাতপ্রকৃতি। শুক্র ও শোণিতের সংযোগসময়ে উহাতে বাতাদি যে দোষের আধিক্য

* গবাক্ষো বাতায়নং, যথা গবাক্ষে বহূনি ছিদ্রাণি ভবন্তি তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। বিবদ্ধমায়তম্। গবাক্ষিতং গবাক্ষাকাররন্ধ্রনিকরযুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ।

ঘটে, সেই দোষেরই প্রকৃতি হইয়া থাকে। বাতআদি প্রত্যেক প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অথ বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্।

জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রিকরঃ কৃশঃ।
শীঘ্রগো বহুবাগ্‌রূক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি।
এবংবিধঃ স বিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি জাগরূক, অল্পকেশ-বিশিষ্ট, স্ফুটিতকরচরণ, কৃশ, শীঘ্রগামী, বহুভাষী ও রূক্ষদেহ হয় এবং স্বপ্নে আকাশমার্গে গমন করে।

অথ পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্।

পিত্তপ্রকৃতিকো লোকো যাদৃশোঽথ নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্॥
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি।
এবংবিধো ভবেদ্‌যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ॥

পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা কথিত হইতেছে। পিত্তপ্রকৃতি লোকের অকালে কেশ পাকে; সে ব্যক্তি গৌরবর্ণ, ক্রোধালু, ঘর্ম্মাক্ত, বুদ্ধিমান্, বহুভোজী ও তাম্রনেত্র হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন করে।

অথ শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্।

শ্যামকেশঃ ক্ষমঃ স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি শ্যামবর্ণকেশবিশিষ্ট, কার্য্যক্ষম, স্থূলকায়, বহুবীর্য্য ও মহাবলবান্ হয় এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে।

দৃশ্যন্তে প্রকৃতৌ যত্র রূপং দোষদ্বয়স্য তু।
তাং সংসর্গেণ জানীয়াৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্॥

যে প্রকৃতিতে দুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং যাহাতে বাতাদি তিন দোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সান্নিপাতিক প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

অথ দোষবর্ণনম্।

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবঃ; তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।
নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

বায়ু পিত্ত ও কফ ইহাদের সাধারণ নাম দোষ। এই দোষত্রয়ই দেহোৎপত্তির কারণ। ইহারা অবিকৃত থাকিলে যথাক্রমে দেহের অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকিয়া দেহকে ধারণ করে। যেরূপ স্তম্ভত্রয় দ্বারা গৃহ ধৃত হয়, তদ্রূপ ইহাদের দ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শরীরের একটী নাম ত্রিস্থূণ। ইহারা বিকৃত হইলে দেহ বিনষ্ট হয়। বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্ত এই চারিটী পদার্থ দ্বারাই দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কফ, পিত্ত, বায়ু ও রক্ত এই বস্তুচতুষ্টয় ভিন্ন দেহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দেহ ইহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ, পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য, আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।

অতঃপর দোষ সকলের অবস্থিতি-স্থান লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে বায়ু সামান্যতঃ শ্রোণি ও গুহ্য নাড়ীতে অবস্থিতি করে। শ্রোণি ও গুহ্যনাড়ীর উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় বর্ত্তমান আছে, সেই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তের স্থান এবং আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান।

অতঃ পরং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে দোষাঃ।

যথা—

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ।
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ॥
কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্ম্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ॥

অন্যচ্চ—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥
পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ।
শ্লেষ্মণস্তূরঃশিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ। এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাম্।

উল্লিখিত দোষ সকল প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক বায়ু স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ নামে অভিহিত হয়। যথা— উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান। কণ্ঠ-দেশে উদান, হৃদয়ে প্রাণ, নাভিদেশে সমান, গুহ্যনাড়ীতে অপান এবং দেহের সর্ব্বাংশেই ব্যান বায়ু অবস্থিতি করে।

যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, চক্ষুঃ, ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত স্থান অর্থাৎ পক্বাশয় ও আমা-শয়ের মধ্যস্থল, এই সকল স্থানে পিত্ত অব-স্থিতি করে।

বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠ, সন্ধিস্থল এবং পূর্ব্বোক্ত আমাশয়, শ্লেষ্মার স্থান। বাতাদি দোষত্রয়ের যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অবিকৃত দোষেরই জানিবে। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরের নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ।

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রূক্ষো লঘুশ্চলঃ॥

অন্যচ্চ—

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-চেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ।
সম্যগ্ গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ॥
অনুগৃহ্লাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রূক্ষো লঘুশ্চলঃ॥
খরো মৃদুর্যোগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ॥
বিভাগকরণাদ্ বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে।
পক্বাশয়কটীসক্থি-শ্রোত্রোঽস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ॥
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিতগীতাদি-প্রবৃত্তিঃ কুপিতস্য সঃ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ॥
যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্॥
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতি-সারগুল্মান্ করোতি হি॥
পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্র-শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ॥
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রমেহপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্॥
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি॥
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপ-নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্॥
প্রস্পন্দনোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ॥
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্॥

দোষ ধাতু ও মলাদি পদার্থসমূহের নেতা বায়ু, অর্থাৎ বায়ু দ্বারাই শারীরিক পদার্থ সকল স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। ইহা আশু-কারী, রজোগুণভূয়িষ্ঠ, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও গতিশীল। ইহা দ্বারা উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি, রসাদি-ধাতুপদা-র্থের গতি ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা সম্যক্‌প্রকারে সাধিত হয়। অবিকৃত বায়ু দ্বারাই হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহা খর-পদার্থ, মৃদু ও যোগবাহী অর্থাৎ তেজের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহকর এবং সোমসংশ্রয়ে শীতজনক হয়। বায়ু দ্বারাই দেহোৎপন্ন পদার্থ (আহারীয় রসাদি)

ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়। এই নিমিত্ত দোষ-ত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান। পক্বাশয়, কটী, সক্‌থি, স্রোতঃ-সমূহ, অস্থি ও স্পর্শেন্দ্রিয় এই গুলিই বায়ুর স্থান; তন্মধ্যে পক্বাশয়ই উহার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত। শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদান। উদান-বায়ু দ্বারাই শব্দোচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহা বিকৃত হইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ উপস্থিত হয়। যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস কালে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ু দ্বারাই আহারীয় দ্রব্য অন্ননালী দিয়া উদরে প্রবেশিত হয়। এই বায়ুই জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। ইহা দূষিত হইলে হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমান-বায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা পাচকাগ্নির সহিত সম্মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক এবং তজ্জাত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গুল্ম রোগ উৎপন্ন হয়। অপান-বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব (ঋতুশোণিত) অধোরেচন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুদনাড়ীসংশ্রিত বিবিধ ঘোরতর পীড়া এবং শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ করে। ইহা রসবহন ও স্বেদাদিক্ষরণ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গতি, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শরীরী-দিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই বায়ুসাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য প্রস্পন্দন (শরীরের চলন), উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ), প্রাণবায়ুর কার্য্য পূরণ (আহার দ্বারা পূর্ণ করা), সমানবায়ুর কার্য্য বিরেক অর্থাৎ রস মূত্র ও পুরীষের পৃথক্-করণ এবং অপানবায়ুর কার্য্য বেগকালে শুক্র-মূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও অবেগকালে ধারণ। বায়ুর এই পাঁচ প্রকার কার্য্য কথিত হইয়াছে। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বদেহগত রোগ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার বায়ুই যুগপৎ কুপিত হইলে যে নিশ্চয়ই দেহ বিনষ্ট করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

অথ পিত্তস্য স্বরূপমাহ।

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ॥
পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ॥
অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥
পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ॥
রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।
যৎ তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্॥
যদালোচকসংজ্ঞং তদ্ রূপগ্রহণকারণম্।
ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্॥

পিত্ত—তীক্ষ্ণ (সর্ষপ ও মরিচাদিবৎ), দ্রব, পূতি, নীল (আমাবস্থায়), পীত (নিরমাবস্থায়), উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ পিত্ত অম্ল। স্থানভেদে পিত্ত পাঁচপ্রকার। যথা—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায়, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত লোচন-দ্বয়ে এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ-ত্বকে অবস্থিতি করে। পাচক পিত্ত দ্বারা অন্নের পরিপাক এবং অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়। ইহা রস মূত্র ও মল বিরেচন করিয়া থাকে। রঞ্জক পিত্ত দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের রস রক্তে পরিণত হয়। সাধক পিত্ত দ্বারা বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক পিত্ত দ্বারা রূপদর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ভ্রাজক

পিত্ত দেহের কান্তিকারক, ইহা দ্বারা প্রলেপন ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে।

অথ শ্লেষ্মণঃ স্বরূপমাহ।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥
কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ॥
আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥
ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যা পরাণ্যপি।
অনুগৃহ্লাতি চ শ্লেষ্ম-স্থানান্যুদককর্ম্মণা॥
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতশ্চাস্তিকে যতঃ॥
যতো রসান্ বিজানীতো রসনারসনে সমৌ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ॥
শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর, ইহা বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। স্থান-ভেদে কফ পাঁচ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষণ। তন্মধ্যে ক্লেদন নামক কফ আমাশয়ে, অবলম্বন হৃদয়ে, রসন কণ্ঠে, স্নেহন মস্তকে ও শ্লেষণ কফ সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে। ক্লেদন কফ সংহত অন্নকে ক্লিন্ন এবং উদকার্য্য দ্বারা অন্যান্য কফস্থানের জলীয় শক্তি বর্দ্ধিত করে। অবলম্বন কফ দ্বারা ত্রিক (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধৃত হয়। রসন-কফ এবং রসনা (জিহ্বা) উভয়ই সৌম্য পদার্থ ও পরস্পর সন্নিহিত, এই নিমিত্ত রসন কফ ও রসনা এই উভয় দ্বারাই রসজ্ঞান হইয়া থাকে। স্নেহন কফ স্নেহপদার্থ-প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। শ্লেষণ কফ দ্বারা সন্ধি সকল সংশ্লিষ্ট থাকে।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্তবিকৃতাত্মনাম্।
স্থানিন্যপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্॥

সকলশরীরব্যাপী অবিকৃত বাতাদি দোষদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম সকল জানিবে।

অথ দোষাণাং চয়প্রকোপপ্রশমাঃ।

উষ্ণেন যুক্তা রুক্ষাদ্যা বায়োঃ কুর্ব্বন্তি সঞ্চয়ম্।
শীতেন কোপমুষ্ণেন শমং স্নিগ্ধাদয়ো গুণাঃ॥
শীতেন যুক্তাস্তীক্ষ্ণাদ্যাশ্চয়ং পিত্তস্য কুর্ব্বতে।
উষ্ণেন কোপং মন্দাদ্যাঃ শমং শীতোপসংহিতাঃ॥
শীতেন যুক্তাঃ স্নিগ্ধাদ্যং কুর্ব্বন্তি শ্লেষ্মণশ্চয়ম্।
উষ্ণেন কোপং তেনৈব গুণা রুক্ষাদয়ঃ শমম্॥

রুক্ষাদি বাতগুণ সকল, উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর চয়, শীতগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রকোপ এবং স্নিগ্ধাদি গুণ, উষ্ণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রশম করে। আর তীক্ষ্ণাদি পিত্তগুণ সকল, শীত-যুক্ত হইলে পিত্তের চয়, উষ্ণগুণযুক্ত হইলে পিত্তের প্রকোপ এবং মন্দাদি গুণ, শীতসংযুক্ত হইলে পিত্তের প্রশম করে। স্নিগ্ধাদি শ্লেষ্মগুণ সকল শীতসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার চয়, উষ্ণ-সংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং রুক্ষাদি গুণ, উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রশম হইয়া থাকে।

চয়ো বৃদ্ধিঃ স্বধাম্ন্যেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধিহেতুষু।
বিপরীতগুণেচ্ছা চ কোপস্তূন্মার্গগামিতা॥
লিঙ্গানাং দর্শনং স্বেষামস্বাস্থ্যং রোগসম্ভবঃ।
স্বস্থানস্থস্য সমতা বিকারাসম্ভবঃ শমঃ॥

নিজ নিজ স্থানে দোষদিগের যে বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম চয়। দোষের চয় হইলে দোষবর্দ্ধক হেতুতে বিদ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা হয়। (যথা—বায়ুর চয় হইলে বায়ুবর্দ্ধক রুক্ষাদিতে প্রদ্বেষ ও স্নিগ্ধাদি বাতবিপরীত গুণে অভিলাষ জন্মে। পিত্তশ্লেষ্মার পক্ষেও এইরূপ ব্যাখ্যা)। স্বস্থানস্থ চয়প্রাপ্ত দোষের অতি বৃদ্ধিহেতু যে উন্মার্গগমন অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরপ্রাপ্তি, তাহার নাম প্রকোপ। প্রকুপিত দোষ সকল নিজ নিজ প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ করে, অর্থাৎ দোষাদি-বিজ্ঞানীয়া-

ধ্যায়ে প্রভৃতিতে দোষদিগের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং যাহা পরে বলা যাইবে, সেই সকল লক্ষণই উপস্থিত করে; স্বাস্থ্যের হানি জন্মায় এবং রোগ সকল আনয়ন করে। বাতাদি দোষ, যখন সাম্যাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কোনরূপ রোগ উৎপাদন না করে, তখনই তাহার প্রশমাবস্থা জানিবে।

চয়প্রকোপপ্রশমা বায়োগ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু।
বর্ষাদিষু তু পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু॥

গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে বায়ুর চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মে বায়ুর চয়, বর্ষায় প্রকোপ ও শরৎকালে প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয় প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্লেষ্মার চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়।

অথ দোষাণাং কর্ম্মাণি।

স্রংসব্যাসব্যধস্বাপ-সাদরুক্তোদভেদনম্।
সঙ্গাঙ্গভঙ্গসঙ্কোচ-বর্ত্তহর্ষণতর্ষণম্॥
কম্পপারুষ্যসৌষির্য্য-শোষস্পন্দনবেষ্টনম্।
স্তম্ভঃ কষায়রসতা বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণোঽপি বা॥
কর্ম্মাণি বায়োঃ পিত্তস্য দাহরাগোষ্মপাকিতাঃ।
স্বেদঃ ক্লেদঃ স্রুতিঃ কোথঃ সদনং মূর্চ্ছনং মদঃ।
কটুকাম্লৌ রসৌ বর্ণঃ পাণ্ডুরারুণবর্জ্জিতঃ॥
শ্লেষ্মণঃ স্নেহকাঠিন্য-কণ্ডূশীতত্বগৌরবম্।
বন্ধোপলেপস্তৈমিত্য-শোফাপক্ত্যতিনিদ্রতাঃ॥
বর্ণঃ শ্বেতো রসৌ স্বাদু-লবণৌ চিরকারিতা।
ইত্যশেষাময়ব্যাপি যদুক্তং দোষলক্ষণম্॥
দর্শনাদ্যৈরবহিতস্তৎ সম্যগুপলক্ষয়েৎ।
ব্যাধ্যবস্থাবিভাগজ্ঞঃ পশ্যন্নার্ত্তান্ প্রতিক্ষণম্॥

সন্ধিভ্রংস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, ব্যধ (মুদগরাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া), স্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গাবসাদ, রুক্ (সততশূলবৎ বেদনা), তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ (বিদারণবৎ বেদনা), মল-মূত্রাদির অনির্গম, অঙ্গভঙ্গ (অঙ্গচূর্ণবৎ বেদনা), শিরাদির সঙ্কোচ, বর্ত্ত (পুরীষাদির পিণ্ডীকরণ), রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পারুষ্য, অস্থির সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন (কিঞ্চিচ্চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া), স্তম্ভ, কষায়স্বাদ ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ, এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

দাহ (সর্ব্বাঙ্গীণ তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাককর্ত্তৃত্ব, স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, পচন, অবসাদ, মূর্চ্ছা, মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ, এই গুলি পিত্তের কার্য্য।

স্নিগ্ধত্ব, কাঠিন্য, কণ্ডূ, শৈত্য, গৌরব, স্রোতোবন্ধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য (গাত্রের অপটুতা), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, স্বাদু ও লবণরস এবং চিরকারিতা (বিলম্বে কার্য্যনিষ্পত্তি), এই গুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

দোষদিগের অশেষরোগব্যাপী যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, তাহা, ব্যাধ্যবস্থা-নির্ণায়ক বৈদ্য, অবহিতচিত্তে দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া প্রতিক্ষণ রোগীদিগকে দর্শন করিবে।

অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশিনী।
রত্নাদিসদসজ্জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে॥

অভ্যাস অর্থাৎ মুহুর্ম্মুহুঃ চিকিৎসা-কর্ম্মে প্রবর্ত্তন বশতঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশক চিকিৎসাবিজ্ঞান জন্মে, কেবল মাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চিকিৎসাজ্ঞান হয় না। সুবর্ণ রত্নাদির ভাল মন্দ জ্ঞান যেমন পুনঃপুন দর্শন দ্বারা হইয়া থাকে, কেবল মাত্র অধ্যয়ন দ্বারা হয় না, কর্ম্মসিদ্ধিপ্রদ চিকিৎসা-জ্ঞানও তেমনি অভ্যাসবশতঃই জন্মিয়া থাকে, জানিবে।

অত ঊর্দ্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্বিগ্রহাতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়নপ্রপতনপ্রধাবনপ্রপীড়নাভিঘাত-লঙ্ঘনপ্লবনতরণ-রাত্রিজাগরণভারহরণগজতুরগরথ-

শদাতিচর্য্যা-কটুকষায়-তিক্তরূক্ষলঘু-শীতবীর্য্যশুষ্ক-শাক-বল্লূরবরকোদ্দালককোরদূষশ্যামাক-নীবারমুদ্গমসূরাঢ়ক-হরেণু-কলায়নিষ্পাবানশনবিষমাশনাধ্যশন-বাতমূত্রপুরীষ-শুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গারবাষ্পবেগবিঘাতাদিভির্বিশেষৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।
প্রত্যূষস্যপরাহ্নে চ জীর্ণেহন্নে চ প্রকুপ্যতি॥

অতঃপর যে যে কারণে দোষ সকলের প্রকোপ হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। বলবদ্বিগ্রহ (মল্লাদির সহিত বাহুযুদ্ধাদি), অতিশয় ব্যায়াম, অধিক রতিক্রিয়া, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, প্রপীড়ন, লগুড়াদি দ্বারা অভিঘাত, লঙ্ঘন (গর্ত্তাদি উৎক্রমণ), প্লবন (লাফাইয়া লাফাইয়া গমন), নদ্যাদি সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন; গজ অশ্ব ও পদ দ্বারা অতি ভ্রমণ এবং কটু তিক্ত কষায় রূক্ষ লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বোরো, উদ্দালক, কোদ, শ্যামাক ও নীবার ধান্য, মুদ্গ, মসুর, অড়হর, হরেণু, মটর, শিম এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ; উপবাস, বিষমাশন (বহুপরিমাণে, নিতান্ত অল্প পরিমাণে অথবা অকালে আহার), অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন এবং বায়ু, মূত্র, মল, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু এই সকলের উপস্থিতবেগ ধারণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হয়। বিশেষতঃ শীতকালে, মেঘ হইলে, বায়ুপ্রবাহের সময়, বর্ষাকালে, প্রত্যূষে, অপরাহ্নে ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে পর বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে।

ক্রোধশোকভয়ায়াসোপবাসবিদগ্ধমৈথুনোপগমনকট্বম্ললবণতীক্ষ্ণোষ্ণলঘুবিদাহিতিলতৈলপিণ্যাককুলত্থসর্ষপাতসীহরিতকশাকগোধামৎস্যাজাবিকমাংসদধিতক্রকূর্চ্চিকামস্তুসৌবীরকসুরাবিকারাম্লফলকট্বর্কপ্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি॥

ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রমজনক কার্য্য, উপবাস, বিদাহজনক আহারাদি, মৈথুনোপগমন; কটু অম্ল লবণ তীক্ষ্ণ লঘু ও বিদাহী দ্রব্য, তিলতৈল, তিলকল্ক, কুলত্থ কলাই, সর্ষপ, মসিনা, হরিতকশাক, গোধা মৎস্য ছাগ ও মেষ ইহাদের মাংস, দধি, তক্রকূর্চ্চিকা, দধির মাত, সৌবীর, সুরাবিকৃতি, অম্লফল এবং কট্বর্ক (সারবিশিষ্ট দধির তক্র) ভোজন; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ উষ্ণদ্রব্য দ্বারা, উষ্ণকালে, শরৎকালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে ও ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায় পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

দিবাস্বপ্নব্যায়ামালস্যমধুরাম্ললবণশীতস্নিগ্ধগুরুপিচ্ছিলাভিষ্যন্দি-হায়নকযবকনৈষধেৎকটমাষমহামাষগোধূমতিলপিষ্টবিকৃতিদধিদুগ্ধকৃশরাপায়সেক্ষুবিকারানূপৌদকমাংসবসাবিসমৃণালকশেরুকশৃঙ্গাটকমধুরবল্লীফলসমশনাধ্যশনপ্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ।
পূর্ব্বাহ্নে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি॥

দিবানিদ্রা, ব্যায়াম-রাহিত্য, আলস্য; মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও অভিষ্যন্দী (দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতের অতিশয় ক্লেদোৎপাদক দ্রব্য), হায়নক (শালিবিশেষ), যব, নৈষধ (ধান্যবিশেষ), ওকড়া, মাষকলাই, বরবটী, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (খচুড়ি), পায়স, গুড়াদি ইক্ষুবিকার এবং আনূপ ও জলচর প্রাণীর মাংস ও বসা, বিস (পদ্মমূল), মৃণাল, পানিফল, তাল, নারিকেলাদি মধুর ফল, লাউ কুমড়া প্রভৃতি লতাফল, অধিক ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন ইত্যাদি, কফপ্রকোপের কারণ। বিশেষতঃ শীতল দ্রব্য দ্বারা, শীতকালে, বসন্তকালে, পূর্ব্বাহ্নে, প্রদোষে ও আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপণৈরেব চাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধগুরুভিশ্চাহারৈর্দিবাস্বপ্ন-ক্রোধানলাতপশ্রমাভিঘাতাজীর্ণবিরুদ্ধাধ্যশনপ্রভৃতিভিরসৃক্ প্রকোপমাপদ্যতে।

যে যে কারণে পিত্ত প্রকুপিত হয়, সেই সেই কারণে রক্তও কুপিত হইয়া থাকে।

নিরন্তর দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, সূর্য্যাতপ, পরিশ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধভোজন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রকোপপ্রাপ্ত হয়।

অথাতো দোষোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতস্যাপক্রমঃ স্নেহঃ স্বেদঃ সংশোধনং মৃদু।
স্বাদ্বম্ললবণোষ্ণানি ভোজ্যান্যভ্যঙ্গমর্দ্দনম্॥
বেষ্টনং ত্রাসনং সেকো মদ্যং পৈষ্টিক-গৌড়িকম্।
স্নিগ্ধোষ্ণা বস্তয়ো বস্তি-নিয়মঃ সুখশীলতা॥
দীপনৈঃ পাচনৈঃ সিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চানেকযোনয়ঃ।
বিশেষাম্মেধ্যপিশিত-রসতৈলানুবাসনম্॥

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় (বাতাদি দোষের চিকিৎসা) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঘৃত, তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদপ্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন বিরেচনাদি), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ ও হস্তাদি দ্বারা তৈলমর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূলকাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্য, যথাবিধি স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তি-প্রয়োগ অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রথমে স্নেহপানাদি পঞ্চপ্রকার কার্য্য করণান্তর বস্তিপ্রদান, সুখস্বচ্ছন্দতা এবং অগ্ন্যুদ্দীপন ও পাচন দ্রব্য সহ সিদ্ধ তিলাদি নানাদ্রব্যের তৈল, পুষ্ট পশুর মাংস যূষ ও তৈলানুবাসন, এই সমস্ত প্রকুপিত বায়ুর বিশেষ চিকিৎসা, অর্থাৎ ইহা দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্তস্য সর্পিষঃ পানং স্বাদুশীতৈর্বিরেচনম্।
স্বাদুতিক্তকষায়াণি ভোজনান্যৌষধানি চ॥
সুগন্ধশীতহৃদ্যানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
কণ্ঠে গুণানাং হারাণাং মণীনামুরসা ধৃতিঃ॥
কর্পূরচন্দনোশীরৈরনুলেপঃ ক্ষণে ক্ষণে।
প্রদোষশ্চন্দ্রমাঃ সৌধং হারি গীতং হিমোহনিলঃ॥
অযন্ত্রণসুখং মিত্রং পুত্রঃ সন্দিগ্ধমুগ্ধবাক্।
ছন্দানুবর্ত্তিনী নারী প্রিয়া শীলবিভূষিতা॥
শীতাম্বুধারাগর্ভাণি গৃহাণ্যুদ্যানদীর্ঘিকাঃ।
সুতীর্থবিপুলস্বচ্ছ-সলিলাশয়সৈকতে॥
সাম্ভোজজলতীরান্তে কায়মানে ক্রমাকুলে।
সৌম্যা ভাবাঃ পয়ঃসর্পির্বিরেকশ্চ বিশেষতঃ॥

ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত কষায় দ্রব্য ভোজন ও মধুর তিক্ত কষায় ঔষধ সেবন, সুগন্ধ সুশীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠলম্বিত গুণনামক নানাবিধ মণিমুক্তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ, ক্ষণে ক্ষণে কর্পূর চন্দন ও বেণার অনুলেপ, সায়ংকাল, চন্দ্রমা, সুধাধবলিত গৃহ, মনোহর গান, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণামুখ মিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণাসূচক বাক্য নাই,—প্রফুল্লবদন, মধুরভাষী), অস্ফুট-মুগ্ধ-বচন শিশুসন্তান, প্রিয়া সুশীলা বিভূষিতা ও বশীভূতা স্ত্রী, শীতলজলধারাবিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা, সৌম্য ভাব, বিশেষতঃ দুগ্ধ ঘৃতের বিরেচন, এই সমস্ত, প্রকুপিত-পিত্ত-শান্তির প্রধান উপায়। রোগী নিম্নলিখিত রূপ কায়মানে অর্থাৎ তৃণ-গৃহে (খড়ো-ঘরে) অবস্থিতি করিয়া উপরি উক্ত রূপে চিকিৎসিত হইবেন। তৃণগৃহ খানি, সুন্দরঘাট-বিশিষ্ট প্রশস্ত নির্ম্মল জলাশয়ের বালুকাময় পুলিনে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ বৃক্ষে সুশোভিত এবং নিকটস্থ সলিলে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত; এইরূপ মনোহর তৃণগৃহে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন।

শ্লেষ্মণো বিধিনা যুক্তং তীক্ষ্ণং বমনরেচনম্।
অন্নং রূক্ষাল্পতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুতিক্তকষায়কম্॥
দীর্ঘকালস্থিতং মদ্যং রতিপ্রীতিঃ প্রজাগরঃ।
অনেকরূপো ব্যায়ামশ্চিন্তা রূক্ষং বিমর্দ্দনম্॥
বিশেষাদ্বমনং যূষঃ ক্ষৌদ্রং মেদোঘ্নমৌষধম্।
ধূমোপবাসগণ্ডূষা নিঃসুখত্বং সুখায় চ॥

শাস্ত্রবিধানোক্ত তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, রূক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত অন্ন, পুরাতন মদ্য, রতিকার্য্যে প্রীতি, অতি জাগরণ, নানাপ্রকার ব্যায়াম, চিন্তা, রূক্ষ মর্দ্দন, বিশেষতঃ বমন, যূষ, মধু, মেদোঘ্ন

ঔষধ, ধূম, উপবাস, গণ্ডূষ ধারণ এবং কষ্টসাধ্য মানসিক ও বাচনিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ক্লেশ, এই সমস্ত শ্লেষ্মজন্য বিকারে সুখের নিমিত্ত হয়।

উপক্রমঃ পৃথগ্ দোষান্ যোঽয়মুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ।
সংসর্গসন্নিপাতেষু তং যথাস্বং বিকল্পয়েৎ॥

বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে যে চিকিৎসা কীর্ত্তিত হইল, দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত স্থলেও সেই সেই চিকিৎসা মিলিত করিয়া কল্পনা করিবে। যথা—বায়ু ও পিত্তের পৃথক্ পৃথক্ যে যে চিকিৎসা কথিত হইল, বাতপিত্তের সংসর্গেও তাহাই মিলিত প্রয়োগ করিবে, তন্যান্য দ্বন্দ্বে ও সন্নিপাতেও এইরূপ জানিবে।

গ্রৈষ্মঃ প্রায়ো মরুৎপিত্তে বাসন্তঃ কফমারুতে।
মরুতো যোগবাহিত্বাৎ কফপিত্তে তু শারদঃ॥

বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যা-বিহিত চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে যেমন লবণ কটু অম্ল ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ ত্যাজ্য, এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেব্য, বাতপিত্তসংসর্গেও সেইরূপ প্রায় লবণাদি ত্যাজ্য ও মধুর অন্নাদি সেব্য ইত্যাদি। বাতশ্লেষ্মের সংসর্গে বসন্তঋতুচর্য্যোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদিরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কফপিত্তসংসর্গে শরৎঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মে অত্যন্ত শীতল সেবা এবং বসন্তে তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যাদি প্রয়োগ উক্ত আছে, কিন্তু ইহা অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাতপিত্ত ও বাতশ্লেষ্মা সংসর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুচর্য্যাবিহিত বিধান হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে দোষযুক্ত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে, অতএব পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্তচিকিৎসা এবং কফের সহিত স্থিত বায়ুর কফচিকিৎসা ন্যায্য। সন্নিপাতে (তজ্জেৎ সাধারণং সর্ব্বমিত্যাদি বচনানুসারে) বর্ষাঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসাই কর্ত্তব্য, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বর্ষা ঋতুতে দোষত্রয়েরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

চয় এব জয়েদ্দোষং কুপিতন্ত্ববিরোধয়ন্।
সর্ব্বকোপে বলীয়াংসং শেষদোষাবিরোধতঃ॥

চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় অর্থাৎ ছিন্ন-মূল করিবে, কোপকাল প্রতীক্ষা করিবে না। চয়কালের চিকিৎসা যেন কুপিত দোষের অবিরোধী হয়। আর সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইলে, যে দোষ বলবান্, তাহারই চিকিৎসা করিবে; সেই চিকিৎসাও যেন অবশিষ্ট প্রকুপিত দোষের প্রতিকূল না হয়।

প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ॥

যে চিকিৎসা, উপস্থিত ব্যাধির নিবারণ অথচ অন্য ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। অতএব যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তি করে, অথচ অন্য দোষের প্রকোপ না জন্মায়, তাহাই বিশুদ্ধ চিকিৎসা।

ব্যায়ামাদূষ্মণস্তৈক্ষ্ণ্যাদহিতাচরণাদপি।
কোষ্ঠাচ্ছাখাস্থিমর্ম্মাণি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ॥
দোষা যান্তি তথা তেভ্যঃ স্রোতোমুখবিশোধনাৎ।
বৃদ্ধ্যাভিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ কোষ্ঠং বায়োশ্চ নিগ্রহাৎ॥

ব্যায়াম, উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিত সেবন ও বায়ুর শীঘ্র-গামিত্ব এই হেতুচতুষ্টয়ে দোষ সকল, কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু অস্থি ও মর্ম্মস্থানে গমন করে এবং স্রোতোমুখের বিবৃতি অর্থাৎ দোষমার্গের মুখবিস্তার, দোষের বৃদ্ধি, ক্ষীরাদি অভিষ্যন্দী ভোজন ও পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক, এই সকল কারণে দোষ সকল রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে গমন করে।

তত্রস্থাশ্চ বিলম্বেরন্ ভূয়ো হেতুপ্রতীক্ষিণঃ।
তে কালাদিবলং লব্ধ্বা কুপ্যন্ত্যন্যাশ্রয়েষ্বপি॥

দোষ সকল রক্তাদি হইতে কোষ্ঠে যাইয়াই রোগোৎপাদন করিতে পারে না, কারণ অন্যস্থানে গমনহেতু তাহারা হীনশক্তিক হইয়া

যায়, সুতরাং রোগোৎপাদক হেতু হেত্বন্তর প্রতীক্ষা করে৭ অতএব উহারা যখন দেশ, কাল, দূষ্য ও অপথ্যাদি দ্বারা লব্ধবল হয়, তখনই পরকীয় স্থানে রোগোৎপাদন করিয়া থাকে।

তত্রান্যস্থানসংস্থেষু তদীয়ামবলেষু চ।
কুর্য্যাচ্চিকিৎসাং স্বামেব বলেনান্যাভিভাবিষু।
আগন্তুং শময়েদ্দোষং স্থানিনং প্রতিকৃত্য বা॥

অন্যস্থানগত দোষ সকল, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত রোগোৎপাদনে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ চিকিৎসা না করিয়া কেবল স্থানিদোষসম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যখন আগন্তু দোষ লব্ধবল হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা স্থানিদোষকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাদের স্বকীয় চিকিৎসা করিবে। কিংবা অগ্রে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া পরে আগন্তু দোষের শান্তি করিবে।

প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্।
কুর্য্যান্ন তেষু ত্বরয়া দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্॥
শময়েৎ তান্ প্রয়োগেণ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ।
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংশ্চ যথাসন্নং বিনির্হরেৎ॥

তির্য্যগ্‌গত দোষ সকল রোগিকে দীর্ঘকাল পীড়া দেয়, অতএব দেহের অগ্নি ও বলাভিজ্ঞ বৈদ্য, সত্বর হইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না; শাস্ত্রবিহিত চিকিৎসানুসারে তির্য্যগ্‌গত দোষের শান্তি করিবে, অথবা যাহাতে দেহের পীড়া না জন্মায়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। তাহারা কোষ্ঠে আনীত হইলে, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা আসন্ন পথ দিয়া অর্থাৎ যে পথ যে কোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী, সেই পথ দিয়া, তাহাদিগকে নিঃসারিত করিবে। আমস্থান, অগ্নিস্থান, পক্বস্থান, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক (মলাশয়) ও ফুস্‌ফুস্ ইহাদিগকে কোষ্ঠ কহে।

স্রোতোরোধবলভ্রংশ-গৌরবানিলমূঢ়তাঃ।
আলস্যাপক্তিনিষ্ঠীব-মলসঙ্গারুচিক্লমাঃ।
লিঙ্গং মলানাং সামানাং নিরামাণাং বিপর্য্যয়ঃ॥

স্রোতোরোধ, বলহানি, দেহভার, বায়ুর মূঢ়তা, আলস্য, অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবৃত্তি, অরুচি ও গ্লানি, এই সমস্ত সাম অর্থাৎ আমরসযুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ, ইহার বিপরীত।

উষ্মণোঽল্পবলত্বেন ধাতুমাদ্যমপাচিতম্।
দুষ্টমামাশয়গতং রসমামং প্রচক্ষতে॥

অগ্নির অল্পবলত্ব-হেতু অপাচিত এবং বাতাদি-দুষ্ট আমাশয়গত রসনামক যে প্রথম ধাতু, তাহাকেই আম কহে।

অন্যে দোষেভ্য এবাতি দুষ্টেভ্যোঽন্যোন্যমূর্চ্ছনাৎ।
কোদ্রবেভ্যো বিষস্যেব বদন্ত্যামস্য সম্ভবম্॥

অপর কতকগুলি আচার্য্যেরা বলেন যে, যেমন কোদ্রব ধান্য হইতে বিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অতি দুষ্ট দোষদিগের পরস্পর মূর্চ্ছন (মিশ্রীভাব) দ্বারা আমের সম্ভব হইয়া থাকে।

আমেন তেন সম্পৃক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতাঃ।
সামা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ॥

বাতাদিদূষিত ও আমসংযুক্ত যে দোষ ও দূষ্য পদার্থ, তাহাদিগকে সাম কহে। সেই সামদোষ দূষ্য হইতে জ্বরাদি যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারাও সাম রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাচনৈর্দীপনৈঃ স্নেহৈস্তান্ স্বেদৈশ্চ পরিষ্কৃতান্।
শোধয়েচ্ছোধনৈঃ কালে যথাসন্নং যথাবলম্॥

জ্বরাদি অধিকারোক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক পাচন এবং স্নেহন ও যথাবিধি স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা সেই আমদোষ সকল পরিষ্কৃত হইলে পর উপযুক্ত সময়ে, রোগীর বল বিবেচনা করিয়া মৃদু মধ্য বা তীক্ষ্ণ বমন-বিরেচনাদি দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে যথাসন্ন পথ দিয়া নিঃসারিত করিবে।

হস্ত্যাশু যুক্তং বক্ত্রেণ দ্রব্যমামাশয়ান্মলান্।
ঘ্রাণেন চোর্দ্ধজক্রত্থান্ পক্বাধানাদ্ গুদেন চ॥

মুখ দ্বারা পীত দ্রব্য আমাশয় হইতে, নাসা-প্রাপ্ত দ্রব্য উর্দ্ধজক্রু হইতে, গুহ্যদ্বার-প্রযুক্ত দ্রব্য পক্কাশয় হইতে মলকে আশু নিঃসারিত করে।

উৎক্লিষ্টানধ উর্দ্ধং বা ন চামান্ বহতঃ স্বয়ম্।
ধারয়েদৌষধৈর্দোষান্ বিধৃতাস্তে হি রোগদাঃ॥

বহির্গমনোম্মুখ আমদোষ সকল যদি স্বয়ং উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে বদ্ধ করিবে না, কারণ বহির্গমনোম্মুখ দোষ বিধৃত হইলে রোগকর হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তান্ প্রাগতো দোষানুপেক্ষেত হিতাশিনঃ।
বিবদ্ধান্ পাচনৈস্তৈস্তৈঃ পাচয়েন্নির্হরেত বা॥

দোষ সকল বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে হিতভোজী হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ কোন প্রকার ধারক ঔষধ না দিয়া হিতভোজন করিবে। আর দোষ সকল বিবদ্ধ (ঈষৎপ্রবৃত্ত) হইলে, যথোক্ত পাচন দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে, কিংবা তাহাদিগকে নির্গত করাইবে।

অথ ধাতবঃ।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্ন্ণাম্।
রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যদিগের দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে।

অথ রসস্য স্বরূপমাহ।

সম্যক্‌পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।
স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ॥

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপক্ব হইলে তাহা হইতে যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রস কহে। রস—দ্রবপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুররস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল।

অথ রসস্য স্থানমাহ।

সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্।
সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥

রস সর্ব্বদেহচারী হইলেও হৃদয়ই ইহার বিশেষ স্থান। কারণ ইহা সমান-বায়ু কর্তৃক প্রথমে হৃদয়েই নীত হইয়া থাকে।

আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ।
পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ॥

ঐ হৃদয়গত রস তত্রত্য ধমনীসমূহ দ্বারা গমন করিয়া প্রথমে ধাতু সকলের পোষণ করে, তৎপরে নিজ শীত স্নিগ্ধ ও পোষকত্ব গুণে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মন্দবহ্নিবিদগ্ধস্তু কটুর্বাম্লো ভবেদ্রসঃ।
স কুর্য্যাদ্ বহুলান্ রোগান্ বিষকৃত্যং করোত্যপি॥

অগ্নিমান্দ্য হেতু রস বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লভাবাপন্ন হয়। এই বিদগ্ধ রস বহুরোগের উৎপাদন এবং বিষের কার্য্য করিয়া থাকে।

অথ রক্তস্য স্বরূপমাহ।

যদা রসো যকৃদ্ যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্ রক্তসংজ্ঞকঃ॥
রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্।
স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ ভবেৎ॥

আহারজাত রস যখন যকৃতে যায়, তখন উহা তত্রত্য রঞ্জকপিত্ত দ্বারা পরিপাক ও লৌহিত্য প্রাপ্ত হইয়া রক্তসংজ্ঞা লাভ করে। রক্ত সমস্ত-শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু, চলনশীল ও মধুররস, এবং জীবনের প্রধান আধার। রক্তও বিদগ্ধ হইলে পিত্তবৎ অম্লরস হইয়া থাকে।

অথ রক্তস্য স্থানমাহ।

যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানং তয়োঃ স্থিতম্।
অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ॥

রক্তের প্রধান স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। এই স্থানদ্বয়ে থাকিয়াই ইহা অন্যস্থানস্থিত রক্তের পোষণ করিয়া থাকে।

অথ মাংসস্য স্বরূপমাহ।

শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
তদেব মাংসং জানীয়াৎ তস্য ভেদানপি ব্রুবে॥

রক্ত স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইলে, তাহা মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংসের যে প্রকারভেদ আছে, তাহাও কথিত হইতেছে।

অথ মাংসপেশীমাহ।

যথার্থমূষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা॥

যথাযথ উষ্মযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পেশীরূপে পরিণত করে। (সূত্রাকারে পরিণত মাংসগুচ্ছকে পেশী কহে।)

অথ মেদসঃ স্বরূপমাহ।

যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে।
তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণম্॥

যে মাংস স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই মেদ কহা যায়। মেদ অতীব গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর ও অতিবৃংহণ।

অথ মেদসঃ স্থানমাহ।

মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরেঽণ্বস্থিষু স্থিতম্।
অত এবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥

মেদ সর্ব্বভূতের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিতি তজ্জন্যই মেদস্বীর উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অথাস্থ্নাং স্বরূপমাহ।

মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চাতিশোষিতম্।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে স সারঃ সর্ব্ববিগ্রহে॥

মেদ স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত এবং বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইলে, তাহাকেই অস্থি কহা যায়। সর্ব্বশরীরে অস্থিই সার পদার্থ।

অথ মজ্জস্বরূপমাহ।

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো ভবেদ্ঘনঃ।
যো মেদোবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে॥

স্বকীয় অগ্নি দ্বারা অস্থি পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে যে মেদোবৎ ঘন সার পদার্থ পৃথগ্ভূত হয়, তাহাকেই মজ্জা কহা যায়।

অথ মজ্জস্থানমাহ।

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ॥

মজ্জা স্থূলাস্থির মধ্যেই বিশেষরূপে অবস্থিত করে।

অথ শুক্রস্যোৎপত্তিমাহ।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥
শুক্রস্যেতি বচনেন শুক্রং মজ্জসম্ভবমুক্তম্।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

ইমমেব সন্দেহং দূরীকর্ত্তুমাহারাদের্গতিং পরিণামঞ্চাহ,—

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ।
মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড্রসোঽপি লভেত সঃ॥

রস হইতে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি কিরূপে হয়, এই সন্দেহদূরীকরণার্থ আহারাদির গতি ও পরিণাম কথিত হইতেছে।—

আহারীয় দ্রব্য প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রথমে আমাশয়ে গমন করে। উহা ছয় রস বিশিষ্ট হইলেও তথায় গিয়া মাধুর্য্য ও ফেনভাব প্রাপ্ত হয়।

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
উদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্॥

বাহ্য অগ্নি যেরূপ স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, সমান-বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত জঠরাগ্নিও তদ্রূপ আমাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া থাকে।

আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ।
শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥
শেষং কিট্টঞ্চ যৎ তস্য তৎ পুরীষং নিগদ্যতে।
সমানবায়ুনা নীতং তৎ তিষ্ঠতি মলাশয়ে॥
মূত্রক্ষোপস্থমার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ।
অপানবায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ॥
রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥
কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ।
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ॥

ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ রস এবং সারহীন ভাগ মলদ্রব, সেই মলদ্রবের জলীয়াংশ, শিরা দ্বারা বস্তিতে নীত হয়, তাহাকেই মূত্র কহে; আর কিট্টাংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পুরীষ কহা যায়। সেই পুরীষ বায়ু দ্বারা মলাশয়ে নীত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে। পরে সেই মূত্র ও পুরীষ উপযুক্ত সময়ে অপান-বায়ু দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যথাক্রমে লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

সমান-বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস হৃদয়ে গমন করে। পরে তাহা ব্যান-বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন কুল্যা-(পয়ঃপ্রণালী)-সমূহ দ্বারা ক্ষেত্রের ওষধি সকল পুষ্ট হয়, তদ্রূপ রস দ্বারাও শরীরস্থ ধাতু সকল পুষ্ট হইয়া থাকে।

রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যন্তে ;—

স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ।
স্বং স্থূলোঽংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্॥

অয়মর্থঃ,—স্থূলোঽংশঃ স্বং যাতি যথাস্থিতস্তিষ্ঠতি। সূক্ষ্মস্ত্বংশঃ পরং দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি। তন্মলঃ রসাদিধাতুমলঃ। তন্মলং শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং যাতীত্যর্থঃ।

ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতো রসঃ।
অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি॥

যথা লৌকিকাগ্নিনা ইক্ষুরসঃ পচ্যতে, তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে। পচ্যমানঃ স পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরসধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি, তথা পচ্যমানাদাহাররসান্মলো নির্গচ্ছতি—স কফঃ। স চ কফঃ প্রাণানিলপ্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি, সকলশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ পোষণ-স্নেহন-জঠরানলোষ্মকৃতসন্তাপনিবারণাদিভির্গুণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্য রসস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথাগ্নিনা পুনঃপুনঃ পচ্যমানাদিক্ষুবিকারাদ্ বারংবারং মলং নির্গচ্ছতি, তথা পুনঃপুনঃ পচ্যমানাদাহাররসাৎ প্রতিবারং মলং নির্গচ্ছতি। তত্র রক্তাগ্নিনা পচ্যমানান্মলং পিত্তং নির্গচ্ছতি; তচ্চ পিত্তং সমানবায়ুনা প্রেরিতং ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং পাচকাখ্যং পিত্তং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ; স্থূলো ভাগো রঞ্জকাখ্যেন পিত্তেন রক্তীকৃতঃ শরীরারম্ভকং রক্তং পোষয়ন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকলশরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণি মাংসানি যাতি। ততো মাংসাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মাংসেষ্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি, তদ্ব্যানবায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাবাগত্য কর্ণবিড়্ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ; ততঃ স্থূলো ভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরারম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি। ততো মেদসোঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মেদস্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি প্রস্বেদরূপঃ, স চ শীতঃ

স্রোতস্তেব তিষ্ঠতি। শরীরোষ্মণাভিতপ্তশ্চেৎ তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গৈর্লোমকূপেভ্যো বহির্যাতি। জিহ্বাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলঞ্চ মেদোমলমিত্যেকে। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি। উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিতান্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি, সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽস্থ্যগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবদস্থিষেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি, স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরাভির্মার্গেণাগত্যাঙ্গুলিষু নখাত্মনা লোমানি ভবন্তি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগোঽস্থীনি পুষ্ণাতি, সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈর্মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যভ্যন্তরাণি যাতি। ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মজ্জস্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরামার্গৈর্নয়নয়োরাগত্য নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি, ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্য স্থানং সকলশরীরং গত্বা শরীরারম্ভকেণ শুক্রেণ সহ মিশ্রিতো ভবতি। ততঃ শুক্রস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে, পচ্যমানে তস্মিন্ মলং নাস্তি। স হি সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণবৎ। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং শুক্রং যাতি। সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগ ওজঃ।

রস প্রত্যেক ধাতুতে পচ্যমান অবস্থায় তিন তিন ভাগে বিভক্ত হয়; যথা—স্থূলভাগ সূক্ষ্মভাগ এবং মলভাগ। স্থূলভাগ স্বকীয় ধাতুতে অবস্থিতি করে, সূক্ষ্মভাগ পরবর্ত্তী ধাতুতে গমন করে, মলভাগ তন্মলে যায়। রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুতে রস পাঁচ দিন দেড় দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে। যেমন বাহ্য অগ্নি দ্বারা ইক্ষু-রস পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আহারজাত রস শরীরারম্ভক রস-ধাতুতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া সেই রসাগ্নিতে পরিপাক পায় এবং যেমন পচ্যমান ইক্ষুরস হইতে মল নির্গত হয়, সেইরূপ পচ্যমান আহাররস হইতেও মল নির্গত হইয়া থাকে; সেই রস-মলের নাম কফ। কফ প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া শরীরারম্ভক ক্লেদনাখ্য কফে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তদনন্তর সারভূত সেই পচ্যমান রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ভাগ ও সূক্ষ্ম ভাগ। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক রসেই অবস্থিতি করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করে এবং শরীরব্যাপী ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া গমন করত স্নেহনাদি গুণে সকল শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে শরীরারম্ভক রক্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া তত্রত্য রক্তের সহিত মিলিত এবং পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল তথায় অবস্থিত হইয়া রক্তোষ্মায় পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান ইক্ষুবিকার হইতে যেমন বারংবার মল নির্গত হইয়া থাকে, পুনঃপুন পচ্যমান আহাররস হইতেও সেইরূপ বারংবার মল নির্গত হয়। রক্তাগ্নি দ্বারা পচ্যমান সেই সূক্ষ্মাংশ হইতে আবার যে মল নির্গত হয়, তাহার নাম পিত্ত। সেই পিত্ত সমানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী-পথে শরীরারম্ভক পাচকাখ্য পিত্তে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে এবং অবশিষ্ট রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ রঞ্জকাখ্য পিত্ত দ্বারা রক্তীকৃত হইয়া শরীরারম্ভক রক্তকে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে গমন পূর্ব্বক সকল শরীরগত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শরীরারম্ভক মাংসে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া মাংসাগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান সেই আহার-রস হইতে আবার যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা কর্ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণমলরূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই

রস দুইভাগে বিভক্ত হয়; যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ মাংসকে পুষ্ট করে এবং সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক-মেদের স্থান উদরে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া মেদ-অগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ (ঘর্ম্ম)। সেই স্বেদ শীতলাবস্থায় শিরামধ্যেই অবস্থিতি করে; কিন্তু যদি শরীরোষ্মা দ্বারা অতি তপ্ত হয়, তাহা হইলে ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। জিহ্বা দন্ত কক্ষা ও মেঢ্রাদির মলকে কেহ কেহ মেদোমল বলিয়া থাকেন। তদনন্তর সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দিয়া গমন করত সূক্ষ্মাস্থি-স্থিত মেদের পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথ দ্বারা গিয়া শরীরারম্ভক অস্থিসমূহকে পোষণ করে। তৎপরে সেই অস্থিতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া অস্থির উষ্মা দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তথায় যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিরাপথ দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে গিয়া নখ ও স্তনরূপে পরিণত হয়। লোম সকলও অস্থির মল। তৎপরে সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ অস্থিকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দিয়া মজ্জাস্থান অস্থির অভ্যন্তরে গমন করে। তথায় মজ্জাগ্নি দ্বারা পাঁচ দিন দেড় দণ্ডে পুনঃ পচ্যমান হয়। তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরত হইয়া শিরামার্গ দিয়া নয়নদ্বয়ে গমন পূর্ব্বক নেত্রবিট্ (পিচুটী) ও চক্ষুঃস্নেহ রূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ মজ্জাকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শুক্রের স্থানে অর্থাৎ সকল শরীরে গমন করিয়া শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তথায় শুক্রাগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হইয়া থাকে। শুক্রাগ্নি-পাকে তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না। যেমন সহস্রবার পোড়াইলে সুবর্ণ মলরহিত হয়, সেইরূপ আহাররসও পুনঃপুন পাকে মলরহিত হইয়া থাকে। পচ্যমান-সারভূত মলরহিত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ শরীরারম্ভক শুক্রকে পুষ্ট করে সূক্ষ্ম ভাগ ওজোরূপে পরিণত হয়।

অথ শুক্রস্য স্বরূপমাহ।

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥

শুক্র—সোমগুণাত্মক, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

অথ শুক্রস্য স্থানমাহ।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধের, গুড় যেমন ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, শুক্রও সেইরূপ দেহিদিগের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে অর্থাৎ শুক্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ স্থান নাই।

অথ শুক্রস্য ক্ষরণমার্গমাহ।

দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে॥

সর্ব্বাবয়বব্যাপী শুক্র ক্ষরণকালে বস্তি-দ্বারের অধোভাগে দুই আঙ্গুল অন্তরে দক্ষিণ ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তথা হইতে মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে।

অথার্ত্তবস্য স্বরূপমাহ।

রসাদেব রজঃ স্ত্রীণাং মাসি মাসি ত্র্যহং স্রবেৎ।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষদ্বিবর্ণং কৃষ্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ॥

আহারজাত রস হইতে যেমন ক্রমে ক্রমে এক মাসে পুরুষদিগের শুক্র উৎপন্ন হয়, সেই রূপ রস হইতে স্ত্রীলোকদিগেরও রজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রজঃ প্রতিমাসে তিনদিন করিয়া প্রস্রুত হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়সে স্ত্রী-লোকদিগের রজঃপ্রবৃত্তি আরম্ভ ও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই আর্ত্তব-শোণিত একমাসে উপচিত এবং ঈষদ্বিবর্ণ ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ধমনী দ্বারা যথাকালে বায়ুকর্ত্তৃক যোনিমুখে নীত হয়।

অথ গর্ভগ্রহণযোগ্যার্ত্তবলক্ষণম্।

শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥

শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায় যে আর্ত্তবের বর্ণ এবং যাহা কাপড়ে লাগিলে ধৌত মাত্রেই উঠিয়া যায়, সেই আর্ত্তবই প্রশস্ত অর্থাৎ গর্ভগ্রহণের যোগ্য।

অথ ধাতূনাং মলাঃ।

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোম চ।
নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ॥
নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলঞ্চ রসজং মলমিত্যেকে।

কফ, পিত্ত, কর্ণাদি-স্রোতোগত মল, ঘর্ম্ম, নখ, লোম, নেত্রবিট্ ও চক্ষুঃস্নেহ, ইহারা যথাক্রমে রসরক্তাদি ধাতুসমূহের মল। কেহ কেহ বলেন, চক্ষু জিহ্বা ও গণ্ডদেশ-জাত জলও রস-মল।

অথোপধাতবঃ।

বনিতানাং প্রসূতানাং ধমনীভ্যাং স্তনাগতাৎ।
রসাদেব হি জায়েত স্তন্যং স্তনযুগাশয়ম্॥
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা 1. পরিকীর্ত্তিতা।
মেদসন্তাপ্যমানস্য স্নেহ ব কথিতা বসা॥
শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ —
স্তন্যং রজো বসা স্বেদো দন্তাঃ কেশাস্তথৈব চ।
ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতবঃ॥

প্রসূতা বনিতাদিগের আহারজাত রস স্তন্যবহ ধমনীদ্বয় দ্বারা স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় স্তন্যরূপে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মাংসের যে স্নেহভাগ তাহাকে বসা বলা যায়। তাপ্যমান মেদের স্নেহপদার্থও বসা নামে অভিহিত হয়।

শার্ঙ্গধর বলেন যে, স্তন্য, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, চুল এবং ওজ, ইহারা যথাক্রমে সাতটি ধাতুর সাতটি উপধাতু।

অথৌজোলক্ষণমাহ।

ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্।
সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্॥

বলং চেষ্টাপাটবম্। যৎ তু সুশ্রুতে "রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ পরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলম্" ইতি। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্রসাদোজো ভবতি, স রসঃ সর্ব্বস্থানগতত্বাৎ তত্তদ্ধাতুবন্মন্তত ইতি সর্ব্ব-ধাতূনাং স্নেহ ওজঃ। ক্ষীরে ঘৃতমিব তদেব বলমিতি। তৎকার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। অভেদকথনঞ্চ চিকিৎসৈক্যার্থম্।

ওজোধাতু সর্ব্বশরীরে অবস্থিত। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থিরপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, সৌম্য এবং শরীরের বল ও পুষ্টিকারক। এস্থলে বল

শব্দের অর্থ চেষ্টা-পটুতা। সুশ্রুত বলেন, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুসমূহের যে পরম তেজোভাগ, তাহাকেই ওজ কহে। সেই ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। এস্থলে অভিপ্রায় এই, যে রস হইতে ওজ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে যে যে ধাতুতে গমন করে, সেই সেই ধাতু বলিয়া তখন পরিগণিত হয়। সকল ধাতুর স্নেহভাগই ওজঃ-পদার্থ। দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে যেমন ঘৃতপদার্থ অবস্থিতি করে, স্নেহরূপ ওজঃপদার্থও সেইরূপ সকল ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ওজ বলের কারণ, অর্থাৎ ওজ হইতেই বলের উৎপত্তি হয়। কারণরূপ ওজঃ এবং কার্য্যরূপ বল এই উভয়ের চিকিৎসা এক বলিয়া, ওজই বল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা।
প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্॥

অপর লক্ষণ। ওজোধাতু দশগুণান্বিত অর্থাৎ ইহা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, সান্দ্র, (নিবিড়াবয়ব), মধুর-রস, স্থিরপদার্থ, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম।

ওজশ্চ তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়ঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহপ্রতিভাধৈর্য্য-লাবণ্যসুকুমারতাঃ॥

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজঃপদার্থ, তাহাই ওজ। হৃদয় ওজঃ-পদার্থের প্রধান স্থান হইলেও ইহা সর্ব্বশরীর-ব্যাপী। ওজ দেহস্থিতির কারণ। শরীরে ওজঃপদার্থের বৃদ্ধি হইলে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলোদয় হয়। ওজের নাশ হইলে সকলেরই নাশ হয়। ওজই জীবনের অবলম্বন। উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাব, ওজ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ততঃ স্থূলো ভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাস্ত্বার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমো ধাতুরার্ত্তবং শুক্রমষ্টমমিতি বোধিতম্।

স্থূলভাগ-রস একমাসে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীগণের আর্ত্তব ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদিগের সপ্তম ধাতু আর্ত্তব ও অষ্টম ধাতু শুক্র।

অথাতো দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্রব্যমেব রসাদীনাং শ্রেষ্ঠং তে হি তদাশ্রয়াঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং তৎ তু ক্ষ্মামধিষ্ঠায় জায়তে॥
অম্বুযোন্যগ্নিপবন-নভসাং সমবায়তঃ।
তন্নির্বৃত্তির্বিশেষশ্চ ব্যপদেশস্তু ভূয়সা॥

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব, ইহাদের অপেক্ষা দ্রব্যই প্রধান। যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই রসাদি পদার্থ অবস্থিতি করে। দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক, তাহা পৃথিবীকে অধারীভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, জল তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং অগ্নি পবন ও আকাশ, ইহারা দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ ইহাদের সংযোগবিশেষে দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন। কিন্তু এই পঞ্চ ভূতপদার্থের আধিক্যানুসারে দ্রব্যের বিশেষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে পৃথিবীর আধিক্য থাকে, তাহা পার্থিব; যাহাতে জলের আধিক্য থাকে, তাহা জলীয় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

তস্মান্নৈকরসং দ্রব্যং ভূতসংঘাতসম্ভবাৎ।
নৈকদোষাস্ততো রোগাস্তত্র ব্যক্তো রসঃ স্মৃতঃ।
অব্যক্তোঽনুরসঃ কিঞ্চিদন্তে ব্যক্তোঽপি চেষ্যতে॥

পঞ্চ ভূতপদার্থের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা একরসবিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অনেকরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আধিক্যানুসারে রসের বিশেষ হয় অর্থাৎ যাহাতে মধুর রসের আধিক্য থাকে, তাহা মধুর; যাহাতে অম্ল রসের আধিক্য থাকে, তাহা অম্ল; যাহাতে লবণ রসের আধিক্য থাকে, তাহা লবণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হয়। যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেই দ্রব্য সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে সকল রস অব্যক্ত থাকে, তাহাদিগকে অনুরস বলা যায়। যে রস ব্যক্তরসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলে। দ্রব্য সকল একরসবিশিষ্ট নয় বলিয়া, রোগ সকলও একদোষবিশিষ্ট হয় না। যেহেতু মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়। তবে যে রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই রোগ সেই দোষজ বলিয়া কথিত হয়।

অথ দ্রব্যগত-পঞ্চপদার্থকর্ম্মাণ্যাহ।

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥

দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটী অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে।

রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণ-তিক্তোষণকষায়কাঃ।
ষড় দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ॥
তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্।
কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥
যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তীক্ষ্ণোষ্ণলঘুতা চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা॥

মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে বলকর। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল, অম্ল অপেক্ষা মধুর রস অধিক বলপ্রদ। ইহাদের মধ্যে স্বাদু অম্ল ও লবণ রস বাতনাশক, কিন্তু কফকর। এবং তিক্ত কটু ও কষায় রস কফঘ্ন, কিন্তু বায়ুজনক। আর কষায়, তিক্ত ও মধুর রস পিত্তনাশক। এবং অম্ল লবণ ও কটু রস পিত্তজনক। যে সকল রস বায়ু নাশ করে, সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য লাঘব ও শৈত্য গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ুনাশে সমর্থ হয় না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও লঘুত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্ত নাশ করিতে পারে না। আর যে সকল রস শ্লেষ্মশমক, সেই সকল রসে যদি স্নেহ গৌরব ও শৈত্য গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা কফ বিনাশ করে না।

তত্র মধুররসস্য গুণাঃ।

মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যমলক্রিমীন্।
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণ-বর্ণকেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্।
প্রশস্তো বৃংহণঃ কণ্ঠ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ।
বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষো হিতঃ।
সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাস-গলগণ্ডার্ব্বুদক্রিমীন্।
স্থৌল্যাগ্নিমান্দ্যমেহাংশ্চ কুর্য্যান্মেদঃকফাময়ান্॥

মধুররস—শীতবীর্য্য, ধাতু স্তন্য ও বলপ্রদ, নেত্রহিত, বাতপিত্তঘ্ন, স্থৌল্য মল ও ক্রিমির জনক। ইহা বালক বৃদ্ধ ক্ষতক্ষীণ ব্যক্তির

এবং বর্ণ কেশ ইন্দ্রিয় ও ওজঃ পদার্থের পক্ষে প্রশস্ত। মধুর রস বৃংহণ, কণ্ঠ্য, গুরু, ভগ্ন-সংযোজক, বিষঘ্ন, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিপ্রদ ও আয়ুষ্কর। ইহা অতি সেবিত হইলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, মেদ ও কফজনিত রোগ-সমূহ উৎপাদন করে।

অথাম্লরসস্য গুণাঃ।

রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রদো লঘুঃ।
লেখিতোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ পবনাপহঃ ॥
স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণঃ সরঃ শুক্র-বিবন্ধানাহদৃষ্টিহা।
হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রূবনিকোচনঃ ॥
সোঽতিযুক্তো ভ্রমং কুর্য্যাৎ তিড্দাহতিমিরজ্বরান্।
কণ্ডুপাণ্ডুত্ববীসর্প-শোথবিস্ফোটকুষ্ঠকৃৎ ॥

অম্লরস—পাচক, রুচিজনক, পিত্তশ্লেষ্মা ও শোণিতপ্রদ, লঘু, লেখন, উষ্ণ, স্পর্শে শীতল, ক্লেদোৎপাদক, বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, রেচক, শুক্রমলাদির বিবদ্ধতা আনাহ ও দৃষ্টি-নাশক, রোমাঞ্চকর, দন্তহর্ষণ এবং অক্ষি ও ভ্রূর সঙ্কোচক।

অম্লরস অতি সেবিত হইলে ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠ রোগ আনয়ন করে।

অথ লবণরসস্য গুণাঃ।

লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ।
পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়-শৈথিল্যমৃদুতাকরঃ ॥
বলঘ্ন আস্যজলদঃ কপোলগলদাহকৃৎ।
সোঽতিযুক্তোঽক্ষিপাকাস্র-পিত্তকোঠক্ষতাদিকৃৎ ॥
বলীপলিতখালিত্য-কুষ্ঠবীসর্পতৃট্প্রদঃ ॥

লবণরস—শোধন (বমন-বিরেচক), রুচি-কর, পাচক, কফপিত্তকারক, পুরুষত্বনাশক, বাতহর, দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতাকারক, বলনাশক, মুখজলোৎপাদক এবং গণ্ড ও গল-দেশের দাহকারক। ইহা অতি সেবিত হইলে অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোঠ, ক্ষতাদি উপদ্রব, বলী, কেশশুক্লতা, কেশনাশ (টাক), কুষ্ঠ, বিসর্প ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়।

অথ কটুরসস্য গুণাঃ।

কটুরুষ্ণশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ বিশদো বাতপিত্তকৃৎ।
শ্লেষ্মকৃল্লঘুরাগ্নেয়ঃ ক্রিমিকণ্ডুবিষাপহঃ ॥
রুক্ষঃ স্তন্যহরশ্চাপি মেদঃস্থৌল্যাপকর্ষণঃ।
অশ্রুদো নাসিকাস্যাক্ষি-জিহ্বাগ্রোদ্বেজকো মতঃ ॥
দীপনঃ পাচনো রুচ্যো নাসিকাশোষণো ভৃশম্।
ক্লেদমেদোবসামজ্জ-শকৃন্মূত্রোপশোষণঃ ॥
স্রোতঃপ্রকাশকো রুক্ষো মেধ্যো বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ।
সোঽতিযুক্তো ভ্রান্তিদাহ-মুখতাল্বোষ্ঠশোষকৃৎ।
কণ্ঠাদিপীড়ামূর্চ্ছান্তর্দ্দাহদো বলকান্তিহৃৎ ॥

কটুরস—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ, বাত-পিত্ত ও শ্লেষ্মকর, লঘু, আগ্নেয়, ক্রিমি কণ্ডু ও বিষনাশক, রুক্ষ, স্তন্যহর, মেদ ও স্থৌল্যাপ-কর্ষক, অশ্রুজনক, নাক মুখ চোক্ ও জিহ্বা-গ্রের উদ্বেজক (জ্বালাপ্রদ), অগ্ন্যুদ্দীপক, আমপাচক, রোচক, অতিশয় নাসিকাশোষক, ক্লেদ মেদ বসা মজ্জা মল ও মূত্রের শোষক, স্রোতঃপ্রকাশক, রুক্ষ, মেধ্য ও মলবিবদ্ধতা-কারক। ইহা অতি সেবিত হইলে ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় এবং দেহের বল ও কান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ তিক্তরসস্য গুণাঃ।

তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছা-জ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ।
কৃমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশ-দাহরক্তগদাপহঃ ॥
রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ।
বাতলোঽগ্নিকরো নাসা-শোষণো রুক্ষণো লঘুঃ ॥
সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূল-মন্যাস্তম্ভশ্রমার্ত্তিকৃৎ।
কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ ॥

তিক্তরস—শীতবীর্য্য; তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, উৎক্লেশ (বমনভাব),

দাহ ও রক্তদুষ্টির নাশক; রোচক কিন্তু নিজে অরোচিষ্ণু, কণ্ঠ ও স্তন্যবিশোধক, বাত-জনক, অগ্নিকর, নাসাশোষক, রুক্ষণ ও লঘু। ইহা অতিসেবিত হইলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

অথ কষায়রসস্য গুণাঃ।

কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা।
লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ ॥
কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুর্মতঃ।
ত্বক্‌প্রসাদন আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ ॥
জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠ-স্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ।
সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মান-হৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ ॥

কষায়রস—ক্ষতপূরক, মলসংগ্রাহক, গাত্র-স্তম্ভক, ক্ষতশোধক, লেখন (ক্ষতের উৎসন্ন-মাংসের নিষ্কাশক), হৃদয়পীড়ক, সৌম্য, ক্ষত ও মজ্জাদির শোধক, বাত-প্রকোপ, কফ পিত্ত ও শোণিত নাশক, রুক্ষ, শীতল, লঘু, ত্বক্‌-প্রসাদক, আম রসের স্তম্ভক, বিশদ, জিহ্বার জড়ত্ব এবং কণ্ঠস্রোতের বিবন্ধকারক। ইহা অতি সেবিত হইলে কণ্ঠাদির বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

মধুরাদীনামপরে বিশেষাঃ।

মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণশালিযবাদৃতে।
মুদ্গাদ্ গোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ ॥
অম্লং পিত্তকরং প্রায়ো বিনা ধাত্রীঞ্চ দাড়িমম্।
লবণং প্রায়শো হেষি নেত্রয়োঃ সৈন্ধবং বিনা ॥
প্রায়ঃ কটু তথা তিক্তমবৃষ্যং বাতকোপনম্।
শুণ্ঠীকৃষ্ণারসোনানি পটোলমমৃতং বিনা ॥

মধুরাদি রসের অপর বিশেষ বলা যাইতেছে;—মধুর রস প্রায়ই কফকারক; কেবল পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল-মাংস ইহারা শ্লেষ্মকারক নহে। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন প্রায় তাবৎ অম্লরসই পিত্তকর। সৈন্ধব ভিন্ন প্রায় সমস্ত লবণরসই নেত্রের অহিতকর। শুঁঠ, পিপুল, রশুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন প্রায় তাবৎ কটু ও তিক্ত রসই অবৃষ্য এবং বাতপ্রকোপক।

অথ গুণাঃ।

লঘুগুর্ব্বুস্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষস্তীক্ষ্ণ ইতি ক্রমাৎ।
নভোভূবারিবাতানাং বহ্নেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ, এই পাঁচটি পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের গুণ। আকাশের গুণ লঘু, পৃথিবীর গুণ গুরু, জলের গুণ স্নিগ্ধ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং তেজের গুণ তীক্ষ্ণ।

অথ লঘ্বাদিগুণবতাং গুণাঃ।

লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ।
গুরু বাতহরং পুষ্টি-শ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ ॥
স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্।
রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্ ॥
তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ ॥

লঘুদ্রব্য—সুপথ্য ও কফঘ্ন, ইহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

গুরুদ্রব্য—বাতনাশক, শ্লেষ্মজনক ও পুষ্টি-কারক, ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্নিগ্ধদ্রব্য—বাতহর, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য ও বলকারক।

রুক্ষদ্রব্য—অত্যন্ত বায়ুজনক ও কফ-নাশক।

তীক্ষ্ণদ্রব্য—প্রায় পিত্তকর, লেখন এবং কফবাত-নাশক।

সুশ্রুতে তু গুণা এতে বিংশতিস্তান্ ব্রুবে শৃণু।
গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ ॥
পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুষ্ক আশুর্মন্দঃ স্মৃতাঃ গুণাঃ ॥
তত্র গুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষতীক্ষ্ণা গুণা উক্তা এব।

সুশ্রুত গ্রন্থে বিংশতি প্রকার গুণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ লিখিত হইতেছে। যথা—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু এবং মন্দ। এই সকল গুণের মধ্যে গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পাঁচটি গুণের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট গুলির বিষয় বলা যাইতেছে :

শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ।
স্থিরো বাতমলগ্রাহী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ॥
পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ॥
শীতস্তু হ্লাদনঃ স্তম্ভী মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহনুৎ।
উষ্ণো ভবতি শীতস্য বিপরীতশ্চ পাচনঃ॥
স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ।
দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেদ্ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে॥
দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্বিপরীতকঃ।
আশুরাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ॥
মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে॥

কোমল বা কঠিন দ্রব্য, যে গুণ দ্বারা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সংযোগ ব্যতিরেকেও চিক্কণ হয়, তাহার সেই গুণকে শ্লক্ষ্ণ গুণ কহে। দ্রব্যের যে গুণ দ্বারা বায়ু ও মল স্তম্ভিত হয়, সেই গুণকে স্থির গুণ বলে, আর যে গুণ দ্বারা বায়ু ও মলের নিঃসরণ হয়, তাহাকে সর গুণ কহা যায়। যে গুণ দ্বারা বস্তু তন্তুল হয় (যাহা ধরিয়া তুলিলে সূতার ন্যায় দীর্ঘ হয়), সেই গুণকে পিচ্ছিল গুণ কহে। পিচ্ছিল দ্রব্য বলকর, ভগ্নসংযোজক, শ্লেষ্মজনক ও গুরু। যে গুণ দ্বারা ক্লেদনাশ হয়, তাহাকে বিশদ গুণ বলে। বিশদ দ্রব্য ক্ষতরোপক। শীতল গুণ সুখজনক, মলাদি পদার্থের স্তম্ভক এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহ নাশক। উষ্ণ গুণ শীত গুণের বিপরীত, ইহা পাচক। যে গুণ দ্বারা দেহের স্থৌল্য এবং স্রোতঃ সকলের অবরোধ হয়, তাহাকে স্থূল গুণ কহে। যে গুণ দ্বারা দেহের সূক্ষ্মছিদ্রে বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে সূক্ষ্ম গুণ বলা যায়। দ্রব গুণ—ক্লেদকর ও ব্যাপী। শুষ্ক গুণ, দ্রব গুণের বিপরীতধর্ম্মা। জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহা চতুর্দ্দিকে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ যে গুণ দেহে আশু কার্য্যকারী হয়, তাহাকে আশু গুণ বলে। যে গুণ বিলম্বে কার্য্যকারী, তাহাকে মন্দ গুণ কহে। মন্দ গুণকে অল্প গুণ ও শিথিল গুণও কহা যায়।

অথ গুণপ্রস্তাবাদ্দীপনাদয়ো গুণাঃ সলক্ষণা লিখ্যন্তে।

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্দীপনং তদ্ যথা মিসিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্॥
নাগকেশরবদ্ বিদ্যাচ্চিত্রো দীপনপাচনঃ॥
ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্ নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তদ্ যথামৃতা॥
কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ ভিত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥
পক্তব্যং যদপক্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্॥
মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ ভেদনং কটুকী যথা॥
বিপক্বং যদপক্বং বা মলাদিদ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তজ্জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা॥
অপক্বং পিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা॥
স্থানাদ্ বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্দেবদালী ফলং যথা॥
দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী॥
রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ।
শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্ বলাৎ।
ছেদনং তদ্ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু॥
ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ॥
যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী॥
যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্॥

দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাত-ফলমজ্জামলানি চ।
এতানি জনকানি স্যু রেচকানি চ রেতসঃ ॥
প্রবর্ত্তনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্।
জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কালিঙ্গং ক্ষয়কারি চ ॥
রসায়নন্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
(যথা)—হরীতকী রুদন্তী চ গুগ্‌গুলুশ্চ শিলাজতু ॥
পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্ ॥
সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশেষ্যোজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ ॥
বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্ ॥
ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদ্দিমদাবহম্।
আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্।
নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তদ্‌যথা মরিচং বচা ॥
পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি ॥
বিদাহি দ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ ॥
গৃহ্নাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্যসূতলোহাদি ॥

যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয় না অথচ অগ্নির দীপ্তি হয়, তাহাকে দীপন বলা যায়। যথা মৌরি। (যেমন ক্ষুদ্র দীপাগ্নি চতুর্দ্দিক্ প্রদীপ্ত করে, কিন্তু স্থালীস্থ তণ্ডুলপাকে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ দীপনগুণবিশিষ্ট দ্রব্য আহারাভিলাষ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আহার পরিপাক করিতে পারে না)। যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয়, কিন্তু অগ্নির দীপ্তি হয় না, তাহাকে পাচন কহে। যেমন নাগেশ্বর। চিতা দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত।

যাহা বাতাদি দোষত্রয়কে উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দ্বারা নিষ্কাশিত না করে এবং সমভাবাপন্ন দোষ সকলকেও বৃদ্ধি পাওয়ায় না অথচ বিষম দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহা যায়। যেমন গুলঞ্চ।

যে দ্রব্য অপক্ক বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে পরিপাক করিয়া বায়ু-বন্ধ ভেদ করত মলকে অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।

যে দ্রব্য কোষ্ঠ-সংশ্লিষ্ট পক্তব্য কফ পিত্তকে পরিপাক না করিয়া অপক্ক অবস্থাতেই অধঃনিষ্কাশিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যেমন সোন্দালু।

যে দ্রব্য দ্বারা গাঢ় বা শিথিল কিংবা বায়ুকর্ত্তৃক গুটিকীকৃত (গুট্‌লে) মল অধঃ পাতিত হয়, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন কট্‌কী।

যাহা পক্ব বা অপক্ক মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধ নিঃসারিত করে, তাহাকে রেচন কহে। যেমন তেউড়ী।

যে দ্রব্য অপক্ক পিত্ত শ্লেষ্মা ও অন্নকে বলপূর্ব্বক উর্দ্ধ নীত করিয়া মুখমার্গ দ্বারা বহির্নিষ্কাশিত করে, তাহাকে বমন কহে। যেমন ময়না ফল।

যাহা দ্বারা সঞ্চিত মল উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নিঃসারিত হয়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন ঘোষাফল।

যে দ্রব্য দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত এবং উষ্ণত্ব গুণে দ্রবশোষক, তাহাকে গ্রাহী কহে। যেমন শুঁঠ জীরে ও গজপিপ্পলী।

যে দ্রব্য রৌক্ষ্য শৈত্য কষায়ত্ব ও লঘুপাক প্রযুক্ত বায়ুকে উর্দ্ধগত করিয়া অধোগমনশীল মলকে স্তম্ভিত করে, তাহাকে স্তম্ভন কহে। যেমন কুড়চী ও শোণা।

যে দ্রব্য বদ্ধ কফাদি মলসমূহকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করে, তাহাকে ছেদন কহে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

যে দ্রব্য দেহস্থ ধাতু ও মল পদার্থসমূহকে শোষণপূর্ব্বক উল্লেখিত অর্থাৎ কৃশীকৃত করে, তাহাকে লেখন (কৃশীকারক) কহে। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও ইন্দ্রযব।

যদ্দ্বারা স্ত্রীতে রমণোৎসাহ জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ কহে। যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, শর্করা ও শতমূলী।

যাহা দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল বলে। যেমন গোরক্ষচাকুলে প্রভৃতি এবং আলকুশীবীজ।

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভেলার ফল ও মজ্জা এবং আমলকী, ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য প্রভাববশতঃ শীঘ্রই রসাদি উৎপাদন পূর্ব্বক শুক্র উৎপাদন করে এবং আধিক্য-হেতু শুক্রের রেচনও করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তন অর্থাৎ তাহাদের দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্রের ক্ষরণ হইয়া থাকে। বৃহতীফলও শুক্ররেচক। জাতী-ফল শুক্রের স্তম্ভক, কালিন্দফল (তরমুজ) শুক্রক্ষয়কারক।

যাহা জরা-ব্যাধিনাশক, তাহাকে রসায়ন কহে। যেমন হরীতকী, রুদন্তী, গুগ্‌গুলু ও শিলাজতু।

যে দ্রব্য সেবিত হইলে, অগ্রে সমস্ত শরীরে নিজগুণ প্রকাশ করিয়া তৎপরে পরি-পাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহে। যেমন ভাঙ ও আফিং।

যে দ্রব্য ধাতু সকল হইতে ওজঃপদার্থকে শোষিত করিয়া, সন্ধি-বন্ধন সকলকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশী কহে। যেমন গুবাক ও কোদো ধান্য।

যে দ্রব্য তমোগুণবহুল এবং যাহা বুদ্ধি-বিনাশক, তাহাকে মদকারী (মাদক) কহে। যেমন সুরাদি মদ্য।

বিষ—ব্যবায়ী, বিকাশী, শ্লেষ্মনাশক, মদ-কারী, আগ্নেয়, প্রাণহর এবং যোগবাহী অর্থাৎ যাহার সংসর্গে থাকে, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

যে দ্রব্য স্বকীয় বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃসমূহ হইতে বাতাদি দোষের সঞ্চয় নিরসন করে, তাহাকে প্রমাথী কহে। যেমন মরিচ ও বচ।

যে দ্রব্য পৈচ্ছিল্য ও গুরুত্ব নিবন্ধন রসবহ শিরা সকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব উৎপাদন করে, তাহাকে অভিষ্যন্দী কহে। যেমন দধি।

যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্লোদ্‌গার, পিপাসা ও হৃদয়ের দাহ উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিলম্বে পরিপাক পায়, তাহাকে বিদাহী কহে।

যোগবাহী দ্রব্য, সংসর্গ-বস্তুর গুণ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারদ ও লৌহাদি; ইহারা যাহার সহিত পচ্যমান হয়, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

অথ বীর্য্যম্।

উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাদ্‌ বুধৈর্বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্।
যৎ সর্ব্বমগ্নীষোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্॥

শীত ও উষ্ণ গুণের আধিক্য হেতু পণ্ডি-তেরা বীর্য্যকে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। যথা—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। কারণ সমস্ত ত্রিভুবনই অগ্নি ও সোম গুণাত্মক।

অথ তদ্‌গুণাঃ।

উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তন্তু তনুতে জরাম্।
শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তহৃৎ পরম্॥

অন্যচ্চ—

তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃড়্‌গ্লানি-স্বেদদাহাশুপাকিতাম্।
শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ।
হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ॥

উষ্ণবীর্য্য—বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও জীর্ণতাকারক। শীতবীর্য্য—বাতশ্লেষ্ম-রোগোৎ-পাদক ও পিত্তনাশক।

অন্যচ্চ—উষ্ণবীর্য্য,—ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ ও আশুপাক কারক এবং বাত-শ্লেষ্মনাশক। শীতবীর্য্য,—সুখজনক, আয়ু-ষ্কর, মলাদিস্তম্ভক এবং রক্ত-পিত্তের প্রসন্নতা-কারক।

অথ বিপাকঃ।

জঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥
মিষ্টং পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ॥
প্রায়ঃপদেন ব্রীহিঃ স্যাৎ স্বাদুরম্লবিপাকঃ। শিবা কষায়া মধুরা পাকে। শুণ্ঠী কটুকা মধুরা পাকে।

জঠরাগ্নিসংযোগে, ভুক্ত দ্রব্যের রসের পরিণামে যে রসান্তর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। ("প্রায়" শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে, কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন ব্রীহি মধুর-রস, কিন্তু তাহার বিপাক অম্ল। হরীতকী কষায়-রস, তাহার বিপাক মধুর। শুণ্ঠী কটুরস, তাহার বিপাক মধুর ইত্যাদি)।

অথ বিপাকানাং গুণাঃ।

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
বিশেষ এব রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ॥

মধুরবিপাক—শ্লেষ্মকারক এবং বায়ু-পিত্ত-নাশক।

অম্লবিপাক—পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্ম-রোগপ্রশমক।

কটুবিপাক—বায়ুজনক এবং কফ ও পিত্ত নাশক। রস হইতে বিপাকের এইরূপ বিশেষ নিদর্শিত হইল।

অথ প্রভাবঃ।

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্॥
দন্তীরসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী॥
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্।
প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ॥
সমাপি কুরুতে দোষ-ত্রিতয়স্য বিনাশনম্।
কচিৎ তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ॥
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবীজটা যথা॥
তথা নানৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এব আশ্রয়ণীয়ো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।

বস্তুদিগের রসাদি বিষয়ে তুল্যতা থাকাতেও যে স্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য দৃষ্ট হয়, তথায় সেই কার্য্য তাহাদের প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। যেমন দন্তী রসাদিবিষয়ে চিতার তুল্য হইলেও উহা বিরেচক। এই বিরেচন কার্য্য দন্তীর প্রভাবজ জানিবে। দ্রাক্ষা মৌলের সহিত এবং ঘৃত দুগ্ধের সহিত রসাদি বিষয়ে সমান হইলেও দ্রাক্ষা ও ঘৃত অগ্নির দীপক। আমলকী ডেলোমান্দারের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও উহা ত্রিদোষনাশক।

কোন কোন স্থলে দ্রব্য, রস বীর্য্য ও বিপাক দ্বারা কার্য্য না করিয়া কেবল মাত্র প্রভাব দ্বারাই কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সহদেবীর মূল মস্তকে বান্ধিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। (দ্রব্যের অমীমাংস্য ও অচিন্ত্য কোন প্রসিদ্ধ শক্তির নাম প্রভাব)।

অথাতঃ স্নেহবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গুরুশীতসরস্নিগ্ধ-মন্দসূক্ষ্মমৃদুদ্রবম্।
ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরুক্ষণম্॥

অতঃপর আমরা স্নেহবিধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। গুরু শীত সর স্নিগ্ধ মন্দ সূক্ষ্ম মৃদু ও দ্রব, এই সকল গুণযুক্ত যে ঔষধ, তাহা প্রায় স্নেহন, এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু উষ্ণ স্থির রুক্ষ তীক্ষ্ণ কঠিন ও ঘন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় বিরুক্ষণ।

সর্পির্মজ্জা বসা তৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্।
তত্রাপি চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ॥

যত প্রকার স্নেহপদার্থ আছে, তন্মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলই শ্রেষ্ঠ। এই ঘৃতাদি স্নেহচতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উহা যে যে দ্রব্যের সহিত পাক হয়, তাহাদেরই গুণ প্রাপ্ত হয়, অথচ শৈত্যাদি নিজ গুণ ত্যাগ করে না; কিন্তু বসা, মজ্জা ও তৈল ইহারা সংস্কারগুণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পিত্তঘ্নাস্তে যথাপূর্ব্বমিতরঘ্না যথোত্তরম্।

ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈল, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পর পরটি অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মনাশক। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বটি বলায় তৈলকে, এবং পর পরটি বলায় ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তৈল কাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, অর্থাৎ তৈলের পর কিছুই নাই, এবং ঘৃত কাহারও পরবর্ত্তী নহে, অর্থাৎ ঘৃতের পূর্ব্বে অন্য দ্রব্য নাই। অতএব "যথাপূর্ব্ব" বলায়, বসা পিত্তঘ্ন, মজ্জা পিত্তঘ্নতর, ঘৃত পিত্তঘ্নতম এবং "যথোত্তর" বলায়, মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বসা বাতশ্লেষ্মঘ্নতর এবং তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। কেহ কেহ এইরূপে ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও পিত্ত হইতে ইতর বলায়, বাত ও শ্লেষ্মা উভয়কেই বুঝায়, তথাপি শ্লেষ্মায় স্নেহনিষেধ থাকায়, উক্ত মজ্জাদিকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে, অথবা যদি ইতর শব্দে শ্লেষ্মারও গ্রহণ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদি শ্লেষ্মঘ্ন না বুঝিয়া দ্রব্যান্তরসংস্কৃত মজ্জাদি শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে।

ঘৃতাৎ তৈলং গুরু বসা তৈলান্মজ্জা ততোঽপি চ॥

ঘৃত অপেক্ষা তৈল, তৈল অপেক্ষা বসা, এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরু।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।

দুইটি স্নেহ দ্বারা যমক, তিনটি স্নেহ দ্বারা ত্রিবৃত এবং চারিটি স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। যেমন ঘৃত বসা, ঘৃত তৈল বা ঘৃত মজ্জা যমক-স্নেহ; এইরূপ ঘৃত তৈল বসা ত্রিবৃত-স্নেহ এবং ঘৃত তৈল বসা মজ্জা মহাস্নেহ।

স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ।
বৃদ্ধবালাবলকৃশা রুক্ষাঃ ক্ষীণাস্ররেতসঃ।
বাতার্ত্তস্যন্দতিমির-দারুণপ্রতিবোধিনঃ॥
স্নেহ্যা ন ত্বতিমন্দাগ্নি-তীক্ষ্ণাগ্নিস্থূলদুর্ব্বলাঃ।
উরুস্তম্ভাতিসারাম-গলরোগগরোদরৈঃ॥
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্যরুচিশ্লেষ্ম-তৃষ্ণামদ্যৈশ্চ পীড়িতাঃ।
অপপ্রসূতা যুক্তে চ নস্যে বস্তৌ বিরেচনে॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্নেহার্হ অর্থাৎ স্নেহ-ক্রিয়ার যোগ্য। যথা,—যাহাদের স্বেদ (ভাপরা) প্রদান অথবা বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন ক্রিয়া করিতে হইবে; যাহারা মদ্যপান স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত; যাহারা চিন্তাকারী; যাহারা বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল রুক্ষদেহ অল্পরক্ত বা অল্পশুক্র; যাহারা বাতার্ত্ত অথবা অভিষ্যন্দ বা তিমিরনামক অক্ষি-রোগাক্রান্ত এবং যাহারা অতি কষ্টে নেত্রোন্মীলন করে, তাহাদিগের স্নেহ-ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা অল্পাগ্নি বা তীক্ষ্ণাগ্নি; যাহারা অতি স্থূল বা অতি দুর্ব্বল; যাহারা উরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, বিষোদর, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, বা মদ্য দ্বারা পীড়িত এবং যাহারা গর্ভস্রাব করে, তাহারা স্নেহক্রিয়ার যোগ্য নহে। এবং নস্য বস্তি বা বিরেচন ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলেও স্নেহক্রিয়া নিষিদ্ধ।

তত্র ধীস্মৃতিমেধাগ্নি-কাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্।
গ্রন্থিনাড়ীক্রিমিশ্লেষ্ম-মেদোমারুতরোগিষু॥
তৈলং লাঘবদার্ঢ্যার্থি-ক্রূরকোষ্ঠেষু দেহিষু।
বাতাতপাধ্বভারস্ত্রী-ব্যায়ামক্ষীণধাতুষু॥
রুক্ষক্লেশক্ষমাত্যগ্নি-বাতাবৃতপথেষু চ॥
শেষে বসা তু সন্ধ্যস্থি-মর্ম্মকোষ্ঠরুজাসু চ।
তথা দগ্ধাহতভ্রষ্ট-যোনিকর্ণশিরোরুজি॥

যাহারা বুদ্ধি স্মৃতি মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষা

করে, তাহাদের পক্ষে স্নেহকার্য্যে ঘৃতই প্রশস্ত। যাহারা গ্রন্থি নালী-ঘা ক্রিমি শ্লেষ্মা মেদঃ ও বাত রোগে আক্রান্ত, যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করে এবং যাহাদের কোষ্ঠ ক্রূর, তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বাত আতপ পথপর্য্যটন ভারবহন স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণধাতু, যাহারা রুক্ষ-দেহ, ক্লেশসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণাগ্নি, এবং যাহাদের দেহ স্রোতঃ সকল বায়ু দ্বারা রুদ্ধ, তাহাদের পক্ষে বসা ও মজ্জা প্রশস্ত। কিন্তু সন্ধি অস্থিমর্ম্ম ও কোষ্ঠ-বেদনায়, দাহ আঘাত ও যোনিভ্রংশ-জনিত বেদনায় এবং কর্ণ ও শিরোবেদনায় বসাই প্রশস্ত।

তৈলং প্রাবৃষি বর্ষান্তে সর্পিরন্যৌ তু মাধবে।
ঋতৌ সাধারণে স্নেহঃ শস্তোঽহ্নি বিমলে রবৌ॥

বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা, স্নেহনার্থ প্রশস্ত। কিন্তু সাধারণ ঋতুতে, অর্থাৎ বর্ষণাদি ঋতুলক্ষণ সকল যখন সমভাবে থাকে, তখন এবং দিবাভাগে ও রৌদ্রের সময় স্নেহপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। (সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহক্রিয়া বিধেয়।)

তৈলং ত্বরায়াং শীতেঽপি ঘর্ম্মেঽপি চ ঘৃতং নিশি।
নিশ্যেব পিত্তে পবনে সংসর্গে পিত্তবত্যপি।
নিশ্যন্যথা বাতকফাদ্রোগাঃ স্যুঃ পিত্ততো দিবা॥

তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই এবং ঘৃত যে কেবল শরৎকালেই প্রযোজ্য, তাহা নহে; ব্যাধির অবস্থানুসারে যদি ত্বরায় স্নেহক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালেও তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বায়ুর বা পিত্তের অথবা বাতপিত্ত উভয়ের প্রকোপ স্থলে কিংবা তজ্জনিত রোগে, গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃতপ্রয়োগ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃতপ্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মজনিত রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে তৈল প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ হইয়া থাকে।

যুক্ত্যাবচারয়েৎ স্নেহং ভক্ষ্যাদ্যন্নেন বস্তিভিঃ।
নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণৈঃ॥

ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ যুক্তি অনুসারে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অন্নের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, মূর্দ্ধতর্পণ (শিরোবস্তি), কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে উহা প্রয়োগ করিবে।

দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরষ্টাভির্যামৈর্জীর্য্যন্তি যাঃ ক্রমাৎ।
হ্রস্বমধ্যোত্তমা মাত্রাস্তাস্তাভ্যশ্চ লঘীয়সীম্॥
কল্পয়েদ্বীক্ষ্য দোষাদীন্ প্রাগেব তু হ্রসীয়সীম্।
হ্যস্তনে জীর্ণ এবান্নে স্নেহোঽচ্ছঃ শুদ্ধয়ে বহুঃ॥
শমনঃ ক্ষুদ্বতোঽনন্নো মধ্যমাত্রশ্চ শস্যতে।

স্নেহের যে মাত্রা, দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহা হ্রস্ব (লঘু) মাত্রা। যাহা চারি প্রহরে জীর্ণ হয়, তাহা মধ্যম মাত্রা এবং যাহা আট প্রহরে পরিপাক পায়, তাহা উত্তম মাত্রা। দোষাদি লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ দোষ ভেষজ দেশ কাল বল শরীর আহার সত্ত্ব সাত্ম্য ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রয়োগ করিবে। প্রয়োজন হইলে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম মাত্রা প্রদেয়। যেহেতু অজ্ঞাত-কোষ্ঠ পুরুষকে প্রথমেই অধিক মাত্রায় স্নেহ সেবন করাইলে অনেক স্থলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি শোধনের (বিরেচনাদির) নিমিত্ত স্নেহপান করাইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিবসীয় আহার জীর্ণ হইবামাত্র, বুভুক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বহু পরিমাণে অচ্ছ (কেবল) স্নেহপান করাইবে। ক্ষুধার সময় স্নেহপান করাইলে তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা জীর্ণ হইয়া শোধনকার্য্যে অসমর্থ হয়। কিন্তু শমনের জন্য (যত্রতত্রস্থ কুপিত দোষের শান্তির নিমিত্ত) ক্ষুধার সময় অনন্ন (অন্নরহিত) স্নেহপান মধ্যম মাত্রায় প্রশস্ত। কারণ তৎকালে স্রোতঃ সকল পরিষ্কৃত থাকায়, পীত স্নেহ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া কুপিত দোষের শান্তি করিয়া থাকে।

বৃংহণো রসমদ্যাদ্যৈঃ সভক্তোঽল্পো হিতঃ স চ।
বালবৃদ্ধপিপাসার্ত্ত-স্নেহদ্বিণ্মদ্যশীলিষু॥
স্ত্রীস্নেহনিত্যমন্দাগ্নি-সুখিতক্লেশভীরুষু।
মৃদুকোষ্ঠাল্পদোষেষু কালে চোষ্ণে কৃশেষু চ॥

বৃংহণের জন্য মাংসরস ও মদ্যাদির সহিত অতি অল্প মাত্রায় স্নেহ প্রয়োগ করিবে। সেই সভক্ত (অন্নসহিত) স্নেহ, বালক বৃদ্ধ পিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বেষী মদ্যপায়ী স্ত্রীসঙ্গরত মন্দাগ্নি সুখী ক্লেশভীত মৃদু-কোষ্ঠ অল্পদোষযুক্ত ও কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং উষ্ণকালে হিতকর।

বায়ুর্য্যমচ্ছেঽস্নুপবেৎ স্নেহে তৎসুখপক্তয়ে।
আস্যোপলেপশুদ্ধ্যৈব তৌবরারুষ্করে ন তু॥
জীর্ণাজীর্ণবিশঙ্কায়াং পুনরুষ্ণোদকং পিবেৎ।
তেনোদ্গারবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ততশ্চ লঘুতা রুচিঃ॥

অচ্ছ (কেবল) স্নেহপানানন্তর উষ্ণ বারি পান করিবে। উষ্ণবারি-অনুপান সহ পীত স্নেহ সহজে পরিপাক হয় এবং স্নেহলিপ্ত মুখেরও বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি পীত স্নেহে জীর্ণাজীর্ণসন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উষ্ণোদক পান করিবে, তাহাতে উদ্গারশুদ্ধি রুচি ও দেহের লঘুতা হইবে। কিন্তু উষ্ণবীর্য্য তৌবর তৈল বা ভল্লাতক তৈল পান করিয়া উষ্ণ বারি অনুপান করা কর্ত্তব্য নহে।

ভোজ্যোঽন্নং মাত্রয়া পাস্যন্ শ্বঃ পিবন্ পীতবানপি।
দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি নাতিস্নিগ্ধমসঙ্করম্॥
উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ।
ন বেগরোধী ব্যায়াম-ক্রোধশোকহিমাতপান্॥
প্রবাতযানযানাধ্ব-ভাষ্যাত্যাসনসংস্থিতিঃ।
নীচাত্যুচ্চোপধানাহঃ স্বপ্নধূমরজাংসি চ॥
যান্যহানি পিবেৎ তানি তাবন্ত্যন্যান্যপি ত্যজেৎ।
সর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং প্রায়ো ব্যাধিক্ষীণেষু চ ক্রমঃ।
উপচারস্তু শমনে কার্য্যঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ॥

যে দিবস স্নেহপান করিবে, তৎপূর্ব্ব দিবসে এবং স্নেহপানদিবসে স্নেহ পান করিয়া মুদ্গযূষাদি দ্রবযুক্ত উষ্ণ অন্ন বা উষ্ণ, দ্রব, অনভিষ্যন্দী (যাহা কফকর নহে), ঈষৎ স্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা অপথ্যযুক্ত নহে) অন্ন অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। যতদিন স্নেহপান করিবে, ততদিন এবং স্নেহপানের পর আরও ততদিন উষ্ণ বারি পান করিবে, স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে, মল-মূত্রাদির বেগ রোধ করিবে না, এবং ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, হিম, আতপ, প্রবল বায়ু, যানে গমনাগমন, পথপর্য্যটন, অধিক ভাষণ, দীর্ঘকাল আসনে উপবেশন, অতি নীচ বা অতি উচ্চ বালিশে মস্তক স্থাপন, দিবানিদ্রা, ধূম ও ধূলি ত্যাগ করিবে। বমন-বিরেচনাদি সকল কর্ম্মেই এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই বিধি। কিন্তু শমনের জন্য স্নেহপান করিলে বিরিক্তবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে অর্থাৎ বিরেচনে যেমন পেয়াদি ব্যবস্থেয়, শমনার্থ স্নেহপানেও সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য।

ত্র্যহমচ্ছং মৃদৌ কোষ্ঠে ক্রূরে সপ্তদিনং পিবেৎ।
সম্যক্ স্নিগ্ধোঽথবা যাবদতঃ সাত্ম্যীভবেৎ পরম্॥

কোষ্ঠ মৃদু হইলে তিন দিন এবং ক্রূর হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত অচ্ছ স্নেহ পান করিবে। কিন্তু ইহাই যে নিয়ম, তাহা নহে; যতদিন পর্য্যন্ত স্নিগ্ধলক্ষণ সম্যক্ উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। অতএব সপ্তাহের পরও স্নেহপান বিধেয়; কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যেরা, সাত দিনের পর স্নেহপান করিতে হইলে, এক এক দিন বাদে বাদে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধলক্ষণ প্রকাশের পরও অধিক দিন স্নেহপান করিলে ঐ স্নেহ সাত্ম্যীভূত (অভ্যস্ত) হওয়ায়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না, অর্থাৎ সাত্ম্যীভূত স্নেহ মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না। (মৃদু ও ক্রূর কোষ্ঠের বিষয় লিখিত হইল, সংগ্রহে মধ্য কোষ্ঠে ছয় দিন পর্য্যন্ত স্নেহপানের বিধি আছে)।

অথাতঃ স্বেদবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্বেদস্তাপোপনাহোষ্ম-দ্রবভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ।
তাপোঽগ্নিতপ্তবসন-ফালহস্ততলাদিভিঃ॥

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। তাপ, উপনাহ, উষ্ম ও দ্রবভেদে স্বেদ চারি প্রকার। বস্ত্র লৌহ-ফাল ও হস্ততলাদি অগ্নিতপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে তাপস্বেদ কহে।

উপনাহো বচাকিণ্ব-শতাহ্বাদেবদারুভিঃ।
ধান্যৈঃ সমস্তৈর্গন্ধৈশ্চ রাস্নৈরণ্ডজটামিষৈঃ॥
উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহ-চুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈঃ।
কেবলে পবনে শ্লেষ্ম-সংসৃষ্টে সুরসাদিভিঃ॥
পিত্তেন পদ্মকাদ্যৈস্তু সাল্বণাখ্যৈঃ পুনঃপুনঃ॥

উপনাহঃ—উপনহ্যতে বধ্যতে চর্ম্মপট্টাদিনেত্যন্বর্থং নামাস্যোপনাহ ইতি। সাল্বণ ইত্যস্য চ তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধং নাম। তথা চ ধন্বন্তরিঃ;—

কাকোল্যাদিঃ স বাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানুপোদকমাংসস্তু সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ॥
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ সাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি

উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহচুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈরিতি ত্রিষপি স্বেদেষু যোজ্যম্।

কেবল বায়ুর প্রকোপে বচ, কিণ্ব (মদের বক্‌কাল), শতমূলী, দেবদারু, ধনে (তিল তিষি মাষকলাই প্রভৃতিও গ্রহণীয়), সমস্ত গন্ধদ্রব্য, রাস্না, এরণ্ডমূল, জটামাংসী ও মাংস ইহাদিগকে শিলাপিষ্ট, অধিক-লবণ-মিশ্রিত এবং ঘৃতাদি স্নেহ, চুক্র (অম্ল তক্র) বা দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পূর্ব্বোক্ত সুরসাদি গণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ এবং ঈষৎ পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পদ্মকাদি গণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃপুন প্রয়োগ করিবে। এই স্বেদদ্বয়েও লবণ ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ স্বেদের নাম উপনাহ। তন্ত্রান্তরে ইহাকে সাল্বণ স্বেদও কহিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে উষ্ণ প্রলেপ অর্থাৎ পুলটিস্ বলে।

স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্যৈর্ম্মৃদুভিশ্চর্ম্মপট্টৈরপূতিভিঃ।
অলাভে বাতজিৎপত্র-কৌশেয়াবিকশাটকৈঃ।
রাত্রৌ বদ্ধং দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্॥

কোন অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ দিয়া মৃদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্র বা রেশমী বস্ত্র, কিংবা কম্বলাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখাকে উপনাহস্বেদ কহে। রাত্রিকৃত বন্ধন দিবায় খুলিবে এবং দিনকৃত বন্ধন রাত্রিতে খুলিয়া দিবে।

উষ্মা তূৎকারিকালোষ্ট্র-কপালোপলপাংশুভিঃ।
যত্র ভক্তেন ধান্যেন করীষসিকতাতুষৈঃ।
অনেকোপায়সন্তপ্তৈঃ প্রযোজ্যো দেশকালতঃ॥

যবমাষৈরণ্ডবীজাতসীকুসুম্ভবীজাদিভিঃ পিষ্টস্বিন্নৈ-র্পপসিকাকৃতিযঃ স্বেদনোপায়ঃ সা উৎকারিকা।

উৎকারিকা (স্বিন্ন ও পিষ্ট যব-গোধূমাদি দ্বারা নির্ম্মিত আকৃতিবিশেষ), লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর বা ধূলি কিংবা পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুঁটেচূর্ণ, বালুকা বা তুষ, ইহাদিগকে নানা উপায়ে সন্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ প্রদান করা যায়, তাহার নাম উষ্মস্বেদ। উষ্মস্বেদ দেশ, কাল ও দোষ-দূষ্যানুসারে নানাপ্রকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যথা,—উপরি-উক্ত দ্রব্যদিগকে উষ্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে উষ্মা উঠে, সেই উষ্মা দ্বারা স্বেদ, অথবা গোময়াদিকে পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে কিংবা ঐ সকল বস্তুকে কুম্ভাদি পাত্রে রাখিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে অতি উষ্ণ করিবে, এবং রোগিকে কোন নির্ব্বাতদেশে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলাদি আবরণে আবৃত করিবে; তৎপরে ঐ পাত্রের মুখ ক্রমে ক্রমে খুলিবে এবং তদুদ্ভূত বাষ্প দ্বারা স্বেদ অর্থাৎ ভাপ্‌রা দিবে। এইরূপ নানা প্রকারে উষ্মস্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

শিগ্রুবারণকৈরণ্ড-কারঞ্জসুরসার্জ্জকাৎ।
শিরীষবাসাবংশার্ক-মালতীদীর্ঘবৃন্ততঃ॥
পত্রভঙ্গৈর্বচাদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ।
দশমূলেন চ পৃথক্ সহিতৈর্বা যথামলম্॥

স্নেহবস্তিঃ সুরাশুক্ত-বারিক্ষীরাদিসাধিতৈঃ।
কুম্ভীর্গলন্তীর্নাড়ীর্বা পূরয়িত্বা রুজার্দ্দিতম্।
বাসসাচ্ছাদিতং গাত্রং স্নিগ্ধং সিঞ্চেদ্ যথাসুখম্॥

সজিনা, বেণা, জেরাণ্ডা, করঞ্চা, নিসিন্দা, শ্বেততুলসী, শিরীষ, বাসক, বংশ, আকন্দ, মালতী ও শোনাগাছ, ইহাদের পত্রসমূহ, বচাদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ, আনূপ ও বারিজ মাংস এবং দশমূল, ইহাদের মধ্যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সমস্তগুলিকে, দোষানুসারে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুরা, শুক্ত, জল বা দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, হাঁড়ী গর্গরী অথবা বাঁশের নলের মধ্যে পূরিয়া সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পীড়িত অঙ্গে সেচন করিবে। সেচনের পূর্ব্বে সেই পীড়িত অঙ্গ স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে হইবে।

তৈরেব বা দ্রবৈঃ পূর্ণং কুণ্ডং সর্ব্বাঙ্গগেঽনিলে।
অবগাহ্যাতুরস্তিষ্ঠেদর্শঃকৃচ্ছ্রাদিরুক্ষু চ॥

সর্ব্বাঙ্গবাত কিংবা অর্শ বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগগ্রস্ত রোগী, পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রবপূর্ণ কোন কুণ্ডে (টবে) অবগাহন করিয়া অবস্থিতি করিবে। ইহাই দ্রবস্বেদ।

নিবাতেঽন্তর্বহিঃস্নিগ্ধো জীর্ণান্নঃ স্বেদমাচরেৎ।
ব্যাধিব্যাধিতদেশর্ত্তু-বশান্মধ্যবরাবরম্॥

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে, রোগ, রোগী, দেশ ও ঋতু অনুসারে নির্বাত স্থানে হীন, মধ্য বা উৎকৃষ্ট স্বেদ লইবে।

কফার্ত্তো রুক্ষণং রুক্ষো রুক্ষস্নিগ্ধং কফানিলে।
আমাশয়গতে বায়ৌ কফে পক্বাশয়াশ্রিতে।
রুক্ষপূর্ব্বং তথা স্নেহ-পূর্ব্বং স্থানানুরোধতঃ॥

কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ স্নেহপান ও স্নেহমর্দ্দন দ্বারা অন্তর্ব্বহিঃ স্নিগ্ধ না হইয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। কফবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ, কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ লইবে এবং স্থানানুরোধে অর্থাৎ আমাশয়গত বাতে অগ্রে রুক্ষ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ ও পক্বাশয়গত কফে অগ্রে স্নিগ্ধ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ রুক্ষ স্বেদ লইবে; কারণ আমাশয় কফের স্থান এবং বায়ু তথায় আগন্তু, অতএব কফশান্তির নিমিত্ত অগ্রে রুক্ষ ও বায়ুশান্তির জন্য পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদাতব্য। পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, অতএব বায়ুশান্তির জন্য অগ্রে স্নিগ্ধ পশ্চাৎ কফশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রযোজ্য।

অল্পং বঙ্ক্ষণয়োঃ স্বল্পং দৃঙ্মুষ্কহৃদয়ে ন বা।
শীতশূলক্ষয়ে স্বিন্নো জাতেঽঙ্গানাঞ্চ মার্দ্দবে।
স্যাচ্ছনৈর্ম্মৃদিতঃ স্নাতস্ততঃ স্নেহবিধিং ভজেৎ॥

বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচকিস্থানে) অল্প স্বেদ দিবে এবং চক্ষু, মুষ্ক ও হৃদয়ে অতি অল্প মাত্র স্বেদ দিবে, অথবা একবারেই দিবে না। যখন শীত ও বেদনার ক্ষয় এবং অঙ্গের কোমলতা জন্মে, তখনই জানিবে, পুরুষ স্বিন্ন হইয়াছে। স্বিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া দিবে এবং তাহাকে উষ্ণোদকে স্নান ও স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে।

ন স্বেদয়েদতিস্থূল-রুক্ষদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতান্।
স্তম্ভনীয়ক্ষতক্ষীণ-ক্ষামমদ্যবিকারিণঃ॥
তিমিরোদরবীসর্প-কুষ্ঠশোষাঢ্যরোগিণঃ।
পীতদুগ্ধদধিস্নেহ-মধূন্ কৃতবিরেচনান্।
দগ্ধভ্রষ্টগুদগ্লানি-ক্রোধশোকভয়ান্বিতান্॥
ক্ষুৎতৃষ্ণাকামলাপাণ্ডু-মেহিনঃ পিত্তপীড়িতান্।
গর্ভিণীং পুষ্পিতাং সূতাং মৃদু চাত্যয়িকে গদে॥

অতি স্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয়, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, মদ্যরোগী এবং তিমির (নেত্ররোগ বিশেষ) উদর বিসর্প কুষ্ঠ শোষ ও বাতরক্ত রোগী, দুগ্ধ দধি স্নেহ ও মধুপায়ী, কৃতবিরেচন, ক্ষারাগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধগুদ, অতিসারবেগে ভ্রষ্টগুদ, গ্লানি ক্রোধ শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কামলা পাণ্ডু ও মেহ রোগী, পিত্তপীড়িত, গর্ভিণী ও রক্তাতিস্রাববিশিষ্টা প্রসূতি, ইহাদিগকে স্বেদ দিবে না। তবে যখন বিসূচিকাদি বা বিপজ্জনক রোগ হইবে, তখন মৃদু স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

স্বেদো হিতস্ত্বনাগ্নেয়ো বাতে মেদঃকফাবৃতে।
নিবাতং গৃহমায়াসো গুরুপ্রাবরণং ভয়ম্।
উপনাহাহবক্রোধ-ভূরিপানং ক্ষুধাতপঃ॥

মেদ ও কফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ যথা,—নিবাত গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু আবরণ, ভয়, উপনাহ, যুদ্ধ, ক্রোধ, ভূরি মদ্যপান, ক্ষুধা ও সূর্য্যাতপ। (উপনাহ দুই প্রকার, আগ্নেয় ও অনাগ্নেয়। পূর্ব্বোক্ত বচ ও কিণ্বাদি দ্বারা যে উপনাহ, তাহাকে আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্য মৃদু ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ড-পত্রাদি দ্বারা কোন অঙ্গ বাঁধিয়া রাখাকে অনাগ্নেয় স্বেদ কহে।)

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শারীর-প্রকরণং দ্রব্যাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ঃ স্নেহস্বেদবিধিশ্চ।

অথ পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

পঞ্চকর্ম্মাণি।

প্রথমং বমনং পশ্চাদ্বিরেকশ্চানুবাসনম্।
এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি নিরূহো নাবনং তথা॥

বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ ও নাবন (নস্য), এই পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসার অঙ্গ-ভূত। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

তত্র বমনবিধিঃ।

শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্।
বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্।
তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥
বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে।
হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহেঽজীর্ণভ্রমেষু চ॥
বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু॥
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে।
গলশুণ্ডামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা॥
মেদোগদেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ ভিষক্।
(স্তন্যরোগে দুষ্টস্তন্যপানজনিতে বালস্য রোগে)

শরৎ বসন্ত ও বর্ষা এই ঋতুত্রয়, বমন ও বিরেচনের প্রশস্ত কাল। যাহার বল আছে, যাহার দেহ কফব্যাপ্ত, যে বমনবেগাদি দ্বারা নিপীড়িত, বমন যাহার দেহানুকূল ও যে ব্যক্তি ধীরচিত্ত, তাহাকেই বমন করাইবে। বিষদোষে, বালকের দুষ্টস্তন্যপান-জনিত রোগে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে, অর্ব্বুদ পীড়ায় (আবরোগে), হৃদ্রোগে এবং কুষ্ঠ বীসর্প মেহ অজীর্ণ ভ্রম বিদারিকা অপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধি অপস্মার জ্বর উন্মাদ রক্তাতিসার এবং নাসা তালু ও ওষ্ঠপাক কর্ণস্রাব অধিজিহ্বা গলশুণ্ডী অতিসার পিত্ত-শ্লেষ্মজনিত ব্যাধি মেদোরোগ ও অরুচি এই সকল রোগে বমন হিতকর।

ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ॥
মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ।
উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দিঃ কেবলানিলী।
পাণ্ডুরোগী কৃমিব্যাপ্তঃ পবনাৎ স্বরঘাতবান্।

এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বম্যা যে বিষপীড়িতাঃ॥
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বম্যা মধুকক্বাথপানতঃ॥
(ভুক্তরূক্ষকর্কশদ্রব্যো দুশ্ছর্দ্দ্যঃ।)

তিমিররোগ (নেত্ররোগ বিশেষ) গুল্ম ও জঠর রোগ থাকিলে এবং কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী স্ত্রী, স্থূলকায়, ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহিত (যাহাদের নিরূহণ ক্রিয়া—পিচকারী দেওয়া হইয়াছে), উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগরক্তপিত্ত-রোগাক্রান্ত, দুশ্ছর্দ্দ্য (রুক্ষ ও কর্কশ দ্রব্য ভোজনেও যাহাদের বমন হয় না), কেবল বায়ুপ্রবল, পাণ্ডুরোগী, কৃমিরোগী এবং বাতজনিত স্বরভেদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে, বমন করাইবে না। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ অজীর্ণ-ব্যথিত, বিষপীড়িত ও প্রবলকফান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও যষ্টিমধুর (কাহার মতে মৌলফুলের) কাথ পান করাইয়া বমন করান যাইতে পারে।

সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ।
পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীরতক্রদধীনি চ॥
অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনাম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে॥
বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধুনা হিতম্।
বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্ বিপরীতং বিরেচনম্॥

কোমলাঙ্গ, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ, দুগ্ধ, দধি বা তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। প্রথমে অপ্রিয় ও কফজনক ভোজ্য দ্বারা বমনার্হ ব্যক্তির দোষ সকলকে উৎক্লেশিত অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ করাইয়া, স্নেহস্বেদ প্রয়োগানন্তর বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বমন সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বমনকারক ঔষধের মধ্যে মধুসংযুক্ত সৈন্ধব হিতকর। অরুচিজনক দ্রব্য বমনার্থ প্রযোজ্য। রুচিকর দ্রব্য বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়।

কাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রাপয়িত্বা জলাঢ়কে।
অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষ্ববচারয়েৎ॥
কাথপানে নব প্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥
বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
অর্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ॥
(অর্দ্ধত্রয়োদশপলং সার্দ্ধষট্‌কম্।)

অর্দ্ধসের পরিমিত কাথ্যদ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল উপযুক্ত মাত্রায় বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। এই কাথ-জলপানের জ্যেষ্ঠ মাত্রা ৯ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ৬ প্রস্থ, কনিষ্ঠ মাত্রা ৩ প্রস্থ। বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায় সাড়ে ছয় পলে এক প্রস্থ গণ্য হইয়া থাকে। (এক্ষণকার লোকের অগ্নিবল অতি কম, সুতরাং কনিষ্ঠ মাত্রা অপেক্ষাও অনেক কমমাত্রায় কাথজল বমনার্থ ব্যবহার্য্য।)

কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্।
মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎ কনীয়স্তু পলং ভবেৎ॥

বমনের জন্য কল্কচূর্ণ ও অবলেহের প্রধান মাত্রা ৩ পল, মধ্যম মাত্রা ২ পল এবং কনিষ্ঠমাত্রা ১ পল। (এরূপ মাত্রাও এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না)।

বমনে চাষ্ট বেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্তু তে।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারস্ত্ববরে মতাঃ॥

বমনের অষ্টবেগ অর্থাৎ ৮ বার বমি হইলে শ্রেষ্ঠবেগ বলা যায়; ইহাতে শেষবেগে পিত্ত উদ্‌গীর্ণ হইয়া থাকে। ৬ বেগ মধ্যম ও ৪ বেগ অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়।

কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জ্জয়েৎ।
সস্বাদুলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্॥
কৃষ্ণাং রাটফলং সিন্ধুং কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
পটোলবাসানিম্বাংশ্চ পিত্তে শীতজলৈঃ পিবেৎ॥
সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ।
অর্কমূলত্বচশ্চূর্ণং পিবেৎ কফবিষার্দ্দিতঃ॥
অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎ সুধীঃ।
(রাটফলং মদনফলম্।)

কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা কফকে; স্বাদু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা পিত্তকে; স্বাদু লবণ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট

কফকে জয় করিবে। কফাধিক্যে পিপুল, ময়নাফল ও সৈন্ধব লবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ব্যবস্থা করিবে। পিত্তাধিক্যে পটোলপত্র বাসক ও নিমছাল শীতল জলের সহিত ব্যবস্থেয়। বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় দুগ্ধের সহিত ময়নাফল সেব্য। কফ ও বিষার্দ্দিত ব্যক্তির পক্ষে বমনার্থ আকন্দমূলচূর্ণ (২।৩ মাষা) ব্যবস্থেয়। অজীর্ণ রোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধবলবণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ।
অতিবান্তে ভবেৎ তৃষ্ণা হিক্কোদ্‌গারো বিসংজ্ঞতা॥
জিহ্বানিঃসরণঞ্চাক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ।
রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে॥
(হনুসংহতিঃ হন্বোরমিলনম্।)

অসম্যক্ বমনে প্রসেক অর্থৎ মুখাদি হইতে জলস্রাব, হৃদয়-বেদনা, কোঠ (বোল্‌তা দংশনজনিত শোথের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলোৎপত্তি) ও কণ্ডু উপস্থিত হয়। আর অধিক মাত্রায় বমন করাইলে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্‌গার, সংজ্ঞাহীনতা, জিহ্বার বহির্নিঃসরণ, চক্ষুর ব্যাবর্ত্তন (উল্‌টাইয়া যাওয়া), হনুদ্বয়ের অসম্মিলন, রক্তবমন, নিষ্ঠীবন ও কণ্ঠপীড়া হইয়া থাকে।

বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্ বিরেচনম্।
বমনেন প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহঃ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্ঘৃতক্ষীররসৈহিতৈঃ।
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেহগ্রতো নরাঃ॥
নিঃসৃতান্তু তিলদ্রাক্ষা-কল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ।
ব্যাবৃতেঽক্ষি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠীবমুপাচরেৎ॥
ধাত্রীরসাঞ্জনোশীর-লাজাচন্দনবারিভিঃ।
মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্॥
শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ।
হৃৎকণ্ঠশিরসাং শুদ্ধির্দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্॥
কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্‌বান্তস্য লক্ষণম্।
ততোঽপরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গষষ্টিকশালিভিঃ॥
হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ।
তন্দ্রানিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডুশ্চ গ্রহণীবিষম্॥
সুবান্তস্য ন পীড়ায়ৈ ভবন্ত্যেতে কদাচন।
অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা॥
স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ॥

অধিক বমন হইতে থাকিলে মৃদুবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমন হেতু জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে অম্ল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরসের স্নিগ্ধ কবল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং তাহার সম্মুখে অন্যান্য ব্যক্তিকে অম্ল ভক্ষণ করাইবে। জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িলে তিল ও দ্রাক্ষা বাটিয়া জিহ্বায় লেপন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। চক্ষু উল্‌টাইয়া গেলে তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া এবং ধীরে ধীরে টিপিয়া প্রকৃতভাবে স্থাপিত করিবে। হনুসন্ধি শিথিল হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও নস্য প্রদান করিবে। অতি বমনে যদি রক্তনিষ্ঠীবন হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত-বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসাঞ্জন, বেণার মূল, খৈ ও চন্দন এই সকল দ্রব্যে জলে মন্থ প্রস্তুত করিয়া সেই মন্থ, ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিতে দিবে। তাহাতে তৃষ্ণা প্রভৃতি বমনোপদ্রব সমস্ত প্রশমিত হইবে। হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, দেহের লঘুতা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার নাশ এই গুলি সম্যক্-বমনের লক্ষণ। বমনান্তে রোগির ক্ষুধা হইলে পরদিন মুগের দাল, ষষ্টিক বা শালিতণ্ডুলের অন্ন ও জাঙ্গল মাংসের যূষ ভোজন করিতে দিবে। সুচারুরূপে বমনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখ-দৌর্গন্ধ্য, কণ্ডু ও গ্রহণীদুষ্টিজনিত অজীর্ণ কখনই পীড়াদায়ক হইতে পারে না। বান্ত ব্যক্তি এক দিবস দুষ্পাচ্য আহার, শীতল জল, ব্যায়াম, মৈথুন, তৈলাদি মর্দ্দন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

অথ বিরেচনবিধিঃ।

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃ স্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ॥
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্ বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ॥
ঋতৌ বসন্তে শরদি দেহশুদ্ধৌ বিরেচয়েৎ।
অন্যদাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্ বুধঃ॥
পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা।
উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধৌ বিশেষতঃ॥
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥
বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী॥
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী॥
শল্যার্দ্দিতশ্চ রূক্ষশ্চ ন বিরেচ্যো বিজানতা।
জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী॥
অর্শঃপাণ্ডূদরগ্রন্থি-হৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ।
যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ॥
বিদ্রধিচ্ছর্দ্দিবিস্ফোট-বিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ।
কর্ণনাসাশিরোবক্ত্র-গুদমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ॥
প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ ক্রিমিক্ষারানলার্দ্দিতাঃ।
শূলিনো মূত্রঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ॥

বমনার্হ ব্যক্তিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করণানন্তর বমন করাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। অগ্রে বমন না করাইয়া বিরেচন করাইলে কফ অধঃপতিত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, দেহের গুরুতা অথবা প্রবাহিকারোগ উৎপন্ন হয়। একারণ অগ্রে বমন করান কর্ত্তব্য। অথবা কোন পাচক-ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা আম ও কফের পরিপাক করাইয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে।

দেহশুদ্ধির জন্য বসন্ত ও শরৎকালে বিরেচন করাইবে, কিন্তু প্রাণসঙ্কট স্থলে অন্য ঋতুতেও শোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পিত্তের আধিক্যে, আমজনিত পীড়ায়, জঠররোগে ও উদরাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন কর্ত্তব্য। লঙ্ঘন বা পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত হইলে বরং তাহা কদাচিৎ কুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা শোধিত হইলে দোষ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার আর পুনরুদ্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভীরু, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলকায়, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা, মন্দাগ্নিযুক্ত, মদাত্যয়রোগাক্রান্ত, শল্য-*-পীড়িত ও রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন দেওয়া নিষিদ্ধ।

জীর্ণজ্বর, গরদুষ্টি, বাতরক্ত, ভগন্দর, অর্শঃ, পাণ্ডু, জঠর, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, বিদ্রধি, বমন, বিস্ফোটক, বিসূচী, কুষ্ঠ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, শিরোরোগ, মুখরোগ, গুহ্যরোগ, মেঢ্রোগ, প্লীহজনিতশোথ, নেত্ররোগ, ক্রিমিরোগ, অগ্নি ও ক্ষারজনিত রোগ, শূলরোগ ও মূত্রাঘাত এই সকল রোগে বিরেচন প্রযোজ্য।

বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ।
বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে॥
মৃদ্বী মাত্রা মৃদৌ কোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমা।
ক্রূরে তীক্ষ্ণা মতা দ্রব্যৈর্মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ॥
মৃদুর্দ্রাক্ষাপয়শ্চঞ্চু-তৈলৈরপি বিরিচ্যতে।
মধ্যমস্ত্রিবৃতাতিক্তা-রাজবৃক্ষৈর্বিরিচ্যতে॥
ক্রূরঃ স্নুক্পয়সা হেম-ক্ষীরিদন্তীফলাদিভিঃ॥

পিত্তাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ মৃদু, শ্লেষ্মাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ মধ্যম এবং বাতাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ ক্রূর হইয়া থাকে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বিরেচ্য অর্থাৎ সহজে তাহাদের বিরেচন হয় না। মৃদুকোষ্ঠে অল্প মাত্রায় মৃদুবিরেচক; মধ্যকোষ্ঠে মধ্যম মাত্রায় মধ্যম বিরেচক; এবং ক্রূরকোষ্ঠে অধিক মাত্রায় তীক্ষ্ণবিরেচক

* যে কোন বস্তু শরীর ও মনের পীড়াদায়ক, তাহাকেই শল্য বলা যায়। সুতরাং বহিঃস্থ কণ্টকাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়াদায়ক হইলে তাহাদিগকেও শল্য বলা যাইতে পারে এবং শরীরস্থ রস রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি পদার্থ সকলও প্রদুষ্ট হইয়া পীড়াকর হইলে তাহারাও শল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির দ্রাক্ষা, দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল সেবনে বিরেচন হয়; মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির তেউড়ী, কটকী ও সোন্দাল দ্বারা বিরেচন হয়; ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির মনসা সীজের আঠা, হেমক্ষীরী (চোক) ও জয়পাল প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে।

মাত্রোত্তমা বিরেকস্ত ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তিকা।
বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা॥
দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবেৎ।
পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্ত বিরেচনম্॥
কল্কমোদকচূর্ণানাং কর্ষং মধ্বাজ্যলেহতঃ।
কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া॥
পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষাক্কাথাদিভিঃ পিবেৎ।
ত্রিফলাক্কাথগোমূত্রৈঃ পিবেদ্ ব্যোষং কফান্বিতঃ॥
ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ।
বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা॥
এরণ্ডতৈলং ত্রিফলা-ক্কাথেন দ্বিগুণেন বা।
যুক্তং পীতং পয়োভির্বা নচিরেণ বিরিচ্যতে॥
সক্ষীরা সেবতী পেয়া বিরেকার্থং সিতাযুতা।
নারিকেলজতোয়েন পেয়া বা স্বর্ণপত্রিকা।
ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
সমৃদ্বীকারসক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্॥
ত্রিবৃদ্দুরালভামুস্ত-শর্করোদীচ্যচন্দনম্।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলঞ্চ ঘনাত্যয়ে॥
ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলাং বচাম্।
হেমক্ষীরী চ হেমন্তে চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥
পিপ্পলীং নাগরং সিন্ধুং শ্যামাং ত্রিবৃতয়া সহ।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্॥
ত্রিবৃতা শর্করা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্॥

যে মাত্রায় বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে ৩০ বার ভেদ হয় এবং শেষবারে কফ নির্গত হয়, সেই মাত্রাকেই বিরেচনের প্রধান মাত্রা বলে। যে মাত্রায় ২০ বার ভেদ হয়, তাহাকে মধ্যম মাত্রা এবং যাহাতে ১০ বার ভেদ হয়, তাহাকে হীন মাত্রা কহা যায়। বিরেচক কষায়ের প্রধান মাত্রা ২ পল; মধ্যম মাত্রা ১ পল ও কনিষ্ঠ মাত্রা ||০ অর্দ্ধ পল। বিরেচক কল্ক, মোদক ও চূর্ণের প্রধান মাত্রা ১ পল; মধ্যম মাত্রা দুই কর্ষ অর্থাৎ অর্দ্ধ পল এবং লঘু মাত্রা ১ কর্ষ (২ তোলা)। রোগির বয়স রোগ ও অগ্নি-বলাদি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। বিরেচক কল্ক, মোদক ও চূর্ণ, মধু এবং ঘৃতের সহিত সেবনীয়। (বিরেচক কষায়, কল্ক ও চূর্ণের যেরূপ মাত্রা লিখিত হইল, এক্ষণে সেরূপ মাত্রা প্রয়োগ করা যায় না। এক্ষণকার লোকের অগ্নিবল নিতান্ত কম বলিয়া উল্লিখিত লঘু মাত্রাই এক্ষণকার প্রধান মাত্রা।) পিত্তাধিক্যে দ্রাক্ষাক্কাথাদির সহিত তেউড়ী-চূর্ণ; কফাধিক্যে ত্রিফলার ক্কাথ বা গোমূত্রের সহিত ত্রিকটু-(শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ)-চূর্ণ; এবং বাতাধিক্যে অম্ল-রস অথবা জাঙ্গলমাংসের যূষের সহিত তেউড়ী সৈন্ধব ও শুঁঠ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডতৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্কাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়। চিনি ও দুগ্ধের সহিত গোলাপফুল অথবা নারিকেলজলের সহিত সোণামুখী সেবন করিলে বিরেচন হয়। বর্ষাকালে দ্রাক্ষার ক্কাথ ও মধুর সহিত তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঁঠ বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়; শরৎকালে দ্রাক্ষার ক্কাথের সহিত তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সেব্য। হেমন্ত কালে উষ্ণ জলের সহিত তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, এলাইচ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী সেবনীয়। শীত ও বসন্ত কালে মধুর সহিত পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য বিরে-চনার্থ ব্যবস্থা করিবে। গ্রীষ্মকালে তেউড়ী ও চিনি সমপরিমাণে মিলিত করিয়া প্রযোজ্য।

অভয়ামোদকঃ।

অভয়া মরিচং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গামলকানি চ।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্ পত্রং মুস্তমেব চ॥
এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ
ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্র শর্করা॥

মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রাপ্রমাণতঃ।
একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্॥
তাবদ্ বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে।
পানাহারবিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রণঃ সদা॥
বিষমজ্বরমন্দাগ্নি-পাণ্ডুকাসভগন্দরান্।
দুর্নামকুষ্ঠগুল্মার্শো-গলগণ্ডভ্রমোদরান্॥
বিদাহপ্লীহমেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্।
বাতরোগাংস্তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্।
পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘন-জঙ্ঘোদররুজং জয়েৎ॥
সততং শীলনাদেষাং পলিতানি প্রণাশয়েৎ।
অভয়ামোদকা হ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ॥

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, মুতা প্রত্যেক এক একভাগ; দন্তীমূল ৩ ভাগ; তেউড়ী ৮ ভাগ ও চিনি ৬ ভাগ; এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—শীতলজল। ইহা সেবন করিয়া যে পর্য্যন্ত না উষ্ণজল পান বা উষ্ণক্রিয়া করিবে, সে পর্য্যন্ত বিরেচন হইবে। এই মোদক সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ, কাস, ভগন্দর, অর্শঃপ্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। (লঘু দন্তীমূলের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ জয়পালমূলের ছাল দেন।)

পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী।
সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্বুধঃ॥
নির্ব্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ।
শীতাম্বু ন স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণনীরং পিবেন্মুহুঃ॥

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় শীতল জলে ধৌত করত কোন সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবে; পুনঃপুনঃ তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে; নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিতি করিবে; বাহ্যের বেগ উপস্থিত হইলে বেগ ধারণ করিবে না; শয়ন করিয়া থাকিবে না; কদাচ শীতল জল স্পর্শ করিবে না; পুনঃপুনঃ ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে।

দুর্ব্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলরুক্।
পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবম্॥
বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।
তং পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা স্নিগ্ধং বিরেচয়েৎ॥
তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তোঽগ্নির্লঘুতা ভবেৎ॥
বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ।
শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্।
মেদোনিভং জলাভাসং রক্তং বাপি বিরিচ্যতে॥
তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্ত্বা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ।
মধুমিশ্রৈস্তথা শীতৈঃ কারয়েদ্ বমনং মৃদু॥
সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেণ বা।
পিষ্টো নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্॥
অজাক্ষীরং রসং বাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা।
শালিভিঃ ষষ্টিকৈঃ স্বল্পৈঃ মসূরৈর্বাপি ভোজয়েৎ॥
শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্॥

বিরেচনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত না হইলে নাভিদেশের স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে শূলবৎ বেদনা, মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা, গাত্রে কণ্ডু ও মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, দাহ, আহারে অরুচি, উদরাধ্মান, ভ্রম ও বমি উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে স্নিগ্ধ পাচন সেবন করাইয়া দোষের পরিপাক করত পুনর্ব্বার তাহার বিরেচন করাইবে। ইহাতে উপদ্রব সকলের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি ও দেহের লঘুতা হইবে। অধিক পরিমাণে বিরেচন হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, উদরে শূলবৎ বেদনা ও অতিশয় কফনিঃসরণ হয় এবং মাংসধাবন-জলবৎ বা মেদোনিভ অথবা শুদ্ধজলসদৃশ কিংবা রক্ত ভেদ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে শীতল জলে রোগির শরীর সিক্ত করত মধুমিশ্রিত শীতল জল পান করাইয়া বমন করাইবে এবং আমের ছাল, দধি বা সৌবীরকে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে; তাহাতে উগ্র অতিসার নিবৃত্ত হইবে। পথ্যার্থ ছাগদুগ্ধ, কিংবা তিতির, বটের ও চকোর প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষির বা হরিণের মাংসের যূষ, মসূর কলায়ের যূষ, শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ব্যবস্থা করিবে এবং মলসংগ্রাহি শীতবীর্য্য দ্রব্যপ্রয়োগ দ্বারা ভেদ নিবারণ করিবে।

লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমং গতেঽনিলে।
সুবিরিক্তং নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি॥

ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদো বহ্নিদীপনম্।
ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্ রেচনসেবনাৎ॥
প্রবাতসেবাং শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্।
ব্যায়ামং মৈথুনঞ্চৈব ন সেবেত বিরেচিতঃ॥
শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্।
জঙ্গালবিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্॥
বিরেকাদৌষধে পীতে সম্যগ্ যো ন বিরিচ্যতে॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা তত্র সৈন্ধবং দোষশান্তয়ে॥

দেহের লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা ও বায়ুর অনুলোম হইলে বুঝিবে যে, বিরেচনক্রিয়া সম্যক্ সম্পাদিত হইয়াছে। এবং সম্যক্ বিরেচন হইলে রাত্রিকালে সেই বিরেচিত ব্যক্তিকে পাচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিরেচনসেবনে ইন্দ্রিয় সকলের বল, বুদ্ধির নির্ম্মলতা, অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর সাম্য ও বয়-সের স্থৈর্য্য হইয়া থাকে। বিরেচিত ব্যক্তির প্রবাত সেবন, শীতল জলপান, তৈলাদি মর্দ্দন, দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম ও মৈথুন সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। শালি-ষষ্টিক ও মুদ্গাদি দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া বিরেচিত ব্যক্তিকে ভোজন করিতে দিবে। তাহার পক্ষে হরিণাদি জঙ্গাল পশুর ও লাব-তিত্তিরাদি বিষ্কির পক্ষির মাংসযূষের সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্নও হিতকর। বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া যদি সম্যক্ বিরেচন না হয়, তাহা হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধব লবণ পান করাইবে।

অথাতো বস্তিবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতোল্বণেষু দোষেষু বাতে বা বস্তিরিষ্যতে।
উপক্রমাণাং সর্ব্বেষাং সোহগ্রণীস্ত্রিবিধশ্চ সঃ॥
নিরূহোঽন্বাসনো বস্তিরুত্তরস্তেন সাধয়েৎ।
গুল্মানাহখুড়প্লীহ-শুদ্ধাতীসারশূলিনঃ॥
জীর্ণজ্বরপ্রতিশ্যায়-শুক্রানিলমলগ্রহান্।
ব্রধ্নাশ্মরীরজোনাশান্ দারুণাংশ্চানিলাময়ান্॥

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। বাতোল্বণ দোষে বা কেবল বাতে বস্তিক্রিয়া প্রযোজ্য। যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বস্তি প্রধানতম। বস্তি ত্রিবিধ ; যথা,—নিরূহ, অন্বাসন (অনুবাসন) ও উত্তরবস্তি। গুল্ম, আনাহ, খুড়বাত, প্লীহা, অতিসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্র-বিবন্ধ, অধোবায়ুর রোধ, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, অশ্মরী, রজোনাশ এবং অতি দারুণ বাতজ রোগ সকল, নিরূহ দ্বারা সাধিত হয়। কষায় দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ করাকে নিরূহণ ও স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগকে অনুবাসন বলে। বস্তি যখন উত্তরমার্গ অর্থাৎ লিঙ্গাদি দ্বারা প্রযোজ্য হয়, তখন তাহাকে উত্তরবস্তি কহে।

অনাস্থাপ্যাস্ত্বতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতোরস্কো ভৃশং কৃশঃ।
আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ॥
কাসশ্বাসপ্রমেহার্শো-হিক্কাধ্মানাল্পবর্চ্চসঃ।
শূনপায়ুঃ কৃতাহারো বদ্ধচ্ছিদ্রো দকোদরী।
কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী॥

উরঃক্ষত, আমাতিসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, হিক্কা, আধ্মান, মলক্ষয়, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ; এবং অতিস্নিগ্ধ, অতিকৃশ, কৃতাহার, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ-দেহ ব্যক্তি ; যাহাকে নস্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহার গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং সাত মাস গর্ভিণী স্ত্রী ; ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহক্রিয়ার অযোগ্য। নিরূহণের অন্য নাম—আস্থাপন।

আস্থাপ্যা এব চান্বাস্যা বিশেষাদতিবহ্নয়ঃ।
রূক্ষাঃ কেবলবাতার্ত্তা নানুবাস্যাস্ত এব চ॥
যে নাস্থাপ্যাস্তথা পাণ্ডু-কামলামেহপীনসাঃ।
নিরন্নপ্লীহবিড়্ভেদি-গুরুকোষ্ঠকফোদরাঃ॥
অভিষ্যন্দিকৃশস্থূল-কৃমিকোষ্ঠাঢ্যমারুতাঃ।
পীতে বিষে গরেঽপচ্যাং শ্লীপদী গলগণ্ডবান্॥

যাহারা নিরূহের যোগ্য, তাহারাই অনু-বাসনের (স্নেহবস্তির) উপযুক্ত ; কিন্তু যাহারা অত্যগ্নি, রূক্ষ বা কেবল বাতরোগার্ত্ত,

তাঁহারা বিশেষরূপে অনুবাসনেরই উপযুক্ত। আর যাহারা নিরূহের অযোগ্য, সুতরাং তাহারাই অনুবাসনের অনুপযুক্ত; তদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, নিরন্নতা, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অভিষ্যন্দ, কার্শ্য, স্থৌল্য, ক্রিমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাও অনুবাসনের অযোগ্য এবং বিষ বা সংযোগাদিজ বিষপায়ী ব্যক্তিরাও অনুবাসনার্হ নহে।

তয়োস্তু নেত্রং হেমাদি-ধাতুদার্ব্বস্থিবেণুজম্।
গোপুচ্ছাকারমচ্ছিদ্রং শ্লক্ষ্ণর্জ্জু গুলিকামুখম্॥

নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র (নল) স্বর্ণাদি ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি বা বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। *ইহার আকার গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশঃ সরু,* কোমল, ঋজু ও গুলিকাসদৃশ মুখ বিশিষ্ট এবং নেত্রের গাত্র ছিদ্ররহিত। ইহা দ্বারা স্নেহ কল্কাদি গুহে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র (নল) কহিয়া থাকে।

ঊনেঽব্দে পঞ্চ পূর্ণেঽস্মিন্ সপ্তাভ্যোঽঙ্গুলানি ষট্।
সপ্তমে সপ্ত তান্যষ্টৌ দ্বাদশে ষোড়শে নব॥
দ্বাদশৈব পরং বিংশাদ্ বীক্ষ্য বর্ষান্তরেষু চ।
বয়োবলশরীরাণি প্রমাণমভিবর্দ্ধয়েৎ॥

বয়স, এক বৎসর পূর্ণ না হইলে নেত্রের দৈর্ঘ্য পাঁচ অঙ্গুলি; ছয় বৎসর হইলে ছয় অঙ্গুলি; সাত বৎসর হইলে, সাত অঙ্গুলি; দ্বাদশ বৎসর হইলে আট অঙ্গুলি; ষোল বৎসর হইলে নয় অঙ্গুলি এবং কুড়ি বৎসরের পর হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি। কিন্তু বয়সের যে যে সীমায়, নেত্রের দৈর্ঘ্যপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা যে একেবারেই বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ নহে, বর্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ নেত্রের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইবে। নেত্রবর্দ্ধন বিষয়ে বয়স বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নেত্র-পরিমাণ-স্থলে যে অঙ্গুলির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আতুরের অঙ্গুলি-পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

স্বাঙ্গুষ্ঠেন সমং মূলে স্থৌল্যোনাগ্রে কনিষ্ঠয়া॥

নেত্রের মূলভাগের স্থূলতা, আতুরের অঙ্গুষ্ঠতুল্য এবং অগ্রভাগের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ। অথবা নিম্নলিখিত পরিমাণেও নেত্রস্থৌল্য হইয়া থাকে।

পূর্ণেঽব্দেঽঙ্গুলমাদায় তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রবর্দ্ধিতম্।
ত্র্যঙ্গুলং পরমং ছিদ্রং মূলেঽগ্রে বহতে তু যৎ।
মুদ্গং মাষং কলায়ঞ্চ ক্লিন্নং কর্কন্ধুকং ক্রমাৎ॥

এক্ষণে ছিদ্র দ্বারা নেত্রের স্থৌল্যপরিমাণ কথিত হইতেছে। বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে, নেত্রের মূলদেশের ছিদ্র এক অঙ্গুলি হইবে এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়া তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত এক অঙ্গুলি, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৷০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৷৷০ অঙ্গুলি, ষোড়শ বর্ষে ১৸০ অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষে ২৷০ অঙ্গুলি, ঊনবিংশ বর্ষে ২৷৷০ অঙ্গুলি, বিংশতি বর্ষে ২৸০ অঙ্গুলি এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুলি হইবে। মূলদেশের ছিদ্র ৩ অঙ্গুলির অধিক হইবে না। আর অগ্রভাগের ছিদ্র, মুগ, মাষ, মটর, সিদ্ধ মটর ও কুল পরিমিত হইবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মটরবাহী, ষোড়শ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ মটরবাহী এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে কুলবাহী হইবে।

মূলচ্ছিদ্রপ্রমাণেন প্রান্তে ঘটিতকর্ণিকম্।
বর্ত্ত্যাগ্রে পিহিতং মূলে যথাস্বং দ্ব্যঙ্গুলান্তরম্॥
কর্ণিকাদ্বিতয়ং নেত্রে কুর্য্যাৎ তত্র চ যোজয়েৎ।
অজাবিমহিষাদীনাং বস্তিং সুমৃদিতং দৃঢ়ম্॥
কষায়রক্তং নিশ্ছিদ্র-গ্রন্থিগন্ধশিরং তনুম্।
গ্রথিতং সাধু সূত্রেণ সুখসংস্থাপ্যভেষজম্॥

বস্তির নেত্র গুহ্যনাড়ীতে অধিক প্রবিষ্ট না হয়, এইজন্য প্রান্তভাগে ছত্রাকার একটি

কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে, এবং আঘাত-নিবারণার্থ নেত্রাগ্র, সূত্রবর্ত্তি দ্বারা বেষ্টিত করিতে হয়। বস্তিপুট-যোজনার্থ নেত্রের মূলদেশেও দুই অঙ্গুলি অন্তর আর দুইটি কর্ণিকা নিবিষ্ট করিবে। সেই কর্ণিকাযুক্ত যে ছাগ মেষ মহিষাদির বস্তি (মূত্রাশয়), তাহা সূত্র দ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে, যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে সেই ঔষধ অনায়াসে বস্তিমধ্যে গিয়া পড়ে; ফাঁক থাকিলে, ঔষধ পড়িয়া যাইতে পারে। বস্তির চর্ম্ম হরীতক্যাদির কষায় দ্বারা রঞ্জিত ও সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিবে। উহা যেন দৃঢ়, নিশ্ছিদ্র, গ্রন্থিরহিত এবং দুর্গন্ধ রহিত ও শিরাবিহীন হয়।

বস্ত্যভাবেঽঙ্কপাদং বা দদ্যাদ্বাসোঽথবা ঘনম্॥

বস্তির অভাবে অঙ্কপাদ (ছাগ ও হরিণাদির অবয়ববিশেষ) অথবা ঘনবস্ত্র (মোমজামা প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়।

নিরূহমাত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চো বৎসরাৎ পরম্।
প্রকুঞ্চবৃদ্ধিঃ প্রত্যব্দং যাবৎ ষট্ প্রসৃতাস্ততঃ॥
প্রসৃতং বর্দ্ধয়েদূর্দ্ধং দ্বাদশাষ্টাদশস্য চ।
আ সপ্ততেরিদং মানং দশৈব প্রসৃতাঃ পরম্॥

নিরূহের মাত্রা, প্রথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু এক বৎসরের ন্যূন বয়স হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), এক বৎসর বয়সের পর হইতে প্রতি বৎসর ১ পল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত বাড়িবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুই পল করিয়া নিরূহমাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে চতুর্ব্বিংশতি পল হইবে এবং এই চতুর্ব্বিংশতি পলই সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, কিন্তু সপ্ততিবর্ষের পর হইতে নিরূহমাত্রা বিংশতি পলের অধিক প্রযোজ্য হইবে না।

যথাযথং নিরূহস্য পাদো মাত্রানুবাসনে॥

যে যে বয়সে নিরূহের যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ যে বয়সে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা হইবে।

আস্থাপ্যং স্নেহিতং স্বিন্নং শুদ্ধং লব্ধবলং পুনঃ।
অন্বাসনার্হং বিজ্ঞায় পূর্ব্বমেবানুবাসয়েৎ॥
শীতে বসন্তে চ দিবা রাত্রৌ কেচিৎ ততোঽন্যদা।
অভ্যক্তস্নাতমুচিতাৎ পাদহীনং হিতং লঘু॥
অস্নিগ্ধরুক্ষমশিতং সানুপানং দ্রবাদি চ।
কৃতচংক্রমণং মুক্ত-বিণ্মূত্রং শয়নে সুখে॥
নাত্যুচ্ছ্রিতে ন চোচ্ছীর্ষে সংবিষ্টং বামপার্শ্বতঃ।
সঙ্কোচ্য দক্ষিণং সক্থি প্রসার্য্য চ ততঃ পরম্॥

আস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহণার্হ ব্যক্তি স্নিগ্ধ-স্বিন্ন, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ, লব্ধবল ও অনুবাসন-যোগ্য হইলে অগ্রেই অনুবাসন করিবে। কোন কোন আচার্য্য শীত ও বসন্ত ঋতুতে দিবাভাগে এবং শীত বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতে রাত্রিকালে অনুবাসন করিতে বলেন, (কিন্তু ধন্বন্তরি-মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কোন ঋতুতেই রাত্রিকালে অনুবাসন ইচ্ছা করেন না)। অনুবাসনের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ, স্নান এবং পাদহীন (উচিত ভোজনের চতুর্থাংশ কম) লঘু হিত-জনক কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ রুক্ষ ও সানুপান পান ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মল-মূত্র-ত্যাগ, এই সকল কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক অনতি উচ্চ অনুচ্চশীর্ষ সুখশয্যায় বামপদ প্রসারিত ও তাহার উপরে দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে।

অথাস্য নেত্রং প্রণয়েৎ স্নিগ্ধে স্নিগ্ধমুখং গুদে।
উচ্ছ্বাস্য বস্তের্বদনে বদ্ধে হস্তমকম্পয়ন্॥
পৃষ্ঠবংশং প্রতি ততো নাতিদ্রুতবিলম্বিতম্।
নাতিবেগং ন বা মন্দং সকৃদেব প্রপীড়য়েৎ॥
সাবশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ শেষে হি তিষ্ঠতি॥

তদনন্তর ঐ আতুরের গুহ্যদেশ তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং বস্তির মুখে ফুৎকার দিয়া তাহাতে উচ্ছ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া বন্ধন পূর্ব্বক স্নিগ্ধমুখ নেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অনতি-দ্রুত অনতি-

বিলম্বিত অনতি-মন্দ ভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠবংশাভিমুখে একবারে পীড়ন করিবে, অর্থাৎ চুঁচিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু কিঞ্চিৎ স্নেহ অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে, তাহাতে বায়ু থাকিবে।

দত্তে তুত্তানদেহস্য পাণিনা তাড়য়েৎ স্ফিচৌ।
তৎপার্ষ্ণিভ্যাং তথা শয্যাং পাদতশ্চ ত্রিরুৎক্ষিপেৎ॥

স্নেহ অতিপ্রদত্ত হইলে রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার স্ফিক্‌দ্বয়ে হস্ত ও পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা আঘাত করিবে এবং তাহার শয্যা পাদদেশ হইতে তিনবার উৎক্ষেপ করিবে।

ততঃ প্রসারিতাঙ্গস্য সোপধানস্য পার্ষ্ণিকে।
আহন্যান্মুষ্টিনাঙ্গঞ্চ স্নেহেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ॥
বেদনার্ত্তমিতি স্নেহো ন হি শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
যোজ্যঃ শীঘ্রং নিবৃত্তেভ্যঃ স্নেহোঽতিষ্ঠন্ ন কার্য্যকৃৎ॥

তৎপরে উপধান-ন্যস্তশিরস্ক এবং প্রসারিতদেহ আতুরের পার্ষ্ণিদেশে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে ও তাহার গাত্র স্নেহাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এরূপ করিবার কারণ এই, অঙ্গ বেদনার্ত্ত হইলে স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইবে না। স্নেহ শীঘ্র নিবৃত্ত হইলে, অপর স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক; যেহেতু স্নেহ-পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিলে, অনবস্থান বশতঃ উহা স্নেহনকার্য্যে সমর্থ হয় না।

দীপ্তাগ্নিস্ত্যাগতস্নেহং সায়াহ্নে ভোজয়েল্লঘু॥

নিবৃত্তস্নেহ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে, সায়াহ্নে লঘু ভোজন করাইবে।

নিবৃত্তিকালঃ পরমস্ত্রয়ো যামাস্ততঃ পরম্।
অহোরাত্রমুপেক্ষেত পরতঃ ফলবর্ত্তিভিঃ।
তীক্ষ্ণৈর্বা বস্তিভিঃ কুর্য্যাদ্ যত্নং স্নেহনিবৃত্তয়ে॥

তিন প্রহর, স্নেহনিবৃত্তির চরম কাল, কিন্তু তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহনিবৃত্তি না হইলে, স্নেহাকর্ষণের জন্য যত্ন না করিয়া অহোরাত্র অপেক্ষা করিবে এবং অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ দ্বারা স্নেহাগমনার্থ প্রযত্ন করিবে।

অতিরৌক্ষ্যাদনাগচ্ছন্ ন চেজ্জাড্যাদিদোষকৃৎ।
উপেক্ষেতৈব হি ততোঽধ্যুষিতশ্চ নিশাং পিবেৎ॥
প্রাতর্নাগরধান্যাম্বুঃ কোষ্ণং কেবলমেব বা॥

অতিরুক্ষতাহেতু স্নেহ নির্গত না হইয়া যদি জাড্য ও অগ্নিমান্দ্যাদি দোষ উপস্থিত না করে, তাহা হইলে উহা নিষ্কাশনের জন্য যত্ন না করিয়া রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও ধনের ঈষদুষ্ণ কাথ অথবা কেবল উষ্ণ জল পান করিবে।

অন্বাসয়েৎ তৃতীয়েঽহ্নি পঞ্চমে বা পুনশ্চ তম্।
যথা বা স্নেহপক্তিঃ স্যাদতোঽত্যুল্বণমারুতান্।
ব্যায়ামনিত্যান্ দীপ্তাগ্নীন্ রুক্ষাংশ্চ প্রতিবাসরম্॥

সেই আতুরকে তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে পুনরায় অনুবাসন করিবে। অথবা পাচকাগ্নি বুঝিয়া যতদিনে তাহার স্নেহপাক হয়, তত-দিন পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অত্যুল্বণ বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামশীল, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রতিদিন অনুবাসন কর্ত্তব্য।

ইতি স্নেহৈস্ত্রিচতুরৈঃ স্নিগ্ধে স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
নিরূহং শোধনং যুঞ্জ্যাদস্নিগ্ধে স্নেহনং তনোঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিন চারি বার স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইলে স্রোতোবিশুদ্ধির নিমিত্ত শোধন নিরূহ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্নিগ্ধ না হইলে শরীরের স্নেহন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চমেঽথ তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে।
মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙ্গলে॥
অভ্যক্তস্বেদিতোৎসৃষ্ট-মলং নাতিবুভুক্ষিতম্।
অবেক্ষ্য পুরুষং দোষ-ভেষজাদীনি চাদরাৎ।
বস্তিং প্রকল্পয়েদ্বৈদ্যস্তদ্বিদ্যৈর্বহুভিঃ সহ॥

অনুবাসনানন্তর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে, কিঞ্চিদতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন সময়ে, শুভ পুষ্যানক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করণানন্তর দোষ, ঔষধ, সাত্ম্য ও বলাদি বিবেচনা এবং বৈদ্যক-

শাস্ত্রজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্নেহাভ্যক্ত, স্বেদিত, ত্যক্ত-মলমূত্র ও কিঞ্চিৎ বুভুক্ষিত ব্যক্তিকে বস্তি (নিরূহ) প্রদান করিবে।

ক্বাথয়েদ্বিংশতিপলং দ্রব্যাণ্যষ্টৌ পলানি চ॥

বস্তিকল্পোক্ত দ্রব্যের বিংশতি পল এবং আটটি মদনফল ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথ দ্বারা নিরূহ কল্পনা করিবে।

ততঃ ক্বাথাচ্চতুর্থাংশং স্নেহং বাতে প্রকল্পয়েৎ।
পিত্তে স্বস্থে চ ষষ্ঠাংশমষ্টমাংশং কফাধিকে॥

বাতাধিক্যে ক্বাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তাধিক্যে এবং স্বস্থাবস্থায় ষষ্ঠাংশ, কফাধিক্যে অষ্টমাংশ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। নিরূহের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ পল, অতএব বাতে ৬ পল; পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল; কফে ৩ পল স্নেহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র চাষ্টমং ভাগং কল্কাদ্ ভবতি বা যথা।
নাত্যচ্ছসান্দ্রতা বস্তেঃ পলমাত্রং গুড়স্য চ॥
মধুপট্বাদি শেষঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং তদেকতঃ।
উষ্ণাম্বুকুম্ভীবাষ্পেণ তপ্তং খজসমাহতম্॥

কি বাতাধিক্যে, কি পিত্তাধিক্যে, কি কফাধিক্যে, কি স্বস্থবৃত্তে, সর্ব্বদাই কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে, অথবা এরূপ কল্ককল্পনা করিবে, যাহাতে বস্তির অতি তরলতা বা অতি গাঢ়তা না হয়। গুড়ের পরিমাণ ১ পল এবং মধু সৈন্ধবাদির (মাংসরস সুরা ছাগমূত্র দুগ্ধ ও কাঞ্জিক প্রভৃতির) পরিমাণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিবে। তৎপরে বস্তিকল্পনার্থ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অত্যুষ্ণ জলবিশিষ্ট কলসীর বাষ্প দ্বারা উহা তপ্ত করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে।

প্রক্ষিপ্য বস্তৌ প্রণয়েৎ পাত্রৌ নাত্যুষ্ণশীতলম্।
নাতিস্নিগ্ধং ন বা রুক্ষং নাতিতীক্ষ্ণং ন বা মৃদু॥
নাত্যচ্ছসান্দ্রং নোনাতিমাত্রং নাপটু নাতি চ।
লবণং তদ্বদম্লং পঠন্ত্যন্তে তু তদ্বিদঃ॥

তদনন্তর নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, নাতিস্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, নাতিতীক্ষ্ণ, নাতিমৃদু, নাতিতরল, নাতিগাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, অলবণ, অনতিলবণ, অনম্ল ও নাত্যম্ল সেই ক্বাথ বস্তিতে পূরিয়া বস্তিনেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। বস্তিবিৎ অপর পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিতরূপে মাত্রা কল্পনা করেন। যথা—

মাত্রাং ত্রিপলিকাং কুর্য্যাৎ স্নেহমাক্ষিকয়োঃ পৃথক্।
কর্ষার্দ্ধং মাণিমন্থস্য স্বস্থে কল্কপলদ্বয়ম্॥
সর্ব্বদ্রবাণাং শেষাণাং পলানি দশ কল্পয়েৎ।
মাক্ষিকং লবণং স্নেহং কল্কং ক্বাথমিতি ক্রমাৎ।
আবপেত নিরূহাণামেষ সংযোজনে বিধিঃ॥

স্নেহ ও মধু প্রত্যেকের পরিমাণ ৩ পল, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, কল্কের পরিমাণ ২ পল এবং অপর দ্রবপদার্থ-সমুদায়ের পরিমাণ ১০ পল। এক্ষণে নিরূহাঙ্গ মধু প্রভৃতির যথাক্রমে সংযোজনবিধি বর্ণিত হইতেছে। যথা,—প্রথমে একটি পাত্রে মধু রাখিয়া মর্দ্দন, তৎপরে লবণমিশ্রণ, তদনন্তর ক্রমান্বয়ে স্নেহ কল্ক ও ক্বাথ মিশ্রিত করিবে। এই প্রকারে সংযোজন দ্বারা দ্রব্য সকল সমরসতা প্রাপ্ত হইয়া নিরূহের সম্যক্ উপযোগী হয়।

উত্তানো দত্তমাত্রে তু নিরূহে তন্মনা ভবেৎ।
কৃতোপধানঃ সঞ্জাতবেগশ্চোৎকটকঃ সৃজেৎ॥

নিরূহ প্রদানমাত্র রোগী উত্তানশায়ী, তন্মনা (নিরূহবেগে দত্তাবধান) ও কৃতোপধান হইয়া থাকিবে এবং বেগ উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) হইয়া মলত্যাগ করিবে।

আগতৌ পরমঃ কালো মুহূর্ত্তো মৃত্যবে পরম্।
তত্রানুলোমিকং স্নেহক্ষারমূত্রাম্লকল্পিতম্॥
ত্বরিতং স্নিগ্ধতীক্ষ্ণোষ্ণং বস্তিমন্যং প্রপীড়য়েৎ।
বিদধ্যাৎ ফলবর্ত্তিং বা স্বেদনোত্রাসনাদি চ॥

বেগাগমের পরম কাল এক মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরূহ প্রত্যাগত না হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অতএব ত্বরায় স্নেহ ক্ষার (যবক্ষারাদি) গোমূত্র বা কাঞ্জিকাদি দ্বারা

প্রকল্পিত স্নিগ্ধতর তীক্ষ্ণবীর্য্য উষ্ণগুণ ও অনুলোমনকারী অন্য নিরূহ বা মদনফলযুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়া ও ভয় প্রদর্শনাদি উপযুক্ত কার্য্য সকল করিবে।

দ্বয়োরেব নিবৃত্তে তু দ্বিতীয়ো বস্তিরিষ্যতে।
তৃতীয়োঽপি চতুর্থোঽপি যাবদ্বা সুনিরূঢ়তা॥

উপর্য্যুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যত্ন ব্যতিরেকে যদি নিরূহ স্বয়ং প্রত্যাগত হয়, কিন্তু নিরূহ প্রয়োগের ফল সম্যগ্‌রূপ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যে পর্য্যন্ত না সুনিরূঢ়তা হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফলবর্ত্তি-প্রদানাদি যত্নবিশেষ দ্বারা যদি নিরূহ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্য বস্তি প্রয়োগ বিধেয় নহে।

বিরিক্তবচ্চ যোগাদীন্ বিদ্যাদ্ যোগে তু যোজয়েৎ।
কোষ্ণেন বারিণা স্নাতং তনু ধন্বরসৌদনম্॥

নিরূহে বিরিক্তবৎ যোগাদি জানিবে। নিরূহযোগ সম্যক্ কৃত হইলে, রোগিকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া অঘন জাঙ্গলমাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। (বাতবিকার প্রশমনার্থই প্রায় নিরূহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অতএব নিরূহের পর বাতবিকারোপযোগী মাংসরসের সহিত অন্নই সুপথ্য)।

বিকারা যে নিরূহস্য ভবন্তি প্রচলৈর্মলৈঃ।
তে সুখোষ্ণাম্বুসিক্তস্য যান্তি ভুক্তবতঃ শমম্॥

নিরূহ দ্বারা মল (দোষ) অতি প্রচলিত হওয়াতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংসরসযুক্ত অন্ন ভোজন দ্বারা তাহারা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অথ বাতার্দ্দিতং ভূয়ঃ সদ্য এবানুবাসয়েৎ॥

নিরূহানন্তর বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সদ্যই অনুবাসন করাইবে।

সম্যগ্‌হীনাতিযোগাশ্চ তস্য স্যুঃ স্নেহপীতবৎ॥

স্নেহপানের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যগ্‌যোগ, হীনযোগ ও অতিযোগ হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎকালং স্থিতো যস্য সপুরীষো নিবর্ত্ততে।
সানুলোমানিলঃ স্নেহস্তৎসিদ্ধমনুবাসনম্॥

যে অনুবাসনের স্নেহ, কোষ্ঠাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিত হইয়াই মলের সহিত নির্গত হয় এবং যাহাতে বায়ু অনুলোমগ হইয়া থাকে, তাহাই সিদ্ধ অর্থাৎ সম্যগ্‌যোগ-লক্ষণ অনুবাসন।

একং ত্রীন্ বা বলাসে তু স্নেহবস্তীন্ প্রকল্পয়েৎ।
পঞ্চ বা সপ্ত বা পিত্তে নবৈকাদশ বানিলে॥
পুনস্তাংস্ত্যযুগ্মাংস্তু পুনরাস্থাপনং ততঃ॥

কফজ রোগে এক বা তিন, পিত্তজ রোগে পাঁচ বা সাত, বাতজ রোগে নয় বা এগারটী স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অধিক ও অযুগ্ম অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। অনুবাসনের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন (নিরূহ) দিবে।

কফপিত্তানিলেষন্নং যূষক্ষীররসৈঃ ক্রমাৎ॥

নিরূহণের পর, রোগিকে কফ পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যানুসারে যথাক্রমে যূষ দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে, অর্থাৎ কফাধিক্যে মুদ্গাদি যূষের সহিত, পিত্তাধিক্যে দুগ্ধের সহিত ও বাতাধিক্যে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথস্ত্রিবৃতাসৈন্ধবৈর্যুতঃ।
বস্তিরেকোঽনিলে স্নিগ্ধঃ স্বাদ্বম্লোষ্ণরসান্বিতঃ॥

বাতবিষয়ে তেউড়ী ও সৈন্ধবযুক্ত এবং তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বাদ্বম্লোষ্ণ রসান্বিত, বাতঘ্ন দশমূলাদির ক্বাথ দ্বারা এক বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথৌ পদ্মকাদিসিতাযুতৌ।
পিত্তে স্বাদুহিমৌ সাজ্য-ক্ষীরেক্ষুরসমাক্ষিকৌ॥

পিত্ত বিষয়ে দুই বস্তি হিতকর, অর্থাৎ পদ্মকাদি গণের কল্ক এবং ঘৃত দুগ্ধ ইক্ষুরস মধু ও চিনিযুক্ত মধুর ও শীতবীর্য্য ন্যগ্রোধাদি গণের ক্বাথ দ্বারা দুই বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

আরগ্বধাদিনিঃক্বাথ-বৎসকাদিযুতাস্ত্রয়ঃ।
রুক্ষাঃ সক্ষৌদ্রগোমূত্রাস্তীক্ষ্ণোষ্ণকটুকাঃ কফে॥

কফ বিষয়ে রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য তিন বস্তি হিতজনক। অর্থাৎ বৎসকাদি কল্ক এবং মধু ও গোমূত্র যুক্ত, আরগ্বধাদির কটু ক্বাথ দ্বারা তিন বস্তি (নিরূহ) ব্যবস্থেয়।

ত্রয়শ্চ সন্নিপাতেঽপি দোষান্ ঘ্নন্তি যতঃ ক্রমাৎ॥

সন্নিপাতেও তিন বস্তি হিতকর। যেহেতু তিন বস্তি দ্বারা যথাক্রমে বাতাদি তিন দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিভ্যঃ পরং বস্তিমতো নেচ্ছন্ত্যন্যে চিকিৎসকাঃ।
ন হি দোষশ্চতুর্থোঽস্তি পুনর্দীয়েত যং প্রতি॥

অপর চিকিৎসকগণ তিনের অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যখন বায়ু পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষ ভিন্ন অন্য চতুর্থ দোষ নাই, তখন কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ বস্তি প্রযোজ্য হইবে?

উৎক্লেশনং শুদ্ধিকরং দোষাণাং শমনং ক্রমাৎ।
ত্রিধৈব কল্পয়েদ্বস্তিমিত্যন্যেঽপি প্রচক্ষতে॥

অন্য বৈদ্যেরাও বলেন, দোষের উৎক্লেশন (স্বস্থান হইতে চালন), শোধন ও শমন, এই ত্রিবিধ বস্তিই কল্পনা করিবে।

সম্যঙ্‌নিরূহলিঙ্গন্তু নাসম্ভাব্য নিবর্ত্তয়েৎ॥

গ্রন্থকারের মত। সম্যক্ নিরূহলক্ষণ যে পর্য্যন্ত না উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে না, অর্থাৎ তদবধি বস্তিপ্রয়োগ করিবে।

প্রাক্ স্নেহ একঃ পঞ্চান্তে দ্বাদশাস্থাপনানি চ।
সান্বাসনানি কর্ম্মৈবং বস্তয়স্ত্রিংশদীরিতাঃ॥
কালঃ পঞ্চদশৈকোঽত্র প্রাক্ স্নেহান্তে ত্রয়স্তথা।
ষট্‌পঞ্চবস্ত্যন্তরিতা যোগোঽষ্টৌ বস্তয়োঽত্র তু॥
ত্রয়ো নিরূহাঃ স্নেহাশ্চ স্নেহাবাদ্যন্তয়োরুভৌ॥

এক্ষণে কর্ম্ম, কাল ও যোগাখ্য বস্তি-বিশেষ বলা যাইতেছে। প্রথমে এক ও অন্তে (পঞ্চকর্ম্মাবসানে) পাঁচ স্নেহবস্তি এবং দ্বাদশ নিরূহ ও দ্বাদশ অনুবাসন, এই প্রকার ত্রিংশৎ বস্তি, কর্ম্ম নামে কথিত। প্রথমে এক ও অন্তে তিন স্নেহবস্তি এবং পাঁচ নিরূহ দ্বারা অন্তরিত ছয় স্নেহবস্তি এই প্রকার পঞ্চদশ বস্তি, কাল বলিয়া উক্ত। তিন নিরূহ ও তিন স্নেহ বস্তি, এবং আদ্যন্তে দুই স্নেহবস্তি, এই প্রকার আট বস্তি, যোগ নামে অভিহিত।

(এই অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। বস্তি ত্রিবিধ; যথা—কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগবস্তি। কর্ম্মবস্তি ত্রিশটি, কালবস্তি পনরটি এবং যোগবস্তি আটটি। কর্ম্মবস্তির প্রয়োগবিধি—প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি, তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে একটি নিরূহ ও একটি স্নেহবস্তি এইরূপে ১২টি নিরূহ ও ১২টি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি ৫টি স্নেহ-বস্তি। কালবস্তির প্রয়োগবিধি—প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি, তৎপরে ১টি স্নেহবস্তি ও একটি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহ-বস্তি ও ১টি নিরূহ, তৎপরে ১টি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি ৩টী স্নেহবস্তি। যোগ-বস্তি প্রয়োগবিধি—প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি তৎপরে ৩টি নিরূহ ও ৩টি স্নেহবস্তি, শেষে ১টি স্নেহবস্তি)।

স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈবমেবাতিশীলয়েৎ।
উৎক্লেশাগ্নিবধৌ স্নেহান্নিরূহাম্মরুতো ভয়ম্॥

কেবল স্নেহবস্তি অথবা কেবল নিরূহ অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ স্নেহ-বস্তি অতি সেবিত হইলে উৎক্লেশ (স্বস্থানস্থ বাতাদি দোষের বহির্গমনোন্মুখতা) ও অগ্নি-মান্দ্য জন্মে। নিরূহের অতিসেবনে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

তস্মান্নিরূঢ়ঃ স্নেহ্যঃ স্যান্নিরূহ্যশ্চানুবাসিতঃ।
স্নেহশোধনযুক্ত্যৈবং বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষজিৎ॥

অতএব নিরূঢ় ব্যক্তির অনুবাসন, এবং অনুবাসিত ব্যক্তির নিরূহণ কর্ত্তব্য। এই-

রূপ স্নেহন ও শোধন যুক্তি দ্বারা বস্তিকর্ম্ম সম্পাদিত হইলে, বাতাদি ত্রিদোষই প্রশমিত হইয়া থাকে।

হ্রস্বয়া স্নেহপানস্য মাত্রয়া যোজিতঃ সমঃ।
মাত্রাবস্তিঃ স্মৃতঃ স্নেহঃ শীলনীয়ঃ সদা চ সঃ॥
বালবৃদ্ধাধ্বভারঘ্নী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকৈঃ।
বাতভগ্নবলাল্পাগ্নি-নৃপেশ্বরসুখাত্মভিঃ॥
দোষঘ্নো নিষ্পরীহারো বল্যঃ সৃষ্টমলঃ সুখঃ॥

স্নেহ পানের হ্রস্ব মাত্রা, অর্থাৎ যাহা দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তৎসম স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রাবস্তি কহে। সেই মাত্রাবস্তিই বালক, বৃদ্ধ, পথশ্রান্ত, ভারক্লান্ত, কামিনীসক্ত, ব্যায়ামকারী, চিন্তাশীল, বাতভগ্নবল, অল্পাগ্নি, রাজা, ধনী ও সুখীদিগের সদা সেবনীয়। মাত্রাবস্তি, দোষঘ্ন, অনির্যন্ত্রণ, বলকর, মলভেদক ও সুখপ্রদ।

বস্তৌ রোগেষু নারীণাং যোনিগর্ভাশয়েষু চ।
দ্বিত্রাস্থাপনশুদ্ধেভ্যো বিদধ্যাদ্বস্তিমুত্তরম্॥

স্ত্রীলোকদিগের বস্তিস্থানে রোগ হইলে, অগ্রে তাহাদিগকে দুই বা তিন নিরূহ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে যোনি ও গর্ভাশয়ে উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিবে।

আতুরাঙ্গুলমানেন তন্নেত্রং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
বৃত্তং গোপুচ্ছবন্মূল-মধ্যয়োঃ কৃতকর্ণিকম্॥
সিদ্ধার্থকপ্রবেশাগ্রং শ্লক্ষ্ণং হেমাদিসম্ভবম্।
কুন্দাশ্বমারসুমনঃ-পুষ্পবৃন্তোপমং দৃঢ়ম্॥

উত্তর বস্তির নেত্র, আতুরের দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। ইহা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত, গোলাকার, গোপুচ্ছসদৃশ, মসৃণ, দৃঢ় এবং কুন্দ করবীর ও জাতীকুসুমের বৃন্তোপম। ইহার অগ্রচ্ছিদ্র শ্বেতসর্ষপ-প্রবেশ-যোগ্য এবং মূলপ্রদেশে ও মধ্যভাগে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট।

তস্য বস্তির্মৃদুর্লঘুর্মাত্রা শুক্তির্বিকল্প্যা বা॥

নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজিত থাকে। উত্তরবস্তির স্নেহমাত্রা ৪ তোলা, অথবা বল বয়স শরীরাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহমাত্রা কল্পিত হইয়া থাকে।

অথ স্নাতাশিতস্যাস্য স্নেহবস্তিবিধানতঃ।
ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ॥
হৃষ্টে মেঢ়ে, স্থিতে চর্জ্জৌ শনৈঃ স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মাং শলাকাং প্রণয়েৎ তয়া শুদ্ধেঽনু সেবনীম্।
আমেহনান্তং নেত্রঞ্চ নিষ্কম্পং গুদবৎ ততঃ।
পীড়িতেঽন্তর্গতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ॥
(অনু সেবনীং, সেবনীম্ অনু লক্ষীকৃত্য।)

পূর্ব্বোক্ত স্নেহবস্তি বিধানানুসারে রোগী স্নান, ভোজন ও জানুসম উচ্চ মৃদু আসনে ঋজুভাবে সুখোপবেশন করিলে, স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও সরলভাবাপন্ন লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া দিবে, তৎপরে সেবনী লক্ষ্য করিয়া গুহ্যদেশের ন্যায় লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত (প্রায় ৬ অঙ্গুল) নিষ্কম্পভাবে নেত্র প্রয়োগ করিবে। নেত্র স্থাপনানন্তর বস্তিপুট পীড়ন দ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে স্নেহবস্তির নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্ প্রদেশে আঘাতাদি করিবে।

বস্তীননেন বিধিনা দদ্যাৎ ত্রীংশ্চতুরোঽপি বা।
অনুবাসনবচ্ছেষং সর্ব্বমেবাস্য চিন্তয়েৎ॥

এইরূপ নিয়মে তিনবার বা চারিবার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তর বস্তির বিধি, নিষেধ, সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসনের ন্যায় জানিবে।

স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু যোনির্গৃহ্নাত্যপাবৃতেঃ।
বিদধীত তদা তস্মাদনৃতাবপি চাত্যয়ে।
যোনিবিভ্রংশশূলেষু যোনিব্যাপদসৃগ্দরে॥

এক্ষণে স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তির বিধান বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে যোনি বিবৃত থাকে, অপাবরণ হেতু উহা অনায়াসেই উত্তর বস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব ঋতুকালেই উত্তরবস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ ও অসৃগ্দরাদি আত্যয়িক ব্যাধিতে, ঋতুকাল অপেক্ষা না করিয়া অন্য সময়েও বস্তি প্রদান করিবে।

নেত্রং দশাঙ্গুলং মুদ্গ-প্রবেশং চতুরঙ্গুলম্।
অপত্যমার্গে যোজ্যং স্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রবর্ত্মনি।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানাস্ত্বেকমঙ্গুলম্॥

স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে উত্তর বস্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার নেত্র আতুরের দশাঙ্গুল-পরিমিত, নেত্রাগ্রের ছিদ্র মুদ্গ-প্রবেশ-যোগ্য। অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণে নেত্র প্রবেশ করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগসমূহে মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুলি পরিমিত নেত্র প্রবেশিত করিবে। কিন্তু বালিকাদিগের এক অঙ্গুলিমাত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রকুঞ্চো মধ্যমা মাত্রা বালানাং শুক্তিরেব চ॥

স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা।

উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সঙ্কোচ্য সক্থিনী।
ঊর্দ্ধজান্বোস্ত্রিচতুরানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ॥
বস্তীংস্ত্রিরাত্রমেবঞ্চ স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

রোগিণী, পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া, ঊর্দ্ধজানু ও সম্যক্ উত্তানশায়িনী হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধ কর্ষ ও কর্ষাদি-ক্রমে স্নেহমাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া অহোরাত্রে তিন চারিবার বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই প্রকার তিন দিন করিবে।

ত্র্যহমেব চ বিশ্রম্য প্রণিদধ্যাৎ পুনস্ত্র্যহম্॥

তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবার তিন দিন উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

পক্ষাদ্বিরেকো বমিতে ততঃ পক্ষান্নিরূহণম্।
সদ্যো নিরূঢ়শ্চানুবাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ॥

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার এক পক্ষ পরে বিরেচন এবং বিরেচনের এক পক্ষ পরে নিরূহণ, নিরূহণের দিনেই অনুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

যথা কুসুম্ভাদিযুতাৎ তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ।
তথা দ্রবীকৃতাদ্দেহাদ্বস্তির্নির্হরতে মলান্॥

বস্ত্র যেমন কুসুম্ভবর্ণ (কুসুম রং) যুক্ত জল হইতে লৌহিত্য মাত্র গ্রহণ করে, বস্তিও তদ্রূপ ধাতু ও মল দ্বারা দ্রবীকৃত দেহ হইতে কেবল মলই নির্হরণ করিয়া থাকে।

শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
মর্ম্মোর্দ্ধসর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ।
যে সন্তি তেষাং ন তু কশ্চিদন্যো
বায়োঃ পরং জন্মনি হেতুরস্তি॥

শাখা কোষ্ঠ মর্ম্ম ও ঊর্দ্ধাঙ্গাদি সর্ব্বাবয়বগত যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য প্রধান কারণ আর কিছুই নাই, অর্থাৎ বায়ুই সেই সকল রোগোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ হেতু। (ঊর্দ্ধাঙ্গজ রোগ মুখরোগাদি; সর্ব্বাঙ্গজ রোগ জ্বরাদি; অবয়বজ রোগ শ্বিত্রাদি।)

বিট্শ্লেষ্মপিত্তাদিমলাচয়ানাং
বিক্ষেপসংহারকরঃ স যস্মাৎ।
তস্যাতিবৃদ্ধস্য শমায় নান্যদ্-
বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ॥

বায়ুই যে রোগোৎপাদনের প্রধান হেতু, তাহার কারণ এই—বায়ুই সঞ্চিত পুরীষ, শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি মলের বিক্ষেপ ও সংহারের কর্ত্তা। সেই অতি প্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ভেষজ আর কিছুই নাই।

তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধ ইতি প্রদিষ্টঃ
কৃৎস্না চিকিৎসাপি চ বস্তিরেকৈঃ।
তথা নিজাগন্তুবিকারকারি-
রক্তৌষধত্বেন শিরাব্যধোঽপি॥

দোষ-প্রধান-বায়ু-শান্তির প্রধান কারণ বলিয়া, পণ্ডিতেরা একমাত্র বস্তিকেই সমস্ত চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া বর্ণন করেন; কোন কোন পণ্ডিত, উহাকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই কহিয়া থাকেন। সেইরূপ দোষজ ও আগন্তুজ ব্যাধিসমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধস্বরূপ শিরাব্যধকেও চিকিৎসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলেন।

অথাতো নস্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু বিশেষান্নস্যমিষ্যতে।
নাসা হি শিরসো দ্বারং তেন তদ্ব্যাপ্য হন্তি তান্॥

অতঃপর আমরা নস্যবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে নস্যই বিশেষ হিতকর। কারণ নাসিকা মস্তকের দ্বার, সেই নাসা-দ্বার দিয়া নস্য সমস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া, ঊর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগ নাশ করে।

বিরেচনং বৃংহণঞ্চ শমনঞ্চ ত্রিধাপি তৎ।
বিরেচনং শিরঃশূল-জাড্যাস্যন্দগলাময়ে।
শোফগণ্ডক্রিমিগ্রন্থি-কুষ্ঠাপস্মারপীনসে॥

নস্য ত্রিবিধ; যথা—বিরেচন বৃংহণ ও শমন। তন্মধ্যে বিরেচন নস্য শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ), গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনস রোগ নাশ করে।

বৃংহণং বাতজে শূলে সূর্য্যাবর্ত্তে স্বরক্ষয়ে।
নাসাস্যশোষে বাক্সঙ্গে কৃচ্ছ্রবোধেঽববাহুকে॥

বৃংহণ নস্য দ্বারা বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসা ও মুখশোষ, বাগ্‌রোধ, নেত্রোন্মীলন-কৃচ্ছ্রতা ও অববাহুক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শমনং নীলিকাব্যঙ্গ-কেশদোষাক্ষিরাজিষু।

শমন নস্য, নীলিকা, ব্যঙ্গ (ক্ষুদ্র রোগে উক্ত), কেশপাত ও অক্ষিরাজি রোগে হিতকর।

যথাস্বং যৌগিকৈঃ স্নেহৈর্যথাস্বঞ্চ প্রসাধিতৈঃ।
কল্ককাথাদিভিশ্চাদ্যং মধুপট্বাসবৈরপি॥

সর্ষপ তৈলাদি যে যে স্নেহযোগার্হ ও শুণ্ঠী-মরিচাদি দ্বারা সংস্কৃত এবং যাহা কল্ক ও কাথাদি দ্বারা আঢ্য, তাহাদের দ্বারা এবং মধু, সৈন্ধব ও আসব দ্বারাও বিরেচন নস্য হইয়া থাকে।

বৃংহণং ধন্বমাংসোত্থ-রসাসৃক্খপুরৈরপি।
শমনং যোজয়েৎ পূর্ব্বৈঃ ক্ষীরেণ চ জলেন চ॥

যে সকল পশু-পক্ষী মরুদেশে জন্মে, তাহাদের মাংসের কাথ বা তাহাদের রক্ত দ্বারা এবং খপুর নামক নির্য্যাসবিশেষ দ্বারা ও অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য উৎপন্ন হয়। এবং অতীক্ষ্ণ ঘৃতাদি স্নেহ, মাংসরস, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমনাখ্য নস্য হইয়া থাকে।

মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বিধা স্নেহোঽত্র মাত্রয়া॥

নস্যার্থ স্নেহ, কেবল মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে অভিহিত হয়, ইহাতে কোন বস্তুভেদ থাকে না। অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে কাহাকে মর্শ, কাহাকেও বা প্রতিমর্শ বলা গিয়া থাকে। (মর্শের মাত্রা পরে লিখিত হইবে।)

কল্কাদ্যৈরবপীড়স্তু তীক্ষ্ণৈর্মূর্দ্ধবিরেচনঃ॥

তীক্ষ্ণ কল্কাদি দ্বারা অবপীড় নামক নস্য হয়, ইহার নামান্তর শিরোবিরেচন।

ধ্মানং বিরেচনশ্চূর্ণো যুঞ্জ্যাৎ তং মুখবায়ুনা।
ষড়ঙ্গুলদ্বিমুখয়া নাড্যা ভেষজগর্ভয়া।
স হি ভূরিতরং দোষং চূর্ণত্বাদপকর্ষতি॥

মরিচাদির চূর্ণ, বিরেচন নস্য, ইহার অন্য নাম প্রধ্মান। ঐ প্রধ্মান নস্য; ছয় অঙ্গুল লম্বা দুই মুখ বিশিষ্ট একটি নলের মধ্যে পূরিয়া, নলের এক মুখ নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দিয়া নাসাভ্যন্তরে নস্য প্রবেশ করাইবে। ইহা চূর্ণ বলিয়া ভূরিতর দোষ অপকর্ষণ করিতে সমর্থ।

প্রদেশিন্যঙ্গুলীপর্ব্ব-দ্বয়ান্মগ্নসমুদ্ধৃতাৎ।
যাবৎ পতত্যসৌ বিন্দুর্দশাষ্টৌ ষট্ ক্রমেণ তে।
মর্শস্যোৎকৃষ্টমধ্যোনা মাত্রাস্তা এব চ ক্রমাৎ।
বিন্দুদ্বয়োনাঃ কল্কাদের্যোজয়েন্ন তু নাবনম্॥

তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পর্ব্বদ্বয় স্নেহমধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে, তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর পরিমাণ। সেইরূপ দশ, আট ও ছয় বিন্দু, যথাক্রমে মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির মাত্রা দুই বিন্দু ন্যূন অর্থাৎ কল্কাদির উত্তম মাত্রা ৮, মধ্যম মাত্রা ৬, ও কনিষ্ঠ মাত্রা ৪ বিন্দু। (নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নস্য অযুক্ত।)

তোয়মদ্যগরস্নেহ-পীতানাং পাতুমিচ্ছতাম্।
ভুক্তভক্ত-শিরঃস্নাত-স্নাতুকাম-স্রুতাসৃজাম্॥
নবপীনসবেগার্ত্ত-সূতিকাশ্বাসকাসিনাম্।
শুদ্ধানাং দত্তবস্তীনাং তথা নার্ত্তবদুর্দ্দিনে॥
অন্যত্রাত্যয়িকাদ্ ব্যাধেরথ নস্যং প্রযোজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ংনিশোশ্চলে॥

যাহারা জল মদ্য গর ও স্নেহ পান করিয়াছে, বা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহারা অন্ন ভোজন করিয়াছে, যাহারা শিরঃস্নান করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহাদের রক্তস্রাব হইয়াছে, যাহারা নব পীনস সূতিকা শ্বাস ও কাস রোগার্ত্ত, যাহারা বমন বিরেচন ও বস্তি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এবং ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যাধির বিপজ্জনকত্বহেতু যদি শীঘ্রই নস্য প্রদান আবশ্যক হয়, তবে অবশ্য প্রদেয়। শ্লেষ্মরোগে প্রাতঃকালে, পিত্তরোগে মধ্যাহ্নে ও বাতরোগে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে নস্য প্রযোজ্য।

স্বস্থবৃত্তে তু পূর্ব্বাহ্নে শরৎকালবসন্তয়োঃ।
শীতে মধ্যন্দিনে গ্রীষ্মে সায়ং বর্ষাসু সাতপে॥

সুস্থাবস্থায়, শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে, শীতকালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে এবং বর্ষাকালে প্রখর রৌদ্রবিশিষ্ট দিনে নস্য গ্রহণীয়।

বাতাভিভূতে শিরসি হিক্কায়ামপতানকে।
মন্যাস্তম্ভে স্বরভ্রংশে সায়ং প্রাতর্দিনে দিনে।
একাহান্তরমন্যত্র সপ্তাহে চ তদাচরেৎ।

হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ রোগে এবং মস্তক বাতাভিভূত হইলে, প্রতি দিন প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে নস্য লইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য রোগে এক এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ নস্য গ্রহণীয়। সপ্তাহের পর নস্য বিধেয় নহে।

স্নিগ্ধস্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য প্রাক্ কৃতাবশ্যকস্য চ।
নিবাতশয়নস্থস্য জত্রূর্দ্ধং স্বেদয়েৎ পুনঃ।
অথোত্তানর্জুদেহস্য পাণিপাদে প্রসারিতে।
কিঞ্চিদুন্নতপাদস্য কিঞ্চিন্মূর্দ্ধনি নামিতে॥

নাসাপুটং পিধায়ৈকং পর্য্যায়েণ নিষেচয়েৎ।
উষ্ণাম্বুতপ্তং ভৈষজ্যং প্রনাড্যা পিচুনাথবা॥

নস্য গ্রহণের পূর্ব্বক্রিয়া। অগ্রে স্নেহ দ্বারা মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া, মল, মূত্র ও দন্তধাবনাদি অবশ্যকরণীয় কার্য্য সকল সমাপনানন্তর নিবাত স্থানে শয়ন পূর্ব্বক জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে পুনরায় স্বেদ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উত্তান (চিত) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্ত পদ প্রসারিত, কিন্তু পা কিছু উন্নত ও মস্তক কিঞ্চিৎ নামিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক নাসাপুট টিপিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা কার্পাসাদিময় পলিতা দ্বারা উষ্ণজল-সন্তপ্ত ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে।

দত্তে পাদতলস্কন্ধ-হস্তকর্ণাদি মর্দ্দয়েৎ।
শনৈরুচ্ছিঙ্ঘ্য নিষ্ঠীবেৎ পার্শ্বয়োরুভয়োস্ততঃ।

নস্য প্রদত্ত হইলে পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি ঘর্ষণ করিবে এবং ঘর্ষণানন্তর ক্রমে ক্রমে নাসিকার উভয় রন্ধ্র দ্বারা নিষ্ঠীবন করিবে।

আ ভেষজক্ষয়াদেবং দ্বিস্ত্রির্বা নস্যমাচরেৎ।
মূর্চ্ছায়াং শীততোয়েন সিঞ্চেৎ পরিহরন্ শিরঃ।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নস্য লওয়া হইলে, যখন ঔষধক্ষয় হইবে, তখন প্রয়োজনানুসারে আরও দুই বা তিনবার নস্য লইবে। কিন্তু যদি ঔষধের তীক্ষ্ণতায় মূর্চ্ছা হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন অপর সমস্ত অঙ্গে শীতল বারি সেচন করিবে।

স্নেহং বিরেচনস্যান্তে দদ্যাদ্দোষাদ্যপেক্ষয়া।
নস্যান্তে বাক্শতং তিষ্ঠেদুত্তানো ধারয়েৎ ততঃ।
ধূমং পীত্বা কবোষ্ণাম্বু-কবলান্ কণ্ঠশুদ্ধয়ে।
সম্যক্ স্নিগ্ধে সুখোচ্ছ্বাস-স্বপ্নবোধাক্ষপাটবম্।

শিরোবিরেচনান্তে দেশ, দোষ ও সাত্ম্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মস্তকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং শত মাত্রা (প্রায় ২ মিনিট কাল) উত্তানভাবে অবস্থান করিয়া পরে ধূমপান ও কণ্ঠশুদ্ধির জন্য ঈষদুষ্ণ জলের কবল করিবে। মস্তক সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, নিদ্রা ও চক্ষুর পটুতা হয়।

রুক্ষেঽক্ষিস্তব্ধতা শোষো নাসাস্যে মূর্দ্ধশূন্যতা।
স্নিগ্ধেঽতি কণ্ডুগুরুতা প্রসেকারুচিপীনসাঃ॥

মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষুর স্তব্ধতা, মুখ ও নাসিকার শোষ এবং মস্তক শূন্য হয়। অতি স্নিগ্ধ হইলে কণ্ডু, দেহভার, মুখস্রাব, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে।

সুবিরিক্তেঽক্ষিলঘুতা স্বরবক্ত্রবিশুদ্ধয়ঃ।
দুর্ব্বিরিক্তে গদোদ্রেকঃ ক্ষামতাতিবিরেচিতে॥

মস্তক সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের শুদ্ধি, দুর্ব্বিরিক্ত হইলে রোগাধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়।

প্রতিমর্শঃ ক্ষতক্ষাম-বালবৃদ্ধসুখাত্মসু।
প্রযোজ্যোঽকালবর্ষেঽপি ন ত্বিষ্টো দুষ্টপীনসে॥
মদ্যপীতেঽবলশ্রোত্রে ক্রিমিদূষিতমূর্দ্ধনি।
উৎকৃষ্টোৎক্লিষ্টদোষে চ হীনমাত্রতয়া হি সঃ॥

অকাল বর্ষণ হইলেও প্রতিমর্শ নস্য (ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে), ক্ষতক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে। কিন্তু যাহারা দুষ্ট-পীনসরোগগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুর্ব্বল-শ্রোত্র, ক্রিমিদূষিত-মস্তক ও কুপিত-প্রবল-দোষাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে উহা ইষ্ট নহে, কারণ প্রতিমর্শের মাত্রা হীন, হীনমাত্রা দ্বারা উহাদের দোষের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

নিশাহর্ভুক্তবান্তাহঃ-স্বপ্নাধ্বশ্রমরেতসাম্।
শিরোঽভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-প্রস্রাবাঞ্জনবর্চ্চসাম্।
দন্তকাষ্ঠস্য হাসস্য যোজ্যোঽন্তেঽসৌ দ্বিবিন্দুকঃ॥

রাত্রি, দিবা, ভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোঽভ্যঞ্জন (মস্তকে তৈল মর্দ্দন), গণ্ডূষ ধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জনগ্রহণ, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য, ইহাদের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য। এই প্রতিমর্শ নস্য দ্বিবিন্দু পরিমিত।

পঞ্চসু স্রোতসাং শুদ্ধিঃ ক্লমনাশস্ত্রিষু ক্রমাৎ।
দৃগ্‌বলং পঞ্চসু ততো দন্তদার্ঢ্যং মরুচ্ছমঃ॥

উপরি উক্ত পঞ্চদশ প্রকার কালের মধ্যে রাত্রি, দিবা, ভোজন, বমন ও দিবানিদ্রা, এই পাঁচ প্রকার কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণ করিলে, স্রোতঃশুদ্ধি; পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, এই ত্রিবিধ কালান্তে প্রতিমর্শ প্রযুক্ত হইলে, শ্রমনাশ; শিরোঽভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জন-গ্রহণ ও মলত্যাগ, এই পঞ্চবিধ কালান্তে উহা যোজিত হইলে, দৃষ্টির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে গৃহীত হইলে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর শমতা হয়।

ন নস্যমূনসপ্তাব্দে নাতীতাশীতিবৎসরে।
ন চোনাষ্টাদশে ধূমঃ কবলো নোনপঞ্চমে।
ন শুদ্ধিরূনদশমে ন চাতিক্রান্তসপ্ততৌ॥

সপ্তম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বর্ষ বয়সের পরে নস্য গ্রহণ, অষ্টাদশবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পঞ্চম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কবল ধারণ এবং দশম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি (বমন বিরেচনাদি) কার্য্য কর্ত্তব্য নহে।

আজন্মমরণং শস্তঃ প্রতিমর্শস্তু বস্তিবৎ।
মর্শবচ্চ গুণান্ কুর্য্যাৎ স হি নিত্যোপসেবনাৎ।
ন চাত্র যন্ত্রণা নাপি ব্যাপদ্ভ্যো মর্শবদ্ভয়ম্॥

বস্তির ন্যায় প্রতিমর্শও জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত হিতজনক। নিত্য সেবন হেতু ইহা মর্শের ন্যায় গুণকর হয়। কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের অক্ষিস্তব্ধাদি যে সকল ব্যাপৎ আছে, তাহারও ভয় নাই।

তৈলমেব চ নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন শস্যতে।
শিরসঃ শ্লেষ্মধামত্বাৎ স্নেহাঃ স্বস্থস্য নেতরে॥

মস্তক, শ্লেষ্মার স্থান, অতএব সুস্থ ব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলই নিত্য নস্যার্থ ব্যবহার করা প্রশস্ত। অন্যান্য স্নেহ শ্লেষ্মজনক, সুতরাং সে সকল ব্যবহার্য্য নহে। (নিত্যাভ্যাস হেতু প্রতিমর্শ যেমন উপকারক, তৈলের নস্যও তেমনই হিতকর জানিবে)।

আশুকৃচ্চিরকারিত্বং গুণোৎকর্ষাপকৃষ্টতা।
মর্শে চ প্রতিমর্শে চ বিশেষো ন ভবেদ্ যদি
কো মর্শং সপরীহারং সাপদঞ্চ ভজেৎ ততঃ॥
অচ্ছপানবিচারাখ্যৌ কুটীবাতাতপস্থিতী।
অন্বাসমাত্রাবস্তী চ তদ্বদেব চ নির্দ্দিশেৎ॥

প্রতিমর্শ নস্য যদি নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয় এবং উহাদের উপকারিতা বিষয়ে কোন বিশেষ না থাকে, তবে যে মর্শাখ্য নস্য সেবনে শীতল জল সেকাদি পরিহার রূপ নানা নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় এবং যাহাতে অক্ষিস্তব্ধাদি বিবিধ ব্যাপত্তি ঘটে, সে মর্শ নস্য কেন লোকে সেবন করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মর্শ আশুকারী, অর্থাৎ শীঘ্র দোষ নির্হরণ করে, প্রতিমর্শ চিরকারী অর্থাৎ বিলম্বে দোষ হরণ করে, অতএব আশু দোষনির্হরণ-হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে দোষনির্হরণ-নিবন্ধন প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষতা আছে, উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ। অতএব যে ব্যক্তি আশু সুখোচ্ছ্বাসাদির উপকার পাইবার ইচ্ছা করে, তাহার মর্শনামক স্নেহনস্য-গ্রহণই প্রয়োজন। এইরূপ স্নেহাধ্যায়োক্ত অনুপান ও বিচারণা, রসায়ন যোগে কুটীপ্রবেশস্থিতি ও বাতাতপাদির অপরিহার-স্থিতি এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তি ইহারাও চিরকারি-শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

অণুতৈলম্।

জীবন্তীজলদেবদারুজলদত্বক্‌সেব্যগোপীহিমং
দার্ব্বীত্বঙ্মধুকপ্লবাগুরুবরা-*-পুণ্ড্রাহ্ববিল্বোৎপলম্।
ধাবন্ত্যৌ সুরভিঃ স্থিরে ক্রিমিহরং পত্রং ত্রুটিং রেণুকং
কিঞ্জল্কং কমলাহ্বয়ং † শতগুণে দিব্যেঽম্ভসি ক্বাথয়েৎ॥
তৈলাদ্রসং দশগুণং পরিশেষ্য তেন
তৈলং পচেচ্চ সলিলেন দশৈব বারান্।
পাকে ক্ষিপেচ্চ দশমে সমমাজদুগ্ধং
নস্যং মহাগুণমুশন্ত্যণুতৈলমেতৎ॥

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুতা, গুড়ত্বক্, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রার ত্বক্, যষ্টিমধু, গন্ধতৃণ, অগুরু, ত্রিফলা, (পাঠান্তরে শতমূলী), পৌণ্ডরীক, বিল্ব, উৎপল (কুমুদ), বৃহতী, কণ্টকারী, সল্লকী (কুন্দুরকী), শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, রেণুক, নাগকেশর, পদ্মরেণু (পাঠান্তরে বেড়েলা); এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া শতগুণ বৃষ্টির জলে ক্বাথ করিবে এবং তৈলের দশগুণ থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ দ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে, দশম পাকে তৈলসম ছাগদুগ্ধ দিয়া উহা পুনঃ পাক করিবে। এইরূপে পক্ব তৈলকে অণুতৈল কহে। এই তৈল নস্য-প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। ইহা অণু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে অণুতৈল কহিয়া থাকে।

ঘনোন্নতপ্রসন্নত্বক্‌ স্কন্ধগ্রীবাস্যবক্ষসঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়াস্তপলিতা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ॥

নস্যশীল ব্যক্তিদিগের ত্বক্ স্কন্ধ গ্রীবা মুখ ও বক্ষঃ, ঘন উন্নত ও নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং কেশাদি অকালপক্কতাবর্জ্জিত হয়।

ইতি পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

অথ দিনচর্য্যা।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥
অর্কন্যগ্রোধখদির-করঞ্জককুভাদিকম্।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ মৃদ্বগ্রং কষায়কটুতিক্তকম্।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

সুস্থ ব্যক্তি স্বকীয় জীবন পালনার্থ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে (চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা পরিত্যাগ করিবে। এবং ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাজীর্ণাদি ভাব বিবেচনা করিয়া মলমূত্র-ত্যাগাদি শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করণানন্তর আকন্দ, বট, খদির, ডহরকরঞ্জ ও অর্জ্জুনাদি গাছের কিংবা কটু-তিক্ত-কষায়-রসযুক্ত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ উত্তমরূপ চর্ব্বণ

* বরেতি পাঠান্তরম্। † কমলাদ্বলামিতি পাঠান্তরম্।

করিয়া এরূপে দন্তধাবন করিবে, যেন দন্তমাংস ঘৃষ্ট না হয়। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে দন্তধাবন বিধেয়।

নাদ্যাদজীর্ণবমথু-শ্বাসকাসজ্বরার্দ্দিতী।
তৃষ্ণাস্যপাকহৃন্নেত্র-শিরঃকর্ণাময়ী চ তৎ॥

যে সকল ব্যক্তি অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষোস্ততো ভজেৎ।
লোচনে ভবতস্তেন সুস্নিগ্ধে ঘনপক্ষ্মণী॥
ব্যক্তত্রিবর্ণে বিমলে মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে॥

সৌবীরাঞ্জন নেত্রের হিতকর, অতএব নিত্যই নেত্রে ঐ অঞ্জন ব্যবহার করিবে। ইহাতে চক্ষুঃ সুস্নিগ্ধ, বিমল, মনোহর, সূক্ষ্মদর্শনক্ষম ও ঘনপক্ষ্ম-বিশিষ্ট হয় এবং চক্ষুর বর্ণত্রয় অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ সুব্যক্ত হইয়া থাকে।

চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।
যোজয়েৎ সপ্তরাত্রেঽস্মাৎ স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্॥

চক্ষু তেজোময় পদার্থ, সুতরাং তেজোবিরোধী শ্লেষ্মা হইতে ইহার অনিষ্টের বিশেষ আশঙ্কা। অতএব সাতদিন অন্তর জলস্রাবণার্থ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
দৃষ্টিপ্রসাদপুষ্ট্যায়ুঃ-স্বপ্নসুত্বক্‌দার্ঢ্যকৃৎ॥
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

নিত্যগ্রহণঞোপলক্ষণার্থং তেন অভ্যাসবশাদেকদ্বিত্রিদিনান্তরমপি যথোচিতমাচরতোঽপি ন দোষঃ।

নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশতঃ এক দুই বা তিন দিন অন্তর তৈলাভ্যঙ্গে দোষ নাই)। তৈলাভ্যঙ্গে জরা শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির বিমলতা, দেহের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, সুনিদ্রা এবং ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে। মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশেষরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে।

বর্জ্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্ত-কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ॥

যাহারা কফগ্রস্ত, যাহারা অজীর্ণরোগাক্রান্ত কিংবা যাহারা বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং দীপ্তাগ্নির্মেদসঃ ক্ষয়ঃ।
বিভক্তঘনগাত্রত্বং ব্যায়ামাদুপজায়তে॥

ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, অগ্নির দীপ্তি ও মেদের ক্ষয় হয় এবং শরীর সুবিভক্ত ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তং ত্যজেৎ॥

বাতরোগী, পিত্তরোগী অথবা বাতপিত্তরোগী ইহাদের এবং বালক (ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রম পর্য্যন্ত), বৃদ্ধ (সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের পর) ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে।

অর্দ্ধশক্ত্যা নিষেব্যস্তু বলিভিঃ স্নিগ্ধভোজিভিঃ।
শীতকালে বসন্তে চ মন্দমেব ততোঽন্যদা।
তং কৃত্বানুসুখং দেহং মর্দ্দয়েৎ তু সমন্ততঃ॥

স্নিগ্ধ-ভোজী ও বলবান্ ব্যক্তি অর্দ্ধবলে অর্থাৎ শ্রান্তি-বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে। শীত ও বসন্ত ঋতুই ব্যায়াম করিবার প্রশস্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা বিধেয়। ব্যায়ামের পর সর্ব্বশরীর সুখজনক রূপে মর্দ্দন করিবে।

তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তং শ্রমঃ ক্লমঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দিশ্চ জায়তে॥

অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করিলে তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমি রোগ উৎপন্ন হয়।

উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদসঃ প্রবিলায়নম্।
স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌প্রসাদকরং পরম্॥

ব্যায়ামানন্তর উদ্বর্ত্তন করিবে। (তৈলাভ্যক্ত শরীরে আমলকী ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে।) উদ্বর্ত্তন দ্বারা কফের নাশ, মেদের বিলয়, অঙ্গের দৃঢ়তা ও ত্বকের বৈমল্য সম্পাদিত হয়।

দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমূর্জ্জোবলপ্রদম্।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদ-তন্দ্রাতৃড়্দাহপাপ্মজিৎ॥

উদ্বর্ত্তনানন্তর স্নান করিবে। স্নান অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, উৎসাহ ও বলপ্রদ এবং কণ্ডূ মল শ্রান্তি স্বেদ তন্দ্রা তৃষ্ণা দাহ ও পাপনাশক।

উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষাম্॥

উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায়ের পরিষেক করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা দ্বারা মস্তকের পরিষেক করিলে কেশের ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে।

স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্য-কর্ণরোগাতিসারিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণ-ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্॥

অর্দ্দিত রোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণ-রোগ, অতিসার, উদরাধ্মান, পীনস ও অজীর্ণ রোগে এবং আহারের পরে স্নান নিষিদ্ধ।

কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা প্রসাধনম্।
কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তুমলাপহম্॥

প্রত্যহ কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা কেশ প্রসাধন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু কেশ-প্রসাধন দ্বারা কেশের হিতসাধন হয় এবং তত্রস্থ ধূলি, ক্রিমি (উকুন) ও মল দূরীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শালোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকম্।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্॥

দর্পণে (আরসিতে) বদন-দর্শন মঙ্গলকর, কান্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, পরমায়ু-বর্দ্ধক এবং পাপ ও অলক্ষ্মী (দুর্ভাগ্য) বিনাশক।

জীর্ণে হিতং মিতঞ্চাদ্যাদন্নং বেগানীরয়েদ্বলাৎ।
ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্না জিত্বা সাধ্যমাময়ম্॥

ভুক্ত আহার সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তখন হিতজনক পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ দিবে না এবং বেগ উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। আর সাধ্য-লক্ষণাক্রান্ত রোগ উপস্থিত হইলে তাহারও শান্তি না করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবে না।

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥

সকলেই সুখজনক কর্ম্ম বাঞ্ছা করে, কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত।

ভক্ত্যা কল্যাণমিত্রাণি সেবেতেতরদূরগঃ॥

কল্যাণজনক কার্য্যে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণ-মিত্রদিগকে ভক্তির সহিত সেবা করিবে। এবং যাহারা পাপজনক কার্য্যে সহায়তা করে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

হিংসা স্তেয়ান্যথাকামং পৈশুন্যং পরুষানৃতে।
সংভিন্নালাপব্যাপাদমভিধ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ম্॥
পাপং কর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্মনসৈস্ত্যজেৎ॥

হিংসা চৌর্য্য ও গুরুদার-গমনাদি নিষিদ্ধ কাম সেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ; পৈশুন্য (পরভেদকারক বাক্য), কর্কশ বচন, অসত্য কথন ও অসম্বদ্ধ বাক্য এই চারি প্রকার বাচনিক পাপ; প্রাণিবধের চিন্তা পরগুণাদিতে অসহিষ্ণুতা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। কায়িক বাচনিক ও মানসিক এই দশবিধ পাপকে কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে।

অবৃত্তিব্যাধিশোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ॥

নিরুপায়, রোগী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির যথাসাধ্য উপকার করিবে।

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীটপিপীলিকম্॥

অপরের কথা দূরে থাকুক, কীট পিপী-লিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও আত্মবৎ দর্শন করিবে।

অর্চ্চয়েদ্দেবগোবিপ্র-বৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্॥

দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, বৈদ্য, রাজা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে।

বিমুখান্ নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত নাক্ষিপেৎ॥

প্রার্থিদিগকে বিমুখ করিবে না, অবমাননা করিবে না, এবং কর্কশবাক্যে তাড়াইয়া দিবে না।

উপকারপ্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ ॥

অপকারপর শত্রুর প্রতিও উপকারপর হইবে।

সম্পদ্বিপৎস্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু ॥

সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষ্যা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষ্যা করিবে না অর্থাৎ "ইনি বিদ্বান্ ও দানাদি-ধর্ম্মপরায়ণ, আমিও কেন ইহার মত না হইব," এইরূপ ঈর্ষ্যা করা ভাল, কিন্তু কাহারও বিদ্যা ও দানাদির ফলস্বরূপ ধন এবং যশে ঈর্ষ্যা করা কর্ত্তব্য নহে।

কালে হিতং মিতং ব্রূয়াদবিসংবাদি পেশলম্ ॥

কালে অর্থাৎ যখন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, তখন হিতজনক পরিমিত, সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য কহিবে।

ন কঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্।
প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ ॥

এ ব্যক্তি আমার শত্রু অথবা আমি ইহার শত্রু, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। স্বকীয় অপমান এবং প্রভুর নিঃস্নেহতাও কাহাকে বলিবে না।

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ ॥

পরসেবাভিজ্ঞ ব্যক্তি লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকেন।

নপীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ ॥

রসনাদি ইন্দ্রিয়দিগকে কুৎসিত অন্নাদি দ্বারা নিগ্রহ করিবে না অথবা প্রলোভন দ্রব্যাদি দ্বারাও ইহাদের অতিশয় বিলাস সম্পাদন করিবে না।

ত্রিবর্গশূন্যং নারম্ভং ভজেৎ তঞ্চাবিরোধয়ন্।
অনুযায়াৎ প্রতিপদং সর্ব্বধর্ম্মেষু মধ্যমাম্ ॥

যাহা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-বিরহিত, এরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না, এবং এরূপ কার্য্য করিবে, যাহা ঐ ত্রিবর্গের কাহারও বিরোধী না হয়। সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারেই মধ্যমা বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কোন এক বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইবে না অর্থাৎ কিছুতেই গোঁড়ামি করিবে না।

নীচরোমনখশ্মশ্রুর্নির্ম্মলাঙ্‌ঘ্রিমলায়নঃ ॥

কেশ নখ ও শ্মশ্রু যথাবিহিত কর্ত্তিত করিবে এবং চরণ ও মলনির্গম পথ সকল পরিষ্কৃত রাখিবে।

উৎপাটয়েৎ তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন।
তদুৎপাটনতো দৃষ্টেদৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ ॥

নাসিকার লোম উৎপাটন করিবে না, কেননা নাসিকার লোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হয়।

স্নানশীলঃ সুসুরভিঃ সুবেশোঽনুল্বণোজ্জ্বলঃ।
ধারয়েৎ সততং রত্ন-সিদ্ধমন্ত্রমহৌষধীঃ ॥

নিত্য স্নান করিবে। চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে চর্চ্চিতদেহ হইবে, মনোহর উজ্জ্বল বসন পরিধান করিবে, এবং রত্ন, সিদ্ধমন্ত্র (ইষ্টকবচাদি) ও মহৌষধি সতত ধারণ করিবে।

সাতপত্রপদত্রাণো বিচরেদ্ যুগমাত্রদৃক্ ॥

গমনকালে ছত্র ও পদত্রাণ (জুতা, খড়ম) ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারি হস্ত পর্য্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচরণ করিবে।

নিশি চাত্যয়িকে কার্য্যে দণ্ডী মৌলী সহায়বান্ ॥

বিশেষ কার্য্যানুরোধে রাত্রিতে গমন করিতে হইলে হস্তে যষ্টি ও মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক সহায়বান্ হইয়া যাইবে :

নাসংবৃতমুখঃ কুর্য্যাৎ ক্ষুতহাস্যবিজৃম্ভণম্।
নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্বিলিখেদ্ ভুবম্।
নাঙ্গৈশ্চেষ্টেত বিগুণং নাসীতোৎকটকশ্চিরম্ ॥

হস্তাদি দ্বারা মুখ আবৃত না করিয়া

হাঁচিবে না, হাস্য করিবে না ও হাই তুলিবে না। প্রয়োজন না হইলে নাক ঝাড়িবে না, বিনা কারণে মাটিতে দাগ কাটিবে না, হস্ত পদাদি দ্বারা বিকৃত ভঙ্গী করিবে না এবং পদদ্বয়ের গোড়ালি গুহ্যদ্বারে স্থাপন করিয়া উৎকটভাবে বসিবে না।

দেহবাক্‌চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্ শ্রমাদ্বাপ্রবর্ত্তয়েৎ।
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন ক্রমম্॥
তথা চত্বরচৈত্যান্তশ্চতুষ্পথসুরালয়ান্।
সূনাটবীশূন্যগৃহং শ্মশানানি দিবাপি ন॥
সর্ব্বথেক্ষেত নাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ।
নেক্ষেত প্রততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ।
মদ্যবিক্রয়সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ॥

শ্রান্তির অর্থাৎ ঘর্ম্মোৎপত্তির পূর্ব্বেই কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবে। উর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে, চত্বর-সমীপে (চত্বর অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করে), চৈত্যস্থানে (গ্রামস্থ কোন প্রসিদ্ধ পূজার বৃক্ষ তলে), চতুষ্পথে ও দেবগৃহে অবস্থান করিবে না। বধ্যভূমি বন বা নির্জ্জন স্থান, শূন্যগৃহ ও শ্মশান এই সকল স্থানে দিবসেও থাকিবে না। উদয়কালে, অস্ত-গমন সময়ে বা গ্রহণ সময়ে সূর্য্য দর্শন করিবে না। জল ও দর্পণাদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্বও দেখিবে না। মস্তক দ্বারা ভার বহন করিবে না। সূক্ষ্ম বস্তু, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাদি, বিষ্ঠা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য বা অপ্রিয় বস্তু নিরন্তর দর্শন করিবে না। মদ্য বিক্রয়, মদ্য চোয়ান ও মদ্যের আদান প্রদান করিবে না।

পুরোবাতাতপরজস্তুষারপরুষানিলান্।
অনৃজুঃ ক্ষবথূদ্গার-কাসস্বপ্নান্নমৈথুনম্॥
কূলচ্ছায়ানৃপদ্বিষ্ট-ব্যালদংষ্ট্রিবিষাণিনঃ।
হীনানার্য্যাতিনিপুণ-সেবাং বিগ্রহমুত্তমৈঃ॥
সন্ধ্যাস্বভ্যবহারস্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়নচিন্তনম্।
শত্রুসত্রগণাকীর্ণ-গণিকাপণিকাশনম্॥
গাত্রবক্ত্রনখৈর্বাদ্যং হস্তকেশাবধূননম্।
তোয়াগ্নিপূজ্যমধ্যেষু যানং ধূমং শবাশ্রয়ম্।
মদ্যাতিসক্তিং বিশ্রম্ভ-স্বাতন্ত্র্যে স্ত্রীষু চ ত্যজেৎ॥

পূর্ব্ব বায়ু বা সম্মুখ বায়ু, আতপ, ধূলি, তুষার ও অস্নিগ্ধবায়ু সেবন করিবে না। বক্র-দেহ হইয়া হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, নিদ্রা যাইবে না, আহার ও মৈথুন করিবে না। নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষচ্ছায়া, নৃপদ্বিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্ট অশ্বগজাদি ব্যাল, ব্যাঘ্র-সর্পাদি দংষ্ট্রী ও গো-মহিষাদি শৃঙ্গী, ইহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবে। নীচ অসাধু ও অতি নিপুণ সেবা এবং উত্তমের সহিত বিগ্রহ করিবে না। প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহার, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রচিন্তা করিবে না। শত্রুদত্ত অন্ন, যজ্ঞিয় অন্ন, জনাকীর্ণ স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও হোটেলের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। গাত্র বক্ত্র ও নখ দ্বারা বাদ্য করিবে না এবং হস্ত ও কেশ কাঁপাইবে না। জল অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। ধূমে প্রবেশ করিবে না। শবরক্ষণ স্থানে গমন করিবে না। (কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, শবের ধূম গ্রহণ করিবে না।) মদ্যে আসক্ত হইবে না। স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না এবং স্ত্রী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না।

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ।
অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকেঽর্থে পরীক্ষকঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কার্য্যেই লোকের উপদেশ লইয়া থাকেন। অতএব সাংসারিক বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে।

আর্দ্রসন্তানতা ত্যাগঃ কায়বাক্‌চেতসাং দমঃ।
স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু পর্য্যাপ্তমিতি সদ্‌ব্রতম্॥

সর্ব্বজীবে দয়া, দান এবং কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্যে শান্ত ভাব, নিজবোধে পরকার্য্যসম্পাদন এই গুলিই সংসারের প্রধান সদাচার।

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি।
দুঃখভাঙ্ন ভবত্যেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতিঃ॥

এক্ষণে আমার দিনরাত্রি কি ভাবে যাইতেছে, অর্থাৎ আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহার ফল ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করে, তাহাকে কখনও দুঃখভাগী হইতে হয় না।

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥

এই সকল সদাচার, যাহা সংক্ষেপে কথিত হইল, তদনুসারে চলিলে আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য্য ও যশ লাভ এবং স্বর্গাদি নিত্যধাম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥

আরোগ্য, অনারোগ্য, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, ও মরণ সমস্তই নিদ্রাধীন জানিবে।

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাপরা॥

অকালনিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা এই ত্রিবিধ দুষ্ট নিদ্রা, কালরাত্রির ন্যায়, আরোগ্য ও জীবন নাশ করিয়া থাকে।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীনপ্রচলায়িতম্॥

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমান রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রুক্ষত্ব হেতু রাত্রিজাগরণ বাতবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধত্ব হেতু দিবানিদ্রা শ্লেষ্মজনক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মে বাতচয়াদান-রৌক্ষ্যরাত্র্যল্পভাবতঃ।
দিবাস্বপ্নো হিতোঽন্যস্মিন্ কফপিত্তকরো হি সঃ॥
মুক্ত্বা তু ভাষ্যযানাধ্ব-মদ্যস্ত্রীভারকর্ম্মভিঃ।
ক্রোধশোকভয়ৈঃ ক্লান্তান্ শ্বাসহিক্কাতিসারিণঃ॥
বৃদ্ধবালবলক্ষীণ-ক্ষততৃট্‌শূলপীড়িতান্।
অজীর্ণ্যভিহতোন্মত্তান্ দিবাস্বপ্নোচিতানপি॥
সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্।
ধাতুসাম্যং তথা হ্যেষাং শ্লেষ্মা চাঙ্গানি পুষ্যতি॥

বায়ুর সঞ্চয়, আদানকালের (উত্তরায়ণের) রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতা হেতু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা হিতজনক। কারণ দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধত্ববশতঃ বায়ুর শান্তি ও রুক্ষতানাশ হয় এবং রাত্রির অল্পতা জন্য নিদ্রা সম্যক্‌রূপ হয় না। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কালে দিবানিদ্রা অহিতকর অর্থাৎ কফ ও পিত্তকর হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিক বাক্যকথন, অশ্বাদি-যানারোহণ, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ, ভারবহন ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত; যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়যুক্ত; যাহারা শ্বাস, হিক্কা ও অতিসারগ্রস্ত এবং যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত, তৃষ্ণার্ত্ত, শূলপীড়িত, অজীর্ণী, লগুড়াদি দ্বারা আহত, উন্মত্ত ও দিবানিদ্রাভ্যাসী, তাহাদের পক্ষে সকল কালেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। কেননা, দিবানিদ্রা দ্বারা ইহাদের ধাতুসাম্য হয়, এবং দিবানিদ্রোত্থ শ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

বহুমেদঃকফাঃ স্বপ্যুঃ স্নেহনিত্যাশ্চ নাহনি।
বিষার্ত্তঃ কণ্ঠরোগী চ নৈব জাতু নিশাস্বপি॥

মেদ ও কফবহুল ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা নিত্য স্নেহপদার্থ সেবন করে, তাহাদের গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা অকর্ত্তব্য। বিষপীড়িত ও কণ্ঠরোগির রাত্রিতেও কদাচ নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নহে।

অকালশয়নান্মোহ-জ্বরস্তৈমিত্যপীনসাঃ।
শিরোরুক্‌শোথহৃল্লাস-স্রোতোরোধাগ্নিমন্দতাঃ॥

অকালে নিদ্রা যাইলে মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য (অঙ্গের নিরুৎসাহত্ব), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনবেগ, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

তত্রোপবাসবমন-স্বেদনাবনমৌষধম্॥

অকাল-নিদ্রাজনিত রোগে উপবাস, বমন, স্বেদ ও স্নেহনস্যই প্রতিকারজনক ঔষধ।

যোজয়েদতিনিদ্রায়াং তীক্ষ্ণং প্রচ্ছর্দ্দনাঞ্জনম্।
নাবনং লঙ্ঘনং চিন্তাং ব্যবায়ং শোকভীক্রুধঃ।
এভিরেব চ নিদ্রায়া নাশঃ শ্লেষ্মাতিসংক্ষয়াৎ॥

অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, উপবাস, চিন্তা, স্ত্রীসঙ্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। অর্থাৎ এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়াতে নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

নিদ্রানাশাদঙ্গমর্দ্দ-শিরোগৌরবজৃম্ভিকাঃ।
জাড্যং গ্লানিভ্রমাপক্তি-তন্দ্রারোগাশ্চ বাতজাঃ॥

নিদ্রানাশ হইলে অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), মাথাভার, হাই উঠা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, গা-ঘোরা, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা এবং বাতজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাকালমতো নিদ্রাং রাত্রৌ সেবেত সাত্ম্যতঃ।
অসাত্ম্যাজ্জাগরাদর্দ্ধং প্রাতঃ স্বপ্যাদভুক্তবান্॥

অতএব রাত্রিকালে যথাসময়ে অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদ্যপি রাত্রিজাগরণ অভ্যাস না থাকে, অথচ কার্য্যানুরোধে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে পরিমিত কাল রাত্রিজাগরণ করা হয়, পরদিন প্রাতঃকালে অন্নাহার না করিয়া তাহার অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে।

ইতি দিনচর্য্যা।

অথ ঋতুচর্য্যা।

মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ॥
শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্।
আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্॥

মাঘাদি দুই দুই মাসে এক একটি ঋতু গণনা করিয়া যথাক্রমে শিশির বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। যথা—মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত। ইহার মধ্যে শিশিরাদি ঋতুত্রয়কে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরমার্গে গমন) বলে, ইহাকে আদানকালও বলা গিয়া থাকে, যেহেতু এই কালে সূর্য্যদেব প্রতিদিন মনুষ্যদিগের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন।

তস্মিন্ হ্যত্যর্থতীক্ষ্ণোষ্ণ-রূক্ষা মার্গস্বভাবতঃ।
আদিত্যপবনাঃ সৌম্যান্ ক্ষপয়ন্তি গুণান্ ভুবঃ॥
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ।
তস্মাদাদানমাগ্নেয়মৃতবো দক্ষিণায়নম্॥
বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ যদ্বলং বিসৃজত্যয়ম্।
সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্ হীয়তে রবিঃ॥
মেঘবৃষ্ট্যনিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে।
স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ললবণ-মধুরা বলিনো রসাঃ॥

এই আদানকালে মার্গস্বভাববশতঃ সূর্য্যদেব এবং বায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রূক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্যগুণ সকল নাশ করেন। সুতরাং এই কালে যথাক্রমে তিক্ত কষায় ও কটু রস বলবান্ হয়। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটুরস প্রবল হইয়া থাকে। আদান কাল অগ্নিগুণপ্রধান। বর্ষাদি ঋতুত্রয়কে দক্ষিণায়ন কহে। ইহা বিসর্গকাল বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। যে হেতু চন্দ্রের বলবত্তা নিবন্ধন এই বিসর্গকাল প্রাণিদিগকে নিত্য বলপ্রদান করে। এই কালে সোমগুণের আধিক্য হেতু সোম (চন্দ্র) বলবান্ এবং সূর্য্য হীনবল হন। শীতল বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বিগতসন্তাপ হওয়াতে অম্ল লবণ ও মধুর রস যথাক্রমে বলবান্ ও স্নিগ্ধ হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্তকালে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

শীতেঽগ্র্যং বৃষ্টিঘর্ম্মেঽল্পং বলং মধ্যন্তু শেষয়োঃ।

শীত ঋতুতে মনুষ্যগণের বল অধিক হয়, বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অল্প এবং অবশিষ্ট ঋতুতে মধ্য অর্থাৎ নাত্যল্প ও নাত্যধিক হইয়া থাকে।

হেমন্ত-শিশিরচর্য্যা।

বলিনঃ শীতসংরোধাদ্ধেমন্তে প্রবলোঽনলঃ।
ভবত্যল্পেন্ধনো ধাতূন্ স পচেদ্বায়ুনেরিতঃ।
অতো হিমেঽস্মিন্ সেবেত স্বাদ্বম্ললবণান্ রসান্॥

লোমকূপাদি মার্গ সকল শীত দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে হেমন্ত ঋতুতে বলবান্ মনুষ্যদিগের জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি অন্নপানাদির অল্পতা হয়, তাহা হইলে পাচকাগ্নি বায়ুপ্রদীপ্ত হইয়া রসাদি ধাতু সকলকে পাক করে। অতএব হেমন্ত ঋতুতে ধাতুপাকবিরোধী মধুরাম্ললবণ রস সেবন করিবে।

দৈর্ঘ্যান্নিশানামেতর্হি প্রাতরেব বুভুক্ষিতঃ।
অবশ্যকার্য্যং সম্ভাব্য যথোক্তং শীলয়েদনু॥

হেমন্তকালে রাত্রি বড় হয় বলিয়া প্রাতঃকালেই লোক বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য প্রায়ই অজীর্ণ থাকে না, অতএব প্রত্যূষে মল-মূত্র ত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দিনচর্য্যোক্ত দন্তধাবন ও অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়া সকল প্রতিপালন করিবে।

বাতঘ্নতৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্দ্ধ্নি তৈলবিমর্দ্দনম্।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং পাদাঘাতঞ্চ যুক্তিতঃ॥

শীতকালে বাতঘ্ন বলাতৈলাদি মাখিবে। মস্তকে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করিবে এবং অভ্যঙ্গানন্তর ব্যায়ামাদি কার্য্য, নিপুণ ব্যক্তির সহিত বাহুযুদ্ধ ও যুদ্ধকালে পায়ে পায়ে কষাকষি করিবে।

কষায়াপহৃতস্নেহস্ততঃ স্নাতো যথাবিধি।
কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগুরুধূপিতঃ॥

ব্যায়ামানন্তর লোধ্রাদিকষায় দ্বারা তৈলাপনয়ন করিয়া যথাবিধি স্নান, স্নানান্তে কুঙ্কুম ও কস্তূরিকা দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত এবং অগুরুধূপে ধূপিত করিবে অর্থাৎ অগুরুকাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিবে।

রসান্ স্নিগ্ধান্ পলং পুষ্টং গৌড়মচ্ছসুরাং সুরাম্।
গোধূমপিষ্টমাষেক্ষু-ক্ষীরোত্থবিকৃতীঃ শুভাঃ॥
নবমন্নং বসাং তৈলং শৌচকার্য্যে সুখোদকম্।
প্রাবারাজিনকৌষেয়-প্রবেণীকৌচবাস্তৃতম্॥
উষ্ণস্বভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নং ভজেৎ।
যুক্ত্যার্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা॥

হেমন্তকালে স্নিগ্ধরস অর্থাৎ মধুরাম্ললবণ-সংযুক্ত দ্রব্য, পীবরতনু পশুর মাংস, নূতন অন্ন এবং গোধূম, চূর্ণীকৃত তণ্ডুল, মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধজাত বিবিধ সুভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। গৌড়মদ্য অচ্ছসুরা ও সীধু প্রভৃতি মদিরা, বসা (মাংসস্নেহ) এবং তৈল পান করিবে। হস্তপদাদি-প্রক্ষালনার্থ উষ্ণোদক ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র বা সাটিন অথবা বনাত কম্বলাদি দ্বারা শয্যা আবৃত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে। শয়নকালে লঘুভারবিশিষ্ট উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত রাখিবে। অগ্নিস্বেদ ও সূর্য্যকিরণ যথোপযুক্ত সেবন করিবে এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ (জুতা) ব্যবহার করিবে।

অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ॥
তদা হি শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্॥

হেমন্তকাল অপেক্ষা শিশির ঋতুতে শীত ও আদানকালজ রুক্ষতা অধিকতর হয়, অতএব এইকালে পূর্ব্বোক্ত হৈমন্তিক বিধি সকলই বাহুল্যরূপে সেবন করিবে।

বসন্তচর্য্যা।

কফশ্চিতো হি শিশিরে বসন্তেঽর্কাংশুতাপিতঃ।
হত্বাগ্নিং কুরুতে রোগাংস্ততস্তং ত্বরয়া জয়েৎ॥

শিশির ঋতুতে কালধর্ম্মে কফের সঞ্চয় হয় এবং সেই সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য-সন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া বিবিধ প্রকার রোগ উৎপাদন করে, অতএব ত্বরাপূর্ব্বক অর্থাৎ সঞ্চয়কালেই কফের বিনাশ সাধন কর্ত্তব্য।

তীক্ষ্ণৈর্বমননস্যাদ্যৈর্লঘুরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনাঘাতৈর্জিত্বা শ্লেষ্মাণমুল্বণম্॥
স্নাতোঽনুলিপ্তঃ কর্পূর-চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
পুরাণযবগোধূম-ক্ষৌদ্র জাঙ্গলশূল ভুক্॥
সহকাররসোন্মিশ্রানাস্বাদ্য প্রিয়য়ার্পিতান্।
প্রিয়াস্যসঙ্গসুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্॥
সৌমনস্যকৃতো হৃদ্যান্ বয়স্যৈঃ সহিতঃ পিবেৎ।
নির্গদানাসবারিষ্ট-সীধুমার্দ্বীকমাধবান্॥

বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন ও তীক্ষ্ণ নস্যাদি গ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পরস্পর পাদকষাকর্ষিরূপ মল্লযুদ্ধ দ্বারা শ্লেষ্মার বিনাশ, স্নান এবং গাত্রে কর্পূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিবে। তদনন্তর পুরাতন যব বা গোধূমের রুটি, মধু, জাঙ্গল দেশজাত পশুপক্ষ্যাদির শূল্যমাংস (কাবাব্) ভোজন করিবে। এইকালে আম্ররস-মিশ্রিত, প্রেয়সীকর্ত্তৃক আস্বাদিত ও প্রিয়াধরসংস্পর্শ সুগন্ধীকৃত এবং প্রণয়িনীর নয়নোৎপলে প্রতিবিম্বিত হৃদ্য দোষরহিত আসব অরিষ্ট সীধু মাধ্বীক ও মাধব নামক প্রিয়দত্ত মদ্য, সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রসন্নচিত্তে পান করিবে।

গ্রীষ্মচর্য্যা।

তীক্ষ্ণাংশুরতিতীক্ষ্ণাংশুর্গ্রীষ্মে সংক্ষিপতীব যৎ।
প্রত্যহং ক্ষীয়তে শ্লেষ্মা তেন বায়ুশ্চ বর্দ্ধতে।
অতোঽস্মিন্ পটুকটূম্ল-ব্যায়ামার্ককরাংস্ত্যজেৎ॥

গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যদেব জগতের স্নেহপদার্থ (সারাংশ) হরণের নিমিত্তই যেন অতি তীক্ষ্ণাংশু হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হন। এতন্নিবন্ধন প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই কালে তিক্ত কটু (ঝাল) ও অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ পরিত্যাগ করিবে।

ভজেন্মধুরমেবান্নং লঘু স্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্।

গ্রীষ্ম কালে কেবল মধুর অন্ন, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রববহুল দ্রব্য আহার করিবে।

সুশীততোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাচ্ছক্তূন্ সশর্করান্॥

সুশীতল জলে স্নানকরণানন্তর ছাতু জলে গুলিয়া তাহা চিনিসংযোগে লেহন করিবে।

মদ্যং ন পেয়ং পেয়ং বা স্বল্পং সুবহ্বম্বুনা।
অন্যথা শোফশৈথিল্য-দাহমোহান্ করোতি তৎ॥

গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ; যদিই পান করিতে হয়, বহুজল মিশাইয়া অতি অল্প পরিমাণে পান করিবে। নতুবা মদ্যপানে শোথ, অঙ্গশৈথিল্য, দাহ ও মোহ উপস্থিত হইবে।

কুন্দেন্দুধবলং শালিমশ্নীয়াজ্জাঙ্গলৈঃ পলৈঃ॥

কুন্দপুষ্প বা চন্দ্র সদৃশ শুক্লবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংস সহ ভোজন করিবে।

বর্ষাচর্য্যা।

আদানগ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপি সীদতি।
বর্ষাসু দোষৈর্দুষ্যন্তি তেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে॥
সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেন চ।
ভূবাষ্পেণাম্লপাকেন মলিনেন চ বারিণা॥
বহ্নিনৈব চ মন্দেন তেষ্বিত্যন্যোন্যদূষিষু।
ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমূষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ॥

আদান অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে মনুষ্যের দেহ ক্লান্ত এবং অগ্নিও কালস্বভাবে মন্দ হয়। সেই মন্দ অগ্নি, বর্ষা ঋতুতে বাতাদি দোষ দ্বারা আরও মন্দ হইয়া থাকে। এই কালে আকাশ জলভারলম্বিত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, বায়ু তুষারযুক্ত ও গ্রীষ্মতাপাপগমে সহসা শীতল জল ভূবাষ্প দ্বারা অম্লপাক ও কর্দ্দম দ্বারা মলিন এবং অগ্নি মন্দ হয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয়, বর্ষাকালে যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। পরস্পর দূষণস্বভাব সেই বাতাদি দোষ সকল দূষিত হয় বলিয়া তৎকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ ত্রিদোষের প্রশমক এবং অগ্নির উদ্দীপক, সেই সমস্তই সেবন করা কর্ত্তব্য। (নিম্নে সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে।)

আস্থাপনং শুদ্ধতনুর্জ্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্।
জাঙ্গলং পিশিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্॥
মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যং বা পঞ্চকোলাবচূর্ণিতম্।
দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে।
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু॥

বমনবিরেকাদি দ্বারা শুদ্ধশরীর হইয়া আস্থাপন (বস্তি), যব গোধূমাদি পুরাণ ধান্য, ঘৃত মরিচ শুঠাদিযুক্ত মাংসরস, হরিণাদি জাঙ্গল মাংস, মুদ্গদাড়িম্বাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মাধ্বীক অরিষ্ট, সচল লবণ ও পঞ্চ-কোলচূর্ণ যুক্ত দধির মাত, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধ জল সেবন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টি-বাদলের দিনে অতি অল্প লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য ভোজন করিবে। (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ মিলিত এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চমূল কহে।)

অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ।
হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্বাষ্প-শীতশীকরবর্জ্জিতে।
নদীজলোদমন্থাহঃ-স্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ॥

বর্ষাকালে পাদচারী হইবে না, অর্থাৎ যানে গমন করিবে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। সতত ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভূবাষ্প শৈত্য ও জলকণাবর্জ্জিত হর্ম্ম্য-তলে বাস করিবে। আর নদীর জল, উদ-মন্থ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আতপ ত্যাগ করিবে। (জল দ্বারা আলোড়িত, ঘৃতমিশ্রিত ছাতুকে উদমন্থ কহে।)

শরচ্চর্য্যা।

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষশঃ শরদি কুপ্যতি।
তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্॥

বর্ষা-শৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের শরীর, শরৎ-কালে হঠাৎ সূর্য্যকিরণতাপিত হওয়ায়, বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত তৎকালে শাস্ত্রবিহিত তিক্ত ঘৃত পান, বিরেক ও রক্ত-মোক্ষণ কর্ত্তব্য।

তিক্তং স্বাদু কষায়ঞ্চ ক্ষুধিতোঽন্নং ভজেল্লঘু।
শালিমুদ্গসিতাধাত্রী-পটোলমধুজাঙ্গলম্॥

এই ঋতুতে ক্ষুধিত ব্যক্তি, তিক্ত মধুর কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন অর্থাৎ দাউদখানি চাউল মুগ চিনি আমলকী পটোল মধু ও জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ।
সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষম্॥
শুচি হংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলম্।
নাভিষ্যন্দি ন বা রুক্ষং পানাদিষ্বমৃতোপমম্॥

যে জল, সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কিরণে সুশীতল ও অগস্ত্য-নক্ষত্রোদয়ে নির্ব্বিষীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারেরা তাহাকে হংসোদক কহেন। ইহা পবিত্র নির্ম্মল বাতাদি দোষ-নাশক অনভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মস্রাবী নহে) ও অরুক্ষ। পানাদি বিষয়ে এই হংসোদক অমৃততুল্য।

চন্দনোশীরকর্পূর-মুক্তাস্রগ্বসনোজ্জ্বলঃ।
সৌধেষু সৌধধবলাং চন্দ্রিকাং রজনীমুখে॥

চন্দন ও উশীরানুলেপন, কর্পূর ও মুক্তা-গ্রথিত মাল্য ধারণ এবং বসন পরিধানে সুশোভিত হইয়া, প্রদোষকালে সৌধোপরি সৌধধবলা (শ্বেতবর্ণ) চন্দ্রিকা সেবন করিবে।

তুষারক্ষারসৌহিত্য-দধিতৈলবসাতপান্।
তীক্ষ্ণমদ্যদিবাস্বপ্ন-পুরোবাতান্ পরিত্যজেৎ॥

শরৎকালে নীহার, ক্ষার, পরিতোষ ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যাতপ, তীক্ষ্ণ মদ্য, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু ত্যাজ্য।

শীতে বর্ষাসু চাদ্যাংস্ত্রীন্ বসন্তেঽন্ত্যান্ রসান্ ভজেৎ।
স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাদুতিক্তকষায়কান্॥

শীত ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত ও কষায় রস, গ্রীষ্ম-কালে মধুর রস এবং শরৎকালে মধুর তিক্ত ও কষায় রস সেবন করিবে।

শরদ্বসন্তয়ো রুক্ষং শীতং ঘর্ম্মঘনান্তয়োঃ।
অন্নপানং সমাসেন বিপরীতমতোঽন্যদা ॥

শরৎ ও বসন্তকালে রুক্ষ অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্নিগ্ধ অন্নপান, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষাকালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে।

নিত্যং সর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ।

নিত্যই মধুরাদি ছয় রস সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য, তবে যে যে ঋতুতে যে যে রস সেবনের বিশেষ বিধান হইয়াছে, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য, বুঝিতে হইবে।

ঋত্বোরন্ত্যাদিসপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ।
তত্র পূর্ব্বো বিধিস্ত্যাজ্যঃ সেবনীয়োঽপরঃ ক্রমাৎ ॥
অসাত্ম্যজা হি রোগাঃ স্যুঃ সহসা ত্যাগশীলনাৎ ॥

দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সপ্তাহদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর অন্ত্য ৭ দিন ও পর ঋতুর আদি ৭ দিন এই ১৪ দিন ঋতুসন্ধি। সেই ঋতুসন্ধিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব-ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ ও পর-ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি সেবন অভ্যাস করিবে। কারণ সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন কর্ত্তব্য।

ইতি ঋতুচর্য্যা ॥

অথাতো রোগানুৎপাদনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বেগান্ ন ধারয়েদ্বাত-বিণ্মূত্রক্ষবতৃট্ক্ষুধাম্।
নিদ্রাকাসশ্রমশ্বাস-জৃম্ভাশ্রুচ্ছর্দ্দিরেতসাম্ ॥

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ যে সকল বিধি প্রতিপালন করিলে রোগ জন্মাইতে না পারে, সেই সকল বিধি বর্ণন করিব।

অধোবায়ু, মল, মূত্র, হাঁচি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, শ্রমজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস, হাই, অশ্রুজল, বমন ও শুক্র, ইহাদের উপস্থিত বেগ কদাচ ধারণ করিবে না। (এই সকলের বেগ ধারণ করিলে যে যে রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা মাধব-নিদানে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সুতরাং এস্থলে লিখিত হইল না)।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি জায়ন্তে বেগোদীরণধারণৈঃ ॥

মল-মূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান ও বেগ উপস্থিত হইলে তাহার বিধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই জন্মিয়া থাকে।

ধারয়েৎ তু সদা বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।
লোভের্ষ্যাদ্বেষমাৎসর্য্য-রাগাদীনাং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

যিনি ঐহিক ও পারত্রিক হিত কামনা করেন, তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা লোভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও রাগাদির বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ।
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্ ॥
অনুৎপত্ত্যৈ সমাসেন বিধিরেষ প্রদর্শিতঃ।
নিজাগন্তুবিকারাণামুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে ॥

অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সংযম, পূর্ব্বাবস্থাস্মরণ (এই করাতে এইরূপ হইল এবংবিধ চিন্তা), দেশ কাল ও আত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান এবং সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান এই গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি-দোষজ ও আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদিজাত রোগসমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তির সহজ উপায়।

শীতোদ্ভবং দোষচয়ং বসন্তে
বিশোধয়ন্ গ্রীষ্মজমভ্রকালে।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্
প্রাপ্নোতি রোগান্ ঋতুজান্ ন জাতু ॥

শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্ত কালে; গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ (বায়ু) বর্ষাকালে, বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ (পিত্ত)

শরৎকালে বিশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগ সকল কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥

যিনি সতত হিতজনক আহার বিহার করেন; যিনি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন; যিনি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি দাতা, সর্ব্বজীবে সমচিত্ত, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং যিনি মুনি ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ আপ্তগণের সেবা করেন, তিনি অরোগী হন।

অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃতপ্রযত্নং
কৃতাদরং নিত্যমুপায়বৎসু।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুতপন্তি রোগা-
স্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্॥

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ে যত্ন না করেন, এবং প্রাপ্য বিষয়ে নিত্য আদর করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাকে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু যদি তৎকালে কোন দৈব প্রতিকূল না থাকে; কারণ দৈব প্রতিকূল থাকিলে তাঁহাকেও রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

কালোঽনুকূলো বিষয়া মনোজ্ঞা
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি।
সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধি-
র্ভবন্তি ধীরস্য সদা সুখায়॥

যাঁহার কাল অনুকূল (হীনমিথ্যাতিযোগরহিত), রূপরসাদি বিষয় সকল মনোজ্ঞ, ক্রিয়া সকল স্বধর্ম্মনিরত, বমন-বিরেচনাদি রূপ কর্ম্ম সকল স্বাস্থ্যকর, মন দুশ্চিন্তারহিত এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই সুখ অর্থাৎ তিনি কখন রোগাদিতে আক্রান্ত হয়েন না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দিনচর্য্যা ঋতুচর্য্যা রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়শ্চ॥

অরিষ্টলক্ষণম্।

অথাতো বিকৃতিবিজ্ঞানীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পুষ্পং ফলস্য ধূমোঽগ্নের্বর্ষস্য জলদোদয়ঃ।
যথা ভবিষ্যতো লিঙ্গং রিষ্টং মৃত্যোস্তথা ধ্রুবম্॥

অতঃপর আমরা বিকৃতিবিজ্ঞানীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব। পুষ্প যেমন ভাবি ফলের, ধূম যেমন ভাবি অগ্নির, মেঘোদয় যেমন ভাবি বৃষ্টির লিঙ্গ, রিষ্ট-লক্ষণও তদ্রূপ ভাবি নিশ্চিত মৃত্যুর সূচক।

অরিষ্টং নাস্তি মরণং দৃষ্টরিষ্টঞ্চ জীবিতম্।
অরিষ্টে রিষ্টবিজ্ঞানং ন চ রিষ্টেঽপ্যনৈপুণাৎ॥

রিষ্ট বিনা মৃত্যু হয় না এবং রিষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঁচে না। অনৈপুণ্যহেতু অজ্ঞ লোকের অরিষ্টে রিষ্ট জ্ঞান এবং রিষ্টেও রিষ্ট জ্ঞান হয় না।

কেচিৎ তু তদ্দ্বিধেত্যাহুঃ স্থায্যস্থায়িবিভেদতঃ।
দোষাণামপি বাহুল্যাদ্রিষ্টাভাসঃ সমুদ্ভবেৎ।
স দোষাণাং শমে শাম্যেৎ স্থায্যবশ্যন্তু মৃত্যবে॥

কতকগুলি আচার্য্যের মতে রিষ্ট দুই প্রকার; যথা,—স্থায়ি ও অস্থায়ি। দোষসমূহের

আধিক্যে রিষ্টাভাস প্রকাশ পায়, সেই রিষ্টাভাস দোষের শমতায় প্রশমিত হয়, কিন্তু স্থায়ি অরিষ্ট অবশ্যই মৃত্যুর জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

রূপেন্দ্রিয়স্বরচ্ছায়া-প্রতিচ্ছায়াক্রিয়াদিষু।
অন্যেষ্বপি চ ভাবেষু প্রাকৃতেষ্বনিমিত্ততঃ।
বিকৃতির্যা সমাসেন রিষ্টং তদিতি লক্ষয়েৎ॥

রূপ, ইন্দ্রিয়, স্বর, কান্তি, প্রতিবিম্ব, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া এবং অন্য যে কোন প্রাকৃত ভাব, তাহা হঠাৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, সামান্যতঃ তাহাকেই অরিষ্ট বলিয়া জানিবে।

কেশরোম নিরভ্যঙ্গং যস্যাভ্যক্তমিবেক্ষ্যতে।
যস্যাত্যর্থং চলে নেত্রে স্তব্ধান্তর্গতনির্গতে॥
জিহ্মে বিস্তৃতসংক্ষিপ্তে সংক্ষিপ্তবিততভ্রুণী।
উদ্‌ভ্রান্তদর্শনে হীন-দর্শনে নকুলোপমে॥
কপোতাভে অলাতাভে স্রুতে লুলিতপক্ষ্মণী।
নাসিকাত্যর্থবিবৃতা সংবৃতা পিড়কাচিতা॥
উচ্ছূনা স্ফুটিতা ম্লানা যস্যৌষ্ঠৌ যাত্যধোঽধরঃ।
ঊর্দ্ধং দ্বিতীয়ঃ স্যাতাং বা পক্বজম্বুনিভাবুভৌ॥
দন্তাঃ সশর্করাঃ শ্যাবাস্তাম্রাঃ পুষ্পিতপঙ্কিতাঃ।
সহসৈব পতেয়ুর্বা জিহ্বা জিহ্মা বিসর্পিণী।
শ্বেতা শুষ্কা গুরুঃ শ্যাবা লিপ্তা সুপ্তা সকণ্টকা॥
শিরঃ শিরোধরা বোঢ়ুং পৃষ্ঠং বা ভারমাত্মনঃ।
হনু বা পিণ্ডমাস্যস্থং শক্নুবন্তি ন যস্য চ।
যস্যানিমিত্তমঙ্গানি গুরূণ্যতিলঘূনি বা॥
বিষদোষাদ্বিনা যস্য খেভ্যো রক্তং প্রবর্ত্ততে।
উৎসিক্তং মেহনং যস্য বৃষণাবতিনিঃসৃতৌ।
অতোঽন্যথা বা যস্য স্যাৎ সর্ব্বে তে কালনোদিতাঃ॥

যাহার কেশ ও লোম তৈলাদি-ম্রক্ষিত না হইয়াও তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্তবৎ বোধ হয়; যাহার নেত্র—চঞ্চল বা স্তব্ধ, অন্তর্গত বা বহির্গত, কুটিল সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভ্রূযুক্ত, বিভ্রান্তদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি বা নকুলদৃষ্টি, কপোতাভ, অঙ্গার-বর্ণ, অশ্রুস্রাবী ও লুলিত-পক্ষ্ম (বাতাহতবৎ বিশৃঙ্খল-পক্ষ্ম); যাহার নাসিকা অত্যর্থ বিবৃত বা সংবৃত, পিড়কা-ব্যাপ্ত, স্ফীত, স্ফুটিত ও ম্লান; যাহার নিম্নোষ্ঠ অধঃক্ষিপ্ত, ঊর্দ্ধোষ্ঠ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও পক্ব জামফল সদৃশ; যাহার দন্ত শর্করাব্যাপ্ত, শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেত-চিহ্নবিশিষ্ট) ও ক্লেদান্বিত এবং সহসা নিপতিত; যাহার জিহ্বা কুটিল, অতিলোল, শ্বেত বা শ্যামবর্ণ, শুষ্ক, গুরু, লিপ্ত, রসজ্ঞানরহিত ও কণ্টকব্যাপ্ত; যাহার গ্রীবা শিরোবহনে, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠভারবহনে, হনু (চোয়াল) মুখবিবরস্থ অন্নগ্রাস ধারণে অসমর্থ; যাহার অঙ্গ সকল কারণ বিনা গুরু বা লঘু; যাহার বিষদুষ্টি বিনা শরীররন্ধ্র হইতে রক্ত নিঃসৃত; লিঙ্গ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় অধঃপ্রলম্বিত; অথবা লিঙ্গ অধঃক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত, তাহাদের সকলকেই কাল-প্রেরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত।

যস্যাপূর্ব্বাঃ শিরালেখা বালেন্দ্বাকৃতয়োঽপি বা।
ললাটে বস্তিশীর্ষে বা ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥
পদ্মিনীপত্রবৎ তোয়ং শরীরে যস্য দেহিনঃ।
প্লবতে প্লবমানস্য ষণ্মাসং তস্য জীবিতম্॥
হরিতাভাঃ শিরা যস্য রোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে॥
যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধ্নি মুখেঽপি বা।
সস্নেহং মূর্দ্ধ্নি ধূমো বা মাসান্তং তস্য জীবিতম্॥
মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্বা কুর্ব্বন্তি সীমন্তাবর্ত্তকা নবাঃ।
মৃত্যুং ষষ্ঠস্য ষড়্‌রাত্রাৎ ত্রিরাত্রাদাতুরস্য তু॥
জিহ্বা শ্যাবা মুখং পূতি সব্যমক্ষি নিমজ্জতি।
খগা বা মূর্দ্ধ্নি লীয়ন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি॥
অকস্মাদ্ যুগপদ্ গাত্রে বর্ণৌ প্রাকৃতবৈকৃতৌ।
তথৈবোপচয়গ্লানি-রৌক্ষ্যস্নেহাদি মৃত্যবে॥
যস্য স্ফুটেয়ুরঙ্গুল্যো নাকৃষ্টা ন স জীবতি॥
ক্ষবকাসাদিষু তথা যস্যাপূর্ব্বো ধ্বনির্ভবেৎ।
হ্রস্বো দীর্ঘোঽতি বোচ্ছ্বাসঃ পূতিঃ সুরভিরেব বা।
আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধোঽতিমানুষঃ।
মলবস্ত্রব্রণাদৌ বা বর্ষান্তং তস্য জীবিতম্॥

যাহার ললাটে অথবা বস্তির শিরোভাগে অভিনব শিরারাজি বা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র-আকৃতি সমুদ্ভূত হয়, কিংবা স্নানকালীন যাহার শরীরে জলবিন্দু সকল নলিনদলগত জলবৎ অর্থাৎ অনবস্থিতভাবে স্থিত হয়, তাহার জীবনকাল ছয়মাস। যাহার শিরা

সকল হরিতাভ এবং রোমকূপসমূহ সংবৃত হয়, সে অন্নভোজনাভিলাষী হইয়া পৈত্তিক-রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহার মস্তকে বা মুখে গোময়চূর্ণ সদৃশ সস্নেহ চূর্ণ দৃষ্ট হয়, কিংবা মস্তকে ধূম উদ্‌গত হয়, তাহার জীবন একমাস। সুস্থ ব্যক্তির মস্তকে বা ভ্রূতে হঠাৎ সীমন্ত বা রোমাবর্ত্ত উদ্ভূত হইলে, তাহার জীবন ছয় দিন, রোগী ব্যক্তির হইলে তিন দিন। যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, মুখ দুর্গন্ধ, বাম চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, বা মস্তকে কাকাদি পক্ষী উপবিষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবে। স্নাতানুলিপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকাতেও যদি প্রথমে তাহার বক্ষঃ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে সে অর্দ্ধ মাসও জীবিত থাকিবে না। অকস্মাৎ যাহার গাত্রে প্রাকৃত ও বৈকৃত বর্ণ, দেহের স্থৌল্য ও কার্শ্য, গ্লানি ও হর্ষ, রৌক্ষ্য ও স্নেহাদি যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। আকর্ষণ করিলেও যাহার অঙ্গুলি মট্‌কায় না, হাঁচি ও কাস প্রভৃতিতে যাহার অলৌকিক ধ্বনি, যাহার নিশ্বাস অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব, দুর্গন্ধী বা সুগন্ধি; যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে তথা মলিন বস্ত্রে, ব্রণাদিতে অমানুষ গন্ধ হয় (সুরভি বা অসুরভি), তাহার জীবন এক বৎসর।

ভজন্তেঽত্যঙ্গসৌরস্যাদ্ যং যূকা মক্ষিকাদয়ঃ।
ত্যজন্তি বাতিবৈরস্যাৎ সোঽপি বর্ষং ন জীবতি॥
সততোষ্মসু গাত্রেষু শৈত্যং যস্যোপলক্ষ্যতে।
শীতেষূ ভৃশমৌষ্ণ্যং বা স্বেদঃ স্তম্ভোঽপ্যহেতুকঃ॥
যো জাতশীতপিটকঃ শীতাঙ্গো বা বিদহ্যতে।
উষ্ণদ্বেষী চ শীতার্ত্তঃ স প্রেতাধিপগোচরঃ॥
উরস্যূষ্মা ভবেদ্ যস্য জঠরে চাতিশীততা।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥
মূত্রং পুরীষং নিষ্ঠ্যূতং শুক্রং বাপ্সু নিমজ্জতি।
নিষ্ঠ্যূতং বহুবর্ণং বা যস্য মাসাৎ স নশ্যতি॥

অঙ্গের অতি সুরসত্ব হেতু কেশকীট, (উকুন) ও মক্ষিকাদি যাহার শরীরে অভি-সর্পণ, অথবা দেহের অতি বিরসত্ব হেতু যাহার শরীর ত্যাগ করে, তাহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর। যাহার বাহ্য অঙ্গে সতত উষ্ণতা কিন্তু অন্তরে শৈত্য অথবা যাহার বহিরঙ্গে অত্যন্ত দাহ কিংবা হঠাৎ অতিঘর্ম্ম বা একবারে ঘর্ম্মরোধ হয়, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে ব্যক্তি কফোদ্ভূত পিড়কাক্রান্ত অথবা শীতাঙ্গ হইয়া বিদাহ অনুভব করে, যে শীতার্ত্ত হইয়াও উষ্ণদ্বেষী হয়, সে ব্যক্তিও মৃত্যুর গোচর। যাহার বক্ষঃস্থল উষ্ণ, জঠর শীতল, পুরীষ তরল, তৃষ্ণা অধিকতর হয়, সে প্রেত-বৎ। যাহার মূত্র, পুরীষ, গয়ের বা শুক্র জলে মগ্ন বা যাহার গয়ের নানাবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু একমাসের মধ্যেই হইয়া থাকে।

ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব যো ঘনম্।
অমূর্ত্তমিব মূর্ত্তঞ্চ মূর্ত্তং বামূর্ত্তবৎ স্থিতম্॥
তেজস্বাতেজস্তদ্বচ্চ শুক্লং কৃষ্ণমসচ্চ সৎ।
অনেত্ররোগশ্চন্দ্রঞ্চ বহুরূপমলাঞ্ছনম্॥
জাগ্রদ্রক্ষাংসি গন্ধর্ব্বান্ প্রেতানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্।
রূপং ব্যাকৃতি তদ্বচ্চ যঃ পশ্যতি স নশ্যতি॥

যে ব্যক্তি আকাশকে ঘনীভূত এবং ঘট-পটাদি ঘন বস্তুকে আকাশবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি বাতাদি অমূর্ত্ত বস্তুকে মূর্ত্তিমান্, এবং মূর্ত্তিমান্ বস্তুকে অমূর্ত্তবৎ বোধ করে, যে ব্যক্তি অগ্ন্যাদি ভাস্বর বস্তুকে নিস্তেজ, শুক্লকে কৃষ্ণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে সৎ, সৎ বস্তুকে অসৎ, এবং নেত্ররোগাক্রান্ত না হই-য়াও চন্দ্রকে বহুরূপ-বিশিষ্ট অকলঙ্ক দর্শন করে, যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থাতেও রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব প্রেত বা তদ্বিধ অন্য প্রাণী ও বিকৃত রূপ দর্শন করে, তাহাকে গতাসু জানিবে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা স ন পশ্যতি তাং সমাম্॥

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী, উত্তর-কেন্দ্রস্থ ধ্রুব এবং আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু সেই বৎসরেই হয়।

মেঘতোয়ৌঘনির্ঘোষ-বীণাপণববেণুজান্।
শৃণোত্যন্যাংশ্চ যঃ শব্দানসতো ন সতোঽপি বা॥
নিষ্পীড্য কর্ণে শৃণুয়ান্ন যো ধুকধুকস্বনম্॥

যে ব্যক্তি মেঘধ্বনি, জলতরঙ্গনির্ঘোষ, বীণা পণব (বাদ্যবিশেষ) ও বংশীর রব বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ শুনিতে না পায়, অথবা মেঘধ্বনি প্রভৃতি না হইলেও যে ঐ সকল শব্দ শুনে, এবং যে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয় টিপিয়া ধুক ধুক (শব্দবিশেষ) শব্দ অনুভব না করে, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

তদ্বদগন্ধরসস্পর্শান্ মন্যতে যো বিপর্য্যয়াৎ।
সর্ব্বশো বা ন যো যশ্চ দীপগন্ধং ন জিঘ্রতি॥
বিধিনা যস্য দোষায় স্বাস্থ্যায়াবিধিনা রসাঃ।
যঃ পাংশুনেব কীর্ণাঙ্গো যোঽঙ্গঘাতং ন বেত্তি বা॥
অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্।
জানাত্যতীন্দ্রিয়ং যশ্চ তেষাং মরণমাদিশেৎ॥

পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি-ধ্বনিবৎ, যে গন্ধ-রস ও স্পর্শের অসত্তাতেও সত্তা কিংবা তাহাদের বৈপরীত্য অর্থাৎ সুগন্ধকে দুর্গন্ধ, মধুরকে অম্ল ইত্যাদি অনুভব করে, অথবা সর্ব্বদা গন্ধাদি কিছুই বোধ না করে, যে ব্যক্তি তৎকাল-নির্ব্বাপিত দীপগন্ধ না পায়, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে প্রযুক্ত রস যাহার রোগের নিমিত্ত এবং অবিধি-প্রযুক্ত রস যাহার স্বাস্থ্যের জন্য হয়, যাহার অঙ্গ ধূলিব্যাপ্তবৎ হয়, যে ব্যক্তি অঙ্গাঘাত বুঝিতে পারে না এবং যে উগ্রতপস্যা বা বিধিপূর্ব্বক যোগ ব্যতিরেকেও অতীন্দ্রিয় বিষয় জানিতে পারে, সেই সকল ব্যক্তির মরণ উপস্থিত জানিবে।

হীনো দীনঃ স্বরোঽব্যক্তো যস্য স্যাদ্ গদ্গদোঽপি বা।
সহসা যো বিমুহ্যেদ্ বা বিবক্ষুর্ন স জীবতি॥

যাহার স্বর হীন, অবসন্ন, অব্যক্ত ও গদ্গদ, কিংবা যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া বিনা কারণে কথা কহিতে পারে না, সে ব্যক্তি রক্ষা পায় না।

স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানির্বা বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ॥

যাঁহার স্বরের দৌর্ব্বল্য, বল ও বর্ণের হানি এবং কারণ ব্যতিরেকে রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারঞ্চাস্য শব্দস্য দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে ব্যক্তি আমার মরণ উপস্থিত, আমি আর বাঁচিব না, এইরূপ অপস্বর (কাতর স্বর) কহে, কিংবা এই প্রকার নিজ মৃত্যুর কথা যে পরস্পরের নিকট শোনে, বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন।

সংস্থানেন প্রমাণেন বর্ণেন প্রভয়াপি বা।
ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বস্থোঽপি প্রেত এব সঃ॥

শরীরের গঠন, পরিমাণ, বর্ণ ও প্রভা দ্বারা যাহার ছায়া অর্থাৎ মূর্ত্তি অন্যথাভূত হয়, সে যদি স্বস্থও হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মৃত বলিয়া জ্ঞান করিবে। যথা,—সম অঙ্গ বিষম, বিষমাঙ্গ সম, দীর্ঘাকৃতি হ্রস্ব, হ্রস্বাকৃতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গৌর, উজ্জ্বল প্রভা মলিন, মলিন প্রভা উজ্জ্বল, ইত্যাদি বৈপরীত্য ঘটিলে, রোগির কথা দূরে যাউক, সুস্থ ব্যক্তিকেও মৃতবৎ গণ্য করিতে হইবে।

আতপাদর্শতোয়াদৌ যা সংস্থানপ্রমাণতঃ।
ছায়াঙ্গাৎ সম্ভবত্যুক্তা প্রতিচ্ছায়েতি সা পুনঃ।
বর্ণপ্রভাশ্রয়া যা তু সা চ্ছায়ৈব শরীরগা॥

শরীরের গঠন ও পরিমাণানুরূপ যে ছায়া অঙ্গ হইতে, আতপ দর্পণ ও জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয়, তাহাকে প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কহে, প্রতিবিম্ব, বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় নহে, কিন্তু যাহা বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় এবং কেবল শরীরগত, অর্থাৎ যাহা প্রতিবিম্বের ন্যায় জলাদিতে যায় না, তাহাই দেহের ছায়া। প্রতিচ্ছায়া ও ছায়ায় এই প্রভেদ।

ভবেদ্ যস্য প্রতিচ্ছায়া ছিন্না ভিন্নাধিকাকুলা।
বিশিরা দ্বিশিরা জিহ্মা বিকৃতা যদি বান্যথা॥
তং সমাপ্তায়ুষং বিদ্যান্ন চেল্লক্ষ্যনিমিত্তজা।
প্রতিচ্ছায়াময়ী যস্য ন চাক্ষ্ণ্যেত কন্যকা॥

যাহার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্যকারণ ব্যতিরেকে যদি ছিন্ন ভিন্ন, অধিক চঞ্চল, নির্ম্মস্তক বা দ্বিমস্তক, বক্র, বিকৃত বা অন্যথাভূত (মনুষ্যের

পদ্মাদিবৎ প্রতিচ্ছায়া) হয়, অথবা যাহার নয়নে প্রতিচ্ছায়াময়ী কন্যকা (অক্ষি-পুত্তলিকা) দৃষ্ট না হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, জানিবে।

খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ॥
বাতাদ্রজোঽরুণা শ্যাবা ভস্মরূক্ষা হতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া॥
শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা তোয়জা সুখা।
স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শুদ্ধা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী।
বায়বী রোগমরণক্লেশায়ান্যাঃ সুখোদয়াঃ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের, বিবিধ লক্ষণান্বিত পাঁচ প্রকার ছায়া হয়। আকাশজা ছায়া নির্ম্মল, ঈষৎ নীলবর্ণ, সস্নেহ ও সপ্রভ। বায়বী ছায়া রজোযুক্ত, অরুণ, শ্যাব, ভস্মবৎ রূক্ষ ও প্রভাহীন। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, দীপ্তাভ ও দর্শনপ্রিয়। তোয়জা ছায়া নির্ম্মলবৈদূর্য্যমণিবৎ বিমল, সুস্নিগ্ধ ও সুখাবহ। পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, নির্ম্মল, শ্যাম বা শ্বেতবর্ণ। বায়বী ছায়া রোগ ও মরণের নিমিত্ত হয়, অন্য ছায়া সুখাবহ হইয়া থাকে।

প্রভোক্তা তৈজসী সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা।
রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা॥
তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃ সংক্ষিপ্তাশ্চাশুভোদয়াঃ॥

মুনিগণ প্রভাকে তৈজসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রভা সাতপ্রকার; যথা,—রক্তা, পীতা, শ্বেতা, শ্যাবা, হরিতা, পাণ্ডুরা ও শ্যামা। ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রভা বিকাসী, স্নিগ্ধ ও বিমল, তাহারা শুভপ্রদ এবং যাহারা মলিন, রূক্ষ ও সংক্ষিপ্ত, তাহারা অশুভজনক।

বর্ণমাক্রামতি চ্ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী।

ছায়া রক্তাদি বর্ণকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ বর্ণকে পরাভব করিয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রভা বর্ণকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

আসন্নে লক্ষ্যতে চ্ছায়া বিকৃষ্টে ভা প্রকাশতে।
নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্বিশেষাশ্চিহ্নয়ন্তি তু।
নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে চ্ছায়াপ্রভাশ্রয়াঃ॥

ছায়া নিকটে লক্ষ্য হয়, প্রভা দূরপ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই ছায়াহীন ও প্রভারহিত নহে। ছায়া ও প্রভান্বিত দৈহিক বিশেষভাব সকল মনুষ্যদিগের শুভাশুভোৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিকষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিসর্পতি।
হীয়তে বলতঃ শশ্বদ্ যোঽন্নমশ্নন্ হিতং বহু॥
যোঽল্পাশী বহুবিণ্মূত্রো বহ্বাশী চাল্পমূত্রবিট্।
যোঽল্পাশী বা * কফেনার্ত্তো দীর্ঘং শ্বসিতি চেষ্টতে॥
দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নিশ্বস্য পরিতাম্যতি।
হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে ভৃশম্॥
শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছ্রাদ্ যোঽঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ।
যো ললাটাৎ স্রুতস্বেদঃ শ্লথসন্ধানবন্ধনঃ॥
উত্থাপ্যমানঃ সংমুহ্যেদ্ যো বলী দুর্ব্বলোঽপি বা।
উত্তান এব স্বপিতি যঃ পাদৌ বিকরোতি চ॥
শয়নাসনকুড্যাদৌ যোঽসদেব জিঘৃক্ষতি।
অহাস্যহাসী সংমুহ্যন্ যো লেঢ়ি দশনচ্ছদৌ॥
উত্তরোষ্ঠং পরিলিহন্ ফুৎকারাংশ্চ করোতি যঃ।
যমভিদ্রবতি চ্ছায়া কৃষ্ণা পীতারুণাপি বা॥
ভিষগ্ভেষজপানান্ন-গুরুমিত্রদ্বিষশ্চ যে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সমবর্ত্তিনঃ॥

যে ব্যক্তি শিথিলস্কন্ধ হইয়া পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে ভূমিতে বিচরণ করে; যে নিরন্তর বহু পরিমাণে হিতজনক অন্ন ভোজন করিয়াও বলহীন হয়; যে অল্পভোজী হইয়াও বহু মলমূত্র কিংবা বহুভোজী হইয়াও অল্প মলমূত্র ত্যাগ করে এবং যে অল্পাশী হইয়াও কফ দ্বারা পীড়িত হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও পরিলুণ্ঠন করে; যে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসানন্তর হ্রস্ব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্লিষ্ট হয়; যে হ্রস্ব নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, কিন্তু নাড়ী যাহার বিষমভাবে অতিশয় স্পন্দন করে; যে প্রপাণিক (পাণির পশ্চাদ্ভাগস্থিত অবয়ববিশেষ) বক্রীকৃত করিয়া কষ্টে মস্তক চালনা করে; যাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত এবং সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়; বলবানই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যাহাকে তুলিয়া বসাইলে মোহপ্রাপ্ত হয়; যে পদদ্বয় বিকৃত করিয়া চিৎ হইয়া

* যোঽল্পনীর ইতি পাঠান্তরম্।

নিদ্রা যায়; যে শয্যায় আসনে ও ভিত্তি প্রভৃতিতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে, (বিছানা প্রভৃতি খোঁজে), যে অহাস্য বিষয়ে হাসে, মূর্চ্ছা যায়, দাঁতের মাড়ী ও উপর ওষ্ঠ চাটে, নানাশব্দবিশিষ্ট ফুৎকার করে; কৃষ্ণ পীত বা অরুণ বর্ণ ছায়া যাহার পশ্চাদ্গামিনী হয়; যে ব্যক্তি চিকিৎসক, ঔষধ, অন্নপান, গুরু ও মিত্রের দ্বেষ করে; তাহাদের সকলকেই যমের বশবর্ত্তী জানিবে।

গ্রীবাললাটহৃদয়ং যস্য স্বিদ্যতি শীতলম্‌।
উষ্ণোঽপরঃ প্রদেশশ্চ শরণং তস্য দেবতা॥

যাহার গ্রীবা, ললাট ও হৃদয় ঘর্ম্মাক্ত এবং শীতল, অপর অঙ্গ উষ্ণ, তাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতা অর্থাৎ দেবতা ভিন্ন তাহাকে রক্ষা করিতে বৈদ্য প্রভৃতি আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

যোঽণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
বলিং বলিভৃতো যস্য প্রদত্তং নোপভুঞ্জতে॥
নির্নিমিত্তঞ্চ যো মেধাং শোভামুপচয়ং শ্রিয়ম্‌।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং স প্রাপ্নোতি যমক্ষয়ম্‌॥

যে অণুজ্যোতি অর্থাৎ অল্পদৃষ্টি বা অল্পতেজা এবং ব্যাকুলচিত্ত, বিবর্ণকান্তি ও সদা দুর্ম্মনা হয়, কাক-শৃগালাদি বলিভুক্‌ প্রাণী যাহার প্রদত্ত বলি ভোজন না করে, এবং কারণ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মেধা, শোভা, দেহোপচয় ও ধন বা রাজ্যাদি শ্রী প্রাপ্ত অথবা মেধা প্রভৃতি হইতে বিভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি যমভবনে গমন করে।

গুণদোষময়ী যস্য স্বস্থস্য ব্যাধিতস্য বা।
যাত্যন্যথাত্বং প্রকৃতিঃ ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥

স্বস্থ বা ব্যাধিত যে ব্যক্তির সত্ত্বাদি-গুণময়ী ও বাতাদি-দোষময়ী প্রকৃতি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্বলমহেতুকম্‌।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্‌ভির্মাসৈর্ম্মরিষ্যতঃ।
মত্তবদ্‌গতিবাক্‌কম্প-মোহা মাসান্মরিষ্যতঃ॥

ছয় মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার ভক্তি, স্বভাব, স্মৃতি, দানশীলতা, বুদ্ধি ও বল বিনা কারণে অপগত হয় এবং যাহার এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে, তাহার মত্তবৎ গতি, বাক্য, কম্প ও মোহ হইয়া থাকে।

নশ্যত্যজানন্‌ ষড়হাৎ কেশলুঞ্চনবেদনম্‌।
ন যাতি যস্য চাহারঃ কণ্ঠং কণ্ঠময়াদৃতে॥
প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং যান্তি প্রেতাকৃতিরুদীর্য্যতে।
যস্য নিদ্রা ভবেন্নিত্যং নৈব বা ন স জীবতি॥
বক্তুমাপূর্য্যতেঽশ্রূণাং স্বিদ্যতশ্চরণৌ ভৃশম্‌।
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাজ্যং গমিষ্যতঃ॥
বৈঃ পুরা রমতে ভাবৈররতিস্তৈর্ন জীবতি॥

কেশোৎপাটন-জনিত বেদনা যে অনুভব করিতে না পারে, এবং গলরোগ বিনা, খাদ্য দ্রব্য যাহার গলাধঃকরণ না হয়, ছয় দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ভৃত্যগণ যাহার প্রতিকূল হয়, তাহাকে প্রেতাকৃতিই জানিবে। যে সতত নিদ্রা যায় বা একবারও ঘুমায় না, যাহার অশ্রুর স্রোতোমুখ রুদ্ধ, পদদ্বয় অকারণ অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত এবং চক্ষু চঞ্চল হয়, তাহাকেও যমালয়ে যাইতে হইবে। ধন জন বান্ধবাদি যে সকল বিষয় পূর্ব্বে আনন্দোৎপাদন করিত, সেই প্রীতিপ্রদ বিষয় সকল যাহার ভাল না লাগে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত।

সহসা জায়তে যস্য বিকারঃ সর্ব্বলক্ষণঃ।
নিবর্ত্ততে বা সহসা সহসা স বিনশ্যতি॥

যাহার জ্বরাদি ব্যাধি, কারণ ব্যতীত সহসা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হয়, অথবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত ব্যাধি হঠাৎ প্রশমিত পায়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

জ্বরো নিহন্তি বলবান্‌ গম্ভীরো দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
সপ্রলাপভ্রমশ্বাসঃ ক্ষীণং শূনং হতানলম্‌॥
অক্ষামং সক্তবচনং রক্তাক্ষং হৃদি শূলিনম্‌।
সংশুষ্ককাসঃ পূর্ব্বাহ্নে যোঽপরাহ্নেঽপি বা ভবেৎ।
বলমাংসবিহীনস্য শ্লেষ্মকাসসমন্বিতঃ॥

প্রবল বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন যে বলবান্‌ জ্বর; মজ্জা প্রভৃতি গম্ভীর-ধাত্বাশ্রয়ী যে

গম্ভীর জ্বর; দীর্ঘকালানুবন্ধী যে দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর এবং প্রলাপ ভ্রম ও শ্বাসযুক্ত যে জ্বর; বলমাংসবিহীন ব্যক্তির শ্লেষ্মকাসযুক্ত যে জ্বর; যে জ্বর পূর্ব্বাহ্ণে অপরাহ্ণে শুষ্ককাস উৎপাদন করে, তাহা, ক্ষীণ, শোথা, হতাগ্নি, অথবা অক্ষীণ, গলবদ্ধবচন, রক্তাক্ষ এবং হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগিকে বিনষ্ট করে।

রক্তপিত্তং ভৃশং রক্তং কৃষ্ণমিন্দ্রধনুঃপ্রভম্।
তাম্রহারিদ্রহরিতং রূপং রক্তং প্রদর্শয়েৎ॥
রোমকূপপ্রবিসৃতং কণ্ঠাস্যহৃদয়ে সজৎ।
বাসসোঽরঞ্জনং পূতি বেগবচ্চাতিভূরি চ।
বৃদ্ধং পাণ্ডুজ্বরচ্ছর্দ্দি-কাসশোথাতিসারিণম্॥

রক্তপিত্ত রোগে রক্ত যদি অতি লোহিত বা অতি কৃষ্ণ অথবা ইন্দ্রধনুঃপ্রভ হয়, রোগী যদি দৃশ্যমান বস্তু তাম্র হারিদ্র হরিত বা রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিংবা রক্তপিত্তের রক্ত যদি সমস্ত রোমকূপ হইতে নিঃসৃত হয়; অথবা কণ্ঠে আস্যে ও হৃদয়ে যুগপৎ লিপ্ত হইয়া থাকে; কিংবা ঐ রক্ত যদি দুর্গন্ধী, অতিবেগে ও বহু পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং উহা বস্ত্রে লাগিলে যদি সেই বস্ত্র জলে প্রক্ষালন করিলেও দাগ না উঠে, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। অতি প্রবৃদ্ধ রক্তপিত্ত পাণ্ডু, জ্বর, বমি, কাস, শোথ ও অতিসারযুক্ত রোগিকে বিনষ্ট করে।

কাসশ্বাসৌ জ্বরচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতীসারশোথিনম্।
যক্ষ্মা পার্শ্বরুজানাহ-রক্তচ্ছর্দ্দ্যংসতাপিনম্॥

কাস ও শ্বাস রোগ, জ্বর বমি তৃষ্ণা অতিসার ও শোথোপদ্রবে উপক্রুত রোগিকে বিনষ্ট করে। যক্ষ্মরোগে পার্শ্ববেদনা আনাহ রক্তবমন ও স্কন্ধদেশে অভিতাপ উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়।

ছর্দ্দির্বেগবতী মূত্রশকৃদ্‌গন্ধিঃ সচন্দ্রিকা। *
সাস্রবিট্‌পূয়রুক্‌কাস-শ্বাসবত্যনুসঙ্গিনী॥

বমিরোগে বমন যদি মহাবেগে প্রবর্ত্তমান, মূত্র বা মলগন্ধি ও ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উহা যদি সরক্ত মল পূয বেদনা কাস ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃষ্ণান্যরোগক্ষপিতং বহির্জিহ্বং বিচেতনম্॥

তৃষ্ণারোগে রোগী যদি অন্যান্য ব্যাধি দ্বারা কর্ষিতদেহ, নিঃসারিত-জিহ্ব ও বিচেতন হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মদাত্যয়োঽতিশীতার্ত্তং ক্ষীণং তৈলপ্রভাননম্।

মদাত্যয়রোগে, রোগী অতিশয় শীতার্ত্ত, ক্ষীণ ও তৈলপ্রভানন হইলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে।

অর্শাংসি পাণিপন্নাভি-গুদমুষ্কাস্যশোথিনম্।
হৃৎপার্শ্বাঙ্গরুজাচ্ছর্দ্দি-পায়ুপাকজ্বরাতুরম্॥

অর্শোরোগে যদি হস্ত পদ নাভি গুহ্য মুষ্ক ও মুখে শোথ এবং হৃদয় পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, বমি, গুহ্যদেশে পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতীসারো যকৃৎপিণ্ড-মাংসধাবনমেচকৈঃ।
তুল্যতৈলঘৃতক্ষীর-দধিমজ্জবসাসবৈঃ॥
মস্তুলুঙ্গমসীপূয-বেশবারাম্বুমাক্ষিকৈঃ।
অতিরক্তাসিতস্নিগ্ধ-পূত্যচ্ছঘনবেদনঃ॥
কর্ব্বুরঃ প্রস্রবন্ ধাতূন্ নিষ্পুরীষোঽথবাতিবিট্।
তন্তুমান্ মক্ষিকাক্রান্তো রাজীমাংশ্চন্দ্রকৈর্য়ুতঃ॥
শীর্ণপায়ুবলিং মুক্ত-নালং পর্ব্বাস্থিশূলিনম্।
স্রস্তপায়ুং বলক্ষীণমন্নমেবোপবেশয়েৎ।
সতৃট্‌শ্বাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-দাহানাহপ্রবাহিকঃ॥

অতিসার রোগে মল যদি মেচকবর্ণ (কৃষ্ণ চিক্কণ) অথবা যকৃৎখণ্ড, মাংসধাবন জল এবং তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মজ্জা, বসা, আসব, মস্তিষ্ক, কালী, পূয, নিরস্থি-পিষ্টমাংস, জল বা মধুবৎ হয়, কিংবা অতিরক্ত অতিকৃষ্ণ, অতি চিক্কণ, দুর্গন্ধী, নির্ম্মল, ঘন ও বেদনান্বিত হয়, কিংবা নানা ধাতুস্রাব

* জলতৈলবিন্দুসংস্থানা চন্দ্রিকোচ্যতে।

হেতু কর্ব্বুর অর্থাৎ বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট, অথবা পুরীষহীন বা অতি পুরীষযুক্ত, তন্তুমান্, মক্ষিকাক্রান্ত, রেখাবিশিষ্ট বা ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণ হয় এবং রোগির যদি গুহ্যদেশ ও গুদনাড়ী শীর্ণ এবং মুক্তনাল (শিথিলবন্ধন), পর্ব্বাস্থি শূলবৎ বেদনাযুক্ত, পায়ু স্খলিত, বল ক্ষীণ, যথাভুক্ত মলত্যাগ এবং তৃষ্ণা শ্বাস জ্বর বমি দাহ আনাহ বা প্রবাহিকা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

অশ্মরী শূনবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজার্দ্দিতম্।
মেহস্তৃড়্দাহপিটকা-মাংসকোথাতিসারিণম্॥

অশ্মরী রোগে বৃষণে (কোষে) শোথ, মূত্র বন্ধ ও যন্ত্রণা থাকিলে এবং মেহরোগে পিপাসা দাহ পিড়কা মাংসপচন ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়।

পিটকা মর্ম্মহৃৎপৃষ্ঠ-স্তনাংসগুদমূর্দ্ধগাঃ।
পর্ব্বপাদকরস্থা বা মন্দোৎসাহং প্রমেহিণম্॥
সর্ব্বঞ্চ মাংসসঙ্কোথ-দাহতৃষ্ণামদজ্বরৈঃ।
বিসর্পমর্ম্মসংরোধ-হিক্কাশ্বাসভ্রমক্লমৈঃ॥

প্রমেহ রোগে পিড়কা যদি মর্ম্মস্থানে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, স্তনে, স্কন্ধে, গুহ্যে, মস্তকে, পর্ব্বস্থানে, হস্তে ও পদে জন্মে, তাহা হইলে মন্দোৎসাহ প্রমেহ-রোগিকে বিনষ্ট করে। আর পিড়কা রোগে যদি মাংসপচন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প, মর্ম্মরোধ, হিক্কা, শ্বাস, ভ্রম ও ক্লান্তি (দোষজা গ্লানি) উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রমেহী কেন, সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

গুল্মঃ পৃথুপরীণাহো ঘনঃ কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ।
শিরানদ্ধো জ্বরচ্ছর্দ্দি-হিক্কাধ্মানরুজান্বিতঃ।
কাসপীনসহৃল্লাস-শ্বাসাতিসারশোথবান্॥

গুল্ম যদি বৃহৎ, নিবিড়াবয়ব, কূর্ম্মবৎ উন্নত, শিরাব্যাপ্ত এবং জ্বর বমি হিক্কা উদরাধ্মান বেদনা কাস পীনস বমনবেগ শ্বাস অতিসার ও শোথ এই সমস্ত বা ইহাদের কোন কোন উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে গুল্মে-রোগির জীবনাশা নাই।

বিণ্মূত্রসংগ্রহশ্বাস-শোফহিক্কাজ্বরভ্রমৈঃ॥
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যতিসারৈশ্চ জঠরং হন্তি দুর্ব্বলম্॥
শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বিরেচনকৃতানাহমানহ্মন্তং পুনঃপুনঃ॥

জঠররোগে যদি মলমূত্রবিবদ্ধতা, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, জ্বর, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বমি ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগির নেত্র স্ফীত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ ক্লেদযুক্ত ও পাতলা, বিরেচন জন্য আনাহ বা পুনঃপুনঃ আনাহ, এই সকল লক্ষণ ঘটে, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু জানিবে।

পাণ্ডুরোগঃ শ্বয়থুমান্ পীতাক্ষিনখদর্শনম্।
তন্দ্রাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাধ্মানাতিসারবান্॥

পাণ্ডুরোগে যদি শোথ, তন্দ্রা, দাহ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, আধ্মান ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগির অক্ষি ও নখ যদি পীতবর্ণ হয়, সে যাহা দর্শন করে, তাহাও যদি পীতবর্ণ দেখে, তবে রোগির জীবন সংশয় জানিবে।

অনেকোপদ্রবযুতঃ পাদাভ্যাং প্রসৃতো নরম্।
নারীং শোফো মুখাদ্ধন্তি কুক্ষিগুহ্যাদুভাবপি।
রাজীচিতঃ স্রবশ্চর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারিণম্॥

পুরুষের শোথ যদি পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদেহে প্রসৃত ও জ্বর-শ্বাসাদি বহু উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে শোথ পুরুষঘাতী এবং স্ত্রীলোকের শোথ যদি মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাদদেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা স্ত্রীঘাতী। আর কুক্ষি বা গুহ্য হইতে প্রসৃত শোথ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ঘাতী জানিবে। এবং শোথ যদি স্রাববিশিষ্ট ও শিরাব্যাপ্ত এবং রোগী যদি বমি, জ্বর, শ্বাস ও অতিসারোপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলেও আতুরকে গতাসু জ্ঞান করিবে।

জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বয়থুর্ব্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ জায়ন্তেঽন্তায় দেহিনঃ॥

শোথ রোগের অন্তে যদি জ্বর ও অতিসার অথবা জ্বরাতিসারের অবসানে শোথ হয়, তাহা

হইলে এবংবিধ জ্বর, অতিসার ও শোথ দেহিকে বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে।

শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থঃ পরিস্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতঃ সক্থিনী চৈব তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার শোথ পাদাশ্রিত, পায়ের ডিম স্বস্থান-চ্যুত এবং উরুদ্বয় অবসন্ন, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

আননং হস্তপাদঞ্চ বিশেষাদ্ যস্য শুষ্যতি।
শূয়তে বা বিনা দেহাৎ স মাসাদ্ যাতি পঞ্চতাম্॥

যাহার মুখ ও হাত পা বিশেষরূপে শুষ্ক হয়, অথবা দেহ বিনা মুখ ও হাত পা বিশেষরূপে স্ফীত হয়, সে রোগী এক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

বিসর্পঃ কাসবৈবর্ণ্য-জ্বরমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গবান্।
ভ্রমাস্যশোষহৃল্লাস-দেহসাদাতিসারবান্॥

বিসর্প রোগে কাস, বৈবর্ণ্য, জ্বর, মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মুখশোষ, বমনবেগ, অবসন্নতা ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

কুষ্ঠং বিশীর্য্যমাণাঙ্গং রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
মন্দাগ্নিং জন্তুভির্জুষ্টং হন্তি তৃষ্ণাতিসারিণম্॥

কুষ্ঠরোগে অঙ্গ ক্ষীয়মাণ, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর বিনষ্ট, অগ্নি মন্দ ও ক্রিমি সঞ্জাত হইলে এবং তৃষ্ণা ও অতিসার জন্মিলে, রোগির মৃত্যু হয়।

বায়ুঃ সুপ্তত্বচং ভুগ্নং কম্পশোথরুজাতুরম্॥

বাতব্যাধিতে ত্বক্ স্পর্শানভিজ্ঞ, অঙ্গ বক্র, এবং কম্প, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে বাতব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

বাতাস্রং মোহমূর্চ্ছায়-মদস্বপ্নজ্বরান্বিতম্।
শিরোগ্রহারুচিশ্বাস-সঙ্কোচস্ফোটকোপবৎ॥

বাতরক্ত রোগে মোহ, মূর্চ্ছা, মদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা, জ্বর, শিরোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, অঙ্গসঙ্কোচ, স্ফোটক ও মাংসপচন উপস্থিত হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

শিরোরোগারুচিশ্বাস-মোহবিড়্ভেদতৃড়্ভ্রমৈঃ।
ঘ্নন্তি সর্ব্বাময়াঃ ক্ষীণ-স্বরধাতুবলানলম্॥

স্বর, ধাতু, বল ও অগ্নি ক্ষীণ হইলে, সকল রোগই শিরঃপীড়াদি উপদ্রব অর্থাৎ শিরোরোগ, অরুচি, শ্বাস, মোহ, মলভেদ, তৃষ্ণা ও ভ্রমাদি আনয়ন করিয়া রোগিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী রক্ত্যুদরী ক্ষয়ী।
গুল্মী মেহী চ তান্ ক্ষীণান্ বিকারেঽল্পেঽপি বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরোগী, অপস্মারী, কুষ্ঠী, রক্তপিত্তী, উদরী, ক্ষয়রোগী, গুল্মী ও মেহী, ইহারা যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগের বল অল্প হইলেও রোগিকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল রোগে ক্ষীণতাই প্রধান অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীন্ পক্ষান্ ন স জীবতি॥

যে রোগির বল ও মাংসের অতিক্ষয়, রোগের বৃদ্ধি ও অরুচি দৃষ্ট হইবে, সে তিন পক্ষও জীবিত থাকিবে না।

বাতাষ্ঠীলাতিসংবৃদ্ধা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বাতাষ্ঠীলা অত্যন্ত বড় হইয়া হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক বিশেষ কষ্টদায়ক হইলে, রোগী তৃষ্ণাভিভূত হইয়া সত্বই প্রাণত্যাগ করে।

শৈথিল্যং পিণ্ডিকে বায়ুর্নীত্বা নাসাঞ্চ জিহ্মতাম্।
ক্ষীণস্যায়ম্য মন্যে বা সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বিকৃত বায়ু, পায়ের ডিমকে শিথিল, নাসিকাকে বক্র এবং মন্যানামক শিরাদ্বয়কে বিস্তারিত করিয়া শীঘ্রই ক্ষীণ রোগির প্রাণ বিনষ্ট করে।

নাভিগুদান্তরং গত্বা বঙ্ক্ষণৌ বা সমাশ্রয়ন্।
গৃহীত্বা পায়ুহৃদয়ে ক্ষীণদেহস্য বা বলী॥
মলান্ বস্তিশিরোনাভিং বিবধ্য জনয়ন্ রুজম্।
কুণ্ঠান্ বঙ্ক্ষণয়োঃ শূলং তৃষ্ণাং ভিন্নপুরীষতাম্।
শ্বাসং বা জনয়ন্ বায়ুর্গৃহীত্বা গুদবঙ্ক্ষণম্॥

অথবা বলবান্ বায়ু, নাভি ও গুহ্যনাড়ীর মধ্যে গমন, বা বঙ্ক্ষণদ্বয়কে (কুঁচ্‌কি-স্থান) আশ্রয় কিংবা গুহ্যদেশ ও হৃদয়কে অবলম্বন

করিয়া দুর্ব্বল রোগির প্রাণবিনাশ করে। অথবা ঐ কুপিত বায়ু পুরীষাদি মলকে বস্তি-মুখে ও নাভিস্থলে বিবদ্ধ এবং দারুণ বেদনা উপস্থিত করিয়া কিংবা বঙ্ক্ষণদেশে শূলোৎপাদন, তৃষ্ণা ও মলভেদরূপ উপদ্রব আনিয়া, বা গুদনাড়ী ও বঙ্ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষীণ রোগিকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া থাকে।

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যাতত্রাক্ষস্য সদো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বায়ু, রোগির পার্শ্বাস্থি সকলের অগ্রভাগ বিস্তারিত, বক্ষঃস্থল পীড়িত, দেহ স্তিমিত এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সদ্যই মৃত্যু আনয়ন করে।

সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির সহসা জ্বর, সন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিবিশ্লেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ জ্বর-সন্তাপাদি উপস্থিত হওয়া, মৃত্যু-লক্ষণ জানিবে।

গোসর্গে বদনাদ্ যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্॥
লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

প্রলেপক জ্বরে উপতপ্ত ব্যক্তির যদি প্রত্যূষে মুখমণ্ডল দিয়া অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে উহার জীবন দুর্লভ জানিবে।

প্রবালগুড়িকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি নচিরাৎ স বিনশ্যতি॥

যাহার শরীরে প্রবালের গুঁড়ার ন্যায় মসূরিকা সকল উৎপন্ন হইয়া সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

মসূরবিদলপ্রখ্যাস্তথা বিদ্রুমসন্নিভাঃ।
অন্তর্ব্বক্ত্রাঃ কিণাভাশ্চ বিস্ফোটা দেহনাশনাঃ॥

যে সকল বিস্ফোট মসূরকলাই সদৃশ, প্রবালসন্নিভ, অন্তর্ম্মুখবিশিষ্ট বা শুষ্ক ব্রণবৎ, তাহারা দেহনাশক।

কামলাক্ষোর্মুখং পূর্ণং শঙ্খয়োর্মুক্তমাংসতা।
সন্ত্রাসশ্চোষ্ণতাঙ্গে চ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ উপচিত, শঙ্খমাংস শিথিল, ত্রাস সঞ্জাত এবং অঙ্গ উষ্ণ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অকস্মাদনুধাবচ্চ বিঘৃষ্টং ত্বক্সমাশ্রয়ম্॥

যাহার বিঘৃষ্ট অর্থাৎ ঘর্ষণজাত ব্রণ ত্বক্-সমাশ্রিত এবং তাহা বিনা কারণে অনুধাবন-শীল হয় অর্থাৎ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহাকেও ত্যাগ করিবে।

চন্দনোশীরমদিরা কুণপাঃ পদ্মগন্ধয়ঃ।
শৈবালকুক্কুটশিখা-কুন্দশালিমসিপ্রভাঃ।
অন্তর্দ্দাহা নিরুষ্মাণঃ প্রাণনাশকরা ব্রণাঃ॥

যে সকল ব্রণ (ক্ষত) চন্দন, বেণার মূল বা মদিরার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, অথবা শবদুর্গন্ধী বা পদ্মগন্ধি, যাহারা শৈবালের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট বা কুক্কুটশিখাকার, কুন্দ বা শালিবৎ শুভ্র বা মসিপ্রভ, যাহারা অন্তরুষ্ণ কিন্তু বহিঃশীতল, তাহারা প্রাণনাশক।

যো বাতজো ন শূলায় স্যান্ন দাহায় পিত্তজঃ।
কফজো ন চ পূযায় মর্ম্মজশ্চ রুজে ন যঃ॥
অচূর্ণশ্চূর্ণকীর্ণাভো যত্রাকস্মাচ্চ দৃশ্যতে।
রূপং শক্তিধ্বজাদীনাং সর্ব্বাংস্তান্ বর্জ্জয়েদ্ ব্রণান্॥

যে ব্রণ বাতজ কিন্তু বেদনারহিত, পিত্তজ কিন্তু দাহরহিত, কফজ কিন্তু পূযরহিত, মর্ম্মজ অথচ যন্ত্রণারহিত এবং অচূর্ণ (যাহাতে চূর্ণ ঔষধ প্রদত্ত হয় নাই) কিন্তু চূর্ণব্যাপ্তবৎ. এবং যাহাতে অকস্মাৎ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ও ধ্বজাদির রূপ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত ব্রণ পরি-বর্জ্জন করিবে।

বিণ্মূত্রমারুতবহং কৃমিণঞ্চ ভগন্দরম্॥

যে ভগন্দর হইতে মল, মূত্র, বায়ু এবং ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা পরিত্যাজ্য।

ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুদ্যম্য পাতয়ন্।
যোহপাস্যতি মুহুর্ব্বক্ত্রমাতুরো ন স জীবতি॥

যে রোগী জানু দ্বারা অপর জানু বিলোড়ন এবং পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া ক্ষেপণ করে,

ও মুহুর্ম্মুহুঃ বক্ত্র সঞ্চালন করিয়া থাকে, সে রোগী বাঁচে না।

দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি তৈশ্চ কেশাংস্তৃণানি চ।
ভূমিং কাষ্ঠেন বিলিখন্ লোষ্ট্রং লোষ্ট্রেণ তাড়য়ন্॥
হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শুষ্ককাসী জ্বরী চ যঃ।
মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ।
মুহুশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি॥

যে রোগী হৃষ্টরোমা, গাঢ়-মূত্রণশীল এবং শুষ্ক কাস ও জ্বরাক্রান্ত, সে যদি দন্ত দ্বারা নখ, কেশ বা তৃণ কাটে, কাষ্ঠিকা দ্বারা ভূমিতে দাগ পাড়ে, ঢিলের উপর ঢিল মারে, মুহুর্ম্মুহুঃ হাসে, মুহুর্ম্মুহুঃ ধ্বনি করে, শয্যায় পদাঘাত করে এবং মুখনাসাদি ছিদ্র সকল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে (কেহ ছিদ্র শব্দে পরাপরাধ-ঘোষণা এইরূপ অর্থ করেন), তাহা হইলে তাহাকে গতাসু জানিবে।

মৃত্যবে সহসার্ত্তস্য তিলকব্যঙ্গবিপ্লবঃ।
মুখে দন্তনখে পুষ্পং জঠরে বিবিধাঃ শিরাঃ॥

রোগির মুখে যদি সহসা তিলক ও ব্যঙ্গ-সমূহ উৎপন্ন হয়, নখে ও দন্তে যদি পুষ্প (শুভ্র চিহ্ন) প্রকাশ পায় এবং উদরে যদি নানাবর্ণের ও নানা আকারের শিরা জন্মে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জানিবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।
শর্ম্ম চানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার শ্বাস ঊর্দ্ধগত, গাত্র উষ্মবিহীন ও বঙ্ক্ষণদ্বয় শূলবৎ বেদনায় উপহত হয় এবং নানাপ্রকার প্রতিকারেও যাহার সুখানুভব হয় না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে।

বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্॥

যাহার রোগ সহসা বর্দ্ধিত এবং স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্যুও তাহার জীবন সহসা হরণ করে।

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সম্পাদয়িতুমৌষধম্।
যতমানো ন শক্নোতি দুর্ল্লভং তস্য জীবিতম্॥

বৈদ্য যে রোগির উদ্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহার জীবন দুর্ল্লভ।

বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবচারিতম্।
ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

যে ঔষধের গুণকর্ম্মাদি বিশেষরূপে জানা আছে, যাহা প্রয়োগ করিয়া অনেকবার ফল পাওয়া গিয়াছে, সেই ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করাতে যাহার রোগ নাশ না হয়, তাহার আর অন্য চিকিৎসা নাই জানিবে।

ভবেদ্ যস্যৌষধেঽন্নে বা কল্প্যমানে বিপর্য্যয়ঃ।
অকস্মাদ্ বর্ণগন্ধাদেঃ স্বস্থোঽপি ন স জীবতি॥

যাহার ঔষধ বা অন্ন সম্পাদনে হঠাৎ গন্ধ-বর্ণাদির বিপর্য্যয় ঘটে, রোগির কথা দূরে যাউক, সে সুস্থ হইলেও রক্ষা পায় না।

নিবাতে সেন্ধনং যস্য জ্যোতিশ্চাপ্যুপশাম্যতি।
আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা।
অতিমাত্রমমত্রাণি দুর্ল্লভং তস্য জীবিতম্॥

যে রোগির নিবাতগৃহে, অগ্নি, কাষ্ঠাদি ইন্ধন সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয় এবং যে রোগির গৃহে পাত্রাদি অতিমাত্র ভাঙ্গে বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্ল্লভ।

যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়ং প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে॥

যে দুর্ব্বল ব্যক্তির রোগ সহসা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, আত্রেয় ঋষি, তাহার জীবন সংশয়াপন্ন মনে করেন।

কথয়েন্নৈব পৃষ্টোঽপি দুঃশ্রবং মরণং ভিষক্।
গতাসোর্বন্ধুমিত্রাণাং ন চেচ্ছেৎ তং চিকিৎসিতুম্॥

বৈদ্য জিজ্ঞাসিত হইলেও মুমূর্ষু রোগির বন্ধুবান্ধবের নিকট মৃত্যুর দুঃশ্রাব্য কথা বলা উচিত নহে এবং গতাসু রোগির চিকিৎসা করাও বৈদ্যের কর্ত্তব্য নহে।

যমদূতপিশাচাদ্যৈর্যৎ পরাসুরুপাস্যতে।
ঘ্নন্তিরৌষধবীর্য্যাণি তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ঔষধের বীর্য্যহারক যমদূত ও পিশাচাদি

ভূতযোনিগণ যখন গতাসু রোগির উপাসনা করে, তখন তাহাকে পরিবর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট যমদূত ও পিশাচাদি ভূতগণ সর্ব্বদা গতায়াত করে, সুতরাং তাহাকে কোনক্রমেই রক্ষা করিতে পারা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নং যদায়ুজ্ঞে' প্রতিষ্ঠিতম্।
রিষ্টজ্ঞানাদৃতস্তস্মাৎ সর্ব্বদৈব ভবেদ্ ভিষক্॥

যখন আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত ফল, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন সর্ব্বদাই অরিষ্ট-জ্ঞান বিষয়ে বৈদ্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য।

মরণং প্রাণিনাং দৃষ্টমায়ুঃপুণ্যোভয়ক্ষয়াৎ।
তয়োরপ্যক্ষয়াদ্দৃষ্টং বিষমাপরিহারিণাম্॥

আয়ুঃ ও পুণ্য এই উভয়ের ক্ষয়েই প্রাণিগণের মৃত্যু দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা বিষম (অনুচিত) আহার বিহারাদি পরিত্যাগ না করে, তাহাদের আয়ুঃ ও পুণ্যক্ষয় না হইলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব বিষম আহার বিহারাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽরিষ্টলক্ষণম্॥

চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ।

অথ ষট্কঃ কষায়বর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দশটী জীবনীয়।

ক্ষীরিণী-রাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলী-বাট্যায়নীভদ্রৌদনীভারদ্বাজীপয়স্যর্ষ্যগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।

ক্ষীরুই, দুধে হাঁচুটী, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, শ্বেতবিদারীকন্দ ও বীজতাড়ক এই দশটী বৃংহণীয়।

মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণী-চিত্রকচিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।

মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইচ, কট্কী, চিতা, করঞ্জ ও শ্বেত বচ এই দশটী লেখনীয়।

সুবহার্কোরুবুকাগ্নিমুখী-চিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনী-শকুলাদনীস্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি।

তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, ভাঁটুই, কট্কী ও স্বর্ণক্ষীরী এই দশটিকে ভেদনীয়গণ বলে।

মধুকমধুপর্ণীপৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকী-সমঙ্গা-মোচরস-ধাতকী-লোধ্রপ্রিয়ঙ্গুকট্ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি।

যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরাক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কট্ফল এই দশটী সন্ধানীয় (ভগ্নসংযোজক)।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতসমরিচাজমোদাভল্লাতকাস্থিহিঙ্গুনির্য্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী, ভেলার আঁটি ও হিং এই দশটী দীপনীয় (অগ্ন্যুদ্দীপক)।

ইতি প্রথমষট্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

ঐন্দ্র্যৃষভ্যতিরসর্ষ্যপ্রোক্তাপয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরারোহিণী-বলাতিবলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি।

রাখাল শশা, আলকুশী, শতমূলী, মাষাণি, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, কট্‌কী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই দশটী বলকারক।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্যাসিতা-লতা দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা এই দশটী বর্ণকারক।

সারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্য্যহংসপাদী-বৃহতীকণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌ফল, গোয়ালে লতা, বৃহতী ও কণ্টকারী এই দশটী কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বর-বর্দ্ধক।

আম্রাম্রাতক-নিকুচ-করমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্লবেতসকুবলবদর-দাড়িমমাতুলুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি।

আম্র, আমড়া, মাদার, করঞ্জ, আমরুল, অম্লবেতস, বড় কুল, কুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গ লেবু এই দশটী হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকর।

ইতি প্রথমচতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ ষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ।

নাগর-চব্য-চিত্রকবিড়ঙ্গমূর্ব্বাগুড়ূচীবচামুস্ত-পিপ্পলী-পটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি।

শুঁঠ, চিতা, চৈ, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও পটোল এই দশটী তৃপ্তিঘ্ন (তৃপ্তি অর্থাৎ ভোজনে অনিচ্ছা, তন্নাশক)।

কুটজ-বিল্বচিত্রক-নাগরাতিবিষাভয়া-ধন্বযাসক-দারু-হরিদ্রাবচাচব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।

কুড়্‌চি, বেলশুঁঠ, চিতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চৈ এই দশটী অর্শোনাশক।

খদিরাভয়ামলক-হরিদ্রারুষ্কর-সপ্তপর্ণারগ্বধ-করবীর-বিড়ঙ্গজাতীপ্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।

খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিম-ছাল, সোঁদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ, ও জাতীফুলের কচিপাতা এই দশটী কুষ্ঠঘ্ন।

চন্দন-নলদ-কৃতমালনক্তমালনিম্বকুটজসর্ষপমধুকদারু-হরিদ্রামুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুঘ্নানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়্‌চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা এই দশটী কণ্ডুনাশক।

অক্ষীবমরিচগণ্ডীরকেবুকবিড়ঙ্গনির্গুণ্ডীকিণিহীশ্বদংষ্ট্রা-বৃষপর্ণিকাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি।

সজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, অপামার্গ, গোক্ষুর, বামুনহাটী ও ইন্দুরকাণী এই দশটীকে ক্রিমিঘ্ন গণ কহে।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাসুবহাসূক্ষ্মৈলাপালিন্দীচন্দনকতকশিরীষ-সিন্দুবারশ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না বা হাপরমালী, ছোট এলাইচ, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহুবার এই দশটী বিষনাশক।

ইতি দ্বিতীয়ষট্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকট-কত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি।

বেণার মূল, শালিধান্য, ষেটেধান, ইক্ষু-বালিকা, উলুখড়, কুশমূল, কেশের মূল, ভদ্র-

মুতা, ইকড়মূল ও গন্ধতৃণমূল এই দশটী স্তন্য-দুগ্ধজনক।

পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসকফলকিরাততিক্তকটুরোহিণীশারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি।

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল এই দশটী স্তন্যশোধক।

জীবকর্ষভককাকোলীক্ষীরকাকোলীমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণীমেদাবৃদ্ধরুহাজটিলাকুলিঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্রজননানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, মেদা, পরগাছা, জটামাংসী, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই দশটী শুক্রবর্দ্ধক।

কুষ্ঠৈলবালুককট্‌ফলসমুদ্রফেনকদম্বনির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডেক্ষ্বিক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি।

কুড়, এলবালুক, কট্‌ফল, সমুদ্রফেন, কদমের আটা, ইক্ষু, খাগড়া, কুলেখাড়া, আকন্দ ও বেণার মূল এই দশটী শুক্রশোধক।

ইতি দ্বিতীয়চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।

মৃদ্বীকামধুকমধুপর্ণীমেদাবিদারীকাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকজীবন্তীশালপর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।

কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী এই দশটিকে স্নেহোপগ (স্নেহকার্য্যে ব্যবহার্য্য) গণ কহে।

শোভাঞ্জনৈরণ্ডার্কবৃশ্চীরপুনর্নবাযবতিলকুলত্থমাষবদরাণীতি দশেমানি স্বেদোপগানি ভবন্তি।

সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, যব, তিল, কুলথ-কলাই, মাষ-কলাই ও কুল এই দশটি স্বেদোপগ অর্থাৎ স্বেদকার্য্যে ব্যবহার্য্য।

মধুমধুককোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুলবিম্বীশণপুষ্পীসদাপুষ্পীপ্রত্যক্‌পুষ্প্য ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, রক্ত কাঞ্চন, শ্বেত কাঞ্চন, কদম্ব, জলবেতস, তেলাকুঁচা, শণপুষ্পা, আকন্দ ও অপামার্গ এই দশটী বমনোপগ।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরূষকাভয়ামলকবিভীতককুবলবদরকর্কন্ধুপীলূনীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় বদর, ছোট বদর (কুল), শেয়াকুল ও পীলু এই দশটী বিরেচনোপগ (বিরেচন-কার্য্যেপ্রযোজ্য)।

ত্রিবৃদ্বিল্বপিপ্পলীকুষ্ঠসর্ষপবচাবৎসকফলশতপুষ্পামধুকমদনফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি।

তেউড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু ও মদন ফল, এই দশটী আস্থাপনোপগ (নিরূহ-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

রাস্নাসুরদারুবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃশ্চীরপুনর্নবাশ্বদংষ্ট্রাগ্নিমন্থশ্যোনাকা ইতি দশেমান্যনুবাসনোপগানি ভবন্তি।

রাস্না, দেবদারু, বেল, ময়নাফল, শুল্‌ফা, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি ও শোনা এই দশটী অনুবাসনোপগ (স্নেহবস্তি-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

জ্যোতিষ্মতীক্ষবকমরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গশিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণ্ডুলশ্বেতামহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।

লতাফট্‌কী, হাঁচুটী, মরিচ পিপুল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ, শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা এই দশটি শিরোবিরেচনোপগ (শিরোবিরেচন-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবমাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িমযবযষ্টিকোশীরমৃল্লাজা ইতি দশেমানি ছর্দ্দিনিগ্রহাণি ভবন্তি।

জামপাতা, আমপাতা, ছোলঙ্গ লেবু, অম্ল কুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেণামূল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা ও থৈ এই দশটী বমননিবারক।

নাগরধন্বযবাসকমুস্তপর্পটকচন্দনকিরাততিক্তকগুড়ূচী-হ্রীবেরধান্যকপটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শুঁঠ, দুরালভা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, রক্ত চন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পল্‌তা এই দশটী তৃষ্ণানিবারক।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকাবৃহতীবৃক্ষরুহাভয়া-পিপ্পলীদুরালভাকুলীরশৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শঠী, কুড়, কুলের আঁটি, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী, পিপুল, দুরালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই দশটী হিক্কানিবারক।

ইতি ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থিকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকীপুষ্প-পদ্মাপদ্মকেশরা ইতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কোশী, শোনা, লোধ, মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর এই দশটী পুরীষসংগ্রাহক অর্থাৎ তরল মলের গাঢ়ত্বকারক।

জম্বুশল্লকীত্বক্‌কচ্ছুরামধুকশাল্মলীশ্রীবেষ্টকভৃষ্টমৃৎ-পয়স্যোৎপলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

জামের ছাল, শল্লকীত্বক্, আলকুশী, যষ্টি-মধু, মোচরস, নবনীতখোটী, দগ্ধমৃত্তিকা, ভূঁই-কুমড়া, উৎপল, তিল এই দশটী পুরীষ-বিরজনীয় (যদ্দ্বারা পুরীষ দোষমুক্ত হইয়া প্রকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হয়)

জম্ব্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোড়ুম্বরাশ্বত্থভল্লাতকাশ্মন্তকসোম-বল্কা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞ-ডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্লকুচা ও খদির এই দশটী মূত্রসংগ্রাহক।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রমধুক-প্রিয়ঙ্গুধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

পদ্মম্ ঈষৎ শুক্লম্, উৎপলম্ ঈষন্নীলম্, নলিনমীষদ্রক্তং, কুমুদং কুর্দ্দয়া ইতি লোকে, সৌগন্ধিকং গর্দ্দভপুষ্পাভি-ধানমত্যন্তসুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি, পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্ (ইতি সুশ্রুতসূত্রস্থানে ডহ্লণাচার্য্যকৃতা টীকা)।

পদ্ম (ঈষৎ শুক্লপদ্ম), উৎপল (ঈষৎ নীলপদ্ম), নলিন (ঈষৎ রক্তপদ্ম), কুমুদ (শ্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), শতপত্র (শতদল পদ্ম), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল এই দশটী মূত্রবিশোধক অর্থাৎ মূত্রের প্রকৃত বর্ণকারক।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশিরপাষাণভেদদর্ভকুশকাশ-গুন্দ্রেৎকটমূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি।

পরগাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হুড়হুড়ে, পাথরকুচা, শর, কুশ, কেশে, গুলঞ্চ ও আঁকড়-মূল এই দশটী মূত্রবিরেচনীয়।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলী-দুরালভাশৃঙ্গীক-ণ্টকারিকা-বৃশ্চীরপুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।

কিস্‌মিস্, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, রক্ত পুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা ও ভূঁই-আমলা এই দশটীকে কাসহর গণ কহে।

শটীপুষ্করমূলাম্লবেতসৈলা-হিঙ্গ্বগুরুসুরসা-তামলকী-জীবন্তীচণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি।

শঠী, কুড়, অম্লবেতস, এলাইচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভূঁই আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খ-পুষ্পী এই দশটী শ্বাসহর।

পাটলাগ্নিমন্থবিল্বশ্যোনাককাশ্মর্য্যকণ্টকারিকাবৃহতী-শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি।

পারুল, গণিয়ারি, বেল, শোনা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী, চাকুলে ও গোক্ষুর এই দশটী শোথনাশক।

শারিবা-শর্করা-পাঠা-মঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষাপীলুপরূষকাভয়ামলকবিভীতকানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।

অনন্তমূল, চিনি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পিয়াল, ফল্সাফল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দশটী জ্বরনাশক।

দ্রাক্ষাখর্জ্জূরপিয়ালবদরদাড়িমফল্গুপরূষকেক্ষুযবষষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্সাফল, ইক্ষু, যব ও ষেটেধান এই দশটী শ্রমহর।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

লাজাচন্দনকাশ্মর্য্যফলমধুকশর্করানীলোৎপলোশীরশারিবাগুড়ূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি।

খৈ, শ্বেতচন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা এই দশটী দাহপ্রশমক।

তগরাগুরু-ধন্যাক-শৃঙ্গবেরভূতীকবচাকণ্টকারিকাগ্নিমন্থশ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি।

শিউলীছোপ, অগুরুকাষ্ঠ, ধনে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারি, শোনা ও পিপুল এই দশটী শীতপ্রশমক।

তিন্দুকপিয়ালবদরখদিরকদরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি।

গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়ি খদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জ্জুন, পীতশাল ও গুয়েবাবলা এই দশটী উদর্দ্দরোগনাশক।

বিদারীগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডকাকোলীচন্দনোশীরৈলা-মধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দ-প্রশমনানি ভবন্তি।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাঁকলা, চন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু এই দশটী অঙ্গমর্দ্দনাশক।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচাজমোদাজগন্ধাজাজীগণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও শালিঞ্চ শাক এই দশটী শূলপ্রশমক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

মধুমধুককুধিরমোচরসমৃৎকপাললোধ্রগৈরিকপ্রিয়ঙ্গুশর্করালাজা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপনানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী, লোধ, গেরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও খৈ, এই দশটী রক্তরোধক।

শাল-কট্‌ফল-কদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরসশিরীষবঞ্জুলৈলবালুকাশোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি।

শাল, কট্‌ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশোক এই দশটী বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহা দ্বারা তথায় বেদনা রক্ষিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্কষাশোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি।

হিঙ্গু, কট্‌ফল, বিট্‌খদির, বচ, চোরকাঁচকী, ব্রহ্মীশাক, ভূতকেশী (ভুঁইকেশ), জটামাংসী, গুগ্‌গুলু ও কট্‌কী এই দশটী সংজ্ঞাস্থাপক।

ঐন্দ্রীব্রহ্মীশতবীর্য্যাসহস্রবীর্য্যামোঘাব্যথাশিবারিষ্টাবাট্যপুষ্পীবিষ্বক্‌সেনকান্তা ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি।

রাখালশশা, ব্রাহ্মীশাক, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কট্‌কী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এই দশটী প্রজাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভচ্যুতিনিবারক।

অমৃতাভয়াধাত্রীমুক্তাশ্বেতাজীবন্ত্যতিরসামণ্ডূকপর্ণী-স্থিরাপুনর্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটী যৌবনস্থাপক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।
ইতি চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ॥

অথ সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্‌গণাঃ।

বিদারীগন্ধাদিগণঃ।

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যৃষভী চেতি।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধ-শ্বাসকাসবিনাশনঃ॥

শালপাণী, ভুঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালেলতা, বিছুটী ও আলকুশী ইহাদিগকে বিদারীগন্ধাদি গণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু এবং শোথ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাস বিনাশক।

আরগ্বধাদিগণঃ।

আরগ্বধমদনগোপঘোণ্টাকুটজপাঠাকণ্টকীপাটলামূর্ব্বেন্দ্রযবসপ্তপর্ণনিম্বকুরুণ্টক-দাসীকুরুণ্টকগুড়ূচীচিত্রকশার্ঙ্গেষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটোলকিরাততিক্তকানি সুষবী চেতি।

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমী-কণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

সোঁদাল, ময়নাফল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কাঁটাবেগুণ (মতান্তরে গোক্ষুর), পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পলতা, চিরতা ও করলা ইহাদিগকে আরগ্বধাদি গণ কহে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডু বিনষ্ট এবং ব্রণ শোধন হয়।

বরুণাদিগণঃ।

বরুণার্ত্তগলশিগ্রুমধুশিগ্রুতর্কারী-মেষশৃঙ্গীপূতিকনক্তমালমোরটাগ্নিমন্থসৈরীয়কদ্বয়বিম্বীবসুকবশিরচিত্রকশতাবরীবিল্বাজশৃঙ্গীদর্ভা বৃহতীদ্বয়ঞ্চেতি।

বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥

বরুণ, হোগলা, সজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী, মেড়াশিঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, নীলঝিণ্টা, পীতঝিণ্টা, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বেলশুঁঠ, মেড়াশিঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদি গণ কহে। ইহাতে কফ, মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম এবং অভ্যন্তর-বিদ্রধি নিবারিত হয়।

বীরতর্ব্বাদিগণঃ।

বীরতরুসহচরদ্বয়দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানলকুশকাশাশ্মভেদকাগ্নিমন্থমোরটাবসুকবশিরভল্লুক-কুরুণ্টকেন্দীবরকপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।

বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ॥

উলুমুল, নীলঝিণ্টা, পীতঝিণ্টী, শর, পরগাছা, গুলঞ্চ, নল, কুশ, কাশ, পাষাণভেদী, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শোনা, পীতঝিণ্টা, নীলোৎপল, ব্রহ্মী ও গোক্ষুর ইহাদিগকে বীরতর্ব্বাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

সালসারাদিগণঃ।

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গীতিনিশচন্দনকুচন্দনশিংশপা-শিরীষাসনধবার্জ্জুনতালশাকনক্তমালপূতীকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ
মেহপাণ্ড্বাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ॥

সাল, অসন, খদির, শ্বেতখদির (পাপড়িখদির), তমাল, সুপারি, ভূর্জ্জপত্র, মেড়াশিঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ, পিয়াসাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, শেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাসাল, অগুরুকাষ্ঠ ও কালীয়কাষ্ঠ ইহাদিগকে সালসারাদি গণ কহে। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ ও মেদোরোগ নিবারক।

রোধ্রাদিগণঃ।

রোধ্রসাবররোধ্রপলাশকুটন্নটাশোকফঞ্জীকট্‌ফলৈলবালুকশল্লকীজিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলী চেতি।
এষ রোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ॥

লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোনা, অশোক, বামুনহাটী, কায়ফল, এলবালুক, কৈবর্ত্তমুস্তা, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, সাল ও কদলী ইহাদিগকে রোধ্রাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, কফ ও যোনিদোষ নষ্ট হয়। ইহা স্তম্ভী, ব্রণশোধক ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণঃ।

অর্কালর্ককরঞ্জদ্বয়নাগদন্তীময়ূরকভার্গীরাস্নেন্দ্রপুষ্পীক্ষুদ্রশ্বেতামহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।
অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
ক্রিমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্ব্রণশোধনঃ॥

আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়, আপাঙ্গ, বামুনহাটী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা, ভুঁই কুমড়া, কাল ভুঁই-কুমড়া, বিছুটী, অলবণ বৃক্ষ ও ইঙ্গুদীবৃক্ষ ইহাদিগকে অর্কাদি গণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, বিষ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ রোগনাশক এবং ব্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

সুরসাদিগণঃ।

সুরসাশ্বেতসুরসাফণিজ্ঝকার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধকসুমুখ-কালমাল-কাসমর্দ্দ-ক্ষবক-খরপুষ্পা-বিড়ঙ্গ-কট্‌ফলসুরসী-নির্গুণ্ডী-কুলাহলোন্দুরুকর্ণিকাফঞ্জী-প্রাচীবলকাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি।
সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাস-কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

তুলসী, শ্বেত তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ, লাল তুলসী, বন বাবুই তুলসী, কাল তুলসী, কালকাসুন্দে, হাঁচুটী, আপাঙ্গ, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, সুরসী, নিসিন্দে, কুলেখাড়া, ইন্দুরকাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল ও বিষমুষ্টি (কুঁচিলা) ইহাদিগকে সুরসাদি গণ কহে। ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস নাশক এবং ব্রণশোধক।

মুষ্ককাদিগণঃ।

মুষ্ককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা চেতি।
মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মবিনাশনঃ॥

ঘণ্টাপারুলি, পলাশ, ধব, চিতা, ধুতুরা, শিংশপা, মনসাসিজ ও ত্রিফলা ইহাদিগকে মুষ্ককাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরী নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদিগণঃ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রক-শৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলী-হরেণুকৈলাজমোদেন্দ্রযব-পাঠাজীরক-সর্ষপমহানিম্বফল-হিঙ্গু-ভার্গী-মধুরসাতিবিষা-বচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।
পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্ত্যাগ্নিদীপনো গুল্ম-শূলঘ্নশ্চামপাচনঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি, গুল্ম ও শূল বিনষ্ট হয়। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক।

এলাদিকো গণঃ।

এলা-তগরকুষ্ঠ-মাংসীধ্যামকত্বক্‌পত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুহরেণুকাব্যাঘ্রনখশুক্তিচণ্ডাস্থৌণেয়কশ্রীবেষ্টকচোচচোরক-

বালক-গুগ্‌গুলু-সর্জ্জরসতুরুষ্ককুন্দুরুকাগুরুস্পৃক্কোশীরভদ্রদারুকুঙ্কুমাণি পুন্নাগকেশরঞ্চেতি।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্ বিষমেব চ।

বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডূ-পিড়কাকোঠনাশনঃ॥

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, মনসা সিজ, ডানকুনী, গেঁটেলা, নবনীত-খোটি, চোরকাঁচ্‌কি, চোর নামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্‌গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দরু-খোটী, অগুরু, পিড়িং শাক, বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও নাগেশ্বর; ইহাদিগকে এলাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহার করিলে বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডূ, পিড়কা ও কোঠ নিবারিত হয় এবং বর্ণ প্রসন্ন হয়।

বচাদিগণো হরিদ্রাদিগণশ্চ।

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি।

হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলসীকুটজবীজানি মধুকঞ্চেতি।

এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।

আমাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদিগকে বচাদি গণ কহে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পৃশ্নিপর্ণী, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে হরিদ্রাদি গণ বলে। এই বচাদি এবং হরিদ্রাদি গণ স্তনদুগ্ধ-বিশোধক, আমাতীসার-নাশক ও দোষপাচক।

শ্যামাদিগণঃ।

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনীতিল্বককম্পিল্লকরম্যকক্রমুক-পুত্রশ্রেণী-গবাক্ষীরাজবৃক্ষ-করঞ্জদ্বয়গুড়ূচী-সপ্তলাচ্ছগলান্ত্রীসুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।

আনাহোদরবিড়্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, চোরপুষ্পী, লোধ, কমলাগুঁড়ি ঘোড়ানিম, সুপারি, ইন্দুরকাণী, গোমুক্, সোঁদাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, নবমালিকা (নেয়ালী), বীজতাড়ক, মনসাসিজ ও স্বর্ণক্ষীরী, ইহাদিগকে শ্যামাদি গণ কহে। ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদর ও উদাবর্ত্ত নাশ করে এবং ভেদক।

বৃহত্যাদিগণঃ।

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।

পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।

কফারোচকহৃল্লাস-মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিত্ত, বায়ু, কফ, অরুচি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

পটোলাদিগণঃ।

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ূচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।

পটোলাদির্গণঃ পিত্ত-কফারোচকনাশনঃ।

জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দিকণ্ডূবিষাপহঃ॥

পল্‌তা, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কট্‌কী, ইহাদিগকে পটোলাদি গণ কহে। ইহা পিত্ত, কফ, অরোচক, জ্বর, বমি, কণ্ডূ ও বিষদোষ নাশ করে।

কাকোল্যাদিগণঃ।

কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণীমেদামহামেদাচ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্ত-শোণিতানিলনাশনঃ।

জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে কাকোল্যাদি গণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক এবং জীবনবর্দ্ধক, বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্য ও শ্লেষ্মকর।

ঊষকাদিগণঃ।

ঊষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গূনি তুত্থকঞ্চেতি।

ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।

অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু,

শ্বেত হিরাকস, লোহিত হিরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতে; ইহাদিগকে উষকাদি গণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্ম রোগ নাশক।

সারিবাদিগণঃ।

সারিবামধুকচন্দনপদ্মককাশ্মরীফলমধূকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।
সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারী ফল, মৌলফুল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়।

অঞ্জনাদিগণঃ।

অঞ্জন-রসাঞ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিন-কেশরাণি মধুকঞ্চেতি।
অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পানী-আমলা, কুঙ্কুম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদি গণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তর দাহ বিনাশক।

পরূষকাদিগণঃ।

পরূষকদ্রাক্ষাকট্‌ফলদাড়িমরাজাদনকতকফলশাক-ফলানি ত্রিফলা চেতি।
পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥

ফল্‌সা, কিস্‌মিস্‌, কায়ফল, দাড়িম, পলাশবৃক্ষ, নির্ম্মলীফল, শিরীষবৃক্ষ, জায়ফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষকাদি গণ কহে। ইহা বায়ুনাশক, মূত্রদোষহর, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিপ্রদ।

প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী গণৌ।

প্রিয়ঙ্গু-সমঙ্গা-ধাতকীপুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরস-রসাঞ্জনকুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জনপদ্মকেশরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠা-ধাতকীকুসুম-সমঙ্গা-কট্বঙ্গমধুকবিল্বপেশিকা-রোধ্রসাবররোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষাঃ পদ্মকেশরঞ্চেতি।
গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্কাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাঞ্জন, টৌকাপানা, কালস্রোত, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা, ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদি গণ কহে।

অম্বষ্ঠা (পুদিনা), ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোনা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তূঁতগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদি গণ কহে।

এই প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদি গণ পক্কাতীসারনাশক, পিত্তনাশক, ভগ্নসংযোজক ও ব্রণরোপক।

ন্যগ্রোধাদিগণঃ।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধূককপীতনককুভাম্রকোশাম্র-চোরক-পত্রজম্বুদ্বয়পিয়ালমধূকরোহিণী-বঞ্জুলকদম্ববদরী-তিন্দুকী-শল্লকী-রোধ্রসাবররোধ্রভল্লাতক-পলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।
ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহ-মেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র (কেওড়া), পিড়িং শাক, তেজপাতা, বড় জাম, ক্ষুদে জাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, শল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও মেড়াশিঙ্গী, ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদি গণ কহে। ইহা ব্রণ্য, সংগ্রাহী, ভগ্নসাধক, রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও যোনিদোষনাশক।

গুড়ূচ্যাদিগণঃ।

গুড়ূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যব-

হারে সর্ব্বপ্রকার জর, শ্বাস, অরোচক, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন।

উৎপলাদিগণঃ।

উৎপল-রক্তোৎপলকুমুদসৌগন্ধিককুবলয়পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।
উৎপলাদিরয়ং দাহ-পিত্তরক্তবিনাশনঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগ-চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥
উৎপলং নীলোৎপলম্। রক্তোৎপলং লোহিতোৎপলম্। কুমুদং শ্বেতোৎপলম্। সৌগন্ধিকং নীলোৎপলাকারবর্ণমুৎপলং সুগন্ধি চ। কুবলয়মীষন্নীলধবলম্। পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্। মধুকং যষ্টিমধু।

নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষন্নীলাভ শ্বেতোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদি গণ কহে। ইহা দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছা নাশক।

মুস্তাদিগণঃ।

মুস্তা-হরিদ্রা-দারুহরিদ্রাহরীতক্যামলকবিভীতককুষ্ঠহৈমবতীবচাপাঠাকটুরোহিণীশার্ঙ্গষ্ঠাতিবিষাদ্রাবিড়ীভল্লাতকানি চিত্রকশ্চেতি।
এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্য-শোধনঃ পাচনস্তথা॥

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, স্বর্ণক্ষীরী, বচ, আকনাদি, কটুকী, বড় করমচা, আতইচ, এলাইচ, ভেলা ও চিতা, ইহাদিগকে মুস্তাদি গণ কহে। ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষ-হারক, স্তন্য-শোধক এবং পাচক।

ত্রিফলা।

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা।
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী॥
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে। ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশক এবং চক্ষুষ্য ও দীপন।

ত্রিকটুকম্।

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্।
ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্।
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্ম-পীনসাগ্ন্যল্পতামপি॥

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলক্যাদিগণঃ।

আমলকীহরীতকীপিপ্পলীশ্চিত্রকশ্চেতি॥
আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ॥

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতা, ইহাদিগকে আমলক্যাদি গণ কহে। ইহা সকল প্রকার জ্বর, কফ ও অরোচক-নাশক এবং চক্ষুষ্য, দীপন ও বৃষ্য।

ত্রপ্বাদিগণঃ।

ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলোহসুবর্ণানি লোহমলশ্চেতি।
গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগ-পাণ্ডুমেহহরস্তথা॥

রঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ও লৌহমল (মণ্ডুর), ইহাদিগকে ত্রপ্বাদি গণ কহে। ইহা গরদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহ নাশক।

লাক্ষাদিগণঃ।

লাক্ষা-রেবত-কুটজাশ্বমার-কট্ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যস্ত্রায়মাণা চেতি।
কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ॥

লাক্ষা, জম্বীর, কুড়চি, করবী, কায়ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদি গণ কহে। ইহা কষায়, তিক্ত, মধুর, কফ ও পিত্তজনিত পীড়া-নাশক, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নিবারক এবং দুষ্ট ব্রণ শোধক।

স্বল্পপঞ্চমূলম্।

ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃথকপর্ণ্যো বিদারীগন্ধা চেতি কনীয়ঃ।
কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শালপাণি, ইহাদিগকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা কষায় তিক্ত মধুর, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন।

মহৎ পঞ্চমূলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থটিণ্টুকপাটলাকাশ্মর্যাশ্চেতি মহৎ।
সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্।
মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্॥

বেলশুঁঠ, গণিয়ারি, শোনা, পারুল ও গাম্ভারী, ইহাদিগকে মহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা তিক্তরস, কফ ও বায়ুনাশক, পাকে লঘু, অগ্নিদীপক, মধুরানুরস।

দশমূলম্।

অনয়োর্দশমূলমুচ্যতে।
গণঃ শ্বাসহরো হ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ।
আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

মিলিত স্বল্পপঞ্চমূল ও মহৎপঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহা শ্বাসহর, কফ পিত্ত ও বায়ুনাশক, আমপাচক এবং সর্ব্বজ্বরনাশক।

বল্লীপঞ্চমূলং কণ্টকপঞ্চমূলঞ্চ।

বিদারীসারিবারজনীগুড়ূচ্যোহজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসংজ্ঞঃ।
করমর্দ্দ-ত্রিকণ্টকসৈরীয়ক-শতাবরী-গৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ।
রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ।
সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ॥

শালপাণী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেড়াশিঙ্গী; ইহারা বল্লীপঞ্চমূল।

করমচা, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টা, শতমূলী ও কালিয়াকড়া, ইহারা কণ্টকপঞ্চমূল।

উক্ত কণ্টকসংজ্ঞক এবং বল্লীসংজ্ঞক গণ দ্বয় রক্তপিত্ত, শোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্র-দোষ নিবারক।

তৃণপঞ্চমূলম্।

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকম্।
মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ॥
এষাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।
পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥
এভির্লেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্।
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্॥

কুশ কেশে, নল, উলুখড় ও খাগড়া (কাহার মতে ইক্ষু), ইহাদিগকে তৃণপঞ্চমূল কহে।

এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত প্রযুক্ত হইলে সত্বর মূত্রদোষ ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে।

স্বল্পাদি যে পাঁচ প্রকার পঞ্চমূল কথিত হইল, তাহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্বল্প ও মহৎ পঞ্চমূল বাতনাশক, শেষোক্তটি অর্থাৎ তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক এবং অন্য দুইটী অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মপ্রশমক।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণসমূহ দ্বারা প্রলেপ, কষায় কিংবা তৎসহ ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

ইতি সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্গণাঃ।

অথ সংশমনো বর্গঃ।

—:*:—

বাতসংশমনো বর্গঃ।

ভদ্রদারু-কুষ্ঠহরিদ্রাবরুণ-মেষশৃঙ্গীবলাতিবলার্ত্তগল-কচ্ছুরাশল্লকী-কুবেরাক্ষীবীরতরুসহচরাগ্নিমন্থবৎসাদন্যের-ণ্ডাশ্মভেদকালর্কার্কশতাবরীপুনর্নবাবসুকবসিরকাঞ্চনক-ভার্গীকার্পাসী-বৃশ্চিকালী-পত্তূর-বদর-যব-কোল-কুলত্থ-প্রভৃতীনি বিদারিগন্ধাদিশ্চ দ্বে চাদ্যে পঞ্চমূল্যো সমাসেন বাতসংশমনো বর্গঃ।

দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণ, মেড়াশিঙ্গী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, নীলঝিণ্টা, আল-কুশী, সল্লকী, পারুল, অর্জ্জুন, পীতঝিণ্টী,

গণিয়ারি, গুলঞ্চ, এরণ্ড, হাড়যোড়া, শ্বেত আকন্দ, আকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, বেতোশাক, লালকাঞ্চন, বামুনহাটী, কাপাস, বিছুটী, রক্তচন্দন, কুল, যব, কাঁকলা ও কুলথকলাই প্রভৃতি দ্রব্য, বিদারীগন্ধাদি গণ এবং স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল, ইহাদিগকে বাতসংশমন বর্গ কহে।

পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

চন্দন-কুচন্দন-হ্রীবেরোশীরমঞ্জিষ্ঠাপয়স্যাবিদারীশতাবরী-গুন্দ্রা-শৈবাল-কহ্লারকুমুদোৎপলকদলীকন্দলীদূর্ব্বা-মূর্ব্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদিন্যগ্রোধাদিতৃণপঞ্চমূলমিতি সমাসেন পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাঁকলা, শালপাণী, শতমূলী, ভদ্রমুস্তা, শেওলা, কহ্লার, কুমুদ, উৎপল, কদলী, পদ্মবীজ, দূর্ব্বা ও মূর্ব্বা প্রভৃতি দ্রব্য, কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণ এবং তৃণপঞ্চমূল, ইহাদিগকে পিত্তসংশমন বর্গ কহে।

কফসংশমনো বর্গঃ।

কালেয়কাগুরুতিলপর্ণীকুষ্ঠহরিদ্রাশীতশিবশতপুষ্পা-সরলারাস্না-প্রকীর্য্যোদ-কীর্য্যেঙ্গুদী-সুমনঃকাকাদনীলাঙ্গলকীহস্তিকর্ণমুঞ্জাতকলামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্লীকণ্টকপঞ্চমূল্যৌ পিপ্পল্যাদির্বৃহত্যাদির্মুষ্ককাদির্বচাদিঃ সুরসাদিরারগ্বধাদিরিতি সমাসেন কফসংশমনো বর্গঃ। তত্র সর্ব্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষবলান্যভিসমীক্ষ্য বিদধ্যাৎ।

কালীয়ক (চন্দনবিশেষ), অগুরুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, শৈলজ, গুল্‌ফা, সরলকাষ্ঠ, রাস্না, নাটা, ডহর করমচা, ইঙ্গুদী, জাতী, গুঞ্জা (কুঁচ), ঈশ্‌লাঙ্গলা, এরণ্ড, শরমুজ ও বেণামূল প্রভৃতি দ্রব্য, বল্লী ও কণ্টকসংজ্ঞক পঞ্চমূলীদ্বয়, পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি, মুষ্ককাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্বধাদি গণ, ইহাদিগকে কফসংশমন বর্গ কহে। সকল ঔষধই ব্যাধি অগ্নি রোগী ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে।

ইতি সংশমনো বর্গঃ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদসংগ্রহে চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ, সুশ্রুতোক্ত-সপ্তত্রিংশদ্‌গণাঃ সংশমনবর্গশ্চ॥